১৪

শ্রীহর্ষ

প্রধান উপদেষ্টা
ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী

সম্পাদকমণ্ডলী :
জ্যোতিভূষণ চাকী / তারাপদ ভট্টাচার্য /
ডঃ রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় / শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল

নির্বাহী সম্পাদক / প্রসূন বসু
সহযোগী / রত্না বসু
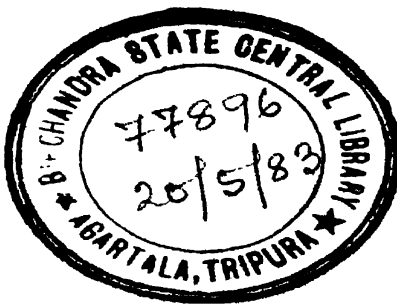
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯
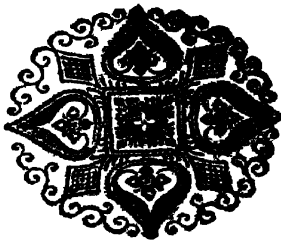
প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক : নিউ এজ প্রিন্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

বিক্রয় মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

SANSKRITA SAHITYASAMBHAR
VOL. XIV

প্রধান উপদেষ্টার কথা

আমাদের পরিকল্পিত প্রথম পর্যায়ের পরে দ্বিতীয় পর্যায়ের নবম থেকে অষ্টাদশ খণ্ডও দৃঢ় পদক্ষেপে লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে।

এখন আর অজ্ঞাতকুলশীল নই, প্রথম পরিচয়ের সসঙ্কোচ মনোভাবও কেটে গিয়েছে; আপনাদের প্রসাদপুষ্ট শিশু আজ যৌবনশ্রীর অধিকারী। আজ তার বলবার দিন এসেছে—'গুণা গুণজ্ঞেষু গুণা ভবন্তি'। নবপত্রের নিষ্ঠা, শক্তি ও আন্তরিকতার পরিচয় যাঁরা ইতিমধ্যে পেয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই তার এই নতুন যাত্রাকে অভিনন্দিত করেছেন।

এ যুগে সংস্কৃতের উপযোগিতা নিয়ে আমরা কোনো প্রবন্ধ রচনা করতে চাই না—সে-কাজের জন্যে বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত রয়েছেন। সংস্কৃতের পঠন-পাঠন জাতির পক্ষে অপরিহার্য কিনা, সে প্রসঙ্গও তুলতে চাই না—সে-কাজ অসংখ্য শিক্ষাব্রতীরা করবেন। আমাদের লক্ষ্য, সংস্কৃতের জন্যে বিশেষ রুচি সৃষ্টি করা এবং তারই মাধ্যমে আমাদের বিলুপ্ত সম্পদ সম্পর্কে জাতিকে সচেতন করে তোলা।

এই রুচি ও চেতনা নিয়ে সকলেই অকুণ্ঠ আগ্রহে তাদের জাতীয় সাহিত্য অনুশীলনে এগিয়ে আসবেন, এ আমাদের শুধু বিশ্বাস নয়, সুদৃঢ় প্রত্যয়। তাই সাহিত্য-সম্ভারের সামনে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য বা ঐচ্ছিক—এ সমস্যা নেই। দৃঢ়তার সঙ্গেই আমরা ঘোষণা করতে চাই—শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতের পক্ষেই সংস্কৃতপাঠ 'অপরিহার্য'। আমরা মনে করি, সংস্কৃতকে দূরে রেখে সংস্কৃতিকে বাঁচানো যাবে না, সংস্কৃত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই জাতির মানসিকতা আজ বিপর্যস্ত। 'মহতী বিনষ্টি'র সম্মুখীন এই রুগ্ন জাতির পক্ষে প্রথম এবং একমাত্র ব্যবস্থা সংস্কৃতের ব্যাপক অনুশীলন, 'নান্যঃ পন্থাঃ'।

আপনারা সংস্কৃতকে স্বাগত জানিয়েছেন, আপনাদের কাছে এই অবসরে জনান্তিকে এই কথাও জানিয়ে রাখি—সংস্কৃত চিরঞ্জীব, এর মৃত্যু নেই। আমি মনে করি, সংস্কৃতকে নিয়ে অহেতুক ভাবনার কোনো প্রয়োজন নেই, ভাবনা তাদের নিয়েই যারা এই সম্পর্কে আজও বিরুদ্ধ ভাবনায় মত্ত।

নব-পর্যায়ের আরও দশটি খণ্ডের পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের যাত্রা আজ মধ্যপথে। সংস্কৃত-সাহিত্যসম্ভার আপনাদেরই; আপনারা গুণগ্রাহী সজ্জন, সুতরাং 'সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু'।

শ্রীগৌরীনাথশাস্ত্রী

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

আশ্চর্য ! নিজেদের না জানিয়ে, না বুঝিয়ে, কত সহজে কয়েকটি বছর কেটে গেল। প্রথম প্রতিশ্রুতির সেই আটটি খণ্ড শেষ হয়েছে। আজ যেখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের ধন্য মনে করে তৃপ্তিবোধ করছি, কোনোদিন ভাবতেই পারি নি নিঃশব্দে এই গন্তব্যস্থলে পেঁছিতে পারব। গভীর আদর্শ বুকে বেঁধে যে-পথ দিয়ে হেঁটে এলাম, সে-পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ, পদে-পদে পিছুটানের বাধা। শতসহস্র পাঠকের আশীর্বাদে কোথায় উড়ে গিয়েছে সেই বাধা।

নবম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের যাত্রার শুরু। আজ চতুর্দশ খণ্ড প্রকাশিত হল। 'সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার' এখন আর খণ্ডিত নয়, পরিপূর্ণ রূপে রূপায়িত হতে চলেছে। ধীর পদক্ষেপে আমরা লক্ষ্যের কর্তব্যসমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছি। সকলের আশীর্বাদে সার্থক হোক এই নিষ্ঠাপূর্ণ প্রয়াস—প্রথম সূর্যের আলোকে আলোকিত হোক এই কর্মযজ্ঞ।

সুদীর্ঘ এই যাত্রাপথে আমরা অনেক নতুন মুখের সন্ধান পেয়েছি, আবার হারিয়েছিও কাউকে-কাউকে। যাঁদের হারিয়েছি তাঁদের প্রতিও সঞ্চিত আছে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ। সকলের সাহায্যই আমাদের যাত্রাপথের পাথেয়। যে-নদীর সন্ধান আমরা পেয়েছি, সে-নদী সমুদ্রে পেঁছিবে, এ আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়।

উপদেশে, আশীর্বাদে, অনুবাদকর্মে, সম্পাদনায়, রূপপরিকল্পনায় অসংখ্য বিদগ্ধজনের সাহায্য আমরা পেয়েছি বা পাচ্ছি। নিয়মমাফিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কাউকে আর খাটো করতে চাই না। শুধু বলতে চাই—আমরা সকলে-মিলে ছিলাম, সকলে-মিলে আছি, সকলে-মিলে থাকব।

অনুবাদক

শ্রীহর্ষ : নৈষধীয়চরিত : ডঃ করুণাসিন্ধু দাস

শ্রীহর্ষ

নৈষধীয়চরিত

ভূমিকা

সুধী পাঠক সংস্কৃত সাহিত্যজগতের একটি অত্যাশ্চর্য সুসজ্জিত উদ্যানের সম্মুখে উপস্থিত। এ উদ্যানের নাম নৈষধীয়চরিত মহাকাব্য। এর স্রষ্টা কবি শ্রীহর্ষ, সময় খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী। কবির পিতা শ্রীহীর, মাতা মামল্লদেবী। হর্ষ নামে আর এক সংস্কৃত সাহিত্যিকের কথা আমরা জানি। তিনি নাট্যকার। প্রিয়দর্শিকা, রত্নাবলী ও নাগানন্দের রচয়িতা সম্রাট হর্ষবর্ধন। তাঁর পিতার নাম প্রভাকরবর্ধন; আবির্ভাব-কাল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী। কাদম্বরীর কবি বাণভট্ট এই সম্রাট হর্ষবর্ধনকে নিয়েই হর্ষচরিত লিখেছিলেন।

কবি ও কাব্যের পরিচিতি

নৈষধীয়চরিতে বাইশটি সর্গ আছে। মোট শ্লোকসংখ্যা দুহাজার আটশতেরও কিছু বেশি। রত্নাকরের হরবিজয় ও অভিনন্দের রামচরিত বাদ দিলে এত বড়ো আলঙ্কারিক মহাকাব্য সংস্কৃতে আর নেই। প্রত্যেকটি সর্গের শেষ শ্লোকে কবি শ্রীহর্ষ তাঁর পিতামাতার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। পিতা শ্রীহীর তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ কবি-কুলের মুকুটের অলঙ্কারের হীরা (তুলনীয়—কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কারহীরঃ)। সর্গের শেষে বেশ কয়েকবার 'নৈষধীয়চরিত' নামটিও কবি ব্যবহার করেছেন। নিজের অন্য-কয়েকটি রচনার কথা উল্লেখ করতেও এই প্রসঙ্গে কবি ভোলেন নি। এই সূত্রেই জানা যায়, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য নামে বেদান্তগ্রন্থ (নৈ. চ. ৬/১১৩), রাজা নবসাহসাঙ্ক সম্বন্ধে গদ্য-পদ্য-মিশ্রিত চম্পূকাব্য (নৈ. চ. ২২/১৫১), শ্রীবিজয়-প্রশস্তি (নৈ. চ. ৫/১৩৮), গৌড়োর্বীশকুলপ্রশস্তি (নৈ. চ. ৭/১১০), স্থৈর্যবিচারণ (নৈ. চ. ৪/১২৩), ছন্দঃপ্রশস্তি (নৈ. চ. ১৭/১২২), শিবশক্তিসিদ্ধি (নৈ. চ. ১৮/১৫৪) ইত্যাদি গ্রন্থও শ্রীহর্ষের লেখা। এগুলির মধ্যে খণ্ডনখণ্ডখাদ্য সুপ্রসিদ্ধ। প্রতিপক্ষ দার্শনিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বেদান্তের হাতে এটি অসাধারণ একটি শাণিত অস্ত্রের ভাণ্ডার হয়ে উঠেছে। শ্রীহর্ষের অন্যান্য গ্রন্থগুলির খ্যাতি সম্বন্ধে এভাবে বলা যায় না। তবে একথা মানতেই হবে, কাব্য ও দর্শনের জগতে সমান দক্ষতায় পদসঞ্চার করেছেন শ্রীহর্ষ। এই সব্যসাচী প্রতিভার কথা নিজের মুখে বলতে গিয়েই তিনি লিখেছেন যে, তাঁর কাব্য মধু বর্ষণ করে কিন্তু তাঁর তর্কের কথা প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করে (তুলনীয়—যৎকাব্যং মধুবর্ষি, ধর্ষিতপরাস্তর্কেষু যস্যোক্তয়ঃ ২২/১৫৫)। কবিচরিত্রের আর-এক পরিচয় নিহিত আছে তাঁর জীবনসাধনার মধ্যে। শাস্ত্রজ্ঞ এই মনীষী শাস্ত্রের কূটতর্কে আবদ্ধ থাকেন নি, আপন জীবনচর্যায় জ্ঞানকে মূর্ত করেছেন। তিনি জিতেন্দ্রিয় (তুলনীয়—শ্রীহর্ষং···সুতং শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্। ১/১৪৫)। ধ্যানে পরমানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম তাঁর প্রত্যক্ষ হয় (তুলনীয়—যঃ সাক্ষাৎকুরুতে সমাধিষু পরং ব্রহ্ম প্রমোদার্ণবম্। ২২/১৫৫)। এমন কবিকে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় দুটি তাম্বুল ও কবিসার্বভৌমের আসন দান করে কান্যকুব্জের রাজা যথার্থ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সন্দেহ নেই (তুলনীয়—তাম্বূলদ্বয়মাসনং চ লভতে যঃ কান্যকুব্জে-শ্বরাৎ। ২২/১৫১)।

খোঁজ করা দরকার, কে এই কান্যকুব্জের রাজা, যাঁর হাত থেকে তাঁর রাজকীয়

কবিসম্বর্ধনা লাভের কথা শ্রীহর্ষ সানন্দে লিখে রেখেছেন? চতুর্দশ শতাব্দীতে রাজশেখরের লেখা প্রবন্ধকোষ গ্রন্থটিতে শ্রীহর্ষ, বিদ্যাধর ও জয়ন্তচন্দ্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ আছে। তা থেকে জানা যায়, পূর্ববারাণসীর রাজা গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র বা পৌত্র জয়ন্তচন্দ্রের রাজসভায় শ্রীহর্ষের পিতা শ্রীহীরদেব ছিলেন সভাসদ্। সেখানে অন্য এক পণ্ডিতের কাছে পরাজিত হওয়ার অপমান তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। পুত্র শ্রীহর্ষ দীর্ঘকাল বিদ্যাভ্যাসের পর জয়ন্তচন্দ্রের সভায় গিয়ে সেই পিতৃবৈরীকে পরাস্ত করেন। কান্যকুব্জের রাজার অধীনে কাশীতীর্থ থাকা অসম্ভব নয়। এই জয়ন্তচন্দ্র রাঠোর বংশীয় কান্যকুব্জশাসকদের শেষ শাসক জয়চন্দ্র ছাড়া আর কেউ নন। তিনি কাশীর রাজা ছিলেন। ১১৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যবনদের আক্রমণে তাঁর পতন ঘটে। নৈষধীয়চরিত মহাকাব্যের নির্ণয়সাগর সংস্করণের ভূমিকায় পণ্ডিত শিবদত্ত শর্মা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে এই জয়ন্তচন্দ্র বা জয়চন্দ্রের সম্মানিত কবি শ্রীহর্ষ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগের লোক। যুক্তিতর্কের জটিলতার কথা থাক। শ্রীহর্ষের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে উল্লিখিত মতটি স্বীকার করতে বাধা নেই।

সংস্কৃত মহাকাব্যের নামকরণে কবির নাম, কাহিনীর নায়কের নাম অথবা বিশেষ কোনো ঘটনা গুরুত্ব পেয়ে থাকে। নৈষধীয়চরিত নিষধরাজ্যের অধিপতি নলের কাহিনী নিয়ে লেখা। এই নলের প্রশংসা দিয়েই মহাকাব্যটি শুরু হয়েছে। মূল কাহিনী মহাভারতের বনপর্বের নলোপাখ্যান থেকে নেওয়া। শুধু এই মহাকাব্যের নয়, ভারবির কিরাতার্জুনীয় ও মাঘের শিশুপালবধ মহাকাব্যের কাহিনীও মহাভারত থেকে নেওয়া। আসলে বিষয়বস্তু নির্বাচনে মহাকবিরা সুপ্রসিদ্ধ কাহিনীকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এতে তাঁদের মৌলিকত্বের হানি হয়েছে, এমন ভাবার কারণ নেই। বরং এর ফলে সুবিধেই হয়েছে বেশি। তা কবির দিক থেকেও বটে, পাঠকদের দিক থেকেও বটে। বিষয়-গাম্ভীর্যে এসব কাহিনীর তো তুলনা নেই। সুতরাং আবেশ রচনার পক্ষে এমন কাহিনী অভিনন্দনযোগ্য। তাছাড়া কবি ও পাঠকের মধ্যে ভাবসঞ্চারের ক্ষেত্রে অপরিচয়ের বাধা এতে থাকে না। এবং মূলকে কেন্দ্র করে কবি-কল্পনার স্বচ্ছন্দ বিহার তো কবির মৌলিক অধিকার। সেখানে তিনি স্বাধীন স্রষ্টা, প্রজাপতি ব্রহ্মার দোসর। সুতরাং গল্প পড়তে পড়তে 'এরপর কী হয়, কী হয়' ভাব অর্থাৎ Suspense-এর চমক নাই বা মিলল, কাব্য পড়ার ফল কিন্তু মিলবে অনেক অনেক বেশি। না হয়, গাছের নামগুলোই জানা ছিল, উদ্যান পরিকল্পনায় বিন্যাস-চাতুর্য, অসাধারণ সব ফুলফলের সমাহারের মধ্যে প্রত্যেকটির নিজস্ব সৌন্দর্য ও সৌরভ রসিকচিত্তের কৌতূহল সর্বদা জাগিয়ে রাখবে না কি? কাব্যপাঠের শেষে পাঠক প্রাত্যহিক জীবনের খণ্ড ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন সত্তাকে অতিক্রম করে একটি আশ্চর্য উপলব্ধির কিনারায় পৌঁছান, একটি মহাবোধিতে উজ্জীবিত হয়ে নতুন মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হন। মহাকাব্যের মহাকবিকে তাঁর রচনায় এই মহাজীবনের উদ্‌বোধন-সঙ্গীত গাইতে হয়। নৈষধীয়চরিত আস্বাদনের অভিজ্ঞতায় সুধী পাঠকের এ বিষয়ে যাচাই করার সুযোগ রয়েছে।

কথামূল ও কথাবিস্তার

মহাভারতে পাশাখেলায় পরাজয়ের পর পাণ্ডবরা বনবাসী হলে মহর্ষি বৃহদশ্ব

পাশাখেলার নিদারুণ পরিণাম বোঝাতে গিয়ে আর-এক হতভাগ্য রাজার কথা উল্লেখ করেন। এই দুর্ভাগা রাজাই নিষধরাজ্যের অধিপতি নল। তিনি বীরসেনের পুত্র। বিদর্ভদেশের রাজা ভীমের অসামান্য রূপগুণসম্পন্না কন্যা দময়ন্তীর কথা শুনে নল তাঁর প্রণয়প্রার্থী হন। একটি হাঁসের মাধ্যমে তাঁর এই মনোভাব দময়ন্তীর কানে পৌঁছলে তিনিও নলের প্রণয়প্রার্থী হয়ে পড়েন। রাজা ভীম দময়ন্তীর স্বয়ংবর-সভার আয়োজন করলে বহু রাজা-মহারাজার সঙ্গে নল এবং চারজন প্রধান দেবতা ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম বিদর্ভরাজ্যের দিকে যাত্রা করেন। দেবতাদের দূতিয়ালি করবার দায়িত্বও এসে পড়ে নলের উপরে। প্রেম ও কর্তব্যের দ্বন্দ্ব মনে নিয়ে নল দময়ন্তীর সঙ্গে দেখা করলে দময়ন্তী নলকেই বরণ করবার কথা দৃঢ়ভাবে জানান। দেবতাদের সম্ভাব্য ক্রোধের ফলাফল নিয়ে উভয়ের আলোচনা হয়। স্বয়ংবর-সভায় চারজন দেবতাই নলের আকৃতি নিয়ে দময়ন্তীকে বিভ্রান্ত করতে থাকলে তিনি কাতরভাবে তাঁদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। কারণ নলকে মনে মনে বরণ করার পর আর কাউকে বরমাল্য দেওয়া যায় না। দময়ন্তীর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে দেবতারা দেবভাব প্রকাশ করলে তিনি নলকে বরমাল্য দেন। দেবতাদের বর পেয়ে নবদম্পতি কয়েকদিন পর নিষধরাজ্যে ফিরে যান। নল যথানিয়মে রাজ্য শাসন করতে থাকেন।

মূল কাহিনীতে এই পর্যন্তই নলের জীবনে অভ্যুদয়ের দিক। এরপর তাঁর দুর্ভাগ্য শুরু হয়। কলি নলের দেহে প্রবেশ করে তাঁকে পাশাখেলায় প্রলুব্ধ করে। ভাই পুষ্করের সঙ্গে পাশা খেলতে বসে নল সর্বস্বান্ত হয়ে পত্নী দময়ন্তীকে নিয়ে রাজ্য ছেড়ে যেতে বাধ্য হন এবং গভীর জঙ্গলে একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় দময়ন্তীকে ফেলে রেখে চলে যান। উভয়ের জীবনে বহু দুঃখযন্ত্রণা নেমে আসে। তবে শেষ পর্যন্ত নল-দময়ন্তীর পুনর্মিলন ঘটে এবং নলরাজার রাজ্য ও সম্পত্তি পুনরুদ্ধার হয়।

মহাভারতের এই কাহিনীর প্রথম অংশটুকু কবি শ্রীহর্ষের উপজীব্য। পরিণয়ের পর নল দময়ন্তীকে নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে এসেছেন, নববধূর প্রেমার্দ্র সান্নিধ্য, রাজ্যশাসন ও ধর্মকর্মে নলের জীবনে পরিপূর্ণতার জোয়ার এসেছে—এই পরিস্থিতেই আমাদের কবি তাঁর নৈষধীয়চরিতের উপসংহার করেছেন। নল-দময়ন্তীর যে নিটোল মনুষ্যমূর্তি দুটি তিনি আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন, দুঃখ, যন্ত্রণা দুর্ভাগ্যের প্রবল অগ্নিদাহের মধ্যে তাদের নিয়ে যেতে তাঁর মন চায় নি। উদ্দিষ্ট পাঠক-সমাজ দুর্ভাগ্যের ছবি দেখতে অনিচ্ছুক বলে কি কবির মনে হয়েছিল? দুষ্যন্ত-শকুন্তলাকে তো দুঃখের দহনে পুড়িয়ে খাঁটি সোনা করেছিলেন কালিদাস। ঋষিকবিদের লেখনীতেও রাম-সীতা, নল-দময়ন্তী সকলকেই অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে পাঠকচিত্তে মর্যাদার আসন পেতে হয়েছিল। তাহলে শ্রীহর্ষের যুগ কি রাজকাহিনীতে দুঃখ-দুর্দশার চিত্র দেখতে প্রস্তুত ছিল না? রোমান্টিক নল-দময়ন্তীকে ঘাত-প্রতিঘাতের পথে বিকলাঙ্গ মহারাজ নল ও পুত্রকন্যা পরিবৃত মহিষী দময়ন্তীর পর্যায়ে নিয়ে যেতে পণ্ডিতপ্রবর তপস্বী শ্রীহর্ষও রাজি হলেন না। সে কি শুধু রসসৃষ্টির তাগিদে? অতুল সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য নিয়ে বিলাসের বশে কবি সুসজ্জিত কল্পলোক সৃষ্টি করেই পরিতৃপ্ত হয়েছেন। তাঁর রচনায় আরো কিছু না পাওয়ার জন্যে

অনুযোগ করা বৃথা। দেশ, কালের স্পষ্ট অস্পষ্ট নানা সীমাবদ্ধতা ও বাধ্যবাধকতা মেনে নিয়েই কবি ও তাঁর কাব্যকৃতির বিচার করা উচিত।

যাই হোক, শ্রীহর্ষের কাব্যে কাহিনী বাইশটি সর্গে ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে।

প্রথম সর্গে নল ও দময়ন্তী পরস্পরের সম্বন্ধে অনুরাগ পোষণ করেন। প্রেমার্ত হৃদয়ে বেড়াতে গিয়ে নল একটি সোনালি রাজহাঁস ধরেন ও পরে অনুকম্পার বশে তাকে ছেড়ে দেন।

দ্বিতীয় সর্গে নলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্যে হাঁসটি ফিরে আসে এবং দময়ন্তী যাতে নল সম্বন্ধে অত্যন্ত অনুরাগিণী হয়ে ওঠেন তার ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। নলের সম্মতি নিয়ে হাঁসটি তৎক্ষণাৎ উড়তে উড়তে কুণ্ডিননগরে পৌঁছয়।

তৃতীয় সর্গে দময়ন্তীর কাছে নলের নানা কথা বলে হাঁসটি দময়ন্তীর মনের কথা জেনে নেয় ও নলের মনোভাব তাঁকে জানিয়ে তখনই নলের কাছে ফিরে আসে।

চতুর্থ সর্গে বিরহব্যাকুল দময়ন্তীর শোচনীয় অবস্থা দেখে পিতা ভীম তাঁর স্বয়ম্বরের নির্দেশ দেন।

পঞ্চম সর্গে নারদের মুখে এই সংবাদ শুনে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম স্বয়ংবর-সভার দিকে যাত্রা করেন। পথে নলের কাছে সহযোগিতার প্রতিজ্ঞা আদায় করে তাঁরা তাঁকে দময়ন্তীর কাছে দূত হিসেবে পাঠান।

ষষ্ঠ সর্গে দূতের কর্তব্য পালনে নল দময়ন্তীর কাছে পৌঁছল। ইন্দ্রের বরে ইচ্ছেমতো অদৃশ্য থাকার শক্তি তাঁর হয়েছে। তিনি লক্ষ্য করেন, দেবতাদের দূতীরা দময়ন্তীর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যানের কথা শুনছেন।

সপ্তম সর্গে দময়ন্তীর রূপের বর্ণনা আছে। অদৃশ্য নল দময়ন্তীকে দেখে তাঁর আপাদমস্তক বর্ণনা করছেন।

অষ্টম সর্গে নল দৃশ্যরূপ নিয়ে দময়ন্তীর সামনে উপস্থিত হন ও দেবতাদের দূতরূপে আত্মপরিচয় দেন। দেবতাদের অনুরাগের কথা জানিয়ে তাঁদের একজনকে বরণ করার কথা তিনি দময়ন্তীকে বলেন।

নবম সর্গে দেবতাদের কাউকে বরণ করার ইচ্ছে তাঁর নেই, একথা জানিয়ে দময়ন্তী নলের আসল পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। মহারাজ নলের প্রতি তাঁর অনুরাগের কথাও তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান। নলকে না পেলে তাঁর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অসহায় দময়ন্তীর কান্না দেখে নল সব সংযম হারিয়ে নিজের পরিচয় প্রকাশ করেন। তখন দময়ন্তী ইঙ্গিতে নলকে স্বয়ংবর-সভায় আসতে অনুরোধ করেন। সম্মতি জানিয়ে নল দূত হিসেবে আপন ব্যর্থতা জানাবার জন্যে তৎক্ষণাৎ দেবতাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

দশম সর্গে দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভার বর্ণনা শুরু। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম নলের আকার নিয়ে সভায় উপস্থিত। আসল নলও সেখানে এসেছেন। উপস্থিত সব রাজাদের পরিচয় ব্যাখ্যা করার জন্যে দেবী সরস্বতীকে বিষ্ণু স্বয়ং অনুরোধ করেন। দময়ন্তীকে সভায় আনা হলে সকলে তাঁর রূপ দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন।

একাদশ সর্গে সরস্বতী প্রথমে দেবতাদের উল্লেখ করার পর একে একে পুষ্কর,

কুশ, প্লক্ষ, শাক, ক্রৌঞ্চ, শাল্মল ও জম্বু এই সাতটি দ্বীপের অধিপতিদের এবং অবন্তী, গৌড়, মথুরা ও বারাণসীর রাজাদের পরিচয় দিলে দময়ন্তী কোনো আগ্রহই দেখালেন না।

দ্বাদশ সর্গে অযোধ্যা, পাণ্ড্য, কলিঙ্গ, কাঞ্চী, নেপাল, মলয়, মিথিলা, কামরূপ, উৎকল ও মগধের রাজাদের পরিচয় দেওয়ার সময়ও দময়ন্তী কোনো আগ্রহ দেখালেন না।

ত্রয়োদশ সর্গে সরস্বতী দ্ব্যর্থক ভাষায় দেবতাদের পরিচয় দেন। তাঁর কথাগুলি দেবতাদের সম্বন্ধেও খাটে, নল সম্বন্ধেও খাটে। নলের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি যা বলেন, তা নল ও দেবতাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। শেষ কথাটির তো পাঁচ পাঁচটি অর্থ। নল ও চারজন দেবতা সম্বন্ধে তা প্রযোজ্য। দময়ন্তী বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। :

চতুর্দশ সর্গে দময়ন্তী দেবতাদের স্তব ও অর্চনা করলে তাঁরা তুষ্ট হয়ে দেবতাসুলভ চিহ্ন প্রকাশ করেন। আসল নলকে চেনা সম্ভব হয়। দেবতাদের সম্মতি নিয়ে দময়ন্তী নলকে বরণ করেন। দেবতারা আশীর্বাদ জানিয়ে স্বর্গে প্রস্থান করেন। রাজা ভীম সমাগত রাজাদের হাতে দময়ন্তীর সখীদের তুলে দেন।

পঞ্চদশ সর্গে নল-দময়ন্তীর আনুষ্ঠানিক বিবাহের প্রস্তুতির বর্ণনা আছে। গৃহসজ্জা, সঙ্গীত, আনন্দকোলাহলে চারিদিকে উৎসবের আমেজ। বধূ ও বরের সাজসজ্জার চমৎকার বর্ণনা এখানে আছে। নির্দিষ্ট প্রাসাদ থেকে শোভাযাত্রা করে বর-বধূর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হন।

ষোড়শ সর্গে বরের শোভাযাত্রা শেষ হলে বিবাহের নানা আচার-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। জামাতাকে ভীমরাজ প্রচুর যৌতুক দেন। বরযাত্রীদের ভোজে আপ্যায়িত করা হয়। কয়েকদিন কাটিয়ে নববধূকে নিয়ে নল আপন রাজ্যে ফিরে এলে তাঁদের সাদরে বরণ করা হয়।

সপ্তদশ সর্গে নল-দময়ন্তীর পরিণয়ে কলি ও দ্বাপরের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কলির এক সমর্থক নাস্তিক্যবাদী কথাবার্তায় ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করলে দেবতাদের সঙ্গে তার তর্কবিতর্ক হয়। দেবতাদের নিষেধ সত্ত্বেও কলি দ্বাপরকে সঙ্গে নিয়ে নিষধরাজ্যে এসে প্রমোদ-উদ্যানে বাসা বাঁধে এবং নলের ক্ষতি করার সুযোগ খুঁজতে থাকে।

অষ্টাদশ সর্গে সুরম্য প্রাসাদে নল আস্তে আস্তে দময়ন্তীর লজ্জার ভাব কাটিয়ে তাঁর সঙ্গে কামক্রীড়ায় মত্ত হন।

ঊনবিংশ সর্গে সকালবেলায় চারণের দল প্রভাতবর্ণনা করলে দময়ন্তী তাদের পারিতোষিক দেন। ততক্ষণে নল স্বর্গঙ্গায় প্রাতঃস্নান সেরে প্রাসাদে ফিরে আসেন।

বিংশ সর্গে দময়ন্তীর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টায় রাজার সকাল কাটে। দুপুরে স্নানের সময় হয়।

একবিংশ সর্গে রাজন্যদের অভিবাদন গ্রহণ ও অস্ত্রচর্চার পর নল স্নান করেন। তারপর দীর্ঘ শিবপূজা ও বিষ্ণুপূজার পালা। দুপুরে খাওয়ার পর দময়ন্তী ও সখীদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদে কাটিয়ে নল সন্ধ্যাপূজার জন্যে নদীতে স্নান করতে যান।

দ্বাবিংশ সর্গে নল ও দময়ন্তী কবিকল্পনার শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য দিয়ে চাঁদের বর্ণনা করতে থাকেন। এইখানেই নৈষধীয়চরিত মহাকাব্যের সমাপ্তি।

দেখা যাচ্ছে, মহাভারতের কাহিনীর যেটুকু অংশ নিয়ে মহাকাব্যটি রচিত হয়েছে ;

তার মূল কাঠামোতে কোনো পরিবর্তন করা হয় নি। তারই মধ্যে সম্ভাব্য বিশদ বর্ণনার ক্লান্তিহীন বিন্যাস শ্রীহর্ষের নিজস্ব অধিকারে ঘটেছে। মহাভারতের নল দেবতাদের দূতরূপে দময়ন্তীর কাছে গেলেও আত্মপরিচয় গোপন করেন নি; শ্রীহর্ষের নল দূতের কর্তব্যবোধ ও প্রেমিকের উদ্বেল হৃদয়াবেগের দ্বন্দ্বে কর্তব্যে অটল থেকেছেন এবং অবশেষে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। নৈষধীয়চরিতের প্রসিদ্ধ ইংরাজী অনুবাদক কৃষ্ণকান্ত হাণ্ডিক নল-চরিত্র-চিত্রণের এই অংশে শ্রীহর্ষের কৃতিত্বকে সংস্কৃত সাহিত্যে অনন্যসাধারণ বলে চিহ্নিত করেছেন। আমরা তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে একমত। শ্রীহর্ষের রচনায় খুঁটিনাটি বর্ণনার পরাকাষ্ঠা মিলবে স্বয়ংবর-সভার পরিকল্পনায়। মহাভারতের সামান্য কয়েক ছত্রের বদলে তিনি দশম থেকে চতুর্দশ পর্যন্ত পাঁচটি সর্গ রচনা করেছেন। সপ্তম সর্গে দময়ন্তীর রূপ, অষ্টাদশ সর্গে কামক্রীড়া, দ্বাবিংশ সর্গে চাঁদের বর্ণনাও বেশ দীর্ঘ।

কাহিনীর গতি স্বভাবতই অত্যন্ত ধীর। সুযোগ এলেই বর্ণনার সুযোগ করে দিতে কাহিনীকে থামতে হয়েছে। সংস্কৃত মহাকাব্যের এই হল প্রথা। নয়তো কয়েকটি সরলবাক্যে গল্প শেষ করার জন্যে অন্য কেউ হলেও চলত, মহাকবির দরকার ছিল না। আর একটি কথা। সপ্তদশ সর্গে কলির প্রসঙ্গ বর্তমান কাব্য-কাহিনীতে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। মহাভারতে কলির হাতে নলের চরম লাঞ্ছনা দেখেছি। এখানে তো সে প্রশ্ন নেই। তবে কি, নল-দময়ন্তীর কুসুমিত প্রেমের উদ্যানে ছিদ্রান্বেষী এক কীটের উপস্থিতি উল্লেখ করার পিছনে শ্রীহর্ষের কোনো বিশেষ বক্তব্যের ইঙ্গিত আছে?

অন্য কবির রচনায় নল-দময়ন্তী উপাখ্যান

কালিদাসের নামে প্রচলিত নলোদয় কাব্য ও খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে লেখা ত্রিবিক্রমভট্টের নলচম্পূ বা দময়ন্তী কথা মহাভারতের নল-দময়ন্তী উপাখ্যান অবলম্বনে লেখা। নলচম্পূ নৈষধীয়চরিতের আগেই লেখা, তাতে সন্দেহ নেই। আজ পর্যন্ত যা চম্পূকাব্য পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে এই নলচম্পূ প্রাচীনতম। বইটি অসম্পূর্ণ রয়েছে। সুদীর্ঘ বাক্যবিন্যাস, বড়ো বড়ো সমাসের আড়ম্বর, অনুপ্রাস, শ্লেষের চাতুরী, সাদাসিধে পদ্য—সব মিলিয়ে খুব মনোরম রচনা বলা চলে না নলচম্পূকে। শ্রীহর্ষ কি এই বইখানি লিখেছিলেন?

'নলোদয়' নিয়ে সমস্যা আছে। কিন্তু তিনি যে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, অভিজ্ঞানশকুন্তলের কবি কালিদাস, তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। রচনারীতি লক্ষ্য করলে এ ক্ষেত্রে দৃঢ়মূল সন্দেহ জাগে। সুতরাং নলোদয় কাব্যটি কোন্ যুগের লেখা, তা নিশ্চিত নয়। তাই এ কাব্যের সঙ্গে শ্রীহর্ষের পরিচয়ের বিষয়ে কিছু বলা ঠিক নয়। চারটি সর্গে মাত্র ২১৭টি শ্লোকে নলোদয় সম্পূর্ণ। নল-দময়ন্তীর অনুরাগের সূচনা থেকে স্বয়ংবর ও বর-বধূর নিষধরাজ্যে পৌঁছতে শ্রীহর্ষের কাব্যে লেগেছে ১৬টি সর্গ। নলোদয়ের কবি প্রথম সর্গে মাত্র ৫৪টি শ্লোকে সে-পর্ব শেষ করেছেন। দ্বিতীয় সর্গের ৬২টি শ্লোকে নানা আনঙ্গবিলাসের বর্ণনা আছে। বলা বাহুল্য, নলের পরবর্তী জীবনের কথাও নলোদয়ে স্থান পেয়েছে। ভাই পুষ্করের সঙ্গে কলির প্রভাব নলের পাশাখেলা ও পরাজয়, রাজ্যত্যাগ, বনে দময়ন্তীকে পরিত্যাগ, দময়ন্তীর দিকে কিরাতের লোলুপ দৃষ্টি ও ফলে সর্বনাশ, রাজা সুবাহুর আশ্রয়ে দময়ন্তীর স্থান লাভ পর্যন্ত

তৃতীয় সর্গে এবং ঋতুপর্ণের সারথি হয়ে দময়ন্তীর সঙ্গে নলের মিলন ও রাজ্যোদ্ধার চতুর্থ সর্গে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভারতই এসব খুঁটিনাটির উৎস। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়েও বলা যায়, শ্রীহর্ষের হাতে নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান যে-গৌরব লাভ করেছে, তা অসাধারণ। নলোদয়ের দ্রুত বিবৃতি ও নলচম্পূর শব্দাড়ম্বর নৈষধীয়চরিতের কলাবৈভব, পদলালিত্য ও কল্পলোকনির্মিতির ঐশ্বর্য কোথায় পাবে ?

শ্রীহর্ষের বাক্‌শিল্প

বস্তুতঃ শিল্পিত ভাষা ও কল্পলোকসৃষ্টিতে শ্রীহর্ষের কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। কালিদাস, ভারবি, মাঘ, বাণভট্টের ভাষাশিল্পের উত্তরাধিকার আত্মস্থ করে তিনি সংস্কৃত ভাষার একটি বিচিত্র কারুকর্মখচিত প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন। এখানে কথা শোনা শোনা নয়, পান করা ; চোখে দেখা দেখা নয়, চোখ দিয়ে পান করা। তা সে সুখের বিষয়ই হোক্ অথবা অস্বস্তির বিষয়ই হোক্ (তুঃ নৈ.চ. ১/৯১)। গ্রাস করাও তো পান করাই বটে ; তা সে দর্পচূর্ণ করাই বোঝাক বা ধৈর্য নাশ করাই বোঝাক (নৈ.চ. ৬/৩১, ৮/৯৮)। পাঠক স্মরণ করবেন, কালিদাসের রঘুবংশে সুদক্ষিণা যেন উপবাসী চোখ দিয়ে সম্রাট দিলীপকে পান করেছিলেন (রঘু. ২/১৯) এবং রঘুর সৈন্যরা শত্রুদের যশ পান করে নিয়েছিল (রঘু. ৪/৪২)। সুতরাং কালিদাসের কাছে শ্রীহর্ষের ঋণ স্পষ্ট। যে-কোনো সম্বন্ধ বোঝাতে চুম্বন, আলিঙ্গন বা সমার্থক শব্দের প্রয়োগ শ্রীহর্ষ ভূরি ভূরি করেছেন। অলঙ্কার ও সৌন্দর্য চুম্বন (নৈ চ ১৫/৪৯), চোখের আলিঙ্গন (নৈ.চ. ১৫/৮২) প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য। মেঘদূতের মেঘকেও উত্তুঙ্গ পর্বতশিখর আলিঙ্গন করতে বলেছিলেন কালিদাসের যক্ষ। এখানেও শ্রীহর্ষ কালিদাসের কাছে ঋণী। তবে পূর্বসূরীদের শিক্ষা নিয়ে বহুদূর এগিয়ে গিয়েছেন তিনি। রাত্রি দীর্ঘ হলে শ্রীহর্ষ বলেন—রাত্রিগুলি মেদের ভার বহন করছিল (নৈ.চ. ১৫১)। কথা নেওয়া (=কথা বলা নৈ চ. ৯/৪), নিজের নাম নেওয়া (=নাম বলা), স্মৃতিতে আরোহণ করা (=মনে পড়া নৈ.চ. ২/৪৩), বিদ্যা ঠোঁটে নাচা (নৈ চ ৭/৪১), আনন্দ উদ্‌গার করা (=আনন্দ প্রকাশ করা নৈ.চ. ৯/২৬), লজ্জার আরাধনা করা (=লজ্জা পাওয়া নৈ.চ ৯/৬৪), রূপে ডুব দেওরা (নৈ.চ ১১/২), অঙ্গে দৃষ্টি পুঁতে দেওয়া (নৈ.চ. ১০/১৩৩) ইত্যাদি বক্রোক্তিবহুল ক্রিয়াপদ তিনি প্রয়োগ করেছেন।

ছল, লীলা ও সমার্থক আরও কয়েকটি শব্দ তাঁর হাতে আশ্চর্য এক তাৎপর্যে মণ্ডিত হতে দেখা যায়। কালিদাস লিখেছিলেন সাদা চুলের ছদ্মবেশী বার্ধক্যের কথা (রঘু. ১২/২)। শ্রীহর্ষ লিখলেন অমৃতধারা প্রবাহের ছলে চাঁদের ঘাম বের হওয়ার কথা (নৈ চ. ১২/৮৪), কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রকলার ক্ষয় ঘটাবার ছলে চাঁদের সুধা খেয়ে ফেলবার কথা (নৈ. চ. ১/৯৬) ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বিষয়কে তিনি দেখেছেন, সেই সেই ইন্দ্রিয়ের অতিথি হিসাবে। যেমন, গুণের কথা কানের অতিথি (নৈ. চ. ১/৪৪), কাম্যবস্তু মনের অতিথি (নৈ. চ. ৯/৫৬)। এইভাবে কেশের ভার (নৈ. চ. ১/২৫), সুগন্ধের ভর (নৈ. চ. ১/১০৪), সাপ খেয়ে ফেলার পৌরুষ (নৈ. চ ১/৬৩), দৃষ্টিপাত করার কার্পণ্য (নৈ. চ. ৯/১০৯), সৌন্দর্যের প্রবাহ (নৈ. চ. ২/৩১, ৩২) ইত্যাদি শব্দসাযুজ্য অর্থবোধের বিস্ময়কর পরিতৃপ্তি জাগায়। চুপচাপ ভাব বোঝাতে

মৌনমুদ্রা (নৈ. চ. ৫/৩৭) ও **মুখমুদ্রা** (নৈ. চ. ৫/২০); মৃত্যু বোঝাতে দৃঢ়মুদ্রা (৫/১২৬), তাড়িয়ে দেওয়া অর্থে **অর্ধচন্দ্র দান** (৭/২২ ; ৮/৩৮) ও **গলহস্ত** (৬/২৫), কথা বলা অর্থে **মুখের পরিশ্রম** (৬/১০৩), হাত মকশো অর্থে **হস্তলেখ** (৭/১৫ ; ৭/৭২), তুল্য অর্থে **সহপাঠী** (২/৪১), **জ্ঞাতি** (১১/১৪), **সকান্তি** (১১/৪৮) **সনাভি** (১১/৫৮) ইত্যাদি প্রয়োগ বাক্‌শিল্পের পরাকাষ্ঠায় পেঁছেছে। **স্তনন্ধয়** অর্থাৎ দুধপোষ্য চাঁদ (১১/৫২), **উন্নিদ্র** অর্থাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠা চাঁদ (১২/২৮), **উলঙ্গ** দাঁত (১০/১০৩), **শিশু** সূর্যকিরণ (১১/৪৩), **অন্যমনস্ক** চোখ (১৫/৭৮), সূর্যের কুমারী দীপ্তি (১৯/৩৯)—এমন সব প্রকাশভঙ্গী তো আধুনিক কবিরও শ্লাঘার বস্তু। শ্রীহর্ষের বিভিন্ন রচনাগুলির ভাই-বোন সম্পর্কের কথা কবি নিজের মুখেই বলেছেন (৪/১২৩ ; ৬/১১৩ ; ৭/১১০)। তাই বলছিলাম, বাঙ্‌নির্মিতির কৌশলে শ্রীহর্ষ প্রায় প্রবাদপুরুষ হয়ে উঠেছেন। একমাত্র কাদম্বরীর কবি বাণভট্টের ভাষার ঐশ্বর্য এই প্রসঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। শ্রীহর্ষের বাগ্‌বিধি (Idiom) বর্তমান ভূমিকালেখক ও অনুবাদককে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনায় অনুপ্রাণিত করেছে।

অনুপ্রাস, যমক, উপমা, রূপক, শ্লেষ, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তির মেলায় বিচিত্র ভাবের ফুল ফুটিয়েছেন আমাদের কবি। কখনো কখনো তার কাছে পেঁছতে প্রভূত শ্রম স্বীকার করতে হয় পাঠকদের। স্বয়ংবর-সভায় সরস্বতীর একটি বাক্য চারজন দেবতা ও মহারাজ নল সম্পর্কে সমানভাবে প্রযোজ্য হতে দেখা যায়। সকাল বেলায় চারণের দল যে অলঙ্কৃত ভাষায় প্রভাতের বর্ণনা করেছে (ঊনবিংশ সর্গ), তার সমঝদার সম্ভবতঃ কবি শ্রীহর্ষ ও নল-দময়ন্তী ছাড়া অল্প কিছু শব্দকোবিদ্‌ ব্যক্তিই হতে পারেন। কবি তো স্বীকারই করেছেন, পণ্ডিতম্মন্য খল ব্যক্তিরা যাতে খেলাচ্ছলে তাঁর কাব্য পড়তে না আসে, তার জন্যে তিনি ইচ্ছাপূর্বক কিছু 'গ্রন্থগ্রন্থি' কোথাও কোথাও বিন্যস্ত রেখেছেন (তুলনীয় - গ্রন্থগ্রন্থিরিহ ক্বচিৎ ক্বচিদপি ন্যাসি প্রযত্নান্ময়া। প্রাজ্ঞম্মন্যমনা হঠেন পঠিতী মাস্মিন্‌ খলঃ খেলতু। (নৈ. চ. ২২/১৫৪)। উপযুক্ত শিক্ষকের শিক্ষায় সে-সব গ্রন্থি খুলবার সুযোগ রয়েছে বলেই তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল। জ্ঞানীদের কাছে সুধা হয়ে উঠুক তাঁর কাব্যোক্তি—এই ছিল কবির অভিলাষ (তুলনীয়—মদুক্তিশ্চেদন্তর্মদয়তি সুধীভূয় সুধিয়ঃ। (নৈ. চ. ২২/১৫২)। বস্তুতঃ যুবকের কাছে পরমরমণীয় রমণীর মতো শ্রীহর্ষের কাব্য পণ্ডিতদের আদরের ধন হয়েছে।

কল্পলোক

অনুশীলনের ছাড়পত্র নিয়ে এই নৈষধীয়চরিতের সীমানায় পেঁছলে এক আশ্চর্য কল্পলোকের সন্ধান পাবেন পাঠক। সেখানে অধর্ম একপায়ে তপস্যা করে (১/৭)। নলের সেনাদলের উৎক্ষিপ্ত ধুলো চাঁদে পেঁছে কলঙ্কের পাঁক হয় (১/৮)। অতিবৃষ্টি শত্রুরমণীদের চোখে স্থান পায় (১/১১)। শরতের পূর্ণচন্দ্র নলেরমুখের দাসত্ব করার সুযোগ পর্যন্ত পায় না (১/২০)। যশ সমুদ্রকে গোষ্পদ করে ফেলে (১/৭২)। চাঁদের সারাংশ তুলে নিয়ে দময়ন্তীর মুখ নির্মাণ করায় চাঁদের গর্ত দেখা যায় (২/২৫)। কলার মোচা ও পদ্মের পাপড়ির সারভাগ দিয়ে লাবণ্য নির্মিত হয় (৭/৩১)। ভ্রূ কামধেনুর বংশে জন্মলাভ করে (৮/৯৯)। নায়িকা

কামের নাটিকা হয়ে ওঠেন (৯/১১৯)। দয়া দাক্ষিণ্য ইত্যাদি গুণ রাজ-অন্তঃপুরে কর্মচারী হয়ে ওঠে (১০/২৮)। যশের বীজ ছড়িয়ে পড়ে থাকে (১২/৬৬)। চাঁদমুখের কথার গুণে কান হয় জলাভূমি (১২/৬৯)। অন্ধকার-নামক চুলের মুঠি ধরে সূর্য রাত্রিকে হত্যা করে (১৯/৮)। অন্ধকার কাক হয়, সূর্যকিরণ হয় বাজপাখি। সূর্যের হাতে শিকার হওয়ার আশঙ্কায় খরগোসকে নিয়ে চাঁদ পালিয়ে যায়, তারাগুলো পায়রা হয়ে উড়ে পালায় (১৯/১২)। সূর্যমণ্ডল উদয়পর্বতের সানুদেশে তেজোমাণিক্যের খনি হয় (১৯/৪২)। পাকা কুলফলের মতো লাল সূর্য ওঠে (১৯/৫১)। সূর্যের শান দেওয়ার চাকায় বিধাতা সময়ের তরবারিতে ধার দেন (২১/১৫৮)। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পেটের কুয়ো থেকে নরসিংহ পাঁচ আঙুলের কাঁটা দিয়ে ইন্দ্রের হারানো সম্পত্তি তুলে আনে (২১/৬০)। বিকেলে পশ্চিমদিক লাক্ষারস দিয়ে ধুয়ে ফেলা হয় (২২/৩)। সূর্য-নামে লাল পাথরটি নিচে পড়ে গুঁড়ো হলে সন্ধ্যা হয় (২২/৪)। তারাগুলো হয় নৃত্যরত শিবের গলায় হাড়ের মালার টুকরো (২২/৮)। অস্তপর্বতে শবরদের বসতিতে মোরগ থাকে (২২/৫)। পরিব্রাজক সূর্য স্নান সেরে সন্ধ্যাকে কাপড় বলে পরে (২২/১২)। অস্তাচলের নিকষ পাথরে সূর্যকে সোনার টুকরোর মতো ঘসে সন্ধ্যারাগের দাগ দেখে নিয়ে আকাশ তা বিক্রী করে ও বিনিময়ে তারার কড়ি পায় (২২/১৩)। বিরহী চকোর পাখির চোখের জলের ফোঁটা হয়ে নক্ষত্র ঝরে পড়ে (২২/২০)। সূর্য ডালিম ফল, সন্ধ্যা খোসা, নক্ষত্র বীজ (২২/২৪)। দিনের বাঁধ ভেঙে গেলে অন্ধকারের স্রোত ছড়িয়ে পড়ে (২২/২৭)। আকাশের কড়াই সূর্যের উপর উপুড় করা থাকে, তাতে অন্ধকারের কাজল পড়ে (২২/৩২)। সূর্য রাখাল হয়ে আপন কিরণের গোরুগুলোকে সন্ধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যায় (২২/৩৫)। চাঁদ বধূদের মুখ তৈরি করার জন্যে সোনার ছাঁচ হয় (২২/৪৭)। চাঁদের কোলে হরিণ ঘুমায় (২২/৬৮)। অনাবৃত দিক্‌গুলিতে নক্ষত্রের ছত্রাক গজায় (২২/৯৮)। সূর্য-নামে নৌকাটি ডুবলে চাঁদের ভেলা নিয়ে চোখ অন্ধকারের নদী পার হয় (২২/৯৯)। চাঁদকে তিলছড়ানো পিঠে হিসেবে কামদেবতার পুজোয় নৈবেদ্য করা হয় (২২/১৪৯)। সন্ধ্যার হাতে চাঁদ রুপোলি লাট্টু হয়ে ওঠে, লাল রঙ্ তাতে পাটের সুতো হয়ে জড়িয়ে থাকে (২২/৫৩)। সূর্য, চাঁদ, নক্ষত্র ইত্যাদি নিয়ে এমন বহুবিধ মায়ালোক সৃষ্টি করেছেন কবি শ্রীহর্ষ। পরিচিত বস্তুজগতের ছোটো-বড়ো উপকরণ বিন্যাসের গুণে এমন সুরম্য কাব্যলোক গড়ে তুলতে পেরেছে। পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, উপমা ও উপমাশ্রিত অন্যান্য অলঙ্কার কী-ভাবে অলঙ্করণের মর্যাদা ছাড়িয়ে এখানে চিত্রকল্পের চাঁদের হাট বসিয়ে ফেলেছে।

শুধু তাই নয়। শ্রীহর্ষের কাব্যসংসারে নতুন সাজ-সজ্জার উজ্জ্বলতা লাভ করেছে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের অতীত জগৎ। হিরণ্যকশিপু দৈত্য (২১/৫৯), কার্তবীর্য অর্জুন (২১/৬৭), রামচন্দ্রের লক্ষ্মণ বর্জন (২১/৭৫), বাল্মীকির প্রথম শ্লোক রচনা (২১/৭৬), লক্ষ্মণের শক্তিশেল (২১/৮০), বালী ও সুগ্রীব (২১/৯৪) ভৃগুর পদচিহ্ন (২১/৮৩), কর্ণার্জুন (২১/৮২), পরশুরাম (২১/৬৫), বিষ্ণুর উদরে মার্কণ্ডেয় মুনির বিশ্বদর্শন (২১/১০৮), সুমেরু পর্বত (২১/১১৭), গরুড় ও ইন্দ্রের যুদ্ধ (২১/১৬০), শিবের বিয়ে (২২/১০-১১), কৈলাস পর্বত (২২/১৬), আকাশগঙ্গা মন্দাকিনী (২২/২০), কুবেরের চৈত্ররথ-নামে উদ্যান (২২/২৯), বিষ্ণুর ডান চোখ সূর্য

(২২/৩৪), বাঁ-চোখ চাঁদ (২২/১১২), সমুদ্র মন্থনের ফলে চাঁদের আবির্ভাব (২২/৪৪), অগস্ত্যমুনির সমুদ্রশোষণ (২২/৬৯), অত্রিমুনির চোখ থেকে চাঁদের উৎপত্তি (২২/৭৫), দক্ষযজ্ঞের সময়ে শিবের ভয়ে যজ্ঞের হরিণরূপ ধরে পলায়ন (২২/৮০), দত্তাত্রেয় ও অন্য দশ অবতার (২১/৫২-১১৭), পুষ্কর, কুশ, প্লক্ষ, শাক, ক্রৌঞ্চ, শাল্মল ও জম্বু এই সাত দ্বীপ (একাদশ সর্গ), রাহুর গ্রাস (২২/৬৮)—এইরকম প্রচুর পৌরাণিক তথ্য শ্রীহর্ষের কাব্যের উপকরণ জুগিয়েছে। এ কাব্যে মেলবন্ধন শুধু অতীতের কল্পলোকের সঙ্গে সমকালীন কল্পলোকের নয়। চার্বাক, বৌদ্ধ, বৈশেষিক, বেদান্ত ইত্যাদি দর্শনের নানা সিদ্ধান্তও নানা উপলক্ষ্যে এই কাব্য-পটে জরির কাজ হয়ে শোভাবর্ধন করছে। প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের এমন সমন্বয় শিল্প-সৃষ্টির জগতে সুলভ নয়। পুরাণ, আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন, কামশাস্ত্র, শব্দবিদ্যা ও অলঙ্কারশাস্ত্রে কবির বিস্ময়কর নৈপুণ্যের পরিচয় ছত্রে ছত্রে। এই জৌলুষের কাব্যই অভিজ্ঞ-মহলে দীপ্তিকাব্য নামে পরিচিত হয়।

সমাজপট

সুখের কথা, কল্পনাবিলাস ও অতীতচারিতার স্রোতে শ্রীহর্ষ বাস্তব জগৎ অস্বীকার করেন নি। তাঁর সমকালীন সমাজ ও জীবনযাত্রার বহু তথ্য তাঁর কাব্যে স্থান করে নিয়েছে। এর মধ্যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ লোকাচার থেকে শুরু করে খাদ্যাভ্যাস, প্রসাধন ও অর্থনৈতিক আচরণের নানা দিক পর্যন্ত সবই আছে। লোকাচারের কথাই ধরা যাক। কুদৃষ্টি থেকে কোনো প্রিয় জিনিসকে রক্ষা করার জন্যে লোকে সরাতে গোবর লেপে রাখত। শ্রীহর্ষ বলেছেন, চাঁদ হল এমন একটি সরা, দময়ন্তীর মুখের উপর থেকে কুদৃষ্টি সরিয়ে দেওয়ার জন্যে যাকে রাখা হয়েছে (নৈ চ. ২/২৬)। সিঁদুর ও শাঁখার বলয় ছিল মঙ্গলের চিহ্ন (১৫/১৫-৫৫)। রোগমুক্তির জন্যে দেবতার পুজো করা প্রচলিত ছিল (৪/৮৫)। গয়াতে শ্রাদ্ধদান করা হত (১৭/৯০)। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার দিন শোভাযাত্রায় মঞ্চের উপরে পুরুষোত্তমকে দেখা ও মাঘমাসে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে স্নান করার সুফল সম্বন্ধে লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল (১৫/৮৯)। লোকাচার সম্বন্ধে প্রচুর খুঁটিনাটি জানা যায় নল-দময়ন্তীর বিবাহের বর্ণনায়। নির্ধারিত লগ্নে (১৫/৮) বেদ স্মৃতিশাস্ত্র ও স্ত্রী-আচার অনুযায়ী (১৫/৭) বিবাহ-অনুষ্ঠান হত। এই উপলক্ষে আলপনা দেওয়া ও পিঠা তৈরি করার প্রচলন ছিল (১৫/১২)। চতুষ্ক অলঙ্করণে মণ্ডিত বেদিতে কলস থেকে জল ঢেলে বিয়ের আগে দময়ন্তীকে স্নান করানো হয়েছিল। তারপর সাদা সুতীর কাপড় পরে, মনঃশিলা ধাতুর তিলক নিয়ে (১৫/২৮), চুল বেঁধে (১৫/২৯-৩১), কপালে টিপ (১৫/৩২), কানে নীল পদ্ম, কুণ্ডল, ঠোঁটে মধু দিয়ে আলতা (১৫/৪৩), গলায় সাতটি মুক্তাহার (১৫/৪৫), পায়ে আলতা (১৫/৪৬) নিয়ে তাঁকে কনের সাজে সাজতে হয়েছিল। নলকে চুল বেঁধে দিয়ে (১৫/৫৮), চুলে ফুলের কুঁড়ি গুঁজে (১৫/৫৯), মাথায় মুকুট (১৫/৬০), কপালে বীরপট্টিকা নামে পাগড়ি (১৫/৬১), চন্দনের ফোঁটা (১৫/৬৩) ও কানে কুণ্ডল (১৫/৬৫) দিয়ে বর সাজানো হয়েছিল। বরের মণিবন্ধে বিবাহসূত্র ও কঙ্কণ দেওয়া হয়েছিল (১৫/৬৮)। বিয়ের সময় মধুপর্ক আস্বাদন, বর কনের হাতে কুশবন্ধন, বরের হাতের উপরে কনের হাত রাখা সোনাদানা, রত্ন, যানবাহন ইত্যাদি যৌতুক বরের উদ্দেশ্যে দান করা, বরের

অগ্নি প্রদক্ষিণ, 'ঈশ্বরা ত্বমশেব ভব' মন্ত্রপাঠ, বর কনের কাপড়ে কাপড়ে গিঁট, কন্যাকে বরের ধ্রুবনক্ষত্র ও অরুন্ধতী প্রদর্শন (১৬/৩৮-৩৯), কনের হাত থেকে আগুনে খই উৎসর্গ (১৬/৪০) ইত্যাদি অনুষ্ঠান হয়েছিল। অনুমান করি, সাধারণ্যে ও এই সব আচার-অনুষ্ঠান মোটামুটি ছিল। কন্যাদানের জন্যে সমাজে অন্যদের কাছে অনুমতি চাইতে হত (১৭/৯৯)। বিয়েতে বাঁশি, বীণা, ঢাক, মাদল, ঝাঁঝর ইত্যাদি বাদ্যের প্রচলন ছিল। বিয়ের পর একটি নির্জন কৌতুকগৃহে বর-কনে প্রবেশ করত। বাইরে থেকে ভিতরের সব কিছু যাতে দেখতে পাওয়া যায়, তার জন্যে মেয়েরা তাতে হাজারটা ফুটো করে রাখত (১৬/৪৬)। বিয়ের তিনদিন বর-কনের পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হত, এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া হত। কিন্তু যৌন সম্ভোগ নিষিদ্ধ ছিল (১৬/৪৭)। বিয়ের চতুর্থ দিনে বর-কনে লাল কাপড় পরত (২২/১০)।

রাজপরিবারের বিয়েতে বরযাত্রীদের আদর আপ্যায়নের এক ধুন্ধুমার কাণ্ড পড়ে যেত। নানান রসিকতা চলত তাঁদের নিয়ে। নল-দময়ন্তীর বিয়েতে বরযাত্রীদের গরম গরম সুস্বাদু, সরু, সাদা, ঝরঝরে, নরম ভাত খাওয়ানো হয়েছিল (১৬ ৬৮)। কালো সরষে দেওয়া দই মেশানো একরকম খাবার পরিবেশনের কথা শ্রীহর্ষ লিখেছেন। চাঁদের টুকরোর মতো সাদা ও নরম ছিল সেই খাদ্যটি (১৬/৭৩-৭৪)। মাছ, হরিণ, ছাগল ও পাখির মাংস (১৬/৮৭) খাওয়ানো হয়েছিল। হরিণের মাংসের 'তেমন' ছিল একটি বিশিষ্ট রান্না (১৬/৭৬)। এছাড়া তুষারপ্রবাহ মেশানোর মতো ভালো মিষ্টান্ন, মোষের গরম দুধ ও সাদা পাঁকের মতো দই (১৬/৯৩), মাষকলাই-এর তৈরি ক্ষীরে ফেলে রাখা 'বটক' নামে একরকম লাড্ডু ইত্যাদিও ছিল (১৬/১০৭)। অগুরু-সুরভিত ঠাণ্ডা জল দেওয়া হয়েছিল (১৬/৮৯)। রান্নার গুণে আমিষ নিরামিষ পার্থক্য করা সম্ভব হয় নি (১৬/৮১)। মুখশুদ্ধির জন্যে সুপুরি দেওয়া হয়েছিল (১৬/১১০)। সুগন্ধ মশলা এমনভাবে গাঁথা ছিল যে দময়ন্তীর ভাই দমের হাত থেকে নেওয়ার সময় বরযাত্রীরা বিছা ভেবে তা ফেলেই দিয়েছিল। পাতের সব খাবার খেয়ে নেওয়ার সাধ্য কারও ছিল না। ফলে অনেক খাবার নষ্ট হয় (১৬/১০৫)। আসল ও নকল রত্ন দিয়ে পরিহাস করার পর বরযাত্রীদের ঐ সব রত্ন দান করা হয়েছিল (১৬/১১১)। খাবার-দাবার পরিবেশনের দায়িত্বে ছিলেন মহিলা কর্মীরা। তাঁদের মধ্যে থেকে বর-যাত্রীদের নিয়ে নানা হাস্যপরিহাস ও কামসূচক ইঙ্গিত বিনিময় চলেছিল। কোথাও কোথাও তা অশ্লীল ও স্থূল পর্যায়ের। তার চেয়েও বড়ো কথা হল, ষোড়শী বারাঙ্গনাদের দিয়ে বর-যাত্রীদের মনোরঞ্জন করার ব্যবস্থা হয়েছিল বলে কবি লিখেছেন (১৬/১১২)।

বলা বাহুল্য, বিদর্ভরাজ্যে নল-দময়ন্তীর বিবাহ ও আনুষঙ্গিক উৎসব অনুষ্ঠানের বর্ণনায় শ্রীহর্ষের যুগের ছবিই ফুটে উঠেছে। তবে আচার, আচরণ, অনুষ্ঠান, খাদ্যাভ্যাস, লৌকিকতা এসব উল্লিখিত বিষয়গুলির সব দিকই যে সাধারণ্যে চল ছিল, এমন নাও হতে পারে। বিশেষতঃ রাজার কুটুম্বদের, আদর-আপ্যায়নের যে-ঘটা, তা তো সাধারণ প্রজাবর্গের নাগালের মধ্যে থাকবার কথা নয়।

সমাজে প্রচলিত লোকাচার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মতও ছিল। না হলে কলির শিষ্যকে অমনভাবে কঠোর মন্তব্য করার সুযোগ শ্রীহর্ষের লেখনী দিত না। মেয়েদের ঘরে বন্ধ করে রাখলেও পুরুষদের কামচর্চায় কোনো বাধা দেওয়া হত না বলে ঐ নিন্দক

স্পষ্ট কথা বলেছিল (.১৭/৪২)। গোরুকে প্রণাম করা (১৭/৬৭), উধর্বলোকে যাওয়ার আশায় গঙ্গায় ডুব দেওয়া (১৭/৭১), যজ্ঞে পশুবধ (১৭/৪৬), তপস্বীদের ক্রোধ প্রকাশ (১৭/৮০) ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে এসেছে। শ্রীহর্ষ নিজেও পশুবধকে যজ্ঞের একটি মলিন অঙ্গ বলে মনে করতেন (২২/৭৬)।

নৈষধীয়চরিত মহাকাব্যে দুটি শহর সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এক কুণ্ডিনপুর, যেটি বিদর্ভরাজ্যের রাজধানী, রাজকন্যা দময়ন্তীর বাসভূমি; অন্যটি নিষধরাজ্যের রাজধানী, মহারাজ নলের বাসভূমি। দেবতাদের দূতরূপে দময়ন্তীর সঙ্গে কথা বলার জন্যে নল ষষ্ঠ সর্গে কুণ্ডিনপুরে গিয়েছিলেন। তাছাড়া নলের দূত হয়ে রাজহাঁস সেখানে গিয়েছিল দ্বিতীয় সর্গে। বলা বাহুল্য, রোমান্টিক নায়িকার বাসভূমি হিসেবে কবি কুণ্ডিনপুরের একটি অতিরঞ্জিত ছবি এঁকেছেন। সেখানকার রত্নখচিত বাড়িঘর, ক্রীড়াসরোবর, উঁচু প্রাসাদ, নানা আকারের মূর্তি, কৃত্রিম সিংহ, সূর্যকান্তমণির সেতু ও রমণীদের বিলাসকলা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এটাই সব নয়। কুণ্ডিনপুরের বাজারে মেলে না, এমন জিনিস নেই। বিষ্ণুর উদরে যেমন বিশ্বদর্শন করেছিলেন মার্কণ্ডেয় মুনি, তেমনি ক্রেতাসাধারণ হরেক রকম পণ্যসামগ্রী দেখতে পান এই বাজারের দোকানে (২/৯১)। প্রসাধনসামগ্রীর পট্টীতে প্রতি সন্ধ্যায় কুঙ্কুমের ছড়াছড়ি (২/৯০)। কস্তুরীর দোকানে দোকানদার বুঝতেই পারেন না যে কস্তুরীর সঙ্গে সুগন্ধপ্রিয় একটি ভ্রমরও তিনি ওজন করে ফেলেছেন (২/৯২)। খাবারের দোকানও আছে। গম ভাঙানো কলের ঘর্ঘর শব্দ মেঘগর্জনের কথা মনে করিয়ে দেয়। বাজারের পথে পথে এই দোকানগুলি থেকে ছাতুর সুগন্ধ ভেসে আসে (২/৮৫)। পথিক তাতে আকৃষ্ট হয়। আশ্চর্য মহাকবি শ্রীহর্ষ! রাজকন্যার বিয়ের ভোজ সাধারণ প্রজারা খেয়েছিলেন কিনা জানি না, তাঁদের দৈনন্দিন সরল জীবনধারণের জন্যে সুগন্ধ ছাতুর দোকান থেকে ছাতু পেলেই যে তাঁরা খুশি ছিলেন, একথা স্পষ্টভাবে তিনি লিখেছেন। গোটা চাল ও দূর্বা দিয়ে বরণ করার পর গৃহীরা অতিথিকে জলমাখানো ছাতু খেতে দিতেন শ্রীহর্ষের যুগে (১৯/১৪)।

নলের রাজধানী শহরে ধর্মপ্রাণ মানুষের বেদবিহিত ধর্মানুষ্ঠান ছাড়া আর কোনো জীবনযাত্রার ছবি কবি দেন নি। চারিদিকে হোমের ধোঁয়া, বেদমন্ত্রধ্বনি, নানা ব্রত-অনুষ্ঠান, যেখানে-সেখানে হাড়িকাঠ, অতিথির পা-ধোওয়া-জলে গৃহস্থের উঠোনে কাদা—এইসব চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। পিতৃতর্পণে কালো তিল দেওয়া (১৭/১৬৯), স্নান করে তিলক কাটা (১৭/১৭০), একমাস ধরে উপবাস করা (১৭/১৭৩), রাজসূয় যজ্ঞে পাশাখেলা ও বাজি রাখা (১৭/১৮৯), বামদেব্য উপাসকের স্ত্রীসঙ্গ (১৭/১৯৪), অতিথির জন্যে গোবধ (১৭/২০০), মহাব্রতে ব্রহ্মচারী ও বেশ্যার রমণ (১৭/২০৩); অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার জননাঙ্গ রাজমহিষীর গোপনাঙ্গে প্রবেশ করানো (১৭/২০৪), ইত্যাদি বহুবিচিত্র প্রথা নিষধরাজ্যে চালু ছিল। দেবতর্পণে তিল ও যব (২১/২০), ফুল, প্রদীপ, শাঁখ, চন্দন, কস্তুরী, কাপড়, ধূপ, চিনি ও দইভাতের নৈবেদ্য এবং আরও কতো উপাচার যে রাজা দিতেন! কাম উদ্দীপনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে নলের প্রাসাদের দেওয়ালে অতীতযুগের বহু কামঘটিত অনাচার ও কদাচারের ছবি আঁকা ছিল (১৮/২০—২৬)। দিবামৈথুন পাপ গণ্য হত (১৮/২)। গর্ভগৃহের গবাক্ষ দিনের বেলা ছদ্ম-দেওয়াল দিয়ে ঢাকা থাকত (১৮/১৮)।

এইসব ছবি ছাড়িয়ে কোথাও কোথাও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার কথা শ্রীহর্ষের রচনায় স্থান পেয়েছে। যেমন, ঋণীর কাছ থেকে মহাজনের বহুগুণ টাকা আদায় করার কথা জানা যায় (৭/৩৩)। বণিকের কাছে বা চুরির ভয়ে অন্যত্র সম্পদ গচ্ছিত রাখার প্রচলন ছিল (৩/৪৩; ৭/৫৫)। অন্যের কাছ থেকে গয়না চেয়ে নিয়ে লোকে গয়না পরত কখনও-কখনও (৭/৫৬)। নিঃসম্বল লোকের স্ত্রী সোনার অভাবে পিতলের গয়না পরত (৯/২৮)। ভালো জিনিস নিয়ে বিনিময়ে মেকি সোনা দেওয়ার মতো জোচ্চুরি করার লোকও সমাজে ছিল (২২/৫২)। নিকষ পাথরে ঘষে সোনা যাচাই করার পর দোকানদার তা কাঁড়ির বিনিময়ে কিনত (২২/১৩)। শূদ্রের বেদ শোনার অধিকার ছিল না (৩/৬২)। মেয়েদের অনুমরণ প্রথা চালু ছিল (৪/৪৬)।

প্রদেশভেদে নানা কথ্যভাষা প্রচলিত ছিল। রাজারাও নিজের নিজের প্রাদেশিক কথ্যভাষায় কথা বলতেন। তবে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগের ভাষা ছিল সংস্কৃত। দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায় রাজারা সংস্কৃত ভাষায় পরস্পর আলাপ করেছিলেন (১০/৩৪)। এইসব রাজাদের শৌর্য-বীর্যের বহু কথা দময়ন্তীকে শোনানো হয়েছে। শ্রীহর্ষকে ধন্যবাদ, আক্রান্ত রাজাদের পলায়নের পর রাজমহিষীদের দুর্দশা (১২/২৬), অসহায় নারীর অবুঝ শিশুপুত্রকে নিয়ে পাহাড়ের গুহায় দিনযাপন ও রাত্রে বাইরে এসে ব্যাকুল স্বরে কান্নার (১২/২৮) কথা উল্লেখ করতে তিনি ভোলেন নি। যুদ্ধের আগুন অসহায় নারী ও শিশুদেরও রেহাই দেয় না, তখনও দিত না। রাজ্যহারা রাজা-রানীর এইরকম দুর্ভাগ্য নল-দময়ন্তীর জীবনে কবি ফুটিয়ে তুলতে চান নি। তাঁর নল তো শশাঙ্ককোমল শয্যায় ঘুমোন (১/৪৯); তাঁর দময়ন্তীর চোখ পদ্ম আর খঞ্জন পাখিকে হার মানায়, পাথরে-শাণ-দেওয়া সোনার প্রতিমার মতো সেই নায়িকার মূর্তি। এ-কবির কাছে বস্তুচিত্র যা পাওয়া গিয়েছে তার দাম অনেক। আর, দৃষ্টিভঙ্গীর কথা? রাজসভায় বসে রাজানুগ্রহভাজন কবির দৃষ্টি লোকজীবনের আর কত গভীরে পেঁছিবে? দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভারত ও উত্তরভারতের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির সঙ্গে মিলিয়ে এই শ্রীহর্ষকে বোঝা দরকার। আমরা ভুলতে পারি না তাঁর আঁকা সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবনের ছবিগুলিকে। অস্বীকার করতে পারি না তাঁর উদার মনোভাবকে, যার গুণে বেদান্তবাদী শ্রীহর্ষ সরস্বতী দেবী (১০/৮৮), রাত্রি (২২/২৪) ইত্যাদি বর্ণনায় স্বচ্ছন্দে বৌদ্ধদর্শনের উল্লেখ করেন। শুধু আশ্চর্য লাগে, বিদেশী বহিঃশত্রুদের ভারতভূমিতে উপস্থিতির কথা কবি একবারও কোথাও বললেন না।

উপসংহার

কালিদাস, ভারবি ও মাঘের সঙ্গে শ্রীহর্ষের নাম সংস্কৃত সাহিত্যরসিকদের সমাজে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে আসছে। কালিদাসের উপমা, ভারবির অর্থগৌরব ও নৈষধের পদলালিত্য প্রবাদের বিষয় হয়ে উঠেছে। তাই বলে শ্রীহর্ষের রচনায় উপমা ও অর্থগৌরব কিছু কম নেই। শ্রীহর্ষের উপমা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ইদানীংকালে হয়েছে। আর সহজ কথায় গভীর ভাবপ্রকাশের নমুনা হিসেবে নৈষধীয়চরিত থেকে কিছু সদুক্তি আমরা সংগ্রহ করে দিয়েছি। পাঠক স্বীকার করবেন, প্রাচীন বা নবীন যে-কোনো সাহিত্যবিচার পদ্ধতি অনুযায়ী অগ্রসর হলে এ কাব্যপাঠে অসাধারণ তৃপ্তি

হয়। তবে কালিদাসের কাব্যে সাবলীল বাক্‌প্রবাহ, অর্থবোধের স্বচ্ছতা, সুগভীর অর্থব্যঞ্জনা, মনোরম চিত্রকল্প, বাক্‌শিল্প, চরিত্রচিত্রণ ও জীবনোপলব্ধির যে সারস্বত মাধুর্য পাঠকচিত্তকে রসাপ্লুত করে, শ্রীহর্ষের কাছে তেমনটি প্রত্যাশা করা যায় না। দুই কবির দুই যুগে সমাজ, পাঠকচিত্ত, জীবনবোধ ও সাহিত্যিক ধারণায় আকাশ-পাতাল তফাৎ। পাণ্ডিত্য কালিদাসের কবিসত্তাকে আচ্ছন্ন করে নি। অন্যদিকে, কবি শ্রীহর্ষকে প্রখর পাণ্ডিত্যের প্রভাব মেনে নিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। তাছাড়া ভারবি, ভট্টি, বাণভট্ট বা মাঘের মতো কবিরা এমন-এক চড়া সুরে কাব্যের পর্দা বেঁধে দিয়েছিলেন যে ইচ্ছে করলেই আর একবার দ্রুতিকাব্যের মিষ্টি সুরের আমেজ এনে আসর জমানো কোনো কবির পক্ষে সম্ভব ছিল না। শ্রীহর্ষের যুগের সমাজপরিবেশ, নির্দিষ্ট সমাজকোটিতে কবির মানসিক অবস্থান ও তদুপযোগী ধ্যান-ধারণা, রুচি, অভিলাষ ও কাব্যসৃষ্টির লক্ষ্য নৈষধীয়চরিতের মতো জটিল, পাণ্ডিত্যবহুল দীর্ঘকাব্য রচনারই অনুকূল ছিল। এইসব দিক বিচার করেই শ্রীহর্ষের মূল্যায়ন করতে হবে। শিল্পচাতুর্য ও কল্পনার ঐশ্বর্যে তিনি ভারবি ও মাঘকে পরাস্ত করেছেন বুঝে পণ্ডিতরা একদিন উল্লসিত হয়েছিলেন। সে কথা থাক। নৈষধীয়চরিতের সাজানো বাগানে ফুলের স্বচ্ছন্দ সমারোহ আছে, প্রাণস্পন্দন দুর্লভ নয়, স্বাভাবিক আলো-বাতাস অপ্রতুল নয়, এই হল বড়ো কথা। শ্রীহর্ষ যে-যুগের প্রতিনিধি, সে-যুগের সংস্কৃতিকে তার মূলসহ বুঝতে হলে শ্রীহর্ষের কাব্য অপরিহার্য।

স্বাভাবিক কারণেই এই কবির রচনা নিয়ে বিদ্বৎসমাজে আলোচনার শেষ নেই। নির্ণয়সাগর সংস্করণে শিবদত্ত শর্মা শ্রীহর্ষের মহাকাব্যের তেইশজন টীকাকারের উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাধরের সাহিত্যবিদ্যাধরী, চাণ্ডুপণ্ডিতের দীপিকা, মল্লিনাথের জীবাতু, জিনরাজের সুখাববোধ ও নারায়ণের প্রকাশটীকা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি করে। চাণ্ডুপণ্ডিত ও নারায়ণ কবির সুগভীর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সচেতন বোঝা যায়। টীকাকার হিসেবে মল্লিনাথ সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার জগতে পরবর্তী আলোচকদের আদর্শ হয়ে রয়েছেন। আমরা মল্লিনাথের সঙ্গে নারায়ণের বক্তব্যও অনুধাবন করতে চেয়েছি। মল্লিনাথের সব পাঠ নির্বিচারে গ্রহণ করা যায় না জেনেও বিতর্ক এড়াতে পাঠান্তর স্থলে মল্লিনাথের পাঠ মোটামুটি মেনে চলেছি।

প্রথিতযশা পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তিন দশক আগে (১৮৭১ শকাব্দ) তাঁর স্বরচিত জয়ন্তী টীকাসহ নৈষধমহাকাব্যের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে বাঙালি পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্যে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম। কৃষ্ণকান্ত হাণ্ডিকির ইংরেজি অনুবাদ; ভূমিকা, খুঁটিনাটি অজস্র আলোচনা ও টীকা-টিপ্পনী শ্রীহর্ষকে বুঝতে হলে অবশ্যপাঠ্য। তাঁর কাছেও আমরা ঋণ স্বীকার করছি। এই সব উত্তরাধিকার নিয়ে মূল মহাকাব্য, বঙ্গানুবাদ, প্রসঙ্গ-কথা ও ভূমিকা সম্বলিত এই সংস্করণটি পাঠকদের হাতে তুলে দিলাম।

করুণাসিন্ধু দাস

শ্রীহর্ষের কয়েকটি সদুক্তি

১. ত্যজন্ত্যসূঞ্ শর্ম চ মানিনো বরং, ত্যজন্তি ন ত্বেকমযাচিতব্রতম্। (১।৫০)
মানী ব্যক্তি সুখ এবং প্রাণ বরং ত্যাগ করেন, কিন্তু না চাইবার একমাত্র ব্রত ত্যাগ করেন না।

২. বিগর্হিতং ধর্মধনৈর্নিবর্হণং বিশিষ্য বিশ্বাসজুষাং দ্বিষামপি। (১।১৩১)
বিশ্বাসপ্রাপ্ত শত্রুদের বধও ধর্মপরায়ণদের দ্বারা অত্যন্ত নিন্দিত হয়।

৩. স্বত এব সতাং পরার্থতা গ্রহণানাং হি যথা যথার্থতা। (২।৬১)
জ্ঞানসমূহের যথার্থতা যেমন স্বতঃসিদ্ধ, তেমনি সজ্জনদের পরার্থবৃত্তি স্বতঃসিদ্ধ।

৪. ক্রিয়েত চেৎ সাধুবিভক্তিচিন্তা ব্যক্তিস্তদা সা প্রথমাভিধেয়া।
যা স্বৌজসাং সাধয়িতুং বিলাসৈস্তাবৎ ক্ষমা নামপদং বহু স্যাৎ॥ (৩।২৩)
যদি সজ্জনদের বিভাগ চিন্তা করতে হয়, তবে সেই ব্যক্তিকে প্রথম বলতে হবে যিনি আপন বীরত্বের প্রভাবে বহু জনপদকে আপন পদানত করতে পারেন।

৫. কা নাম বালা দ্বিজরাজপাণিগ্রহাভিলাষং কথয়েদলজ্জা। (৩।৫৯)
বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কোন্ মেয়ে চাঁদের হাত ধরবার ইচ্ছা (বিয়ের ইচ্ছা) প্রকাশ করতে পারে ?

৬. বিধেরপি স্বারসিকঃ প্রয়াসঃ পরস্পরং যোগ্যসমাগমায়। (৩।৪৮)
বিধাতার স্বেচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা যোগ্যদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ ঘটানোর জন্যেই প্রসিদ্ধ।

৭. যত্রান্ধকারঃ কিল চেতসোঽপি জিহ্মেতরৈর্ব্রহ্ম তদপ্যবাপ্যম্। (৩।৬৩)
যা মনেরও অগোচর সেই ব্রহ্মকেও তো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানী লাভ করে থাকেন।

৮. অপাং হি তৃপ্তায় ন বারিধারা স্বাদুঃ সুগন্ধিঃ স্বদতে তুষারা। (৩।৯৩)
জলপানে তৃপ্ত ব্যক্তির কাছে স্বাদু সুগন্ধ শীতল জলের ধারাও রুচিকর হয় না।

৯. নিবিশতে যদি শূকশিখা পদে সৃজতি সা কিয়তীমিব ন ব্যথাম্। (৪।১১)
পায়ে যদি কাঁটা ফোটে, তবে তা কিছুটা ব্যথা দেয় না কি ?

১০. অর্থিনে ন তৃণবদ্ধনমাত্রং কিন্তু জীবনমপি প্রতিপাদ্যম্। (৫।৮৬)
প্রার্থীকে তৃণের মতো শুধু ধন নয়, জীবনও দান করা উচিত।

১১. ক্রমেলকং নিন্দতি কোমলেচ্ছুঃ ক্রমেলকঃ কণ্টকলম্পটস্তম্।
প্রীতৌ তয়োরিষ্টভুজোঃ সমায়াং মধ্যস্থতা নৈকতরোপহাসঃ। (৬।১০৪)
কোমলপদার্থাকাঙ্ক্ষী (গোরু, ঘোড়া প্রভৃতি) উটকে নিন্দা করে, কণ্টকভোজী উটও তাদের নিন্দা করে। তারা পরস্পর ইষ্টভোজনে তৃপ্ত হলেই মধ্যস্থতা, একে অপরকে উপহাস করে নয়।

১২. রূপস্য শিল্পে বয়সা চ বেধা নির্জীয়তে স স্মরকিঙ্করেণ। (১০।১৩১)
রূপের নির্মাণে এবং বয়সে প্রেমের দেবতার কাছে বিধাতাও হার মানেন।

১৩. কাশী এবোত্তরণধর্মতরিঃ স্মরারেঃ। (১১।১১৪)
মহাদেবের কাশীই সংসারসমুদ্র পার হবার তরণি।

১৪. বারাণসী নিবিশতে ন বসুন্ধরায়াং তত্র স্থিতির্মখভুজাং ভুবনে নিবাসঃ। (১১।১১৬)
বারাণসী পৃথিবীর অংশ নয়, সেখানে যজ্ঞভাগী দেবতাদের পৃথিবীবাস।

১৫. সতাং মহৎ সম্মুখধাবি পৌরুষম্। (১২।৮)
সজ্জনদের মহান পৌরুষ সম্মুখেই ধাবিত হয়।

১৬. দেবা হি নান্যদ্ বিতরন্তি কিন্তু প্রসদ্য তে সাধুধিয়ং দদন্তে। (১৪।৯)
দেবতারা অন্য কিছু বিতরণ করেন না, প্রসন্ন হলে তাঁরা শুভবুদ্ধি দেন।

১৭. আপো বহন্তীহ হি লোকযাত্রাম্। (১৪।৮৩)
জলই জগতে লোকযাত্রা নির্বাহ করে।

১৮. পঞ্চাস্যবৎ পঞ্চশরস্য নাম্নি প্রপঞ্চবাচী খলু পঞ্চশব্দঃ। (২২।১৯)
পঞ্চাননের (শিবের) মতো পঞ্চশরের নামেই পঞ্চশব্দ সবকিছুর প্রকাশক।

১৯. শশো যদস্যাস্তি শশী ততোঽয়ম্ এবং মৃগোঽস্যাস্তি মৃগীতি নোক্তঃ। (২২।৮৪)
শশ আছে বলেই তার নাম শশী, কিন্তু মৃগ আছে বলে তার নাম তো মৃগী হয় না।

যে মহীপতির কাহিনী শোনার পর পণ্ডিতেরা অমৃতেরও তেমন সমাদর করেন না, কীর্তিরাশি যাঁর (রাজকীয়) শ্বেতচ্ছত্রের মতো, তেজোদীপ্ত সেই নল ছিলেন তেজঃপিণ্ড সূর্যের মতো ॥ ১ ॥

যাঁর কাহিনী রসে অমৃতকেও হার মানায়, সেই নল ছিলেন সারা পৃথিবীর রাজা ও গুণে অদ্ভুত। তাঁর উজ্জ্বল প্রতাপরাশি ও কীর্তিসমূহ (রাজকীয়) স্বর্ণদণ্ড ও শ্বেতছত্র হয়ে উঠেছিল ॥ ২ ॥

যাঁর কথা স্মরণমাত্র এই যুগে সমস্ত জগৎকে পবিত্র করে, দোষযুক্ত হলেও সেই কথাশ্রিত হওয়ায় আমার ভাষাকে তা পবিত্র করবে না কেন ? ৩ ॥

ইনি স্বয়ং কীভাবে[১] অধ্যয়ন, জ্ঞান, আচার ও প্রচার এই (চার) উপায়ে[২] চতুর্দশ বিদ্যায় চার অবস্থা রচনা করে চতুর্দশত্ব সৃষ্টি করেছিলেন, তা (কি আর) জানি না ? ৪ ॥

ত্রয়ী অর্থাৎ তিন বেদ যেমন বেদাঙ্গ ও গৌণশাস্ত্রের ফলে বিস্তৃতি পায়, (তেমনি) তাঁর জিহ্বাগ্রে নৃত্যশীলা বিদ্যা আঠারোটি দ্বীপের পৃথক পৃথক জয়লক্ষ্মীকে জয় করবার ইচ্ছায় (যেন)[৩] আঠারোরকম হয়েছিল ॥ ৫ ॥

দিক্‌পতিগণের অংশ থেকে জন্ম[৪] হওয়ায় তিনি দিক্‌সমূহের ঈশ্বর। (তিনি) স্বৈরবৃত্তির নিয়ামক ও সহজাত তিনটি নেত্র লাভের সূচক দুই-এর অতিরিক্ত (তৃতীয়) চক্ষু হিসাবে শাস্ত্ররাশিকে ধারণ করবেন ॥ ৬ ॥

তিনি ধর্মকে চারটি পদে অর্থাৎ চতুষ্পাৎ রূপে স্থির করায় সত্যযুগে কারা তপোলাভ না করেছে ? এমনকি দুর্বল অধর্মও একপদে পৃথিবী স্পর্শ করে তপস্বী হয়েছিল ॥ ৭ ॥

এঁর দিগ্‌বিজয়যাত্রায় প্রকাশমান প্রতাপাগ্নির ধূমের মতো দর্শনীয় যে ধূলি সৈন্যরা উৎক্ষিপ্ত করেছিল তাই সুধাসমুদ্রে গিয়ে পড়ায় পঙ্কে পরিণত হয়ে চাঁদের কলঙ্ক হয়ে রয়েছে ॥ ৮ ॥

যুদ্ধে (তাঁর) স্ফুরিত ও ধনুঃশব্দবিস্তারী নিবিড় বাণরাশির অসহ্য বর্ষণবশতঃ আপন আপন তেজের অগ্নি নির্বাপিত হওয়ায় শত শত শত্রুরা দগ্ধ কাষ্ঠের মতো (মলিন) অপযশ বিস্তার করেছিল ॥ ৯ ॥

রাজহন্তা সেই (নল) প্রচণ্ডভাবে দগ্ধ শত্রুপুরীর আগুনে উজ্জ্বল যে স্বকীয় প্রতাপ তাতে দীপ্যমান ভুবলয়কে জয় করার জন্যে প্রদক্ষিণ-করে-রচিত নীরাজনায় শোভা পেয়েছিলেন ॥ ১০ ॥

অতিবৃষ্টি প্রভৃতি শত্রুরাজাদের নায়িকাদের চোখ প্রায়শই ত্যাগ করে নাই। কারণ তিনি সমগ্র ভূমণ্ডলকে (অতিবৃষ্টি প্রভৃতি)[৫] ঈতিমুক্ত করায় তাদের আর কোনো বিশ্রামস্থল ছিল না ॥ ১১ ॥

যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর সৈন্যদের নৈপুণ্যের তুরী অর্থাৎ বস্ত্রবেষ্টনদণ্ড বিশাল খড়্গের বেমা অর্থাৎ বয়নকাষ্ঠের সহযোগে তাঁর শুভ্র গুণের সাহায্যে প্রচুর যশের বস্ত্র[৬] বয়ন করেছিল, যা দিগঙ্গনাদের অঙ্গ আবৃত করতে পারে ॥ ১২ ॥

তাঁর ভয়েই কি শত্রুরাজাদের মতো বিরুদ্ধ স্বভাবগুলিও বিরোধ পরিত্যাগ

করেছিল ? যেহেতু বলের দ্বারা অমিত্রজিৎ (অর্থাৎ শত্রুবিজয়ী) হয়েও তিনি তেজে মিত্রজিৎ (অর্থাৎ সূর্যজয়ী) ছিলেন, চার বা গুপ্তচর তাঁর চোখ হলেও বিচার তাঁর চোখ ছিল ॥ ১৩ ॥

তাঁর তেজ ও তাঁর যশ বর্তমান থাকায় যখন যখন বিধাতা এই দুটিকে বৃথা মনে করেন, তখন তখন পরিবেশ রচনার ছলে (এই) সূর্য ও চন্দ্রের ব্যর্থতা-সূচক রেখামণ্ডল আঁকেন ॥ ১৪ ॥

'এই লোক দরিদ্র হবে' প্রার্থীর ললাটে স্পষ্ট এই বিধিলিপি (তিনি) মিথ্যা করেন নি, কল্পতরুকেও অতিক্রম করে নল দারিদ্র্যকে দরিদ্র করেছিলেন (অর্থাৎ দারিদ্র্য থেকে জগৎকে মুক্ত করেছিলেন) ॥ ১৫ ॥

মেরুকে যে বিভক্ত করে প্রার্থীদের হাতে দেওয়া হয়নি ও দানের সময়ে জলব্যয়ের ফলে সমুদ্র যে মরুভূমি হয় নি—তিনি এই দুটিকে আপনার দুটি অকীর্তি মনে করতেন, যা দ্বিধাবিভক্ত কেশপাশ হয়ে মস্তকে বর্তমান ছিল ॥ ১৬ ॥

অবিরত অভ্যাসপরায়ণ কবি ও পণ্ডিতের সঙ্গে সানন্দে কাল-যাপন করতে করতে সমধিক পটু এই রাজা দিনপতি সূর্যের মতো শোভায় দিন দিন অভ্যুদয় লাভ করেছিলেন ॥ ১৭ ॥

পদ্ম ও প্রবালকে পরাজিত করার ফলে এবং সকল রাজাদের মস্তকে স্থাপন করার ফলে এটি ঊর্ধ্বে স্থান পাবে বলেই কি বিধাতা এঁর পা ঊর্ধ্বরেখায় অঙ্কিত করেছিলেন ? ১৮ ॥

শৈশবশেষে ইনি বিশ্বজয় ও তার ফলে অক্ষয় রাজকোষ রচনা করেছিলেন। তারপর রতিপতি অর্থাৎ মদনদেবের সখা (বসন্ত) ঋতু যেমন বনকে আশ্রয় করে, তেমনি যৌবন এঁর শরীরকে আশ্রয় করেছিল ॥ ১৯ ॥

তাঁর চরণ পদ্মরাশিকে অনুকম্পা করত। তাঁর হাতের শোভার লেশমাত্রও প্রবালে কোথায় ? শরতের পূর্ণিমার চাঁদ তাঁর মুখের দাসত্ব করার অধিকারীও হয় নি ॥ ২০ ॥

এঁর রোমরাশির ছলে বিধাতা কি (কয়েক) কোটি রেখার সাহায্যে গুণের গণনা করেন নি ? রোমকূপসমষ্টির ছলে জগৎস্রষ্টা কি দোষশূন্যতার (সূচক) বিন্দুসমূহ রচনা করেন নি ? ২১ ॥

তাঁর হাত দুটি সত্যিই শত্রুদুর্গ লুণ্ঠনে দীর্ঘ, স্ফীত অর্গলের ভূমিকা নিত এবং বক্ষোদেশের শোভা তাতে গো-পুরে দীপ্তিমান কপাটের কাঠিন্য ও বিশালতা লাভ করত ॥ ২২ ॥

তাঁর খেলার অংশমাত্র যে স্মিত হাসি, তা চাঁদকে হার মানাত এবং মুখের অংশমাত্র (হলেও) চোখ পদ্মরাশিকে পরাস্ত করত। চরাচরে ঐ দুটিকে (চাঁদ ও পদ্মকে) জয় করতে পারে এমন অন্য কোনো সুন্দর বস্তু না থাকায় তাঁর মুখের উপমান নেই ॥ ২৩ ॥

তাঁর চোখের কাছেই পদ্ম পরাজিত, মৃদু হাসিতেই চাঁদের শোভা বিজিত। অন্য সুন্দর বস্তু কোথায় ? আশ্চর্য ! তাঁর মুখের উপমান সম্বন্ধে কবিদের কী নিদারুণ দারিদ্র্য (অর্থাৎ অক্ষমতা) ॥ ২৪ ॥

তাঁর চুলের সঙ্গে তুলনীয় হতে চায় এমন নিজস্ব কেশভারের নিরপরাধভাব বোঝাতে চমরীগাইও পুচ্ছ চালনার ছলে কেশের চপলতা প্রকাশ করে ॥ ২৫ ॥

মদনদেবের মতো সেই রাজার সৌন্দর্যের ফলে ও তাঁর সম্বন্ধে আপন আপন মনের অভিলাষ থাকায় তিন ভুবনে জন্মেছেন এমন সুন্দরীদের সেই রাজার বিষয়ে দুইভাবে কামজনিত ভ্রান্তি ও বিলাস ঘটত ॥ ২৬ ॥

দেবরমণীরা নিষ্পলক চোখে তাঁকে খুঁটিয়ে দেখে যে-অভ্যাস অর্জন করেছিলেন, নিমেষশূন্য চোখে তাঁরা আজও তা প্রকাশ করছেন ! ॥ ২৭ ॥

আমাদের দুটি চোখ তাঁর কথা শুনে জীবন সার্থক করেছে, (কিন্তু) তাঁকে না দেখায় বিফলও হয়েছে—এইভাবে নাগরমণীরা মনে মনে নিজেদের সেই (চোখকে) নলের প্রসঙ্গে প্রশংসা করতেন, নিন্দা(ও) করতেন ॥ ২৮ ॥

চোখ-বন্ধ অবস্থাতেও অনবরত চিন্তা করার ফলে তাঁকে দেখতে পান এমন মনুষ্য-রমণীদের তাঁকে দেখার ব্যাপারে (চোখের) পলকপাতঘটিত বিন্দুমাত্র বিঘ্নও হয় নি ॥ ২৯ ॥

রাত্রে কোন্ নারী তাঁকে স্বপ্নে না দেখেছেন ? নাম ভুলে কোন্ নারী তাঁর নাম না বলেছেন ? সম্ভোগকালে প্রিয়জনের মধ্যে তাঁর স্বরূপ ভেবে কোন্ নারী নিজের কামের উদ্রেক ঘটান নি ? ॥ ৩০ ॥

তাঁকে দেখার পর নিজেকে দেখার জন্যে হাতে-নেওয়া আয়নাকে ভৈমী ছাড়া অন্য কোন্ রমণী 'আমি রূপে তাঁর যোগ্য !' এইভাবে দর্পচূর্ণ অবস্থায় নিঃশ্বাসে মলিন না করেছেন ? ॥ ৩১ ॥

যেমন গরুড়পক্ষীকে বাহন করে প্রদ্যুম্ন জোর করে বলির[৬] পুত্র বাণের নগরে প্রবেশ করেছিলেন, তেমনি প্রেম বিদর্ভকন্যার (অর্থাৎ দময়ন্তীর) নলের প্রতি আকৃষ্ট মনে বয়সের মাধ্যমে প্রবেশ করেছিল ॥ ৩২ ॥

সেই ভীমরাজপুত্রী কেবল কামের আজ্ঞাবহ মনকে বিশেষভাবে সেই রাজার বিষয়ে নিবিষ্ট করেছিলেন, যাঁর কথা বহুভাবে তাঁর কর্ণগোচর হয়েছিল এবং যিনি তাঁর নিজের সৌন্দর্যের অনুরূপ(ও) ছিলেন ॥ ৩৩ ॥

তিনি প্রতিদিন পিতৃসেবায় এসে চারণদের অবসর-বিষয়ে আগ্রহী হয়েছিলেন। তাঁরা অন্যান্য রাজাদের স্তুতিগান করতে থাকলে (তিনি) নলের কথা শুনতে শুনতে অত্যন্ত পুলকিত হতেন ॥ ৩৪ ॥

পরস্পর কথাপ্রসঙ্গে এমনকি তৃণবিষয়েও নলের নাম শুনলে এই তন্বী তখনি অন্য (কথা) ত্যাগ করে সানন্দে তা শোনার জন্যে উৎকর্ণ হতেন ॥ ৩৫ ॥

'মৃত, নিষ্পলক চক্ষুবিশিষ্ট মদনকে ভয় করি, তাঁর থেকে ভিন্ন উদাহরণ দাও'—যুবকদের প্রশংসায় রত সখীর মাধ্যমে এইভাবে তিনি তাঁর অর্থাৎ মদনের স্থানে নৈষধকে নিদর্শন রূপে স্থাপন করতেন ॥ ৩৬ ॥

নিষধরাজ্য থেকে আগত দূত, ব্রাহ্মণ ও স্তুতি-পাঠকদের ইনি কৌশলে নলের গুণাবলী জিজ্ঞাসা করতেন। তারপর তাঁর কীর্তিকথা শুনে বহুক্ষণ বিমনা হয়ে থাকতেন ॥ ৩৭ ॥

'লীলাভবনের ভিত্তিদেশে এমন কোনো নায়ক ও নায়িকার ছবি আঁকুন যাদের সৌন্দর্য তিন ভুবনকে জয় করতে পারে'—এইভাবে শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পীকে দিয়ে অঙ্কিত করে তিনি নিজের ও নলের সখ্য লক্ষ্য করতেন ॥ ৩৮ ॥

নিদ্রিত অবস্থায় মনের অভিলাষে নিজের পতি (কল্পনা) করে কোন্ রাত্রিতে

তিনি নলকে না দেখতেন ? নিদ্রা অদৃষ্ট প্রভাবে না-দেখা-বিষয়কেও মানুষের দর্শনীয় করে তোলে ॥ ৩৯ ॥

মুদ্রিত দুটি চোখ থেকে এবং বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলির বিরামের ফলে মুদ্রিত হৃদয় থেকেও গোপন করে নিদ্রা কখনো-না-দেখা সেই রাজাকে এঁর পরম রহস্য হিসেবে দেখিয়েছিল ॥ ৪০ ॥

আশ্চর্য ! কামপীড়িত হওয়ায় হেমন্তকালেও তাঁর কাছে দিনগুলি দীর্ঘ হয়ে উঠেছিল, (আর) পরিপূর্ণ গ্রীষ্মকালেও রাত্রিগুলি হয়েছিল বড়ো ॥ ৪১ ॥

কোনো এক সময় নলও লোকমুখে এঁর গুণরাশির কথা শুনেছিলেন, যা যুবকদের ধৈর্যহানি ঘটায় এবং যা নিজের সৌন্দর্যের যশোরাশির মুক্তামালায় অন্তরের সম্বন্ধ নির্ধারক সূত্রের শোভা লাভ করে ॥ ৪২ ॥

তখন মদনদেব নিজের শারীরিক সৌন্দর্যের পরাজয়ে ঈর্ষাকাতর হয়ে সুযোগ পেয়ে অব্যর্থ শক্তিবিশিষ্ট নিজের মূর্তির তুল্য তাঁর (অর্থাৎ দময়ন্তীর) মাধ্যমে নিষধরাজকে জয় করতে চেয়েছিলেন ॥ ৪৩ ॥

সেই রাজা ভীমরাজের কন্যায় অবস্থিত গুণ সাদরে শুনেছিলেন (আক্ষরিক— শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতিথি করেছিলেন)। মদনদেবও তাঁর প্রবল ধৈর্য নাশ করার জন্যে শর যোজনা করে (গুণকে) নিজ ধনুকের আশ্রিত করেছিলেন ॥ ৪৪ ॥

সেই ধীরপুরুষকে জয় করার জন্যে তখন ধনুর্গুণে বাণ যোজনা করে অবিমৃষ্য-কারী মদনদেব ত্রিভুবন জয় করার ফলে অর্জিত যশোরাশিকেও সংশয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন ॥ ৪৫ ॥

এঁর সেই ধৈর্যের আচ্ছাদন যে মদনের পুষ্পবাণেও ছিন্নভিন্ন হয়েছিল, তা এঁর সঙ্গে ভীমরাজকন্যাকে ভবিষ্যতে সেইভাবে মিলিত করার জন্যে বিধাতার সফল ইচ্ছার প্রকাশ (মনে হয়) ॥ ৪৬ ॥

মনে হয়, যাঁর অস্ত্রে পীড়িত হয়ে পিতামহ (ব্রহ্মা) আজও জলজ (পদ্ম) আশ্রয় করে আছেন, সেই মদনকে নিজের দেহ-সাদৃশ্যবশতঃ বা কৃশ শরীরবশতঃ সেই নল লঙ্ঘন করতে পারেন নি এতে আর আশ্চর্য কী ! ॥ ৪৭ ॥

সেই তন্বী লজ্জানদীর প্রাচীর অতিক্রম করে নলের হৃদয়ে যে প্রবেশলাভ করেছিলেন, তা কি বক্ষোদেশে জাত, বয়সের ফল ও নতুন উপহার-স্বরূপ দুটি স্তনের বিলাস ? ॥ ৪৮ ॥

লোকের দৃষ্টি থেকে নিজের অস্থিরতা গোপন করতে করতে এঁর কামজনিত যা-কিছু ঘটেছিল, তা জেনেছিল তাঁর জাগরণজনিত দুঃখের সাক্ষী রাত্রি আর চাঁদের মতো কোমল শয্যা ॥ ৪৯ ॥

প্রচণ্ডভাবে কামপীড়িত হলেও সেই মানী বিদর্ভরাজের কাছে তাঁর কন্যাকে প্রার্থনা করেন নি। (কারণ) মানী ব্যক্তিরা সুখ ও প্রাণ বরং ত্যাগ করেন, কিন্তু না-চাইবার একমাত্র ব্রত ত্যাগ করেন না ॥ ৫০ ॥

ইনি কোনো বিষয়ে মিথ্যা খেদ প্রকাশ করে বিরহজনিত নিঃশ্বাসগুলিকে গোপন করেছিলেন এবং চন্দনে বেশি কর্পূরের ভাগ প্রকট করে (বিরহজনিত) পাণ্ডুর বর্ণের অপলাপ ঘটিয়েছিলেন ॥ ৫১ ॥

• অলীকভাবে দেখা প্রেয়সীকে ইনি যা বলতেন এবং বীণাবাদকেরা পঞ্চমরাগের মূর্ছনা

আলাপ করতে থাকলে (তিনি) যে সভাতেই মূর্ছিত হতেন, তা দৈবাৎ গোপন করতে পারতেন ॥ ৫২ ॥

সেখানে শম্বরারিপু কামের অনিবার্য বিক্রম ক্রমশঃ প্রকট হতে থাকলে জিতেন্দ্রিয়দের অগ্রণী রূপে কীর্তিত সেই রাজা লজ্জিত হয়ে পড়তেন ॥ ৫৩ ॥

বিবেক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গুণগুলি নলের এই অস্থিরতা নিশ্চয় রোধ করতে পারে নি। রতিবিষয়ে ঐ কাম যে (পুরুষকে) চপলই করে, তা স্বভাবসিদ্ধ ॥ ৫৪ ॥

সভামধ্যে চেষ্টাসত্ত্বেও যখন তিনি কামলক্ষণ (প্রকাশ) না করে এক মুহূর্তও থাকতে পারতেন না, তখন উপবনে ক্রীড়ার ছলে নির্জন স্থান লাভ করতে চাইতেন ॥ ৫৫ ।

সৌন্দর্যে মদনদেব যাঁর কাছে পরাস্ত, (তিনি) তখন নিজের মনোভাব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, সমবয়স্ক বন্ধুদের সঙ্গে নগরের নিকটবর্তী উপবন দেখতে যাবার জন্যেই যেন রথ নিয়ে আসার জন্যে ভৃত্যদের আদেশ করতেন ॥ ৫৬ ॥

তখন তাঁরা তাঁর সুসজ্জিত শ্বেতবর্ণ অশ্ব আনতেন, যে (অশ্ব) বেগে অত্যন্ত বলশালী, উচ্চতায় পুরুষেরও বেশি, (যার) সদাচঞ্চল খুরের অগ্রভাগে অশ্বশালার মধ্যভাগ চূর্ণ হয়েছিল ॥ ৫৭ ॥

তারপর গলদেশের আবর্ত থেকে (এবং) মস্তক ও গ্রীবার সংযোগস্থলের পিছন দিকে যাওয়ার কণ্ঠমধ্যবর্তী পথে যেন উত্থিত হয়েছে এমন, এবং চন্দ্রকিরণের মতো কেসরশোভায় শোভিত— ॥ ৫৮ ॥

বেগের আতিশয্য অনুধাবনের জন্যে উপস্থিত পরমাণুপরিমাণ মনুষ্যমনের মতো, সর্বদা ভূতল চূর্ণ হওয়ার ফলে উত্থিত ধূলিকণারাশি যার পদসেবা করছে এমন—॥ ৫৯ ॥

চঞ্চল নাসিকাপুটে রাজার উদ্দেশ্যে নিজের বেগের গর্ব বিষয়ে বলতে যেন উৎসুক এবং 'ইনি স্বয়ং অশ্বের মনোভাব তো জানেন, তাই কথা বলা নিষ্প্রয়োজন' এই (ভেবে) মৌনী— ॥ ৬০ ॥

মহারথী চক্রবর্তীর পথে অন্যের (সাহায্যের) অপেক্ষা না রেখেই বহন করার যশে শুভ্রবর্ণ (এবং) সূর্যের অশ্বগুলির তেমন শক্তির অভাবকে দাঁতের শ্বেতচ্ছটার মাধ্যমে মুখের মধ্যে উপহাস করতে করতে— ॥ ৬১ ॥

শুভ্রকান্তি ও চাঞ্চল্যযুক্ত পুচ্ছ ও কেসরের ছলে চঞ্চল দুটি চামরের লক্ষণ নিয়ে স্পষ্টভাবে নিজেকে অশ্বরাজ রূপে প্রকট করতে করতে— ॥ ৬২ ॥

বেগের গর্বে (আগেই) সবলে গরুড়কে পরাস্ত করে মুখসংলগ্ন সুন্দর লাগামে সর্পভক্ষণের বীরত্বেও (গরুড়ের) প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উপস্থিত - ॥ ৬৩ ॥

সিন্ধুদেশীয়, চন্দ্রতুল্য, উচ্চৈঃশ্রবার শোভাযুক্ত অশ্বে (আরোহণ করে) সেই আয়তনেত্র, সকল রাজার বিজেতা, পৃথিবীর ইন্দ্র উঠেছিলেন ॥ ৬৪ ॥

সূর্যের অনুগামী প্রকাশস্বরূপ আপন কিরণগুলির মতো অশ্বারোহীরা বেগবান অশ্বে অগ্রসর সেই-রাজার অনুসরণ করেছিলেন, যাঁর পদ্মের মতো হাতে পদ্মচিহ্ন স্পষ্ট অঙ্কিত ছিল ॥ ৬৫ ।

মহাবেগসম্পন্ন অশ্বকে অলংকৃত করে, নিজের বাহন চালনার উপযুক্ত পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে চলতে চলতে, নল নগরবাসীদের সানন্দ নিষ্পলক দৃষ্টির লক্ষ্য হয়েছিলেন ॥ ৬৬ ॥

শোভায় চন্দ্রের তুল্য এবং পৌরুষে ইন্দ্রের তুল্য ইনি তারপর মুহূর্তের মধ্যে বায়ুর তুল্য বেগবান্ অশ্বে সেই লোকদৃষ্টির বৃষ্টিধারার সঙ্গে নগরীর বাইরে চলে গিয়েছিলেন ॥ ৬৭ ॥

তারপর (অস্ত্রাঘাত) নাও, আঘাত করো এইভাবে কথা বলতে বলতে শস্ত্রের প্রান্তভাগ পরস্পরের উপর রেখে নলের সেনামুখবর্তী দুজন অশ্বারোহী কৌতুকবশতঃ মিথ্যাযুদ্ধ শুরু করেছিলেন ॥ ৬৮ ॥

আমাদের চলার পক্ষে এই পৃথিবী কতগুলো পদ(-ক্ষেপ), সুতরাং সমুদ্রও স্থলভাগ হয়ে উঠুক —যেন এই ভেবে আপন বেগের দর্পে ঘোড়াগুলি সমুদ্র ভরাট করতে পারে এমন ধূলি উৎক্ষিপ্ত করেছিল ॥ ৬৯ ॥

(ভগবান্) হরি একটিমাত্র পদে যে আকাশ ক্রান্ত অর্থাৎ ব্যাপ্ত করেছিলেন, আমাদের চারটি পদেই তা অতিক্রম করলে অশ্বকুলের লজ্জা—এই ভেবে তারা আকাশে অর্ধেক পদক্ষেপ করে নতমুখে নিবৃত্ত হয়েছিল ॥ ৭০ ॥

সেই রাজার সেনাতে বর্তমান, সিন্ধুদেশীয় অশ্বের আরোহীরা সিন্ধুদেশবাসী ব্যক্তিদের বৌদ্ধবাক্যে শ্রদ্ধাবান্ হওয়ার মতো সেই বিচরণভূমিতে উপস্থিত হয়ে অশ্বগুলিকেও বহু মণ্ডলাকারে স্থাপন করেছিলেন ॥ ৭১ ॥

এঁর শত্রুরাই (পালিয়ে) দিঙ্‌মণ্ডল লঙ্ঘন করেছিলেন, এঁর যশোরাশিই সমুদ্রকে গোষ্পদ করে তুলেছিল। বুঝি এই কারণে (আস্কন্দিত ইত্যাদি) গতিবিশেষ পরিহার করে অশ্বগুলি চক্রাকার শোভায় প্রাকৃতিক ভূভাগকে মণ্ডিত করেছিল ॥ ৭২ ॥

নল আপন ছত্রের তলদেশে অশ্বটিকে দিয়ে যে সুন্দরভাবে চক্রাকার গতি রচনা করেছিলেন, বাতাস বায়ুসমষ্টির ঘূর্ণাবর্তগতি বিস্তার করে আজও কি তার শিক্ষা নিচ্ছে না ? ॥ ৭৩ ॥

তারপর সেই রাজা মুহূর্তে উপস্থিত হয়ে নবপল্লবের রক্তিমায় রঞ্জিত, ঘন ছায়াযুক্ত বিলাসোদ্যানে ধৈর্যলাভের আশায় প্রবেশ করেছিলেন যেমন বিষ্ণু সুষুপ্তির ইচ্ছায় (ক্ষীর-)সমুদ্রে প্রবেশ করেন তেমনি ॥ ৭৪ ॥

অনুগামী বন্ধুদের মতো পুরবাসীদের দৃষ্টিগুলি বনের সীমা পর্যন্ত সাগ্রহে এল, তিনি ক্রমে দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেলে তা নিবৃত্ত হয়েছিল ॥ ৭৫ ॥

তারপর সেই রাজা সুন্দর ফুল ও ফলের অভিমুখী অঙ্গুলিযুক্ত বনরক্ষকের হাত দিয়ে সূচিত হচ্ছে এমন অরণ্যসৌন্দর্য লক্ষ্য করেছিলেন ॥ ৭৬ ॥

পাখির ওড়ার সময়ে যে-বাতাস ওঠে, তাতে (অথবা বয়োবৃদ্ধিতে বাতরোগে) কম্পমান পল্লবের হাতে-থাকা ফুল ও ফল নিয়ে বনে গাছগুলি বৃদ্ধ মহর্ষিদের গোষ্ঠীর কাছে তাঁর আতিথ্য শিক্ষা করেছিল ॥ ৭৭ ॥

সেখানে (ভগবান্) চন্দ্রশেখর বর্জন করায় চারিদিকে ব্যাপ্ত যে-অপযশ অর্জিত হয়েছে, তাকে বিকশিত পাপড়িগুলিতে বর্তমান ভ্রমরের ছলে ধারণ করে আছে এমন কেতকীফুল তিনি কৌতুকবশে দেখেছিলেন ॥ ৭৮ ॥

যেহেতু মদনদেব বিরহীদের হৃদয়ে কাটার ফলক তীক্ষ্ম কর্ণবিশিষ্ট শররূপে তোমাকে নিক্ষেপ করেন, তাই ফুল ফেলার অযোগ্য হওয়ায় তাঁদের মৃত্যুর কারণ হয়ে (তুমি) মদনের শরীরের দা[illegible]বের নিন্দাপাত্র হয়েছ ॥ ৭৯ ॥

তোমার সূচের মতো অগ্রভাগের সাহায্যে মদনদেব কামী ব্যক্তিদের অপযশের বস্ত্র-

দুটি সেলাই করেন। তাছাড়া করপত্র-(নামে অস্ত্রের) তুল্য (তোমার) পত্রের সাহায্যে তিনি বিরহীহৃদয়রূপ কাষ্ঠকে বিদীর্ণ করেন ॥ ৮০ ॥

পুষ্পধন্বা (মদনদেব) ধনুকের মধুতে আর্দ্র হওয়া সত্ত্বেও তোমার পরাগে হাতকে ধূলিধূসর করে ভীমরাজকন্যায় অনুরক্ত আমাকে শরের লক্ষ্যবস্তু করছেন—এইভাবে তিনি কেতকীফুলকে ক্রোধে তিরস্কার করেছিলেন ॥ ৮১ ॥

ফলসমৃদ্ধিক্রিয়াস্বরূপ ধূপবিশিষ্ট ডালিম গাছে তিনি ফল দেখেছিলেন, (যেগুলি) কঠোর তপস্যারত, অধোমুখ, ধূমপানরত ঘটের মতো (ছিল) ॥ ৮২ ॥

তিনি বিরহিণী ডালিমকেও দেখেছিলেন, প্রিয়জনের স্মৃতিতে যার রোমাঞ্চকণ্টক স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, যার ফলস্বরূপ স্তনের মধ্যভাগে বিদীর্ণ, রক্তবর্ণ, অভ্যন্তরদেশে শুক-মুখের মতো মদনদেবের কিংশুকের বাণ প্রবেশ করেছিল ॥ ৮৩ ॥

মদনের অর্ধচন্দ্রাকার তীরের মতো বিরহীর হৃদয়ভেদী, (বিরহে কৃশ পথিকদের মাংসভক্ষণের ফলে স্পষ্টই যা পলাশ অর্থাৎ মাংসভক্ষক, তাতে কালখণ্ড (-নামে মাংসপিণ্ড) থেকে প্রাপ্ত (ও) বিরহীর হৃদয়ে সংযুক্ত খণ্ডের মতো বৃন্ত তিনি দেখেছিলেন ॥ ৮৪ ॥

বাতাসের স্পর্শযুক্ত, ঈষৎ কম্পিত, নবীন লতা ফুলের মধুকণায় শরীর লিপ্ত করে ও প্রস্ফুটিত সুন্দর মুকুল নিয়ে রাজার ভয় ও সমাদরযুক্ত দৃষ্টির গোচর হয়েছিল ॥ ৮৫ ॥

নিত্যপথিক পতঙ্গদের বধ করার ফলে যেন কাজলের মতো ভ্রমরের ছলে পাপকর্ম সঞ্চয় করছে, এমন চাঁপার কলিগুলিকে তিনি মদনদেবের পূজার প্রদীপের মতো প্রত্যক্ষ করেছিলেন ॥ ৮৬ ॥

বিরহীদের অন্ধ করে এমন পরাগ, (যা) পুষ্পের শরের গর্ভে জন্মায়, তাকে তাঁর অতীতে শিবের দিকে নিক্ষিপ্ত মদনের শরে সংলগ্ন শিবদেহের ভস্মের মতো মনে হয়েছিল ॥ ৮৭ ॥

করুণবৃক্ষের বিকাশ ও ভ্রমরগুঞ্জনের মাধ্যমে বন বিরহীদের দশা কোকিলের কাছে শুনতে থাকলে, অনিচ্ছায় কুসুমের হাত প্রসারিত করছে এমন স্থলপদ্মকে কামক্লিষ্ট নল দেখেছিলেন ॥ ৮৮ ॥

ভ্রমরঝঙ্কাররূপ ক্রুদ্ধ গর্জন করে বায়ুচালিত (আঙুলের মতো) মুকুল দিয়ে বিরহীজনকে ভয় দেখাতে চাইছে, এমন আম্রতরু তিনি দেখেছিলেন ॥ ৮৯ ॥

ওরে, দিনে দিনে তুই রোগা হয়ে পড়্, বার বার মূর্ছা যা এবং মরে যা—এইভাবে নিত্যপথিককে অভিশাপদানে রত ব্রাহ্মণদের মতো রক্তচক্ষু কোকিলগুলিকে তিনি সখেদে লক্ষ্য করেছিলেন ॥ ৯০ ॥

ভ্রমরপঙ্‌ক্তির ফলে উন্নত অগ্রভাগবিশিষ্ট ঢোপাকলিকে অস্থির বুঁধিতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে তিনি (তাকে) বিরহীদের বিপদের জন্যে আবির্ভূত ধূমকেতু বলে আশঙ্কা করেছিলেন ॥ ৯১ ॥

পরাগ খসে পড়ছে, চক্রাকার ভ্রমণের ভঙ্গিতে পতিত ভ্রমরগুলি লেগে রয়েছে, এমন নাগকেশরকে তিনি শাণের মতো দেখেছিলেন, যা থেকে জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ মদনের শর-ঘর্ষণের ফলে স্খলিত হয় ॥ ৯২ ॥

গুণে আকৃষ্ট ভ্রমরগুলিকে ফুল থেকে তাঁর সুগন্ধি শরীরের দিকে ধাবিত হতে

দেখে ও গুঞ্জন করতে দেখে, ভুল করে নিজের ধনুক থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর ভেবে মদন লজ্জিত হয়েছিলেন ॥ ৯৩ ॥

বায়ুচালিত পল্লবের তীক্ষ্নাগ্র অংশের দ্বারা ক্ষত, (ও) চারিদিকে চন্দনগন্ধের মতো সুগন্ধবিস্তারী বেলফলকে তিনি পণ্যরমণীর স্তনের মতো দেখেছিলেন ॥ ৯৪ ॥

যার অভ্যন্তরস্থিত গহ্বর যুবক-যুবতীর চিত্ত নিমজ্জনের উপযোগী পুষ্পে পূর্ণ ছিল এমন পাটলবৃক্ষের পুষ্পস্তবককে ভয়ান্ধ বুদ্ধিতে মদনের তূণ মনে করে তিনি কাঁপছিলেন ॥ ৯৫ ॥

বনের কৃষ্ণবর্ণ, কোরকযুক্ত অগস্ত্যগাছকে তাঁর মনে হয়েছিল কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয়ের ছলে গিলে ফেলা চন্দ্রকলাগুলিকে বমন করছে এমন রাহুর মতো ॥ ৯৬ ॥

বায়ুকে তুষারে পাণ্ডুরবর্ণ পাতাগুলিকে শূন্যতেই হঠাৎ আকৃষ্ট করে আবরণযুক্ত লতায় চক্রাকার ভ্রমণসংক্রান্ত পুষ্পক্রীড়া করতে দেখে তিনি চোখ বন্ধ করেছিলেন ॥ ৯৭ ॥

যার উপরিভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলভারে অত্যন্ত নত অগ্রভাগ দিয়ে সেই ধাত্রীকে বন্দনা করতে রত গাছগুলিকে তিনি অভিনন্দন জানাবেন না কেন ? ॥ ৯৮ ॥

উদ্যানের বাতাসে শীতল, ফুলের মধুতে অমৃত, কেতকীর পরাগে শুভ্রবর্ণ দিনের তেজ অর্থাৎ সূর্যকিরণ জ্যোৎস্না(-তুল্য) (হয়েও) বিরহীকে সুখ দেয় নি ॥ ৯৯ ॥

বিরহী হলেও (সেই) রাজার মুখে সাক্ষাৎ চাঁদকেই দেখতে দেখতে রক্তচক্ষু কোকিল বার বার কুহুশব্দে অমাবস্যাকে আহ্বান করছিল ॥ ১০০ ॥

পল্লবগুলিতে কামদেবের মুকুলসমূহরূপ জ্বলন্ত অস্ত্র ধারণ করে যেন নামের সার্থকতার আশায় অশোকবৃক্ষ শরণাগত স্ত্রীবিরহকাতর পথিকদের রক্ষা করছে বলে তিনি মনে করেছিলেন ॥ ১০১ ॥

বিলাসসরোবরের তীরে তরঙ্গশব্দে, কোকিল ও ভ্রমরের গানে এবং ময়ূরের নৃত্যকৌশলে বনেও বাদ্য, গীত, নৃত্যের ত্রয়ী তাঁর সেবা করেছিল। ভাগ্যবান্ মানুষ কোথায় উপভোগ্য (বস্তু) না পায় ? ॥ ১০২ ॥

সেই বনে প্রেরিত, সেই উদ্দেশ্যেই লোকের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত, পটু শুকপাখিরা তাঁর স্তুতিগান করেছিল। এইভাবে তাঁর পৌরুষের স্তুতিগানে শিক্ষাপ্রাপ্ত শারীগুলিও অমৃতস্বরে গান করেছিল ॥ ১০৩ ॥

এইভাবে অভীষ্ট সুগন্ধে-পরিপূর্ণ বনে ভ্রমণ করে, কোকিলের মুখে প্রশংসিত হয়ে এবং শুকের স্তুতিভাজন হয়ে তিনি বাহ্য আনন্দ পেয়েছিলেন, (কিন্তু) বিদর্ভ-কন্যার বিরহে অন্তরের আনন্দ নয় ॥ ১০৪ ॥

তিনি নিজের (শরীরের) মৎস্যচিহ্ন বৃক্ষের আলবালের জলে প্রবেশ করার আশঙ্কায় হাতে ধারণ করে, সব ঋতুর সমাহার যুক্ত এই বনে বন্ধু বসন্তকালকে অনুসরণরত[৭] কামদেবের মতো প্রতীত হচ্ছিলেন ॥ ১০৫ ॥

লতা ললনাদের লাস্যনৃত্যের গুরু, বলপূর্বক গাছের ফুলের সুগন্ধচোর বনবায়ু সুরভিত জলে অথবা মধুগন্ধ সরোবরের জলে জলক্রীড়া করে তাঁর সেবা করেছিল ॥ ১০৬ ॥

মন্থনভয়ে চিরকাল সঞ্চিত প্রাচীন রত্ন নিয়ে সেখানে লুকিয়ে বাস করছে এমন[৮] সমুদ্রতুল্য সরোবরটি রাজা দেখেছিলেন ॥ ১০৭ ॥

সে (সরোবর) জলে অর্ধেক আবৃত ছিল ও তীরপ্রান্তে নির্গত মৃণালগুলির ছলে

জলমগ্ন ঐরাবতগুলির শেষনাগের পুচ্ছের মতো দাঁতগুলিকে ধারণ করেছিল ॥ ১০৮ ॥

সে (সরোবর) তীরপ্রান্তে বিশ্রামরত অশ্বগুলির শোভার স্পষ্ট প্রতিবিম্ব সৃষ্টির ফলে তরঙ্গের কশাঘাতে-চঞ্চল সহস্র উচ্চৈঃশ্রবা লাভ করার মতো শোভিত হয়েছিল ॥ ১০৯ ॥

সে (সরোবর) ভ্রমরের জন্যে অভ্যন্তর ভাগ কৃষ্ণবর্ণ হয়েছে, এমন শ্বেতপদ্মরাশির ছলে কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্কযুক্ত বহু চাঁদের গোষ্ঠী বহন করে (শোভিত হয়েছিল) ॥ ১১০ ॥

ভ্রমরদের সহচর, পদ্মসংলগ্ন, চক্রবাকযুক্ত ও শেষনাগতুল্য মৃণালগুলির আশ্রয় হওয়ায় সে (সরোবর) পদ্মগন্ধরাশির মাধ্যমে চক্রধর, কমলাসহবাসী, ভ্রমরের মতো কৃষ্ণবর্ণ, মৃণালতুল্য শেষনাগের (শয্যা)-বিশিষ্ট বিষ্ণুর অনুসরণযোগ্য হয়েছিল ॥ ১১১ ॥

সে (সরোবর) নিজের প্রাণের প্রিয়, তরঙ্গমালারূপে নদীগুলিকে ক্রোড়ে ধারণ করেছিল, সে একটু-বাইরে-আসা রক্তপদ্মের কলিগুলির ফলে প্রবালের অঙ্কুরের রাশি লাভ করেছিল ॥ ১১২ ।

নলের মনে হয়েছিল সে শ্বেত ও নীল পদ্মের বিশাল মণ্ডলের ছলে জলের মধ্যে লুক্কায়িত চাঁদ ও কালকূটের শোভা ছড়াচ্ছে ॥ ১১৩ ॥

সেখানে তরঙ্গকম্পনের ফলে চঞ্চল কঠিন শৈবালের পঙ্‌ক্তিগুলি যেন ভিতরে বর্তমান বাড়বাগ্নির বাইরে উত্থিত ধূমপটলের স্বরূপ ধারণ করেছিল ॥ ১১৪ ॥

সেখানে পদ্মসরসী দিনের বেলায় সূর্যকে লাভ করে মৃণালের অনেক কণ্টকযুক্ত হয়ে সুগন্ধ ছড়িয়ে বিকশিত পদ্মস্বরূপ ধারণ করে অপ্সরার মতো আচরণ করে (যে অপ্সরা অদিতিপুত্রকে পেয়ে অত্যন্ত পুলকিত হয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে করতে স্বর্গের কারণে উজ্জ্বল শোভাময় দেহ লাভ করে) ॥ ১১৫ ॥

তার জলে বায়ুপ্রবাহে চঞ্চল তীরবর্তী গাছ দীর্ঘভাবে প্রতিবিম্বিত হয়ে পক্ষকম্পনে রত নিমজ্জিত মৈনাকপর্বতের সাদৃশ্য বিস্তার করেছিল ॥ ১১৬ ॥

সমুদ্রশোভাহারী সেই ক্রীড়া সরোবরে রমণেচ্ছু হংসীদের কলনাদে সস্পৃহ, নিকটে বিচিত্রভাবে বিচরণশীল, হিরণ্যবর্ণ একটি হংসকে সেই নিষধরাজ দেখেছিলেন ॥ ১১৭ ॥

বালিকা ও রমণসমর্থ (যুবতী) প্রিয়াদের বিষয়ে দুটি ঠোঁট ও দুটি পায়ের ছলে সে কামনাজন্য অনুরাগরূপ বৃক্ষের অঙ্কুরকে যথাক্রমে দুটি পাতা ও দুটি পল্লব যুক্ত (অবস্থায়) ধারণ করছিল ॥ ১১৮ ॥

প্রিয়াবিরহে অত্যন্ত কাতর হলেও সেই রাজা নিশ্চিতভাবে মনোবিনোদনে সমর্থ সেই পাখিটিকে ক্ষণকাল লক্ষ্য করে কিছুটা কৌতুহলাক্রান্ত হলেন ॥ ১১৯ ॥

অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে বিধাতার প্রতিবন্ধহীন ইচ্ছা যেদিকে ধাবিত হয়, মানুষের অত্যন্ত অবশ চিত্ত সেই দিকেই (তাকে) অনুগমন করে, যেমন তৃণখণ্ড ঝঞ্ঝাকে (অনুগমন করে) তেমনি ॥ ১২০ ॥

তারপর সেই পাখিটি রতিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ক্ষণকাল একপায়ে দাঁড়িয়ে কাঁধ বাঁকিয়ে পাখায় মাথা ঢেকে সরোবরের কাছে তখন ঘুমিয়ে পড়ল ॥ ১২১ ॥

তার সম্বন্ধে তিনি ভেবেছিলেন এ কি নিজের মুখের কাছে (যার) সৌন্দর্য পরাজিত হয়েছে এমন লজ্জানত, মৃণালযুক্ত, কাঞ্চনময় পদ্ম? নাকি বরুণের বিদ্রুমদণ্ডে ভূষিত পীতবর্ণ চামর? ॥ ১২২ ॥

তারপর অশ্ব থেকে অবতীর্ণ হলে তাঁর পাদুকাযুক্ত দুটি পা বনের পল্লব ও জলের পদ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে বর্মযুক্ত হয়ে শোভা পাচ্ছিল না কি ? ॥ ১২৩ ॥

এই রাজা বলির ধ্বংসকর্তার মতো বামনের রূপ কপটভাবে ধারণ করে নিঃশব্দ-পায়ে পাশে উপস্থিত হয়ে হাত দিয়ে পাখিটিকে ধরে ফেললেন ॥ ১২৪ ॥

তখন সেটি নিজেকে বন্দী জেনে ভয়ে বার বার উড়তে চেষ্টা করল. (পরে) উড্ডয়নে হতাশ হয়ে শব্দ করে গ্রহণকারীর হাত দুটিকে কেবল দংশন করতে লাগল ॥ ১২৫ ॥

সভয়ে উড্ডীয়মান পক্ষীগুলিতে সমাকীর্ণ সরোবর উন্মনা অবস্থায় অথবা উঁচুতে জলক্ষেপণের কারণে অনুকম্পাগ্রস্ত হয়ে তরঙ্গচঞ্চল পদ্মরূপ হাত দিয়ে রাজাকে হাঁস ধরা থেকে যেন বারণ করছিল ॥ ১২৬ ॥

সুন্দর হাঁসটির অভাবগ্রস্ত সেই সরোবরকে ছেড়ে যাওয়া লক্ষ্মীর চঞ্চল পাদপদ্মের নূপুরের সঙ্গে উপমেয় কলহংসমণ্ডলী তীরে কূজন করছিল ॥ ১২৭ ॥

আহা ! এই পৃথিবী বাসযোগ্য নয়, যার পালক তুমি এমন মর্যাদালঙ্ঘনকারী— এই ভাবে মাটি ছেড়ে আকাশে আশ্রিত পাখিরা বুঝি উচ্চস্বরে তাঁকে নিন্দা করছিল ॥ ১২৮ ॥

সোনার পাখার সৌন্দর্যযোগ এই এমনটি কোনো পাখির দেখা যায় না—এই ভাবে সেই রাজা বাব বার প্রশংসা করতে থাকলে হাতের খাঁচায় বন্দী সেই মানস-সরোবরবাসী (পাখি) বলল ॥ ১২৯ ॥

তোমার মনকে ধিক্, যে আমার সোনার পাখা দেখে আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ হয়েছে। জলবিন্দুতে সমুদ্রের মতো এসবে (তোমার) কতটুকু ধনবৃদ্ধি (হবে) ? ॥ ১৩০ ॥

তোমাকে দেখে অন্তরাত্মা বিশ্বাসযুক্ত হওয়ায় আমার হত্যা শুধু প্রাণিহত্যা নয়। বিশ্বাসপ্রাপ্ত শত্রুদের বধও ধর্মপরায়ণদের দ্বারা অত্যন্ত নিন্দিত হয় ॥ ১৩১ ॥

পদে পদে রণকুশল যোদ্ধারা আছেন, তাঁদের বিষয়ে তোমার হিংসারস পূর্ণ হয় না ? কৃপাভাজন দুর্বল পাখিতে তোমার মতো মহারাজের এই নিন্দিত বিক্রমকে ধিক্ ॥ ১৩২ ॥

জলভূমিজাত পদ্মের ফলে ও মূলে মুনির মতো আমার এমন জীবিকা, তার উপরও আজ দণ্ডদাতা তোমাকে পতি (ভেবে) পৃথিবী কি লজ্জিত হচ্ছে না ? ॥ ১৩৩ ॥

এই ভাবে এমন কথায় সেই পাখি তাঁকে আশ্চর্যান্বিত, লজ্জিত ও কৃপালু করে দয়াসমুদ্ররূপ তাঁর হৃদয়ে কারুণ্যরসের নদীর মতো কথাগুলিকে প্রবেশ করিয়েছিল ॥ ১৩৪ ॥

আমার মা জরাগ্রস্ত ও একটি মাত্র পুত্রের জননী স্ত্রী সদ্যপ্রসূতি ও পতিব্রতা। এই ব্যক্তি তাঁদের উভয়ের একমাত্র গতি। আমার নিপীড়ক হে বিধাতা ! করুণা কি তোমাকে নিবৃত্ত করছে না ? ॥ ১৩৫ ॥

আমার সদয় বন্ধুরা সংসারের নিন্দা করে ক্ষণমাত্র অশ্রুমোচন করে শোক-শান্তি পাবে। কিন্তু, মাগো ! পুত্রশোকের সাগর অতিক্রম করা তোমার পক্ষে কঠিন ॥ ১৩৬ ॥

আমার জন্যে বার্তা ও মৃণাল পাঠাতে মন্থর প্রিয় কত দূরে (আছে)—তুমি এই কথা বলার পর ক্রন্দনরত পাখিদের দেখতে দেখতে, হে প্রিয়ে, তোমার সেই ক্ষণটি কেমন হবে ? ॥ ১৩৭ ॥

হে বিধাতা ! প্রেয়সীর শীতলতা ও মৃদুতার স্রষ্টা তোমার করপদ্ম থেকে

আমার বিষয়ে কীভাবে 'প্রিয়া বিরহ ভোগ করবে' এই ললাটদহনকারী, নিষ্ঠুর-অক্ষর-যুক্ত লিপি নির্গত হল— ? ॥ ১৩৮ ॥

তাছাড়া, আজ নিজের গোষ্ঠীর (হাঁসদের) থেকে আমার এই বজ্রাঘাততুল্য বৃত্তান্ত বলা হলে, হায় চপলনয়না তুমি দশদিকের মুখগুলি নিশ্চয় শূন্য দেখবে ॥ ১৩৯ ॥

হে সুন্দরী ! আমারই শোকে বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যদি তোমারও মৃত্যু হয়, তবে, হায়, দৈবহত আমি স্পষ্টই আবার মরব, কারণ, তোমার শিশুরা(ও) প্রাণ হারাবে ॥১৪০॥

হায় ! হায় ! বহু আশায় বহুদিনে পাওয়া, চোখ-না-ফোটা আমার শিশুরা তোমারও বিরহে ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়ে সেই নীড়গুলির কাছে ভুলুণ্ঠিত হয়ে ক্ষণমধ্যে প্রাণ হারাবে ॥ ১৪১ ॥

হে পুত্ররা ! চুঁ চুঁ শব্দে বহুক্ষণ কাকে ডেকে (খাবার চাইবে) ? মুখগুলি কাঁপিয়ে কার উদ্দেশ্যে (কথা বলবে) ? কথাই শেষ হয়ে যাক (অর্থাৎ মরো)—এই বলে মূর্ছাগ্রস্ত সে রাজার অশ্রুতে সিক্ত হয়ে (আবার) সংজ্ঞা ফিরে পেল ॥ ১৪২ ॥

তোমাকে যেজন্যে ধরেছিলাম, সে রূপ দেখেছি, অতএব ইচ্ছামতো চলে যাও,— এই (কথা) বলে দয়াবশতঃ রাজা এই ভাবে বিলাপরত তাকে মুক্ত করে-ছিলেন ॥ ১৪৩ ॥

চক্রাকারে ভ্রমণের ছলে নীরাজনা করতে রত নিজের বান্ধবদের পূর্বে শোকে নির্গত অশ্রুপ্রবাহকে সে (এখন) আনন্দাশ্রুর সঙ্গে যুক্ত করেছিল ॥ ১৪৪ ॥

কবিরাজকুলের মুকুটের অলঙ্কাররূপ হীরাতুল্য শ্রীহীর ও মামল্লদেবী শ্রীহর্ষ (-নামে) যে জিতেন্দ্রিয় পুত্রকে জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁর চিন্তামণি মন্ত্র অনুধ্যানের ফলভূত, শৃঙ্গারভঙ্গিতে রমণীয় নৈষধীয়চরিত মহাকাব্যে প্রথম সর্গ সমাপ্ত হল ॥ ১৪৫ ॥

× × × × × × × × × × × × দ্বিতীয় সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

তারপর সেই জগৎপতি পুরুষশ্রেষ্ঠের কাছ থেকে মুক্তিলাভ করে সেই পাখিটি বাক্যের অগোচর আনন্দ লাভ করেছিল ॥ ১ ॥

সেই পাখি ফুলে-ওঠা-পাখা বিশিষ্ট শরীরকে অথবা বিকশিত রোমযুক্ত শরীরকে বহুভাবে কাঁপিয়েছিল, (আর) হাতের নিয়ন্ত্রণের ফলে মধ্যভাগ উঁচুনিচু হয়েছে এমন পক্ষমূল দুটিকে ঠোঁট দিয়ে আঁচড়ে নিয়েছিল ॥ ২ ॥

এই (হাঁসটি) মুক্তির মুহূর্তেই পক্ষমূলের মধ্যভাগে জঙ্ঘা ঊর্ধ্বে তুলে একটি পা দিয়ে তাড়াতাড়ি মাথা চুলকে বাসায় পেঁছে গিয়েছিল ॥ ৩ ॥

সে নিপুণ (হওয়ায়) তীক্ষ্ন ঠোঁটের অগ্রভাগ দিয়ে আঘাত করে, পাখার দুর্গের ফলে ধরা যায় না, (অথচ) কোথাও বর্তমান থেকে তীক্ষ্ন দর্শনে রত, এমন কীটগুলিকে অল্প আঁচড়ে নিবৃত্ত করেছিল ॥ ৪ ॥

সরোবরের পাখিগুলি ক্ষিপ্রভাবে এসে একে পরিবৃত করেছিল, তারপর (নলের) হাত দিয়ে ধরার ফলে এর বিকার উৎপন্ন হলে শঙ্কিত হয়ে উচ্চস্বর তুলে উড়ে গিয়েছিল ॥ ৫ ॥

বহু শৈবালযুক্ত ভূমিবিশিষ্ট সরোবর থেকে বহু শৈবলক্ষণযুক্ত বা বহু কল্যাণ-

লক্ষণযুক্ত নলের ভ্রমরতুল্য রুদ্রাক্ষধারী হাতে যেন রক্তপদ্মভ্রমে সেই পাখিটি আবার গিয়েছিল— ॥ ৬ ॥

বহুক্ষণ লালনের ফলে পাখিটি অত্যধিক বিশ্বাস লাভ করেছিল বুঝি। এই রাজার হাতে এসে সে অত্যন্ত কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল ॥ ৭ ॥

মানসসরোবরপ্রিয় সেই (রাজহংস) কৌতূহলের অমৃততরঙ্গে নিমজ্জনশীল রাজার মনকে কর্ণগহ্বরের[২] কলসীর অবলম্বন দিয়ে (অর্থাৎ শোনবার দিকে আকৃষ্ট করে) বলেছিল ॥ ৮ ॥

ধর্মশাস্ত্রের গভীর তত্ত্বে নিষ্ণাত রাজারাও শিকারের নিন্দা করেন না। কামদেব-তুল্য হে সৌম্য ! আমাকে যে ছেড়ে দিয়েছেন, তা আপনার দয়া-উদ্রেক-জনিত নির্মল ধর্ম (ছাড়া অন্য কিছু নয়) ॥ ৯ ॥

নিজেদের দুর্বল জ্ঞাতিদের খাওয়া যাদের আচার সেই মাছগুলো, নিজেদের বাসা যে-গাছে তাকেও পীড়া দিতে অভ্যস্ত পাখিরা এবং নিরপরাধ তৃণভোজী হরিণরা (বা যে-কোনো পশু)—এদের হত্যা করলে মৃগয়া রাজাদের পক্ষে দোষাবহ হয় না ॥ ১০ ॥

সূর্য যেমন রোদের তাপ দেওয়ার পর বৃষ্টি বর্ষণ করে গাছের (প্রীতিবিধান করে), তেমনি যা অপ্রিয় (কথা) বলেছি, আপনার প্রীতিবিধান করে তা অপনোদন করতে চাই ॥ ১১ ॥

অযাচিতভাবে উপস্থিত হিতকে পরিহার করা আপনারও উচিত নয়। যেহেতু (আপনার) হাতের চেয়েও ছোটো এই ব্যক্তির (অর্থাৎ আমার) অন্তরালে পবিত্র বিধাতার কাছ থেকে এই দান (পাচ্ছেন) ॥ ১২ ॥

আপনি পৃথিবীপতি, আমি পাখি হয়ে (আপনার) উপকার করতে পারব কি ?— এ আমি জানি। তবুও (মুক্তির পর মুক্তির পূর্বকালীন) কষ্টগুলি প্রত্যুপকার করাবার জন্যে আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে না ॥ ১৩ ॥

তাছাড়া, অচিরেই নিজের সাধ্য অনুযায়ী উপকারীর প্রত্যুপকার করা উচিত। তাহলে তা বড়ো হোক বা ছোটো হোক, এ বিষয়ে খুঁটিনাটিতে জ্ঞানীদের আগ্রহ থাকে না ॥ ১৪ ॥

আমার এই কথা যদি বিচারে ভালো না হয়, তাহলেও শুনতে হবে। এ পাখির কথা হলেও শুকপাখির কথার মতো আনন্দ দিতে পারে না কি ? ১৫ ॥

যাঁকে শাসক হিসাবে পেয়ে বিদর্ভভূমি ইন্দ্রশাসিত স্বর্গকেও উপহাস করে, সেই প্রসিদ্ধ রাজা ভীম শত্রুকুলে (নিজের) নাম সার্থক করে জয়লাভ করেন অর্থাৎ বিরাজ করেন ॥ ১৬ ॥

(তিনি) অত্যন্ত প্রসন্ন দমন-নামে সত্যবাক্ তপস্বীর কাছ থেকে বর রূপে একটি কন্যা লাভ করেছিলেন, যাঁকে তিন ভুবনের অনন্যসাধারণ গুণ দেওয়া হয়েছিল, (অথবা তিন কালে ও তিন ভুবনে অনন্যসাধারণ গুণ যাঁর মধ্যে উপস্থিত হয়েছিল) ॥ ১৭ ॥

যেহেতু তিন ভুবনের (সব) সুন্দরীদের সৌন্দর্যের গর্বকে দৈহিক সৌন্দর্যে দমন করে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাই তিনি দময়ন্তী[৩] এই নাম পেয়েছিলেন ॥ ১৮ ॥

গুণের সমুদ্র রাজা থেকে উৎপন্ন হওয়ায় তাঁকে অবশ্যই লক্ষ্মী বলে জানবেন। পৃথক থাকলেও শিবের চূড়ায় বর্তমান চন্দ্রকলাকে কে না চেনে ? ১৯ ॥

সেই বিদুষী মাথায় ধারণ করেন যে কেশদাম তা সর্বোৎকৃষ্ট। এমনকি পশুরও অনাদৃত চমরীপুচ্ছের সঙ্গে কে তার তুলনা করতে চাইবেন ? ২০ ॥

তাঁর আয়ত দুই চক্ষুর সৌন্দর্যে পরাজিত হওয়ার ফলে ভয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া নিজেদের চোখদুটিকে হরিণেরা পায়ের খুর দিয়ে চুলকানোর ছলে সান্ত্বনা দেয় ॥ ২১ ॥

হে রাজন্ ! (ভীমরাজপুত্র) দমের ভগ্নীর (দময়ন্তীর) পিতৃকুল মাতৃকুল বেদ-জ্ঞানী রূপে, চোখ দুটি আকর্ণবিস্তারের ফলে এবং শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ও লোকপ্রসিদ্ধ রমণী-সুলভ গুণগুলি লোকেদের কর্ণগোচর হওয়ার ফলে অত্যন্ত শোভা পাচ্ছে ॥ ২২ ॥

তাঁর কাজলমাখানো চোখদুটি পদ্মকে মলিন করে, হরিণীকে (হীন জেনে) স্পর্শ করে না, খঞ্জনপাখিকে সৌন্দর্যগর্বে নিঃস্ব করে দেয় ॥ ২৩ ॥

এঁর অধর বর্ণনা করতে গিয়ে অধরবিম্ব এই পদটি যথার্থ অন্বয় লাভ করে, কেননা বিম্ব ফল তার থেকে বাস্তবিকই হীন ॥ ২৪ ॥

দময়ন্তীর মুখ নির্মাণের জন্যে বিধাতা সারাংশ তুলে নেওয়ার ফলে দেখা যায় চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যভাগে গহ্বর সৃষ্টি হয়েছে, যা গভীর খনির মধ্যবর্তী আকাশের (মতো) নীলবর্ণ ধারণ করে আছে ॥ ২৫ ॥

বিদর্ভকন্যার মুখের নীরাজনায় অর্থাৎ অশুভনিবারক অনুষ্ঠানে[৩] গোলাকার পাত্র-রূপে চাঁদকে বিধাতা কলঙ্কের গোময়চিহ্ন যুক্ত (ও) আলপনায় পাণ্ডুর বা সাদা করে যথোচিতভাবে আবর্তিত করেন ॥ ২৬ ॥

সুষমার পরীক্ষায় সমস্ত পদ্ম তাঁর মুখের কাছে (পরাজয়ে) ভেঙে পড়েছিল। (তাই) তারা পরাজয়ের চিহ্ন রূপে জল থেকে উঠে আসা আজও স্পষ্টতই ত্যাগ করে নি ॥ ২৭ ॥

তাঁর ভ্রূদুটি বিশ্বজয়ের জন্যে উৎপন্ন রতি ও কামদেবের ধনুক নয় কি ? তাঁর উন্নত নাসিকা-দুটি আপনার উদ্দেশ্যে শর নিক্ষেপে ইচ্ছুক ধনুকের দুটি চাপ নয় কি ? ২৮ ॥

হে বীর ! জলের দুর্গে বর্তমান পদ্মমৃণালকে যাঁর বাহু জয় করে, আর সূর্যসেবী বা মিত্রস্থানীয় জলের সঙ্গে সম্পর্কিত পদ্মরাশির শোভা যিনি বাহুর বিলাসে অথবা কররূপে গ্রহণ করনে, তিনি আপনার অত্যন্ত অনুরূপ ॥ ২৯ ॥

বিধাতা রোমরেখায় বিভক্ত করে সীমানির্দেশ করলেও শৈশব ও যৌবন দুটি বয়স সুনয়না দময়ন্তীতে আপন আপন ব্যাপ্তি ঘটানোর জন্যে ইচ্ছুক হওয়ায় সন্তুষ্ট নয় ॥ ৩০ ॥

তাঁর দেহ লাবণ্যপ্রবাহে অগাধ হওয়ায় সন্তরণরত কাম ও যৌবন উভয়ের জন্যে তাঁর স্তন দুটি সাঁতারের কলস হয়ে থাকে ॥ ৩১ ॥

ঘটে কি তার নিজের নিমিত্তকারণ দণ্ড থেকে উৎপন্ন চাকা ঘোরানোর গুণ থাকে ? কারণ, সে তাঁর উন্নত স্তনে পরিণত হয়ে লাবণ্যপ্রবাহে চক্রভ্রম অর্থাৎ চক্রবাকের ভ্রান্তি উৎপন্ন করে ॥ ৩২ ॥

দময়ন্তীর কেশদামের ফলে (ময়ূরের) পুচ্ছের নিন্দা উৎপন্ন হওয়ায় ময়ূর

কার্তিকেয়ের সেবা করছে, স্তনের শোভায় মাথার কুম্ভাকার মাংসপিণ্ড পরাজিত হওয়ায় ঐরাবতও ইন্দ্রের সেবা করছে ॥ ৩৩ ॥

পিঠের মধ্যভাগ নিচু হওয়ায় বুড়ো আঙুল রাখার জায়গা স্পষ্ট হয়েছে যে কারণে, সেই মুষ্টি দময়ন্তীর উদরে চার আঙুলের মধ্য থেকে নির্গত তিনটি রেখা যুক্ত করেছিল (অর্থাৎ দময়ন্তীর কটিদেশ মুষ্টিগ্রাহ্য) ॥ ৩৪ ॥

কৌতূহলী কেউ মুষ্টিতে দময়ন্তীর উদরের পরিমাপ করেন কি ? যেহেতু (তাঁর) সুবর্ণকাঞ্চীযুক্ত বলিরেখা ঐ ব্যক্তির চারটি আঙুল ধরে রাখার মতো শোভা পায় ॥ ৩৫ ॥

তাঁর বিশাল ও গোলাকার নিতম্বের স্রষ্টা বিধাতা কি সূর্যের রথ নির্মাণ করবার শিল্পশিক্ষা থাকায় মদনের একটি চক্রযুক্ত রথ নির্মাণ করতে চান ? ॥ ৩৬ ॥

বিশাল দুটি উরু দিয়ে সুন্দরী কি কেবল রম্ভাতরুকে জয় করেন ? যাঁর দুটি স্তন কুবেরের পুত্রের তপস্যার ফলস্বরূপ, সেই তরুণী রম্ভাকেও জয় করেন ॥ ৩৭ ॥

বিশাল দুটি পদ্ম সূর্য-উপাসনার দ্বারাই স্থান হিসেবে তাঁর পদতল লাভ করেছিল, ব্রহ্মার (বাহন) হংসমিথুন এসে শব্দবশতঃ তাকে হংসযুক্ত করছে মনে হয় ॥ ৩৮ ॥

পবিত্র সরোবর ও নদীকে আশ্রয় করে চোখ বুজে সারারাত কাটিয়ে পদ্ম দময়ন্তীর চরণ নামক জন্মে পরমা গতি কেন লাভ করবে না ? ॥ ৩৯ ॥

সরোবরে বিহার করার জন্যে আমি অনেক জনপদকে যাত্রার লক্ষ্যস্থল করেছি অর্থাৎ অনেক জনপদে গিয়েছি। (ক্ষীণতাবশতঃ) আছে বা না আছে, এমন সংশয় যাঁর কটিদেশ সম্বন্ধে, তিনি আমার (চোখ দুটির আতিথ্য করেছেন অর্থাৎ) চোখে পড়েছেন ॥ ৪০ ॥

এঁকে স্বর্গের যুবতীদেরও তুলনার ঊর্ধ্বে নিশ্চিতভাবে জেনে আমি চিন্তা করেছি -- বিধাতার মনে এঁর পতিরূপে কে বাস করছেন ? ॥ ৪১ ॥

এই যোগ্য ব্যক্তিকে নির্ধারণ করতে করতে সব যুবকদের মধ্যেই (পূর্বপক্ষতা অর্থাৎ) অযোগ্যতা দূর করতে অসমর্থ হয়ে (আমি) আপনাতে সিদ্ধান্তবুদ্ধি স্থাপন করেছি ॥ ৪২ ॥

আপনার এই সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠায় আমার সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ায় বহু পূর্বে দেখা হলেও সেই শুচিস্মিতা (আমার) স্মৃতিপথে উদিত হয়েছেন ॥ ৪৩ ॥

হে বীর ! দময়ন্তীর (ক্রোধ, হর্ষ, অশ্রু ও ভীতির সমাহার রূপ) শৃঙ্গারচেষ্টা আপনার বিষয়েই শোভা পাওয়া সম্ভব। মণিহারগুচ্ছের সৌন্দর্য তরুণীর স্তনেই শোভা পায় ॥ ৪৪ ॥

তাঁকে ছাড়া আপনার এই রূপ ফলহীন বন্ধ্যা গাছের ফুলের মতো, অথবা মুণ্ডিত মস্তকে রাখা ফুলের মতো ব্যর্থ, এই ঐশ্বর্যপূর্ণ রাজ্য বৃথা। কোকিলের কুহুরবে মুখরিত আপনার এই উদ্যানই বা কী ? ॥ ৪৫ ॥

দেবতারা এঁকে কামনা করেন, (তাই) বর্ষাকালে মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রকান্তির সঙ্গে যোগ যেমন কুমুদের পক্ষে সুলভ নয়, তেমনি এঁর সঙ্গে সম্বন্ধও আপনার পক্ষে সুলভ নয় ॥ ৪৬ ॥

তাই দময়ন্তীর কাছে আমি সেই সেইভাবে আপনার প্রশংসা করব, যাতে তাঁর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত আপনাকে ইন্দ্রও সরাতে না পারেন ॥ ৩৭ ॥

এ-বিষয়ে কেবল আপনার সম্মতি অর্জনের জন্যে এই নিবেদন ধিক্কারযোগ্য,

(কেননা) সজ্জনেরা কাজের মাধ্যমে নিজেদের উপযোগিতা বুঝিয়ে দেন, কথায় নয় ॥ ৪৮ ॥

হাঁসের মুখে উচ্চারিত এই নির্মল বাক্যসুধা পান করে অত্যধিক তৃপ্তিবশতঃ তার জন্যে উদ্গারের মতো শুভ্র মৃদু হাসি তিনি হাসলেন ॥ ৪৯ ॥

নৈষধ হাতের রক্তপদ্মতুল্য অগ্রভাগ দিয়ে পাখিটিকে আদর জানিয়ে তার আনন্দের জন্যে মৃদুভাবে যে-কথাগুলি বললেন, তার উদ্ভবস্থল প্রিয়বাক্যরূপী অমৃতের কূপের তুল্য (তাঁর) কণ্ঠ ॥ ৫০ ॥

তোমার আকৃতি তুলনাস্থলে (অথবা উপমেয় স্থানে) নেই অর্থাৎ অতুলনীয়, তোমার সুশীল ভাব বাক্‌পথে নেই (অর্থাৎ বাক্যে অবর্ণনীয়)। 'রূপে গুণ (থাকে)' এই সামুদ্রিকশাস্ত্ররহস্যের সংগ্রহের উদাহরণ হচ্ছে তুমি ॥ ৫১ ॥

তোমার দেহ কেবল সুবর্ণময় তাই নয়। বাণীও তেমনি সু-বর্ণময় অর্থাৎ শোভন অক্ষরময় নয় কি ? অবলম্বনহীন আকাশপথে কেবল (তোমার) পক্ষপাতিতা অর্থাৎ পক্ষ-বিস্তার, তাই নয় ; উপায়হীন আমাতেও তোমার পক্ষপাতিত্ব অর্থাৎ আনুকূল্য নয় কি ? ॥ ৫২ ॥

(কামজ্বরে) অত্যন্ত সন্তপ্ত অবস্থায় আমি হিমসারযুক্ত বাতাসরূপে তোমাকে লাভ করেছি। ধনীদের মূল্যবান নিধি অন্য অথবা কুবের প্রভৃতির মূল্যবান নিধি অন্য (শঙ্খ, পদ্ম ইত্যাদি), কিন্তু সজ্জনদের কাছে গুণী ব্যক্তির সান্নিধ্যই মূল্যবান নিধি ॥ ৫৩ ॥

তিন ভুবনের সম্মোহনে সমর্থ মহৌষধিরূপে তিনি শতবার আমার শ্রুতিগোচর হয়েছেন। এখন তোমার কথায় তাঁকে যেন নিজের চোখে দেখেছি, মনে হচ্ছে ॥ ৫৪ ॥

বন্ধু ও আপন অন্তঃকরণের সাহায্যে সব কিছু যাঁরা নিঃসন্দেহে দেখেন, (সেই) বিদ্বানদের কাছে অসূক্ষ্মদর্শী ছোটো দুটি চোখ মুখমণ্ডলের অলঙ্কারমাত্র ॥ ৫৫ ॥

হে হংস ! লোকে আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতিথি (অর্থাৎ শ্রুতিগোচর) করে তুলেছে এমন অপরিমিত মধুস্বরূপ তাঁর কথা ধৈর্যহীন আমার কামাগ্নি প্রজ্বলনের ধায্যামন্ত্র হয়েছিল ॥ ৫৬ ॥

হায় ! তাঁর বিরহানলের ইন্ধনভূত হয়ে যমের স্ত্রীস্বরূপ দক্ষিণদিক থেকে প্রবাহিত বাতাসকে আমি মলয়পর্বতের সর্পকুলের বিষফুৎকারে পরিপূর্ণ বলে মনে করি ॥ ৫৭ ॥

হে হংস ! প্রতি মাসে (অমাবস্যায়) চাঁদ যে সূর্যের সঙ্গে মিলিত হয়, তা কি তার চেয়ে বেশি তীব্র ধৈর্যহানিকর কিরণরাজিতে আমাকে দগ্ধ করার জন্যে ? ॥ ৫৮ ॥

কামের শর যদি ফুল হয়, বজ্র নয়, তবে তা বিষলতায় উৎপন্ন, যেহেতু তা আমার হৃদয়কে মোহিত করেছিল এবং অত্যন্ত তাপ দিয়েছিল ॥ ৫৯ ॥

তাই কামশরের পীড়ার অপার সমুদ্রে ডুবে-যেতে-থাকা আমার কাছে, বিধাতা অকস্মাৎ উপস্থিত করেছেন,—এমন জাহাজের মতো অবলম্বন হও ॥ ৬০ ॥

অথবা, তোমাকে প্রবৃত্ত করা আমার পক্ষে পিষ্টপেষণ হবে না কেন ? কারণ, জ্ঞানসমূহের যথার্থতা যেমন স্বতঃসিদ্ধ, তেমনি সজ্জনদের পরার্থপ্রবৃত্তিও স্বতঃসিদ্ধ ॥ ৬১ ॥

ওহে পাখি ! তোমার পথে মঙ্গল বিরাজ করুক, শীঘ্র তোমার সঙ্গে আমার আবার

মিলন হোক। যাও, ইষ্টসাধন করো। যথাকালে আমাকে স্মরণ করবে। ৬২॥

ধীর, প্রিয় ও সত্যবচনে বৃহস্পতিতুল্য সেই রাজা এইভাবে তাকে বিদায় জানিয়ে, কানে-লেগে-থাকা কলহংসের কথাগুলোতে বিস্মিত হয়ে, উদ্যানগৃহে প্রবেশ করলেন॥ ৬৩॥

তারপর ভীমরাজকন্যাকে দেখে সেই দিনটিকেই সফল করার জন্যে পাখিটি পৃথিবীমণ্ডলের অলঙ্কারভূত কুণ্ডিননগরে গেল॥ ৬৪॥

প্রথমেই সেই কলহংস[৩] পথে জলপূর্ণ কলস দেখতে পেল, যা পথিকের কাঙ্ক্ষিত বিষয়-লাভের সূচনা করে॥ ৬৫॥

(পথ) দেখার ইচ্ছায় আকাশে ক্ষণকাল আশ্চর্যান্বিত মন্দগতি অবলম্বন করে সে রাজার বিলাস-উদ্যানে আম্রতরুতে[৩] ফল দেখল॥ ৬৬॥

সেই শ্রেষ্ঠ পাখিটি আকাশের হস্তিশাবকতুল্য মেঘে পরিব্যাপ্ত, প্রচুর ক্ষুদ্রতরুতে পূর্ণ, শাখায় আবৃত চিতাবাঘ ও সর্পে সঙ্কুল পর্বত(ও) দেখল॥ ৬৭॥

সে ক্ষণকাল পক্ষমূল কাঁপিয়ে, উঁচুতে ওঠার ফলে কিছুক্ষণ অদৃশ্য হয়ে, বিস্তৃত পাখায় নিশ্চল হয়ে দর্শকদের ক্ষণিক কৌতুহল সৃষ্টি করে চলে গেল॥ ৬৮॥

লোকদৃষ্টিতে বেগে উপস্থিত দেহশোভার ধারা বা সূক্ষ্ম রশ্মিরেখার ফলে কষ্টিপাথরতুল্য[৪] আকাশে যেন পাখার সোনা ঘষতে ঘষতে সে শোভা পাচ্ছিল॥ ৬৯॥

যার পাখার পথে বেগবশতঃ 'সাঁ' শব্দ ওঠে, সেই (হাঁসকে) হঠাৎ বাজপাখি নেমে আসার আশঙ্কায় নিচের পাখিগুলি (আরও) নামতে নামতে উপরের দিকে এক নজর দেখল॥ ৭০॥

মাটিতে তার ছায়া লক্ষ্য করে তৎক্ষণাৎ আকাশে চারিদিকে দৃষ্টি দিয়েও লোকে তাকে দেখতে পেল না, (কারণ,) সে প্রবল বেগে দ্রুত দৃষ্টিপথ ছাড়িয়ে যাচ্ছিল॥ ৭১॥

পথে কোথাও উঁচু গাছের রমণীয় বনে সে আশ্রয় নেয় নি, বা গতিবেগে শোভা বিস্তার করার সময় বন্ধু পাখিদের কূজনে কূজন করে নি॥ ৭২॥

তারপর পৃথিবীজয়ী ভীমরাজের বাহুবলে রক্ষিত, কৈলাসপর্বতের মতো প্রাসাদে শোভিত সেই সুরম্য নগরী পাখিটির চোখে পড়ল॥ ৭৩॥

সেখানে স্ফটিকমণি দিয়ে তৈরি, চন্দ্রকলার মতো নিষ্কলঙ্ক দেওয়ালের সৌধগুলি পতি ভীমরাজের কাছে সর্বদা (অনুকূল) পৃথিবীর রতিকালীন হাসির মতো শোভা পাচ্ছিল॥ ৭৪॥

সেখানে অন্ধকার দিনের বেলাতেও রাজার ইন্দ্রনীলমণিনির্মিত মহলের দীপ্তির ছলে নিরন্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল ও সূর্যের ভয়ে আশ্রয় লাভ করে বাস করছিল॥ ৭৫॥

সেখানে যাদের জন্যে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান উজ্জ্বল, স্বচ্ছ দীপ্ত মণিতে রচিত সেই বাড়িগুলিতে কেবল পূর্ণিমা তিথিই সব তিথির অতিথি হয়ে মিলিত হয় (অর্থাৎ প্রতিদিনই পূর্ণিমা আসে)॥ ৭৬॥

সেখানে সুন্দরীদের স্নানের ফলে ধুয়ে-যাওয়া কুঙ্কুমে সুরভিত, বা কলুষিত হওয়ায় ক্রুদ্ধা মানিনীর মতো দীঘির মধ্যভাগ সারা রাতেও স্বচ্ছ বা প্রসন্ন হয় না॥৭৭॥

সে (নগরী) রাত্রে কিছুক্ষণ নীরব থেকে যোগসাধনার (উপযোগী) পট্টবস্ত্রের মতো প্রাচীর[৬] অবলম্বন করে মণিনির্মিত সৌধগুলি থেকে উদ্ভূত, নির্মল, অনির্বচনীয়

আভ্যন্তর জ্যোতি প্রত্যক্ষ করে ॥ ৭৮ ॥

তার জল পরিখারূপে পরিব্যাপ্ত থাকায় স্ফুরিত কোনো প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে না, সেই (বিশাল) কোনো এক জলাশয়ের মধ্যভাগে প্রতিবিম্বিত স্বর্গপুরীর মতো সে (নগরী) শোভা পেত ॥ ৭৯ ॥

সেখানে৬ বাড়িগুলির চঞ্চল পতাকাবস্ত্রের চাবুকের আঘাত সূর্যের ঘোড়াগুলির চালনায় রত, আকাশপথের যাত্রী (সূর্যসারথি) অরুণকে বিশ্রাম দিচ্ছিল ॥ ৮০ ॥

(পৃথিবীর) নীচ, মধ্য, উপরকে পূর্ণ করছে যে জগৎগুলি সেই মর্ত্য, পাতাল ও স্বর্গের পৃথক্ পৃথক্ নিজস্ব চিহ্নযুক্ত, উৎকৃষ্ট বাড়িগুলির ফলে সমগ্র নগরীটি অদ্ভুত হয়ে উঠেছিল ॥ ৮১ ॥

যেখানে৬ রাজভবন মেঘের মতো (বা মেঘের জন্যে) নীলকণ্ঠ (অর্থাৎ নীল মধ্যভাগ) ধারণ করায় ও স্বচ্ছ সুধার মতো উজ্জ্বল আকার গ্রহণ করায় (চন্দ্রশেখরকে) চাঁদের মস্তক কেন লাভ করবে না (অর্থাৎ অবশ্যই লাভ করে) ॥ ৮২ ॥

সেখানে নানা আকারের৬ পুতুলগুলির মুখচন্দ্রের কলঙ্কচিহ্ন মৃগগুলিকে অসংখ্য সৌধের মধ্যদেশে নির্মিত সিংহরা খেয়ে ফেলেছে মনে হয় ॥ ৮৩ ॥

প্রসিদ্ধ সত্যবাদী নারদ বলির আবাস পাতালকে স্বর্গেরও উপরে বলেছিলেন। পৃথিবীর ভূষণ সে নগরীর জন্যে (পাতাল) নিচু ও বিপরীত হয়ে পড়েছিল ॥ ৮৪ ॥

সেখানে প্রত্যেক হাটের পথে পথিকদের আকৃষ্ট করছে এমন৬ ছাতুর সুগন্ধের সঙ্গে সঙ্গে গম ভাঙার পাথরের শব্দ উত্থিত হয়ে কলহ করায় মেঘ আজও ঘর্ঘর শব্দ করতে ছাড়ে নাই ॥ ৮৫ ॥

স্বর্ণময় বা স্বর্ণপ্রাচীর সুমেরুপর্বত কোল থেকে চলে আসা স্বর্গরূপ সে মানিনীকে নিবিড় রত্নময় দুটি কপাটের হাত দিয়ে আলিঙ্গন করে অনুনয় করতে করতে বাস করছিল ॥ ৮৬ ॥

সে নগরী জ্বলন্ত সূর্যকান্তমণির প্রাচীর থেকে উৎপন্ন আগুনে পরিবেষ্টিত হওয়ায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়ে বাণাসুরের (শোণিতপুর) নগরীর শ্রেষ্ঠতা (বা নগরীর মতো শ্রেষ্ঠতা) লাভ করেছিল ॥ ৮৭ ॥

সেখানে৬ বহু শঙ্খ ও মণিতে পূর্ণ, কপর্দক (মুদ্রা) গণনায় রত ও কাঁকড়ার মতো চঞ্চল হাতে বিশিষ্ট এবং হিমবালুকা অর্থাৎ কর্পূর থাকায় নির্মল বালুকাযুক্ত সমুদ্রতুল্য বাজার (লোকের কোলাহলে) খুব গর্জন করছিল ॥ ৮৮ ॥

প্রত্যেক চন্দ্রোদয়ে সেখানে বাড়ির সারিগুলিতে অট্টালিকার ছাদে গড়িয়ে পড়া চন্দ্রকান্তমণির ফলে জল বৃদ্ধি হওয়ায় আকাশগঙ্গা পতিব্রতার উপযুক্ত ধর্ম ত্যাগ করে নি ॥ ৮৯ ॥

সেখানে৬ প্রসাধনদ্রব্যের বাজারে বিক্রয়যোগ্য কুঙ্কুমরাশি প্রতি সন্ধ্যায় অস্তমিত সূর্যের স্খলিত নিরাশ্রয় কিরণরাশির মতো শোভা পেত ॥ ৯০ ॥

পুরাকালে বিষ্ণুর উদরে মার্কণ্ডেয় মুনি যেমন যাবতীয় বস্তু (দেখেছিলেন), (তেমনি) সেখানে বিক্রীর জন্যে বাজারে বণিকের ছড়ানো যাবতীয় জাগতিক বস্তু লোকে দেখতে পায় ॥ ৯১ ॥

সেখানে দোকানে৬ কস্তুরীর সঙ্গে সুগন্ধের লোভে স্থির গুঞ্জনরত কালো ভ্রমরকে ওজন করতে করতে বিক্রেতা লোকের কোলাহলে জানতেই পারেনি ॥ ৯২ ॥

সেখানে সারাদিন সূর্যতাপে উষ্ণ সূর্যকান্তমণি-নির্মিত সেতু দিয়ে গেলে শীতের রাতেও শীত লোকেদের পা দুটিকে কষ্ট দিত না ॥ ৯৩ ॥

চন্দ্রকান্তমণি দিয়ে নির্মিত ও চন্দ্রকিরণজাত জলে নৈষধের স্বভাবের মতো শীতল তার পথকে গ্রীষ্মকালে কলিকালের মতো তীব্র রোদও তপ্ত করতে পারে নি ॥ ৯৪ ॥

সে (-নগরী) পরিখাবলয়ের ছলে গোলাকার রেখাযুক্ত হয়ে পতঞ্জলিরচিত মহাভাষ্যের কুণ্ডলিগ্রন্থের মতো দুর্গম ও অন্যের অর্থাৎ শত্রুর আক্রমণের অতীত হয়েছিল ॥ ৯৫ ॥

সেখানে মুখ, হাত, পা ও চোখের পদ্মে ও অন্যান্য অঙ্গের চাঁপাফুলে রচিত ভীমরাজকন্যা স্বয়ং মদনদেবের পূজার জন্যে ফুলের মালায় শোভা লাভ করেছিলেন ॥৯৬॥

জঘন ও স্তনের গুরুভারে (শূন্য-)আকাশপথ অবলম্বন করে বিচরণ করতে অক্ষম একশত অপ্সরা যেখানে নেমে এসে তাঁর সখীরূপে বুঝি বাস করছিলেন ॥ ৯৭ ॥

সে (-নগরী) নির্দিষ্ট সীমায় সমস্ত রঙ্ বা বর্ণকে ধারণ করায় কেন চিত্রবিচিত্র বা আশ্চর্য হবে না (অর্থাৎ অবশ্যই হবে) ? সে (-নগরী) বহু মুখের শব্দ যোগ হওয়াতে কেন নানা স্বরভেদ বা স্বর্গের সঙ্গে অভেদ লাভ করবে না (অর্থাৎ অবশ্যই করবে) ? ॥ ৯৮ ॥

সেখানে মাণিক্যনির্মিত সৌধগুলি সারাদিন সূর্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকায় তৃষ্ণার্ত হয়ে নিজ শোভায়[৬] রক্তবর্ণযুক্ত পতাকা দিয়ে রাত্রে (সুধাকর) চাঁদকে বহুভাবে চেটে নিচ্ছিল ॥ ৯৯ ॥

যেখানে নির্মল পদ্মরাগমণিতে নির্মিত রাজভবন সূর্যকিরণে অভিব্যাপ্ত থাকায় তৃষ্ণার্ত হয়ে আপন শোভায় দীপ্তিময় জিহ্বাতুল্য পতাকা দিয়ে রাত্রে (-সুধাকর) চাঁদকে লেহন করছিল ॥ ১০০ ॥

সেখানে[৬] চিলেকোঠার হলুদ পতাকার সঙ্গে চাঁদের কলঙ্ক মিলিত হয়ে কুণ্ডলিত শেষনাগের উপর শুয়ে-থাকা পীতাম্বর বিষ্ণুর সাদৃশ্য লাভ করেছিল ॥ ১০১ ॥

অবিশ্রান্ত বেদপাঠের জন্যে পবিত্র জিভ থেকে উচ্চারিত প্রচুর স্তুতিবচনে কুণ্ঠাহীন ব্রহ্মার চতুর্মুখের বলে যাঁর নতুন স্বর্গ সৃষ্টির খেলায় বিঘ্ন ঘটেছিল, সেই বিশ্বামিত্রের দ্বারা আগেই অর্ধসমাপ্ত মুক্ত মন্দাকিনী সে-নগরীর প্রাসাদে বস্ত্রের লতাতুল্য পতাকা হয়ে বাতাসের আন্দোলনের সঙ্গে আকাশে খেলা করছিল ॥ ১০২ ॥

তার অতিনির্মল ইন্দ্রনীলনির্মিত ভবনের রশ্মিতে শ্বেতসৌধের লতাতুল্য পতাকা ভ্রমরের শোভাযুক্ত হয়েছিল ও সূর্যের কোলে চঞ্চলভাবে গড়াগড়ি দিয়ে যমুনার শৈশব লাভ করেছিল অর্থাৎ বালযমুনার মতো আচরণ করেছিল ॥ ১০৩ ॥

সে-নগরীর স্ত্রীলোক আপন প্রিয়জনের বিলাসপ্রাসাদের মধ্যে অতিথি হওয়ার জন্যে নিজের বিলাসপ্রাসাদের শিখর থেকে গতিশীল মেঘে আরোহণ করে অনুরাগবশতঃ যেতে যেতে মেঘের গতিবেগের ফলে নিমেষ ফেলতে পারেন নি (এবং) বিমানে আকাশ অতিক্রম করেন এমন সাক্ষাৎ অপ্সরাই হয়ে উঠেছিলেন ॥ ১০৪ ॥

দময়ন্তীর ক্রীড়ার (জন্যে রচিত) পর্বতে মরকতমণির অগ্রভাগ থেকে বিচ্ছুরিত কিরণ ব্রহ্মাণ্ডের আঘাতে বেগের গর্ব হানি হওয়ার লজ্জায় অধোমুখে থেকে আকাশে ঊর্ধ্বগামী কোনো স্বর্গীয় গাভীর মুখে কুশের মতো প্রবেশ করে সে-নগরীর গোগ্রাসদান-ব্রতের পুণ্য বাড়াচ্ছিল ॥ ১০৫ ॥

সেখানে গাছে জলসেচের জন্যে গোলাকার জায়গাগুলি চন্দ্রকান্ত শিলার যোগে চন্দ্রকিরণ যুক্ত হওয়ায় জলের প্রস্রবণে পূর্ণ হয়ে জলসেচ ব্যবস্থার কর্তব্যভার আর রাখে নি—দময়ন্তীর এমন উপবন সেই হাঁসের মন কেড়ে নিয়েছিল ॥ ১০৬ ॥

তারপর সোনার পক্ষযুক্ত (সেই হাঁসটি) সমান সুন্দরী সখীদের মধ্যে নক্ষত্রসভার মধ্যবর্তী চন্দ্রকলার অনুকরণ করতে সমর্থ সেই রাজকন্যাকে শোভা পেতে দেখল ॥ ১০৭ ॥

ভ্রমণের বেগে সোনালি শোভা ছড়িয়ে নিচে নামবার উপযুক্ত কোনো জায়গা অন্বেষণ করতে করতে সেই পাখিটি তাঁর মুখচন্দ্রের সেবার জন্যে নেমে-আসা চাঁদের উপরের শোভামণ্ডল রচনা করছিল ॥ ১০৮ ॥

বনভূমিতে সখীদের সঙ্গে ক্রীড়ারত দময়ন্তীকে দেখে পাখিটির মনে হয়েছিল—'প্রসিদ্ধ শচীদেবী ঘৃতাচী ইত্যাদি সখীদের সঙ্গে উর্ধ্বলোকে নন্দনকাননে এইভাবেই কি আনন্দলাভ করেন না ?' ॥ ১০৯ ॥

শ্রীহীর ও মামল্লদেবী যে জিতেন্দ্রিয় পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, (তিনি) কবিশ্রেষ্ঠদের মুকুটের হীরার অলঙ্কারের তুল্য শ্রীহর্ষ। তাঁর রচিত রমণীয় নৈষধীয় চরিত মহাকাব্যে এই হল স্বভাবতঃ উজ্জ্বল দ্বিতীয় সর্গ ॥ ১১০ ॥

× × × × × × × × × × × × × তৃতীয় সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

তারপর পাখা গুটিয়ে আকাশ থেকে সবেগে নেমে এসে হাঁসটি বসবার জায়গায় ডানা ছড়িয়ে কাঁপাতে কাঁপাতে ভীমরাজকন্যার কাছে মাটিতে পড়ল ॥ ১ ॥

তাঁর চোখ অন্যত্র নিবদ্ধ ছিল। হঠাৎ ডানার আঘাতে মাটিতে যে-শব্দ উঠল, তা তাঁর মনকে সহসা উচ্চকিত করে তুলল ॥ ২ ॥

সংযমী ব্যক্তিদের চিত্ত যেমন অনির্বাচ্যস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে লাভ করে, তেমনি বিদর্ভরাজকন্যার সখীদের চোখ নিজেদের লক্ষ্যবস্তু ছেড়ে এসে অতুলনীয় হাঁসটিতে পড়ল ॥ ৩ ॥

মুনির মনোবৃত্তি যেমন আপন শরীরের মধ্যে নিহিত ও বর্তমান থাকা পরমাত্মাকে সাদরে সাক্ষাৎ করার জন্যে সচেষ্ট ভাবে স্থির হয়, তেমনি নিজের শরীরের কাছে উপস্থিত হয়ে বিচরণ করছে এমন হাঁসটিকে নির্ভয়ে হাত দিয়ে ধরার জন্যে তিনি সযত্নে স্থির হলেন ॥ ৪ ॥

এই হাঁসটি তাঁর আচরণের সেই চালাকি বুঝেও ধৈর্য ধরল, আকাশে উড়ল না। তবে তার উপর পড়তে যাচ্ছে যে-হাতটি, তাকে সে লাফানোর কৌশলে ব্যর্থ করে দিল ॥ ৫ ॥

এইভাবে পাখিটি এর চেষ্টা ব্যর্থ করে দিচ্ছে বুঝে সখীরা তখন পরস্পর হাততালি দিয়ে খুব হাসলেন ॥ ৬ ॥

তিনিও সখীদের নিন্দা করে বললেন—হাততালি দিয়ে তোমরা এখন একে উড়িয়ে দিচ্ছ। যে আমার পিছন পিছন চলে, এখন সে আমার অপকার করছে ॥ ৭ ॥

তারপর সখীদের হাসিতে তাদের উপরে একটু রেগে উঠে সেই যুবতী হাঁসটিকে

হাত দিয়ে ধরতে না পারায় লজ্জিত হয়ে পিছনে পিছনে চলতে থাকলেন, যেমন সূর্যের অভিমুখী কোনো কিছুর কালো ছায়া সূর্যকিরণের সম্বন্ধ না থাকায় অপটু দৃষ্টির লক্ষ্যবস্তু হয়ে পিছনে পিছনে লেগে থাকে ॥ ৮ ॥

'হাঁসের দিকে তোমার যাওয়া উচিত হচ্ছে না'—এই ভাবে তাঁরা তাঁকে ছলনা করে হাসতে থাকলে তিনি বললেন—এই হাঁসটি আমার অশুভসূচক চিহ্ন নয়, আগামী প্রিয়বস্তুর সূচক ॥ ৯ ॥

তিনি ছিলেন হংসগামিনী, তাঁর দাঁতগুলি ছিল সুন্দর। তাঁর বিস্ময় সৃষ্টির জন্যে ঐ হাঁসটিও তাঁর আগে আগে সুন্দর ভাবে চলতে চলতে, যেন তাঁর চলার অনুকরণ করে খুব উপহাস করতে করতে, সামনে শোভা পেতে থাকল ॥ ১০ ॥

প্রত্যেক ভাবী পদক্ষেপে যত তিনি তাকে ধরবার কথা ভেবে হাত দিয়ে নিশ্চিত ভাবে ধরা সম্ভব মনে করছিলেন, তেমনি খেলার ছলে চলতে চলতে সেও সেই তন্বীকে ঠকিয়ে লতাজালের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছিল ॥ ১১ ॥

ক্রোধে তিনি সখীদের আসতে নিষেধ করলেন। পরিশ্রমে তিনি ঘর্মাক্ত ; তখন এঁকে, নিজের ছায়া ছাড়া অন্য সঙ্গী না থাকায় একলা বুঝে, সে কাকাতুয়ার মতো মানুষের ভাষায় বলল ॥ ১২ ॥

অয়ি ! বৃথা কতদূর আসবেন ? কেনই বা পরিশ্রম করছেন ? গহন অরণ্য দেখে আপনার কি ভয় হচ্ছে না ? ॥ ১৩ ॥

আপনি অপথে বৃথা পা ফেলছেন। দেখুন, বায়ুচালিত পল্লবের হাত কাঁপিয়ে, পায়রার 'হুম্' শব্দে এই বন সখীর মতো আপনাকে নিষেধ করছে ॥ ১৪ ॥

আমি আকাশে চলতে পারি, কিন্তু আপনার একমাত্র গতি ভূমিতে। কীভাবে আমাকে ধরবেন ? হায়, কামের সখা এই যে তরুণ বয়স সেও আপনার শিশুভাব দূর করে নি ॥ ১৫ ॥

হাজার পদ্মের আসন যাঁর, তাঁর বাহন হাঁস। আমরা হলাম এই বংশের বাহন হাঁস। আমাদের চাটুবাক্যের অমৃতরস দেবতা ছাড়া অন্যদের কাছে দুর্লভ ॥ ১৬ ॥

স্বর্গের নদীতে যে হেমপদ্ম ফোটে, তার মৃণালের অগ্রভাগ খাওয়ার ফলে আমরা খাদ্যের অনুরূপ শারীরিক রূপের সমৃদ্ধি পেয়ে থাকি। কেননা, কার্য উপাদান কারণের গুণগুলি পায় ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মার আদেশে পৃথিবীতে নলের লীলা সরোবরে বিহার করার জন্যে যে সোনালি হাঁসগুলি এসেছে, আমি তাদের অন্যতম। পৃথিবী-পরিদর্শনে উৎসুক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি ॥ ১৮ ॥

এক সময় বিধাতার বিলাসভ্রমণের সময়ে বয়োবৃদ্ধ হাঁসগুলি পরিশ্রমে কাতর হয়ে পড়লে আমি তাদের কাঁধে নিয়ে বিশ্রাম করতে দিয়েছিলাম। অবিশ্রান্তভাবে বিশ্বভ্রমণ করলেও তখন থেকে আমি ক্লান্ত হই না ॥ ১৯ ॥

স্বর্গীয় পাখি আমাকে বাঁধবার ব্যাপারে ক্ষণজন্মা সেই মানুষটির স্বর্গসুখভাগ্য ছাড়া জালাদি কোনো কিছুই কাজে আসবে না ॥ ২০ ॥

নলের যাগযজ্ঞ ও পুষ্করিণী-খনন ইত্যাদি সৎকাজের ফলে দেবতারা বশীভূত হয়ে এখানেও স্বর্গীয় ভোগসামগ্রী সৃষ্টি করেন। যেমন, ফুল ও ফল উৎপাদনের উপযোগী জলসেচ পেলে অকালেও গাছে কুঁড়ি ধরে ॥ ২১ ॥

সেই রাজার কামক্রীড়ার সময় আমরা সুমেরু পর্বতের শিখর থেকে তাড়াতাড়ি নেমে এসে আমাদের চামর তুল্য পাখা দিয়ে তাঁকে বাতাস করি, যে-পাখায় মন্দাকিনীর জলকণা লেগে থাকে ॥ ২২ ॥

যদি সজ্জনদের বিভাগ চিন্তা করতে হয়, তবে সেই ব্যক্তিকে প্রথম বলতে হবে, যিনি আপন বীরত্বের প্রভাবে বহু জনপদকে আপন পদানত করতে পারেন। (অন্যদিকে :—যদি সাতটি বিভক্তির যথার্থ চিন্তা করতে হয় তবে প্রথমা বিভক্তিই বিচার্য, যা সু, ঔ, জস্ এই তিনটির যোগে বহু সুবন্ত নামপদ সাধন করতে পারে) ॥ ২৩ ॥

সেই রাজা যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন। তাঁর সমস্ত সম্পদ আশ্রিত বেদজ্ঞানীদের হাতে দেওয়া হয়েছে। আশ্চর্য, যজ্ঞের ঘিয়ের মতো রাজ্যকেও তিনি দেবতাদের অথবা জ্ঞানীদের হাতে তুলে দিয়ে প্রথমে উল্লিখিত ঘিয়ের অবশিষ্ট ভাগ ও শেষে উল্লিখিত অখণ্ড রাজ্য ভোগ করছেন ॥ ২৪ ॥

দারিদ্র্য দূর করতে পারে এমন ঐশ্বর্যরাশি দান করায় তিনি প্রার্থী মানুষদের কাছে অব্যর্থ মেঘের ব্রতে ব্রতী, তুষ্ট ইষ্টদেবতা। এই রাজার কাছে কোন্ ব্যক্তি কাঙ্ক্ষিত বস্তু না চাইবেন? ॥ ২৫ ॥

আমাদের কাছ থেকে নলের অতুলনীয় সৌন্দর্যের কথা অমৃতের মতো বহুক্ষণ কানে শুনে প্রসিদ্ধ অপ্সরা রম্ভা তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁকে না পেয়ে তাঁর নামের অক্ষরযুক্ত নলকূবরকে বরণ করেছিলেন ॥ ২৬ ॥

চিত্তবিনোদনের সময়ে তাঁর গানের মাধুর্য নিঃশেষে পান করে এখান থেকে স্বর্গে গিয়েছিলাম। সেখানে ইন্দ্রের গায়ক গাইতে থাকলে আমরা 'হা হা' শব্দে তুচ্ছ করায় সেই গায়কের নামই 'হাহা' হয়ে যায় ॥ ২৭ ॥

পত্নীর সঙ্গে নলের ঔদার্যের কথা শুনতে শুনতে ইন্দ্রের সহস্র নয়ন আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হয়েছিল। সৌভাগ্যবশতঃ শচীর মুহুর্মুহু পুলকিত রোমাঞ্চ তিনি দেখতে পান নি ॥ ২৮ ॥

তাঁর গুণরাজি সবলে মন কেড়ে নেয়। স্বয়ং শিব সে-সবের কথা শুনতে থাকলে শিবের অর্ধাঙ্গিনী অপর্ণাও কণ্ডূয়নের ছলে কখন কানে আঙুল না দেন? ॥ ২৯ ॥

ধর্মাচরণে অত্যন্ত ব্যস্ত থেকে স্বয়ং বিধাতা মৌন থাকার ছলে পত্নী বাগ্‌দেবীকে বা কথাকে বন্ধ করে রাখেন। সেই বেদজ্ঞ জানেনও না যে, সেই চক্রস্বভাব বাণী বা বক্রোক্তি তাঁর কণ্ঠলগ্ন হয়ে রাগরসে তৃপ্ত পায় ॥ ৩০ ।

লক্ষ্মীদেবী পতিব্রতা, তাঁর স্বামী বিষ্ণু সর্বভূতের আত্মা। তাই নলকে আলিঙ্গন করায় তাঁর ব্রতের কোনো হানি হয় নি, স্বামীরও ঈর্ষ্যাঘটিত মানসিক ক্ষোভ লেশমাত্র ঘটে নি ॥ ৩১ ॥

বিধাতার যে নির্লজ্জ হাত পূর্ণিমায় পূর্ণ চাঁদ গড়ে তোলে তাকে ধিক্। তবে যে-হাত তাঁর মুখশ্রী স্মরণ করে অর্ধেক-নির্মিত অবস্থায় চাঁদকে শিবের মাথায় ফেলে রেখেছিল তাকে অভিজ্ঞ বলেও মনে করি ॥ ৩২ ॥

নলের মুখ চাঁদকে হার মানায়—আমাদের মুখে একথা শুনে চাঁদ লজ্জিত হয়ে কখনও সূর্যে (অমাবস্যায়), কখনও সমুদ্রপ্রবাহে (অস্ত যাওয়ার সময়ে), কখনও বা চলমান সজল মেঘের গভীরে (বর্ষায়) লুকিয়ে থাকে ॥ ৩৩ ॥

আমরা বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের ভৃত্য। নলের পদ্মকে হার মানানো মুখের স্তব

করার জন্যে বিষ্ণু আমাদের নির্দেশ দেন ; সেই স্তবে তাঁর নাভিপদ্ম সঙ্কুচিত হওয়ায় বিধাতা তার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলে লজ্জা হারিয়ে বিষ্ণু লক্ষ্মীর সঙ্গে রমণ করেন ॥৩৪॥

এই নলের মুখের ভিতর বত্রিশটি দাঁতের রেখায় গণনা করে বিধাতা বোধ হয় বলেছিলেন—এখানে চৌদ্দ ও আঠারো দুই ভাবেই বিদ্যাগুলি বর্তমান আছে ॥ ৩৫ ॥

সেই রাজার দেহসৌষ্ঠব ও ঐশ্বর্য লক্ষ্য করে আমরা মদনদেব এবং ইন্দ্রকেও ভুলে যাই। তাঁর আশ্রয়ে পৃথিবী ও অন্তরে ক্ষমার যথার্থ অবস্থানের জন্যে আমরা শেষনাগ ও বুদ্ধদেবকে আর মনে রাখি না ॥ ৩৬ ॥

তাঁর অশ্বগুলি পক্ষবিহীন গরুড়, চোখে দেখার যোগ্য বাতাস, অণু-পরিমাণ নয় এমন মন। এরা কোন্ দিক্ অতিক্রম করে নি ? ॥ ৩৭ ॥

শত্রুদের রক্তস্রোতে তাঁর যুদ্ধক্ষেত্রগুলি নদীমাতৃক হয়ে ওঠে, তাই বায়ুভুক্ সাপের মতো বাণগুলোর পক্ষে রাজাদের প্রাণবায়ুর সাহায্যে খাদ্যব্যবস্থা সহজ হয় ॥ ৩৮ ॥

যুদ্ধে আঁচড়-পাওয়া হাত দিয়ে এঁর যে যশ ঘটেছিল, দিক্‌রূপিণী নদীগুলোর পাড় ভেঙে এগোবার জন্যে তার ঝোঁক—এই কারণের স্বভাব থেকেই অর্জিত হয়েছিল ॥ ৩৯ ॥

যদি তিনটি ভুবন গণনার কাজে নিযুক্ত হয়, যদি কখনও এদের আয়ুষ্কাল শেষ না হয় এবং যদি পরার্ধের পরও সংখ্যা থাকা সম্ভব হয়, তবেই তাঁর গুণরাশি নিঃশেষে গণনা করা সম্ভব ॥ ৪০ ॥

সেই রাজার অন্তঃপুরের দরজা পাখিদের জন্যে উন্মুক্ত থাকে। তাই সেখানে থেকে ক্ষীণকটি-বিশিষ্ট আমরা পরমাণুর মতো ক্ষীণ সেই রমণীদের সুন্দরভাবে চলবার বৈশিষ্ট্য ভালোভাবে শেখাই ॥ ৪১ ॥

কাব্যচর্চায় রত থেকে শুক্রাচার্য যার সমাদর করেন, অমৃতধারার কাছেও যা পরাস্ত নয়, রম্ভা ইত্যাদি অপ্সরার সৌভাগ্যের সেই গোপন কথা দিয়ে আমরা তাঁদের মনকে রসের সাগরে অবগাহন করাতে প্রবৃত্ত করি ॥ ৪২ ॥

বণিকের কাছে যেমন বিশ্বাস করে কিছু গচ্ছিত রাখা হয়, তেমনি কোন্ সুন্দরী সেখানে প্রেমের গোপন কথা বিশ্বাস করে আমাকে বলেন না ? কেননা, পাখি কোনও কিছুতেই লজ্জা পায় না, তাই পাখির কাছেও কারও লজ্জার কারণ থাকে না ॥ ৪৩ ॥

ব্রহ্মার চারটি মুখের ব্যাখ্যায় যে-যোগশাস্ত্র পবিত্র হয়েছে, তা শুনে আমার শ্রবণেন্দ্রিয় পরিপূর্ণ রয়েছে। যোগাভ্যাসের ফলে আমার হৃদয়ও পূর্ণ। এই হৃদয়ে যে-কথা ধরে রাখি তা অসত্য হলেও অন্যের কানে পৌঁছয় না ॥ ৪৪ ॥

চাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় কুমুদ যেমন পদ্মের পক্ষে যা দুর্লভ, সেই জ্যোৎস্নার উৎসব উপভোগ করে, হায়, তেমনি যে-স্বর্গীয় সম্ভোগ তোমার পক্ষে দুর্লভ, তা নলের আশ্রয়ে অন্য রমণী লাভ করেন ॥ ৪৫ ॥

তাই, যেমন বসন্ত-ঋতুর যোগ না হলে সহকারশ্রেণী মৌমাছির সৌভাগ্য সহজে পায় না, তেমনি আমাদের প্রিয়বাক্য থেকে যে-সুখের জন্ম, নলের সঙ্গে পরিণীতা না হওয়ায় তা আপনার পক্ষে সহজপ্রাপ্য নয় ॥ ৪৬ ॥

অথবা, তাঁর হাতেই বা আপনি পড়বেন না কেন ? বিধাতার মনে প্রবেশ করে কে দেখছেন ? কারণ, আপনি অবিবাহিত এবং সৌন্দর্য ও স্বভাবের অতিশয্য আপনার মধ্যে বর্তমান ॥ ৪৭ ॥

রাত্রির সঙ্গে চাঁদের, গৌরীর সঙ্গে শিবের এবং লক্ষ্মীর সঙ্গে বিষ্ণুর সম্বন্ধ ঘটান বিধাতা। তাঁর এই স্বেচ্ছাকৃত প্রচেষ্টাও যোগ্যদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ ঘটানোর জন্যেই প্রসিদ্ধ ॥ ৪৮ ॥

আপনার স্ত্রীসুলভ গুণ সমুদ্রপ্রবাহের মতো অসীম। নল ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ হওয়া উচিত নয়। কোমল মল্লিকামালা অত্যন্ত কর্কশ কুশের দড়িতে গাঁথা যায় না ॥ ৪৯ ॥

ব্রহ্মার রথ টানবার সময় আমি তাঁকে নলের ক্রীড়ার যোগ্য হতে পারেন এমন বধূর সৃষ্টির কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাঁর রথের চাকাগুলিতে শব্দ উঠতে থাকলে আমি যেন আপনার নামের বর্ণগুলির ধ্বনিই কানে শুনেছি ॥ ৫০ ॥

অন্য পতির সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ ঘটালে, যে-বিধাতা অভিজ্ঞতার খ্যাতি নিয়ে কাল কাটালেন, লোকনিন্দার সমুদ্র পার হতে তাঁর কেমন নৌকা জুটবে? ॥ ৫১ ॥

হে তন্বী! ওসব কথা থাক্। অপ্রাসঙ্গিক চিন্তায় কাজ নেই। আমি আপনাকে অত্যন্ত কষ্ট দিলাম। সেই অপরাধ ক্ষালন করার জন্যে আমি আপনার কোন্ প্রিয় কাজ করে দেব, বলুন ॥ ৫২ ॥

এই কথা বলে পাখিটি রাজকন্যার মনোভাব বুঝবার জন্যে চুপ করল। কারণ, সজ্জনেরা গভীর হ্রদ ও গভীর হৃদয়ে প্রবেশ করে কাজের সোপান বা প্রস্তাব তোলেন ॥ ৫৩ ॥

যাঁর মুখের কাছে চাঁদ তৃণের মতো তুচ্ছ হয়ে পড়েছে, সেই রাজকন্যা মাথা একটু বাঁকা ভাবে নাড়িয়ে কিছুক্ষণ মনে মনে চিন্তা করে পাখিটির সঙ্গে কথা বললেন ॥ ৫৪ ॥

যেমন বায়ুচালিত হয়ে জলপ্রবাহ তীরবর্তী ব্যক্তির উপদ্রব ঘটায়, তেমনি প্রথম বয়সে চপলতা প্রকাশের যে-আগ্রহের তাড়নায় চঞ্চল হয়ে আমি তোমার মতো উদাসীনের উপর উপদ্রব ঘটিয়েছি, তাকে ধিক্ ॥ ৫৫ ॥

আমি অপরাধী। আমার সামনে বর্তমান থাকায় তোমার মধ্যে আমার অপরাধ প্রতিবিম্বিত হয়েছে। স্বচ্ছ স্বভাবের জন্যে তুমি হয়ে উঠেছ আদর্শ (বা আয়না), যা সজ্জনদের দর্শনীয় ॥ ৫৬ ॥

আমি কুমারী। হে সৌম্য! তুমি আমার অন্যায় আচরণ ক্ষমা করো। কেননা, শ্রীবৎস-চিহ্নধুক্ত মৎস্য-অবতারের মতো তুমি দেবতার অংশ হওয়ায় হাঁস হলেও আমার অভিবাদনযোগ্য ॥ ৫৭ ॥

তোমাকে দেখে আমার দুটি চোখের যে-আনন্দ, তার চেয়েও বেশি কী সুখ তুমি আমার জন্যে বিধান করতে চাও? আপন সুধায় মানুষের দৃষ্টি সিক্ত করা ছাড়া চাঁদ আর কী সৃষ্টি করে? ॥ ৫৮ ॥

যে-আকাঙ্ক্ষা মন কখনও ছাড়ে না, তা কীভাবে মুখে প্রকাশ পাবে? বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন কোন্ মেয়ে চাঁদের হাত ধরবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে? (অথবা, ওহে পাখি! কোন্ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মেয়ে বিয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে?) ॥ ৫৯ ॥

তাঁর এই আঙুরের মতো মিষ্টি কথা শুনে সেই হাঁসটি কোকিলের গানে রুচি হারাল, বীণার ধ্বনিতে তার উপেক্ষাও বাড়ল ॥ ৬০ ॥

লজ্জাবশতঃ অল্প কথায় তিনি কথা শেষ করলেন। তাঁর কথায় কিছুটা সন্দিহান হয়ে হাঁসটি মুখপদ্মে বাণী যোজনা করল (অর্থাৎ কথা বলতে লাগল) ॥ ৬১ ॥

হাত দিয়ে চাঁদ ধরবার ইচ্ছার মতো যাঁকে পাওয়ার জন্যে আপনি আগ্রহের সঙ্গে এইভাবে বললেন, তাঁর বিষয় কি আমি কানে শুনবার অধিকারীও নই, যেমন শূদ্র বেদ শুনবার অধিকারী হয় না ? ॥ ৬২ ॥

তাছাড়া, যিনি আপনার মনের পথে রয়েছেন তাঁর সম্বন্ধে এভাবে বলছেন কেন ? যা মনেরও অগোচর, সেই ব্রহ্মকেও তো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানী লাভ করে থাকেন ॥ ৬৩ ॥

আপনার কটিদেশ ঈশ্বরের অণিমা-নামক ঐশ্বর্যের রূপান্তর (অর্থাৎ ক্ষীণ) ; ব্রহ্মলোকবাসী জীবনের সম্বন্ধে সত্যবাদী হওয়ার কীর্তিকথা জানা থাকলেও আমাকে যদি আপনি মূর্খ পাখি ভাবেন তো তাই হোক ॥ ৬৪ ॥

কথা আমাদের মুখে প্রতিবেশী বেদগুলির মধ্যে বাস করে। তাই সে সহাবস্থানের গুণে আবদ্ধ থাকায় হয়তো লজ্জায় তাদের সত্যপথ থেকে ভ্রষ্ট হয় না ॥ ৬৫ ॥

কোনো বিষয়ে অভিলাষী হয়ে যদি আপনার মন সেই-লঙ্কাপুরীতেও যায়, তবে সমুদ্র যার পালঙ্ক ও চিহ্ন, তাও আপনার হাতের মুঠোয় উপস্থিত বলে জানবেন ॥ ৬৬ ॥

পাখিটি এই কথা বললে ভীমরাজকন্যা লজ্জা ও আনন্দের সঙ্গে বললেন—আমার মন নলকে কামনা করে, আর কারও বিষয়ে সে অভিলাষী নয় ॥ ৬৭ ॥

যদিও তিনি স্পষ্টভাবে কথা বলেন নি, তবুও বালিকাস্বভাবের পাহাড়ে কামদেবরূপ হস্তীকে লজ্জার নদীতে ডুবতে দেখে, হংসশ্রেষ্ঠ পাখিটি তাঁর উদ্দেশ্যে বলল ॥ ৬৮ ॥

‘রাজা পাণিগ্রহণ করুন এই ইচ্ছা’ এবং ‘আমার মন নলকে কামনা করে’—দ্ব্যর্থ শব্দ প্রয়োগ করলেও আপনার শ্লোক দুটির এই অর্থ কি আমি আর সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে বুঝি নি ? ॥ ৬৯ ॥

কিন্তু আপনার মনের অস্থিরতা আশঙ্কা করে সে-বিষয়ে আমি অজ্ঞ হয়ে আছি। কেননা, বালিকার চঞ্চল হৃদয় লক্ষ্যবস্তু হলে প্রেমের শর কিছুটা লক্ষ্যভ্রষ্টও হতে পারে ॥ ৭০ ॥

নিষধরাজ নল পৃথিবীর ইন্দ্র ও চাঁদ। আমার মতো সাধারণ জীব সন্দিগ্ধ বিষয় সম্বন্ধে তাঁকে কীভাবে এইরকম বোঝাব ? । ৭১ ॥

আপনি পিতার নির্দেশে বা নিজের ইচ্ছায় যদি অন্য কোনো যুবককে বরণ করেন, তবে আপনার বিষয়ে প্রার্থনা করলে নিষধরাজ আমার সম্বন্ধে কী ভাববেন ? ॥ ৭২ ॥

হে রাজকুমারী ! এ বিষয়ে মত পরিবর্তনের আশংকা থাকায় আপনিও কি আমাকে এ সম্বন্ধে কিছু করতে নির্দেশ দেবেন ? এ-বিষয় ছাড়া আর যা যা আপনি চান, সবই আমি করব ॥ ৭৩ ॥

তার যে কথাগুলো কানে ঢুকে পড়েছে সেগুলোকে যেন সরিয়ে ফেলে অসম্মতি-সূচক মাথা নেড়ে সেই রাজকন্যা লজ্জাবৃত্তি হারিয়ে আবার বললেন ॥ ৭৪ ॥

আমাকে নল ছাড়া অন্যের হাতে দেওয়ার বিষয়ে তোমার মনের ধারণা যদি বেদ অর্থাৎ প্রমাণ হয়, তবে রাত্রির সম্বন্ধেও চাঁদ ছাড়া অন্য পতির আশঙ্কাকে তার আদি ওঙ্কার মনে করে নিও ॥ ৭৫ ॥

কমলিনীর অন্তরের রক্তিম আভার সঙ্গে সূর্যের সম্বন্ধ নেই—এই চিন্তা না করে

অন্য কেউ আমার পাণিগ্রহণ করবে এমন আশঙ্কা করা তোমার অত্যন্ত দুঃসাহসিক ও আশ্চর্য কল্পনা ॥ ৭৬ ॥

তবে একটা কথা তুমি ঠিক ধরেছ যে, আমি স্বেচ্ছায় অনল—অর্থাৎ নল ছাড়া কাউকে বা আগুনকে—বুঝি অবলম্বন করব। কিন্তু সে-তো তাঁকে না পেলে আত্মহত্যা করার জন্যে, সেই রাজার কাছে তোমাকে মিথ্যাবাদী করার জন্যে নয় ॥ ৭৭ ॥

তাছাড়া যে-তর্ক এ কথা বলে যে, আমি তোমাকে ঠকাব, তা এই ঠকানোর ফল বলতে অপারগ কেন? যে-কথায় ব্যতিক্রমের হেতু আশঙ্কা করা অসম্ভব, তা যদি বেদ অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ না হয় তাহলে বেদ কী হবে? ॥ ৭৮ ॥

পিতা যদি আমাকে নল ছাড়া অন্যের হাতে তুলে দেন, তবে আমার প্রাণহীন শরীর আগুনে ফেলে দেবেন না কেন? তিনি সন্তানের শরীরের প্রভু হলেও, সেই নলই কিন্তু আমার প্রাণনাথ ॥ ৭৯ ॥

তাঁরই দাসীত্ব করার অধিকারেরও বেশি আমি যা চাই, তা ঘটানোর জন্যে তোমার ইচ্ছা যথার্থই বটে।' অমৃতময় হওয়া সত্ত্বেও সূর্য থেকে ভিন্ন বলে চাঁদকে দিয়ে পদ্ম কী করবে? ॥ ৮০ ॥

আমার মন একমাত্র তাঁর সম্বন্ধেই অভিলাষী. এমনকি মহামূল্য চিন্তামণি লাভ করার ইচ্ছেও তার নেই। ধন বলতে আমার সেই কমলতুল্য মুখযুক্ত নলই তিন ভুবনের সেরা নিধি ॥ ৮১ ॥

নলের কথা আমি শুনেছি, ভুলক্রমে সব দিকে তাঁকে দেখেছিও, অনবরত বুদ্ধিপ্রবাহে তাঁকে ধ্যান করেছি পর্যন্ত। আজ আমার তাঁকে পাওয়া বা প্রাণত্যাগ করা এই দুয়ের যে-কোনো একটি তোমার হাতে ॥ ৮২ ॥

প্রতিজ্ঞা-পালনের ফলে এবং আমার প্রাণ-রক্ষার ফলে যে-পুণ্য হবে, তা অর্জন করো। আর্য! বৃথা আশঙ্কা দূর করো। আরে! শুভ বিষয়েও তোমার এত বেশি ঔদাসীন্য কেন? ॥ ৮৩ ॥

হে প্রিয়! হে জ্ঞানী! প্রার্থনা লঙ্ঘন করে কাজ নেই। বিনীত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নানা কথা বলাও উচিত নয়। যে যশের পথ—যেমন কথা তেমনি কাজ—এই পদক্ষেপের ফলে অর্জিত হয়' এবং যা মিথ্যা কথার আনন্দকে দূরে সরিয়ে দেয়, তার থেকে বিচ্যুত হয়ে কাজ নেই ॥ ৮৪ ॥

পীড়িতদের সুখের জন্যে যাঁরা নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেন, তোমার কৃপণ হাতের জন্যে তাঁদের কাছে কি তোমার লজ্জা হচ্ছে না? হাত থেকে তোমার কীর্তিতে উজ্জ্বল ধর্ম খসে পড়ছে, কারণ, তুমি আমাকে আমার প্রাণ দিতে চাইছ না ॥ ৮৫ ॥

তুমি জীবন দিলে আমি নিজের জীবন দিয়েও পরিশোধ করতে পারি, কিন্তু প্রাণের চেয়ে বেশি দিলে কী দিয়ে শোধ করব? তাই আমাকে অসীম দারিদ্র্যের সমুদ্রে ডুবিয়ে দাও, যাতে তোমার ঋণ শোধ করতে না পারি ॥ ৮৬ ॥

আমার জীবনকেই পণ্য হিসেবে কিনে নাও। অন্য বস্তু না থাকে, তোমার পুণ্যলাভ হোক্। আমার প্রাণনাথের দাতা! যদি তোমাকে দেওয়ার কিছু না থাকে, অন্তত তোমার যশ তো ঘোষণা করতে পারব ॥ ৮৭ ॥

এমনকি এক কানাকড়ি উপকার করলেও যাকে স্বপক্ষে পাওয়া যায় এমন কৃতজ্ঞদের ধনী ব্যক্তিরা সমাদর করে না। কিন্তু সজ্জনেরা নিজেদের চতুর বলতে বলতে সেই

ব্যক্তিদেরই প্রাণের বিনিময়ে কিনে নেন ॥ ৮৮ ॥

সেই রাজা একাই আটজন লোকপালক। তাঁর সম্বন্ধে আমার একাগ্র মন দেখে তাঁরা প্রসন্ন হয়েছেন। তাঁকে পাওয়ার ব্যাপারে যে তুমি স্বয়ং এসে আমার মধ্যস্থ হয়েছ, তা অন্যভাবে ঘটতে পারে না ॥ ৮৯ ॥

অসময়ে আমার উপর কামের প্রহারের মূল কারণ হয়ে তুমি কেন নলকে এনে দিয়ে আমার হৃদয়ে চন্দন লেপন করবে না, পাখি? অথবা, বিধাতার সৃষ্টি-করা বেনাঘাসের কাণ্ডহীন শেকড়ের মতো হয়ে লেপনের উশীর রূপে তুমি আমার হৃদয়ে শীতল প্রলেপের কাজ করবে না কেন? ॥ ৯০ ॥

এখন তাড়াতাড়ি করার সময়, তাই বিলম্ব করা ঠিক নয়। যে-কাজে বিলম্ব চলে, সেখানে বিচার বিবেচনা করা যায়। তীক্ষ্ন বুদ্ধি যেমন গুরুর উপদেশের অপেক্ষা রাখে না, তেমনি পীড়া কখনও কালের প্রতীক্ষা করতে পারে না ॥ ৯১ ॥

এখান থেকে গিয়ে তুমি অন্তঃপুরে রাজার কাছে আমার জন্যে প্রার্থনা কোরো না। কারণ, তখন প্রেয়সীদের মুখ দেখে দাক্ষিণ্যবশতঃ অন্য বধূ বরণ করার বিষয়ে নিষেধ ঘটতে পারে ॥ ৯২ ॥

তাছাড়া, অন্তঃপুরের রমণীদের ভোগ করে খুব পরিতৃপ্ত অবস্থায় নৈষধকে একথা বলা ঠিক হবে না। কারণ জলপানে-তৃপ্ত ব্যক্তির কাছে স্বাদু, সুগন্ধ, শীতল জলের ধারাও রুচিকর হয় না ॥ ৯৩ ॥

হে হংসকুলের অলঙ্কার! ক্রোধে নৈষধের মন একটু উষ্ণ থাকলে আমার জন্যে তাঁকে বলবে না। কেননা, পিত্তরোগে জিহ্বা দূষিত থাকলে শর্করাও তেতো হয়ে যায় ॥ ৯৪ ॥

তিনি পৃথিবীর ইন্দ্র। তাঁর মন অন্য কাজে নিযুক্ত থাকলে আমার জন্যে প্রার্থনা করবে না। তখন প্রার্থিত বিষয়ে না-বোঝার নিদ্রা আপনার চিহ্ন হয়ে উঠবে ॥ ৯৫ ॥

সুতরাং সময় বুঝে নিবেদন করবে। একেবারে অসাফল্য ও বিলম্বে সাফল্যের মধ্যে কাজের কোন্ দিকটি বিজ্ঞজনের কাছে ভালো মনে হয়? ॥ ৯৬ ॥

এই কথা বলায় তাঁর লজ্জা যে চলে গিয়েছিল, তা আমাদের অনুচিত মনে হয় হোক্। কিন্তু যে-কামদেব তাঁকে উন্মত্ত করে তা বলিয়েছিলেন, তিনি তাঁর নির্দোষ হওয়ার সাক্ষী আছেন ॥ ৯৭ ॥

ভগবান্ শিব ও কামদেব দুজনেই উন্মত্তকে নিয়ে অসীম আনন্দ পেয়ে থাকেন,—প্রথমজন কামের বিদ্বেষী ধুতুরা ফুলকে নিয়ে, দ্বিতীয়জন, বিরহ-ব্যথায় উন্মত্ত ব্যক্তিকে নিয়ে ॥ ৯৮ ॥

রাজকন্যা সেইভাবে বললে রাজার সম্বন্ধে তাঁর অনুরাগ বুঝতে পেরে সেই পাখিটি হেসে আবার ঠোঁটের মৌনভাব বর্জন করল (অর্থাৎ আবার কথা বলল) ॥ ৯৯ ॥

হে রাজকন্যা! এই যদি সত্যি হয় তবে আর এ-বিষয়ে আমার কিছু করণীয় নেই। আপনাকে ও নলকে অত্যন্ত সন্তাপ দিচ্ছেন যে-কামদেব, তিনিই আপনাদের এই মিলন রচনা করেছেন ॥ ১০০ ॥

তাঁর মন আপনার ধ্যানে নিবদ্ধ থাকায় বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি উপবাসের ব্রত নিয়েছে। তাদের তপস্যায় আপনাকে লাভ করে, অমৃতের তৃপ্তি ভোগ করে, তাদের ইন্দ্রিয়ত্ব

সার্থক হোক ॥ ১০১ ॥

'আমাদের দুজনের মূর্তি একরকম, তার মধ্যে আমারটি একেবারে ভস্মীভূত, কিন্তু এরটি তো তাপও পায় না'—এইভাবে ঈর্ষ্যা করতে করতে বুঝি অতনু কামদেব আপনার বিরহে তাঁর দেহকে সন্তপ্ত করছেন ॥ ১০২ ॥

সেই রাজা ভিত্তিগাত্রে আপনার ছবি এঁকে আগ্রহের সঙ্গে নিষ্পলক চোখে দেখতে দেখতে চোখের জলের ধারায় নিজের চোখে লালিমা ধারণ করছেন। মনে হয়, এই রক্তরাগ অনুরাগ আপনারই দেওয়া ॥ ১০৩ ॥

আদরের সঙ্গে নির্নিমেষ চোখে আপনার ছবি রাজা দেখছেন। তাঁর চোখের অনুরাগ ও নিষ্পলক দৃষ্টির মধ্যে অশ্রুবিষয়ে 'এ আমার জন্যে' এইভাবে বিবাদ চলছে ॥ ১০৪ ॥

হে ভীমরাজকন্যা! প্রাণ যেমন মুখগহ্বর থেকে নাসাপথে বাইরে গেলেও ভিতরের বিষয়, তেমনি আপনি বাইরে থাকলেও কোন্ বিচারে তাঁর প্রাণের মতো অন্তর্গত হন নি? তাঁর মনের একমাত্র অবলম্বন যে আপনি, তা আমাদের আশ্চর্য মনে হয় না ॥ ১০৫ ॥

আপনি তাঁর অজস্র ব্যাপক আকাঙ্ক্ষার সিঁড়িতে উঠেছেন, (অর্থাৎ আপনাকে ঘিরে তাঁর আকাঙ্ক্ষা বহুভাবে পল্লবিত হয়েছে। আর তিনি যে বার বার নিঃশ্বাস ফেলছেন তা তন্ময় অবস্থায় আপনার ধ্যান করার ফলে ঘটছে) ॥ ১০৬ ॥

তাঁর হৃদয় যে গোপনে আপনাকে সম্ভাষণ করে, তাঁর মুখ তা স্পষ্ট প্রকাশ করে দেয়। তাঁর মুখের পক্ষে এই হল স্বাভাবিক। কারণ তাঁর শত্রু কামদেবের বন্ধু চাঁদের সঙ্গে এই মুখের বন্ধুত্ব আছে ॥ ১০৭ ॥

রাত্রে বিছানায় শুয়ে থাকলে যে তাঁর মনকে সুখের মোহে নিমজ্জিত করে এবং আলিঙ্গন করে চোখে চুম্বন দেয় সেই-নিদ্রাও এখন আপনার অভাবে স্ত্রীর মতো হতে পারছে না ॥ ১০৮ ॥

কামদেব বৃথাই তাঁর বাণ তীক্ষ্ণ করে নলের দেহকে এমন দুর্বল করেছেন যে তাঁর কেবল লাবণ্যটুকু অবশিষ্ট আছে। এমন দুর্বল দেহ নিয়েও তিনি কামদেবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা পরিত্যাগ করছেন না ॥ ১০৯ ॥

যাতে আপনাকে পাওয়া যাবে এমন পাপ উপায়কেও যে তিনি ভয় করছেন না, আপনার দাসত্ব করতেও যে লজ্জা পাচ্ছেন না, তাহলে কি কামদেব তীক্ষ্ণ বাণ তীক্ষ্ণতর করে এঁর স্বভাবকেও এতটা ক্ষীণ করে ফেলেছেন? ॥ ১১০ ॥

লজ্জাশীল সেই রাজার দারুণ কামপীড়ার চিকিৎসা করতে যে সিদ্ধ ঔষধবিজ্ঞানীরা ইচ্ছুক হয়েছিলেন, রোগের লক্ষণ ধরতে না পারায় তাঁদের মধ্যে তাঁর বিশেষ লজ্জা সংক্রামক রোগের মতো প্রবেশ করেছে ॥ ১১১ ॥

আপনি রাগ করেছেন এই বুঝে তিনি হঠাৎ ভয় পাচ্ছেন, হঠাৎ যেন আপনার কাছে গিয়ে হাসছেন, যেন আপনি যাচ্ছেন এইভাবে আপনাকে অকারণে অনুসরণ করছেন, যেন আপনি কথা বলেছেন এইভাবে বৃথা উত্তর দিচ্ছেন ॥ ১১২ ॥

আপনার বিরহে দুঃখের ধারা যমুনার মতো অবিচ্ছিন্ন। তাতে মূর্ছার অবস্থা যেন দ্বীপ, মোহ তার পাঁক। হায় হায়, তাতেই হাতির মতো অসহায়ভাবে পড়ে গিয়েছেন এই বীর রাজা ॥ ১১৩ ॥

বাঁদিক ও ডানদিক থেকে পাঠানো কামদেবের দুইগুণ বেশি বাণে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যে-দশাগুলি হয়েছে, তাদের যে সর্বশেষ দশা মৃত্যু, তা যেন আকাশকুসুমের মতো (মিথ্যা) হয় ॥ ১১৪ ॥

কামপীড়ায় সেই রাজার মুখে কখনও হাসি নেই। তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি গুণগ্রাহী। আপনার মনোভাব বুঝে মনে হচ্ছে যে, আমি সফল হয়েছি ॥ ১১৫ ।

হে বিদর্ভরাজকন্যা ! আপনার উদার গুণে নৈষধরাজও যে আকৃষ্ট হয়েছেন, এতে আপনি ধন্য। চন্দ্রিকা যে সমুদ্রকেও সংক্ষুব্ধ করে, এর চাইতে তার আর কী প্রশংসা হবে ? ॥ ১১৬ ॥

রাত্রি যেমন চন্দ্রের জন্যে শোভা পায়, তেমনি আপনি নলকে পেয়ে শোভা পেতে থাকুন। চাঁদ যেমন রাত্রিতে শোভা পায়, তিনি তেমনি আপনাকে পেয়ে শোভা পেতে থাকুন। তাদের যুগলকে বার বার মিলিত করে বিধাতা বোধ হয় আপনাদের দুজনকে মেলাবার ইচ্ছাই ভালোভাবে অভ্যাস করছেন ॥ ১১৭ ॥

হে তন্বী ! প্রভুত কৌশলে নল যে-পত্রাবলীর সুদীর্ঘ চিহ্ন আঁকেন, তাদের রচনা যদি শেষ হতে হয়, তবে তা আপনার বিশাল দুটি স্তনেতেই সম্ভব ॥ ১১৮ ॥

একটিমাত্র চাঁদ আপনার দুটি চোখের তৃপ্তি ঘটাতে কোনোক্রমেই সমর্থ নয়। নলের মুখচন্দ্রের সহায়তা নিয়ে সে আপনার চোখের তৃপ্তিসাধন করুক ॥ ১১৯ ॥

আহা ! নলের তপস্যার কল্পবৃক্ষ আপনার হাতের আঙুলের নখাগ্র থেকে অঙ্কুরের বিচ্ছুরিত শোভা লাভ করেছে। আপনার দুটি ভ্রূ তার প্রথম দুটি পাতা, আপনার অধর তার রক্তিম কিশলয় ॥ ১২০ ॥

আপনার বাহু তার নতুন পল্লব রচনা করছে, আপনার হাসি তার ফুলের কুঁড়ি হয়েছে, আপনার শরীরের কোমলতা তার ফুল, আর আপনার স্তনেই তার ফলের শোভা ॥ ১২১ ॥

আপনাদের পারস্পরিক অনুরাগ দুদিকে সমান করার জন্যে কামদেব রশ্মিসমেত গোল চাঁদকে কাঁসার পাল্লা এবং নিজের বাণকেই তুলাদণ্ড করেছেন ॥ ১২২ ॥

কামকেলির সময়ে সাত্ত্বিক মনোবিকারের ফলে মোমের মতো ঘাম ঝরে। তাঁর পদ্মের মতো হাতে তা নিবিড়ভাবে থাকে। তাই আপনার স্তনে তা পত্ররেখা হয়ে উঠবে। আবার তা যেন তাঁর হাত থেকে উৎপন্ন হয়ে তাতেই মিশে যায়, (অর্থাৎ আপনাদের যেন মিলন হয়) ॥ ১২৩ ॥

ভীমরাজকন্যা ! বন্ধ ইত্যাদি কামশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ নানা রমণের মল্লযুদ্ধে আনন্দিত হয়ে রমণের স্থানে মরুৎগুলি বার বার যে পুষ্পবৃষ্টি করবে তা আপনারা দুই যুবক ও যুবতী গ্রহণ করুন ॥ ১২৪ ॥

যেমন একটি দ্ব্যণুক[২] রচনার জন্যে দুটি পরমাণু প্রথমে প্রবৃত্ত হয়, তেমনি মদন দেবের ভস্মীভূত দেহ আবার সৃষ্টির জন্যে আপনার ও তাঁর বিলাসপ্রাপ্ত মন পরস্পরের মিলনের ফলে এখন শোভাযুক্ত হোক্ ॥ ১২৫ ॥

সেই কামদেব পুষ্পবাণে জয় করা যায় না এমন রাজাকে জয় করার জন্যে দৃঢ় বাঁশের তৈরি, জ্যাযুক্ত ধনুকের চাপ রূপে সদ্‌বংশজাত, গুণসম্পন্ন আপনাকে লাভ করে আনন্দ করছেন। ধনুকের উপযুক্ত বাঁশ পরীক্ষা করলে সিঁদুরের শোভা লেগে

থাকে। এই পরীক্ষা-চিহ্নের মতো আপনার পিঠে গলার হারের লাল সুতোর পেটি লতার মতো কিছুটা ঝুলে আছে ॥ ১২৬ ॥

আপনার মুক্তাহারের মুক্তাগুলিকে শক্তিমান মদনের গুলি, সেই রাজশ্রেষ্ঠকে লক্ষ্যবস্তু এবং নিজেকে মঞ্জরীর মতো রমণীয় ধনুক বলে জানবেন ; সর্বদা বিশেষভাবে লালিত জ্যাতে সেবিত হওয়ায় যাঁর সুন্দর নাভির মধ্যবর্তী গহ্বরে রোমরাশি যাবতীয় বিলাস লাভ করেছে ॥ ১২৭ ॥

যাঁর কাছে পরাজিত হয়ে যে-পুষ্পধনু মদন বিরাগের বশে আপনার কেশরাশিতে শরগুলিকে, কপালে নিজের ধনুককে ও ভগবান্ রুদ্রের তৃতীয় নয়নের সামনে নিজ শরীর নিক্ষেপ করেছিলেন, সেই দেহহীন দেবতা তাঁকে জয় করার জন্যে এখন তপোবন-রূপে আপনাকে অবলম্বন করেছেন। আপনার স্তনের শৈলাবাসে চন্দন প্রভৃতি দিয়ে যে পত্রাবলী রচিত আছে, তা তাঁর পর্ণশালার মতো হয়েছে ॥ ১২৮ ॥

সেই পাখিটি ভীমরাজকন্যাকে এই সব কথা বললে সখীরা বহুক্ষণ তাঁর সন্ধান করতে করতে তাঁকে পেয়ে ঘিরে ধরল। 'তোমার কল্যাণ হোক, আমাকে বিদায় দাও' এই কথা বলে সে সবেগে নিষধরাজের রাজধানীর দিকে চলে গেল ॥ ১২৯ ॥

কামের বাণের মতো ফুলের মধুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে প্রেমিকের দূত, শ্রেষ্ঠ পাখিটির স্নেহপদার্থতুল্য বাণী। এই অপরিমিত, শুদ্ধ, সুগন্ধি বস্তু বার বার অনুরাগের সঙ্গে আস্বাদ করে তিনি তৃপ্তি না পেলেও অন্তরে নিতান্ত তাপ ভোগ করছিলেন এবং অতুলনীয় মূর্ছায় পড়েছিলেন ॥ ১৩০ ॥

তাঁর দৃষ্টি আকাশে বন্ধু হাঁসের অনুসরণ করছিল। তাঁর অশ্রু অচিরেই যাত্রার সীমা হয়ে দাঁড়াল। তাই চোখের পাশে থাকলেও তাকে দূরবর্তী মনে হল, আর দূরে চলে গেলেও হৃদয় থেকে দূরবর্তী হল না ॥ ১৩১ ॥

তারপর দুটি পাখার কম্পনে স্পষ্টভাবে কার্যসিদ্ধি সূচনা করে নিষধরাজকে সব ঘটনা জানাবার জন্যে সে একা প্রস্থান করল। 'মোহগ্রস্ত প্রিয়সখী'! দুর্গম বনে এসে পড়েছ ? তুমি কি রাস্তা ভুল করেছ ? কেঁদো না। এসো, আমরা যাই। এই কথা বলে সখীরা তাঁকে নিয়ে গেল ॥ ১৩২ ॥

যে-সরোবরে রাজাকে সে দেখেছিল, তার তীরবর্তী অশোকতরুর মূলদেশে সে তাঁকে পেল। তার শাখার শীর্ষদেশে ফুলের ঐশ্বর্য মদনদেবের জ্বলন্ত পঞ্চবাণ মনে হচ্ছিল। রাজা কামপীড়ায় চঞ্চল হয়ে নতুন পল্লবের শয্যাকে দেহের তাপে সন্তপ্ত করছিলেন ॥ ১৩৩ ॥

পরাধীনা দময়ন্তী! আমি তোমাকে কিছু বলব না। হে হংস! শিগ্গির এসে বলো তিনি আমাকে কী বললেন।—এইভাবে নল যখন কথা বলছিলেন, তখন সে কাছে এসে সাড়া দিল। ভালো কাজে সজ্জনদের ইচ্ছেটুকু হতেই যা বিলম্ব, তার বেশি নয় ॥ ১৩৪ ॥

হাঁসটি বলা সত্ত্বেও 'কী বলেছেন,' 'কী বলেছেন' এইভাবে জিজ্ঞাসা করে সেই রাজা প্রিয়ার কথা বার বার তাকে বলতে বললেন। যেন আঙুরের মদে উদ্বেল আনন্দে মত্ত হয়ে জানা কথাও একশবার করে সেইভাবে বলে চললেন ॥ ১৩৫ ॥

কবিরাজকুলের মুকুটের অলঙ্কারের হীরার মতো শ্রীহীর ও মামল্লদেবী শ্রীহর্ষ নামে যে জিতেন্দ্রিয় পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁর লেখা নৈষধীয়চরিত-নামে রম্য মহাকাব্যে স্বভাবত উজ্জ্বল তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত হল ॥ ১৩৬ ॥

তারপর নলের গুণকে জ্যা করে, সুগন্ধি ফুলের মতো যশকে ধনুক করে এবং তাঁর নিজের কানে শোনা নলের শোভন মানসিকতাকে শর করে অচিরেই কামদেব দময়ন্তীকে জয় করলেন ॥ ১ ॥

কামজ্বরে তিনি সরোবরের জলের তুল্য প্রিয়তমের কথায় যে ডুবে যেতেন, শিগ্‌গিরই তার বিষম পরিণতি হল। দীর্ঘকাল তা অন্তরকে পীড়া দিয়েছিল ॥ ২ ॥

প্রিয়তমের দূত সেই পাখিটির গতিবেগ থেকেই বুঝি ধৈর্যের বিপরীত অধীরতা শিখেছিলেন। সত্যিই যার কাছে যা থাকে তা তার থেকে উৎপন্ন হয় ॥ ৩ ॥

তাঁর মুখ এতটুকু মৃদু হাসির কথা স্মরণ করলেও অত্যন্ত জড়তাগ্রস্ত হত (অর্থাৎ তিনি মৃদু হাসতেও ভুলে গিয়েছিলেন)। খঞ্জনের মতো তাঁর চোখ চোখের কোণের আঙিনায় এতটুকু ঘুরলেই পঙ্গু হয়ে পড়ত (অর্থাৎ তাঁর চোখ কটাক্ষ করতে ভুলে গিয়েছিল) ॥ ৪ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে কামনা করে তাঁর আশু চিকিৎসার জন্যে তো দুজন স্বর্গীয় চিকিৎসক নিযুক্ত করেছিলেন, তারাই কি কামদেব ও নলরাজ হয়ে রোগ নির্মাণের জন্যে তাঁর অন্তরে প্রবেশ করেছিলেন ? ॥ ৫ ॥

সূর্যকিরণে ম্লান-হয়ে-যাওয়া চাঁদের যেমন অবস্থা হয়, তাঁর পদ্মের মতো কোমল মুখ তেমনি দিনে দিনে কামসন্তাপে বেশি বিহ্বল হতে লাগল ॥ ৬ ॥

কুম্ভকারের[১] প্রচেষ্টায় তৈরি হয়ে ঘট যেমন রোদে শক্ত হওয়ার পর আগুনের সান্নিধ্যে তপ্ত হয়, তেমনি তাঁর তারুণ্যবশতঃ দৃঢ় স্তনকলসদুটি কামের প্রভাবে নলকে না-পাওয়ার সন্তাপ কি লাভ করে নি ? ॥ ৭ ॥

কামের প্রভাবে বিরহতাপে নিমজ্জিত হয়ে তাঁর উরুদুটি তখন যে-অবস্থায় পৌঁছেছিল, মরুভূমির উত্তপ্ত ঊষর মাটিতে ঝলসানো কোনো কদলিবৃক্ষ[১] যদি থাকে; তবে তার সঙ্গেই তা তুলনীয় ॥ ৮ ॥

অনাবৃত সূর্যকিরণ পড়ার ফলে রোদে সরোবর শুকিয়ে গেলে পদ্মকে যেমন দেখায়, কামদেবের শরের আঘাতে সন্তপ্ত হওয়ায় দময়ন্তীর দুটি বাহু তেমনি শোভা পাচ্ছিল ॥ ৯ ॥

কামের অত্যধিক পীড়ায় দময়ন্তীর বুক ফেটে গেলেও হৃদয় যে বাইরে এসে পড়েনি, সেই অপরাধ প্রতিহত করতে তিনি ঘন, সুডৌল দুটি স্তনের ভার বহন করছিলেন ॥ ১০ ॥

পায়ে যদি কাঁটা ফোটে, তবে তা কিছুটা ব্যথা দেয় না কি ? তাঁর কোমল শরীরের মধ্যে হৃদয়ে প্রবিষ্ট সেই রাজা থেকে গিয়েছিলেন ; তাই ব্যথা কেন বাড়বে না ? ॥ ১১ ॥

অন্তরে যে-প্রিয়তম বর্তমান, তাঁকে দেখার ইচ্ছায় তাঁর দুটি চোখ ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল, সম্মুখবর্তী জিনিষ দেখার শক্তিও তাদের ছিল না ॥ ১২ ॥

বিরহে দময়ন্তীর মুখ নত ছিল। চোখের জলের ধারায় তাঁর হৃদয় প্লাবিত হয়েছিল। তাতে প্রতিফলিত হয়ে তাঁর মুখ যেন হৃদয়স্থ নলকে চুম্বন করতে[২] এসে শোভা পাচ্ছিল ॥ ১৩ ॥

সেই মৃগনয়নার মনোভূমিতে বর্তমান মিত্রস্থানীয় কামের আগুনকে বাড়িয়ে তোলার জন্যে বাতাস যে গোপনে মায়া অবলম্বন করে প্রবেশ করেছিল, তা নিঃশ্বাসে বেরিয়ে আসা থেকে অনুমান করা যায় ॥ ১৪ ॥

বিরহজনিত পাণ্ডুরতা, অনুরাগের রক্তিমা, মসীতুল্য মোহের নীল রঙ্ এবং তাঁর নিজের স্বর্ণকান্তি—এই রঙ্গুলো দিয়ে চিত্রশিল্পী হয়ে তাঁর চোখ দশটি দিকে নলের প্রতিকৃতি চিত্রিত করেছিল ॥ ১৫ ॥

তাঁর নিঃশ্বাসবায়ু হৃদয়ের কামজনিত দশার কথা যেন বেশি করে বার বার বলছিল। ঐ হৃদয় তার উপর থাকা বসনে কম্পন জাগাচ্ছিল। সত্যিই, আশ্রয় পীড়াগ্রস্ত হলে কে না ভয় পায় ? ॥ ১৬ ॥

তাঁর সুন্দর দেহে হাত, পা, মুখ ও চোখ নামে পদ্মগুলি দীর্ঘদিন যাবৎ প্রচুর সূর্যকিরণ শোষণ করে পরে তাঁর বিরহপীড়ার দশায় অনবরত সন্তাপের ছলে তা-ই বুঝি বের করে দিচ্ছিল ॥ ১৭ ॥

সখীরা সেই রাজকন্যার চোখের জল দেখে বিচার-বিবেচনার পর নলকে যে তাঁর সন্তাপের কারণ নির্ধারণ করেছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ ঘটে নি, যেমন পর্বত-ভূমিতে ধোঁয়া দেখে ব্যাপ্তিজ্ঞানের বলে তাপের উৎস আগুনকে যে অনুমান করা হয়, তাতে ব্যভিচার-দোষ ঘটে না, তেমনি। নির্ণয়টি আশ্চর্য বটে ॥ ৪৮ ॥

রতিপতি নিষধরাজের জন্যে বিদর্ভরাজকন্যার অন্তরে শরের আঘাত দিয়ে তাঁর অন্তরে বর্তমান থাকার ফলে নিজেরই গভীর ব্যথা সৃষ্টি করেছিলেন এবং নিজের নীতিবিরুদ্ধ কাজের ফলে অত্যন্ত মূর্ছাগ্রস্ত হয়েছিলেন (অথবা বেড়ে উঠেছিলেন) ॥ ১৯ ॥

তিনি যদি চাঁদকে সূর্য ভেবেই থাকেন, তবুও বিরহের ভারে ভেঙে না পড়ার কারণে তাঁর হৃদয় যে সূর্যকান্তমণি রূপে প্রমাণিত হয়েছিল, কিরণপ্রভায় সেই-চাঁদ তাকে দগ্ধ করছিল কেন ? ॥ ২০ ॥

বিরহে নিমগ্নদশায় তাপ উপশমের জন্যে তিনি হৃদয়ে পদ্মফুল রাখছিলেন; তাঁর তুল্য কে আছেন ? প্রিয়তমের পুষ্পধনুকে বুকে জড়িয়ে ধরে অনুমরণের জন্যে রতিদেবীই কি চিতার আগুনে শুয়ে ছিলেন ? ॥ ২৪ ॥

তিনি নিজের অন্তরে বিরহতাপের গূঢ় কারণ যে-আগুন বা নলকে-না-পাওয়া, তা বোঝেন নি (অথবা, তা কি আর বোঝেন নি ?)। কেননা, সে-আগুন জ্বলতে থাকলে তাকে শান্ত করার জন্যে নিজের প্রাণকে তৃণের মতো গণ্য করে তিনি তা ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন ॥ ২২ ॥

মেয়েদের মন যে কোমল, সেই স্বাভাবিক গুণ তাঁর মধ্যেও থাকবে না কেন ? মনসিজ ফুলের শর দিয়েই কাঁপিয়ে তুলে, অথবা কণ্ট দিয়ে সেই কোমলতা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন ॥ ২৩ ।

তিনি ঘরের বাইরে আসতেন না। জ্যোৎস্না তাঁর প্রবল শত্রু হয়ে উঠেছিল। অন্যভাবে ঘরে ঢুকলে তাকে বাধা দেওয়া হবে এই আশঙ্কায় পদ্মের মৃণালের ছদ্মবেশে সে তাঁকে পীড়া দেওয়ার জন্যে খোলা পথে ঘরে ঢুকেছিল। (অর্থাৎ, চন্দ্রকিরণের মতো পদ্মডাঁটাও বিরহতপ্ত দময়ন্তীর পীড়াজনক হয়েছিল) ॥ ২৪ ॥

বৈদর্ভীর মুখ নত থাকায় চোখের জলে বুক ভিজে যাচ্ছিল। তাতে মুখ, দুটি

চোখ ও ঠোঁট দুটি প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল[৫]। মদন যেন সেগুলির সঙ্গে তুলনীয় ফুলের যাবতীয় শরগুলি সেখানে নিক্ষেপ করেছিলেন ॥ ২৫ ॥

বিরহে ভীমরাজকন্যার কপোল পাণ্ডুবর্ণ হয়ে উঠলে তাতে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়েছিল। ফলে শুভ্র জ্যোৎস্না চোখে না পড়ায় চাঁদ অনায়াসে তাঁর মুখে নিজের কলঙ্কচিহ্ন সংক্রামিত করে তাকে নিজের করে ফেলেছিল ॥ ২৬ ॥

বিরহতপ্ত শরীরে চন্দনকণার শুভ্র অলঙ্করণ থাকায় এবং শেষনাগের তুল্য মৃণালের বলয় থাকায় তিনি মদনের উদ্দেশ্যে ভগবান্ শিবের ভয়ানক ভাব[৬] প্রকাশ করছিলেন ॥ ২৭ ॥

বিরহতপ্ত বুকে চন্দনের প্রলেপ দেওয়ায় তা বুদ্বুদের আকারে তারকাপরিবৃত চাঁদের মতো হয়ে হৃদয়ে বর্তমান বন্ধুস্থানীয় কামদেবের কাছে উপস্থিত থেকে শোভা পাচ্ছিল ॥ ২৮ ॥

কামের আগুনে পুড়তে পুড়তে তিনি বহুবার বহু সরস পদ্মফুল কাছে আনতে গিয়ে মাঝপথেই নিঃশ্বাসের মর্মর শব্দ তুলে ফেলে দিচ্ছিলেন ॥ ২৯ ॥

তাঁর বুকে রাখা দুটি পদ্ম তাপে মুকুলিত হয়ে সুডৌল স্তনে ঐশ্বর্যময়ী দময়ন্তীকে বলছিল—আপনার স্তন দুটি এইভাবে প্রিয়তমের হাতের স্পর্শ পাবে, আপনি কষ্ট পাচ্ছেন কেন ? ॥ ৩০ ॥

বিরহে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে তিনি কামাগ্নিতে নিজের শুদ্ধতা[৭] প্রমাণ করে তাঁর হৃদয়ের প্রভু নলকে বুঝি বোঝাচ্ছিলেন—পতিরূপে তোমাকে ছাড়া অন্য কারও কথা আমি মনেও স্থান দিই নি ॥ ৩১ ॥

তাঁর বিরহতপ্ত শরীরে পদ্মফুল রাখলে, হাত মুঠো করার মতো তার পাপড়িগুলো মুকুলিত হয়ে কি তাঁর দারুণ কষ্ট দূর করতে চেষ্টা করছিল, নাকি তাকে জয় করার চেষ্টা করছিল ? ॥ ৩২ ॥

মদনের সাপের মতো শরগুলির আঘাতে বিষের মতো অসহ্য বিয়োগব্যথায় তিনি অবশ হয়ে পড়ছিলেন। সূর্যের তাপে পীড়াগ্রস্ত চন্দ্রকলার মতোই তিনি শোকের সাগরে কাকে নিক্ষেপ করছিলেন না ? ॥ ৩৩ ॥

কামজ্বরে জ্বলতে থাকায় তিনি নিজের বুকে যে মৃণাললতা রাখছিলেন, তাকে পরাজিত করে এমন বাহু-দুটি নিকটবর্তী হওয়ায় বুঝি বা লজ্জাবশতঃ ঐ মৃণাল অত্যন্ত মলিন হয়ে পড়ছিল ॥ ৩৪ ॥

কোকিলের রব শুনে তাঁর বুক কাঁপত। তাতে-রেখে-দেওয়া শেওলা কাঁপতে থাকলে মনে হত সবসময় তাঁর হৃদয়ে বর্তমান কামদেবের পতাকার মাছটি যেন নিজের শরীরকে গাঢ়ভাবে ঘষে শেওলায় আঘাত করছে ॥ ৩৫ ॥

নলের মন মোহবশে তাঁর মুখটিকে চাঁদের মতো সুন্দর বা চন্দ্রকান্তমণি বোঝে নি কি ? তা না হলে, চাঁদ ওঠার পর সেই মুখ থেকে অশ্রুধারা বইত কেন ? ॥ ৩৬ ॥

কামদেবের বাণ যেমন জয়লাভের অস্ত্ররূপে উৎকৃষ্ট, সেই ভীমরাজকন্যাও সেইভাবে উৎকৃষ্ট অস্ত্ররূপে গণ্য হয়েছিলেন। তাই নিজের বাণ যেমন পাঁচটি হয়, তেমনি তাঁরও বুঝি পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন ॥ ৩৭ ॥

উদীয়মান চাঁদকে কামদেবের আগ্নেয়াস্ত্র[৮] বুঝতে পেরে সেই বিরহিণী তার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী জলীয় অস্ত্র হিসেবে তৎক্ষণাৎ অশ্রুপাত করেছিলেন ॥ ৩৮ ॥

বর্ষার নতুন মেঘকে কামদেবের পাঠানো মেঘের অস্ত্র বুঝতে পেরে সেই সুন্দরী তার দিকে তার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ত্ররূপে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছিলেন ॥ ৩৯ ॥

মলয় বাতাসকে কামদেবের পাঠানো বায়বীয় অস্ত্র জানতে পেরে এই সুন্দরী তার দারুণ সন্তাপের ভয়ে মৃণালে হাত ঢেকে তাকে যেন সর্পরূপ অস্ত্র করেছিলেন ॥ ৪০ ॥

কামদেব তাঁর হৃদয়ে বিরহদশা এবং সেই অবস্থার মধ্যেও জীবন—এই দুটি শরকে স্থির করে দিয়েছিলেন। তারপর[৮] বেলফলের মতো দুটি স্তনের আঘাতে তাকে ভালভাবে দৃঢ় করেছিলেন না কি ? ॥ ৪১ ॥

তাঁকে বিশেষ আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করে মদন তাঁর যাবতীয় ফুলের শর ব্যয় করার পর ফলগুলোকেও নিক্ষেপ করে তাঁর বুকে স্পষ্টতই স্তনের আকারে দুটি[৮] তালফল নিক্ষেপ করেছিলেন ॥ ৪২ ॥

তারপর কামজ্বরে পীড়িত অবস্থায় তিনি বার বার বহুভাবে চাঁদের নিন্দা ও রাহুর প্রশংসা করে সেই অশ্রুমুখী সখীকে বললেন, ॥ ৪৩ ॥

মানুষ, দেবতা ও ব্রহ্মা—এঁদের যাঁর যতখানি সময় নিয়ে যুগ পরিমিত হয়, তা যেমন জ্যোতিঃশাস্ত্রে আছে, তেমনি বিরহীদের ও রমণশীল যুবক-যুবতীদের ক্ষণের গণনা নেই কেন ? ॥ ৪৪ ॥

কামসন্তাপে পীড়িত হয়েই সতী[৯] হিমালয়কন্যারূপে জন্ম নিয়েছিলেন, হিমালয়ের মহিমাতে আকৃষ্ট হয়ে নয়। শিবের জ্বলন্ত কপালে সতীবিরহের বিধিলিপিই লেখা আছে, (তৃতীয়) নয়ন নয় ॥ ৪৫ ॥

দাহের কারণে তাপের পীড়া বেশি হয় না, তবে বিরহের কারণে বেশি হবেই। তা যদি না হয়, তবে মেয়েরা মৃত স্বামীর সেবা করতে সানন্দে তৎক্ষণাৎ অগ্নিতে প্রবেশ করেন কেন ? ॥ ৪৬ ॥

সখী, দুর্জন চাঁদকে দেখো। বিরহিণীদের হত্যা করার পাপে যে চন্দ্রকলাগুলো কলঙ্কিত, সেগুলো নিজের মধ্যে ধরে রেখেছে, আর যেগুলো কুমুদফুলের মিত্র বা তার মতো বিশুদ্ধ, সেগুলোকে বের করে দিয়েছে ॥ ৪৭ ॥

সখী, তুমি চাঁদকে সবরকমে জিজ্ঞাসা করো—ওহে মূঢ় ! একান্তভাবে দগ্ধ করার স্বভাব তুমি কোন্ গুরুর কাছে শিখেছ ? শিবের কণ্ঠদেশ যে ম্লান করেছে, সেই কালকূট[১০] থেকে, নাকি সমুদ্রে বড়বানল থেকে ? ॥ ৪৮ ॥

বিরহিণী বধূদের হত্যার পাপে ঘুরতে ঘুরতে এই চাঁদ স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হয় এবং অমাবস্যার রাত্রির কালো পাথরে পড়ে ফেটে গিয়ে অসংখ্য কণার আকারে আকাশকে তারকাখচিত[১১] করে ॥ ৪৯ ॥

সখী, তুমি আমার কথা-অনুসারে চাঁদকে বলে দাও—তুমি কেন এমন কাজ করছ ? ক্ষীরসমুদ্রে জন্মের কথা যদি নাই গণনা কর, শিবের মাথায় থাকবার কথাও কি ভুলে গেলে ? ॥ ৫০ ॥

ওহে কলঙ্কিত চাঁদ ! মন্দরপর্বত সমুদ্রে নামানো হলেও তাতে তুমি চূর্ণ হও নি ? অথবা যে-মুনি সমুদ্র পান করেছিলেন, তাঁর পেটের আগুনে হজম হয়ে যাও নি ? ॥ ৫১ ॥

ওহে মূঢ় ! তুমি কি ভেবেছ, 'ভীমরাজকন্যার প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার পর—তার

মন তোমার দিকে ঝুঁকতে পারে?[১২] বিদ্বান্ মদনদেব কিন্তু এই-বিষয়-সংক্রান্ত বেদবাক্যকে আমার ক্ষেত্রে নলের মুখচন্দ্রের অর্থে বুঝে ফেলেছেন ॥ ৫২ ॥

হরিণ-(চিহ্নে) কলঙ্কিত চাঁদ! এখন যশের নতুন ডুগডুগি বাজাও, সমুদ্রের বংশ উজ্জ্বল করো, স্ত্রীহত্যার বাহাদুরি অর্জন করো, শুধু যন্ত্রণা দেওয়া বন্ধ করো ॥ ৫৩ ॥

নিষ্ঠুর চাঁদ! রাতে সূর্যের অনুপস্থিতিতে তুমি ছদ্মবেশী সূর্য হয়ে আমাকে সন্তাপ দিচ্ছ দাও। কিন্তু আমিও দিনের বেলা সূর্যের হাতে তোমার দর্প চূর্ণ হতে দেখব ॥ ৫৪ ॥

ভয়ঙ্কর শশাঙ্ক! ভূতনাথকে অবলম্বন করে রাত্রে তুমি যে আমার মতো মানুষকে জ্বালা দিচ্ছ, তোমার অমৃতময় স্বরূপের পক্ষে পরের মাথা ঘুরিয়ে-দেওয়া এমন প্রেততুল্য স্বভাব অদ্ভুত বটে ॥ ৫৫ ॥

সখী! কানের অলঙ্করণ হয়ে আছে তমালের যে কচি-পাতা, চাঁদের হরিণের মুখে তাকে দাও। তাতে তাড়াতাড়ি কিছুটা মোটা হয়ে সে ঐ চাঁদকে আচ্ছাদন করুক। তাহলে একটি ক্ষণও প্রাণ পাই ॥ ৫৬ ॥

সখী! অসময়ে নিশ্চয় বুদ্ধি বাড়ে। কেননা, এই অমাবস্যা হাতের মুঠোয় এসেও চলে গেল। যদি আবার আসে, আটকে রাখব, যাতে চাঁদের মুখ আর দেখতে না হয় ॥ ৫৭ ॥

ভাই! আমার পালিত এই চকোরশিশুটি সেই মুনির শিষ্য হবে না, যিনি সমুদ্র পান[১৩] করেছিলেন? সমুদ্র পান করতে অভ্যস্ত হয়ে (চন্দ্রিকা) পান করতে লাগলে চাঁদের আর কত কিরণ থাকবে? ॥ ৫৮ ॥

সখী! তোমার হাতে লোহার একটা ভারি মুগুর নাও, আর আমার আয়নাটা বাইরে নিয়ে যাও। যে-মুহূর্তে চাঁদ তাতে প্রতিবিম্বিত হবে, তৎক্ষণাৎ মনের সুখে ঐ শত্রুকে শিগ্গির মেরে ফেলবে ॥ ৫৯ ॥

বড়বাগ্নির মতো কুটিল চাঁদকে সমুদ্র তার পেটের ভিতরেই ধরে রাখে নি কেন? আর বিষের মতো বাইরে পরিত্যক্ত হলেও কামদেবের শত্রু মহাদেব তাকে গ্রাস করেন নি কেন? ॥ ৬০ ॥

সমুদ্রজাত কালকূট একজন মাত্র দেবতা (অর্থাৎ শিব) খেয়ে ফেলার পর আর উৎপন্ন হয় নি। কিন্তু দেবতারা খেয়ে শেষ করার পরেও চাঁদ নামে সাদা বিষ নিজেই আবার নতুনভাবে উদিত হয় ॥ ৬১ ॥

সমস্ত বিরহীদের মেরে ফেলার নেশায় আসক্ত থাকায় পূর্ণ চাঁদকে পাপী, আর দেবতারা সুধা পান করে ফেলার পরে ক্ষীণ চাঁদকে পাপমুক্ত জেনে রাখবে। জ্যোতিষীরা কেন যে বিপরীত কথা বলেন, জানি না ॥ ৬২ ॥

যে-পক্ষ বিরহীদের সমাদর পেয়েছে, তা জগতে বহুল অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষ হয়েছে। আর, যখন তাঁরা সকলে অপরিমিত সম্মান দিলেন, সে তিথি কেন অমাবস্যা হল? ॥৬৩॥

রাহু কি নিজের শত্রু বিষ্ণুর তীক্ষ্ণ সুদর্শন চক্র ভেবে চাঁদকে গ্রাস করে না? না হলে, মুখে ঢোকার পর দইমাখা ছাতুর মতো আয়ত্ত হলেও তাকে উগরে দেয় কেন? ॥ ৬৪ ॥

মুখের ভিতর নেওয়ার পর রাহু নিশ্চয় নিজের ইচ্ছায় চাঁদকে ছেড়ে দেয় না। সখী! গেলার পর সহজেই সে গলনালীর গর্তের পথ দিয়ে বাইরে চলে আসে ॥ ৬৫ ॥

সরলবুদ্ধিতে পৌরাণিকেরা বলেন, মধুসূদন বিষ্ণু রাহুর মস্তক ছিন্ন করার কারণ। বিরহীদের মস্তক ছিন্ন করার কারণ যে তিনি—এমন কথা তাঁরা বলেন না। যদি রাহুর পেটে আগুন থাকত, তবে চাঁদ টিকত কোথায় ? ॥ ৬৬ ॥

স্বর্গীয় চিকিৎসক-দুজন সৌন্দর্যে মদনদেবের তুল্য। যজ্ঞ[১৪] হরিণের রূপ ধরলে শিব যখন তার মাথা কেটে ফেলেছিলেন, তখন তাঁরা দুজন যেমন তাড়াতাড়ি ঐ ছিন্ন-শির জুড়ে দিয়েছিলেন, তেমনি রাহুকে কে করে দেবে ? ॥ ৬৭ ॥

অথবা, যুদ্ধে মরার ভয়ে খুব লাফালেও নলের হাতে মাথা কাটা পড়েছে যে-শত্রুর, তার মুণ্ডহীন দেহের গলার সঙ্গে রাহুর মাথা তার রক্তের আঠায় শক্তভাবে আটকে জুড়ে যাচ্ছে না কেন ? ॥ ৬৮ ॥

সখী ! জরা নামে নিশাচরীকে জিজ্ঞাসা করো—মগধরাজ জরাসন্ধের[১৫] শরীরের দুটি অর্ধেক জোড়া দেওয়ার মতো সেই মুণ্ডহীন কবন্ধশরীর কেতুর সঙ্গে রাহুর মাথা সেলাই করে দেয় না কেন ? ॥ ৬৯ ॥

সখী ! আমার কথাগুলো রাহুকে বলো—তুমি কি চাঁদ বা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভেবে শত্রুকে ছেড়ে দিয়েছ ? যদি সে এমন হয়, বারুণীর পরে (পশ্চিমদিকে যাওয়ার বা মদ্য পান করার পর) পতিত হয়ে সে কি আবার অন্তরিক্ষ বা স্বর্গে উঠতে পারে ? ॥ ৭০ ॥

রাহু ! সে কি গরুড়ের মতো তোমার গলাও পুড়িয়ে দিচ্ছে যে, ব্রাহ্মণ ভেবে তাকে ছেড়ে দিয়েছ ? আমি নিরপরাধ, অথচ আমার কাছে সে দগ্ধ করার স্বভাব প্রকট করেছে। এ কেমন ব্রাহ্মণত্ব, তুমিই বলো ॥ ৭১ ॥

যমরাজের প্রয়োজনে ষোলো কলার সব কটি দাঁত দিয়ে বিরহিণীদের চিবিয়ে খাওয়ার যন্ত্ররূপে সতর্কভাবে চাঁদকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই জন্যেই দ্বিজরাজ (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ দাঁত) নামে তার প্রসিদ্ধি আছে ॥ ৭২ ॥

শিবের চোখের আগুনে পুড়তে থাকার সময়ে কামদেবের মুখ এই চাঁদকে বিধাতা তুলে সরিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর বিরহীদের প্রাণনাশ করার ফলে বহুবিধ পাপ-বশতঃ শশকের (আকারে) কালিমায় তাকে লেপে দিয়েছিলেন ॥ ৭৩ ॥

এই ভাবে দূরবর্তী চাঁদকে বিভিন্ন কথায় নিন্দা করা অনর্থক বিবেচনা করে বিরহ-জ্বরে অত্যন্ত কাতর অবস্থায় তিনি কামকে নিন্দা করতে লাগলেন, কারণ তিনি হৃদয়ে সব সময় উপস্থিত ছিলেন ॥ ৭৪ ॥

[দ্বিজরাজকে গ্রাস করার পাপে কুষ্ঠরোগে যার শরীর সাদা হয়ে উঠেছে, বিরহিণীদের মুখচন্দ্র গ্রাস করার ইচ্ছায় সেই রাহুই প্রকাশ পাচ্ছে। এটি চাঁদ নয় ॥ ৭৪ক] ॥

মদন ! আমার হৃদয়ে আশ্রয় নিয়েছ এবং তাকেই এইভাবে জ্বালা দিচ্ছ কেন ? ওরে দুর্বুদ্ধি ! মুহূর্তের মধ্যে নিজের ইন্ধনকে পুড়িয়ে ফেলা আগুনের মতো হয়ে তুমি নিজে থাকবে কোথায় ? ॥ ৭৫ ॥

মদন ! শিব তাঁর তৃতীয় নয়নের ব্যর্থতার আশঙ্কায় তোমাকে অদৃশ্য করে দিয়েছেন। কিন্তু তোমাকে চোখে দেখার পর কারও তিনটি চোখ থাকে না, অথবা তোমাকে বিদ্বেষ করলে কেউ ক্রোধহীন থাকে না ॥ ৭৬ ॥

তুমি রতিদেবীর সহচররূপে প্রসিদ্ধ। তুমি আমার হৃদয়ে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তোমার উপর আমার প্রীতি নেই কেন ? অথবা, এখন তোমাদের দুজনের মিল নেই।

কারণ, শোনা যায়, রতি তোমার সঙ্গে অনুমরণে যান নি ॥ ৭৭ ॥

আপন-পর-বিষয়ে অনভিজ্ঞ! (রতিহীন) আমার মতো রতিবিরহ দশায় নিজেকেও সন্তাপ দিচ্ছ কেন? অন্যথা তুমি তাপহীন হলে তোমার সঙ্গবশতঃ আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে কেন? ॥ ৭৮ ॥

ওহে ঘাতক! পতিব্রতারূপে প্রসিদ্ধ হলেও সেই রতি অনুমরণে যান নি কেন? এত অসহায় বধূদের প্রাণহানির পাপে পাপী হওয়ায় তোমাকে কি সেই প্রেয়সীও ত্যাগ করেছেন? ॥ ৭৯ ॥

জিতেন্দ্রিয় বুদ্ধই তোমার মহতী কীর্তির শরীরকে পরাজিত ও বিনষ্ট করেছিলেন। তারপর শিব তোমার অবশিষ্ট পঞ্চভূত নির্মিত শরীরকে যুদ্ধে হরণ করে নিয়েছিলেন ॥ ৮০ ॥

ওহে অশরীরী কাম! ত্রিলোচন শিবকে ফুলশরে আঘাত করে যে-ফল তুমি পেয়েছ, তাতে ফুল নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহও ভয়গ্রস্ত নীতির অভিপ্রেত নয় ॥ ৮১ ॥

অন্যান্য দেবতাদের মতো অমৃত পান করা সত্ত্বেও শিবের হাতে কেন মরণদশায় পেঁছিলে? বলো দেখি, রতিদেবীর অধরসুধা পান করতে বেশি আগ্রহের ফলে উপেক্ষাবশতঃ তুমি কি অমৃত পান করনি? ॥ ৮২ ॥

ওহে প্রেত! ওহে কাম! জগৎকে মোহিত করার পাপে তুমি কি পিশাচের স্বভাব পেয়েছ, যে এখন আমার মতো বিরহপীড়িত মলিন ব্যক্তিদের অভিভূত করে ঘুরে বেড়াচ্ছ? ॥ ৮৩ ॥

হায় কাম! তুমি তো আমাকে মেরেও ফেলছ না! দয়া করে তোমার হাত থেকে ধনুকও তো খসে পড়ছে না! অথবা, তুমি মরে গিয়েছ। মৃত ব্যক্তিই দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টি খোলে না ॥ ৮৪ ॥

ওহে কাম! অন্য দেবতার সেবা করে মানুষ অন্ধত্ব, অপমৃত্যু ও রূপের বিকৃতি রোধ করে। কিন্তু তোমার উপাসনা করলে (মানুষ) সাংঘাতিক অন্ধত্ব, দৈহিক বিনাশ এবং পাণ্ডুবর্ণ লাভ করে ॥ ৮৫ ॥

ওহে কাম! তুমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর। তাই বিধাতা ফুলগুলোকে তোমার অস্ত্র করেছেন। যদি শক্ত ধনুক ও লোহার তীর তোমার জন্যে সৃষ্টি করতেন, তাহলে ত্রিভুবনে প্রলয় ঘটে যেত ॥ ৮৬ ॥

স্মরারি শিবের অস্ত্রে ত্রিপুরাসুর বা তিনটি নগর দহনের মতো তোমার বাণের আগুন যাতে ত্রিভুবন দগ্ধ করতে না পারে, সে-কথা চিন্তা করেই কি বিধাতা তোমার ফুলের শরগুলোর মধ্যে দুশ্চিন্তাবশতঃ মধু সিঞ্চন করেছেন? ॥ ৮৭ ॥

মানুষের মনকে অবয়বশূন্য ও অভেদ্য জেনেই বিধাতা তাকে তোমার লক্ষ্যবস্তু কল্পনা করেছেন। তিনি যদি বজ্রও দিতেন তাহলে, তাও তোমার তীরে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেত ॥ ৮৮ ॥

ওহে কাম! ফুলগুলোকে তোমার তীর করেও বিধাতা পরিতোষ লাভ করেন নি। তাই নিয়ম করে তিনি তোমাকে পাঁচটি মাত্র তীর দিয়েছেন। তবু হায়, সেগুলোতেই জগৎ জর্জরিত হয়ে পড়েছে ॥ ৮৯ ॥

মন্দার ইত্যাদি পাঁচটি স্বর্গীয় তরু কোন দেবতাকে কিছু কিছু ফুল উপহার না দেয়? কিন্তু তুমি হীনস্বভাব বলে তোমাকে একটি একটি দিয়েছে। এতেও তোমার

দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয় নি। তোমাকে ধিক্ ॥ ৯০ ॥

ফুলের ধনুক হলেও অত্যন্ত অনর্থকারী হওয়ায় বিধাতা কি তোমাকে তা দিয়েও কেড়ে নিয়েছেন? কিন্তু তিনি কী করতে পেরেছেন? কেননা, একটার জায়গায় এখন নলের দুটি ভ্রূ ধনুক হয়েছে ॥ ৯১ ॥

একসঙ্গে নন্দনকাননকে সুশোভিত করতে পারে এমন ছয়টি ঋতু অনুগ্রহ করে নিজেদের এক-একটি করে ছয়টি পুষ্প তোমাকে দেয়। আর তুমি তা দিয়ে একটি ধনুক ও পাঁচটি তীর করেছ বুঝি ॥ ৯২ ॥

তুমি যে অশরীরী, তাতে জগতের কল্যাণ। যদি তীরকে স্থির হাতে আকর্ণলম্বিত করে নিক্ষেপ করতে, তবে তোমার সে-ক্ষতি বা আঘাত সহ্য করতে পারে এমন মুনি কোথায় আছেন? ॥ ৯৩ ॥

ওহে কাম! পশুপতি শবের উদ্দেশ্যে যে তীরটি তুমি তুলেছিলে, সেটি নিয়ে তুমি নিমেষে ভস্ম হয়েছ। এখন অশরীরী হওয়ায় তোমার সেই পঞ্চম বাণ নিশ্চয় কুহুস্বর ॥ ৯৪ ॥

ওহে কাম! তোমার পাপগুলো এবং তোমাকে দগ্ধ করার জন্যে ভগবান্ শিবের পরিশ্রম দুইই নিষ্ফল হয়েছে। (পাঠান্তরে—তোমাকে দগ্ধ করার জন্যে ভগবান্ শিবের সেই পরিশ্রমও আমাদের পাপে নিষ্ফল হয়েছে।) দেবতাদের কল্যাণে তুমি নিজের শরীর আহুতি দিয়েছ এবং নিশ্চয় সেই মুহূর্তেই স্বর্গে আবার জন্মলাভ করেছ ॥ ৯৫ ॥

পুষ্পধনুতে গুণ পর্যন্ত নামিয়ে এনে যদি তোমার ঐ হাত দক্ষিণ (অর্থাৎ অস্ত্রনিক্ষেপ) কর্মে নিপুণ হয়, তবে চাঁদ উঠলে পশ্চিম মুখে পিছনফিরে থাকা বিরহীর কাছে প্রসিদ্ধ দক্ষিণ বাতাস দক্ষিণ হয় না (অর্থাৎ বাঁ দিক থেকে আসে ও প্রতিকূল হয়) ॥ ৯৬ ॥

তুমি মদ ও আনন্দে অন্ধ এবং বিরহী ব্যক্তিদের যম। ভগবান্ শিব কেবল তোমাকেই যে জয় করেছিলেন, তারপরই কি তিনি মদনবিজয়ী, অন্ধকাসুরবিজয়ী ও যমের বিজয়ীরূপে প্রশংসিত হচ্ছেন না? ॥ ৯৭ ॥

ওহে মন্মথ! তোমার মতো অপরের অপকার করতে সফল আর কাউকে দেখা যায় নি, শোনাও যায় নি, যে নিজের জ্বলন্ত শরীর দিয়ে তিন ভুবনকে জ্বালাবার জন্যে নিজেকেই পুড়িয়েছে ॥ ৯৮ ॥

ভগবান্ শম্ভু তাঁর চোখের আগুনে তোমাকে আহুতি দিয়ে জগতের শান্তির জন্যে যথার্থ হোমের কাজ করেছেন। কিন্তু হায়! তোমার বন্ধু মধু-বসন্তকে উপেক্ষা করে মধু-দৈত্যকে মেরে ভগবান্ হরি কী কাজ করলেন? ॥ ৯৯ ॥

প্রিয়তমের অধর চুম্বন করতে উৎসুক, দময়ন্তীর সেই মুখটি এইরকম কয়েকটি নিন্দাবাক্য বলার ফলেই শুকিয়ে গেল। যেন অপ্রিয় কথায় জ্বলে ওঠার ফলে মদনের শোষণ-বাণের আঘাত তাতে পড়েছে ॥ ১০০ ॥

তারপর কামশরে হৃদয়ের মর্মস্থলে ভীষণ ভাবে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় তিনি বেশি কথা বলতে পারলেন না; তাই প্রিয়সখীদের সঙ্গে অর্ধেক শ্লোকের উত্তরে[১৬] অর্ধেক শ্লোকে কথা বলতে লাগলেন ॥ ১০১ ॥

সখী—নিষ্ঠুর পুষ্পধনু মদনের হাত থেকে তোমার প্রাণকে বিপৎকালে স্বাভাবিক

ধৈর্যবলে বাঁচাও।

দময়ন্তী—সখী! আজ আমার প্রাণ আমার বিরোধী। শত্রুকে বাঁচাবার জন্যে আমাকে বলছ কেন? ॥ ১০২ ॥

সখী—ভাই তুমি তো কথা রাখতে অভ্যস্ত! ভালো কথা শুনছ না কেন? কষ্ট করে নিজের জীবন রক্ষা করো।

দময়ন্তী—সখী! তুমি আমার এমন হিতৈষী যে আমার জীবন আমার শত্রু হলেও তার হিত চাইছ ॥ ১০৩ ॥

সখী—বিদর্ভরাজকন্যা! এই চাঁদ সুধাকর। তুমি তার কিরণে কেন সন্তপ্ত হচ্ছ?

দময়ন্তী—সখী! চাঁদের জ্যোৎস্না যদি মৃতই হত, তাহলে কোথায় পরিতাপের সুযোগ থাকত? ॥ ১০৪ ॥

সখী—ধৈর্য ধরো। অনর্থক ভয় কোরো না। এই তো শীতল কিরণের চাঁদ উঠছে।

দময়ন্তী—সখী! রোদের তুষের আগুন স্পষ্টতঃ পুড়িয়ে দিচ্ছে। স্পষ্ট অনুভবকে কথা দিয়ে চাপা দিতে চাইছ? ॥ ১০৫ ॥

সখী—ভাই! যদি চাঁদের কিরণের অধীনে এখন না থাক, তোমার হৃদয়ের নামে শপথ করতে পারি।

দময়ন্তী—সখী! কিরণের প্রভাব তো দেখাই যাচ্ছে! আমার চামড়া জ্বলে যাচ্ছে আর প্রাণ ব্যাকুল হচ্ছে ॥ ১০৬ ॥

সখী—ভাই! তাহলে চাঁদের বিরোধী যে-অমাবস্যা অর্থাৎ কুহূতিথি, সেই নামটির প্রচারক কোকিলাকে পছন্দ করছ না কেন?

দময়ন্তী—সখী! অর্থনির্ণয়ে কী লাভ! এই কোকিলা আমার উদ্দেশ্যে অর্থহীন (বা বিপজ্জনক) শব্দ উচ্চারণ করছে ॥ ১০৭ ॥

সখী—ভাই দময়ন্তী! তোমার সেই প্রিয়তম তোমার হৃদয়েই আছেন। তাহলে তুমি বিষণ্ণ কেন?

দময়ন্তী—সখী! হৃদয়েই স্মৃতিমাত্র হয়ে আছেন, আর বাইরে যেহেতু প্রত্যক্ষ নেই, তাই আমার দুঃখ ॥ ১০৮ ॥

সখী—কামজ্বরে তোমার বুকের গহনা যেন তাপে ফুটতে থাকে, তাই আজ তোমার বুকে কোনও অলঙ্কার দিই নি।

দময়ন্তী—সখী! যদি হৃদয় আমার অ-নলঙ্কৃত (অর্থাৎ নলশূন্য) হয়, সেই প্রিয়তম যদি আমার হৃদয় থেকে ব্যবধানে চলে গিয়ে থাকেন, তবে তো আমি মরলাম ॥ ১০৯ ॥

এই বলে তিনি তৎক্ষণাৎ মূর্ছা গেলেন। তাঁর মনে কামাগ্নি বেড়ে উঠছিল। অযৌক্তিক হলেও লেশমাত্র অবলম্বন যাতে হারাতে হয়, তা দুঃখিত অবস্থায় কীভাবে সহ্য হবে? ॥ ১১০ ॥

তখন কোনো সখী তাঁর মুখে জল দিলেন, কেউ তাঁর স্তন দুটিতে পদ্মের পাপড়ি রাখলেন, কেউ তাঁর বুকে পাখার বাতাস করলেন, কেউ বা সেই সুন্দরীর শরীরে চন্দন লেপে দিলেন ॥ ১১১ ॥

সেই সখীরা মৃদু ও শীতল বস্তু যেমন পদ্ম, মৃণাল, জল ইত্যাদি দিয়ে ক্রমশ বহুক্ষণ এমন ভাবে তাঁর সেবা করলেন, যাতে তিনি তাড়াতাড়ি চেতনা ফিরে

পেলেন ॥ ১১২ ॥

তারপর এই ভাবে কথা শোনা গেল - ভাই কলা ! দেখ্, ভালভাবে শ্বাস নিচ্ছেন। চলা ! লক্ষ্য কর্, এঁর চোখের পাতা চলছে। মেনকা ! অনুমান কর্, এঁর ঠোঁট কাঁপছে। কল্পলতা ! শোন্, কী যেন বলছেন। চারুমতী ! স্তনদুটো ঢেকে দে। কেশিনী ! বিস্রস্ত চুল বেঁধে দে। তরঙ্গিণী ! চোখের জলের ধারা মুছে দে ॥ ১১৩—১১৪ ॥

তখন সখীদের মুখের তাড়াতাড়ি কথার ফলে যে কোলাহল উঠল তা শুনতে পেয়ে সেই বিদর্ভরাজ্যের রাজা তৎক্ষণাৎ কন্যার অন্তঃপুরে এসে পেঁছিলেন ॥ ১১৫ ॥

যাঁদের দপ্তরের অধীনে থাকায় কন্যার অন্তঃপুর অসুবিধায় পড়তে পারে এমন কোনো দোষ থাকে না, সেই মন্ত্রিপ্রবর ও রাজকীয় চিকিৎসক একই কথা বললেন—মহারাজ ! শুনুন। ভালোভাবে শোনা কথা ও চরের কথায় সব জেনেছি। নলের সঙ্গে মিলন ছাড়া এঁর কষ্টের উপশম করতে পারে এমন কোনো উপায় নেই, (চিকিৎসকের কথায়—সুশ্রুত ও চরকের শাস্ত্রবলে সব জেনেছি। এঁর কষ্টের লাঘব করতে পারে, বেদাভ্যাস ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই) ॥ ১১৬ ॥

তাঁরা দুজন একইসঙ্গে একই আকারে বললেও তা পরস্পর বিরোধী হয়েছিল। কিন্তু কন্যার নানা অনিষ্ট আশঙ্কায় ব্যাকুল থাকায় সেই রাজা কানদুটিতে কিছুই শুনতে পান নি ॥ ১১৭ ॥

তাড়াতাড়ি বিরহচিহ্ন সরিয়ে মেয়ে প্রণাম করলেও রাজা তাঁকে কামজ্বরে কাতর বুঝতে পারলেন। কারণ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাড়াতাড়ি অন্যের মনোভাব বুঝে নেন ॥ ১১৮ ॥

তারপর পিতা নতমুখী কন্যার মাথাটি বারবার তুলে দিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন –কয়েকদিনের মধ্যে তুমি স্বয়ংবরে মনের মতো গুণী প্রিয়তমকে লাভ করো ॥ ১১৯ ॥

তারপর তিনি মেয়ের সখীদের বললেন—শীতকালে চলে গেলে বসন্তে এমন মেয়েদের শরীরে ফুলও শরের মতো মনে হয়। তাই এর প্রয়োজনীয় উপচারের ব্যবস্থা করো ॥ ১২০ ॥

কয়েকদিনের মধ্যে তোমাদের সখী নিজের ইচ্ছেমতো স্বামীকে বরণ করবেন। তোমাদের মতো সঙ্গীদের কথায় ইনি যেন দুর্বলতা পরিহার করে যথাযোগ্য সৌন্দর্য ও আনন্দ পেতে পারেন ॥ ১২১ ॥

এইভাবে কথা বলায় রাজা কন্যাকে যে তাঁর লজ্জার কারণ জিজ্ঞাসা করেন নি, পাণ্ডুবর্ণ, তাপ ইত্যাদির ফলে শরীরে যে কামঘটিত মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়েছিল এবং আশীর্বাদের ছলে রাজা যে তাঁকে উপযুক্ত সান্ত্বনা দিলেন, তা বুঝে সখীদের মন আনন্দ ও লজ্জার সমুদ্রে পরিণত হল ॥ ১২২ ॥

কবিরাজকুলের মুকুটের অলঙ্কারের হীরার তুল্য শ্রীহীর ও মামল্লদেবী শ্রীহর্ষ নামে যে জিতেন্দ্রিয় পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁর রচিত 'স্থৈর্যবিচারণ' নামক প্রকরণগ্রন্থের সমতুল্য এই নলচরিত্রমূলক মহাকাব্যে স্বভাবসুন্দর চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত হল ॥ ১২৩ ॥

তারপর সেই রাজা যখন স্বয়ংবর-উৎসবে রাজাদের আসার অপেক্ষা করছিলেন, সেই সময়ের মধ্যেই নারদ ঋষি ইন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছে নিয়ে স্বর্গলোকে উপস্থিত হলেন ॥ ১ ॥

পর্বত-নামে ঋষি বা পাহাড় যে তাঁর অনুগমন করলেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ, পর্বত তাঁর সপক্ষ। কিন্তু জগতের গুরু নারদ যে ঊর্ধ্বলোকে গেলেন তা বিস্ময়কর ॥ ২ ॥

বিমান ছাড়াই পথে যেতে যেতে সেই মুনি আকাশে প্রবেশ করলেন। অন্য লোকেদের কাজে নির্দিষ্ট উপায় থাকে। কিন্তু যোগীরা তপস্যার বলেই যাবতীয় কাজ করে থাকেন ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রভবনের গর্বও খর্ব করতে পারে, এমন সব দেবভবন বা বিমান এই মুনি ছেড়ে চলে গেলেন। সেগুলোর মালিকেরা তাঁর পায়ে নত হয়ে তাঁকে অতিথি হওয়ার আহ্বান জানালেও তিনি তা মানলেন না ॥ ৪ ॥

পাছে তাঁর তাপ লাগে, এইজন্যে সূর্য তার রশ্মি ততটুকু সংযত করল, যতটুকু করলে দিনে চাঁদের দশার মতো সেই মুনির তেজে নিজেকে তৎক্ষণাৎ তাপগ্রস্ত হতে হয় না ॥ ৫ ॥

সূর্য কিরণের প্রভাবে চাঁদকে যে-সন্তাপ দিয়েছিল, তার প্রতিফলরূপে তখন সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আপন হাতে সূর্যকে পরাস্ত করলেন। হায় এ জগতে কে না নিজ কর্মের ফল ভোগ করে ॥ ? ॥ ৬ ॥

তারপর স্বর্নদী মন্দাকিনী অতিথি সৎকারের জন্যে নদীতীরে উৎপন্ন কুশের আসন, পা ধোওয়ার জল, জলাভূমিতে উৎপন্ন দূর্বালতার অর্ঘ্য ও পদ্মমধুর মধুপর্ক তাঁকে নিবেদন করল ॥ ৭ ॥

যোগী যেমন অনাদি সংসারসমুদ্র পেরিয়ে পরমানন্দ-স্বরূপ রমণীয় ব্রহ্মকে পান, তিনিও তেমনি অসীম আকাশের মধ্যদেশ পেরিয়ে স্বর্গরাজের বাসভবনে পেঁছালেন ॥ ৮ ॥

ইন্দ্র সেই অতিথির সমুচিত অভ্যর্থনারও বেশি অভ্যর্থনা দিয়ে সুচারুভাবে সৎকার করলেন। সাধু ব্যক্তির উপযুক্ত অভ্যর্থনা তো তেমনটি না-করার সম্ভাব্য দোষকে প্রতিহত করে, কোনো গুণ প্রমাণ করে না ॥ ৯ ॥

পর্বতদের শত্রু হলেও ইন্দ্র তখন পর্বতের নামে প্রসিদ্ধ ও তুলনীয় পর্বতমুনিকে তাড়াতাড়ি সমাদর জানালেন। পর্বত নামে পরিচিত হলেও তিনি ব্রাহ্মণ এবং দেবরাজের কাছে উপস্থিত। তিনি ইন্দ্রের অভ্যর্থনা পাবেন না কেন ? ॥ ১০ ॥

মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ ইন্দ্রের হাত থেকে প্রসারিত অভ্যর্থনা লাভ করে কল্পবৃক্ষগুলির বদান্যতাও বুঝতে পারলেন। তাঁর হাতের সঙ্গে স্বর্গে সহাবস্থানের ফলে তারা দানশীলতায় (বা দানপারমিতা নামক গ্রন্থে) সুশিক্ষিত ছিল ॥ ১১ ॥

অন্য লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা থামিয়ে দিয়ে ইন্দ্র নারদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। দুই বন্ধুর মিলন প্রায়শই দুজনের অজস্র কথার খনি হয়ে দাঁড়ায় ॥ ১২ ॥

কথা বলার আগ্রহে কথোপকথন অনেক দূরে গড়িয়ে যাওয়ার পর ইন্দ্র বহুদিন

রাজাদের স্বর্গপ্রাপ্তি না হওয়ার কারণ সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ॥ ১৩ ॥

বাঁশের কোঁড়ার মতো রাজবংশগুলি কি আগের মতো এখন আর বীরের জন্ম দিচ্ছে না, যাঁরা শত্রুদের অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পরিণামে ভূপাতিত হয় ? ॥ ১৪ ॥

ভারি হওয়ায় দূরে ঊর্ধ্বলোকে যাওয়ার অনুপযোগী আপন আপন পার্থিব শরীরকে যুদ্ধক্ষেত্রে ছেড়ে দিয়ে বীরেরা আমার আতিথ্যের গৌরবে সমৃদ্ধ হন ॥ ১৫ ॥

প্রভু ! আমি যেন অভিশাপগ্রস্ত, এইভাবে সেই অতিথিরা আজ যে আমার কাছে আসছেন না, তাতে এই ঐশ্বর্য আমার ভালো লাগছে না। কারণ, কেবল নিজের উদরপূর্তির কাজে লাগার ফলে তা কদর্য হয়ে উঠেছে ॥ ১৬ ॥

প্রাক্তন পুণ্যের আশ্চর্য ব্যয় করে যে-সম্পদ পেয়েছি, বিচার করলে তা বিপদস্বরূপ। সৎপাত্রের করকমলে তাদের অর্পণকে সে-বিষয়ে শান্তিকর্ম হিসেবে শাস্ত্রে বিধান করা হয়েছে ॥ ১৭ ॥

তাই ঋগ্বেদের অঘমর্ষণ[১] ঋক্ যেমন পাপ দূর করে বেদের সার গণ্য হয়, তেমনি বর্তমান বিষয়ে আমার সন্দেহজনক প্রচুর পাপ মুছে দিয়ে আপনার কথাগুলি আমার কানের সুধা ও পাপমোচনের ঋক্-মন্ত্র হয়ে উঠুক ॥ ১৮ ॥

এই কথা বলে, একাগ্রতার আতিশয্যে বিনয়ের ঐশ্বর্য বাড়িয়ে তুলে ইন্দ্র সেই-মুনির মুখে এক হাজার পলকহীন চোখ রেখে স্থির থাকলেন ॥ ১৯ ॥

ইন্দ্রের পদে থাকা সত্ত্বেও তাঁর বিনয়ের ঐশ্বর্য দেখে নারদ বিস্মিত হলেন ও মৃদু হেসে সানন্দে গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগলেন ॥ ২০ ॥

শত অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য যে আপনি চেয়েছিলেন, তারই ফল আপনার ঐশ্বর্য। তাতে যদি অবহেলা দেখানো যায় তো যজ্ঞের পরিশ্রম জেনেও আপনার পক্ষেই তা সম্ভব। কিন্তু ক্লেশলব্ধ বস্তু বেশি আদরের হয় ॥ ২১ ॥

আপনার যে-সম্পদ বিনয়ের লোপ ঘটায় নি, তা বর্ণনার অতীত। এ বিষয়ে প্রমাণরূপে অনুভবের কথা যদি কেউ সাক্ষাৎ না বলেন, তবে কে বিশ্বাস করবেন ? ॥ ২২ ॥

'নিজের ভোগের জন্যে ব্যবহার করা হিতকর নয়, তাই সমস্ত সম্পদ অতিথিদের দিয়ে দেব'—এইভাবে দেখতে থাকায় বাইরের মতো আপনার অন্তরেও এই এক অসাধারণ দর্শন কল্পনা করা যায় ॥ ২৩ ॥

হে বলীয়ান্ ! আপনার স্বভাবরমণীয় ভাবপ্রকাশে আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি। কী আনন্দ ! আপনি অনন্তকাল যথার্থভাবে স্বর্গ শাসন করতে থাকুন। আপনার যথার্থ জয় হোক্ ॥ ২৪ ॥

যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত শরীর থেকে রক্তক্ষরণের ফলে নিজেদের যাবতীয় পাপ ধুয়ে ফেলে লঘুভার হয়ে রাজারা যে এখানে আসছেন না, তার কারণ, পৃথিবীতে যুবকদের আনন্দের অন্য কারণ ঘটেছে। সেই খবর শুনুন ॥ ২৫ ॥

সেখানে ভীমরাজকন্যা কুমারী দময়ন্তী জগতের অসামান্য অমূল্য রত্নভূষণ হয়ে বিরাজ করছেন। তিনি কামদেবের অব্যর্থ অস্ত্র ॥ ২৬ ॥

ইদানীং যৌবনবেগে তিনি প্রতিমুহূর্তে এক অপূর্ব সুন্দরী হয়ে উঠে বিশেষ এক যুবকের সম্বন্ধে অনুরাগ পোষণ করছেন। মাথার শিখা পর্যন্ত তিনি নিশ্চয়

শ্রেষ্ঠ পুণ্যের আকর ॥ ২৭ ॥

'কে সেই যুবক' এই কথা আমাকে বলতে চেয়ে কি আপনার ওষ্ঠ স্ফুরিত? এই প্রশ্ন করতে গিয়ে মাঝপথে থামছেন না? এমন প্রশ্ন করে কষ্ট দেবেন না ॥ ২৮ ॥

কেননা, যোগীদের বুদ্ধির পথের সীমা পরমাণু পর্যন্ত। সেই বালিকা আপন মনের পরমাণুতে[২] লজ্জার গুহায় শুয়ে-থাকা সিংহের মতো সেই যুবককে গোপন করে রেখেছেন। যোগীদের বুদ্ধিও তাঁকে দেখতে পায় না ॥ ২৯ ॥

তাঁর বিরহসূচক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি পুষ্পধনুর শিকার হয়েছেন। তাঁর পিতার মনকেও তিনি স্বয়ংবর-উৎসবের জন্যে বিধাতার সহায় করতে পেরেছেন ॥ ৩০ ॥

তারপর রাজাদের আহ্বানের দূতিয়ালি করতে বিধাতা যে মদনদেবকে আদেশ করেছেন, তার ফলে রাজারা কামাহত হয়ে যুদ্ধকে বিষ ভাবছেন ॥ ৩১ ॥

যে যে অলঙ্কার অথবা গুণ সম্বন্ধে দময়ন্তীর আগ্রহ আছে, সেই সেই বিষয়ে যে বিন্দুমাত্র বৈশিষ্ট্য, তাই এখন রাজাদের পুরুষার্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে ॥ ৩২ ॥

তাঁর বাল্যদশা শেষ হওয়ার দিন থেকে যুবক রাজাদের আক্রমণ করার জন্যে কামদেবের মনোভাব আগ্রহবলে দিন দিন বেড়েছে ॥ ৩৩ ॥

তাই ঐ রাজারা পৃথিবীতে থাকতে চান, আপনার অতিথি হওয়ার আগ্র তাদের নেই। ভীমরাজকন্যা রাজাদের স্বর্গ, সেই (দুই) বিষয়ে তাঁদের আকাঙ্ক্ষায় আশ্চর্য তারতম্য! ॥ ৩৪ ॥

যেহেতু তাঁকে মন দেওয়ায় ভূ-লোকে রাজাদের যুদ্ধ দেখতে পাচ্ছি না, তাই মনের অসন্তোষ নিয়ে আপনার যুদ্ধসুখ পেতে আপনার কাছে স্বর্গে চলে এলাম ॥ ৩৫ ॥

যদিও আক্রমণকারীদের নির্দয় আঘাত করায় কেউ আপনার বিরুদ্ধতা করে না, একথা জেনে আনন্দ পাই, তবুও আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। কারণ, অভীষ্ট বিষয়ে বিশেষভাবে জানবার জন্যেই আগ্রহপ্রকাশ হয়ে থাকে ॥ ৩৬ ॥

দেবর্ষি এই কথা বললে তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রমুখের মৌনমুদ্রা ভাঙল (অর্থাৎ তিনি কথা বললেন)। মহৎ ব্যক্তিদের অত্যন্ত সহৃদয় বাক্যালাপ উপর্যুপরি শুভ হয়ে থাকে ॥ ৩৭ ॥

আমার নিজের ভাই দনুজদলন উপেন্দ্র সতর্ক রক্ষক থাকতে আমার যুদ্ধচর্চার কী প্রয়োজন? তাঁর বিজয়চিহ্নযুক্ত হাতে মাথা রেখে নিঃশঙ্কচিত্তে সুখে ঘুমোতে পারি ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বরূপ ধারণ বা প্রত্যক্ষ করায় তিনি 'বিশ্বরূপ[৩]'-নামক সূত্রগ্রন্থের প্রণেতা জৈমিনিমুনির মতো হয়েছেন, একথা যুক্তিযুক্ত। সেই মুনি যেমন দেবতাদের শরীরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে আমার বজ্রকে কথার কথা করে দিয়েছেন, সেই উপেন্দ্রও তেমনি দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ সহ্য করতে না পারায় আমার বজ্রের প্রয়োজন ব্যর্থ করে দিয়েছেন ॥ ৩৯ ॥

বিনয়ের সাগর সেই ইন্দ্র এইরকম কথা উপহার দিয়ে চুপ করলেন। তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নারদ নিস্তেজভাবে বললেন— ॥ ৪০ ॥

পৃথিবীতে থাকতে থাকতে আমি স্বর্গ ও পাতালের মধ্যে যুদ্ধের চিন্তায় সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। আবার স্বর্গে গেলে আমার মনে পৃথিবী ও পাতালের বীরদের

মধ্যে যদুন্ধর শঙ্কা নিষ্ফল হয় ॥ ৪১ ॥

আপনার সঙ্গে দেখা হল। এখন মনুষ্যলোকে যাওয়ার অনুমতি দিন। পৃথিবীর রাজারা তাঁকে বিয়ে করতে গিয়ে সেখানে কি বিবাদ করবেন না? ৪২ ॥

এই কথা বলে স্বর্গরাজকে সবেগে অতিক্রম করে সেই-মুনি পৃথিবীর দিকে গেলেন। নিষেধ সত্ত্বেও ইন্দ্র তাঁর পিছনে পিছনে কয়েক পা গেলেন ॥ ৪৩ ॥

নারদের কথা শুনে পর্বততুল্য পর্বতমুনি তার প্রতিধ্বনি করলেন। মুনি পর্বতের[৪] সিদ্ধান্ত তিনি খন্ডন করবেন, এই ভয়ে সেই-মুনি স্বয়ং নিজস্ব কোনো সিদ্ধান্ত বললেন না, যেমন পর্বতের পাখা কেটে দেওয়ার ভয়ে পর্বত নিজের পাখা তাঁকে নিজে দেখায় নি ॥ ৪৪ ॥

ইন্দ্রের যে-হাতে চিরকাল বজ্র ধরে রাখার প্রদাহ রয়েছে তার জন্যে উপযুক্ত ওষুধ হিসেবে তখন কামদেব ভীমরাজকন্যার শীতল ও কোমল করস্পর্শের বিধান দিলেন ॥৪৫ ॥

স্বর্গীয় চিকিৎসকদের যে-সৌন্দর্য, তা-ই পুষ্পধনু মদনকেও জড়িয়ে আছে। তার ফলে চিকিৎসাবিদ্যা তাঁর মধ্যে সংক্রমিত হওয়ায় তিনি তেমনটি হয়ে চিকিৎসা করলেন, বোধ হয় ॥ ৪৬ ॥

তখন নিজের স্বামী মানবীর পিছনে অনুসরণ করতে থাকায় ইন্দ্রাণী স্বামীর প্রতি মনকে সঙ্কীর্ণ করে পদ্মের মতো মুখ নামিয়ে প্রমাণ করলেন যে, তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে ॥ ৪৭ ॥

ইন্দ্র স্বর্গ ছেড়ে অন্যত্র গেলে রম্ভা যে অত্যন্ত মলিনভাব অবলম্বন করতেন, সেই বর্ণই তাঁর শৃঙ্গারে বা ক্রোধে উজ্জ্বল অন্তঃকরণকে প্রকারান্তরে শান্ত বা কালিমালিপ্ত করল ॥ ৪৮ ॥

আমাদের অপ্সরাদের বেঁচে থাকা বৃথা, এখন তাই মরণেই আমাদের ভালো— এইভাবে ঘৃতাচী দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনুক্ত কথা বলে চললেন ॥ ৪৯ ॥

চামর দোলানোতে চঞ্চল মৃণালতুল্য বাহুর পদ্মের মতো হাত থেকে চামর খসে পড়ায় তিলোত্তমাও বললেন— এইরকমভাবে এই স্বর্গ থেকে আমাদের (অধঃ) পতনই ভালো ॥ ৫০ ॥

যেমন (ঔষধের) পুটপাক করার সময়ে পাত্রের বাইরে মাটি লেপে দিতে হয়, তেমনি মেনকা যে মনের তাপ ঢেকে রাখবার ইচ্ছায় মনোভাব গোপন করছিলেন, তা স্পষ্টতই তাঁর নিজের হৃদয়ের[৫] পুটপাকে বাইরের মাটি লেপনের কাজ করছিল। ৫১ ॥

যিনি গুণে সারা বিশ্বকে বশীভূত রেখেছেন, সেই উর্বশী তখন স্তিমিতভাব অবলম্বন করে ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সমাপ্তির সীমানায় নিজের শরীরকেই স্তম্ভ-স্তব্ধ করে রাখছিলেন ॥ ৫২ ॥

স্বর্গরাজকে শুনিয়ে তাঁর দেশভ্রমণের বিষয়ে জিজ্ঞাসু কোনো রমণীকে অন্য রমণী কিছু বললেন—এই কশ্যপপুত্র ইন্দ্র কশ্যপকন্যা পৃথিবীতে যাচ্ছেন—দেখো, অথবা কশ্যপপুত্র কশ্যপকন্যাকে রমণ করতে চলেছেন, দেখো (আশ্চর্য!) ॥ ৫৩ ॥

ইন্দ্রকে শুনিয়ে আত্মসৌভাগ্যে গরবিনী কেউ সখীকে বললেন—মানুষদের দেখলেও ঘৃণা করিস্ তো? তাঁর সঙ্গী হয়ে তুইও যাচ্ছিস্ না কেন? ৫৪ ॥

তারপর দিকপতি অগ্নি, বরুণ ও যম সানন্দে তাঁর পিছন পিছন চললেন। একজন

সামনে গিয়ে পথ করে দিক, তাঁকে অনুসরণ করার লোক দুর্লভ হবে না ॥ ৫৫ ॥

তারপর তাঁরা চিত্ত আকর্ষণ করতে পারবেন এমন আপন আপন দূতীকে দময়ন্তীর কাছে পৃথক্ পৃথক্ পাঠালেন। আর তাঁর পিতার কাছেও মিত্রতার সুখ নিবেদন করার ছলে গোপনে উপহার পাঠালেন ॥ ৫৬ ॥

সেই দেবতারাও যে স্বর্গ ছেড়ে পৃথিবীতে এলেন এতে আশ্চর্য হবার আছে! অথবা, স্বর্গ নামে প্রসিদ্ধ কোনো কিছু নেই। যেখানে চিত্ত বিচরণ করে, সেই জায়গাই স্বর্গ ॥ ৫৭ ॥

এরপর বাহনগুলি তাড়াতাড়ি পথ অতিক্রম করে সেই দেবশ্রেষ্ঠদের পৃথিবীতে পেঁছে দিল। পথে তাঁরা কাঁধ বাঁকিয়ে, ঘাড় উঁচু করে দূরের শব্দ শুনতে লাগলেন ॥ ৫৮ ॥

মেঘের গর্জন, নাকি সমুদ্রের—এইভাবে সংশয় প্রকাশের সময় পেতে-না-পেতেই, শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কাছে-এসে-পড়া অন্য একটি রথ দেখতে পেলেন ॥ ৫৯ ॥

সারথিকে বিশ্রাম দিতে উৎসুক, ঘোড়াগুলোর মনোভাব সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং চোখের সৃষ্টি সফল করার উপায়—এমন নলকে সেই দেবশ্রেষ্ঠরা জানলেন ॥ ৬০ ॥

তাঁর তারুণ্য দেখে বরুণ যে অসাধারণ জড়ভাব অর্থাৎ স্তম্ভ নামে সাত্ত্বিকভাবে অবলম্বন করলেন, প্রচুর জল বা বিস্ময়রসে স্তিমিত হওয়ার ফলে সেই জলপতির পক্ষে তাই কি সমুচিত নয়? ৬১ ॥

তাঁর রূপ দেখে সূর্যকুলভূষণ যম এমন ম্লান হয়ে গেলেন যে আজও সকল লোক সেই দেবতাকে 'কাল' হিসাবে প্রচার করে ॥ ৬২ ॥

তাঁর রূপের প্রাচুর্য দেখে অগ্নি যে তাপ ধারণ করলেন, তার কারণ আগুনের স্বভাব নয়, তার হেতু হল নল না-হতে-পারা ॥ ৬৩ ॥

মদনকে পরাস্ত করেছে, তাঁর এমন কমনীয়তা সহস্র চোখে দেখে, নিজেকে সব দিক দিয়ে দেখতে দেখতে ইন্দ্র নিজেকে পেঁচা ভাবলেন ॥ ৬৪ ॥

রমণীয়তাগুণের অদ্বৈতবাদ মূর্তিমান্ হয়ে আবির্ভূত হয়েছে, এইভাবে তাঁকে বিচার করে দেবতারা বিস্ময়ে নিজেদের হৃদয় দিয়ে ফেললেন, তাই তাতে আর তাঁদের প্রভুত্ব খাটল না ॥ ৬৫ ॥

বিশেষ বিশেষ অঙ্গে সৌন্দর্যের সংস্থানের কথা আগেই শোনা ছিল, এখন তা মিলে যাওয়ায় 'ইনিই কি সেই নল' এইভাবে দেবতারা পরস্পর আস্তে আস্তে কথা বললেন ॥ ৬৬ ॥

বধূবরণের উপযোগী সেই অলঙ্কার, সেই সময় ও কুণ্ডিনপুর অভিমুখে রথের সেই যাত্রাপথ তাঁদের কাছে নলরাজার উদ্যোগের কারণ বুঝিয়ে দিয়েছিল ॥ ৬৭ ॥

জগতের প্রাণস্বরূপ তাঁকে দেখে আনন্দিত, চঞ্চল ও সন্তপ্ত হয়ে সেই যম, বরুণ ও অগ্নি নিভৃতে মনে মনে এই কথা ভাবলেন ॥ ৬৮ ॥

সেই দময়ন্তী এঁকে বরণ না করুন বা করুন দুদিক থেকেই আমাদের প্রিয়তমা হবেন না। একদিক দিয়ে তাঁর গুণ সম্বন্ধে কিছু না জানার জন্যে তাঁকে ধিক্। অন্যদিকে তাঁকে কীভাবে পাব? ৬৯ ॥

যদি আমার চাইতে এঁর বেশি মহত্ত্বের কথা তিনি না জানেন, তাহলে তিনি আমার কাছে আসবেন। তেমনটি না হয় হল, কিন্তু অন্যের চাইতে আমার বেশি গৌরব

রাজকন্যা কীভাবে জানবেন ? ৭০ ॥

দময়ন্তী নিষধরাজ নলকে বরণ করলে লজ্জায় কীভাবে বাইরে যাব ? আর বাড়িতে স্ত্রীর কাছে লজ্জায় শুকনো মুখ কীভাবে দেখাব ? ৭১ ॥

এইভাবে মনে মনে বিচার করে তিন দেবতা নিজেদের কর্তব্য কিছু বুঝতে পারলেন না। ইন্দ্রকে বাদ দিয়ে তাঁরা তিনজন পরস্পরের মুখের দিকে চাইলেন ॥ ৭২ ॥

'এখন কী কর্তব্য' এইভাবে বিমূঢ় হয়ে যাওয়া অনুগামীদের মুখের দিকে তাকিয়ে ছলনাপটু ইন্দ্র নলকে বঞ্চনা করতে চেয়ে জোরে বললেন ॥ ৭৩ ॥

তুমি তো সব দিক থেকে কুশলী। তুমি সেই নল, এই আমাদের প্রতীতি হচ্ছে। আমার আসনের অর্ধেক অংশে বসানো যায় যে-বন্ধুকে, সেই—বীরসেন রাজার আকৃতির মতো তাঁর পুত্রের আকৃতি তোমার মধ্যে দেখছি ॥ ৭৪ ॥

'কোথায় যাচ্ছ নল ?' একথা বলে কাজ নেই। যেহেতু আমাদের এই যাত্রা শুভ হয়েছে, তাই ফলমুখী যাত্রাই কি তোমাকে পথের অর্ধেক এনে দেয় নি ? ॥ ৭৫ ॥

নিষধরাজ ! ইনি সেই দণ্ডধর যম। উনি জ্বালাময় জটাধারী অগ্নি। ইনি সেই জলপতি বরুণ। আর শেষ জনকে দেবরাজ বলে জেনে রেখো ॥ ৭৬ ॥

জেনে রাখো, আমরা প্রার্থী হয়ে তোমার কাছে এসেছি। এই হল আমাদের আসল কথা। এক মুহূর্তে পথশ্রম দূর করে নিয়ে তোমাকে কাজের কথা বলছি ॥ ৭৭ ॥

ইন্দ্র এই কথা বলে চুপ করলেন, বিশেষ কিছুই বললেন না। এ-বিষয়ে আশ্চর্য কিছু নেই। কেন না, শিশুকাল থেকে বৃহস্পতি হলেন এঁর কথা-কৌশল শিক্ষার গুরু ॥ ৭৮ ॥

প্রার্থীর নামে তাঁর প্রতিটি রোমকূপ রোমাঞ্চিত হল। তাঁদের চরণবন্দনার জন্যে বুঝি, সেই রাজা প্রণাম করতে গিয়ে প্রস্ফুটিত কদম্বফুলের রাশির মতো নিজেকে সমর্পণ করলেন ॥ ৭৯ ॥

এই দিক্‌পতিদের দুর্লভ কী আছে ? তেমন বস্তু আমার অধীনে কীভাবে থাকবে, তা আশ্চর্য—এই বিরুদ্ধ বিষয় মনে করে নিষধরাজ বহুক্ষণ সংশয়ে আকুল থাকলেন ॥ ৮০ ॥

যে-কোনো সাধারণ প্রার্থী চাইলেই আমার প্রাণ পর্যন্ত সহজে পেতে পারেন। দেবতাদের প্রভু যেখানে প্রার্থী, তাঁকে কী বিতরণ করলে চিত্ত সুখী হবে ? ৮১ ॥

ধন ও জীবনের চাইতেও মূল্যবান্ ভীমরাজকন্যা আমার হৃদয়ে বর্তমান আছেন ঠিকই। এই পৃথিবী তাঁর ষোলো কলার এক কলার যোগ্যও নয়। কিন্তু তিনি এখনও আমার নন ॥ ৮২ ॥

এঁদের অভীষ্ট বিষয় কীভাবে জানা যায় ? অযাচিতভাবেই তাড়াতাড়ি দান করা উচিত। যিনি প্রার্থীর ইচ্ছা জেনেও প্রার্থীর মুখের কথার প্রতীক্ষা করেন, তাঁকে ধিক্ ॥ ৮৩ ॥

চাটুবাক্যপ্রয়োগ ও করুণ আবেদন করে বহুবার প্রার্থনাঘটিত লজ্জায় ফেলে দিয়ে দাতাকে প্রার্থী উপহাসের পাত্র করে তোলেন। তার ফলে দাতা যে-পাপ অর্জন করেন, বিলম্বে দান করলেও তা লোপ পায় না ॥ ৮৪ ॥

দেয় বস্তু কাছে এনে বদান্য দাতারা প্রার্থীকে যে-জল দান করেন, চাওয়া ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা ও ত্রাসে প্রার্থী মূর্ছা গেলে তা হল তার চিকিৎসা ॥ ৮৫ ॥

ধনকেই তৃণের মতো ভেবে প্রার্থীর হাতে দিলে হবে না, জীবনও দিতে হবে'— কুশসমেত জল দেওয়ার উপদেশটা হয়ে দ্রব্য দান করার বাক্‌পটু শাস্ত্রবিধি এইভাবে বুঝিয়ে দেয় ॥ ৮৬ ॥

কর্দমাক্ত বা পাপসংসর্গযুক্ত দূষিত পদ্ম লক্ষ্মীর আশ্রয় হতে পারে না। তাই সুধীজন প্রার্থীর নির্মল করকমলে তাঁর বাসস্থানের ব্যবস্থা করবেন ॥ ৮৭ ॥

যাঁর জন্ম প্রার্থী মানুষের মনের সাধ মেটানোর জন্যে নয়, হায়, তাঁর জন্যেই পৃথিবী ভারগ্রস্ত, গাছপালা, পর্বত বা সমুদ্রের জন্যে নয় ॥ ৮৮ ॥

বেঁচে থাকার সময়ে কৃপণ অতিলোভে অপরকে কখনও ধনসম্পদ্ না দিক্। তাতে আমার কিছু আশ্চর্য মনে হয় না। কিন্তু মরেও যে তা দেয় না, এটাই আশ্চর্য ॥ ৮৯ ॥

এই জগতে সব দাতাদের উপেক্ষা করে আমার কাছে প্রার্থী হয়ে এঁরা আমাকে যে যশের ভাগী করেছেন, কোন্ বস্তু দিয়ে সেই ঋণ শোধ করব ? ৯০ ॥

হায় ! মৃত্যুকালে ধনসম্পদ্ ছেড়ে দিয়ে মানুষ যে একাকী পরলোকে যায়, তাই দয়ালুচিত্তে বন্ধু হয়ে প্রার্থী তাঁর সেই-ধন সেখানে নিয়ে যেতে চান ॥ ৯১ ॥

প্রার্থী অধমর্ণ হলে ইহলোকে একগুণ নিয়ে পরলোকে কোটিগুণ দেয়। সজ্জনের যদি সুকৃতি থাকে, তবে এই অবিনশ্বর পারলৌকিক সুদ পাওয়া সম্ভব হয় ॥ ৯২ ॥

এইভাবে নিষধরাজ মুহূর্তকাল চিন্তা করে, আনন্দে-উৎফুল্ল দাতার মুখশ্রী প্রার্থীদের কাছে দুর্লভ হলেও তা প্রকাশ করে তাঁদের বললেন ॥ ৯৩ ॥

কার্য ও কারণের তফাৎ হয় না। মানুষের দেহ অন্নময়। একথা সত্যি। আপনারা অমৃত পান করেন। আপনাদের শরীর দেখেই আমার দৃষ্টি সুধাস্নান লাভ করছে ॥ ৯৪ ॥

আমার সামনে তপস্যাই বা কোথায়, আর আপনারা আমার দৃষ্টিপথে এসেছেন এই মহৎ ফলই বা কোথায় ? আমাদের পূর্বপুরুষদের তপস্যাই এমন ফল পোষণ করে আবার উৎকর্ষ দেখাচ্ছে ॥ ৯৫ ॥

সব ভার সহ্য করার ব্রত থেকে যে- পুণ্যের উৎপত্তি, তা এই দেবী পৃথিবীকে প্রতিষ্ঠাযুক্ত করেছে ; যে-জন্যে আপনারাও নিজেদের পাদপদ্ম দিয়ে এঁর অর্চনা সমাধা করেছেন। এ এক অদ্ভুত বিষয় ! ৯৬ ॥

এই মানবপুত্রের কাছ থেকে প্রাণ পর্যন্ত, এমনকি তারও বেশি কী আছে যা আপনাদের অভীষ্ট ? আমি তা দিয়ে আপনাদের চরণ বন্দনা করব। এমন বস্তু কী আছে' বলুন ॥ ৯৭ ॥

বীরসেনের পুত্র নল বিনয়বশে নিঃশঙ্কচিত্তে এই কথা বলার পর কার্য-উদ্ধারের জন্যে কপট আচরণে যিনি গুরু, সেই-ইন্দ্র এমন কথা বললেন যা প্রতিকূল মনোভাবে কুটিল ॥ ৯৮ ॥

ওহে পৃথিবীর চাঁদ ! দময়ন্তীর পাণিপীড়ন (অর্থাৎ তাঁকে বিয়ে) করতে চাই আমরা। তুমি কামকে জয় করেছ। (সুতরাং) কামপীড়িত হবার ভয় দূর করে তুমি এই বিষয়ে আমাদের দূতিয়ালি করো ॥ ৯৯ ॥

পৃথিবীতে শত শত রাজা আছেন। তুমি হলে সমুদ্র, আর তাঁরা হলেন কুয়ো। আকাশে কত কত গ্রহ-তারা জ্বলে। কিন্তু সূর্যের সঙ্গে কার তুলনা হয় ? ॥১০০॥

আমাদের চোখ সর্বদর্শী। তোমার গুণের সমুদ্রকে অগাধ বলে আমরা জানি।

এই গোপন কাজে তোমাকে নিযুক্ত করে আমরা সবাই কি নিশ্চিন্ত হতে পারি না ? ॥ ১০১ ॥

উচ্চবংশজাত হওয়া সত্ত্বেও, নলকে গুণী জেনেও ইন্দ্র পাখাযুক্ত ঋজু শর পাঠাতে বাঁকা ধনুক হওয়ার মতো, সরলস্বভাব মিত্ররূপে তাঁকে পাঠাবার জন্যে বক্রস্বভাব হয়ে উঠলেন ॥ ১০২ ॥

অত্যন্ত চতুর সেই-নল সেই সেই কথাতেই ইন্দ্রের ছলনা বুঝতে পারলেন। তারপর তদুপযোগী কথা বললেন। কুটিল বিষয়ে ঋজুতা নীতি হতে পারে না ॥ ১০৩ ॥

এ হল আমার অন্য জন্মে আমারই পাপ আচরণের বাহুল্য, যা আপনাদের অবর্ণনীয় মহিমাকেও লঙ্ঘন করতে চাইছে ॥ ১০৪ ॥

আপনারা সকলের মনের কথা জানেন। তবু অভীষ্ট কাজের বিরোধী হচ্ছে, এমন মৌনিভাব আমি দেখাব না। কথা বলার লজ্জা বরং ভালো। কিন্তু অন্যের কথার বিরুদ্ধাচারণ না করলে তা স্বীকার করে নেওয়ার সমান হয় ॥ ১০৫ ॥

যাঁদের বুদ্ধি আয়নার মতো পরিষ্কার আর তাতে যাবতীয় বস্তুই প্রত্যক্ষ, সেই আপনারা কেন এমন আদেশ করছেন যা আমার পক্ষে পালন করা সম্ভব নয় ?॥ ১০৬ ॥

যাঁকে বরণ করতে যাচ্ছি, আপনাদের হয়ে তাঁর কাছে কীভাবে দূতিয়ালি করব ? আপনারা এমন মহৎ, আর আমি তৃণের তুল্য। হায়, আমাকে ছলনা করতে আপনাদের ঘৃণা হচ্ছে না ! ॥ ১০৭ ॥

তাঁর বিরহে যে আমি সর্বদা উদ্ভ্রান্ত হয়ে আছি, আর ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছা যাচ্ছি, আপনারাই বলুন, সেই-আমি এমন অবস্থা নিয়ে কীভাবে আপনাদের গোপন কথা রক্ষা করতে পারব ? ॥ ১০৮ ॥

যাঁর আকাঙ্ক্ষা মনে রেখে আমি প্রাণে বেঁচে আছি, সেই-আমি তাঁর সামনে কীভাবে মনোভাব গোপন করতে পারব ? বিষয়-জয়-করা বিদ্বানদের পক্ষেও তা দুষ্কর ॥ ১০৯ ॥

সময়রক্ষীদের মেরে না ফেলে আমার মতো কে তাঁর সঙ্গে এমনকি দেখা পর্যন্ত করতে পারেন ? আর লক্ষজন রক্ষী পুরুষদের জয় করার প্রচণ্ডতা যাঁর চরিত্রে আছে, তাকে কুমারী মেয়ে কোথায় বিশ্বাস করে ? ॥ ১১০ ॥

দধীচি পর্যন্ত দাতারা জীবনকে মূল্যসীমা হিসেবে যে যশের মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, প্রাণের শতগুণ প্রিয়ার মূল্যে কীভাবে তা লাভ করি ? ॥ ১১১ ॥

তাঁকে পাওয়ার জন্যে আপনারা যেমন আমার কাছে প্রার্থী হয়েছেন, আমিও তেমনি আপনাদের কাছে প্রার্থনা করতে পারি। ভীমরাজকন্যার জন্যে অপরের হয়ে প্রার্থনা করা ও চাটুবাক্য বলার বিষয়ে আপনাদের আমি গুরু মানব ॥ ১১২ ॥

প্রথমেই আমি যে প্রতিদিন আপনাদের উপাসনা করে দময়ন্তীকে পেতে চেয়েছি, তা লঙ্ঘন করেও যদি আপনারা লজ্জা না পান, তাহলে আমারও মোটেই লজ্জা হচ্ছে না ॥ ১১৩ ॥

তাছাড়া, কুণ্ডিনপুরের রাজকন্যা আগেই আমাকে বরণ করতে অঙ্গীকার করেছেন। আমাকে দেখে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হবেন এবং আপনাদের নিশ্চয় বরণ করবেন না ॥ ১১৪ ॥

তাই প্রসন্ন হোন। দুঃখ করবেন না। আমার পক্ষে এই দৌত্য অত্যন্ত অনুচিত হবে। তেমন করতে চাইলে সহজে উপহাসই পাওয়া যাবে, উপায় না থাকায় কার্য সিদ্ধ হবে না ॥ ১১৫ ॥

সেই ইন্দ্র তখন নলের এই সব কথা শুনে নিজের অনুগামীদের মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে সামান্য কিছু বললেন ॥ ১১৬ ॥

ওহে রাজন্! চন্দ্রবংশের লোক হয়ে তুমি একথা বল নি। প্রার্থীদের অভীষ্ট বস্তু দেবে একথা নিজে প্রতিজ্ঞা করে তোমার জিভ এখন বিরুদ্ধতা করতে লজ্জা পাচ্ছে না? ॥ ১১৭ ॥

ওহে বীর! এই জীবজগৎকে বিনশ্বর ও বিফল দেখছ না কেন? না হলে হায়! ধর্ম ও যশ হারাবার জন্যে তোমারও বুদ্ধি চঞ্চল হয়! ॥ ১১৮ ॥

জগতের শিরোমণিতুল্য তোমাদের বংশে এমন কে জন্মেছিলেন, যিনি প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করেন নি? দুঃখের কথা, চাঁদ প্রথমে কলঙ্কযুক্ত হয়েছেন। তুমি যেন তেমন না হও ॥ ১১৯ ॥

প্রার্থীকে দেখে যে খারাপ দৃষ্টি, যে-মৌনিভাব এবং যে সন্তুষ্টির অভাব প্রকাশ পাচ্ছে, তোমার মতো মানুষের পক্ষে এ সবই কলঙ্ক। শশকের চিহ্ন চাঁদের চিহ্নমাত্র, কলঙ্ক নয় ॥ ১২০ ॥

অক্ষর চেনার সময় ন-কার কি পড় নি? নাকি, পড়লেও ভুলে গিয়েছ? সেই ন-কার এইভাবে প্রার্থীদেব সন্দেহের দোলায় খেলছে? ॥ ১২১ ॥

তখন অগ্নি বললেন—ওহে নল! চাঁদের মতো যশকে হাতে পেয়েও কোথায় হাতছাড়া করছ? ইহলোকে আর কেউ কল্পতরুর অধিকারী এই ইন্দ্রকে প্রার্থীরূপে পায় নি ॥ ১২২ ॥

আনন্দ দেওয়ার ফলে স্বর্গবাসীদের অভিলাষ কখনো ব্যাহত হয় নি। সেই বিষয়ের অধিকারে তোমাকে অভিষিক্ত করছি আমরা। আজ আমাদের অসাধারণত্বের গর্ব দূর হোক্ ॥ ১২৩ ॥

তারপর অসন্তুষ্ট নলকে যম বললেন ওহে বীরসেনের কুলপ্রদীপ! যে-মোহান্ধকার তোমাকে আচ্ছন্ন করতে চাইছে, তোমার মতো চন্দ্রবংশীয় ব্যক্তির পক্ষে তা কি উপযুক্ত? ॥ ১২৪ ॥

মণিময় রোহণ পর্বত কঠিন পর্বতের অন্যতম মাত্র। যে কামধেনু, সে পশুমাত্র। এদের কাছেও কোনো প্রার্থী বিমুখ হয় নি। হায়, বৎস! তুমি এ কী করতে চাইছ? ॥ ১২৫ ॥

যাচ্ঞা শুনে ধীর ব্যক্তি কোথায় বিলম্ব করেন? এক মুহূর্তের জন্যেও জীবনের প্রতিভূ (রক্ষক) কে হয়? তাড়াতাড়ি চোখ বোজার ছলে চোখের তারা ঘুরিয়ে দুটি চোখ মহানিদ্রা বুঝিয়ে দেয় ॥ ১২৬ ॥

মেঘরাশি শীতল জল বা আকাশকুসুম দিতে চাইলেও চাতকের ঠোঁট যে প্রার্থী হয়ে বিমুখ হয়, তার গ্লানি মেঘে ফুটে ওঠে ॥ ১২৭ ॥

বরুণও হাত নেড়ে তাঁকে উপযুক্ত কথা বললেন—কীর্তিই তোমার প্রিয় পত্নী, দানের জন্যে জলধারা তার মুক্তাহার ॥ ১২৮ ॥

যাঁর চামড়া বর্ম বলে প্রসিদ্ধ, যাঁর হাড় বজ্রময় বলে প্রসিদ্ধ, সেই কর্ণ ও দধীচি

যদি ইহলোকে স্থায়িত্ব না পেয়ে থাকেন, তাহলে ওহে ধীর, ধর্মকে অবহেলা কোরো না ॥ ১২৯ ॥

বলিরাজ ও বিন্ধ্যপর্বত যেহেতু সত্যের পাশে আবদ্ধ হয়ে আজ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় চলতে পারেন না, তোমার মতো বিদ্বানের পক্ষে তাই সত্য-প্রতিজ্ঞার গুণ পাশ হওয়ায় তাকে সহজে ছেঁড়া সম্ভব নয় ॥ ১৩০ ॥

যে-কীর্তি অধিকতর প্রিয়, যার শোভা চন্দ্রমুখী স্ত্রীর মুখশ্রীকে হার মানায়, যা দিগন্তে বিস্তৃত, তাকে স্ত্রীর জন্যে কে ব্যর্থ করেন, সেই হরিণনয়না স্ত্রীর সঙ্গে মিলন যখন অনিত্য ? ॥ ১৩১ ॥

অভীষ্ট বস্তু পাওয়ার জন্যে অন্যেরা যাঁদের কাছে প্রার্থী হন, সেই আমরা, হায়, তোমার কাছে প্রার্থী। সেই তুমি শুধু আমাদের আশা পূর্ণ করো তাই নয়। হে বীর, যশে দশদিকও পূর্ণ করো ॥ ১৩২ ॥

আজ দেবতারা তোমার কাছে প্রার্থী হওয়ায় যে-কল্পবৃক্ষের দানের প্রভূত যশের শোভা ম্লান হয়েছে, সে কেবল সাদা ফুলে আকাশকে সাদা করুক (যশে নয়) ॥ ১৩৩ ॥

ওহে নল ! প্রবাসে যাত্রীর কাছে ভরত, কার্তবীর্য অর্জুন ও বৈন্য পৃথুর মতো তোমার নামও স্মরণ করা মাত্র অভীষ্ট ফল দিয়ে থাকে। যদি নিজের যাত্রা বিফল হচ্ছে বলে আশঙ্কা কর, তাহলে সেইসব যাবতীয় মঙ্গলানুষ্ঠান বিফল হয়ে যায় ॥ ১৩৪ ॥

আমাদের যজ্ঞ বা অভীষ্ট বিষয়ের জন্যে তোমার যে ধর্মমূলক প্রতিশ্রুতি মধুর স্বরে আনন্দদায়ক হয়েছিল, তাকে বেদের প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থাৎ সত্যি করে প্রতিশ্রুতি-পদবাচ্য করে তোলো। তোমার যশ ত্রিভুবনকে পবিত্র করে একমাত্র শুভ্রতা বিস্তারের ফলে নীল, হলুদ, লাল সবুজ রঙের সঙ্গে যাবতীয় দ্রব্যের সম্বন্ধ মুছে দিক ॥ ১৩৫ ॥

সহস্রপাৎ সূর্য যে শনিগ্রহের জন্ম দিয়েছে, ছায়ার সেই পুত্র (পায়ে) খোঁড়া হয় কীভাবে ? পুত্র তো পিতার সাদৃশ্য পায়। এর উত্তর আজ আমরা পেয়েছি হাজার পা দিয়ে তোমার তেজ লঙ্ঘন করার ফলে প্রকাশমান সূর্য পঙ্গু হয়ে পড়েছে ॥ ১৩৬ ॥

দেবতাদের এই চাটুবাক্য শুনে রাজা নল বিদর্ভরাজকন্যাকে কামনা করা সত্ত্বেও জোর করে দূতিয়ালি স্বীকার করলেন। তাঁর এই অঙ্গীকারের পর দেবরাজ সানন্দে বললেন—যেখানে তোমার ইচ্ছা, সেখানে অন্তর্ধান করার শক্তি তোমার থাকুক ॥ ১৩৭ ॥

কবিরাজকুলের মুকুটের অলঙ্কারের হীরাতুল্য শ্রীহীর ও মামল্লদেবী যে জিতেন্দ্রিয় পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁর 'শ্রীবিজয়প্রশস্তি'-নামক গ্রন্থের সমতুল্য, ভব্য, রমণীয় নৈষধীয়চরিত-মহাকাব্যে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত হল ॥ ১৩৮ ॥

×××××××××××××× ষষ্ঠ সর্গ ××××××××××××××

নল শত্রুদের নিবারণ করতে সমর্থ। দেবরাজের দূতিয়ালি করার জন্যে প্রবৃত্ত হয়ে তিনি ভীমরাজের রাজধানীকে রথের গতির লক্ষ্য করলেন ॥ ১ ॥

দৌত্যকর্মে তাঁর ধীরস্থির বুদ্ধি তাঁর নিয়ন্ত্রণে। ভীমরাজের কন্যার বিরহ তিনি গণ্য করলেন না, যেমন উর্বশীর পুত্র[১] অগস্ত্যমুনি সমুদ্র পান করার সময়ে দুর্বার বাড়বাগ্নিকে বাধা বলে গণ্য করেন নি ॥ ২ ॥

নল হলেন খাল, আর সেই পদ্মমুখীর সংবাদ হল তাতে প্রবাহিত অমৃতধারা। তাকে পান করার ইচ্ছায় সেই দেবতারা তাঁর পথ চেয়ে নির্নিমেষ নয়নে সেই স্থানকে অলংকৃত করতে লাগলেন ॥ ৩ ॥

মনোরথ যেমন সিদ্ধি অর্জন করে, তেমনি তাঁর রথ ক্ষণকালের মধ্যে সেই নগরীতে পেঁছল। কুণ্ডিন নামের অন্তরালে তা পৃথিবীর অধিপতি ভীমরাজের অমরাবতী ॥৪॥

'দময়ন্তীর পাদস্পর্শে এই নগরীর পথ ধন্য হয়েছে'—এইভাবে উৎকণ্ঠায় আকুল হয়ে দেবতাদের জন্যে আশাহত অবস্থায় রাজা ক্ষণকাল দুটি সতৃষ্ণ নয়নে সেই নগরীর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ॥ ৫ ॥

তাঁর বাঁ-চোখ আনন্দাশ্রুতে 'স্বেদ'[২] নামক ভাব নিয়ে চোখের পাতায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, আর অন্যটি কেঁপে উঠে সেই নগরীকে নতুন দেখার আনন্দ উপভোগ করল ॥ ৬ ॥

সূর্যকিরণরাশি[৩] বুঝি সৌরবিম্ব থেকে বাইরে গিয়ে চাঁদের মণ্ডলে প্রবেশ করল, এইভাবে তিনি সারথিযুক্ত রথ থেকে নেমে তৎক্ষণাৎ নগরীতে প্রবেশ করলেন ॥ ৭ ॥

আশ্চর্য! কুণ্ডিনপুরে প্রবেশ করামাত্র নলের সেই মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু আরও আশ্চর্য যে তা সত্ত্বেও তাঁর আকৃতি বিশ্বের একমাত্র দর্শনীয় হল ॥ ৮ ॥

বিদগ্ধ মানুষ ও মোহনীয় সৌধগুলির্তে বিস্ময়ের সেই নগরীকে কল্পলতারূপে গ্রহণ করে তারপর তাঁর দৃষ্টি রাজভবনের অতিথি হল ॥ ৯ ॥

অস্ত্রধারী রক্ষী দেখে নল অবজ্ঞা করলেন আবার লুকিয়ে চলাফেরা করছি ভেবে মনে লজ্জা পেলেন ; দময়ন্তীকে দেখব ভেবে সন্তোষ পেলেন, আবার দূতিয়ালির কথা ভেবে নিজে শোক করলেন ॥ ১০ ॥

তারপর ঘরে ঘরে রক্ষাবিভাগের নিযুক্ত ব্যক্তিদের অগোচরে দময়ন্তীকে দেখার ইচ্ছেয় তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে সব দিকে চোখ রেখে দেবতাদের কাজে পূর্বোক্ত রাজভবনে ঢুকলেন ॥ ১১ ॥

সিংহের মতো সমর্থ সেই রাজা দরজা পার হওয়ার পরও 'এই লোকটি কে' এইভাবে অন্য রক্ষীদের কথায় ঘাড় বেঁকিয়ে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাকালেন ॥ ১২ ॥

অন্তঃপুরের ভিতরে এক রমণীকে মালিশ করার জন্যে উরুদেশ অনাবৃত করতে দেখে তিনি চোখ বন্ধ করলেন ও চলতে চলতে একজনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চমৎকৃত হলেন ॥ ১৩ ॥

অনাদি সৃষ্টিপরম্পরায় দেখা, বা ছবিতে দেখা অথবা শম্বরবিজয়ী মদনের[৪] মায়া-শিল্প সেই দময়ন্তীকে সব দিকে দেখা গেল ॥ ১৪ ॥

অলীক দময়ন্তীর সঙ্গে দেখা হওয়ার ফলে অপ্সরাতুল্য অন্যান্য রমণীরা তাঁর অনুরাগ সৃষ্টি করে নি। কারণ, দময়ন্তীর বিষয়ে সেই-ভ্রম থাকার সুবাদে তিনি তাঁদের মধ্যেই দময়ন্তীকে দেখার ভুল করেন নি ॥ ১৫ ॥

দময়ন্তীর সম্বন্ধে তাঁর নিরাশ হৃদয়ে মদনের হস্তক্ষেপে বিরহ জাগায় তিনি বিহ্বল হলেন ও সেখানে অলীক অবস্থায় তাঁকে দেখে সজাগ অবস্থায় মুহূর্তকাল না দেখতে পেয়ে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন ॥ ১৬ ॥

অলীকভাবে উপস্থিত সেই প্রেয়সীরা যেমনই দেবতাদের কথা অল্প বলেছেন, তখনই অদৃশ্য কথায় ভীত হয়ে অত্যন্ত ভীরু রমণীদের কোলাহল তাঁকে সচেতন করে দিল ॥ ১৭ ॥

কোনো তন্বীর স্তন স্পর্শ করার জন্যে বাতাসও কাপড় সরিয়ে দিচ্ছে দেখে তিনি লজ্জিত হয়ে পূর্ণিমার চাঁদকে হার-মানানো মুখটি ঘুরিয়ে নিলেন ॥ ১৮ ॥

লোম-পাকানো রশির গুচ্ছ দিয়ে জাল ছড়িয়ে ব্যাধের কৃষ্ণসার[৫] হরিণ বাঁধার মতো মদন অন্তঃপুরে রমণীদের কটাক্ষ ইত্যাদি আচরণগুলি দিয়ে জাল ছড়িয়ে তাঁর কালো তারার দুটি চোখকে বাঁধতে পারলেন না ॥ ১৯ ॥

সবদিকে ধীরে ধীরে চোখ ফেলে চুল বাঁধতে চাইছেন এমন একজনের বাহু, তারপর প্রসাধন লেপন করছেন এমন কারও দুটি স্তন এবং বসন আলুগা থাকায় কারও নাভি দেখে তিনি চোখ বন্ধ করলেন ॥ ২০ ॥

পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসা দুজন রমণী স্তনের মধ্যে চোখ-বন্ধ নলকে চেপে ধরতে পারলেন না। পরে তিনি সরে গিয়ে নিজের শরীরকে নিন্দা করলেন, কিন্তু পুরুষের অঙ্গস্পর্শে তাঁরা দুজন পুলকিত হলেন ॥ ২১ ॥

চোখ বন্ধ করা ও স্পষ্ট দেখার মধ্যে উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি সেই রমণীদের কটাক্ষে দেখে নিয়ে অনুরক্ত ব্যক্তির মতো অত্যন্ত লজ্জা পেলেন। পরের চেয়ে নিজের কাছেই সজ্জনদের বেশি লজ্জা হয় ॥ ২২ ॥

রোমাঞ্চিত সেই রমণীর দেহের দিকে তাঁর কটাক্ষ দেখে ভুল করে রতিকান্ত কামদেব তীররূপে যে ফুলগুলি নিক্ষেপ করলেন তা তাঁর ধৈর্যের পূজায় পর্যবসিত হওয়াতেই ব্যর্থ হল না ॥ ২৩ ॥

এখানে এই একমাত্র পথ থেকে সরে গেলেই ঘুরে বেড়ানো মেয়ের ছোঁয়া কাটানো সহজে সম্ভব, এই বুঝে লোক দেখার জন্যে তিনি প্রদীপের মতো চতুষ্পথ অলংকৃত করতে থাকলেন ॥ ২৪ ॥

শরীর পরিমার্জনা করছেন এমন এক রমণীর বুকে পড়ে রাজার দৃষ্টি তাড়াতাড়ি নিবৃত্ত হল। স্তন দুটির অর্ধচন্দ্রের মতো নখচিহ্ন বুঝি বিরহীদের সঙ্গে বিরোধবশতঃ তাকে[৬] হাত দিয়ে ঘাড় ধরে বের করে দিল ॥ ২৫ ॥

হঠাৎ কোনো তন্বীর মুখচন্দ্র দেখে এই বিরহীর দুটি বন্ধ-হয়ে-যাওয়া চোখ দুটি বিষয় দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করল—সেই মুখটি চাঁদ আর এঁর চোখ দুটি পদ্ম ॥ ২৬ ॥

চতুষ্পথের সংযোগস্থলে তিনি চোখ বন্ধ করে থাকায় চারদিক থেকে আসা রমণীরা যদি সরে গিয়ে তাঁকে পথ না দিতেন, তাহলে তাঁরা তাঁকে জোরে ধাক্কা দিয়ে অনায়াসে ধরে ফেলতেন ॥ ২৭ ॥

যে তন্বীর জোরে ধাক্কা লেগেছে নিজের অলঙ্কারের হীরার ডগায় গেঁথে যাওয়া তাঁর কাপড় খোলার ফলে কটিদেশের বস্ত্রহরণ করার পাপে তিনি সন্তাপ পেলেন ॥২৮॥

পথে কোনো রমণী তাঁকে বল ছুঁড়ে মারলেন, আবার কেউ ধাক্কা দিয়ে নখ দিয়ে চিরে দিলেন, কেউ বা স্তনের কুঙ্কুম মাখালেন। মনে হল, তাঁরা যেন তাঁকে ভোগ করেছেন ॥ ২৯ ॥

কোনো রমণী নিজের হারে তাঁর প্রতিবিম্ব দেখলেন, তারপর সরে যাওয়ার ফলে তাঁকে দেখা গেল না। কিন্তু তদ্গতচিত্ত হওয়ার ফলে সেই তন্বীর হৃদয়ে ইনি প্রবেশ করেছেন, এটা ভালোভাবে নিশ্চয় করা গেল ॥ ৩০ ॥

তাঁর ছায়াসৌন্দর্য দেখে তাঁদের ধৈর্য হানি হওয়ায় কামদেব প্রত্যেককে আলিঙ্গন করলেন (অর্থাৎ প্রভাবিত করলেন)। রতিদেবীর অত্যন্ত সাদৃশ্য থাকায় তিনি তাঁদের

মধ্যে কোনো প্রকারেই রতিকে নিশ্চিত চিনতে পারলেন না, মনে হয়। ৩১॥

তাঁর ছায়াসৌন্দর্যের মোহে আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি অদৃশ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা তাঁকে খুব ভয় পেলেন না। কামের নির্দেশ মেনে নিলে মেয়েরা নিজের প্রাণকেও তৃণের মতো তুচ্ছই মনে করেন। ৩২॥

আগে তাঁর প্রতিবিম্ব দেখে সুলোচনা রমণীদের যে কম্প উপস্থিত হয়েছিল তা তাঁকে স্পর্শ করার পর বেড়ে গেল। পরে তিনি তাড়াতাড়ি চলে গেলে তাঁর পদশব্দের ভয়ে তা নিজের হাত পেল অর্থাৎ প্রবলতর হল॥ ৩৩॥

তাঁদের দৃষ্টি নলের ছায়াসৌন্দর্য পান করে এবং অঙ্গ নলের অঙ্গ স্পর্শ করে উল্লসিত হল। কাটলেও চেতনা থাকে না এমন রোমও যে আনন্দিত হল, তাতে যেন মদনের প্রভাবে পাথর নাচল॥ ৩৪॥

হরিণনয়না রমণী যেখানে নলের স্পর্শ পেয়ে আনন্দ পেয়েছিলেন, আবার সেইখানে গেলেন। সেখানে মাটির ধুলোয় তাঁর পায়ের ছাপের উপরে পড়ে আস্তে আস্তে বললেন 'দয়া করো'॥ ৩৫॥

দময়ন্তীর বিরহে দুর্বল হয়ে তিনি সেই নগরীতে ঘুরতে ঘুরতে পরিশ্রান্ত হলেন ও অট্টালিকাগুলোর কাছে কাছে বার বার বিশ্রাম করলেন॥ ৩৬॥

যেভাবে রাজহংসটি আগে পদ্মপাতায় এঁকে দময়ন্তীর রূপ তাঁকে দেখিয়েছিল, সেইভাবেই তাঁকে এঁকে গলার হার করে নেওয়ায় কার চোখে বিস্ময় সৃষ্টি হল না?॥ ৩৭॥

কুমারীসুলভ আচরণগুলোকে বেতের দাগের মতো রোমরাশি বারণ করতে থাকায় তাঁকে এঁকে তিনি দেখলেন যে, উনি যৌবনের দ্বারপ্রান্তের দশার পরিচয় পেতে চাইছেন॥ ৩৮॥

যে-পথে ঘন কর্পূর নিয়ে বালকেরা খেলা করছিল, সেখানে তাঁর পায়ের ছাপগুলোতে রাজচক্রবর্তীর চিহ্ন দেখে পুরনারীরা বিস্মিত হলেন॥ ৩৯॥

যৌবনের রমণীয় রূপ পরস্পর দেখছেন এমন দুই হরিণনয়না রমণীর মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে মুহূর্তকাল তিনি আকস্মিক আড়ালের বিস্ময় ঘটালেন॥ ৪০॥

কোথাও তিনি সামনে থাকায় তাঁর অদৃশ্য অলঙ্কারের রত্নগুলোতে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখে তা শূন্যে ভেবে রমণীরা অপার বিস্ময়ে হাজার বার দেখলেন॥ ৪১॥

চন্দ্রমুখী রমণীরা পরস্পরের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া বলটিকে মাঝপথ থেকে ফিরতে দেখে ও তাঁর দেহের প্রসাধন-মাখানো অবস্থায় দেখে বিস্ময়াপন্ন হলেন॥ ৪২॥

নিজের স্বামী ছাড়া পরপুরুষকে না-দেখার নিয়ম-ব্রত রাখলেও মহিষীরা ফরাসে তাঁর রূপের প্রতিবিম্ব দেখে নয়ন সার্থক করলেন॥ ৪৩॥

তাঁর ছায়ারূপ দেখে তাঁরা ভাবলেন—যেমন আমরা নিজেদের স্বামীর উদ্দেশ্যে কাম পোষণ করি, তেমনি পৃথিবী কি নিজের পতির জন্যে এই মদনকে ধারণ করছেন, যিনি শিবের চোখের আগুনের জ্বালায় নীল হয়ে গিয়েছেন?॥ ৪৪॥

প্রতিচ্ছায়ারূপে উপস্থিত সেই রূপকে যদিও তাঁরা খুশিমতো দেখলেন, তবু তাঁর সেই রূপ আসলে দেখলেন না, যা হরিদ্রাখণ্ড অথবা সোনাকে হার মানায়॥ ৪৫॥

আশ্চর্য! মণিপীঠে শরীরের প্রতিবিম্বের ব্যূহ বিস্তার করে অদৃশ্য অবস্থায় অন্যের নগরীতে প্রবেশ করতে করতে বিরহী সেই রাজা শোভা পেলেন, যেমন

যোগী কায়বূ্যহ[১] রচনা করে অদৃশ্য অবস্থায় অন্য জীবের শরীরে প্রবেশ করে শোভা পান, তেমনি ॥ ৪৬ ॥

'আমি ঘুরতে ঘুরতে যেন কোনো পুরুষের স্পর্শ পেয়েছি, আমি পুরুষের মতো একটি প্রতিবিম্ব দেখেছি,' 'আমারও মনে হয়েছে কে যেন কথা বলছেন,— মেয়েদের এই সব কথা তিনি শুনলেন ॥ ৪৭ ॥

নতশরীরে মাকে প্রণাম করে আসার সময় দময়ন্তী পথে নলের স্পর্শ পেলেন। তিনি ভুল দময়ন্তীদের মধ্যে যাঁকে চিনতে পারেন নি, তিনিও অদৃশ্য অবস্থায় তাঁকে দেখতে পেলেন না ॥ ৪৮ ॥

মা প্রসন্ন হওয়ায় তাঁর কাছ থেকে যে ফুলের মালা তিনি পেয়েছিলেন, তা তিনি ভুল করে দেখা নলের গলার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিলেও সত্যিই তাঁর আশ্রয়ে গেল ॥ ৪৯ ॥

নিরন্তর বাসনার ফলে যে-মানুষের দেখা পেয়েছি, এই মালা তাঁর সত্যিকারের প্রসাদ—এইভাবে (ভেবে) রাজা আশ্চর্যান্বিত হলেন। ছুঁড়ে-দেওয়া মালাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে সেই কন্যাও বিস্মিত হলেন ॥ ৫০ ॥

দুজনে এক জায়গায় থাকলেও পরস্পরকে যেন অন্য জায়গায় দেখতে দেখতে পরস্পরকে অলীক আলিঙ্গন করছেন এমন ভাবলেও সত্যিই তাঁরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন ॥ ৫১ ॥

তাঁর স্পর্শ পেয়েও দময়ন্তী তাঁকে দেখতে না পাওয়ায় তা ভ্রম মনে করলেন। আর রাজা তাঁকে দেখেও স্তম্ভ-নামে ভাবের উদয়ের ফলে সহসা তাঁকে ধরতে পারলেন না ॥ ৫২ ॥

অনুরাগে অন্ধ হয়ে তাঁরা দুজন স্পর্শের বিশেষ আনন্দে সত্যি মনে করে প্রবৃত্ত হয়েও মিথ্যা বলে বুঝলেন। আবার সত্যিই পরস্পরকে পথে স্পর্শ করেও বিশ্বাস করতে পারলেন না ॥ ৫৩ ॥

রূপের ঐশ্বর্যে সব অঙ্গের অনুরূপ হওয়ায়, সৎকারযোগ্য অলীক সত্তাকে পরস্পর দেখে, তাঁরা দুজনে মিথ্যে না বোঝার জন্যে কামক্রীড়া থেকে বিরত হতে পারলেন না ॥ ৫৪ ॥

তেল বেশী ঢাললে প্রদীপের শিখা কিছুটা কমে গিয়ে যেমন দ্বিগুণ জ্বলতে থাকে, তেমনি তাঁদের হৃদয়ের বিরহ পরস্পরের স্পর্শলহরীসিঞ্চনে কিছুটা কমে গিয়ে দ্বিগুণ জ্বলে উঠল ॥ ৫৫ ॥

বারবার ধৈর্যচ্যুতি ও ধৈর্যধারণের ফলে তিনি যথাক্রমে মোহ ও জ্ঞানের অবস্থায় থাকতে থাকতে ঘরে গেলেন। সেখানে বারবার তিনি ভ্রান্তিবশতঃ সেই সুভ্রূ রাজকন্যাকে সামনে দেখতে দেখতে ঘুরে বেড়ালেন ॥ ৫৬ ॥

এই রাজা পায়ে হেঁটে বহুক্ষণ ঘুরে ঘুরে কোনোপ্রকারে বিদর্ভরাজকন্যার বাসস্থান গগনচুম্বী প্রাসাদ খুঁজে পেলেন ॥ ৫৭ ॥

তিনি তার প্রাঙ্গণের মণিখচিত বেদিতে ভীমরাজকন্যার সভা দেখলেন। শত সখীর সরস বিলাস-কথায় তা মদনদেবের অন্তঃপুর বলে ভুল হচ্ছিল ॥ ৫৮ ॥

সেখানে একটি মেয়ে কলকণ্ঠে কিছু বললে, 'এঁর গলা কি কোকিল, বাঁশি আর আর বীণা এই তিনটিকে জয় করেছে বলে বুঝিয়ে দিচ্ছে তিনটি রেখায় ?' —এই কথা ভেবে তিনি মনে মনে প্রশংসা করলেন ॥ ৫৯ ॥

'দময়ন্তী! এই সেই নলকে দেখো। দুঃখ ত্যাগ করো।' সেখানে সখীদের এই প্রবোধবাক্য কোনো সখীর হাতে বসে-থাকা শারীর মুখ থেকে শুনে তাঁকে কেউ দেখে ফেলেছে বলে তিনি আশঙ্কা করলেন ॥ ৬০ ॥

এখানে নলের সাজে সজ্জিত এক সখীর গলায় দময়ন্তীর সাজে সজ্জিত অন্য সখী ধাত্রীর আনা মধুকমালা তাঁর চোখের সামনে লজ্জিতভাবে পরিয়ে দিলেন ॥ ৬১ ॥

সেখানে একজন সখীর চাঁদের মতো মুখে অভ্র দিয়ে অন্যজন চাঁদের মতো তিলক করে দিয়ে তাতে নিজের মুখচন্দ্রের প্রতিবিম্ব ফেলায় চাঁদের অনবস্থা[৮] সৃষ্টি করলেন ॥ ৬২ ॥

সেখানে স্বুবর্ণকেতকীর পাতার মধ্যে মুহূর্তে কালো অক্ষরের রেখায় তাঁরই (নলের) জন্যে দময়ন্তী নখের কলমে প্রেমপত্র লিখলেন ॥ ৬৩ ॥

সেখানে অঙ্কনবিদ্যায় নিপুণ এক সখী লীলাপদ্ম আঁকতে পেরেছেন, কিন্তু হাত আঁকতে পারেন নি, কানের পদ্মভুষণ আঁকতে পেরেছন, কিন্তু চোখ আঁকতে পারেন নি ॥ ৬৪ ॥

তাঁর কণ্ঠ স্বরের মধুতে পরিপূর্ণ। সেই কণ্ঠনালীর সঙ্গে এক সুরে যাঁদের বীণা বাঁধা সেই গন্ধর্ববধূরা নারদের প্রিয় শিষ্যগোষ্ঠী। সেখানে তারা বীণা দিয়ে দময়ন্তীর স্তুতি করছিল ॥ ৬৫ ॥

যে-সখীর পয়োধরে অর্ধচন্দ্রাকার নখচিহ্ন ছিল, সেখানে তাঁকে সখীরা বললেন—শিবের ভয়ে আত্মরক্ষার জন্যে তোমার স্তনের জলাধারে (=পয়োধরে) কি মদন নৌকা নিয়ে ঘুরছেন? ॥ ৬৬ ॥

ফুলগুলি যে মদনের তীর হয়ে বিদর্ভরাজকন্যার বুকে ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে, সেখানে সেই ফুলে একজন সখী সূচের ডগা ফুটিয়ে মালা গেঁথে তার প্রতিশোধ তুললেন ॥ ৬৭ ॥

সেখানে দময়ন্তী তাঁকে খুব ভীত স্বরে বললেন—সখী! এই অবিমৃশ্যকারিতা কোরো না; তুমিই সুতো দিয়ে ফুলগুলোকে সাজিয়ে ধনুকের জ্যাতে সাজানো বাণ করে মদনদেবকে দিচ্ছ? ॥ ৬৮ ॥

সেখানে সুন্দর কটিদেশ নিয়ে এক সখী স্তনের পত্ররেখা হাত দিয়ে এঁকে তাঁকে বললেন—সখী! মন্দাকিনীর মতো তোমার একাবলী হারের এটি যান বলে মনে হচ্ছে ॥ ৬৯ ॥

সেখানে তিনি তাঁকেই আরও বললেন—তোমায় কলসীর মতো স্তনে যে জলজন্তুর চিহ্ন, তা তোমার হৃদয়ে বর্তমান থাকা মদনের কেতনচিহ্নের প্রেয়সী। এটি তোমার স্তনের প্রসারের কীর্তিলিপি হোক্ ॥ ৭০ ॥

সেখানে কেউ পাশা খেলায় 'সখী! এই ঘুরতে-থাকা শারী গুটিটাকে মারো' এই কথা বললে নিজের মারের ভয়ে ভীত হয়ে ময়না কাকুতি করতে থাকলে তাঁর হাসি পেল ॥ ৭১ ॥

সেখানে দময়ন্তীর কাছে সোনার হাঁসের আকারে পানের বাটার সৌন্দর্য দেখে 'প্রিয়ায় কাছে দূতিয়ালির মহৎ উপকার করছে এই রাজহাঁস' তাঁর এমন মোহ দৃঢ় হল ॥ ৭২ ॥

তারপর সেই সখীদের গোষ্ঠীতে জিজ্ঞাসা না করতেই নলের সন্দেহ দূর করে দিয়ে সেই অসাধারণ রূপ নিজেই তাকে স্পষ্ট চিনিয়ে দিল ॥ ৭৩ ॥

দময়ন্তীর বিনোদনের জন্যে কৌতুকবশে সখীরা নলের প্রতিকৃতি নির্মাণ করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে মণিখচিত বেদিতে তাঁর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পড়লেও তা চোখে পড়ে নি ॥ ৭৪ ॥

যে-চাটুবাক্য বলে প্রার্থনা জানানো হয়, অগ্নি, যম ও বরুণের দূতী সেই কথাগুলোকে দময়ন্তী বারণ করলেন। আশা সুদূরপরাহত হলেও তাঁর কথায় তাঁকে কামনা করলেন।

সভার মধ্যে দময়ন্তীর সম্বন্ধে ইন্দ্রের দূতীর বিজ্ঞপ্তিকে তাঁর সখীরা অভিনন্দন জানালে হতাশ হয়ে সভয়ে তিনি তা সতর্কভাবে শুনলেন ॥ ৭৬ ॥

দেবতাদের চিঠি পৃথিবীতে সহজপাঠ্য নয়। তাই আপনার কাছে কথা পেঁাছে দেওয়ার জন্যে ইন্দ্রের দূতী হয়েছি আমি। আমার প্রস্তাবে অনুগ্রহ করে মনোযোগ দিন ॥ ৭৭ ॥

ইন্দ্র সানন্দে গাঢ় আলিঙ্গন জানিয়ে আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন। সহর্ষ আলিঙ্গনের কথায় তাঁর পুলকিত রোমগুলো আপনার উদ্দেশ্যে বাকিটুকু জানিয়ে দিয়েছে ॥ ৭৮ ॥

ইন্দ্রের যে-কণ্ঠকে তাঁর হৃদয় আপনার প্রার্থনায় নিযুক্ত করেছে, লজ্জার অপরাধ তাকেই পেয়ে বসেছে। স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হলে আপনি তাঁর সেই কণ্ঠকে বরণমাল্য দিয়ে বেঁধে ফেলুন ॥ ৭৯ ॥

এঁকে ছেড়ে দেবেন না। যে-দেবতারা ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করে এঁর ভাই উপেন্দ্রের জন্যে লক্ষ্মীকে তুলে এনেছিলেন, এঁর জন্যে আর এক লক্ষ্মীকে তুলতে তাঁদের যেন ইক্ষুরসের সমুদ্র মন্থন করার পরিশ্রম পোহাতে না হয় ॥ ৮০ ॥

লোকসমষ্টিতে স্বর্গ শ্রেষ্ঠ, স্বর্গে দেবতারা, আর দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র মহত্তম। তিনিও যদি অনুরাগবশে আপনার কিঙ্কর হতে চান তো, তার চেয়েও ভালো পরিস্থিতি কী হবে? ॥ ৮১ ॥

একশত যজ্ঞ করে ইন্দ্র যে পদ লাভ করেছেন, সেই পদ নেওয়ার জন্যে তিনি আপনার কাছে চাটুকার হয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছেন। আপনি অনুগ্রহ করুন। স্বীকৃতির প্রমাণরূপে ভ্রূ কম্পিত করে আপনি সে-পদ অলঙ্কৃত করুন ॥ ৮২ ॥

হে বিবেচক রাজকুমারী! মন্দাকিনী নদী ও নন্দনকাননে বেড়াবার সময়ে দেবর উপেন্দ্র ও দেবরপত্নী লক্ষ্মী সঙ্গী থাকলে যা ভালো হবে, তা মনে বুঝে দেখুন ॥ ৮৩ ॥

'ত্রিভুবনের রাজত্বে অনুরক্ত হোন' এইভাবে ইন্দ্রের কাছ থেকে প্রার্থনার গৌরব আপনিই পেয়েছেন। শোনা যায় তা পাওয়ার জন্যে বলির কাছে প্রার্থনা করে বিষ্ণু নিজেকে ছোটো বামন করেছিলেন ॥ ৮৪ ॥

তিন সন্ধ্যা যে-দেবতাদের প্রণাম করেন, তাঁদের কাছে কৃতঘ্ন হওয়া আপনার উচিত নয়। তাঁরা তিন সন্ধ্যা আপনার পায়ে পড়বেন। তাঁদের ঋণমুক্ত করতেও আপনি প্রসন্ন হোন ॥ ৮৫ ॥

এই কথা বলে তিনি আদরের সঙ্গে যে-পারিজাতমালা দিলেন এবং ইন্দ্রের প্রসাদ রূপে দময়ন্তী যা নিলেন তা নলের আশা ও (নলের) দিক বাদ দিয়ে সব দিক সুগন্ধে ভরে তুলল ॥ ৮০ ॥

কেউ বললেন—'আর্যে! এতে বিচারের কিছু নেই।' আবার কেউ বললেন—

'যোগ্যই হবে।' অন্য কেউ বললেন—'কল্যাণের বিষয়। এতে হ্যাঁ বলাই একমাত্র উত্তর ॥' ৮৭ ॥

'আমি কি কখনো তোমাদের কথা না শুনেছি ? কিন্তু বিশেষ কথাটি বলতে বাকি অছে।'—ভীমরাজকন্যা এই কথা বললে সুখের সীমা সেই দূতী ও সখীদের স্পর্শ করল না ॥ ৮৮ ॥

'দময়ন্তীকে পেলাম না, দূতিয়ালিও না' এইভাবে নল নিজের কথা চিন্তা করতে থাকলে তাঁর হৃদয়পদ্ম দময়ন্তীর মুখচন্দ্র দেখেই বিদীর্ণ হয় নি কি ! ॥ ৮৯ ॥

দময়ন্তী সামান্য হাসিতে ঠোঁটের দুটি প্রান্ত পরিষ্কার করে, চোখের ইশারায় সেই সেই সখীকে বারণ করে সেই মালা দিয়ে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে তাঁকে উত্তর দিলেন ॥ ৯০ ॥

ইন্দ্রকে প্রশংসা করার দুঃসাহস করবেন না। কেবল বেদ তা কিছুটা বলতে পারে। মানুষের হৃদয়ের সাক্ষী তিনি। সে সম্বন্ধে অজ্ঞকে উপদেশ দেওয়ার জন্যে আমার উত্তরও বৃথা ॥ ৯১ ॥

তাঁর আজ্ঞার প্রতি কার জিহ্বা অসম্মতিসূচক রুক্ষতা প্রকাশ করবে ? কিন্তু নম্রভাবে তাঁর মালা মাথায় তুলে নিয়ে আমি বালিকা হয়েও বিশেষ কথা বলে অপরাধ করছি ॥ ৯২ ॥

আমার তপস্যার ফল হিসেবে এ হল ইন্দ্রের কৃপা। তপস্যা যেন এই ব্যক্তিকে (অর্থাৎ আমাকে) নিযুক্ত করছে। ফল শ্রেষ্ঠ হলে তার উপায়ের জন্যে প্রবৃত্ত হতে কাউকে অস্থির করে তোলে ॥ ৯৩ ॥

তাই আমি সেই পতিকেই সেবা করব। আনন্দের জন্যেও বটে, ব্রতপালনের জন্যেও বটে। তবে বিশেষ এই—রাজ্যপালকরূপে মনুষ্যলোকে তিনি অংশত অবতীর্ণ এবং মনুষ্যদেহ ধরে আছেন ॥ ৯৪ ॥

আপনার কথা ইন্দ্রের প্রশংসামূলক হলেও পতিব্রতার পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল ও তীব্র। তাও আমি শুনেছি। আগে থেকেই আমি দেবতার উদ্দেশ্যে নিজেকে সমর্পণ করি নি, কিন্তু সেই মানুষটির কাছে মনে মনে করেছি ॥ ৯৫ ॥

মনে মনে বিচার করে তাঁকে বরণ করার পর ইন্দ্রের এই অনুগ্রহ আমার অনুতাপের কারণ হচ্ছে না, যেমন মোক্ষকামী[৯] জ্ঞানীর কাছে জাগতিক সুখ পরিত্যাগ করা অনুতাপের কারণ হয় না, তেমনি ॥ ৯৬ ॥

আর্যশ্রেষ্ঠগণ বর্ষগুলির মধ্যে ভারতকে এবং চারটি আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্যকে[১০] প্রশংসা করেন। এই ভারতে পতির সেবা করে আমি সুখলহরীযুক্ত ধর্ম অর্জন করতে ইচ্ছুক ॥ ৯৭ ॥

স্বর্গে স্বর্গবাসীদের পরম সুখ আছে, কিন্তু ধর্ম নেই। আর এই পৃথিবীতে সুখও আছে ধর্মও আছে। তাছাড়া যজ্ঞ করে দেবতাদের তুষ্ট করা সহজ। তিনটিকে ছেড়ে একটি কেন চাইব ? ॥ ৯৮ ।

সাধুরও স্বর্গ থেকে অধোগতি হয়, তিনি কিন্তু ইহলোক থেকে মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবেন। এইভাবে মনে মনে ভবিষ্যৎ চিন্তা করলে দুটির ফল দুরকম শর্করা, অর্থাৎ কাঁকড় ও চিনি নয় কি ? ॥ ৯ ॥

কর্মের ফলে আয়ু থাকলে মানুষের মধ্যে তিনি আসেন না, আয়ুক্ষয় হলে

আসেন। কোন্ জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন, যিনি অপথ্যের মতো আপাত-সুখকর স্বর্গ ভোগ করতে চাইবেন ? ॥ ১০০ ॥

ইন্দ্রের দূতীকে এইভাবে উত্তর দেওয়া মাঝপথে বন্ধ করে তিনি সখীদের বলতে লাগলেন। কিছু বলবার ইচ্ছায় তাদের অধর স্ফুরিত থাকায় সৌন্দর্যে পদ্মের প্রস্ফুটিত পাপড়িকে হার মানাচ্ছে, এমনই ছিল তাদের মুখকমল ॥ ১০১ ॥

মান্য সখীরা ! হয় যে-দেহপরম্পরা অনাদিকাল ধরে চলছে, তার কারণগুলির অর্থাৎ কর্মগুলির স্রোতে অথবা ঈশ্বরে এই ব্যক্তির বুদ্ধি অধীনস্থ হয়ে আছে। তাই এমন কোনো প্রশ্ন বা নিন্দা কি করা উচিত ? ॥ ১০২ ॥

সব লোক সব সময় নিয়তির অধীন। তাই জ্ঞানী হয়েও কে নিন্দনীয় হবেন ? সেই অচেতন নিয়তিও নিন্দার পাত্র নয়। তাতে বক্তাই কেবল মুখের পরিশ্রম ভোগ করে ॥ ১০৩ ॥

যে কোমল জিনিষ চায়, সে উটকে নিন্দা করে। আবার কাঁটা খেতে লোভী উট তাকে নিন্দা করে। তারা নিজের নিজের প্রিয়বস্তু খেয়ে তৃপ্ত হলেই মধ্যস্থতা থাকে, একে অপরকে উপহাস করে নয় ॥ ১০৪ ॥

ইন্দ্রের গুণরাশি মন হরণ করলেও মানুষের জন্যে আমার অভিলাষ পরিহার করতে বলে না। মোক্ষ থেকে নিম্নমানের হলেও ধর্ম অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গকে মানুষ ত্যাগ করে না—তা দেখ নি কি ? ॥ ১০৫ ॥

কীট থেকে শুরু করে বিষ্ণু পর্যন্ত সকলেই নিজ নিজ অভীষ্ট বস্তু পেয়ে সমানভাবে কৃতার্থ হয়। ভিন্ন রুচির ব্যক্তিদের প্রত্যেক বিষয়ে বিদ্বেষ বা ভালোবাসা নির্দিষ্ট হতে পারে না ॥ ১০৬ ॥

পথের সামনে কুয়োর মতো যে-বিপদ আসন্ন ও লুকানো আছে, তা আটকাতে পারেন এমন বন্ধু যদি থাকেন, কার্যজ্ঞানী হলেও তাঁকে চুপ করে থাকতে হবে। সুখের পথ সম্বন্ধে নিজের ইচ্ছাকে প্রশ্ন করা উচিত। এই হল কথা ॥ ১০৭ ॥

এই ভাবে সেই বালিকা পাণ্ডিত্যবলে সখীদের প্রত্যুত্তর দেওয়ার বুদ্ধি লুপ্ত করে দিলেন এবং যিনি ইন্দ্রের মন্ত্রণাদাতা বৃহস্পতির সদ্বাক্য শুনেছেন ও বিস্ময়ে এখন মাথা নাড়ছিলেন সেই দূতীকে বললেন ॥ ১০৮ ॥

মনের সাহায্যে যমের দূতী, বায়ুর সাহায্যে অগ্নির দূতী ও গঙ্গার সাহায্যে বরুণের দূতী এসেছিলেন। আমি তাঁদের দৃঢ় ভাবে নিষেধ করে দিয়েছি ॥ ১০৯ ॥

এই কথা যদি আপনি আমাকে আবার বলেন, তো ইন্দ্রের পায়ের দিব্যি রইল। সেই বজ্রপাণির কাছে আমার অন্তরে এই যে তীব্র অপরাধ, তা আমি সতীর ব্রত দিয়ে দূর করব ॥ ১১০ ॥

এই ভাবে আর একবার কথা বলার সুযোগ নষ্ট হওয়ায় ইন্দ্রের দূতী চলে গেলেন। তখন উন্মত্ত মানুষের মধ্যে বিবেক প্রবেশ করার মতো নলের চঞ্চল হৃদয়ে জীবন প্রবেশ করল ॥ ১১১ ॥

সেই নিষধরাজ্যের ইন্দ্র অর্থাৎ নল দিক্‌পতিদের কৃপায় অদৃশ্য সান্নিধ্য লাভ করে সেই বালিকার অনুরাগপূর্ণ বাক্য থেকে যে-মধু ক্ষরিত হচ্ছিল নিজের কানের পাত্র দুটিকে কাছে নিয়ে গিয়ে তা সানন্দে পান করতে পেলেন (অর্থাৎ নিজের কানে শুনলেন) ॥ ১১২ ॥

কবিশ্রেষ্ঠদের মুকুটের অলঙ্কারের হীরার তুল্য শ্রীহীর ও মামল্লদেবী শ্রীহর্ষনামে যে জিতেন্দ্রিয় পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁর[১১] 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' গ্রন্থের সঙ্গে একসঙ্গে লেখা ও তার চেয়েও অধিকতর বিচারসহ নৈষধীয়চরিত-নামে রমণীয় মহাকাব্যে উজ্জ্বল ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত হল ॥ ১১৩ ॥

× × × × × × × × × × × × সপ্তম সর্গ × × × × × × × × × × × ×

প্রেয়সীকে লাভ করা, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে যে-অভিলাষ বহুদিন পল্লবিত হচ্ছিল, রাজকন্যাকে দেখেই তা প্রায় পূর্ণ হয়েছে বলে রাজা তখন ভাবলেন ॥ ১ ॥

রাজার চোখ দুটি প্রথমে প্রেয়সীর প্রত্যেক অঙ্গে, তারপর আনন্দসুধার সমুদ্রে ও সব শেষে আনন্দজনিত অশ্রুধারায় নিমগ্ন হল ॥ ২ ॥

তাঁর রোমের অগ্রভাগমাত্র প্রথমে দেখেই তিনি অদ্বৈত ব্রহ্মাস্বাদস্বরূপ আনন্দ অনুভব করলেন, তারপর এই ভাবে তাঁকে তন্ন তন্ন করে দেখে যেমনটি হওয়া উচিত, তেমন অদ্বিতীয় কামজনিত আনন্দ পেলেন ॥ ৩ ॥

বহুক্ষণ তাঁর মুখচন্দ্র দেখার অমৃতরসে অনুরাগের সাগর তটভূমি ছাপিয়ে বেড়ে ওঠার পর নলের দৃষ্টি তাঁর দুটি উন্নত স্তন আশ্রয় করল ॥ ৪ ॥

এঁর দৃষ্টি কি তাঁর মুখচন্দ্রের শোভায় ডুব দিয়েছিল ? তাঁর দুটি স্তনের মাঝখানে আটকে পড়েছিল ? পড়ে যাওয়ার ভয়ে কি তাঁর ক্ষীণ কটিদেশ বহুক্ষণ পরে ছেড়েছিল ? ॥ ৫ ॥

নলের লোলুপ দৃষ্টি তাঁর প্রেয়সীর অঙ্গের নিত্য পথিক। তাঁর স্তনে মৃগনাভি লেপন যেন অন্ধকারের মতো। তাতে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে সে-দৃষ্টি স্তনদুটিতে ঘুরে ঘুরে অত্যন্ত শোভা লাভ করল ॥ ৬ ॥

তাঁর সুন্দর নিতম্বচক্রে সেই দূতের দৃষ্টি যেন স্খলিত হতে হতে তাঁর কদলী-স্তম্ভের মতো উরু দুটিকে হাত দিয়ে গভীর আলিঙ্গন করে বহুক্ষণ স্থির থাকল ॥ ৭ ॥

'কেবল তোমার বস্ত্রই 'নেত্র' (অর্থাৎ আচ্ছাদন), আমি নেত্র নই কি ? তাই আমার সঙ্গেও তুমি তোমার বক্ষ ,নিতম্ব ও উরুদেশের আলিঙ্গন করাও। প্রসন্ন হও।'—এই ভাবে যেন সেই দৃষ্টি তাঁর দুটি চরণে আনত হল ॥ ৮ ॥

তারপর সেই রাজা প্রেয়সীকে ও তাঁর সখীদের মনের সুখে দুচোখ ভরে দেখে আনন্দে ও বিস্ময়ে পূর্ণ মন নিয়ে এই কথা বললেন ॥ ৯ ॥

বিধাতার পদে যদি কামদেব বা আমার অভিলাষকে অভিষিক্ত করা হত, তবে প্রত্যেক অঙ্গে এই অদ্ভুত সৌন্দর্যের শিল্পসুষমা সৃষ্টি হত বা হত না ॥ ১০ ॥

পর্বত থেকে উৎপন্ন হওয়ার মতো রাজার থেকে জন্ম নিয়েছেন এই সেই শৃঙ্গার-রসের নদী। জোরে গর্জনশীল মেঘের মতো তাঁর যৌবন এই ভাবে উন্নত স্তনে ঘনীভূত হওয়ায় সেই নদী লাবণ্যে পূর্ণ হয়েছে ॥ ১১ ॥

যেহেতু এঁর প্রত্যেক অঙ্গে ব্যাপক ভাবে সংলগ্ন থেকে লাবণ্যসীমা পরিস্ফুট হয়ে এঁকে আশ্রয় করেছে তাই এঁর মধ্যে বিধাতা কি তাঁর নবার্জিত দেহনির্মাণ-বিদ্যার

ইঙ্গিত রেখেছেন ? ॥ ১২ ॥

এই প্রভা হলুদ রঙে রঞ্জিত হওয়ার মতো। মেরুপর্বতের পাশে প্রবাহিত হয় যে-জম্বুনদী, তার স্বর্ণপঙ্ক থেকে কি এই প্রভা তুলে আনা হয়েছে ? কেননা, দুটি অঙ্গের জোড়া দেওয়ার উঁচুনিচু চিহ্ন পর্যন্ত এখানে দেখা যাচ্ছে না[১] ॥ ১৩ ॥

যেহেতু এঁর শরীরটি তুলনাযোগ্য অন্যান্য জিনিসের সমান হয়েও বিশেষ গুণে উৎকৃষ্ট, তাই এঁর তুলনা কী হবে ? ঐ সব বস্তুর সঙ্গে উপমা দেওয়া তাকে আপমান করা মাত্র ॥ ১৪ ॥

অতীতের যত স্ত্রী-সৃষ্টি, তা এঁকে সৃষ্টি করার জন্যে বিধাতার হাতের (অঙ্কন-) অভ্যাস মাত্র। আর বর্তমানে ও ভবিষ্যতে যে স্ত্রী-সৃষ্টি, তা এঁকে তাদের জয় করার যশ দেওয়ার জন্যে ॥ ১৫ ॥

রমণীয় বস্তুগুলি তাঁর অঙ্গের তুলনায় যেমন যেমন হীনতা স্বীকার করেছিল, তেমন তেমন নেচেছিল। কেননা, এই অধিক রমণীয় অঙ্গের সঙ্গে উপমা দিয়ে উপমার স্রষ্টা কবি সেগুলোকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন ॥ ১৬ ॥

দেখামাত্রই ইনি মোহিত বা মূর্ছিত করেন এই ভাবে নিজেদের ভয় হওয়াতে মনে হয় কোনো দোষ তাঁকে স্পর্শ করে নি। তাই অন্য ব্যক্তির মধ্যে সেগুলোর প্রভাবে গুণরাশি ব্যাকুল হয়ে তাঁর মধ্যে সুখে ও নির্বিবাদে বাস করে ॥ ১৭ ॥

সেই প্রিয়ার শরীরটি পদ্মের রুক্ষ কান্তিকে ঘৃণাবশেই ত্যাগ করেছিল, সে জলের দুর্গে বাস করে বলে নয়। আর সোনালি কেয়াফুলের শোভা ত্যাগ করেছিল সে পরাগের ধুলোয় মলিন বলে, তাতে কাঁটার আবরণ আছে বলে নয় ॥ ১৮ ॥

মনে হয়, ইন্দ্র কামুক হয়ে তাঁর প্রতিটি অঙ্গ রক্ষা করার জন্যে অলঙ্কারের মণি-মুক্তোর আকারে বজ্রকে ও মণিমুক্তোর বিচ্ছুরণের আকারে ধনুককে নিজের অস্ত্র নিযুক্ত করেছিলেন ॥ ১৯ ॥

একথা সত্যি যে, এঁর চুলগুলি মুখের উপরের দিকে বাস করছিল, যে-মুখের একমাত্র বন্ধু চাঁদ। কারণ, পাখায় বহু চাঁদের চিহ্ন আঁকা ময়ূরপুচ্ছকে এই চুল হার মানিয়েছিল ॥ ২০ ॥

এঁর মুখচন্দ্র যে-অন্ধকারকে সামনে, পিছনে, পাশে পরাস্ত করেছিল, তাই পরিষ্কার উজ্জ্বল কুঞ্চিত কেশের ছলে পিছনে বাঁধা ছিল ॥ ২১ ॥

এঁর কেশরাশি ও ময়ূরের পেখম কি বিবাদের ফলে বিধাতার কাছে গিয়েছিল ? তিনি এই কেশরাশিকে এই সব ফুল দিয়ে পুজো করেছেন আর পেখমকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে ভর্ৎসনা করেছেন ॥ ২২ ॥

চুলের অন্ধকারের মধ্যে থেকে দেখতে হয় এমন তাঁর কপাল যেন অর্ধেক চাঁদ। ফলে এঁকে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি মনে হয়। কারণ, কামদেব এঁকে নিয়ে জগৎ জয় করার জন্যে যথার্থ সিদ্ধিলাভ করেছেন[২] ॥ ২৩ ॥

মদনভস্মের সময় তাঁর ফুলের ধনুকের কালো-হয়ে-ওঠা পরাগমাত্র অবশিষ্ট ছিল ? মহেশ্বর কি ক্রোধে তাকেও দ্বিধাবিভক্ত করেছিলেন, যা দিয়ে ব্রহ্মা দময়ন্তীর দুটি ভ্রু নির্মাণ করেছেন ? ॥ ২৪ ॥

প্রেয়সীর ভ্রুযুগল কামদেবের ধনুক হয়ে দৃঢ়ভাব লাভ করেছিল; যার জন্যে দহনের সময়ে অদগ্ধ থাকার চাইতেও এখন বেশি শক্তি লাভ করেছে ॥ ২৫ ॥

চাঁদ এ'র মুখ হয়েছে। মদনের ধনুক এবং চাঁদের প্রকাশিত কলঙ্করেখা—এই দুটি তাঁর ভ্রু হয়ে জন্ম লাভ করেছে এবং বিলাসের চাপল্য ও শিশুসুলভ ভাব বা সুন্দর কেশের ভাবও অর্জন করেছে ॥ ২৬ ॥

পুষ্পধনু মদন তিনটি শরেই তিন ভুবন জয় করার ফলে বাকি দুটি শরকে এই প্রেয়সীর পদ্মের মতো চোখের জায়গায় অভিষিক্ত করে সার্থক করেছেন ॥ ২৭ ॥

এ'র দেহের মধ্যভাগ হাতের মুঠোয় ধরা যায়। ইনিই কামদেবের সেই ফুলের ধনুক। ইনি তাঁর চোখের সুন্দর কোণ থেকে আমাদের মোহগ্রস্ত করার জন্যে দৃষ্টি-পাতের শর বর্ষণ করেন ॥ ২৮ ॥

এ'র চোখের সুন্দর পাতা আছে। সে চোখ কাঁপে। তার প্রান্তভাগের শুভ্র শোভায় চাঁদ হার মানে। তার তারা চঞ্চল ইন্দ্রনীলমণির গোলকের মতো কালো। এ'র পদ্মচোখের তুলনা এ'রই পদ্মচোখ ॥ ২৯ ॥

এ'র চোখের দ্যুতিতে কানের পদ্মের অলঙ্কার হার মানে। যদি তাঁর সেই পরাজিত অলঙ্কারের সাহায্যও হরিণীর মুখ পায় তবে হরিণী কৃতার্থ হয়ে নিজের চোখ-দুটিকে তুচ্ছ করতে পারে ॥ ৩০ ॥

কলার মোচার খোসা পাঁচ ছয় বার ছাড়ানোর মতো করে, পদ্মের থেকেও পাঁচ ছয় বার পাপড়ি ছাড়ানোর পর (তার ভিতরের) সার অংশ সংগ্রহ করে বিধাতা এ'র দেহে দর্শনীয় লাবণ্যশিল্প নির্মাণ করেছেন[৩] ॥ ৩১ ॥

বিধাতা এ'র দুটি চোখ সৃষ্টি করার জন্যে যত্নে চকোরের দুটি চোখ, হরিণীর দুটি চোখ ও পদ্ম—এই তিনটি অমৃতময় সারবস্তু নিমেষের যন্ত্রে পিষ্ট করে বের করেছিলেন[৩] কি ? ॥ ৩২ ॥

হরিণীরা কি এ'র কাছে দুটি চোখের সৌন্দর্য ধার নিয়েছিল, যে ইনি সন্ত্রস্ত হরিণীদের কাছ থেকে বহুগুণে চোখের সব সৌন্দর্য সবলে আদায় করেছেন ? ॥ ৩৩ ॥

যদি যাওয়ার সময় কানের কূপে পড়ে যাওয়ার ভয় না থাকে তাহলে তাঁর দুটি চঞ্চল চোখ কি দূরে গিয়ে পরস্পর মিলিত হত না ? ॥ ৩৪ ॥

শীতের আবির্ভাবে খেতের পদ্ম পুণ্যফলে বুঝি মারা যায়। কারণ, সেই ফুল এ'র চোখ হয়ে, আর পদ্মের কোরক চকোরের চোখ হয়ে আবার জন্মলাভ করে ॥ ৩৫ ॥

পুষ্পধনু মদন তিনটি জগতের জন্যে তিনটি শর নিযুক্ত রেখেছেন। তাঁর নাক হল তিলফুলের তূণ। তাঁর নিঃশ্বাসের সুগন্ধে অনুমান করা যায়, মদনের অবশিষ্ট দুটি বাণ সেখানে বর্তমান ॥ ৩৬ ॥

তাঁর অধরের রেখা এই মুখচন্দ্রের সঙ্গে উৎপন্ন হয়ে বন্ধুক ফুলের মতো রক্তিমা বা অনুরাগের শোভায় নিজেকে শৈশব ও যৌবনের সন্ধিকাল বলে ঘোষণা করছিল ॥ ৩৭ ॥

এ'র মুখচন্দ্রের অধর সুধা দিয়ে তৈরি, তা বিম্বফলের উপযুক্ত প্রতিবিম্ব। সেই বিম্বফলের শোভা বৃক্ষে উৎপন্ন হয়, কিন্তু এই অধরের শোভা প্রবালে উৎপন্ন হয় ॥ ৩৮ ॥

একথা জানি, অতিরিক্ত লাল রঙের জন্যে এইটিই বিম্বফল। আর এটির কাছে বিম্বফলের হীনতাও স্পষ্ট। এই দুটির পার্থক্য নির্ণয় করতে অপারগ ব্যক্তিদের এই দুটির নাম বলার সময় ভুল হয়েছিল ॥ ৩৯ ॥

যেহেতু এ'র অধরোষ্ঠের মাঝখানের দুই পাশ কিছুটা উ'চু দেখায় তাই স্বপ্নে সম্ভোগের সময় তাতে দন্তাঘাত করে কি আমি অপরাধ করি নি? ৪০ ॥

অভিন্নভাবে কতগুলি বিদ্যা বিদর্ভরাজকন্যার ঠোঁটের ডগায় নাচে এটা জানার জন্যেই বুঝি কৌতুহলী বিধাতা কোনো পরিশ্রম ছাড়াই অধররেখা দিয়ে সেগুলি গুণেছেন ॥ ৪১ ॥

যেভাবে আজ রাতের শেষে স্বপ্নে মধুর অধরযুক্ত এই রমণীকে ভোগ করছি বলে অনুভব করছিলাম, তিনি অধরের অসীম লাবণ্য নিয়ে কীভাবে আমারই প্রত্যক্ষ হচ্ছেন তা আশ্চর্য! ৪২ ॥

এ'র মৃদু হাসির হাজার ভাগের একভাগ দিয়েও যদি ইনি চাঁদকে অনুগ্রহ করেন, তাহলে সেই চন্দ্রদেব তাঁর জ্যোৎস্নায় সেটুকু ছড়িয়ে দিয়ে জ্যোৎস্নার জন্ম সার্থক করবেন ॥ ৪৩ ॥

এ'র মুখ চাঁদের চেয়ে বেশি সুন্দর, এ'র মুখের শোভা চাঁদের জ্যোৎস্নার চেয়ে ঘন। তা কিছুটা বিস্তৃতভাবে আগে ছড়িয়ে পড়েছিল, দ্বিতীয়বার বড়ো বড়ো অনেক বিন্দু হয়েছিল। সেই বিন্দুগুলি তাঁর দু-সারি দাঁত হয়ে আছে ॥ ৪৪ ॥

প্রাতঃকাল ইন্দ্রের দিক্ অর্থাৎ পূর্বদিককে রঞ্জিত করে, ব্রাহ্মণদের পূজা পায় এবং রাত্রিকে প্রভাত করে। ইনিও তেমনি ঐ দাঁতগুলির শোভায় শোভিত হয়ে, ইন্দ্রের পরম অনুরাগ সৃষ্টি করে, তাঁর বিরহের পীড়ায় আমার যে মূর্ছাভাবের রাত্রি, তার প্রাতঃসন্ধ্যারূপে শোভা পাচ্ছেন ॥ ৪৫ ॥

ব্রাহ্মণকুলে বেদজ্ঞ হয়ে, উদ্বেগ, বিষয়ের অনুরাগ ইত্যাদি দূরে হওয়ার ফলে, পবিত্র হয়ে চারজন মুক্তপুরুষ যেমন হয়, তেমনি এই দাঁতের সারির মধ্যে চারটি শ্রেষ্ঠ দাঁত, যেহেতু ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বগৌরব নিয়েছে সুপারির লাল রঙ ইত্যাদি দিয়ে মাজার ফলে সাদা হওয়ায় তাদের চারটি মুক্তা বলে জানতে পারছি[৪] ॥ ৪৬ ॥

ইনি শিরীষ ফুলের চাইতেও কোমল। বিধাতা এ'র যাবতীয় অঙ্গ নির্মাণ করে কোমলতা সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা লাভ করে এ'র কথার মধ্যে মৃদুভাব সৃষ্টি সম্পূর্ণ করেছেন ॥ ৪৭ ॥

যে কোকিল আম্রতরুর কাছ থেকে মুকুল ভিক্ষা করে খায় সে কি এ'র মুখচন্দ্র থেকে কেবল মদনদেবেরই প্রতিপাদক কোনো উপনিষদ্ পড়ে না? ৪৮ ॥

পদ্মের ঘরে একই বিষ্ণুকে আশ্রয় করেছেন যে-সপত্নী লক্ষ্মীদেবী, তাঁকে দেখে তাঁকে জয় করার ইচ্ছায় কি সরস্বতী এ'র মুখচন্দ্রের সেবা করেন, যে-মুখটি পদ্মকে হার মানিয়েছে? ৪৯ ॥

নিপুণ সরস্বতী এ'র কণ্ঠে বাস করে বিপঞ্চী-নামে যে বীণা বাজান, তাই এই হরিণনয়নার মুখের বাণী হয়ে শ্রোতার কানে অমৃতরসের পর্যায়ে পে'ছিয় ॥ ৫০ ॥

সুষমা-রচনা শেষ করে বিধাতা কি এ'র মুখখানি তুলে দেখেছিলেন? কারণ, ধরার জন্যে নিচে চিবুকে আঙুলের ছাপ যেন শোভা পাচ্ছে ॥ ৫১ ॥

চাঁদ রাহুর ভয় কাটিয়ে প্রেয়সীর মুখ হয়ে সুখে বাস করছে। তারই প্রথম কিরণগুলো এ'র বিম্বাধরের শোভা ধারণ করেছে ॥ ৫২ ॥

পূর্ণিমার চাঁদকে জয় করে পরিপূর্ণ হওয়ায় এ'র মুখ কি মহিমান্বিত নয়? তার এক-তৃতীয়াংশ যে কপাল, তা ভ্রূর কলঙ্কচিহ্ন নিয়ে অর্ধেক চাঁদই বটে ॥ ৫৩ ॥

বিধাতা এঁর মুখকে যাবতীয় পদ্মফুলের সম্রাট করে দিয়েছেন। তাই চোখ-নামে দুটি রাজপদ্ম তাঁর সেবা করছে ॥ ৫৪ ॥

যেহেতু দিনে সূর্যের ভয়ে চাঁদ ও রাত্রিতে চাঁদের ভয়ে পদ্ম নিজ নিজ সৌন্দর্য তাঁর মুখে গচ্ছিত রাখে তাই তখন তাদের আর শোভা থাকে না। মুখটি কিন্তু কোনো-না-কোনো একটির শোভায় কখন রমণীয় না থাকে ? ॥ ৫৫ ॥

পদ্ম তার পিতা জলের কাছ থেকে ও চাঁদ তার বন্ধু আয়নার কাছ থেকে এঁর মুখের প্রতিবিম্ব অলঙ্কার হিসেবে চেয়ে নিয়ে কখনো কখনো পরে ॥ ৫৬ ॥

নিজের স্বামী সূর্যের জন্যে মনোভাব প্রকাশ করতে করতে পদ্মিনীরা জলকেলির সময়ে ভ্রমরের চোখে দময়ন্তীর মুখের শোভা দেখে এবং পদ্মের হাত বাড়িয়ে তা ভিক্ষা করে ॥ ৫৭ ॥

এঁর মুখে কুঙ্কুম দিয়ে ক্রোধের রেখা ছড়ানো আছে। তার সঙ্গে সবসময় স্পর্ধা প্রকাশ করছে যে চাঁদ; সে সজোরে বাঁধা পড়ে চন্দ্রমণ্ডলের দড়িতে আটকে থাকে ॥৫৮॥

বিধাতা চাঁদের শত শত বিম্বকে প্রতি মাসে অমাবস্যার রাত্রিতে লোপ করে দিয়ে একশেষ হিসেবে স্থির শোভায় তাঁর ঐ মুখচন্দ্র রচনা করেছেন কি ? ॥ ৫৯ ॥

প্রসাধন-হিসেবে কপোলে যে পত্ররচনা, সেই মকরের পতাকাযোগে দুটি ভ্রূর ধনুক দিয়ে জগৎ জয় করতে ইচ্ছুক হয়ে কামদেব এঁর বসন্তকালের মতো অধর বা মধুর অধরকে প্রিয় বন্ধু পেয়ে এঁর মধ্যেই রতিকে অবলম্বন করে আছেন ॥ ৬০ ॥

তাঁর কান দুটি কি বিধাতার এমন শিল্পসৃষ্টি এবং রতিদেবী ও মদনের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা যায় এমন দুটি পিঠে ? সে-দুটি উৎসর্গ করার জন্যে জল ও ফুল বিরহের অশ্রু ও তাই-তে ভেজা পদ্মের মতো চোখের ছদ্মবেশে আছে ॥ ৬১ ॥

শাস্ত্ররাশির জটিল সারবস্তু সুধাপ্রবাহ হয়ে যে-পথে তাঁর অন্তরে প্রবেশ করে, তাঁর পাপড়ির মতো দুটি কানের সেই পথরেখা কর্ণরন্ধ্রের কূপের দিকে প্রবাহিত হয়েছে ॥ ৬২ ॥

তাঁর দুটি কান যে আঠারোটি বিদ্যাকে দুভাগে ভাগ করে অর্ধেক অর্ধেক ধরে রেখেছে। কানের ভিতরে খোদাই করা গভীর রেখাচিহ্ন কি তারই সংখ্যা নয় ? ॥ ৬৩ ॥

মনে হয়, ঐ কানের লতা দিয়ে তৈরি দুটি শক্ত রশি দিয়ে একটিমাত্র রশির মালিক বরুণকে কামদেব অনায়াসে জয় করে ফেলেছেন ॥ ৬৪ ॥

চারটি হাতের শোভা নিয়ে কামদেবও চতুর্ভুজ বিষ্ণু হয়ে উঠেছেন। তাঁর ভ্রূতে যে দুটি ধনুক, দময়ন্তীর দুটি কানের লতা কি সে দুটির জন্যে বাঁশের ছিলকায় তৈরি সোজা জ্যা হয়েছে ? ॥ ৬৫ ॥

তাঁর এই গলাও অদ্ভুত। কাঁধের পিছন দিকের শোভায় (বটু-তে) শোভিত হয়েও (মাণবক অর্থাৎ) বিশ ছড়ার মুক্তাহারে সুসজ্জিত। আলিঙ্গ্যস্বভাব অবলম্বন করেও ঊর্ধ্বকের সমান অর্থাৎ শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গ মস্তক প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করছে বলে মনে হয় ॥ ৬৬ ॥

বিধাতা এঁর কণ্ঠে কবিত্ব, গান, প্রিয়বচন ও সত্য এই চারটিকে স্থান দিয়েছেন। এই তিনিই গলার তিনটি রেখার মাধ্যমে এগুলির বসবাসের সীমানা ভাগ করে দিয়েছেন ॥ ৬৭ ॥

প্রিয়ার দুটি বাহু পদ্মের মৃণালকে হার মানায়। এই বিরোধে বিজয় সম্বন্ধে

বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু ঐ পরাজিত মৃণালের ভিতরে যে-নির্ব্যথন (অর্থাৎ ব্যথার অভাব বা ছিদ্র) দেখা যায় সেটাই পরম আশ্চর্য ॥ ৬৮ ॥

তাঁর নাভি জলের আবর্তের মতো শুভলক্ষণযুক্ত। তাঁর দুটি কোমল বাহু কি মৃণালদণ্ডকে জয় করেছে? কারণ, অপযশের মূর্তিমান্ বিগ্রহ যে ঘন পাঁক; তাতে তা ডুবে গিয়ে নিরুপায় অবস্থায় আছে ॥ ৬৯ ॥

প্রিয়ার হাত হিঙ্গুলে রাঙানো পদ্মের তূণ। তাঁর হাতের পাঁচটি আঙুলে রক্তিম নখ। আঙুলের ছলে এগুলি হল মদনের পাঁচটি বাণ, যাদের মূলে আছে সোনালি পাখা আর যাদের পর্বগুলো সোজা ॥ ৭০ ॥

যে কচিপাতার শোভা এঁর বাহু স্পর্শ করার লোভ করে মূর্খত্ব প্রমাণ করেছে, আবার অধরের সমান হওয়ার গর্ব করতে গিয়ে সে অত্যন্ত মূর্খ হবে না কেন ? ৭১ ॥

তোমার এই হাত সৃষ্টি করার জন্যে পদ্ম সৃষ্টি হল আমার অভ্যাসমাত্র—এই কথা কি বিধাতা এই হরিণনয়নার হাতের লেখায় পদ্ম এঁকে বলে দিয়েছেন ? ॥ ৭২ ॥

আমার দৃষ্টিগোচর এই দময়ন্তী নর্মদা নদী ; তাঁর দুপাশে লতার মতো দুটি বাহু যেন মৃণালদণ্ড। কামসন্তাপে তাঁর বাল্যজীবন জলের মতো শুকিয়ে যাওয়ার ফলে অন্তরীপরূপে দুটি স্তন কি উপরে উঠেছে ? ॥ ৭৩ ॥

খসে-পড়া তালফল যদি উঠে উঁচুতে থাকে তাহলেও এই কৃশাঙ্গীর দুটি পুষ্ট স্তনকে অনুকরণ করতে পারবে না ? এমনকি উঁচু গাছ আশ্রয় করলেও নয় ॥ ৭৪ ॥

এঁর স্তনের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে প্রসিদ্ধ ঘট শাস্ত্রে দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। এই নির্মাণের জন্যেই মহাভাণ্ড নির্মাতার 'কুম্ভকার' এই প্রসিদ্ধ নাম হয়েছে ॥ ৭৫ ॥

গুচ্ছহারের মুক্তাগুলো অত্যন্ত স্বচ্ছ জলবিন্দুর মতো। তাদের উজ্জ্বল চিহ্ন বিদর্ভরাজকন্যার স্তনে আছে। তাতে মাণিক্যের হারের রক্তিম আভা প্রকটিত হচ্ছে ॥ ৭৬ ॥

নিঃশঙ্কভাবে পদ্মকে সঙ্কুচিত করে দিয়ে এই দময়ন্তীর মুখের চাঁদ উঠেছে। আশ্চর্য ! তবুও স্তনের চকোর-চকোরী এতটুকু বিরহও অনুভব করছে না ৭৭ ॥

এই দুটি স্তন কুম্ভের মতো হাতির মাথায় শোভা ধারণ করছে, কিন্তু হাতির মাথায় এই দুটির শোভা কোথায় ? কারণ, হাতির মাথা ভয়ে মুক্তো ভিতরে লুকিয়ে রাখে, কিন্তু স্তনদুটি মুক্তোর অলঙ্কার স্পষ্ট বাইরে রেখেছে ॥ ৭৮ ॥

যাঁর বাহুপ্রান্তে বজ্র অথবা শতকোটি ধন-সম্পদ, সেই-ইন্দ্র এই দুটি স্তনের প্রার্থী। সে-দুটির যদি তুলনা করতে যায় তো সমস্ত পাকা বেলফল এখন কানাকড়িও লাভ করবে না, অথবা, সমস্ত বেলফল এখন কানাকড়িও লাভ কববে না, বরং পাগল হয়ে যাবে ॥ ৭৯ ॥

এঁর চন্দনচর্চিত স্তনে সব যুবকদের চিত্তের যত স্খলন ঘটেছে তার চিহ্ন হারের রত্নচ্ছটার আকারে পরিস্ফুট হচ্ছে ॥ ৮০ ॥

আশ্চর্য। এই ভীমরাজকন্যার দেহের মধ্যভাগে ক্ষীণ উদরদেশ তিনটি বলিরেখায় আক্রান্ত হয়নি। শুদ্ধ থাকায় মদনের রাজ্যে বা যৌবন-অবস্থায় তা প্রকাশিত হচ্ছে, এও আশ্চর্য ॥ ৮১ ॥

যদি এঁর মধ্যদেশ ক্ষীণ করে বিধাতা কমনীয় অংশ তুলে না রাখতেন, তাহলে অনুপম সৌন্দর্যদীপ্তিতে ভরপুর এই রাজকন্যার যৌবনে স্তনদুটি এখন কী দিয়ে

সৃষ্টি হত ? ॥ ৮২ ॥

এই সুন্দরী সৌভাগ্যবতী গৌরীর মতো এক সময় স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী হবেন এই জন্যেই বুঝি বিধাতা এঁর শরীরের মধ্যভাগে রোম-রেখা দিয়ে নীল সুতো রচনা করেছেন ॥ ৮৩ ॥

আমার চোখের পিপাসা এঁর রোমের রশি, স্তনের কুম্ভ এবং নাভির কূপ দেখে শান্ত হবে ; হায় ! এগুলির যদি বস্ত্রের আচ্ছাদন না থাকে ॥ ৮৪ ॥

মদমত্ত হাতি, ইনি তাঁর বাসস্থান। এঁর নাভি সেই গর্ত যা থেকে বন্ধনদণ্ড তুলে ফেলা হয়েছে, এঁর রোম সেই শৃঙ্খল যা ছিঁড়ে পড়ে আছে আর পুষ্ট স্তন সেই মৃত্তিকাস্তূপ যেখানে মত্তহাতি ঘুমোয় ॥ ৮৫ ॥

রতিপতি কামদেব বীর বটে। দময়ন্তীর কটিদেশ, কপাল ও মাথায় আলাদা আলাদা রোম ভ্রূ ও ফুলে কামদেবের যে জ্যা, ধনুক ও তীর বর্তমান আছে, তা দিয়ে তিনি জয়ী হন, এটা আশ্চর্য ॥ ৮৬ ॥

এঁর পৃষ্ঠদেশ সোনার পাতে রুপোর অক্ষরে লেখা কামদেবের প্রশস্তিফলক। কারণ, তাতে গ্রন্থিবন্ধ কবরীর মল্লিকাফুলের প্রতিবিম্ব প্রবেশ করেছে ॥ ৮৭ ॥

কামদেব তাঁর পিতা বিষ্ণুর সুদর্শনচক্রে জগৎ জয় হতে দেখে কি দময়ন্তীর সহজে-দেখা-যায়-না এমন ঐ দুটি নিতম্ব দিয়ে জগৎ জয় করতে চাইছেন ? ॥ ৮৮ ॥

মনে হয়, কুচকুম্ভ নির্মাণ করে যে যৌবনবেশী কুম্ভকার, তার সহকারী কারণগুলো—যেমন রোমের দণ্ড, নিতম্বের চক্র, সৌন্দর্যের সূত্র ও লাবণ্যের জল এসব—এই বালিকা ধরে রেখেছেন ॥ ৮৯ ॥

এই দময়ন্তীর গোপনাঙ্গ কি অশ্বত্থপাতাকে জয় করার জন্যে খুঁজছে ? নাহলে, কিসের ভয়ে অন্যান্য পাতার চেয়ে এটি বিশেষভাবে কাঁপে ? ॥ ৯০ ॥

এঁর ভ্রূ বিচিত্র রেখায় অঙ্কিত আর অপ্সরা চিত্ররেখার মতো, এঁর নাক তিলফুলের চেয়েও সুন্দর আর তিলোত্তমার মতো উরুদেশ কলার মতো আর অপ্সরা রম্ভার মতো। তাই এই একজনকে দেখলে অনেক অপ্সরাকে দেখার সাধ পূর্ণ হয় ॥ ৯১ ॥

রম্ভাতরু নিজেই নিজের কাণ্ড ও তাঁর উরুদেশ চিহ্নিত করে না কি ? কেননা, উরু ভেবে ভুল করে নিজের উপরে সেই গাছ পাতায় ঢেকে জেগে থাকে ॥ ৯২ ॥

রম্ভাতরু যদি মাথা নিচু করে তপস্যার বলে নিজের অসারতা থেকে মুক্ত হত এবং এঁর উরুর মতো সুন্দর হত তবে তার প্রবল জড়তা থাকত না ; অথবা, প্রবল জড়তা যদি না থাকত, তবে এঁর উরুর মতো সুন্দর হত ॥ ৯৩ ॥

তাঁর দুটি প্রকাণ্ড উরুর কাছে হাতির শুঁড় পরাজিত হয়ে নিজের পদ্মের মতো মুখকে সংকুচিত করার ছলে স্বাভাবিক লজ্জায় লুকোতে থাকে ॥ ৯৪ ॥

এঁর সম্বন্ধে মুনিদেরও মোহ হয় একথা বলতে পারি, কেননা বড়ো জলপ্রপাত তাঁর স্তনের পর্বতের পরিচয় পায় অথবা ভৃগুমুনি তাঁর স্তনের পরিশীলন করেন, তাঁর মুখ নারদকে আনন্দ দেয় এবং মহাভারত সৃষ্টির উপযুক্ত বিস্তার বা ব্যাস(দেব) তাঁর উরুতে আশ্রিত ॥ ৯৫ ॥

এই বিদুষী কি তাঁর জঙ্ঘাদুটিতে ক্রমশ উপরের দিকে[১] স্থূলতার কথা ও বক্ষাধিরূঢ় আলিঙ্গনের কথা জানেন ? তাছাড়া বেষ্টনের কৌশলে যে-বসন তাঁর শরীর ঢেকে রেখেছে তা কি লতাবেষ্টিতক-নামের আলিঙ্গন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ? ॥ ৯৬ ॥

অরুন্ধতী, রতি, লক্ষ্মী, শচী ও ব্রাহ্মী প্রভৃতি নবমাতৃকা—এই তেরো জনের পর চোদ্দসংখ্যক হলেন এই দময়ন্তী, যাঁর অদৃশ্য সিদ্ধি সঙ্গতভাবে জানুচক্রে উপস্থিত হয়েছে ॥ ৯৭ ॥

এঁর পা-দুটি সৌন্দর্যে শ্রেষ্ঠ। তা দেখে তার চাইতে হীনতার কথা বুঝে গাছের নতুন পাতার 'পল্লব' (পদ্ + লব) নাম হয়েছে, মনে হয় ॥ ৯৮ ॥

যেহেতু সৌন্দর্যগর্বে ইনি জগতের সব স্ত্রীলোকের মাথায় পদ্মের মতো পা-দুটি রেখেছেন, তাই তাঁদের ঘন সিঁদুরের রঙে প্রবালের চাইতেও তা লাল রঙের হয়েছে, মনে হয় ॥ ৯৯ ॥

যাবতীয় গুণে যে-ভীমরাজকন্যা লক্ষ্মীকে পরাজিত করেছেন লক্ষ্মী ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে তাঁর পদ বিধাতার কাছে বর চেয়েছেন। কিন্তু তিনি তাঁকে ছলনা করেছেন। কারণ, লক্ষ্মী এঁর অত্যন্ত রাঙা পায়ের শোভা হয়ে শোভা পাচ্ছেন ॥ ১০০ ॥

রাজা যেমন পার্ষ্ণিগ্রাহ অর্থাৎ পিছনের শত্রু-রাজাকে বশীভূত করে যুদ্ধযাত্রা করেন, তেমনি এই তন্বীর চলনে রাজার মতো দুটি পাদপদ্ম নির্জিত পশ্চাদ্দেশ নিয়ে গজশ্রেষ্ঠকে হার মানায়। জানিনা, এই পা-দুখানি কোন্ রাজার নত মস্তক দিয়ে নিজের সেবা করিয়ে নিতে ইচ্ছুক ॥ ১০১ ॥

নিজের যাবতীয় উপমানকে জয় করেছে তাঁর কর্ণ, চক্ষু, অধর, পদ ইত্যাদি অঙ্গসমষ্টি। তাদের অসাধারণত্বের গর্বে ক্রুদ্ধ হয়ে বিধাতা তাঁর দেহেই দ্বিতীয় কর্ণ ইত্যাদি তেমনিভাবে নির্মাণ করেছেন ॥ ১০২ ॥

হিমে নিঃশেষ হয়ে-যাওয়া পদ্মকে আবার সৃষ্টি করার ইচ্ছায় বিধাতার মাধুকরী-তুল্য পদ্মভিক্ষা এখন দময়ন্তীর মুখ, দুটি পা ও দুটি হাত এই পাঁচটির শোভার কাছে হয়েছে ॥ ১০৩ ॥

কামাতুর রাজারা এই দুটি পাদপদ্মে আশ্রয় নেবার জন্যে যতগুলি দিগন্ত থেকে আসবেন, বিধাতাও দুপায়ে ততগুলি আঙুলের রেখা সৃষ্টি করেছেন ॥ ১০৪ ॥

বিধাতা এই প্রিয়ার বন্ধুস্থানীয় যে-চাঁদ, তার ভালো অবস্থা সানন্দে বিধান করেছেন। অন্যথা এঁর পা হয়ে রক্তপদ্ম হওয়ার সৌভাগ্য কীভাবে হল ? ॥ ১০৫ ॥

যিনি যশ, পায়ের বুড়ো আঙুল দুটির দুটি নখ ও মুখ এই চারটি পূর্ণ চাঁদ ধরে রেখেছেন, সেই সুভ্রূ বালিকায় চৌষট্টি কলাবিদ্যা কেন বাস করবে না ? ॥ ১০৬ ॥

বিধাতাই এঁকে বিশ্বের অসাধারণরূপে সৃষ্টি করেছেন, যৌবন তাকে আরও উপরে নিয়ে গিয়েছে, তারপর কামদেব কৌশল শিখিয়ে এঁকে অবাঙ্মনসগোচর অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছেন ॥ ১০৭ ॥

এই ভাবে সেই রাজা নল এই মৃগনয়নার চুল থেকে নখ পর্যন্ত বর্ণনা করে, বিস্ময়ের সাগরে অন্তঃকরণ ভাসিয়ে দিয়ে হৃদয়ে উজ্জ্বল আনন্দ নিয়ে সখীপরিবৃত ভীমরাজকন্যার চোখে পড়ার কৌশল করলেন ॥ ১০৮ ॥

শ্রেষ্ঠ কবিদের মুকুটের অলঙ্কারের হীরার তুল্য শ্রীহীর ও মামল্লদেবী শ্রীহর্ষ-নামে যে জিতেন্দ্রিয় পুত্রকে জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁর 'গৌড়োর্বীশকুলপ্রশস্তিভণিতি'-নামে গ্রন্থের সঙ্গে একই কবির রচিত রমণীয় মহাকাব্য 'নৈষধীয়চরিতে' সপ্তম সর্গ সমাপ্ত হল ॥ ১০৯ ॥

তারপর বিস্ময়ে যাঁর চোখে পলক নেই, রোম পুলকিত, সেই যুবক নলকে ভীম-রাজার কন্যা ও তাঁর সেই সখীরা চোখ ভরে দেখলেন ॥ ১ ॥

দেবতাদের কথা কতদিন এঁকে ঢেকে রাখতে পারে? ঘাস পাতায় ঢাকা থাকলেও আখের চারা নিজেই বেরিয়ে আসে ॥ ২ ॥

দময়ন্তীর কামনায় নলের চোখের দীপ্তি যতক্ষণে তাঁর চোখের কোণ পর্যন্তও যায়, ততক্ষণে এই সুভ্রূ রাজকন্যার প্রত্যেক অঙ্গে মদনের শর প্রান্ত থেকে মূল পর্যন্ত ঢুকে গেল ॥ ৩ ॥

কামদেব পাঁচটি শর নিয়ে সমান বিক্রমে যে একসঙ্গে দুজনকে আক্রমণ করলেন, শরগুলোর অর্ধেক অর্ধেক ভাগ সম্ভব না হলেও কেন যেন তার কমবেশি বিরোধ উপস্থিত হয় নি ॥ ৪ ॥

'উনি নল' এই ভেবে তিনি তাঁর সম্বন্ধে ক্ষণে ক্ষণে অনুরক্ত হলেন, আবার 'এখানে তিনি কোথায়' এই ভেবে উদাস হলেন। এই নলের মনও প্রথমে তাঁকে কেন্দ্র করে চঞ্চল হল, তারপর দূতিয়ালির কথা ভেবে আবার নিরস্ত হল ॥ ৫ ॥

কেউ নলকে দেখে লজ্জা পেলেন, কেউবা তাঁর লাবণ্যে মনে মনে ডুব দিলেন, কোনো মেয়ে তাঁকে স্বয়ং কামদেব ভাবলেন, কেউ বা কামের বশবর্তী হয়ে পড়লেন ॥ ৬ ॥

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সেই ক্ষীণকায়া মেয়েরা আনন্দরসাপ্লুত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না 'আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন?' তাঁরা যেন ওঠবার ইচ্ছেয় মনে মনে উঠে দাঁড়ালেন, নিজ নিজ আসন থেকে নয় ॥ ৭ ॥

মেঘোদয়ের উপযোগী বর্ষাকাল পেলে পার্বত্য নদী যেমন জলের প্রচণ্ড বেগ লাভ করে, তেমনি তাঁকে দেখে ভীমরাজকন্যা আনন্দধারার কী এক স্বাচ্ছন্দ্য পেলেন ॥ ৮ ॥

বহুক্ষণ পর পর পলক পড়ে যদি এঁর জ্ঞানের ধারায় বিচ্ছেদ না ঘটত, তবে এঁর চোখ তাঁর যে-অঙ্গে প্রথমে পড়েছে, তা থেকে অন্য কোনো অঙ্গে যেত না ॥ ৯ ॥

আগে কোনো অঙ্গ দেখার আনন্দে তাঁর অন্য অঙ্গ দেখেও উনি চোখে দেখলেন না। তারপর অন্য অঙ্গ দেখে আগের দেখা অঙ্গ থেকে সরে এসে তা আর মনে রাখতে পারলেন না ॥ ১০ ॥

তাঁর দৃষ্টি স্বভাবত চঞ্চল। সেই নলের একটি অঙ্গ দেখা ছেড়ে অন্য অঙ্গ উপভোগ করার সীমায় পৌঁছেও দুটিকেই দেখবার লোভে বহুক্ষণ তা যাতায়াত করল ॥ ১১ ॥

তাঁর দেখা ও না-দেখা অঙ্গ সতৃষ্ণ চোখে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে ইনি সমান আনন্দ পেলেন, এই বিদর্ভরাজকন্যা দেখা না-দেখার ভেদ বুঝতে পারলেন না ॥ ১২ ॥

খঞ্জন পাখির মতো তাঁর দুটি চোখ সেই নলের ঘন সূক্ষ্ম কেশরাশিতে নিবদ্ধ হয়ে নিশ্চল হল, তার বাঁধন খুলে যেতে পারল না ॥ ১৩ ॥

সেই রাজার পদ্মের মতো মুখ, হাত ও পা দেখে দময়ন্তীর পদ্মের মতো চোখ বহুক্ষণ বন্ধুত্বের আসক্তি ছাড়তে পারল না ॥ ১৪ ॥

সেই সময় আনন্দস্বরূপ হলেও অনির্বচনীয় মোহ প্রবল থাকায় তিনি মুক্তদশার বিশুদ্ধ আনন্দ ও সংসার দশার উল্লাস এই দুই অনুভূতিই লাভ করলেন ॥ ১৫ ॥

নলের রূপধারী এই দূতের বিষয়ে ভাবিষ্যতে অনুরাগিণী হলেও ইনি নিশ্চয়

কলঙ্কিনী হবেন না এই ভেবে সেই বিধাতা নলের দেহের ইন্দ্রজাল দিয়ে স্বয়ং ইন্দ্রকে এঁর কাছে দূত নিযুক্ত করেন নি ॥ ১৬ ॥

কেবল পুণ্যকাজেই কোন্ মুনির মন থাকে? কারণ, পাপের দিকে তা যে ধাবিত হয়, তার প্রমাণ আছে। করুণাময় পরমেশ্বর পাপচিন্তায়-মগ্ন-থাকা ভক্তের মনকে নিবৃত্ত করেন ॥ ১৭ ॥

কামোন্মত্ত অবস্থায় তিনি অলীক-দেখা নলকে ঘিরে যেমন শালীনতাবশতঃ মৌনী ছিলেন না, তেমনিভাবেই সত্যিকার নল সম্বন্ধেও মৌন ভাব অবলম্বন করেন নি। মোহগ্রস্ত ব্যক্তিদের সত্য-মিথ্যা বিচার কোথায় থাকে? ॥ ১৮ ॥

তারপর সখীরা ভয়ে চুপ করে থাকলে তিনি মনোভাব গোপনের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে, চাঁদের মতো মুখটি নামিয়ে, স্খলিত কণ্ঠস্বরে নিজেই তাঁকে বললেন ॥ ১৯ ॥

আচারে অভিজ্ঞ ব্যক্তির অতিথিদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে, শিরোভূষণের ছটায় পাদোদকের ব্যবস্থা করে, প্রিয়বচনের রসধারায় মধুপর্কের প্রয়োজনীয় তৃপ্তি বিধান করা উচিত ॥ ২০ ॥

সদাচার দিয়ে নিজের শরীরকেও তৃণের মতো দান করা উচিত, নিজের বসবার জায়গা ছেড়ে দেওয়া উচিত, অন্তত আনন্দাশ্রু দিয়ে জলদান করা উচিত, মধুর কথায় কুশল জিজ্ঞাসা করা উচিত ॥ ২১ ॥

পাদোদক তাড়াতাড়ি না আনলে অপরাধের আশঙ্কা থাকে। তাই ততক্ষণ হাত জোড় করে নিজেকে সম্মুখে উপস্থিত রাখার সরল আচরণ করতে হয় ॥ ২২ ॥

আমি আগেই নিজের আসন ছেড়ে দিয়েছি। যদি তা অযোগ্য হয় অথবা যদি অন্যত্র যাওয়ার ইচ্ছেও থাকে, তবু ক্ষণিকের জন্যে কি তাকে অলঙ্কৃত করবেন না? ॥ ২৩ ॥

আপনার পা-দুখানি শিরীষ-ফুলের কোমলতার গর্ব খর্ব করে। হায়, আপনার নির্দয় মন এই দুটিকে কতদূর কষ্ট করাতে চায়? ২৪ ॥

আজ কোন্ দেশকে আপনি বসন্তকালহীন বনের মতো রিক্ত দশায় ফেলেছেন? আপনার সাহচর্যে আপনার যে-নাম কৃতার্থ হয়েছে, তা কি এই ব্যক্তির (অর্থাৎ আমার) শোনবার মতো নয়? ২৫ ॥

এই সুরক্ষিত স্থানে যে আপনার প্রবেশ ঘটেছে, এটা কি সমুদ্র অতিক্রম করা নয়? এই দুঃসাহসের কী উদ্দেশ্য তা এখনও বুঝতে পারছি না ॥ ২৬ ॥

এখানে আমার দুটি চোখের পুণ্যকর্মকেই আপনার প্রবেশের হেতু মনে করছি। যেহেতু, যে-আপনি শরীরের দিক দিয়ে কামদেবকে পরাস্ত করেছেন, তিনি রক্ষী পুরুষদের চোখে না পড়ে আমার এই দুটি চোখের তৃষ্ণা মেটাচ্ছেন ॥ ২৭ ॥

যেমন আপনার অসাধারণ আকৃতি, যেমন আপনার দ্বারপালদের অন্ধ করে দেওয়ার শক্তি, আপনি যেমন সোনার চেয়ে বেশি উজ্জ্বলতায় শোভিত, তাতে আপনি দেবতাদের সমগোত্রীয় ॥ ২৮ ॥

আপনি কামদেব নন, কেননা তাঁর শরীর নেই। আপনি অশ্বিনীকুমারও নন, কারণ, তিনি অদ্বিতীয় নন। অথবা অন্য চিহ্ন দিয়ে কী হবে? আপনার এই সৌন্দর্যই তাঁদের থেকে আপনার পৃথক বৈশিষ্ট্য ॥ ২৯ ॥

হে পুরুষ! আপনি দর্শন দিয়ে জগৎকে পরিতৃপ্ত করেছেন। যে-বংশ আপনার

মতো অমৃতরশ্মির জন্ম দিয়েছে, সে কোন্ বংশ যা সমুদ্রের সঙ্গে রীতিমতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ছুটে যায় ? ৩০ ॥

রক্ষী-পুরুষদের চোখ বন্ধ করে দেওয়ায় রম্যমূর্তি নলকে সেই বালিকা দেবতা ভাবলেন এবং আতিথ্যের উপযোগী প্রিয়কথার ছলে বস্তুত সেই প্রিয়জনের সৌন্দর্যের আরও প্রশংসা করলেন ॥ ৩১ ॥

সমধিক গুণের বিষয়ে যদি মৌনী থাকা হয়, তবে তা বাক্যের এমন ব্যর্থতা, যা কাঁটার মতো অসহ্য। অল্প অল্প কথা বললেও দুর্জনের স্বভাব প্রকাশ পায়। তাই চারণ বলে ভুল হয় তো তাই হোক্ ॥ ৩২ ॥

যেহেতু কামদেব রুদ্রের ক্রুদ্ধ চোখের অগ্নিকুণ্ডে নিজের ইন্দ্রিয়গুলোর আশ্রয় শরীরটিকে আহুতি দিয়েছেন, তাই মনে হয়, তিনি পুণ্যফলে আবার জন্ম নিয়ে আপনার রূপ লাভ করেছেন ॥ ৩৩ ॥

সৌন্দর্যের গৌরবে যিনি কৈলাসপর্বত জয় করেছিলেন, সহসা সৌন্দর্য কেড়ে নিয়ে আপনি সেই পুরূরবার মাথা লজ্জায় হেঁট করে দিয়েছেন, অশ্বিনীকুমার দুজনকে অশ্রুব্যাকুল করেছেন, মদনদেবের রূপের গর্ব চূর্ণ করেছেন ॥ ৩৪ ॥

শ্বেতহংসের সারিগুলোকে আপনার সৌন্দর্য-কীর্তিরই অসার চঞ্চল ভূষি বলে মনে করি। তাই তারা ঠিকই উড়ে গিয়ে পড়ে এবং নদী ও পুকুরের জলে চারদিকে ভেসে বেড়ায় ॥ ৩৫ ॥

আপনার পায়ের বুড়ো আঙুলে যে-সৌন্দর্য আছে, কামদেব নিশ্চয় তাও পান নি। তাই তাঁকে যিনি জয় করেছেন তাঁর অর্ধেক চাঁদ এই নখচিহ্নের আকারে থেকে গিয়েছে ॥ ৩৬ ॥

দ্বিজরাজ চাঁদ প্রতিমাসে ভিন্ন ভিন্ন হয়। তার পরিপূর্ণ শরীর তপস্যায় ক্ষীণ করে, অমাবস্যায় অদৃশ্য হয়ে, সে কি আপনার মুখের সঙ্গে এক হয়ে যায় ? ৩৭ ॥

আপনার চোখ-দুটিকে বিধাতা বহুবর্ণে চিত্রিত করেছেন। তিনি কি কৃষ্ণসার হরিণের চোখ দুটির কাছে গর্তের মতো দাগের ছলে তাকে অর্ধচন্দ্র (অর্থাৎ গলাধাক্কা) দিয়েছেন ? ৩৮ ॥

যখন আপনার ভ্রূ নির্মাণের জন্যে নিজের ধনুক দিয়ে দেওয়ায় কামদেব মোহে মুগ্ধ হয়ে পড়েছেন, আপনার সুন্দর দেহের জন্যে নয়, তখন যেহেতু আপনার ভ্রূ-ভঙ্গিতেই পরাস্ত হওয়ার মতো হয়েছেন, তাই এই রূপের কাছেও তিনি পরাস্ত হওয়ার যোগ্য ॥ ৩৯ ॥

আপনার মুখচন্দ্রে দেখবার মতো দুটি চোখ যেন চন্দ্ররূপে যে-মৃগ কল্পনীয় তার হরিণের চোখ। আর আপনার কেশরাশি যেন সেই হরিণেরই পুচ্ছের চামরগুচ্ছ ॥ ৪০ ॥

ভগবান্ শিব অঙ্গহীন করে দেওয়ায় কামদেব অদৃশ্য, এই পুরোনো কথা থাক্। আপনার দৈহিক সৌন্দর্যে তিনি অদৃশ্য, এই নতুন কথাই সার বস্তু ॥ ৪১ ॥

আপনি জগতের সৌন্দর্যের সারবস্তু তুলে নেওয়ায় চাঁদ কণাগুলো কুড়োবার বৃত্তি অবলম্বন করেছে ; তাতেই মহেশ্বর সেই নতুন চাঁদকে দ্বিজরাজরূপে মাথায় আশ্রয় দিয়েছেন ॥ ৪২ ॥

মহেশ্বরের হাতে মদনের দেহ ভস্ম হওয়া থেকে শুরু করে পৃথিবী সৌন্দর্যে

দরিদ্র হয়ে পড়েছিল। আপনার দেহশিল্প বহুদিন নির্মাণ করে মহেশ্বর জগৎকে অনুকম্পা দেখিয়েছেন দেখছি ॥ ৪৩ ॥

যদি আপনি মানুষ হন তবে পৃথিবী কৃতার্থ, যদি কোনো দেবতা হন তবে স্বর্গ জয়ী হয়েছে, আর যদি আপনি নাগকুল অলঙ্কৃত করে থাকেন, তবে অধোদেশে থেকেও নাগলোক কার উপরে নয় ? ৪৪ ॥

আপনি সমুদ্রের গাম্ভীর্য ও মহত্ত্বের চিহ্ন নিয়ে নেওয়ায় সে অগস্ত্যের এক চুমুকের মাপে শেষ হয়েছিল,—আপনার কথা ভাবলে আমার মন তাতে কোনো ঘোরতর ত্রুটি দেখে না ॥ ৪৫ ॥

আমি জানি, সংসারসমুদ্রে বীরসেনের পুত্র নল আপনার প্রতিবিম্বরূপে বর্তমান। আসল ও তার প্রতিবিম্ব বাদ দিলে বিধাতার একরকম সৃষ্টি কখনো দেখা যায় না ॥ ৪৬ ॥

পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি এত বড়ো পুণ্য করেছেন যাঁর জন্যে আপনার দুটি চরণ পথের ধুলোয় পদ্মের মালা রচনা করছে ? ৪৭ ॥

আমার বুদ্ধি সন্দেহের দোলায় চড়ে কী কী বলছে জানি না। আপনি কোনো ধন্য ব্যক্তির অতিথি। অথবা, অলীক সম্ভাবনার কথায় কাজ নেই ॥ ৪৮ ॥

আপনার রূপসৃষ্টি দেখে আমার চোখের জন্ম সফলই হল। যদি তাদের কথার প্রসাদ বিতরণ করেন, তবে আমার কানদুটি কি সে অমৃতের আদর করবে না ? ৪৯ ॥

তাঁর অধর যেন বন্ধুক ফুলের ধনুক। তা থেকে ছাড়া পেয়ে মদনের পঞ্চ বাণ এইরকম মধুরসবর্ষী বাণীর আকারে তাঁর কানের পথে মনে প্রবেশ করল ॥ ৫০ ॥

প্রেয়সীর মুখ থেকে প্রিয়বাক্য শুনে তিনি মজ্জা পর্যন্ত অমৃত ধারায় ডুবে গেলেন। শত্রুর মুখ থেকেও যে-প্রশংসা ভালো লাগে, প্রিয়জনের মুখে তার মিষ্টতা কি অপরিমেয় নয় ? ৫১ ॥

মানুষের-দেওয়া জলাঞ্জলির পুজো নিতে সূর্য যেমন পূর্বাচলে ওঠে, তেমনি সেই দময়ন্তীর অতিথিসৎকার মেনে নিয়ে তিনি তাঁর সখীর আসনে বসলেন ॥ ৫২ ॥

সেই ভীমরাজকন্যাকে যুদ্ধভূমি করে তাঁর ধৈর্য ও কাম যুদ্ধ করল। সে-যুদ্ধে কামের ধনুক মাঝখানে ভেঙে দময়ন্তীর দুটি ভ্রু হয়ে তাদের জয় ও পরাজয়ের কথা ঘোষণা করে দিল ॥ ৫৩ ॥

তারপর তাঁর কথার বীণায় প্রশংসিত হয়েও তিনি ধৈর্য ধরে কামের নির্দেশ উপেক্ষা করে বলতে লাগলেন। সজ্জনদের অন্তঃকরণ বিবেকের শত ধারায় ধৌত হয়, কাম তাকে কলুষিত করে না ॥ ৫৪ ॥

ইন্দ্রের কথা সমাদরের সঙ্গে প্রাণের মতো অন্তরে বহন করে আমি দিক্‌পতিদের সভা থেকে আসছি। আমাকে আপনারই অতিথি বলে জানবেন ॥ ৫৫ ॥

অতিথিসৎকার হয়েছে। এবার থামুন। বসুন। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কেন ? আমার যে-দূতিয়ালি সফল করতে হবে তাই হবে বড়ো অতিথিসৎকার ॥ ৫৬ ॥

ভদ্রে ! আপনার শরীরের কুশল তো ? আপনার মন প্রসন্ন তো ? বিলম্বে কাজ নেই। আপনার চোখ কান পর্যন্ত বিস্তৃত। আপনি আমার কথা শুনুন ॥ ৫৭ ॥

কুমারী-অবস্থা থেকে আপনার যাবতীয় গুণগুলি দেবরাজ ইন্দ্র, জলাধিপতি বরুণ, অগ্নি ও সূর্যপুত্র যম এই দিক্‌পতিদের আকৃষ্ট করছে ॥ ৫৮ ॥

আপনি শৈশব ও যৌবনের রাজ্যের মধ্যভাগে আছেন। আপনাকে কেন্দ্র করে তাঁদের মন বহুকাল ঘুরে ঘুরে খেদ ভোগ করছে। সৌন্দর্যচোর মদন তাঁদের মনের ধৈর্যের সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়েছেন ॥ ৫৯ ॥

তাঁদের হৃদয়ে এখন কেবল আপনার আশা ও দিক্ বেড়ে চলেছে। পূর্ব দিক্ প্রভৃতি আপন আপন পত্নীরা আগের মতো উদার শরীর নিয়ে বিলাস জাগাচ্ছেন না ॥ ৬০ ॥

হে তন্বী! আপনার এই যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে আপনার জন্যে ইন্দ্রের প্রেমও অচ্ছেদ্য হয়েছে আর পুষ্পধনুর ধনুকের গুণ চরম পর্যায়ে পেঁছেছে ॥ ৬১ ॥

ইন্দ্র আপনার বিরহ বহন করছেন। সূর্য পূর্বদিকে গেলে তাপে ও রূপে তাকে চাঁদ ভেবে নিয়ে অন্যের অপরাধের জন্যে ক্রোধে চোখগুলোকে রক্তবর্ণ করে ফেলেন ॥ ৬২ ॥

কেবল তিনটি চোখ দিয়ে ক্রোধে কামের এমন অবস্থা করা হয়েছিল যা তিনি আজও সামলাতে পারেন নি। জানি না, আজ হাজার চোখ নিয়ে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হলে সেই কামদেব কোন্ অবস্থায় পেঁছবেন ? ৬৩ ॥

কেবল কোকিলের কূজন করার অপরাধে সেই ইন্দ্র নন্দনকাননেও আনন্দ পান না, শিবের মাথায় চন্দ্রকলা থাকার অপরাধে তিনি শিবের আরাধনাও করছেন না ॥ ৬৪ ॥

কামদেবের ফুলের বাণগুলি ইন্দ্রের চোখের সামনে দিকগুলিকে পরাগে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেয়, আর কোকিলের ঠোঁটদুটি পূর্ণিমা রাত্রিতেও কুহুশব্দ করে অমাবস্যা ঘোষণা করায় সত্যবাদী হয়ে ওঠে ॥ ৬৫ ॥

পুষ্পবাণ দিয়ে যে-মদন কষ্ট দিচ্ছেন তাঁর যদি শিবের প্রসাদে অঙ্গহীন দশা অভেদ্য বর্ম হিসেবে না থাকত, তবে হায়, সেই ইন্দ্র কি বজ্র দিয়ে তাঁকে কেবল স্মরণের বিষয়রূপে অবশিষ্ট রাখতেন না ? ॥ ৬৬ ॥

কল্পবৃক্ষগলি অন্যদের অভাব দূর করে। কিন্তু সেগুলিও দরিদ্র হয়ে পড়েছে। কারণ, আপনার বিরহে তিনি ধৈর্যহীন হওয়ায় তাঁর নানা শীতল শয্যা তৈরি করতে নতুন পাতাগুলি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে ॥ ৬৭ ॥

কামদেবের ধনুকের গুণ টানার শব্দে দেবরাজের দুটি কান বধির হয়ে পড়েছে। কামের মোহনিদ্রা থেকে জাগাতে পারে এমন কথাবার্তা তিনি গুরু বৃহস্পতির কাছ থেকে কীভাবে শুনবেন ? ॥ ৬৮ ॥

তাঁর কামঘটিত সন্তাপ উপশম করার জন্যে মধুর বসন্ত ঋতুতে স্বর্নদীর পদ্মগুলির মৃণাল পর্যন্ত নষ্ট করে ফেলা হয়, তারা শীত ঋতুকেই বরং ভালবাসতে থাকুক ॥ ৬৯ ॥

হে দময়ন্তী! ইন্দ্রের সেই তৃষ্ণা জগতে অগ্রগণ্য। যিনি চোখের সমুদ্র, তিনি আপনার চোখের এক-তৃতীয়াংশ কটাক্ষের লোভে কষ্ট সহ্য করছেন ॥ ৭০ ॥

হে দময়ন্তী! অগ্নিহোত্রীরা অষ্টমূর্তি শিবের যে দেদীপ্যমান অগ্নিরূপকে সর্বদা উপাসনা করেন, সেই দিক্‌পতিও কামবশে আপনার দাস হতে চেয়েছেন ॥ ৭১ ॥

আপনাকে উপলক্ষ্য করে কামদেব অগ্নিকে সন্তাপ দিয়ে এমন বিনীত করে দিয়েছেন যে নিজে সন্তাপ ভোগ করে তিনি আর অন্যকে সন্তাপ দেবেন না ॥ ৭২ ॥

যে পঞ্চবাণ মদন শিবের চোখের সেই আগুনে দগ্ধ হয়েছিলেন, তিনি আপনার

চোখে বাস করে তাঁকে জ্বালা দিয়ে শত্রু নির্যাতনের মাধ্যমে প্রতিশোধ নিচ্ছেন ॥ ৭৩ ॥

বিরহদশায় সোম অর্থাৎ চাঁদের প্রতি কুপিত হয়ে তিনি আহুতি-দেওয়া সোমরস পান করেন। জগতে যাতে শত্রুর নামও আছে, কোন্ তেজস্বী তাকে সহ্য করেন ? ॥ ৭৪ ॥

আপনার জন্যে পুষ্পধনু মদনের অজস্র শরে আক্রান্ত হয়ে ইনি অর্চনাকারীদের দেওয়া ফুলকেও ভয় পান ॥ ৭৫ ॥

তাঁর বুক কামাগ্নির ইন্ধন। তাতে শেওলার দলার বিচিত্রবর্ণ নতুন পাতা চাপা দেওয়া হয়েছে। কামাগ্নির ধূমোচ্ছাদিত শিখাগুলোর মতো তা শোভা পায় ॥ ৭৬ ॥

পদ্মের বন্ধু সূর্য যাঁকে পুত্ররূপে পেয়েছেন, চন্দনের গন্ধে সুরভিত দক্ষিণ দিক্ যাঁর প্রিয়তমা, সেই সূর্যপুত্র যমও আপনারই জন্যে কামাগ্নিতে জ্বলছেন ॥ ৭৭ ॥

তিনি কামাগ্নির ইন্ধন। মলয়পর্বত তার পাতার হাত জ্বলে গেলেও তা দিয়ে তাঁকে সেবা করে। যে যাঁর দিক বা অনুরাগ অবলম্বন করে থাকে, সে কষ্টে পড়লেও তাঁর সেবা করা বন্ধ করে না ॥ ৭৮ ?

আপনার বিরহে তিনি শরীরের পাণ্ডুবর্ণ অঙ্গগুলি ধরে রেখেছেন। সেগুলো বুঝি কামের কীর্তিতে সাদা হয়ে গিয়েছে, তাঁর বাহুর শক্তিতে সন্তাপগ্রস্ত হয়েছে, প্রচণ্ড জ্বরে জর্জর হয়েছে ॥ ৭৯ ॥

হে তন্বী! কুংকুম দিয়ে শরীরের অনুলেপন করে যে-পশ্চিমদিক, তার পতি যিনি তিনিও তাঁর মনকে তখন আপনার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন, যখন সেই পথিক মন গিয়ে আর ফিরল না ॥ ৮০ ॥

কামসন্তাপে অসুস্থ হয়ে সমুদ্রগুলির আপন স্বামীরূপে তার অন্তরে বর্তমান থেকে এবং জলপতি হয়েও বরুণ সমুদ্রদের যেমন তাপ দিয়েছিল, ক্ষুধার্ত বাড়বাগ্নি তেমন তাপ দেয় নি ॥ ৮১ ॥

যেহেতু শীতল গুণ থাকা সত্ত্বেও কাঁচ মৃণাল আপনার কোমল বাহুলতায় থাকবার স্মৃতি দিয়ে মালা গাঁথে, তাই এই দুর্বিনীত (মৃণালদণ্ড) উল্টে তাঁর আশ্রিত হয়ে বেশি তাপ দেয় ॥ ৮২ ॥

তারপর সন্তপ্ত বুকের উপরে তিনি যে-মৃণালের খণ্ড রাখেন তা তাঁর হৃদয়ে গেঁথে যাওয়া মদনের বাণগুলোর জন্যে ক্ষণিকের মধ্যে শতচ্ছিদ্র হয়ে পড়ে ॥ ৮৩ ॥

আপনাকে অব্যর্থ অস্ত্ররূপে পেয়ে মদান্ধ অবস্থায় উচ্ছৃংখল চপলতায় কামদেব ত্রিভুবনের কুলতিলকদের এইভাবে যথেচ্ছ বিক্রম দেখাচ্ছেন ॥ ৮৪ ॥

হে দময়ন্তী! আগামীকাল আপনার স্বয়ংবর হবে এই সংবাদ অমৃতরসের শ্রেষ্ঠ ধারার মতো পরিতৃপ্তি দিতে দিতে সেই দেবলোকবাসীদের কানে পেঁৗছেছে ॥ ৮৫ ॥

সপত্নী ঘটবার দুঃখে নিজ নিজ পত্নীর নাসাপথে যে তীব্র দীর্ঘশ্বাস পড়েছে, তার সঙ্গে কামের প্রভাবজনিত আগুনের তাপে পীড়িত হয়ে দিক্‌পতি দেবতারা তারপর বেরিয়ে পড়েছেন ॥ ৮৬ ।

পাথেয় হিসেবে অমৃতের উপযোগিতা অস্বীকার করে তার চেয়েও সুস্বাদু, আপনার বিষয়ে এমন অভিলাষ নিয়ে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দূর করে তাঁরা অনায়াসে পথে চলেছেন ॥ ৮৭ ॥

আপনার জন্যে প্রিয়-পত্নীদের কামশরের দাবদাহে ফেলে দিয়ে সেই দেবশ্রেষ্ঠরা

এই রাজ্যে পদার্পণ করার অনুগ্রহ দেখিয়েছেন ॥ ৮৮ ॥

কাছাকাছি জায়গা অলঙ্কৃত করে এই দেবতারা আপনার উদ্দেশ্যে বার্তা নির্দেশ করে আমাকে সচল পত্রে পরিণত করেছেন ॥ ৮৯ ॥

এঁদের প্রত্যেকেই আপনার সুডোল স্তন পীড়িত করা যায় এমন আলিঙ্গন জানিয়ে আপনাকে বার্তা পাঠিয়েছেন।—আমরা ব্যাধের তুল্য মদনের অস্ত্রে মূর্ছিত; আপনি আমাদের সুখের জন্যে বিশল্যকরণী হোন ॥ ৯০ ॥

আমাদের আপন কটাক্ষদৃষ্টি আপনার লাবণ্য পান করতে ইচ্ছুক। কেবল ইচ্ছাপূরণের আশ্বাস দিয়ে আমরা কতদিন তাকে বঞ্চনা করব, বলুন ॥ ৯১ ॥

আমরা সূর্যসমষ্টি। আপনি আপনার দুটি হাতে তার মধ্যে সূর্যমণ্ডল রচনা করুন। প্রসন্ন হোন। আপনার অঙ্গ মদনের লীলালহরীতে শীতল। তা দিয়ে তাপ দূর করুন ॥ ৯২ ॥

আমাদের দয়া করুন। চণ্ডাল মদনের অদৃশ্য শরগুলো দিয়ে এইভাবে আমাদের মারবেন না। আমরা বরং আপনার প্রেমরসে পবিত্র, তীক্ষ্ন কটাক্ষের বাণে বিদ্ধ হয়ে মরব ॥ ৯৩ ॥

এক হাজারের বেশি প্রাণ আপনাকে কামনা করে করুক। কিন্তু আমাদের প্রাণ আপনার চরণের প্রসাদের অধীন। যদি এর মধ্যে কোনো কপটতা আশঙ্কা করেন, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে কামই তার সাক্ষী দেবে ॥ ৯৪ ॥

আমাদের হৃদয়ের মধ্যভাগ বহুদিন থেকে আপনার অধিষ্ঠানক্ষেত্র। লক্ষ্মী যেমন মুরারি বিষ্ণুর বক্ষোদেশ অলঙ্কৃত করেন, তেমনি এখন আমাদের হৃদয়ের বহির্ভাগ আপনি অলঙ্কৃত করুন ॥ ৯৫ ॥

আপনার হৃদয়ে যদি দয়ার উদ্রেক হয়ে থাকে, তবে স্বর্গভূমি অলঙ্কৃত করুন। বিলম্বে কী ফল? যদি নিজের জন্মভূমি এই পৃথিবীতে সন্তুষ্ট থাকেন, তবে পৃথিবীকেই স্বর্গ করে তুলব ॥ ৯৬ ॥

হে তন্বী! আপনি প্রতিদিন জলপদ্মে যে পূজা করেন তা আমাদের সুখী করছে না। আপনাকে প্রসন্ন করার জন্যে আমরা মাথা নত করলে আপনার দুটি পাদপদ্ম দিয়ে আমাদের পূজা হোক্ ॥ ৯৭ ॥

হে চারুনয়না! আপনি উপাসনাকালে যে-সোনা ছড়ান তা দিয়ে কী করব? আপনার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সোনার দর্প চূর্ণ করেছে। আমাদের হাত তাই ভিক্ষা চাইছে ॥ ৯৮ ॥

হে কন্যা! আপনার ভ্রূ মদনের ধনুকের সঙ্গে এক বংশে উৎপন্ন। হলুদ রঙের সোনা দুর্বিনীত হয়ে আপনার দেহের গৌরবর্ণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। আমরা স্বর্ণকারের মতো তাকে পুড়িয়ে ফেলব ॥ ৯৯ ॥

আপনার জন্যে অমৃতের সরোবরগুলিতে আমাদের কামসন্তাপের উপশম হচ্ছে না, অপ্সরাদের কথা কী বলব? কিন্তু কামশরের মধুকণার মতো আপনার মমতাসূচক কথায় তা শান্ত হবে ॥ ১০০ ॥

হে তন্বী! আপনার কথার টুকরো কি মিষ্টান্নখণ্ড হয়েছে? কথার পথের বালুকণা কি চিনি হয়েছে? কথার ভঙ্গির রসে জলাভূমিতে যে-তৃণ জন্মায়, তাই কি চতুর্দিকে ইক্ষু-নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে? ॥ ১০১ ॥

যেহেতু আপনার মুখে সাক্ষাৎ অমৃতের অধর বর্তমান, তাই আপনাকে কী দেব ? আপনার মুখ নিজেই চাঁদকে পরাজিত করে চাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট যজ্ঞভাগ ভোগ করবে ॥ ১০২ ॥

প্রিয়ে ! আমাদের কাছ থেকে অমরত্ব লাভ করুন—আমাদের এমন কথা বলা কি লজ্জাকর নয় ? কারণ, আপনার পাদপদ্মে আশ্রয় নিয়েই স্বয়ং আমরা বাঁচতে চাইছি ॥ ১০৩ ॥

কাম-নামে এই অপমৃত্যু থেকে আমাদের রক্ষা করতে প্রসিদ্ধ সুধারসও সক্ষম নয়। তার চেয়েও বেশি আপনার অধর আমাদের পান করতে দিন। প্রসন্ন হোন ॥ ১০৪ ॥

হে তন্বী ! ধনুক, শর ও মকরের পতাকাসহ কামদেব দগ্ধ হয়েছিলেন। আপনার প্রসন্নতায় আমাদের ও আপনার মনে জন্ম নিয়ে তিনি আমাদের মানসপুত্র ও আনন্দের কারণ হোন। আপনার দুটি ভ্রূ তাঁর ধনুক হোক, আপনার শুভ্র স্মিতহাস্য তাঁর বিজয়ী তীর হোক, পুঁটিমাছের মতো চঞ্চল আপনার দুটি চোখের যোগে তাঁর মৎস্যচিহ্নিত পতাকার চিহ্ন আঁকা হোক ॥ ১০৫ ॥

হে তন্বী ! প্রতি রাতে স্বপ্নে আপনাকে পাই। আপনার সৌন্দর্যে আমাদের কটাক্ষ মগ্ন, আপনার গানের অমৃতসাগরে আমাদের দুটি কান মগ্ন, ফুলের মতো দেহের কোমলতায় ত্বগিন্দ্রিয় মগ্ন, নিঃশ্বাসের সুগন্ধে নাসিকা মগ্ন অধরের মধুতে রসনা মগ্ন, চরিত্রে অন্তর মগ্ন। তাই আমাদের হরিণের মতো কোন্ ইন্দ্রিয়গুলোকে আপনি পাশবদ্ধ করেন নি ? ॥ ১০৬ ॥

এই হল দেবতাদের কথার মালা। আমার পত্রে চিঠিতে তা ধরে নিয়ে আমি পত্রবাহক হয়েছি। আমার দূতিয়ালি সফল করুন। এই দিক্‌পতিদের মধ্যে একজনকে আপনি নিজে বেছে নিয়ে বরণ করুন ॥ ১০৭ ॥

হে কন্যা ! আপনার মধ্যদেশ কৃশ। কামমগ্ন ইন্দ্রকে আনন্দ দিন। অথবা, অভিনব ক্রীড়া দিয়ে অগ্নিকে উদ্ধার করুন। অথবা অনুকম্পা করে যমকে মন দিন। যদি তা না হয় তাহলে বরুণকে বরণ করুন ॥ ১০৮ ॥

শ্রেষ্ঠ কবিদের মুকুটের অলঙ্কারের হীরার মতো শ্রীহীর ও মামল্লদেবী শ্রীহর্ষ-নামে যে জিতেন্দ্রিয় পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁর রচিত বীরসেনের পুত্র নলের চরিতাশ্রিত কাব্যটি কবিদের না-দেখা পথের নিত্য পথিক। তাতে স্বভাবোজ্জ্বল অষ্টম সর্গটি সমাপ্ত হল ॥ ১০৯ ॥

× × × × × × × × × × × × × × নবম সর্গ × × × × × × × × × × × × × ×

সেই দময়ন্তী নেত্র ও ভ্রূ-সংকোচনের ইঙ্গিতে স্পষ্ট অনিচ্ছা প্রকাশ করতে উৎসুক হয়ে কেবল নলের কথা শোনার আগ্রহে দিক্‌পতি দেবতাদের বার্তা শুনলেন, তাঁদের গৌরবের জন্যে নয় ॥ ১ ॥

দিক্‌পতিদের বার্তারূপে যে-কথা নল নিবেদন করলেন, তা যেন না শুনে বিদর্ভরাজকন্যা পৃথিবীতে চাঁদের মতো সেই নলকে বললেন ॥ ২ ॥

শুনুন ! আমি আপনাকে কুল ও নাম জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তা না বলে অন্য

কথা কেন বললেন ? এ-বিষয়ে আমাকে উত্তর দেওয়া আপনার বাকি আছে। আপনার এই ঋণীর দশা কি লজ্জাকর নয় ? ॥ ৩ ॥

আমার প্রশ্নের উত্তরে আপনার কথা কোথাও অপ্রকাশিত, কোথাও বা প্রকাশিত হয়ে জল, কোথাও প্রকাশিত কোথাও অপ্রকাশিত এমন সরস্বতী নদী এবং কথাকে জয় করতে চাইছে ॥ ৪ ॥

আপনার কথা কানের অমৃতের মতো শুনেছি। কিন্তু আপনার নাম শোনবার ইচ্ছে কমে নি। জলেই পিপাসার নিবৃত্তি হয়, বেশি দুধ বা মধুতে তা কখনও হয় না ॥ ৫ ॥

অন্ধকার দূর করতে পারেন, আপনার মতো এমন নায়করত্নকে কোন্ বংশ ধারণ করছে ? অন্যের মতো সাধারণ বুঝলে তাকে অপমান করা হয়। আপনার জন্যে মহান্ সেই বংশকে সম্মান করতে আমি উৎসাহী ॥ ৬ ॥

গ্রীষ্মের শেষে চিৎকার করে থেমে যাওয়ার পর চাতকপাখিদের বর্ষোন্মুখ মেঘ যেমন করে, তেমনি, পূর্বোক্ত কথা বলে তিনি থামবার পর সেই রাজা তাঁকে কথা বলে অত্যন্ত অনুগৃহীত করলেন ॥ ৭ ॥

শুনুন। ঐ দুটি বিষয় (নাম ও কুল) বিশেষ প্রয়োজনীয় নয়। তার সম্বন্ধে আমার জিহ্বা উদাসীনই ছিল। বাড়তি কথা ও তাতে বক্তব্যশূন্যতা কথার বিষ। বাগ্মিতা বলতে তো পরিমিত সার কথাই বোঝায় ॥ ৮ ॥

আমার নামে কোন্ কোন্ বর্ণ কোন্ ক্রমে সাজানো আছে, সে কথা বৃথা। আমাদের দুজনের সামনাসামনি কথাবার্তায় 'আমি' 'আপনি' কথাদুটিই যথেষ্ট শক্তিশালী ॥ ৯ ॥

যদি আমার বংশ স্বভাবত কলঙ্কশূন্য না হয়, তবে তা প্রকাশ করা কি উচিত ? আর যদি কলঙ্কশূন্য হয়, তবে হায়, অন্যের নিযুক্ত হয়ে কোনোক্রমে আমি উপস্থিত হওয়ায় তা আমার পরিহাস হয়ে দাঁড়াবে ॥ ১০ ॥

এই বুঝেই আমি কুল ও নাম উপেক্ষা করেছি। এ বিষয়ে আপনার বিশেষ আগ্রহও শোভা পায় না। এখন দিক্‌পতিদের প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্যে কথা বলাই আপনার যুক্তিযুক্ত ॥ ১১ ॥

তবুও হে আগ্রহশীলা ! অল্প কথায় কেন আপনার আগ্রহ মিটিয়ে দিই না ! আমাকে চন্দ্রবংশের সন্তান জেনে আপনার আগ্রহ কি সফল হবে না ? ॥ ১২ ॥

সজ্জনদের আচারের এই হল ধারা যে তাঁরা নিজের নাম বলেন না। তাই তা আর বলতে পারছি না। আচারত্যাগীকে লোকে নিন্দা করে ॥ ১৩ ॥

শরৎকালের ময়ূর, যা সর্পকুলকে দুঃখ দেয়—তার মতো শত্রুদের অপকারক এই রাজা এই কথা বলে চুপ করলেন। তখন তাঁর প্রত্যেকটি কথায় আগ্রহী বিদর্ভরাজকন্যা পায়ে ও মুখে রক্তিমা-শোভিত হংসীর মতো কথা বলতে লাগলেন ॥ ১৪ ॥

আপনি চন্দ্রবংশের অলঙ্কার একথা শুনেও বিশেষ সন্দেহ দূর হচ্ছে না। কতকগুলো বিষয়ে নীরব থাকা আবার কতকগুলো বিষয়ে বহু কথা বলা—আশ্চর্য আপনার বঞ্চনার কৌশল ! ॥ ১৫ ॥

আপনি নিজের নাম আমার কানে অমৃতের মতো না পৌঁছে দিলে আমিও আপনাকে প্রত্যুত্তর দেব না। পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলা আমার বংশের মেয়েদের

আচারের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ হয় না ॥ ১৬ ॥

প্রিয়ার কথার উলটো চাপে নিরুত্তর হয়ে তিনি মৃদু হেসে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন ও বললেন—হে চারুনয়না! আমি বলছি। মৌমাছিদের-হার-মানানো আপনার এই কথা পরপুরুষদের দিকে নিক্ষেপ করবেন না ॥ ১৭ ॥

আমার এই পরিশ্রম সফল করবেন না? কোনো-একজন দিক্‌পতি দেবতাকে অনুগৃহীত করবেন না? রসের অমৃতে স্নান করে যে-কথা পবিত্র হয়, তা দিয়ে আপনি এইভাবে দেবতাদের উপাসনা করতে পারেন ॥ ১৮ ॥

যে-কথা আমি কামার্ত দেবতাদের বললে দাবাগ্নিদগ্ধ বনে বৃষ্টির মতো হবে; বহু রসক্ষরণে পরিপূর্ণ করে তেমন বার্তার কথা দেবতাদের উদ্দেশ্যে আপনি বলছেন না ॥ ১৯ ॥

আপনার জন্যে যেমন যেমন এই ব্যক্তি অর্থাৎ আমি এক মুহূর্তও দেরি করব, রতিপতি কাম তেমন তেমনভাবে আজ ক্রোধের সঙ্গে দেবতাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করতে তাড়াতাড়ি করবেন ॥ ২০ ॥

আমার পথ চেয়ে এত দীর্ঘ সময় মনোযোগ দিচ্ছে ইন্দ্রের যে চোখগুলি, সেগুলি কি বজ্র দিয়ে তৈরি? তাড়াতাড়ির কাজে আমি মন্থর। আমাকে ধিক্। কারণ, অপরের নিযুক্ত হয়ে কাজ করার গুণ আমার মধ্যে নেই ॥ ২১ ॥

রাজা এই কথা বলে চুপ করলে বিদগ্ধ রাজকন্যা স্বগতোক্তি করলেন। পৃথিবীতে কামদেবতুল্য এই পুরুষকে মেয়েদের কাছে যাঁরা দূত করে পাঠিয়েছেন, তাঁদের নীতিগত কৌশলের অভাব তিনি মনে মনে লক্ষ্য করলেন ॥ ২২ ॥

জলাধিপতি বরুণ জড়বুদ্ধিদের অগ্রণী হয়ে ঠিকই আপনাকে পাঠিয়েছেন। মৃতদের অধিপতি যম প্রধান প্রেত হয়ে আপনাকে পাঠিয়েছেন, এটাও পরিষ্কার। বাতুল ইন্দ্র আপনাকে পাঠিয়েছেন এটা নিশ্চিত। শিখাবান্ অগ্নি স্থূলবুদ্ধি হয়েই আপনাকে কাজে লাগিয়েছেন ॥ ২৩ ॥

তারপর সতীদের অতুলনীয় অলঙ্কারস্বরূপ সেই বিদর্ভরাজকন্যা গম্ভীরভাবে স্মিত-মুখে আবার কথা বলার ঔৎসুক্য প্রকাশ করে প্রকাশ্যে বললেন— ॥ ২৪ ॥

আপনার মতো ব্যক্তির উদ্দেশ্যে 'একথা বৃথা পরিহাস বাক্য' এমন বলা বাচালতা, 'না না' এমন কথা বলাও নিন্দনীয়। উত্তর না দিলেও অবজ্ঞা প্রকাশ পাচ্ছে। তাই আপনাকে প্রত্যুত্তর দিতে চাই ॥ ২৫ ॥

এই ব্যক্তি (অর্থাৎ আমি) মানুষের স্বভাবে চিহ্নিত। আমাকে তাঁরা অনুগ্রহ করেও তেমন কথা কীভাবে বললেন? অথবা স্বভাবত ভক্তিপ্রবণ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রভুস্থানীয়েরা কোন্ ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করেন না? ॥ ২৬ ॥

হ্রদ মাংসল হংসের শ্রেণীতে শোভিত থাকে। তাতে বকের যেমন বিড়ম্বনা তেমনি যে-ইন্দ্র স্বর্গীয় নারীদের সান্নিধ্যের শোভায় অলংকৃত, তাঁর পক্ষে আমার জন্যে অতিরিক্ত বিড়ম্বনা কীভাবে সঙ্গত হবে তা আশ্চর্য! ॥ ২৭ ॥

দেবীদের সামনে নারীর স্থান কোথায়, বলুন! যেখানে তাঁরা থাকেন না, সেখানে কিন্তু সেই নারীর শোভা। নিঃসম্বল মানুষের স্ত্রীর গায়ে সোনা না থাকলে পিতলের গয়না শোভা দেয় না কি? ॥ ২৮ ॥

তাঁরা যেমন করেই কথা বলুন না কেন আমার কান দুটি তাঁদের কথা

সম্বন্ধে বধির। যুবতী হরিণী গজশ্রেষ্ঠ সম্বন্ধে অসঙ্গত মনোভাব কীভাবে পোষণ করবে? ॥ ২৯ ॥

এই বলে মুখ নামিয়ে কানে মুখ লাগিয়ে তিনি এক সখীকে (কী যেন) বলার পর সখী বলতে লাগলেন।—আমার মনে প্রবেশ করে সলজ্জভাবে দময়ন্তী যা বললেন, তা আমার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে, শুনে নিন ॥ ৩০ ॥

বহুদিন ধরে নিষধরাজ নলকে হৃদয়ে স্থাপন করার পর ইনি এমনভাবে চিন্তা করতেও ভয় পাচ্ছেন। কেননা সতীর মর্যাদা মৃণালসূত্রের মতো ছিঁড়ে যায়। সামান্য চপলতায় তা টুটে যায় ॥ ৩১ ॥

আমার মনোবৃত্তি স্বপ্ন অবস্থার নির্দেশেও যদি নলকে ছাড়িয়ে অন্যকে ছুঁয়ে থাকে তবে দেবতারা এ-বিষয়ে সমস্ত কিছুর সাক্ষী তাঁদের যে আপন বুদ্ধি, তাকে জিজ্ঞাসা করছেন না কেন? ॥ ৩২ ॥

নিদ্রাহীন হয়েও তাঁরা আমাকে পরস্ত্রী বলে না জানানোর জন্যে নিজেদের ঘুম পাড়িয়েছেন। আমাকে তেমন পরস্ত্রী জেনে এমনকি মনে মনেও আমাকে কীভাবে তাঁরা স্পর্শ করবেন? কেননা তাঁরা কুপথের সমুদ্রে স্বয়ং নাবিক[১] ॥ ৩৩ ॥

আমার মতো মানুষকেও যে তাঁরা মন দিয়েছেন এটা শুধু অনুগ্রহ। সে-অনুগ্রহ যদি করতে হয়, তবে তাঁরা প্রসন্ন হয়ে আমার জন্যে নলকেই ভিক্ষারূপে দান করতে পারেন ॥ ৩৪ ॥

তাছাড়া, আমার দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা শুনে রাখুন। সেই রাজা যদি আমার পাণিপীড়ন না করেন, তবে আগুনে, গলায় দড়ি দিয়ে বা জলে ডুবে আমি নিজের আয়ুর শত্রুতা আচরণ করব (অর্থাৎ মৃত্যু বরণ করব) ॥ ৩৫ ॥

যেখানে বিপদের সময়ে সদাচার সব দিক দিয়ে রক্ষা করতে পারে না, সেক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কাজও করা উচিত। বর্ষার মেঘে রাজপথ খুব পিচ্ছিল হলে পণ্ডিতেরা কোথাও অপথ দিয়েও যান ॥ ৩৬ ॥

আমি স্ত্রীলোক। তাঁদের মতো বাগ্মীদের উদ্দেশ্যে যথাযথ উত্তর বলা কখনো সম্ভব নয়। তাই আমার কথার সূত্রপথ ধরে আপনি ব্যাখ্যাকার হোন, প্রতিবন্ধক হবেন না ॥ ৩৭ ॥

এইভাবে সেই দূতকে নিরস্ত করে বিদায় দেওয়া হল। কিন্তু, কোনো ছেলে যেমন বার বার কুহু-শব্দ অনুকরণ করে কোকিলকে রাগায়, তেমনি প্রিয়ভাষী হয়েও দূত কিছুটা কটু ভাষায় বললেন ॥ ৩৮ ॥

আশ্চর্য! তাঁরাও আপনাকে মন দিয়েছেন। আর আপনিও তাঁদের প্রতি বিমুখ হয়েছেন এটা কৌতুক বটে! কোথায় সম্পদ নির্ধনের কাছে আসে আর কোথায় বা সে তাকে কপাট বন্ধ করে দূরে ঠেলে দেয়! ॥ ৩৯ ॥

ইন্দ্রের অনুরাগের জন্যে সকল রমণীকে অবহেলা করে আপনাকে পরম সমাদর করি। হে চন্দ্রমুখী! কল্যাণ সম্মুখবর্তী হওয়া সত্ত্বেও সেই-আপনি বিমুখ হয়ে তাকে সরিয়ে দিচ্ছেন! ॥ ৪০ ॥

আপনার মুখে নতুন কথা শুনছি যে, মনুষ্যনারী দেবতাকে চান না। আপনার শুভার্থী গুরু বা পিতা এই দুষ্টগ্রহজনিত দোষের যথাযথ প্রতীকার করেন না কেন? ॥ ৪১ ॥

দেবতাদের অনুগ্রহেই মানুষ মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্ব পায়। পারদের স্পর্শ পাওয়ার পর লোহাকে লোহার আলোচনায় কোথায় গণ্য করতে চাওয়া হয়[১] ? ॥ ৪২ ॥

ইন্দ্রকে ছেড়ে নলকে অভিলাষ করে নিজেকে বিদুষী বলে আপনি কি লজ্জিত হচ্ছেন না ? ইক্ষুতরুকে উপেক্ষা করে উট শমীগাছের দিকে আকৃষ্ট, হে করভোরু, আপনাকে তার চাইতে বেশি মূর্খ বলা উচিত ॥ ৪৩ ॥

হায়, সব দেবতাদের প্রভু ইন্দ্রকে ছেড়ে আপনি কি মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ভ্রমকে সমাদর করছেন ? মুখগহ্বর ছেড়ে শ্বাসবায়ুর প্রবাহের কেবলমাত্র নাসাপথে প্রবাহিত হওয়ার চেষ্টা বৃথাই বটে ॥ ৪৪ ॥

পণ্ডিতেরা ভাবী জন্মান্তরে স্বর্গফলের জন্যে তপস্যার আগুনে শরীর আহুতি দেন। আর সেই স্বর্গ উৎসুক হয়ে জোর করে আপনার হাত টানছে। হে মূঢ়া ! আপনি তা চাইছেন না ॥ ৪৫ ॥

যদি নলকে না পেলে গলায় দড়ি দিতে চান তবে অন্তরিক্ষলোকে যাওয়ার পর আপনাকে স্বর্গতদের পতিরূপে ইন্দ্র গ্রহণ করবেন। কারণ, ন্যায্য বস্তু কে উপেক্ষা করে ? ॥ ৪৬ ॥

বিয়েতে নলের কাছে পরিত্যক্ত হলে যদি আগুনে ঝাঁপ দেন, তবে সেই অগ্নিদেবতাকে বিশেষ দয়া করাই হবে। যেহেতু, বহুদিন তিনি চাইলেও আপনার যে-অঙ্গ দুর্লভ, আহা. তা আপনি নিজেই তুলে দেবেন ॥ ৪৭ ॥

নলকে না পেলে যদি জলে প্রবেশ করেন, তবে বরুণই জয়ী হবেন। তখন আপনার নামে পরিচিত প্রাণ বার হলেও সেই জলাধিপতি তাকে বুকে ধরে রাখবেন ॥ ৪৮ ॥

আপনি বিদুষী বলে এইসব দোষ জেনে যদি নিজের মৃত্যুর জন্যে অন্য উপায় করেন, তবে স্বয়ং যমালয়ে গিয়ে তাঁর প্রিয় অতিথি হয়ে ধর্মরাজকে কীভাবে কৃতার্থ না করবেন ? ॥ ৪৯ ॥

অথবা এ হল আপনার নিষেধের আড়ালে বিধি[২] অর্থাৎ অসম্মতির ছদ্মবেশে সম্মতি। কথার বক্রোক্তি আপনারই সাজে। এটা যে ব্যঞ্জনাবৃত্তির প্রকাশ, তার আশ্রয় বিদুষী নারীর মুখ ॥ ৫০ ॥

হে ভীমরাজকন্যা ! আপনার কথার রসপ্রবাহের আবর্তে পড়ে কতদিন ঘুরব ? লজ্জা একটু কম করে স্পষ্ট করে বলুন—কোন্ দেবশ্রেষ্ঠকে কৃতার্থ করবেন ? ॥ ৫১ ॥

ঐরাবতের মাথার আকারে কঠিন সুডৌল স্তন আছে যে দিকের, তার পতি ইন্দ্র কি আপনার কাঙ্ক্ষিত ? আমার মতে, সহস্রচক্ষু ইন্দ্র ছাড়া অন্য কেউ আপনার দেহ-শোভায় ডুব দিতে সমর্থ নন ॥ ৫২ ॥

হে দময়ন্তী ! আপনি তাঁর প্রতি প্রসন্ন হোন। জগতের সেই প্রভু রোমাঞ্চিত শরীর নিয়ে থাকুন, যে রোমাঞ্চ সর্বদা আপনার শরীরের সঙ্গে মিলনের ফল এবং শচীদেবীর চোখের তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো ॥ ৫৩ ॥

হে বিলাসিনী ! তত্ত্ব বোঝা হয়েছে। আপনি অগ্নির প্রতি অনুরক্ত। ক্ষত্রিয়বংশে সেই ওজস্বী অগ্নিকে ছাড়া আপনার অভিলাষ অন্যত্র কীভাবে প্রবৃত্ত হবে ? ॥ ৫৪ ॥

পতিব্রতা আপনি দেহের তাপের আশঙ্কায় মনকে কোনো প্রকারেই তাঁর থেকে সরিয়ে নেবেন না। সতীদের পরীক্ষা করার সময়ে তাঁর আচরণ যে হিমের মতো তা একশত বার প্রমাণিত হয়েছে ॥ ৫৫ ॥

আপনি ধর্মপ্রাণ। প্রসিদ্ধ ধর্মরাজ যমকে আপনি নিশ্চয় মনের অতিথি করেছেন। এমন কাজ আমারও ভালো মনে হচ্ছে। যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মিলনই শোভা পায়॥ ৫৬ ॥

যেদিকে অগস্ত্যের শোভায় নির্মল কান্তি ছড়ায়, সেই দক্ষিণদিকে নিরন্তর মদনোৎসবের খেলার মধ্যে দিয়ে আপনি মৃত্যুর আশঙ্কা কাটিয়ে মুহূর্তের মতো করে নিরবধি কাল যাপন করুন॥ ৫৭ ॥

আপনি শিরীষের মতো কোমল আর বরুণ জলস্বভাবের জন্যে কোমল বস্তুগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনি কি তাঁকে চান? রাত্রিও কি এই কারণে সবকিছু ছেড়ে চাঁদকে বরণ করে না?॥ ৫৮ ॥

হে কৃশোদরী! লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু স্বর্গ ছেড়ে যে অত্যন্ত রমণীয় ক্ষীরোদসমুদ্রে দিনরাত কাটান, সেখানে সেই বরুণের সঙ্গে মনের সুখে খেলা করুন॥ ৫৯ ॥

হাতের উপর একটি গাল ও কান রেখে এইভাবে দেবতাদের সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশের ছলে স্পষ্টত নলের কথায় তাঁর আগ্রহ নিয়ে তিনি তা শুনলেন আবার শুনলেন না॥ ৬০ ॥

তখন সেই দময়ন্তী মুখ নামিয়ে বহুক্ষণ মুখে অনধ্যায় বসিয়ে রাখলেন (অর্থাৎ চুপ করে থাকলেন)। তারপর মুহূর্তকাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিচক্ষণ দময়ন্তী তাঁকে দীনভাবে বললেন— ॥ ৬১ ॥

দিক্‌পতিদের অশুভ বার্তার সূচগুলো দিয়ে আমার পাপিষ্ঠ কানকে আপনি বিদীর্ণ করতে করতে প্রেতের মতো আমার কাছে স্পষ্টতই যমদূতের উপযুক্ত কাজ করেছেন॥ ৬২ ॥

আপনার দুষ্ট কথার অক্ষর যে-লিপিতে লেখা, তার কালি হল আপনার মুখ দিয়ে উচ্চারিত আমার মিথ্যা অপযশ। তা পোকার মতো আমার কানে ঢুকে উৎকট যন্ত্রণা সৃষ্টি করছে॥ ৬৩ ॥

তারপর দময়ন্তীর নির্দেশে এক সখী তাঁকে বললেন—প্রগাঢ় মৌনব্রতী একটি জিহ্বা দিয়ে সখী লজ্জার আরাধনা করছেন। আর এক রসজ্ঞা (জিহ্বা) হলাম আমি। তাই তিনি আমার মাধ্যমে আপনাকে জানাচ্ছেন॥ ৬৪ ॥

সেই রাজাকে বরণমালা দিয়ে অর্চনা করার জন্যে আগামীকাল স্বয়ংবর হবে। আমার প্রাণ আগে আগে চলছে, তার সঙ্গে যেতে চাইছে যে দিনটি, তাই হল এখন বাধা॥ ৬৫ ॥

তাই আজ বিশ্রাম নিয়ে আমাকে দয়া করুন। আপনাকে দেখে দিন কাটাতে চাই। রাজহাঁসটি নলের আঁচড়ে এই রূপের মতোই আমার সেই প্রিয়জনকে এঁকেছিল॥ ৬৬ ॥

আপনার চোখদুটিকে বিধাতা বঞ্চিত করেছেন, কারণ, আপনার মুখচন্দ্রের শোভা তারা দেখতে পায় না। আগামীকাল নলের মুখে এই শোভা দেখে তারা জন্ম সার্থক করুক॥ ৬৭ ॥

আহা! অগ্নিসাক্ষী করে আমার বিবাহ প্রসঙ্গেই এই মৈত্রী হল। আপনাকে আমার স্বামীর মতো দেখতে। তাঁর অক্ষয় বন্ধুত্ব অর্জন করার স্পৃহা আপনার নেই, এটা দুঃখের কথা॥ ৬৮ ॥

দিক্‌পতিদের জন্যে কোনো রকমেই আপনি আমাকে অন্যায় অনুরোধ করবেন না। এই আমি হাত জোড় করছি। আপনি প্রসন্ন হোন। আজ এমন কথা বলবেন না। আমার চোখদুটি বড়ো অশ্রুসিক্ত হয়েছে ॥ ৬৯ ॥

'দিক্‌পতিদের বরণ করব' সে তো দূরের কথা। চেষ্টা করেও আপনার মধ্যে নলের সৌন্দর্য তেমনভাবে দেখতে পাচ্ছি না। সতীর ব্রতের আগুনে জীবনকে তৃণ গণ্য করি। যে-কাম ভস্মমাত্র, সে কী বস্তু হবে, হোক ॥ ৭০ ॥

বুদ্ধদেব যে ধর্ম-নামে চিন্তামণিকে তিনটি রত্নে[৩] অর্থাৎ সম্যগ্‌দর্শন, সম্যগ্‌-জ্ঞান ও সমক্‌ চরিত্রে রেখে দিয়েছেন, তাকে যে-নারী শিবের কোপাগ্নিতে কামের জন্যে ত্যাগ করে, সে সেই-ভস্মকেই নিজের কুলে ছড়িয়ে দেয় ॥ ৭১ ॥

কথাগুলি অমৃতরসে গড়া এবং নলের নিজের কামাগ্নির উদ্দীপক। তাই শুনে তিনি নিজেকে দময়ন্তীচিহ্নিত যমদূত ভাবলেন না, নির্দয় যমরাজ বলে ভাবলেন ॥ ৭২ ॥

তাঁর সেই আর্তিসূচক করুণ কথায় মর্মে বিদ্ধ হলেও তিনি নিজের দূতধর্ম থেকে বিরত হতে চাইলেন না। আশ্চর্য কথা বলতে যিনি বৃহস্পতি, সেই নল নিভৃতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বললেন— ॥ ৭৩ ॥

হে ভীরু! স্বর্গপতি ইন্দ্র যদি নিজের অঙ্গনের কল্পবৃক্ষের কাছে আপনাকে পেতে চান, তবে কীভাবে আপনি এঁর জীবনেশ্বরী না হবেন? কেননা, সেই বৃক্ষ কোনো প্রার্থনা অপূর্ণ রাখে না ॥ ৭৪ ॥

অগ্নি যদি আপনাকে পাওয়ার কামনা করে নিজের নানা মূর্তির উদ্দেশ্যে নিজের জন্যে নিজে আহুতি নিবেদন করে যজ্ঞ করেন, তবে সব কামনার ফল দেয় এমন সেই বৈদিক বিধি কীভাবে মিথ্যা হবে? ॥ ৭৫ ॥

অগস্ত্যমুনি কর দিতে এলে সর্বদা নিজস্ব দক্ষিণদিকে বাস করে ধর্মরাজ যম যদি তাঁর কাছে আপনাকে পাওয়ার বর বলপূর্বক চেয়ে নেন তাহলে কী গতি হবে বলুন ॥ ৭৬ ॥

যজ্ঞের জন্যে জলাধিপতি বরুণের ঘরে কত কামধেনু আছে, কে জানে? একটির কাছেও যদি প্রচেতস্‌-বরুণ আপনার জন্যে সেই প্রার্থনা করেন, তবে আপনি তাঁরই করায়ত্ত হবেন ॥ ৭৭ ॥

স্বামীর অসম্মতিবশত পতিব্রতা শচীদেবী যদি বিঘ্ন[৪] সৃষ্টির জন্যেই উপস্থিত না হন, তবে রাজাদের বিরোধে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী বরদের মধ্যে সেই স্বয়ংবর কীভাবে হবে? ॥ ৭৮ ॥

ক্রোধে রাজাদের মুখ থেকে কটুকথা বের হতে থাকলে নিজেদের মুখের খবর তাঁরা নিজেরাই জানবেন না। তাঁদের ছত্রদণ্ডের লড়াই ও হাতাহাতি দেখতে চান ॥ ৭৯ ॥

অগ্নি যদি পুরোহিতের ফুৎকারে ব্যর্থ করে দি. ক্রোধবশত স্বশরীরে জ্বলে না উঠেন, তবে হে সারসনয়না, অগ্নি সাক্ষীর অভাবে নল আপনার বিবাহের অনুষ্ঠান করতে পারেন কি? ৮০ ॥

যম যদি স্বয়ংবরা কন্যার বংশের কাউকে অতিথি করেন, তবে, হে সাধ্বী, সুসজ্জিত স্বয়ংবরও কেন বিফল হবে না? ৮১ ॥

জলাধিপতি পরম দেবতা বরুণ যদি নলের প্রতি ক্রোধবশত জলের প্রভু হয়ে জলকে বাধা দেন তবে লোভ হাত বাড়ালেও নলের হাতে আপনার পিতা কীভাবে

আপনাকে তুলে দেবেন, বলুন ॥ ৮২ ॥

হে দময়ন্তী! আমি আপনাকে মহৎ কল্যাণের কথা বললাম। মোহ কাটিয়ে চিন্তা করুন। দেবতারা যদি কেবল বিঘ্ন ঘটাতে তৎপর হন, তবে হাতের মুঠোর জিনিসও কোন্ মানুষ পেতে পারে? ৮৩ ॥

তাঁর এই কথাগুলি মনে মনে বিচার করে তিনি বিশ্বাস করলেন যে এটা ঠিকই। অশ্রুরুদ্ধ চোখদুটিকে তিনি শ্রাবণ ও ভাদ্রমাস করে তুললেন ॥ ৮৪ ॥

প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো তাঁর দুটি চোখ থেকে কাজলে-কালো দু-ফোঁটা অশ্রু দুটি ভ্রমরের মতো স্তনের কুঁড়ির আশায় বুকের উপর গড়িয়ে পড়ে তরল ইন্দ্রনীলমণির শোভা পেল ॥ ৮৫ ॥

কামদেবের পতনশীল বাণে পীড়িত হয়ে বেগে প্রবাহিত অশ্রুধারা ও চোখদুটি নিয়ে, কণ্টকযুক্ত নীলপদ্মের মতো করে, তিনি বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গাররসের সরোবর হয়ে উঠলেন ॥ ৮৬ ॥

তারপর প্রিয়তমকে লাভ করার ক্ষেত্রে নিশ্চিত প্রতিবন্ধক জেনে তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হলেন, কাঁদতে লাগলেন, ধৈর্য হারালেন, বিভ্রান্ত হলেন, যাবতীয় অন্য বিষয়ে আকর্ষণ হারালেন, পরিতপ্ত হলেন, বুদ্ধি হারালেন ও মৃদুস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন ॥ ৮৭ ॥

হে কামাগ্নি! তুমি তাড়াতাড়ি করো। আমার ভস্মরাশি দিয়ে নিজের যশোরাশি বাড়াও। হে বিধাতা! তুমি পরের কর্মফল ভোগ করতে ব্রতী। আজ আমার নিষ্ফল জীবন নিয়ে তৃপ্ত হয়ে পতিত হও ॥ ৮৮ ॥

বিরহানলে ভীষণ তপ্ত হৃদয়! তুমি যদি লোহায় তৈরিও হও, তবে গলে যাচ্ছ না কেন? কামশরে বিদ্ধ আমার হৃদয়! যদি বজ্রও না হও তবে বিদীর্ণ হচ্ছ না কেন? ৮৯ ॥

প্রাণ! বিলম্ব করছ কেন? তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাও। তোমার বাসস্থান হৃদয় তো জ্বলছে। আজও বৃথা সুখের আসন ছাড়ো না। আশ্চর্য! অপূর্ব তোমার এই আলস্য ॥ ৯০ ॥

দুটি চোখ! তোমরা মহৎ হলেও মিথ্যার পাতকী অভিলাষগুলি তোমাদের দুজনকেও ঠকিয়েছে। নিজের যে-পাপ প্রিয়তমের সৌন্দর্য দেখার প্রতিবন্ধক, একশত বৎসর চোখের জলে তার ক্ষালন করো ॥ ৯১ ॥

মন! তোমার ঈপ্সিত প্রিয়তমকে পাচ্ছি না, মৃত্যুকেও পাচ্ছি না, তুমি যা চাও, তাই আমার হয় না। তুমি আমার প্রিয়তমের বিচ্ছেদ কামনা করো। তাহলে তোমার প্রসাদে আমার সে-বিচ্ছেদ হবে না ॥ ৯২ ॥

শত্রুদের মধ্যে অত্যন্ত বক্রস্বভাব যে কাম, তার কাছে করুণবাক্যে আমি প্রার্থনা করছি না। যেদিকে আমার প্রিয় যাবেন, সেদিকেই আমার ভস্ম ছড়িয়ে দিক,—দক্ষিণ-বায়ুর কাছে এই প্রার্থনা করি। শত্রুতা-আচরণ মৃত্যু পর্যন্তই চলে ॥ ৯৩ ॥

ক্ষণ নয় যুগের পর যুগ কেটে যাচ্ছে। কত সহ্য করব? আমার মৃত্যু নেই। সেই প্রিয় স্পষ্টতই অন্তরে আমাকে পরিত্যাগ করছেন না, আমার মন তাঁকে পরিত্যাগ করছে না আর মনকে প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করছে না ॥ ৯৪ ॥

হে দেবতারা! তোমাদের দয়ার যে-সমুদ্রের জলকণাগুলো আমার প্রবল সন্তাপ উপশম করতে ব্যস্ত, তাকে কে পান করে নিয়েছেন? তোমাদের সঙ্কল্পের কণামাত্র

পরিশ্রমে আমার চাইতে উত্তম মানুষ কি তাড়াতাড়ি উদয় হল না ? ৯৫ ॥

অহোরাত্র আমারই চোখের জলের ধারায় বলপূর্বক বর্ষা-ঋতু নেমে এলে দেবতারা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থেকে কীভাবে শুনবেন ? আমার কথাগুলো যেন অরণ্যে রোদন না হয় ॥ ৯৬ ॥

হে নিষধরাজ ! তোমাকে মন দিয়ে এই মানুষটির যে-যাতনা, তা তোমার চোখে পড়বে না। হায় ! যে-পাখিটি এটা বলতে পারে, বিধাতা তাকে লুকিয়ে রেখেছেন। প্রত্যেক হ্রদে কত না তাকে খুঁজেছি ॥ ৯৭ ॥

হে দয়ালু ! যদি আমার মনকে তোমার পদানত জেনে থাক তবে কেন আমাকে দয়াও করছ না ? পরের হৃদয়কে মোহের অন্ধকারে ডুবিয়ে দেন যে-বিধাতা তিনিই নিন্দাপাত্র। তোমার অপরাধের কথা কোথায় উঠছে ? ৯৮ ॥

হে নাথ ! তোমার জন্যে এই দময়ন্তীর কথামাত্রই বাকি আছে। তাও তোমার কানে কেন যাবে না ? যদি এখন না হয়, তবে তখন লেশমাত্র অনুগ্রহ জানিয়ে অনুগৃহীত করবে ॥ ৯৯ ॥

হে প্রার্থীদের কল্পবৃক্ষ ! আমার এই হৃদয় বিদীর্ণ হতে চায়। তাই একটু প্রার্থনা জানাচ্ছি। তুমি আমার প্রাণের তুল্য। বিদীর্ণ হৃদয়ের পথ ধরে আমার মৃত প্রাণের সঙ্গে তুমি চলে যেও না ॥ ১০০ ॥

দিক্‌পতিদের দৌত্যের জন্যে হৃদয়ের যে বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার শান্ত ছিল, তা প্রেয়সীর এই করুণ বিলাপবচনে উদ্বুদ্ধ হয়ে সান্নিধ্য সত্ত্বেও ক্ষণকাল তাঁকে আবার অত্যন্ত বিহ্বল করে তুলল ॥ ১০১ ॥

তিনি তারপর ইন্দ্রের দূতিয়ালি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় ভুলে গেলেন এবং নিজের মনের কল্পিত বিলাসের সঙ্গে প্রিয়ার শৃঙ্গারচেষ্টা মিলিয়ে দেখতে দেখতে বুদ্ধিশূন্য অবস্থায় বলতে লাগলেন— ॥ ১০২ ॥

হায় প্রিয়া ! কার জন্যে বিলাপ করছ ! হায় তোমার মুখ যে অশ্রুসিক্ত হয়ে যাচ্ছে ! তোমার সামনে এই তো নল নম্রভাবে উপস্থিত। কটাক্ষদৃষ্টিতে তুমি তাকে দেখতে পাও নি ? ১০৩ ॥

হে প্রিয়া ইন্দ্রনীল মণির মতো চোখ তোমার ! তোমার ঘন অশ্রুবিন্দু পতনের মধ্যে অনুস্বার-বিচ্যুত বিচিত্র কথার চাতুর্য প্রকাশ পাচ্ছে। তাতে সংসার শব্দটি সসার দাঁড়াচ্ছে, সংসারও নিঃসন্দেহে সারবান্ হয়ে উঠছে ॥ ১০৪ ॥

লীলাপদ্ম ফেলে দিয়ে হাতের উপর মুখটিকে লীলাপদ্ম করে রেখেছ কি ? বিনা দোষে যে-বুক থেকে অলঙ্কারকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে, সেখানে কতগুলো অশ্রুমালার হার পরেছ ? ১০৫ ॥

তোমার দুটি চোখে লেগে-থাকা এই অশ্রু আমি হাত দিয়ে মুছে দিচ্ছি। তারপর আমার মাথার মুকুট দিয়ে তোমার পাদপদ্মদুটির ধুলোর সঙ্গে অপরাধকেও মুছে দিচ্ছি ॥ ১০৬ ॥

হে অকারণে রুষ্ট প্রিয়া ! রোষ ত্যাগ করো, ত্যাগ করো। আমার মুকুটের মাণিক্যের দ্যুতিমঞ্জরী রোহিণী হয়ে তোমার পায়ের স্বচ্ছ নখচন্দ্রের উপাসনা করুক ॥ ১০৭ ॥

যদি আমার উপর অল্প অভিমানও করে থাক তবে আনত হয়ে আমি তোমাকে সম্মান দেখাব ! আর একটু যদি মুখ নামিয়ে রাখ, তাহলে, হে কোপনা, তোমার

পা পর্যন্ত আমি মাথা নত করব ॥ ১০৮ ॥

প্রভুত্বের গৌরবে অনুগ্রহ কর বা না কর, প্রণাম নিতে কী পরিশ্রম ? তুমি প্রার্থীদের কাছে কল্পলতা। আমার দিকে দৃষ্টি দান করতে তোমার কার্পণ্য কেন ? ॥ ১০৯ ॥

তুমি কোমল। কামের শরাঘাত সহ্য করছ কীভাবে ? বুঝি বা দৃঢ়তর দুটি স্তনে তোমার বক্ষ আবৃত থাকায় তাতে মৎস্যকেতু কামের বাণগুলো নিক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরে গিয়ে ছিটকে পড়ছে ॥ ১১০ ॥

অধরপ্রান্তে একটু হাসো। ভ্রূর আঁচল অবলীলাক্রমে একটু কাঁপাও। কটাক্ষপথের পথিক যে-চোখ, তাকে লীলাভরে সবলে আমার উপর ফেলো ॥ ১১১ ॥

অশ্রুবিন্দুগুলির বর্ষাকাল শেষ করে দাও। হাসিতে জ্যোৎস্নার আনন্দ ছড়াও। এখানে চোখের দুটি খঞ্জনপাখি খেলা করুক। তোমার মুখ প্রস্ফুটিত পদ্ম হয়ে উঠুক ॥ ১১২ ॥

আমার দুটি কানের কূপের মধ্যে বর্ণমালা দিয়ে অমৃতরসের উদ্বেল খেলা সৃষ্টি করো। হে মদিরনয়না ! মৃদু হাসির শোভায় আমার চোখদুটির জন্যে পরমান্নের ব্যবস্থা করো[৫] ॥ ১১৩ ॥

আমার অর্ধেক সিংহাসন অলংকৃত করো। না, না, আমার অঙ্কের অলঙ্কার হও। ওগো, ভুল করে যা বলেছি, তা ক্ষমা করো। আমার বক্ষোদেশ ছাড়া অন্য কোথায় তোমার স্থান হবে ? ॥ ১১৪ ॥

ওগো, কামশরের প্রতারণাবিদ্যায় তুমি তো অভ্যস্ত হয়ে পড়েছ ! তুমি অন্তরে আছ। যদি বাইরে বক্ষে আস, তবে পেটিকার মতো তোমার মধ্যে প্রবেশ করে আমার হৃদয় কামশরকে ভয় পাবে না ॥ ১১৫ ॥

আলিঙ্গন করো। আমাদের দুটি হৃদয় সংলগ্ন থাকলে কামের শর বিদ্ধ করার অবকাশ পাবে না। আমার বক্ষের দৃঢ় তটভূমি তোমার কঠিন স্তনের উপযুক্ত সেবক ॥ ১১৬ ॥

তোমার যে-অধরে তোমার কাম উদ্রেকের আটটি শুভসূচক চিহ্ন রেখায় অঙ্কিত আছে সেই বিম্বাধর আমার দন্তাঘাতে রঞ্জিত হয়ে ভূর্জপত্র হয়ে উঠুক[৬] ॥ ১১৭ ॥

যে-অধরের মধুধারায় তোমার কথা মধু হয়ে কামকে সাক্ষী মানে, সেই-অধর আমি পান করতে চাই। তোমার স্তনের উপত্যকায় আমার নখ আশ্চর্য চন্দ্রলেখার অভ্যুদয় ঘটাক ॥ ১১৮ ॥

তুমি কামরচিত নাটিকা হচ্ছ না কেন ? তোমার মধ্যে রোমগুলি হল সূত্রধার। তোমার মুক্তাহারের মধ্যমণি নায়ক হয়ে রয়েছে, আর মাথার উপর চাঁদের মতো মণি হল বিদূষক ॥ ১১৯ ॥

কথা বলে অনুকম্পা করো। চুম্বন দিয়ে দয়া করো। প্রসন্ন হয়ে আমাকে তোমার স্তন দুটির শুশ্রূষা করতে দাও। কারণ, রাত্রি যেমন চাঁদের কিরণরাশির জীবন; তেমনি এই-যে আমি নল, আমার জীবন হলে তুমি ॥ ১২০ ॥

এরপর, মুনি যেমন তত্ত্বজ্ঞানী হয়ে প্রকাশিত আত্মস্বরূপকে জানতে পারেন, তেমনি চেতনা ফিরে পেয়ে তিনি বুঝলেন যে আত্মপরিচয় প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। সেই পরিস্থিতি দেখা সত্ত্বেও দূতের সংস্কার ফিরে পেয়ে সেইভাবে তিনি কথা বললেন ॥ ১২১ ॥

হায়! কেন আমি আত্মপ্রকাশ করলাম। সেই শতক্রতু ইন্দ্র আমাকে কী মনে করবেন! তাঁর সামনে ভক্তিভরে নমস্কার করে লজ্জাকলুষিত হয়ে তাঁর আকার-ইঙ্গিতের দিকেও তাকাতে পারব না ॥ ১২২ ॥

যেহেতু নিজের নাম অযথা বলে ফেললাম, তাই ইন্দ্রের নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলাম না। হনুমান্ প্রভৃতি যশে, আর আমি শত্রুদের উপহাসে দূতের পথ শুভ্র করলাম ॥ ১২৩ ॥

আমি সচেতনভাবে এই অন্যায় কাজ করি নি। লোকরক্ষায় উদ্যোগী বিষ্ণুকে যে লোকে জনার্দন অর্থাৎ লোকপীড়ক বলে, আর প্রলয়েও জীবের সংহারকর্তাকে শিব[1] বলে, সে তাই বলবে, আমি জানি ॥ ১২৪ ॥

লজ্জার ভারে এই হৃদয় কি ফেটে যাবে, যার থেকে দেবতারা এই হৃদয়ের শুদ্ধি জানতে পারবেন? তাঁরা এই তত্ত্ব জানুন। কিন্তু কঠিন হল, লোকের মুখ কে চাপা দেবে? ॥ ১২৫ ॥

আমার পরিশ্রম এই চেতনা থাকলে সফল হত। সেই চেতনাই প্রবল বিধাতা লোপ করে দিয়েছেন। দৈবের ইচ্ছাধীন বিষয়ের প্রতিকার করতে দেবরাজও সমর্থ নন ॥ ১২৬ ॥

নিষধরাজ নল নিজের মোহপ্রভাবজনিত আত্মস্বরূপ প্রকাশ নিয়ে এই ভাবে যখন অনুশোচনা করছিলেন, তখন সেই ব্যথিত নলকে উদ্ধার করার ইচ্ছায় দয়ালু স্বুবর্ণ রাজহংসটি তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হল ॥ ১২৭ ॥

তার পাখার শব্দে উপরের দিকে তাকিয়ে নল যখন বললেন, এই সেই পাখি, তখন পাখিটি তাঁকে বলল—হে নির্দয়! এঁকে আর বেশি নিরাশ করবেন না। এর পর ইনি একমাত্র প্রাণটিও ত্যাগ করবেন ॥ ১২৮ ॥

আপনি দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্যে এত চেষ্টা করেও যে নিজেকে তাঁদের কাছে অপরাধী দেখছেন, তাতে আপনি কূটসাক্ষী হয়ে পড়বেন না। কেনন সজ্জনদের চিত্তশুদ্ধি স্বতঃপ্রমাণ ॥ ১২৯ ॥

এই কথা বলে, নল ও দময়ন্তীকে বিদায় জানিয়ে পাখিটি চলে গেল। তার কথায় সান্ত্বনা পেয়ে সেই রাজা দিক্‌পতিদের মনে মনে প্রণাম করে দময়ন্তীকে মৃদুস্বরে বললেন ॥ ১৩০ ॥

দেবতাদের জন্যে তোমার অনুরাগ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হল এমন কত অনিষ্ট কথা তোমাকে বলেছি। আমার অকপট দৌত্যে তাঁরা দয়া করো অথবা অপরাধের জন্যে আমার দণ্ড বিধান করো ॥ ১৩১ ॥

এই উন্মত্ততা আমার উপকার করেছে, কারণ, তাই বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করি নি। যেমন অজ্ঞানের বশে করলে পাপ লঘু হয়, তেমনি এক দোষের জন্যে অন্য দোষ ঘটলে তারও লাঘব হয় ॥ ১৩২ ॥

তোমাকে কটু কথা বলার আধিক্য ঘটায় আমার বিরহজনিত কামাগ্নিও দয়ালু হয়েছে। কারণ, আজ আমাকে উন্মত্ত করে, আমাকে দিয়ে আমার আত্মপরিচয় প্রকাশ করিয়ে সেই কামাগ্নি আমাকে অনুকম্পা দেখিয়েছে ॥ ১৩৩ ॥

সেই দেবতারা তোমার অনুরাগ সৃষ্টিতে তৎপর। তুমি আমাকে নিজের দাসও করতে পার। বিচার করে কাজ করো। পরবর্তীকালে যেন অনুশোচনা তোমার উপর

পিছন দিক থেকে আক্রমণ না করে ॥ ১৩৪ ॥

আমি উদাসীনের মতো একথা বলছি, তাঁদের ভয়ে নয়, কামজনিত দুর্বলতার জন্যেও নয়। আমার প্রাণের বিনিময়ে যদি তোমার কল্যাণ হয়, তবে তাতে তোমার প্রেমে শৃঙ্খলাভ হবে ॥ ১৩৫ ॥

শীতের পরবর্তী বসন্ত-ঋতুর অত্যধিক শোভা যেমন অতি রমণীয় কোকিল-কূজনে উল্লসিত হয়, তেমনি নিষধরাজের সুধাতুল্য সত্য ও প্রিয় কথায় সেই বিদর্ভরাজকন্যা অত্যন্ত উল্লসিত হলেন ॥ ১৩৬ ॥

সে-সময়ে দেবতাদের দূতের দিকে মন দ্রুত ধাবিত হওয়ায় ভীমরাজকন্যার পতি-ব্রতাবুদ্ধিতে ঘৃণা হচ্ছিল, এখন তাঁকে নল জানতে পেরে নিজের মনোভাব সম্বন্ধে ঘৃণা ও নিন্দা ত্যাগ করলেন ॥ ১৩৭ ॥

তুমি মনে জন্মলাভ কর, প্রাণীদের মন তোমার পিতা ; তাকে অপরাধে ফেলে তোমার লজ্জা করছে না ? তুমি সৎপুত্রদের কাহিনী শেষ করে দিয়েছ। এইভাবে তিনি মনে মনে কামদেবকে নিন্দা করতে থাকলেন ॥ ১৩৮ ॥

তাঁর দেহের বর্ণনায় ফুলের কথা উঠেছিল, কিন্তু বিশেষত কোন্ ফুল সে-কথা ওঠে নি। তারপর আনন্দাশ্রুর বর্ষার পুলকিত রোমাঞ্চের ফলে তিনি কদম্বফুলরূপে প্রত্যক্ষ হলেন ॥ ১৩৯ ॥

'যেহেতু আমিই নলকে সম্বোধন করে বিলাপ করছিলাম তাই আমি তাঁর আত্ম-পরিচয় জেনেছি—এইভাবে তিনি একথা বলেছেন।' দময়ন্তীর এই ভ্রান্তি তিনি দূর করলেন, নিজের উদ্‌ভ্রান্তি প্রকাশের কথা নিজে বলে দিলেন ॥ ১৪০ ॥

বিদর্ভরাজকন্যা এরপর লজ্জিত হয়ে নলের সঙ্গে কথা বলতে পারলেন না। আগে যে লজ্জা হারিয়ে তাঁর মুখোমুখি কথা বলেছেন, সেই কারণেই তিনি লজ্জার মহাহ্রদে ডুবে গেলেন ॥ ১৪১ ॥

যখন আড়াল করেও প্রিয়ের উদ্দেশ্যে সখীর কানে উত্তর দিতে পারলেন না, তখন সে হেসে তাঁকে বলল—আপনার প্রেয়সী এখন লজ্জায় মৌনী হয়ে পড়েছেন ॥ ১৪২ ॥

আপনার ছবি এঁকে অতিথির পাদ্যার্ঘ করে অশ্রুধারা ঝরিয়ে ইনি যে কামরহস্যের কথা বলতেন, তা আমার মুখ থেকে শুনুন— ॥ ১৪৩ ॥

হে চন্দ্রবংশের ভূষণ! তোমার বিরহে আমার প্রাণসংশয় অবস্থার কথা নিশ্চয় সেই রাজহংস তোমাকে বলে নি। তোমার মতো মানুষের মধ্যে আমাকে বধ করার নৃশংসতা কীভাবে সম্ভব ? ॥ ১৪৪ ॥

তুমি মুখ দিয়ে চাঁদকে জয় করেছ, সৌন্দর্যে কামদেবকে জয় করেছ। কী কারণে তাঁরা দুজন আমাকে বধ করতে বদ্ধপরিকর ? যদি 'আমি তোমার' এই ভেবে তা হয় তবে আমি জয়ী। দেবতাদের ধারণা বৃথা হয় না ॥ ১৪৫ ॥

চাঁদ তার কিরণ দিয়ে আমার অঙ্গ দগ্ধ করে সেই ছাই দিয়ে নিজের কলঙ্ক মুছে ফেলার জন্যে বৃথাই ভাবছে। এক বধূকে হত্যা করার কলঙ্কে আবার কলঙ্কিত হয়ে সে কী তাতেও তোমার মুখের মতো হতে পারবে ? ॥ ১৪ ॥

প্রসন্ন হও। তোমার বাণ কামদেবকে দাও। সে পুষ্পশর বাদ দিয়ে তোমার বাণগুলি দিয়ে আমাকে মেরে ফেলুক। তোমাকে ধ্যান করতে করতে প্রাণত্যাগ করে আমি তুমি হব এবং সেই কামদেবকে তৃণের মতো জয় করব ॥ ১৪৭ ॥

বেদ যদি দেবতাদের গুণগান করে, তাতে যে-ব্যক্তি তোমার পায়ে পড়ে আছে তার কী? জলে অবগাহন করে লোকেরা সূর্যস্তব করলে কুমুদ কখনও প্রস্ফুটিত হবে না॥ ১৪৮॥

প্রাণে না বাঁচি আজ বরং কথায় অবশিষ্ট থাকি। না হলে তুমি আমার মনোভাব জানবে না। হে নাথ! হে জীবনাধিক! তোমার জন্যে প্রাণত্যাগ করলে তুমি জানবে যে, আমি তোমাকেই মন দিয়েছিলাম॥ ১৪৯॥

ইন্দ্রের বজ্রের ভয় থেকেও রক্ষা সাধারণের প্রার্থনা ও অস্ত্রধারীর ব্রতের বিষয়। মদনের ফুলশর থেকে আমাকে রক্ষা না করায় তুমি ব্রত থেকে বিচ্যুত, তোমার মহান ব্রত নষ্ট হচ্ছে॥ ১৫০॥

আমি তোমার। আমাকে মেরে ফেলছে যে মিথ্যাভূত দেবতা, সেই কামকে তুমি দেবতার গৌরববশত উপেক্ষা করছ। ওগো, এই কামকে চণ্ডাল বলে জেনে রাখো। সে তার অস্ত্রনির্মাতা বসন্তের বন্ধু॥ ১৫১॥

বিজ্ঞজনেদের প্রথমে ছোটো ছোটো শত্রুতে নিজের তেজের উদ্দীপন ঘটানো উচিত। আগুন ঘাস জ্বালাতে জ্বালাতে ক্রমশ ঘুঁটে ও গাছের গুঁড়িগুলোকে পুড়িয়ে দেয়॥ ১৫২॥

আমি স্বয়ংবরণ করলে আমাকে অনুকম্পা দেখিয়ে তুমি দেবতাদের কাছে কতটুকু অপরাধী হবে? যজ্ঞে তৃপ্ত হয়ে সেই দেবতারা লজ্জাতেই এই অপরাধের কথা বলবেন না॥ ১৫৩॥

তাঁরাও স্বয়ংবর সভায় যান। তাঁদের প্রসন্ন করেই আমি তোমাকে বরণ করব। তাঁদের যে কোনোক্রমে দয়া হবে না, তা নয়। তাঁরা তো আর 'তুমি' নয়, মদনও নয়॥ ১৫৪॥

আপনাকে ছবিতে দেখে কামনায় ও লজ্জায় ইনি পদে পদে মৌনভাবের দ্বীপযুক্ত মধুনদী হয়ে যান॥ ১৫৫॥

আপনার পঞ্চবাণ কামদেব চণ্ডাল। তাকে ছোঁয়া যায় না, দেখাও যায় না। সে যে অনঙ্গ বলে খ্যাত, তা কি আপনার কাছে ভয়ে নিজের আঙুল কেটে ফেলেছে বলে? বসন্ত ঋতুকে বন্ধু করে নিয়ে অরণ্যের ভিতর অথবা অন্তঃকরণের অরণ্যে ঘুরে আমাদের সখীর প্রাণনাশ করছে। দিকে দিকে আপনার এই (কু)কীর্তি ছড়িয়ে পড়ুক, আর কী॥ ১৫৬॥

তারপর ভীমরাজকন্যা একান্তে রাজাকে দেবতার সঙ্গে রাজসমাজে স্বয়ংবরসভায় আসতে বললে তা মেনে নিয়ে লজ্জায় নতমস্তক হয়ে তিনি চলে গেলেন॥ ১৫৭॥

আগামীকাল প্রিয়লাভের জন্যে তাঁর মন উৎসুক। রোমাঞ্চিত দুটি কপোলের উঁচু-নিচু ভিত্তিভূমিতে বেতের লতাজড়ানো অশ্রুনদীর বেগবতী ধারা তিনি সৃষ্টি করছিলেন। কামার্তিবশত তাঁর পক্ষে সেই রাতের চার প্রহর কাটানো যেহেতু দুষ্কর তাই বিধাতা তাঁকে অনুগ্রহ করে সব রাতকেই ত্রিযামা (অর্থাৎ তিন-প্রহর-ব্যাপী) করে দিলেন॥ ১৫৮॥

ত্রিভুবনের অধিবাসীদের যাবতীয় বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ করতে যে-ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতারা সমর্থ, তাঁদের নিরানন্দ করে দিয়ে রাজা এখানকার যাবতীয় ঘটনা ও নিজের দৌত্যের কথা যথাযথভাবে তাড়াতাড়ি জানালেন॥ ১৫৯॥

কবিশ্রেষ্ঠদের মুকুটের অলঙ্কারের হীরাতুল্য শ্রীহীর ও মামল্লদেবী শ্রীহর্ষ-নামে যে জিতেন্দ্রিয় পুত্রকে জন্ম দিয়েছিলেন, সেই 'অর্ণববর্ণন-নামে' গ্রন্থের রচয়িতার 'নৈষধীয়চরিত'-নামে রমণীয় মহাকাব্যে স্বভাবোজ্জ্বল নবম সর্গ সমাপ্ত হল ॥ ১৬০ ॥

× × × × × × × × × × × × × × দশম সর্গ × × × × × × × × × × × × × ×

তারপর সৎকুলজাত রাজকুমারেরা রথে স্বয়ংবর সভায় এলেন। তাঁরা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, সৌন্দর্যে যক্ষরাজ কুবেরকে হার মানান। শম্বরের বিরুদ্ধে তার শত্রু কামদেব যেমন বহু শরীর গ্রহণ করেছিলেন, তেমনই ছিল তাঁদের শোভা ॥ ১ ॥

কোনো সৎকুলজাত কুমার কামশরের আক্রমণ স্থূল হন নি, এমন নয়, কেউ স্বয়ংবরে যান নি, এমনও নয়। রাজারা একসঙ্গে যাত্রা করায় ধরণীর কোনো স্থান পথহীন ছিল না ॥ ২ ॥

যোগ্য বীরেরা রাজকন্যাকে বরণ করার জন্যে, অযোগ্যেরা তাঁকে জোর করে হরণ করার জন্যে, অন্যেরা দেখবার জন্যে এবং অন্য কেউ কেউ তাঁদের সেবা করার জন্যে চলে আসায় দিক্‌গুলো জনশূন্য হয়ে পড়ল ॥ ৩ ॥

সেই ভূলোকলক্ষ্মীকে দেখার উদ্দেশ্যে নানা দিক থেকে লোকজন নিঃশেষে যাত্রা করার ফলে লোকভারের বর্তমান যন্ত্রণার পীড়া থেকে দিগ্‌বিভাগগুলি বিশ্রাম পেল ॥ ৪ ॥

তিল ছড়ালে যেমন সবটাই ভূতল স্পর্শ করে না, সৈন্যদের জন্যে রাজপথগুলোর অবস্থা তেমন হল। যে রাজা সামনে যেতে পেলেন, তিনি সেখানে দময়ন্তীকে পেয়ে গিয়েছেন ভাবলেন ॥ ৫ ॥

সামনে একজন রাজার পথ আটকাচ্ছেন; পিছনের লোকেরা তাঁকে ঠেলছেন। এইভাবে ঘানিতে সরষের অবস্থায় পড়েও তিনি নিজেকে অকৃতার্থ ভাবলেন ॥ ৬ ॥

জট-বেঁধে-যাওয়া পথে রাজারা সারি ডিঙিয়ে আসতে না পারায় দেরি করছিলেন। কুণ্ডিনপুরের পতাকাগুলো অগ্রভাগ কাঁপিয়ে যেন আহ্বানের ইঙ্গিত করছিল ॥ ৭ ॥

কুণ্ডিননগরের দিকে যেতে থাকলে বাসুকির সম্পর্কিত কম্বলনাগসহ বিরাট নাগসেনাকে কর্কোটক নাগ সামনে থেকে আকর্ষণ করছিল। কুণ্ডিননগরীর যাত্রী রাজাদের সুসজ্জিত বড়ো যে-হস্তিসেনাকে সামনের যাত্রী হয়ে সাদা ঘোড়া আকর্ষণ করছিল, ভূতলে অশ্বতর তার অনুগমন করছিল ॥ ৮ ॥

রাজাদের সেনাবাহিনীর উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায় দিক্‌গুলোর পাণ্ডুর মুখশ্রী দেখা যাচ্ছিল। দিক্‌পতিদের ছেড়ে আসার অনুরূপ দশার স্বরূপ লোকের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকট হচ্ছিল ॥ ৯ ॥

অন্যেরা নয়, ইন্দ্র, যম, অগ্নি ও বরুণ এই চারজন দিক্‌পতি যেন দময়ন্তীর গুণে আবদ্ধ হয়ে সেই বিবাহের অনুরাগে আকৃষ্ট হয়ে চললেন ॥ ১০ ॥

ভীমরাজার পুরোহিতের মন্ত্রে সুরক্ষিত থাকায় সেই-নগরীতে রাক্ষস কীভাবে প্রবেশ করবে? তাই যাতুধান অর্থাৎ নৈঋত দিক্‌পতি কখনো সেখানে যাওয়ার উদ্যোগ করে নি ॥ ১১ ॥

ভীমরাজকন্যার নয়নকমলের কাছে পরাস্ত হওয়ায়, হরিণকে যেহেতু অভিমুখী করা যায় নি, তাই মৃগবাহন বায়ু তাঁকে বিবাহ করতে বিদর্ভরাজ্যে যান নি ॥ ১২ ॥

মনোহর কাম সৌন্দর্যপ্রবণ বটে, কিন্তু কৌলীন্যে, ধনে বা গুণে নয়। কুবের স্বচ্ছ কৈলাসপর্বতে নিজের কুৎসিত দেহ প্রতিবিম্বিত দেখে সেই স্ত্রীরত্নের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন নি ॥ ১৩ ॥

যে-পার্বতী তাঁর স্বামীর অর্ধেক শরীর হয়ে আছেন, তাঁর সঙ্গে দময়ন্তীর বিবাহ তিনি কেন সহ্য করবেন? তাই নিজে বিদর্ভরাজ্যে না গিয়ে তিনি মহেশ্বরের যাত্রার বিঘ্ন সৃষ্টি করলেন ॥ ১৪ ॥

দিক্‌পতি শেষনাগ ভীমরাজকন্যার স্বয়ংবরে যান নি। কার উপর ভার অর্পণ করে তিনি যাবেন? পৃথিবীর ভার সহ্য করতে পারে, এমন নাগ কে আছে? ১৫ ॥

ঊর্ধ্বদিকের পতি ব্রহ্মা ধর্মশাস্ত্র পর্যালোচনা করে স্বয়ংবরে যান নি। পিতামহের সঙ্গে বিবাহ কোথায় দেখা গিয়েছে, শাস্ত্রে কোথায় শোনা গিয়েছে? ১৬ ॥

দূতীর মুখ থেকে দময়ন্তীর কাছে নিজেদের প্রত্যাখ্যানের কথা বুঝে সেই ইন্দ্র প্রভৃতি দিক্‌পতিরা গতিতে ও বিষণ্ণ মুখে মনের জড়তা প্রকাশ করে রাজসভায় গেলেন ॥ ১৭ ॥

ভুল করে নল ভেবে কোনো সময় দময়ন্তী আমাদের বরণ করবেন এই শেষ আশা নিয়ে সেই ইন্দ্র প্রভৃতি চারজনে চারজন নল হলেন ॥ ১৮ ॥

হায়! নল হওয়ার চেষ্টা করে দেবতারা পরস্পরকে দেখে ও জিজ্ঞাসা করে দ্বিতীয় নল হওয়ার সিদ্ধিলাভের স্বীকৃতি পেলেন না। স্বাভাবিকের চেয়ে কৃত্রিম অন্যরকমই হয় ॥ ১৯ ॥

তাঁরা পূর্ণ চাঁদকে মুখ করলেন, প্রস্ফুটিত পদ্মকে মুখ করলেন। তারপর আয়নায় মুখ দেখে দেখে তেমন সুন্দর না হওয়ায় সেটি ভেঙে ফেললেন ॥ ২০ ॥

নলের মুখের শোভা নিজেদের মুখে সেভাবে লাভ করতে না পেরে তাঁরা এই পুনরুক্তি দোষ কাটাতে পারলেন না, যে তাঁরা অনলমুখ ও অ-নলমুখ (অর্থাৎ অগ্নিমুখ হলেও নলমুখের মতো মুখযুক্ত নন) ॥ ২১ ॥

প্রিয়াবিরহকাতর পুরূরবার থেকে, রাহুপীড়িত চাঁদ থেকে এবং শিবের কাছে দগ্ধ হয়ে যাওয়া কামদেবের থেকে সার অংশ নিয়ে কি তাঁরা নলের অনুরূপ করে নিজেদের রচনা করেছিলেন? ২২ ॥

অন্য রাজাদের সঙ্গে নলের এত পার্থক্য দময়ন্তী দেখুন এই ভেবে বিধাতা তাঁদের তাঁর কাছে এনেছিলেন, দিক্‌পতিদেরও স্পর্ধা ঘটিয়ে তাঁদের চেয়ে সেই নলের অধিক গৌরব ব্যাখ্যা করেছিলেন ॥ ২৩ ॥

পারিজাত সত্যভামার অঙ্গনের অতিথি হলে দিব্যরত্নধারী অন্য চারটি স্বর্গীয় তরু থাকায় যেমন হয়, নলের শোভা অনুকরণ করছেন এমন দিব্যরত্নভূষিত যম প্রভৃতি চারজনের জন্যে নলের অভাবে সেই সভা তেমন অসম্পূর্ণ হয়েছিল ॥ ২৪ ॥

শিবের অলঙ্কারস্বরূপ যে-বাসুকিনাগের শরীর ছাই মাখার ফলে স্পষ্ট সাদা হয়েছে, তিনি সেখানে গেলেন। নাগরাজেরা অনুজীবী হয়ে 'প্রসন্ন হোন' 'বেঁচে থাকুন' এইসব কথা তখন তাঁকে বলছিলেন ॥ ২৫ ॥

অন্য দ্বীপ থেকে ক্ষণেকের মধ্যে দেবতা ও রাজারা সেই নগরে এলেন। সে-

সময় কামশরের পাখার বাতাসে তুলোর অবস্থা কোন্ যুবকের হয় নি ? ॥ ২৬ ॥

কুণ্ডিনপুরের অধীশ্বর সেই রাজগোষ্ঠীকে সুরম্য অট্টালিকায় থাকতে দিয়ে, সেবা করে, প্রিয় কথা বলে, সাদর নম্রতা ইত্যাদি দিয়ে বহু যত্ন করলেন ॥ ২৭ ॥

রাজাদের অন্তঃপুরের পরিখা হল চারটি সমুদ্র। সেখানে পত্নী হয়ে বাস করে কীর্তিরাশি। উদারতা, দাক্ষিণ্য, দয়া ও সংযম হল রক্ষাকর্মে নিযুক্ত পোষাক-পরিহিত চারজন কর্মচারী ॥ ২৮ ॥

কুণ্ডিনরাজের সেই সেই পরোক্ষ কাজকর্মের মধ্যেও অভ্যাগত রাজারা আপন প্রার্থিত বিষয় লাভ করার ইঙ্গিত জানতে চেয়ে সামান্য কিছু বৈশিষ্ট্যও খুঁজে পেলেন না ॥ ২৯ ॥

বিদর্ভরাজপুরীর ভিতর এই রাজসমাজ যেন সেইভাবেই থাকলেন, যেভাবে সমুদ্র অগস্ত্যের হাতে অথবা জগৎ নারায়ণের জঠরে ছিল ॥ ৩০ ॥

উৎসব উপলক্ষ্যেই সেই নগরের পথ, দ্বার ও সৌধগুলিকে সাজানো হয়েছিল। আর সেই রাজাদের অলঙ্কারের ছটায় আকাশও বিচিত্র বর্ণ লাভ করেছিল ॥ ৩১ ॥

এমন কি তাঁদের পরিচারকের বিলাস, চাতুর্য ও অলঙ্কারের শোভা এমন ছিল যে, স্ত্রীলোক, শিশু ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাকে কোনো উপস্থিত নায়ক মনে করছিল ॥ ৩২ ॥

রাজা ও দেবতাদের কোনো ভেদ ছিল না। বহু চামর চালনার ফলে শরীরে তাঁদের ঘর্ম ছিল না। প্রত্যেক বস্তুতে বিস্ময় জাগায় তাঁদের চোখ বন্ধ হয় নি। বিশাল ছত্রের নিচে তাঁদের মালা ম্লান হয় নি ॥ ৩৩ ॥

দিগ্‌বিদিক থেকে সমাগত রাজারা পরস্পরের ভাষা বুঝতে না পারার ভয়ে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করতে থাকায় লোকেরা মানুষের মধ্যে দেবতাদের চিনতে পারেন নি ॥ ৩৪ ॥

সেই আশ্চর্য নগরে নাগরিকেরা ভীমরাজকন্যার যে বিচিত্র চরিতকাহিনী এঁকে রেখেছিলেন, তা দেখে তাঁরা দিন কাটালেন, আর রাত কাটালেন স্বপ্নে তাঁর সম্ভোগকলা ও বিলাস দেখে ॥ ৩৫ ॥

যেহেতু সেই রাত্রে স্বপ্নে তাঁকে লাভ করার ভ্রান্তি তাঁদের মধ্যে ইনি সৃষ্টি করেছিলেন, তাই সতী হয়ে, বদান্যতার সঙ্গে, তিনি প্রার্থী দেবতা ও রাজাদের কামনা পূরণ করেছিলেন ॥ ৩৬ ॥

পরদিন বিদর্ভের দূতের সানুনয় আহ্বানে আহূত হয়ে শৃঙ্গারভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ নিয়ে সেই বীরেরা স্বয়ংবর সভা অলংকৃত করলেন ॥ ৩৭ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র যাঁকে দেখে বহু অলংকারে অত্যন্ত সুসজ্জিত মদনদেবকে হীন ভাবলেন সেই নলের জন্যে সেই সভা তখন শোভা পেল ॥ ৩৮ ॥

অঙ্গরাগ ধারণ করে চন্দ্রতুল্য সেই রাজা স্বর্গের মতো সেই সুন্দর সভায় উপস্থিত হলে নক্ষত্রতুল্য সেই ক্ষত্রিয়দের শোভা চোখের দৃষ্টি ছাড়িয়ে কোথায় নিষ্প্রভ হয়ে গেল ! ॥ ৩৯ ॥

প্রথমে রাজাদের দৃষ্টি বিস্ময় ও উৎকণ্ঠা নিয়ে তাঁর উপর পড়ল। তারপর তাঁদের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে চোখের কোণ অত্যন্ত ঈর্ষ্যায় কলুষিত হল ॥ ৪০ ॥

ইনি কি ভূতলে প্রথম চাঁদ ? ইনি কি দ্বিতীয় কামদেব ? ইনি কি তৃতীয়

অশ্বিনীকুমার ? —এইভাবে ঈর্ষ্যাকাতর রাজারা স্তুতির ছলে তাঁকে নিন্দা করলেন ॥ ৪১ ॥

পৃথিবীতে ইনি চাঁদের সেই প্রথম অবতার, ইনি রতিপতি কামের দ্বিতীয় রূপ, এই হল অশ্বিনীকুমারের তৃতীয় মূর্তি—এইভাবে তিনি ঈর্ষ্যাকাতর রাজাদের প্রশংসা পেলেন ! ॥ ৪২ ॥

'এখানে এমন কতজন আছেন' এইভাবে সেই খলেরা নলের ছদ্মবেশধারী দেবতাদের উদাহরণ দিলেন। নিজেরা ছোটো হয়ে ঈর্ষ্যাকাতর ব্যক্তিরা শত্রুকে অপরের সঙ্গে তুলনা করে শান্তি খোঁজে ॥ ৪৩ ॥

মানুষ কোনোভাবে দোষের পাত্র না হলে তার অন্য দোষ বলাই খলের স্বভাব। তাই সেই সভায় রূপে দোষের পাত্র না হওয়ায় তাঁকে মানুষ বলে দেবতারা দোষ দিয়েছিলেন ॥ ৪৪ ॥

নলের ছদ্মবেশে যে-দেবশ্রেষ্ঠরা কাছে বসেছিলেন, আসল নল তাঁদের বললেন— আপনারা কি দুজন অশ্বিনীকুমারসহ ইলার পুত্র পুরূরবা ও কামদেব নন ? ৪৫ ॥

তাঁরা তাঁকে বললেন যে, এর মধ্যে কেউ ইলার পুত্র নেই, আমরা কামদেব নই আর নাসত্য (অর্থাৎ অশ্বিনীকুমারও) কেউ নই। কারণ, আমরা আপনার কাছে বসে আছি ॥ ৪৬ ॥

আমরা সৌন্দর্যে কামদেবকে পরাস্ত করেছি। তাঁদের থেকে আমাদের আলাদা বলে জানবেন। এই সভায় অনেকের মধ্যে ঘুরে ঘুরে, অথবা বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের সঙ্গে দময়ন্তীর মিলনের সম্ভাবনা ॥ ৪৭ ॥

রাজন্ ! এখানে আপনার রূপ ও নাম নিজেরা জেনে মুগ্ধ হয়ে যে বসে আছি, আশায় আশায় উপস্থিত আমাদের ধিক্। আমাদের এই বিদ্যাবুদ্ধিকেও ধিক্। অথবা, নিজেরা আপনার রূপ ধরে সৌন্দর্যলাভ করে এখানে বসে আছি। আমাদের দিক্‌পতি-স্বরূপকে ধিক্। আমাদের দেবত্বকেও ধিক্ ॥ ৪৮ ॥

কথার ছলনায় আশঙ্কিত না হয়ে নল তাঁদের সেই কথাকে নিতান্ত উপেক্ষা করলেন। কেননা ইনি স্ত্রীরত্ন লাভ করার জন্যে উপযুক্ত যত্নে মন দিয়েছিলেন। অন্য কোনো কিছু তাঁর বুদ্ধিতে আসে নি ॥ ৪৯ ॥

যে যার সঙ্গে স্পর্ধা করে আপন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়, সেই তাঁর উৎকর্ষের কথা বলে দেয়। স্পর্ধাকারী নিজেই নিজের হানির কথা বলে। তার সম্বন্ধে কে না চরম অবহেলা করবে ? ॥ ৫০ ॥

আকাশ থেকে বিষ্ণু তখন সেই স্বয়ংবর সভার আড়ম্বর সানন্দে দেখলেন। বাগ্‌দেবী তাঁর যশোগান গাইছিলেন আর লক্ষ্মীর সঙ্গে তিনি বিদ্যুৎদীপ্ত মেঘের শোভা ধারণ করছিলেন ॥ ৫১ ॥

যে-দেবতা জ্যোতির্লিঙ্গ শিবের মাথার শোভা না দেখেই দেখার ব্যাপারে কেতকী[১]-ফুলকে মিথ্যাসাক্ষী সাজিয়েছিলেন, সেই-ব্রহ্মা স্বয়ংবর সভা দেখতে চেয়ে আট দিকে আটটি চোখ ফেললেন ॥ ৫২ ॥

সূর্যের বারোটি স্বরূপ। তিনি একটি স্বরূপ দিয়ে সুমেরু পর্বতকে প্রদক্ষিণ করলেন, অন্যটি দিয়ে বিষ্ণুর ডান চোখ হলেন, অবশিষ্ট দশটি দিয়ে তিনি দশটি লোকসমুখ দিক্ দেখলেন ॥ ৫৩ ॥

মেরুপর্বত দেবতাদের বাসস্থান। চাঁদ তাকে সব সময় প্রদক্ষিণ করলেও বিষ্ণুর বাঁ-চোখ হওয়ার দরুন তা দেখলেন, না দেখার ক্ষোভ তাঁর হল না ॥ ৫৪ ॥

আগ্রহী অপ্সরার দল বরেদের তৎকালীন সৌন্দর্য দেখতে দেখতে সেই জনসমুদ্রে নিজেদের মুখগুলিকে পদ্মবন করে তুললেন ॥ ৫৫ ॥

লক্ষ লক্ষ যক্ষ কি তা দেখলেন না? সেই শোভাময়ী সভায় সিদ্ধরা কি আর ছিলেন না? কিন্নরেরা কি অনুরাগের সঙ্গে তা উপভোগ করেন নি? মহর্ষিরা কি সানন্দে তা দেখেন নি? ॥ ৫৬ ॥

আগে বিনা ক্লেশেই যাঁর কণ্ঠপথে দিব্যবাণী স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে এসেছিল, সেই বাল্মীকি এমন কথায়, সেই সভার প্রশংসা করলেন যার মধ্যে বৃক্ষশ্রেণীর মতো অনেক শাখা ও তিন বেদ ছিল ॥ ৫৭ ॥

যাঁর রসনা বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বসার পিঁড়ি বলে জানি, সেই সর্বনিন্দক চার্বাকগুরু বৃহস্পতিও সেই সুন্দর সভার প্রশংসা করলেন ॥ ৫৮ ॥

স্বর্গে সংস্কৃত বাক্ অত্যন্ত শোভা পেলেও যে-কবি কথার মালা গাঁথার শিক্ষকতা জানেন এবং যিনি দৈত্যনীতির পথপ্রদর্শক, সেই শুক্রাচার্যও কবিকথায় সভার প্রশংসা করলেন ॥ ৫৯ ॥

ভীমরাজ তো এই যুবকদের সম্মেলন ঘটান নি, দময়ন্তীও আকর্ষণ করেন নি। বিধাতা এঁদের সংগ্রহ করে আপন শিল্পকলার সর্বস্ব হিসেবে এটি আমাদের দেখালেন ॥ ৬০ ॥

পুরাকালে যে-মহাদেব পঞ্চশর মদনকে একা পেয়ে তাঁর পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিয়েছিলেন, তাঁর থেকে ভয় কাটাবার জন্যে ঐ যুবকেরা কি তাঁর কায়ব্যূহ? ॥ ৬১ ॥

শিল্পী বিধাতা মাসে মাসে পৃথক যে-পূর্ণচন্দ্র, সেগুলিকে কোথাও নিধি রেখে দিয়েছিলেন। সেগুলি দিয়েই তিনি তাঁদের লাবণ্যময় মুখগুলি নির্মাণ করেছেন, মনে হয় ॥ ৬২ ॥

এঁরা বৃথাই শিরোমণি ধারণ করেছেন; কারণ, এঁরা নিজেরাই তো রত্ন। পরমাত্মজ্ঞানই স্বয়ংপ্রকাশ হওয়ায় তার প্রকাশের জন্যে অন্য জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না ॥ ৬৩ ॥

অশ্বিনীকুমার দুজন যদি এই অত্যন্ত রম্যকান্তি রাজগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবেশ করেন, তাহলে মিশে যাওয়া অবস্থায় এক হাজার বৎসরেও তাঁরা পরস্পরকে চিনতে পারবেন না ॥ ৬৪ ॥

এত বিদগ্ধ যুবক থাকতে কাম ভস্মীভূত হলেও জগতের কী ক্ষতি? একটি জলবিন্দু ক্ষয় হলে পরিপূর্ণ সমুদ্রের শোষণদোষ ঘটেছে,—একথা কে বলবেন? ॥ ৬৫ ॥

এইভাবে প্রশংসা করতে থাকলে গন্ধর্বেরা গান করতে করতে হুম্ হুম্ শব্দে ও মহর্ষিরা বেদ পাঠ করতে করতে বহু ওঙ্কারধ্বনিতে তা অনুমোদন করলেন ॥ ৬৬ ॥

তারপর বিদর্ভরাজ সেই রাজশ্রেষ্ঠদের সিংহাসনে বসালেন, যেখানে সুমেরুপর্বতের[৩] শৃঙ্গে দেবতাদের মতো, এঁরা শোভা পেলেন ॥ ৬৭ ॥

তাঁরা নানা দেশ থেকে উপস্থিত, তাঁদের গোত্র ও চরিত্র দেবতাদের প্রশংসার যোগ্য—এই ভেবে, তাঁদের বিষয় মেয়েটির কাছে কীভাবে বলা যাবে সে-কথা মনে করে সেই রাজা বিষণ্ণ হলেন ॥ ৬৮ ॥

তখন আকুল হয়ে তিনি তারপর কিছুক্ষণ একমনে কুলদেবতা নারায়ণকে স্মরণ করলেন। তিনিই ভক্তের সঙ্কল্পসিদ্ধির কল্পতরু ॥ ৬৯ ॥

তাঁর স্মরণের পরই সেই দেব নারায়ণ সরস্বতীকে স্মিতহাস্যে বললেন—হে বাণী! এই স্বয়ংবর সভায় রাজাদের গোত্র ও বৃত্তান্ত বলার জন্যে আমি তোমাকে বক্তা করে দিচ্ছি ॥ ৭০ ॥

এঁরা নানা দেশ থেকে এসেছেন। এই রাজাদের কুল, শীল, বীরত্ব তুমি জান। তুমি বক্তা হও। এই কি তোমার চুপ করে থাকার সময়? ॥ ৭১ ॥

এই সভা ত্রিভুবনের পণ্ডিতদের উপস্থিতিতে অলংকৃত। এমনটি আগে হয় নি, ভবিষ্যতে হবেও না। রাজাদের গুণ জ্ঞাপন করার ছলে তুমি পণ্ডিতদের বাক্য শোনাও ॥ ৭২ ॥

এই কথা বলার পর, দেবতাদের শিরোমণিতে মুছে যাওয়ার পর যে-ধূলি অবশিষ্ট আছে, তাঁর পা থেকে তা তিনি প্রসাদ ও আজ্ঞার সঙ্গে সাদরে মাথায় নিলেন ॥ ৭৩ ॥

তারপর বালিকাবেশে তিনি সভার মাঝখানে অবতীর্ণ হলেন। তাঁর কণ্ঠনালী সঙ্গীতবিদ্যায় পরিপূর্ণ, তিনটি বলিরেখা তিনটি বেদে নির্মিত, দৃষ্টিতরঙ্গ কবিত্ব দিয়ে গড়া ॥ ৭৪ ॥

তাঁর উদরদেশে রোমরেখা তিনটি বলিরেখার মূল থেকে বেরিয়ে প্রসারিত হয়েছে ও নাভিসঞ্চরণের উপযুক্ত কৃষ্ণবর্ণের শোভা পেয়েছে তা অথর্ববেদ, যা তিনটি বেদের মূল থেকে নির্গত হয়ে প্রসার পেয়েছে, যার কৃষ্ণ শোভা নানা অভিচারক্রিয়ার উপযোগী[৪] ॥ ৭৫ ॥

শিক্ষাশাস্ত্র তাঁর সাক্ষাৎ চরিত, কল্পসূত্র দিয়ে তাঁর প্রসাধনকল্প, নিরুক্তশাস্ত্র তাঁর সমস্ত অর্থনির্ণয় রূপে পরিণত হয়েছে[৫] ॥ ৭৬ ॥

জাতি ও বৃত্তভেদে দুই প্রকার ছন্দ তাঁর দুটি হাত, যা দুটি পর্বের সন্ধির মধ্যভাগে অর্ধেক শ্লোকের বিরামচিহ্নে সুচিহ্নিত হয়ে আছে[৬] ॥ ৭৭ ॥

তাছাড়া তাঁর কাঞ্চী নিঃসন্দেহে ব্যাকরণ দিয়ে রচিত হয়েছে। তা সূত্রের দৈর্ঘ্য-বিস্তারের মতো গুণ ও দীর্ঘের বিস্তার বিধান করে, খসখস শব্দের মতো পর পর শব্দের বিধান করে[৭] ॥ ৭৮ ॥

বেদাঙ্গগুলির মধ্যে সংখ্যাচিহ্নিত জ্যোতির্বিদ্যা নক্ষত্রবৃত্তান্ত আলোচনা করে তাঁর কণ্ঠে থেকে হাররূপে পরিণত হয়েছে, মনে হয়[৮] ॥ ৭৯ ॥

বাদী ও প্রতিবাদীর আপন আপন পক্ষ সম্বন্ধে গাঢ় অনুরাগ থাকে। এইভাবে পূর্বপক্ষশাস্ত্র ও উত্তরপক্ষশাস্ত্র বিরাজ করে তাঁর দুটি অধর হয়েছে জানি[৯] ॥ ৮০ ॥

কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ভেদে নিজ শরীরকে দ্বিধাবিভক্ত করে মীমাংসাশাস্ত্র তাঁর বস্ত্রাচ্ছাদিত দুটি সুন্দর, মাংসল ঊরুদেশ হয়েছে[১০] ॥ ৮১ ॥

আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ তর্কবিদ্যা নাম উল্লেখপর্বে ও লক্ষণপর্বে দুবার ষোলটি পদার্থের কথা বলে। সেই আন্বীক্ষিকী তাঁর দু-সারি মুক্তোর মতো দাঁত হয়েছে, বোধ হয়[১১] ॥ ৮২ ॥

তর্কযোগ্য তর্কিত পদার্থগুলি তাঁর দাঁত। তাছাড়া শাস্ত্রবিচারে এই মুখের শক্তি কোথায়? প্রতিপক্ষের প্রতিজ্ঞাপত্র কীভাবে খণ্ডিত হবে? গুণী ব্যক্তিদের শাস্ত্রবিচার দিয়ে খণ্ডন করার সামর্থ্য কোথায় থাকবে? ॥ ৮৩ ॥

ব্যাস ও পরাশর প্রণীত উভয়বিধ পুরাণ পল্লবিত হয়ে প্রসিদ্ধ মৎস্য, পদ্ম ইত্যাদি নামে চিহ্নিত হয়ে তাঁর করযুগল হয়েছে[১২] ॥ ৮৪ ॥

কল্পের শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন, বেদমূলক যে ধর্মশাস্ত্রগুলি আছে সেগুলি তাঁর কণ্ঠের উপর মস্তক হয়ে কার না আনন্দ দেয় ? ॥ ৮৫ ॥

বিধাতা ওঙ্কারের দুটি প্রান্তরেখা দিয়ে তাঁর ভ্রূ ওঙ্কারবিন্দু দিয়ে কপালের তিলক আর অর্ধচন্দ্রাকার রেখা দিয়ে বীণা বাজানোর যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন ॥ ৮৬ ॥

তাঁর দেহে দুটি কুণ্ডল নির্মিত হয়েছে সমাপ্তিসূচক গোলাকার বিসর্গচিহ্নের সারপদার্থ দিয়ে; হাতের আঙুল হয়েছে সোনার কলমের সারবস্তু দিয়ে, কেশ কালির সারবস্তু আর মৃদু হাসি নির্মিত হয়েছে স্ফটিকের সার দিয়ে ॥ ৮৭ ॥

তাঁর পূর্ণ চাঁদের মতো মুখ যেন সোমসিদ্ধান্ত (অর্থাৎ কাপালিক দর্শন), তাঁর অতিকৃশ উদর যেন শূন্যবাদ (অর্থাৎ মাধ্যমিক বৌদ্ধদর্শন),[১৩] তাঁর অন্তর যেন ক্ষণিক-বিজ্ঞানমাত্রবাদ (অর্থাৎ যোগাচার বৌদ্ধদর্শন,) সব কিছু সাকার হওয়ার মতো তাঁর সবকিছু যেন সাকার বিজ্ঞানবাদ (অর্থাৎ সৌত্রান্তিক বৌদ্ধদর্শন) ॥ ৮৮ ॥

তিনি রাজা ভীমকে বললেন—এখন আপনার আনন্দ করার সময়। বিষণ্ণ হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি এই রাজাদের গোত্র ও চরিত্র যথোপযুক্ত ভাবে বলে দেব ॥ ৮৯ ॥

প্রসিদ্ধ মন্দাকিনী যাঁর পাদপদ্মে পদ্মমধুর বিলাস লাভ করেছে, তাঁর আজ্ঞার বশবর্তী একজন হয়ে রাজাদের গুণ ব্যাখ্যা করার জন্যে এখানে উপস্থিত হয়েছি ॥ ৯০ ॥

তিনি উপস্থিত হলে যে-সব শুভসূচক চিহ্ন, স্বর ইত্যাদি তখন জানা সম্ভব, তা দিয়ে তাঁকে হিতকারিণী বুঝে সেই লোকপালতুল্য রাজা তাঁকে সমুচিত সংবর্ধনা জানালেন ॥ ৯১ ॥

দিক্‌-দিগন্ত থেকে রাজাদের আকর্ষণ ও কৌতূহল সৃষ্টির বিদ্যায় নিজের কন্যা সিদ্ধহস্ত। তখন সেই রাজা তাকে রাজাদের মধ্যে আহ্বান করলেন ॥ ৯২ ॥

দাসীদের সামনে আসতে দেখে যা জন্মেছিল, সখীদের দেখে যা ক্রমে স্ফীত হল দর্শকদের সেই রূপঘটিত বিস্ময়সমুদ্রকে নিজের অঙ্গে উচ্ছ্বসিত করে তুললেন তিনি ॥ ৯৩ ॥

স্নিগ্ধতার জন্যে জলগর্ভতা দোষের অভাব ও লেপনের অভাব যে-রত্নের মধ্যে প্রচেষ্টা-পূর্বক বর্তমান, তার শুভ্র কিরণ তাঁর বস্ত্রের শোভা হচ্ছিল। তাঁর সাজসজ্জার জলের মতো হীরাদ্যুতিতে নিজের যে-প্রতিবিম্ব পড়েছিল, সখীরা ছিল তার সমান ॥ ৯৪ ॥

প্রসাধনের গন্ধে সানন্দে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কানের পদ্ম-অলঙ্কারের কাছে উপস্থিত হয়ে মদনের দূত ভ্রমর কানে কানে গোপনে কী যেন তাঁকে বলছিল ॥ ৯৫ ॥

তিনি পরস্পর বিরোধী নানা বর্ণের অলঙ্কারের মণিদ্যুতির মল্লযুদ্ধের কৌতুক লক্ষ্য করছিলেন। কামদেব ভুল করে নিজের ধনুক ভেবে কাঁপানোর ফলে বিলাসে বঙ্কিম দুটি ভ্রূ তিনি বহন করছিলেন ॥ ৯৬ ॥

কল্পতরু বসন্তলক্ষ্মীকে অভিলাষ করে। তার শরীর সুগন্ধি ফুল ও মলয় বাতাসে সুরভিত, নব পল্লবের অগ্রভাগে ভ্রমরের শ্রেণী বর্তমান। তেমনি সেই রাজারা তাঁকে অভিলাষ করছিলেন। তাঁর অঙ্গে পুষ্পশর মদন সানন্দে বাস করছিলেন। তাঁর করপ্রান্তে আঙুলগুলি ছিল বন্ধুর মতো ॥ ৯৭ ॥

হল্দে, সাদা, লাল, নীল রঙের মণিগুলির কিরণ দিয়ে দেহের উপলেপন ঘটায় গোরোচনা, চন্দন, কুংকুম ও মৃগনাভি উপলেপের যেন পুনরুক্তি ঘটছিল ॥ ৯৮ ॥

পুষ্পধনু দিয়ে কামদেব নলকে জয় করেছেন একথা অবিশ্বাস করে তিনি তাঁর জন্যে আপন অলঙ্কারমণির-কিরণ-দিয়ে গড়া ইন্দ্রধনু অর্পণ করছিলেন ॥ ৯৯ ॥

শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারকে বস্ত্রে আবদ্ধ করে, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠকে ঘন মণিপ্রভায় লাগিয়ে দিয়ে, বিধাতা রাজাদের চোখকে কোনো কিছু ভালোভাবে বারবার দেখার অবকাশ দেন নি ॥ ১০০ ॥

প্রথমে আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি পড়তে থাকলে, তখন সেই ফুলের ভ্রমরের ভয়ে মুখ নামিয়ে তিনি মুখ দেখতে দেন নি। হায়! বাঞ্ছিত বিষয়ে বিঘ্ন ঘটাবার জন্যে দৈবের কী প্রচেষ্টা! ॥ ১০১ ॥

'রাজার চেয়ে সখীর মুখ হওয়া বরং ভালো' এই ভাবে সখীদের মুখকে যখন রাজারা মনে স্থান দিচ্ছিলেন, তখন চোখের কোণ থেকে তিনি কর্পূর ও কস্তুরিকার ধারা অর্থাৎ সাদা ও কালো কান্তি সেদিকে ছড়ালেন ॥ ১০২ ॥

মৃদু হাসতে গিয়ে ঠোঁট কেঁপে দাঁতের ছটা কিছুটা প্রকাশ পেল—আনন্দিত রাজাদের মুখকমলের এই অবস্থা ঘটিয়ে তিনি (কুমুদপ্রকাশিকা) জ্যোৎস্নার বুকের গর্ব দূর করলেন ॥ ১০৩ ॥

তাঁর প্রত্যেক অঙ্গের অলঙ্কারে মণির ছলে লোকের নিশ্চল চোখ আটকে ছিল। তাঁর নাভিগহ্বরের অন্ধকারে হারের প্রান্তভাগের গরুড়মণির গাঢ় রশ্মিচ্ছটা পড়ছিল ॥ ১০৪ ॥

তাঁর শুভ্র স্মিত হাসিতে বিস্মিত হয়ে জ্যোৎস্না মাথা নাড়ছিল। এই শোভা অনুকরণ করতে গিয়ে সাদা চামরগুলি বহু রাজহংসীর লাস্যলীলা আচরণ করছিল ॥ ১০৫ ॥

তাঁর অঙ্গশোভার বর্ণনাগান করতে গিয়ে নিকৃষ্ট উচ্চারণের ফলে অপ্সরার দল কুণ্ঠিত হন। তাঁদের বুকের লজ্জাকে তিনি পারিতোষিক-অলঙ্কার দিয়েছিলেন ॥ ১০৬ ॥

দন্তরুচিতে নক্ষত্রকে, মুখের শোভায় চাঁদকে আর কেশশোভায় আকাশকে হার মানিয়ে তিনি কোন্ রাজার চোখদুটিকে আকণ্ঠ মধুপান করান নি? ॥ ১০৭ ॥

তাঁর বিস্ময়কর অঙ্গগুলি অলঙ্কারে ভূষিত ছিল। তাঁর সৌন্দর্য প্রত্যক্ষগম্য হলেও বর্ণনার অতীত ছিল। দোলারোহণ করে তিনি সভায় প্রবেশ করলে রাজারা কটাক্ষে তাঁকে দেখলেন ॥ ১০৮ ॥

সেখানে এমন কোনো রাজা ছিলেন না যিনি তাঁর রূপ দেখে আশ্চর্য হন নি, আনন্দে যাঁর শরীরের অঙ্গগুলি রোমাঞ্চে তরঙ্গিত হয়ে উল্লসিত হয় নি। ১০৯ ॥

সেখানে দময়ন্তীকে দেখে বুড়ো আঙুলের মাথা ও মধ্যমা আঙুলের মাঝখান দিয়ে তর্জনী-আঙুলটিকে চেপে কোন্ লোক না ফুটিয়ে ছিলেন? ॥ ১১০ ॥

সেই রাজসমাজে খঞ্জনপাখির মতো চোখের সেই ললনাকে দেখে বার বার মাথা নেড়ে কে ভ্রূযুগল কম্পিত করেন নি? ॥ ১১১ ॥

তারপর স্বয়ংবরসভার চত্বরে দময়ন্তীকে উপস্থিত দেখে রাজারা আনন্দে বিহ্বলচিত্ত হয়ে স্খলিত কথায় জড়িত জিহ্বায় বললেন— ॥ ১১২ ॥

রম্ভা প্রভৃতির লোভে যজ্ঞকর্ম করে স্বর্গপথের পথিকেরা যাতে পৃথিবীকে

শূন্য করে না দেন, তার জন্যে অপ্সরাদের জয় করার ফলে ইনি পৃথিবী সম্বন্ধে দেবতাদের বৈরাগ্য লোপ করেছেন ॥ ১১৩ ॥

অন্য লোকের মুখে এঁর যে-রূপের কথা শুনে আমরা দিক্-দিগন্ত থেকে এসেছি, এঁর এই প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য থেকে তা বহুলাংশে কম ছিল ॥ ১১৪ ॥

শৃঙ্গার নামে পরিচিত রসের মহাসমুদ্র কোথায় বর্তমান আছে? নাহলে কোন্ সমুদ্র থেকে লাবণ্য ও চাতুর্যের নিধিরূপে ইনি উত্থিত হলেন? ॥ ১১৫ ॥

দময়ন্তীর মুখই আসল সুধাংশু চাঁদ, আকাশের চাঁদ গৌণ ও স্পষ্টত শশচিহ্নিত। এঁর ভ্রূদুটিই কামদেবের আসল ধনুক, ফুল গৌণ ধনুক ॥ ১১৬ ॥

এই সুন্দরীর কর্ণভূষণ—কুণ্ডলদুটি কি ধনুর্ধর মদনের লক্ষ্যবস্তুরূপে ধারণ করা আছে? তিনি বাণ নিক্ষেপ করলে ডানদিকে বাঁদিকে সেগুলো কি এ-দুটির মধ্যে দিয়ে চলে যায়? ॥ ১১৭ ॥

হায়, ইনি পুষ্পশর মদনের অপকীর্তি-বিস্তার হিসাবে কর্ণভূষণের দুটি নীলপদ্ম রেখেছেন। কারণ এই দুটির জন্যে খল ব্যক্তি বলে বেড়াবেন যে, কানের কুণ্ডল লক্ষ্য করে মদনের বাণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে ॥ ১১৮ ॥

নিজের ভ্রমরসমাকীর্ণ পরাগময় ফুলের পুরনো ধনুক ফেলে রেখে আজ কামদেব মুষ্টিতে গৃহীত ধনুকরূপে দময়ন্তীর ভ্রূদুটিকে সমাদর করুন ॥ ১১৯ ॥

বিধাতা যে-সারবস্তু তুলে নিয়ে শীতকালে পদ্মকে আর বর্ষাকালে খঞ্জনপাখিদের কোথাও ফেলে দেন, সেই সারপদার্থ নিয়ে প্রতিবৎসর এঁর চোখদুটিকে বিশেষভাবে পুষ্ট করেন। ১২০ ।

'পদ্মের সঙ্গে এঁর দুটি পার্থক্য লোকে ভ্রমরদের জিজ্ঞাসা করুক। তারা উভয়ের গুণ জানে।' যেন এই ভেবে এঁর দুটি চোখের মধ্যস্থ হয়ে বিধাতা চোখের মণিরূপ ভ্রমর ও ভ্রমরীকে রেখে দিয়েছেন ॥ ১২১ ॥

এঁর শরীরে বসবাসকারী রতিদেবী ও কামদেবের জন্যে দুটি সৌধের নির্মাণ করেছে এঁর বয়স। স্তনদুটিকে কে না সেই সৌধের প্রবেশপথে বৃহৎ দুটি স্বর্ণকলস ভাবেন? ॥ ১২২ ॥

এঁর দুটি বাহুর কাছে পরাস্ত হয়েছে যে মৃণাল তার কাছ থেকে পৃথক্ কর হিসেবে কি করকমল নেওয়া হয়েছে? এখানে তাকে লক্ষ্মীর আশ্রয়রূপে কোন্ লোক না দেখেন? কর অথবা হাত হিসাবে কে না বলেন? ॥ ১২৩ ॥

মৃণালের সেই জলজাত পদ্ম অলীক, এঁর হাতের অগ্রভাগ যে-পদ্ম তা কিন্তু সত্যি। কারণ, রোমাঞ্চকণ্টকিত মৃণাল থেকে বের হওয়ায় তীক্ষ্ণ নখের কণ্টক তাতে যুক্ত আছে ॥ ১২৪ ॥

মানুষদের মধ্যে এঁর তুলনাযোগ্য কেউ আছেন কিনা সে-বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তি আমরা দেখতে পাই না,—এই প্রমাণ স্পষ্ট। স্বর্গে অথবা পাতালে যদি কেউ থাকেন; তবে কোথা থেকে তাঁদের বাধা না হত? ॥ ১২৫ ॥

বিধাতার হাতগুলিকে নমস্কার; অথবা, নমস্কার নয়। হাতের কথা কি, তাঁর বুদ্ধিও এঁকে স্পর্শ করে নি। স্পর্শ করলে এটি পিষ্ট হয়ে যেত। কারণ, ইনি বিদেহী কামদেবের অনুরূপ শিল্প ॥ ১২৬ ॥

কুশস্পর্শে যে-হাত কর্কশ, সেই-হাত দুটি দিয়ে বিধাতা এই কোমলাঙ্গীকে

সৃষ্টি করেন নি। আর শান্তিতে যে-মন মরুপথে বিশ্রামের ছায়াতরু, তা দিয়ে এই শৃঙ্গাররসের প্রবাহকে সৃষ্টি করেন নি ॥ ১২৭ ॥

নিতম্বদেশে বা পয়োধরে গুরুভার হওয়ায় বিধাতা হাত দিয়ে কি এঁকে উত্তোলন করেছিলেন? তাই আঙুলগুলির মাঝখানে তিনটি বলিরেখা এঁর উদরদেশে উঠেছে? ॥ ১২৮ ॥

চাঁদের নিজের সুধা থেকে তুলে নেওয়া ননী দিয়ে এঁর শরীর তৈরি, তাই ক্রমশ তার হলুদ রঙ ফুটে উঠেছে। নিমীলিত পদ্ম দিয়ে অসম্ভব বুঝে চাঁদ নিজেই এঁর মুখ হয়েছেন ॥ ১২৯ ॥

চতুর বসন্তকাল এঁর নির্মাণশিল্পী। মলয়বাতাস দিয়ে এঁর শ্বাস নির্মাণ করেছেন, ফুল দিয়ে এঁর অঙ্গ তৈরি করেছেন আর কোকিলের পঞ্চমসুরে এঁর বাণী নির্মাণ করেছেন ॥ ১৩০ ॥

ইনি কামদেবের সৃষ্টি, বিধাতার নয়। এঁর নির্মাণশিল্পীকে অন্য শিল্পী পরাজিত করতে পারে না। রূপনির্মাণে সেই বিধাতা তাঁর অধীনস্থ মদনদেবের কাছে বয়সের দিক দিয়েও পরাস্ত ॥ ১৩১ ॥

গুরু বৃহস্পতির যে-অধর ও কণ্ঠ এঁকে বর্ণনা করতে গেলে কামদেব তাদের কথা বলার গর্ব বিনাশ করে বিনীত করেন, সেই কামদেবের এই নির্মাণকলা সংসারত্যাগী মুক্ত ব্যক্তিদের অনুতাপ সৃষ্টি করে ॥ ১৩২ ॥

সবকটি চোখ দিয়ে ইন্দ্র দময়ন্তীকে দেখলেন। এক-একটি অঙ্গে তাঁর দৃষ্টি যেন পুঁতে গেল। তাঁকে বর্ণনা করতে গিয়ে সুধার মতো গাথায় শ্লেষকলার বিলাস দিয়ে তিনি তাঁর চন্দ্রমুখকে অলংকৃত করলেন ॥ ১৩৩ ॥

ইনি স্মিত হাস্যে গৌরী, দৃষ্টিতে হরিণী, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের সম্পদে বীণাবতী, দেহলাবণ্যে হেমবতী, অবশিষ্ট অঙ্গে তন্বী। আর কেউ আমার মনে ধরে না ॥ ১৩৪ ॥

এইভাবে ইন্দ্র প্রশংসা করতে থাকলে নল কাছ থেকে শঙ্কিতচিত্তে তাকে দেখলেন। ইন্দ্র কথার মধ্যে মানুষের উপযোগী অর্থ ব্যাখ্যা করে দিয়ে তাঁর শঙ্কা দূর করলেন ॥ ১৩৫ ॥

হায়! কার্যসিদ্ধির জন্যে নিজেকে নলের স্থানে বসিয়ে নলস্বরূপ হয়ে তেমন রূপ ধারণ করে তিনি[১৪] দোষপূর্ণ ভাব কেন ধারণ করেছিলেন?[১৪] ॥ ১৩৬ ॥

'সাজসজ্জায় রমণীয় হয়ে এই তো উনি রথে আরোহণ করে যাচ্ছেন, পৃথিবীর এই উর্বশী এই তো স্বয়ংবরের বেদীতে উঠছেন।' —এইভাবে লোকেদের সানন্দ কলরবে পরলোকেরা দময়ন্তীর যে-বর্ণনা করছিলেন, তা কানে এসে নলের হৃদয়ে আঘাত করল ॥ ১৩৭ ॥

শ্রেষ্ঠকবিকুলের মুকুটের অলঙ্কারের হীরাতুল্য শ্রীহীর ও মামল্লদেবী শ্রীহর্ষ-নামে যে-জিতেন্দ্রিয় পুত্রকে জন্ম দিয়েছিলেন, তর্কেও যাঁর প্রচুর পরিশ্রম আছে, তাঁর নৈষধীয়চরিত-নামে সুন্দর মহাকাব্যে স্বভাবোজ্জ্বল দশম সর্গ সমাপ্ত হল ॥ ১৩৮ ॥

সেই রাজসভা দেবতার মতো মুখচন্দ্রে প্রসন্নতা নিয়ে অনিমেষনেত্রে কৌতূহলের সঙ্গে তাকিয়েছিল। তারপর ভীমরাজকন্যা বুকের মধ্যে লালিত বরকে লাভ করার জন্যে সেখানে প্রবেশ করলেন ॥ ১ ॥

তাঁর নির্মল অঙ্গের ভিত্তিভূমিতে এবং তাঁর অলঙ্কারের রত্নরাশিতে যুবকদের নিজ দেহ প্রতিফলিত হল। এই ছলে তাঁরা সেই সুন্দরীর মধ্যে সব রকমে ডুবে গেলেন, শুধু দৃষ্টি দিয়ে কিংবা হৃদয় দিয়ে নয় ॥ ২ ॥

স্বর্গ ও পৃথিবীর মাঝখানে বিশ্বামিত্র যদি অন্য কোনো স্বর্গলোক রচনা করতেন, তাহলে তা যেমন সুন্দর হত, সমাগত রাজাদের বিমানগুলির জন্যে আকাশকে সেইরকম দেখতে হয়েছিল ॥ ৩ ॥

সেখানে দেখার জন্যে দেবতারা আকাশে বিচরণ করছিলেন। রাজাদের চামরের বাতাসকে কামের সুগন্ধ ধূপদানি করে সুগন্ধি ধূপে তাঁদের পূজার্চনা হচ্ছিল ॥ ৪ ॥

সেখানে পতনশীল কামশরের অনুসরণ করে ভ্রমরের দল সুগন্ধ উপভোগ করছিল। বায়ুপ্রবাহ রাজাদের শরীরে অঙ্গরাগের চন্দন ও কর্পূরের সুগন্ধ বহন করছিল। ভ্রমরগুলি নিজেদের শ্রেণীতে সেই বাতাসকে রোধ করে দিচ্ছিল ॥ ৫ ॥

অট্টালিকাগুলি পতাকা কাঁপিয়ে লোকেদের কাছে নিজেদের নৃত্যকৌশল অভিনয় করছিল মনে হয়। সেগুলিতে বিবাহের তুঙ্গ মৃদঙ্গধ্বনি নানা ভঙ্গিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে গাম্ভীর্য প্রকাশ করছিল ॥ ৬ ॥

দময়ন্তী বিনয়বশত ঘাড় নামিয়ে ছিলেন। যে-ভগবতী বাগ্দেবী চতুর্দশ ভুবনের বাসিন্দাদের নমস্য, তিনি সেই-সভায় তাঁর ডান পাশে থেকে উপযুক্ত সম্ভাষণ করে বললেন— ॥ ৭ ॥

যাঁদের সম্বন্ধে পৃথক্ বলতে গেলে একশ বছর কেটে যাবে সেই দেবতাদের এক কোটি জন এখানে এসেছেন। মনে মনে ভেবে চিন্তে এখানে এমন একজনকে বরণ করো যাঁর দিকে তোমার মনোবৃত্তি আকৃষ্ট হচ্ছে ॥ ৮ ॥

এঁদের স্বাভাবিক নিষ্পলক দৃষ্টির সঙ্গে তোমাকে দেখার আগ্রহে যে-নিষ্পলক দৃষ্টি তা যেমন মিশেছে, তেমনি, হে সুন্দরী, এঁদের সুধাপানও চাঁদে ও তোমার মুখে অধর চুম্বন করে দু-রকম হোক ॥ ৯ ॥

এঁদের পর্বত, অর্থাৎ সুমেরু, সুরভি গাভীর মতো ভূমিভাগকে আগে দোহন করেছিল। সেখানে সব রত্ন যে-গাছের ফল, সেই পাঁচ শাখার গাছ মুক্তাফলের ফলনে সার্থকনামা হয়ে, ক্ষীরসমুদ্রের বিন্দু দুধে শোভিত হয়ে, হাতের মতো শোভা পায় ॥ ১০ ॥

তাঁর যুক্তকর নিজের মাথায় স্পর্শ করে অপরাধের ভয়ে তিনি চঞ্চল চোখে তাকালেন। সে হাত দুটি মুখচন্দ্রের সান্নিধ্যে নিমীলিতদল দুটি পদ্মের মতো। দেবতারা তাঁকে কৃপা করে অন্যত্র যাওয়ার অনুমতি দিলেন ॥ ১১ ॥

পাল্কির নিচে থেকে পাল্কিবাহকেরা সেই সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে তাঁর বিরাগ উৎপন্ন হওয়ার বিষয়ে সাক্ষাৎভাবে বিন্দুমাত্র জানতে পারলেন না। কিন্তু নিকটবর্তী নায়কদের ম্লান মুখ দেখে দময়ন্তীর বিরাগসূচক আচরণ অনুমান করা গেল। সেই

অনুমানে তাঁরা জানতে পারলেন ॥ ১২ ॥

বাহকেরা নিজেদের নিরাপত্তার অভাব বুঝে রাক্ষসদের[১] থেকে নিবৃত্ত হল, দময়ন্তীর দেহশোভার তুলনায় হীনতা বুঝে বিদ্যাধরদের থেকে নিবৃত্ত হল। গন্ধর্বদের মধ্যে তাঁর কণ্ঠস্বরের লেশমাত্র নেই বুঝে তাঁদের প্রতিও বিমুখ হল ॥ ১৩ ॥

লোকে দরিদ্র থাকলেও যাঁরা বৃথা ধন আগলে থাকেন, সেই যক্ষেরা লজ্জায় দময়ন্তীকে মুখ দেখালেন না। তাঁরা কি আর জানতেন না যে, কল্পতরুর পতিব্রতা স্ত্রী কল্পলতা তাঁর রূপ নিয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন ? ১৪ ॥

তাঁর পদতলের শোভা মঞ্জিষ্ঠায় রাঙানো বস্ত্রের রঙ্ লাভ করেছিল। নবজলধর যেমন সমস্ত জলাশয় থেকে হংসকুলকে মানসসরোবরে নিয়ে যায়, তেমনি বাহকেরা দেবতাদের কাছ থেকে তখন তাঁকে সর্পরাজের দিকে নিয়ে গেল ॥ ১৫ ॥

বেদ ইত্যাদি যাবতীয় বাক্যবিস্তারকে যে-সর্বব্যাপিনী দেবীর পরিণতি বলে মুনিরা ব্যাখ্যা করেন, তিনি সভায় সর্বদা প্রগল্ভ। তিনি সেই বালিকাটিকে বললেন, যার কপাল উদয়শিখরের আধখানা চাঁদের মতো ॥ ১৬ ॥

এই সেই-বাসুকি, যিনি শম্ভুর সেবায় নিরত, শ্বেতবর্ণ হওয়ায় যিনি তাঁর যজ্ঞোপবীতের মর্যাদা লাভ করেন এবং আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় পার্বতীর স্তনের কুঙ্কুম লেগে যাওয়ায় যাকে পাটের সুতোর যোগে রক্তবর্ণ মনে হয় ॥ ১৭ ॥

এই সেই সর্প যিনি মহেশ্বরের হাতে উৎকৃষ্ট মণিখচিত সুন্দর কংকণ হয়েছেন। ইনি ভূতনাথের জটাবন্ধন, ধনুর্গুণ ও যোগবস্ত্রের ব্যাপারে নিপুণ। এঁকে বরণ করো ॥ ১৮ ॥

যেহেতু এঁর দুটি জিহ্বা, অতএব ইনি যদি একটি জিহ্বা দিয়ে মহেশ্বরের মাথার চাঁদের অমৃতরস নিয়ে, এবং অন্যটি দিয়ে তোমার অধরের রস নিয়ে এক সঙ্গে আস্বাদন করতে করতে উভয়ের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে পারেন ॥ ১৯ ॥

এই সর্প তোমার অধর দংশন করলে তা তুমি অনর্থ বলে ভেবো না। তোমার অধর অমৃতের সারবস্তু দিয়ে তৈরি। সেখানে এঁর শক্তি খাটবে না ॥ ২০ ॥

তাঁর স্ফুরিত ফণা দেখে তিনি ভয় পেলেন। তাঁর কম্পন ও পুলক দেখে তাকে অনুরাগের সাত্ত্বিক ভাব বুঝে নিজের ভৃত্যেরা নাচতে থাকলে লজ্জিত সর্পরাজ তাদের নিষেধ করলেন ॥ ২১ ॥

তা দেখে অন্যান্য সর্পেরা নিজেদের বরণের ব্যাপারে হতাশ হয়ে নিঃশ্বাস ফেলে নিজেদের কী এক অহিত করে বসলেন। যেহেতু, হায় ! পাল্কিবাহকেরা তাঁদের দিকে যেতে চাইলেও প্রতিকূল বাতাসের অশুভ লক্ষণ পেয়ে, সেদিকে আর গেলেন না ॥ ২২ ॥

যেমন সন্ধ্যায় পদ্মের পাপড়িগুলি নিমীলিত হলে তা থেকে চাঁদের কিরণ প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মের দিকে যায়, তেমনি যে সর্পরাজ লজ্জায় ফণাগুলোকে গুটিয়ে নিচ্ছিলেন তাঁর কাছ থেকে পাল্কিবাহকেরা সেই রাজকন্যাকে রাজাদের দিকে নিয়ে গেলেন ॥ ২৩ ॥

দেবী বললেন—হে ভীরু ! মনোযোগ দাও। হে রাজন্যবর্গ ! আপনারা এঁর দিকে তাকানো বন্ধ করুন। এঁকে দেখার পরও আবার চোখ দিয়ে দেখতে থাকলে কোটি কোটি বৎসরেও তো আপনাদের ইচ্ছা শেষ হবে না ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের অন্তরের অত্যন্ত শান্ত ভাবকে যিনি শৃঙ্গার রস দিয়ে দূর

করেছেন, সেই বিদেহী কামদেব পাঁচটি শরে জগতের পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে সংক্ষুব্ধ করে আপনাদের আনন্দ দিন ॥ ২৫ ॥

পুষ্পশর মদন নিশ্চয় বাণ ছুঁড়ে হুঙ্কারমন্ত্র জপের বলে এঁদের সংযমশক্তি ভস্ম করে দিয়েছেন। তোমার কটিদেশ শৃঙ্গাররস সৃষ্টির উপযোগী দুটি পরমাণুতে নির্মিত দ্ব্যণুকের মতো ক্ষীণ! তুমি বিভিন্ন দ্বীপের এই অধিপতিদের দিকে দৃষ্টিপাত করো ॥ ২৬ ॥

মধুর জলের সমুদ্রে সবন রাজার সঙ্গে তোমার রমণীয় জলক্রীড়া ঘটুক। হে দময়ন্তী! তোমার চোখ প্রস্ফুটিত পদ্মকে হার মানাতে পারে। তুমি পুষ্কর[২]-দ্বীপের ঐ রাজাকে বরণ করো ॥ ২৭ ॥

হে দময়ন্তী! তোমার নাভি কূপের মতো আবর্তযুক্ত ও অদ্ভুত। এই রাজার রাজ্য আপন গুণে পৃথিবীর স্বর্গ। এঁর ঐশ্বর্যের স্বর্গরাজ্য অর্জন করছ না! এঁর গৃহে শচীদেবীর বিলাস লাভ করো ॥ ২৮ ॥

সেখানে যে দেব ব্রহ্মা স্বয়ং বটবৃক্ষের গোলাকার হিমশীতল ছায়ায় বাস করেন, তিনি নিজের অসাধারণ শিল্পকর্ম রূপে তোমাকে দেখে সমস্ত কারুকর্মের মধ্যে হাতের গর্ব করতে থাকুন ॥ ২৯ ॥

আকাশ থেকে নেমে আসা রোদ ইত্যাদিকে নিচে রোধ করায় সেই বট 'ন্যগ্রোধ'। ঝুরিগুলি দিয়ে তা নিজের ভার ধরে রেখেছে। পাকা ফল ও নীলাভ পাতার শোভায় তাকে সেই দ্বীপের ময়ূরপুচ্ছ নির্মিত ছত্রের মতো দেখো ॥ ৩০ ॥

এই রাজহংসের প্রিয় কীর্তি ত্রিভুবনে কেন শুভ্রতা লাভ করবে না? কিন্তু শুভ্রতার ঐক্য ছাড়িয়ে তা দুধ আর জলকে যে পরস্পর থেকে পৃথক্ করে না, এটাই আশ্চর্য ॥ ৩১ ॥

ইনি বীরও বটে, পণ্ডিতসভার অগ্রগণ্যও বটে, শৃঙ্গারভঙ্গীতে রমণীয়ও বটে আবার কল্যাবিদ্যার আকরও বটে। তবু তাঁর কাছে তিনি সেই অপরাধই করলেন। কারণ, নল এই কোমল নামটি তাঁর ছিল না ॥ ৩২ ॥

বিজ্ঞ রাজকন্যা ভ্রূলতা কুঞ্চিত করে ইঙ্গিতে তাঁকে অনাদর বোঝালেন। তাঁকে লাভ না করার জন্যে তাপের আগুন সেই রাজার মলিন কান্তির প্রচুর ধূমচিহ্ন লাভ করল ॥ ৩৩ ॥

তারপর বাহকেরা তাঁর মনোভাব জানতে পেরে এই চন্দ্রমুখী বধূকে অন্য রাজার দিকে নিয়ে গেলেন। প্রভুর নির্দেশের অপেক্ষা করে না, এমন চতুর ভৃত্য থাকলে প্রভুর কথা বলার প্রয়োজন হয় না ॥ ৩৪ ॥

সৌন্দর্যে অশ্বিনীকুমার-দুজনকে হার মানিয়েছেন এমন-একজন অন্য রাজাকে দেখিয়ে দেবী এঁকে আবার বললেন—ওগো! লজ্জায় তোমার যে বিম্বতুল্য মুখ নত হয়ে আছে তা তুলে এই কুলীন ও শীলবান্ রাজাকে দেখো ॥ ৩৫ ॥

এঁর সামনে চারণেরা অশ্রান্ত ভাবে যে বাগাড়ম্বর পাঠ করেন তাতে এই আকাশ অবকাশশূন্য হয়ে পড়ায় আমার কথার উৎপত্তির সুযোগ নেই। অর্থের পুনরুক্তিতে পড়ে যাওয়ায় অর্থও সুযোগ পায় না ॥ ৩৬ ॥

শাকদ্বীপের যে প্রশাসক 'হব্য'-নামে প্রখ্যাত, তাঁর বাহুবলের প্রতাপের বন্দনায় যে-কথা পণ্ডিতদের কাছে অমৃততুল্য হয়ে ওঠে, সে-কথাতেও কি তোমার অন্তর এই

রাজার প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠছে না ? ॥ ৩৭ ॥

সেখানে শাক-তরু কাকাতুয়ার পাখার মতো পাতার রাশি ধারণ করে তোমার মন হরণ করবে। তার পাতার সম্বন্ধের ঐশ্বর্যবশেই দিক্‌গুলি শ্যামবর্ণ হয়ে হরিৎ নামে বিখ্যাত হয়ে শোভা পাচ্ছে ॥ ৩৮ ॥

সেখানে সেই গাছের পাতা থেকে বাতাস উঠে স্পর্শ দিয়ে যে অনির্বচনীয় আনন্দ দেয়, তুমি সেই কৌতূহল অনুভব করে পরাশর পুরাণের কথাতেও আবার আস্থা প্রকাশ করো ॥ ৩৯ ॥

হে বিশালনয়না ! যে ক্ষীরসমুদ্রে তটভূমির বিস্তৃত বনের প্রতিবিম্ব পড়ে, তার বিচিত্র তরঙ্গমালার সৌন্দর্য ও চাঞ্চল্য তোমার কটাক্ষগুলির শোভার বিলাস অনুকরণ করুক ॥ ৪০ ॥

জীবনধারণের উপযোগী প্রচুর দুগ্ধরস তরঙ্গপ্রবাহে এখানে উপস্থিত হলে তাতে পুষ্ট হয়ে সর্বদা কুণ্ডলিত বিশাল শরীর নিয়ে শেষনাগ বিষ্ণুর আশ্রয় হয় ॥ ৪১ ॥

তোমায় রূপসম্পদ দেখে শঙ্কিত হয়ে লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণুর নিদ্রা দীর্ঘতর করার জন্যে তাঁর পাদপদ্মে হাতের আঙুল বোলাতে মনোযোগী হোন ॥ ৪২ ॥

তোমার বিলাসভ্রমণের পরিশ্রমে পায়ের আঙুল থেকে ঘাম ঝরলে; সেখানে উদয়-পর্বতের শিলাখণ্ডগুলি নখের লাক্ষারসে আর সকালের সূর্যকিরণে দুভাবে কৃত্রিম গৈরিক ভাব লাভ করুক ॥ ৪৩ ॥

হে সুন্দরী ! তোমার জঙ্ঘা দর্শনীয়। উদয়পর্বতের চূড়ায় পরিভ্রমণ করতে থাকলে তোমার যে সুন্দর মুখ কাশ্মীরদেশীয় কুঙ্কুমপ্রসাধনে রমণীয়, তা আনন্দিত রাজাদের কাছে উদীয়মান চাঁদ বলে মনে হোক ॥ ৪৪ ॥

ইনি তোমার বিরহানল অনুভব করে নিশ্চয় নিজের 'হব্য'-নাম সার্থক করেছেন। যদি এঁকে বরণ কর, তবে ইনি তোমার পুত্রপৌত্র দিয়ে নিজের বংশ লাভ করবেন ॥ ৪৫ ॥

লতার আশ্রয়-তরুর মতো ইনি লক্ষ্মীর আশ্রয় হওয়া সত্ত্বেও, এঁর মুখপদ্ম বাগ্‌দেবীর আশ্রয় হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর মধ্যে একটি দোষ গণনা করলেন,—ইন্দ্রদেব এঁর প্রার্থী হন নি ॥ ৪৬ ॥

বাতাস যেমন কুসুমশ্রেষ্ঠ পদ্ম থেকে সরিয়ে সুগন্ধকে অন্যত্র নিয়ে যায়, তেমনি সম্পদের বিলাসিতার আশ্রয় ও পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ এই রাজার কাছ থেকে সরিয়ে পাল্কি-বাহকেরা সৌন্দর্যে পৃথিবীখ্যাত এই রাজকন্যাকে অন্যত্র নিয়ে গেলেন ॥ ৪৭ ॥

যাঁর দেহকান্তি সোনার সঙ্গে তুলনীয়, তাঁকে সেই সকল বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তখন আবার বললেন—রাজকন্যা ! তোমার দন্ত মাণিক্যের মতো। যিনি আপন বাহুবলে বহুবার শত্রুকে পরাস্ত করেছেন, সেই রাজাকে মনে স্থান দাও ॥ ৪৮ ॥

তোমার চঞ্চল চোখের প্রান্ত দিয়ে ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিপতি এই দ্যুতিমান্ রাজাকে দেখো। প্রসিদ্ধ আছে, তাঁর রাজ্যে গোলাকার, শ্বেতবর্ণ দধিমণ্ড'—নামে সাগর শোভা পায় ॥ ৪৯ ॥

সেখানে ক্রৌঞ্চপর্বত তোমার পদচারণা কামনা করে আছে। স্কন্দ সেখানে তীর দিয়ে যে-ছিদ্র করেছেন সেগুলিতে বাণী হয়ে হাঁসেদের কলকল ধ্বনির প্রতিধ্বনি

ওঠে। এই মুখগুলি দিয়ে তোমার গুণাবলী বর্ণনা করতে চেয়ে বুঝি তা শোভা পাবে ॥ ৫০ ॥

হে বিদর্ভরাজকন্যা! কুশগুচ্ছ দিয়েও যে চন্দ্রশেখর শিবের পূজা করলে মাতৃগর্ভে আর কখনও জন্ম হয় না, সেখানে তাঁর অর্চনা করো। সে-দেশ তাঁদের জন্মস্থান যাঁদের একমাত্র দেবতা হলেন সেই শিব ॥ ৫১ ॥

সেখানে নতুন চাঁদ যাঁর মাথায় সেই শিবের জন্যে পাহাড়ের মতো বহু অট্টালিকাকে গলিত সোনার বিচ্ছুরণে রমণীয় করে গড়ে তোলে। তাদের মাথায় সোনার কলস থাক্। যে-উদয়াচলের চূড়ার অগ্রভাগ সূর্যকে স্পর্শ করে, সেগুলি তার স্বভাব লাভ করুক ॥ ৫২ ॥

হে তরুণী! সেখানে কামক্রীড়ায় বিন্দুগুলি উঠে তোমার মুক্তার অলঙ্কার হবে। দধিসমুদ্রের চঞ্চল ঢেউ-এর চামর থেকে বাতাস গবাক্ষপথে এসে চোরের মতো সেই-গুলিকে হরণ করুক ॥ ৫৩ ॥

এঁর নিত্যনতুন যশ হংসের বেশে পুকুরে সাঁতার দেওয়া ও দূরে যাওয়ার মাধ্যমে সমুদ্রে সাঁতার দেওয়া ও বিনা শ্রমে সকল দিগন্তে যাওয়ার অভ্যাস অর্জন করে ॥ ৫৪ ॥

সেই রাজা অসংখ্য গুণে গুণবান্ হলেও সেই তন্বী তাঁর দিকে মনের টান অনুভব করলেন না। দৈব প্রতিবন্ধক হলে দুঃসহ প্রয়াস সত্ত্বেও পৌরুষ কার্যকর হয় না ॥ ৫৫ ॥

যেমন অনুজীবী দেবপুরুষেরা চন্দ্রকলাকে সমুদ্র থেকে শিবের মাথায় নিয়ে গিয়েছিলেন, তেমনি কাঁধের অলঙ্কাররূপে পাল্কির অংশবিশেষ বহন করে সেই বাহক পুরুষেরা তাঁর কাছে থেকে এঁকে অন্য রাজার দিকে নিয়ে গেল ॥ ৫৬ ॥

অদ্ভুত গুণপনা সত্ত্বেও দোষ দেখিয়ে এক-একজন রাজাকে ছেড়ে অন্য-অন্যদের কাছে গিয়ে তিনি তাঁদেরও ত্যাগ করলেন। জগৎ যাঁর পাদপদ্ম পূজা করে, সেই দেবী তখন বিষ্ণুর বক্ষোদেশ থেকে বিচ্যুত লক্ষ্মীর মতো কন্যাটিকে বললেন—॥ ৫৭ ॥

হে কমলপাণি! যে-দ্বীপের ভূমি কুশপূর্ণ, তার অধিপতি যদি বাঞ্ছিত পুরুষ হন, তবে এই দ্যুতিমানের সঙ্গে সমুদ্রতীরে নিবিড় বনে চিত্ত বিনোদন করো ॥ ৫৮ ॥

সেখানে তুমি চোখ দিয়ে দেখতে থাকলে কুশগাছ তোমার বিস্ময় সৃষ্টি করবে। তার প্রান্তভাগ আকাশচুম্বী। চঞ্চল বাতাসের দোলায় তার তরবারির মতো পাতা-গুলিতে আকাশ ছিন্নভিন্ন হওয়ায় সেখান থেকে জল পড়ে তার সেচ হয় ॥ ৫৯ ॥

সেখানে সমুদ্রমন্থনের সময়ে উত্থিত লক্ষ্মীর পাদপদ্ম অর্পণ করার ফলে যে-মন্দরপর্বতের শিলা পবিত্র হয়েছে, তার গুহায় তুমি বিহার করো এবং লীলাভরে স্বামীর সঙ্গে আনন্দ করো ॥ ৬০ ॥

তোমার শরীর সুবর্ণকেতকীর মতো; হে সুন্দরী! বাসুকির শত বেষ্টনের ঘর্ষণে শিলাভঙ্গির সৌন্দর্য দিয়ে সিঁড়ির মতো দেহ নিয়ে মন্দরপর্বত তোমার আরোহণের জন্যে প্রস্তুত আছে ॥ ৬১ ॥

মন্থনের সেই মন্দরপর্বতে বাসুকির বেষ্টনের ঘর্ষণে যে বলয়রেখা হয়েছে তাতে শ্বেত জলধারা ঝরে তোমার চোখে এই ভ্রম সৃষ্টি করুক যে, মন্দরপর্বতের ভারে শেষনাগের মাথায় চাপ পড়ায় তার অবশিষ্ট শরীর পর্বতকে বেষ্টন করেছে ॥ ৬২ ॥

হে সুন্দরী! তোমার এই দুটি কুচকুম্ভে ঐরাবতের মাথার কুম্ভতুল্য অঙ্গকে, দুটি হস্তে কল্পতরুর পল্লবকে আর মুখে ক্ষীরসমুদ্র থেকে উত্থিত চাঁদকে মন্দরপর্বত স্বচ্ছন্দে মরণ করুক ॥ ৬৩ ॥

মীমাংসাশাস্ত্র যেমন অকারণে পরোপকারী হলেও ভগবান্ চন্দ্রশেখর শিবকে মানে নি৩, তেমনি বেদতুল্য যাবতীয় কথায় তাঁর কীর্তিরত্ন খ্যাপিত হলেও অকারণে পরোপকারী সেই রাজার সম্বন্ধে তাঁর মনের সমর্থন মিলল না ॥ ৬৪ ॥

প্রার্থী যেমন বিচার না করেই স্ত্রীলিঙ্গ 'যাচঞা' শব্দে প্রকাশিত প্রার্থনাকে নির্ধনের কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে প্রসিদ্ধ ধনীর কাছে নিয়ে যায়, তেমনি সেই বাহকেরা তখন এই তন্বী রাজকন্যাকে সেই রাজার সামনে থেকে অন্য রাজার দিকে নিয়ে গেল ॥ ৬৫ ॥

চতুর্ভুজ ব্রহ্মার বাঁদিক যিনি পবিত্র করেছেন সেই বাগ্দেবী এই গরিমান্বিত সুন্দরীকে বললেন—এঁর হাতের সঙ্গী হল শত্রুদের জন্যে কঠোর তরবারি। এঁর পাণিগ্রহণ করে গুণরাশিকে অনুগৃহীত করো ॥ ৬৬ ॥

মদ্যসমুদ্রবেষ্টিত শাল্মল নামে প্রসিদ্ধ দ্বীপের ইনি অধিপতি; তোমার নাসিকা তিলফুলের মতো। হে সুন্দরী! এই সুন্দর, গুণসাগর রাজাকে দেখে তোমার বিস্ময় জাগছে না? অনুরক্ত হচ্ছ না? ৬৭ ॥

বিপ্র অগস্ত্য একটি সমুদ্র পান করতে থাকলে অন্য পাঁচটি সমুদ্র ভয় পেলেও যে-মদ্যসমুদ্র ভয় পায় নি, সেখানে তুমি এঁর সঙ্গে ও সখীদের সঙ্গে মধুর মদ্যপানলীলা করো ॥ ৬৮ ॥

সেখানে দ্রোণ পর্বত ওষধির ছটায় সে-দ্বীপের প্রদীপ হয়ে আছে। তার চূড়া কাজলকালো মেঘের সঙ্গে মিশে তাকে দর্শনীয় করে তোলে। ভাগ্যবলে যে সৌভাগ্য-বশীকরণ পাওয়া যায়, এই পর্বত সেই ওষধি তোমাকে উপহার দেবে ॥ ৬৯ ॥

নতুন পদ্মকোশের মতো কোমলাঙ্গী! সে-দ্বীপের চিহ্ন বিশাল শিমুল গাছের অজস্র তুলো বাতাসে নিবিড়ভাবে ছড়িয়ে পড়ায় ভূমিতল মৃদু। সেখানে লীলাবিহারের সময়ে তোমার যোগ্য পদার্পণ হোক ॥ ৭০ ॥

এই রাজার গুণ শোনবার সময় হাই তুলে নিজের নয়নপ্রান্ত সংকুচিত করে যে-মনোভাব তিনি প্রকাশ করলেন, তাতে সেই পাল্কিবাহকেরা তাঁকে একজনের সামনে থেকে অন্য রাজার দিকে নিয়ে গিয়ে উচিত কাজই করল ॥ ৭১ ॥

দেবী ভারতী তাঁকে আবার বললেন—ভীমরাজকন্যা! প্রজাদের অনুরাগ যাঁর গায়ে কাশ্মীরদেশীয় কুংকুম হয়ে লেগে আছে, যাঁর দিগ্বিজয়ের কীর্তিরাশি চন্দনের অনুলেপন হয়ে তাঁকে শোভা দিচ্ছে, সেই রাজাকে তুমি মন দাও ॥ ৭২ ॥

তোমার পদক্ষেপ রাজহস্তীর মতো ধীর; হে সুন্দরী! এই রাজা অশ্বত্থতরু-চিহ্নিত দ্বীপ শাসন করেন। ইনি 'মেধাতিথি'-নামে পরিচিত। তুমি এঁর বুকের সান্নিধ্য পেয়ে সেইভাবে শোভা পেতে থাকো, যেভাবে যমলার্জুনের শত্রু বিষ্ণুর বক্ষে লক্ষ্মী শোভা পান ॥ ৭৩ ॥

সেখানে অশ্বত্থতরু ভূমণ্ডলের ছত্র। শাখায় বিলম্বিত দোলায় দোলায়িত সকলের অঙ্গ চঞ্চল দেখে তোমারও অনুরাগ জন্মাবে এবং খেলার ইচ্ছা জাগবে ॥ ৭৪ ॥

চমৎকৃত চকোরের মতো চঞ্চল তোমার চোখ; হে বালিকা! সে-দ্বীপের চারিদিকে

পরিবেশ হয়ে আছে ইক্ষুরসের সমুদ্র। পৃথিবীর চাঁদ সেই-রাজা তোমার অধরসুধা পান করে সেই-সমুদ্রজলকে যেন আর শ্রদ্ধা না করেন ॥ ৭৫ ॥

সেখানে চন্দ্রভক্ত লোক চন্দ্রদেবকে না দেখে আহার করেন না, যেমন সূর্যভক্তেরা সূর্যকে না দেখে আহার করেন না। কারণ, তাঁরা অন্য দেবতা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। সেই চন্দ্রভক্ত মানুষ অমাবস্যাতে তোমার মুখ দেখে আহার করলেই আর ব্রতভঙ্গ হবে না ॥ ৭৬ ॥

আশ্চর্য, সে-দ্বীপের যে বিপাশ্ নদী, তা কখনো তীর ছাপিয়ে ওঠে না। সেই নদীতে উৎপন্ন নতুন পদ্মের রাশি তোমার চোখের নীরাজনা বিধান করুক। এই দীপ্ত রাজার সম্বন্ধে স্বেচ্ছায় অনুরাগ প্রকাশ করো ॥ ৭৭ ॥

এঁর যশে সমস্ত জল দুধ হয়ে গিয়েছে। এ-দুয়ের ভেদ নির্ধারণে হাঁসগুলি অপারগ হোক। নানার্থক কোষগ্রন্থে দুধ ও জল এই দুই অর্থ পয়স্ শব্দের উল্লেখ আছে, তা আজ মিথ্যা কথা হোক ॥ ৭৮ ॥

নলের বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী হতে ইচ্ছুক এই রাজার সম্বন্ধে কী বলব? তিনি এবং ইনি নিজ নিজ দ্বীপের সীমায় যে-সমুদ্র, তার প্রবাহের পরপারের পর্বতে আরোহণ করার জন্যে একসঙ্গে নিজ নিজ কীর্তিকে পাঠিয়েছিলেন ॥ ৭৯ ॥

তখন পদ্মের মধ্যভাগের মতো গৌরবর্ণা বিদর্ভসুন্দরী বয়ঃসন্ধিতে বর্তমান ও রূপে ত্রিভুবনজয়ী সেই রাজাকে বিরাগের কঠোর দৃষ্টিতে দেখলেন। যেন ত্রিপুরারি শিবের দৃষ্টি মদনের উপর পড়ল ॥ ৮০ ॥

কাঁধের উপর পাল্কির সমান দণ্ডগুলো নিয়ে সেই বাহকেরা তখন জগতের একমাত্র প্রদীপের মতো সেই রাজার সামনে থেকে তাঁকে সরিয়ে নিলেন। যেমন উৎসুক কুমুদবনের পুণ্য অংকুরগুলি তীক্ষ্ণরশ্মি সূর্য থেকে উদীয়মান চন্দ্রলেখাকে সরিয়ে নেয়, তেমনি ॥ ৮১ ॥

তখন বিস্মিত বাগ্‌দেবী বাণীর গুণের যোগে হাতে বীণাধ্বনিকে তুচ্ছ করে সেই মৃগনয়নাকে বললেন, যাঁর সেই রাজাদের দিকে এতটুকু মন ছিল না ॥ ৮২ ॥

তুমি যার মাথায় মণিরূপে জন্মলাভ করেছ, এই সেই-জম্বুদ্বীপ; তোমার জন্যে মিলিত যুবকদের ভারের ভয়ে কম্পিত হয়ে সে বহুবার দুলে বিচ্ছিন্ন হয়ে, আকাশ থেকে যেন কন্দর্পলোক পড়েছে,—এমনভাবে শোভা পাচ্ছে ॥ ৮৩ ॥

রাজকন্যা! এই দ্বীপ অন্যান্য দ্বীপের অধিপতিরূপে শোভা পাচ্ছে। অন্তরীপগুলি তার পরিজন, যারা তাকে চারিদিকে ঘিরে রয়েছে। হেমাদ্রি তার স্বর্ণদণ্ডযুক্ত মহাছত্র। কৈলাসের কিরণরাশি তার চামরচিহ্ন ॥ ৮৪ ॥

হে তরুণী! এই দ্বীপের চিহ্নস্বরূপ বিশাল জম্বুবৃক্ষ বিরাজ করছে। স্থূল প্রস্তরের মতো তার ফলগুলো দেখে সিদ্ধ স্ত্রীলোকেরা প্রিয়জনকে জিজ্ঞাসা করেন, 'হাতিগুলো কোন্ পথে গাছে উঠেছে?' ॥ ৮৫ ॥

হে শঙ্খকণ্ঠী! এর সীমায় জম্বুনদী প্রবাহিত। তার জল জম্বুরস থেকে উদ্ভূত এবং অমৃততুল্য। তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ মৃত্তিকা তোমার কান্তির কাছে পরাস্ত হয়ে জাম্বুনদ স্বর্ণ নামে জগতে প্রসিদ্ধ ॥ ৮৬ ॥

হে রম্ভোরু! এখানে এক হাজার রাজা বিরাজ করেন। তাঁদের শত্রুরমণীদের নেত্র অশ্রুসিক্ত ও রক্তিম হয়ে ওঠে। আমি তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের উদাহরণ

দিচ্ছি। তোমার মনে ধরে, এমন ব্যক্তিদের সানন্দে চোখ মেলে দেখো ॥ ৮৭ ॥

যাঁর বীরত্বের সূর্য শত্রুরমণীদের মাথার অলঙ্কাররূপ তমালমালার প্রকট অন্ধকারকে দূর করে, সমস্ত গুণের আশ্রয়স্থান এই সেই অবন্তিরাজ। দময়ন্তী! এঁর প্রতি তোমার মন আছে কি? ॥ ৮৮ ॥

সেখানে যে শিপ্রা নদী আছে, তার তীরদেশে বনের মধ্যে তপস্বী ব্রাহ্মণেরা বাস করেন। সদাহাস্যময় সুন্দর পদ্ম তার মুখ। তোমার জলক্রীড়ার সময়ে সে তরঙ্গের বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করে তোমার সখী হবে ॥ ৮৯ ॥

হরিণনয়না! এঁর উজ্জয়িনীপুরীতে যে দেবী ভবানী সুন্দরী স্ত্রীলোকদের মাথার মালিকা হয়ে বিরাজ করছেন, তাঁর সেবায় তুমিও স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী হওয়ার প্রচেষ্টায় শিষ্যা হবে ॥ ৯০ ॥

ভগবান্ রুদ্র নিজের শিরস্থিত চাঁদের অমৃতকিরণ সেচনের ফলে সুন্দরীদের হৃদয়ে রতিপতি মদনকে নিঃশঙ্কভাবে আবির্ভূত হতে দেখেন ও তাঁর দেহ দগ্ধ করার কী প্রয়োজন বলেন, তা আমাদের জানা নেই ॥ ৯১ ॥

তিনি শত অপরাধ করলেও সকাম রমণীরা তাঁকে কঠোর কথা বলেন না। সেখানে শিবের মস্তকে চন্দ্রলেখা থাকায় পাঠ বন্ধ হওয়ার চিহ্ন প্রতিপদ তিথির এক কলা কখনো যায় না ॥ ৯২ ॥

অত্যন্ত অনুরক্ত সেই রাজাকে কুণ্ডিনপুরের ইন্দ্রতুল্য রাজার কন্যা চেয়ে দেখলেন না। অন্যের প্রতি অনুরাগবশত বিরক্ত দৃষ্টিপাত করার চাইতে একেবারে না তাকানো ভালো মনে করি ॥ ৯৩ ॥

নিচে থেকে যারা পাল্কি বহন করছে, তারা সরাসরি কিছুতেই দময়ন্তীর মনোভাব-সূচক ইঙ্গিত জানতে পারছিল না। কিন্তু নিকটবর্তী ও সম্মুখীন রাজাদের অলঙ্কারের মণিতে যে প্রতিবিম্ব পড়ছিল তা দেখে বুঝতে পারছিল ॥ ৯৪ ॥

পুত্র স্কন্দ ও ভীষ্ম যাঁর কুম্ভের মতো স্তন্য পান করেছেন, শিবের মাথায় থাকার ফলে যিনি অলংকৃত হয়েছেন, সেই গঙ্গাকে যেমন রঘুকুলতিলক ভগীরথ পৃথিবীতলে এনেছিলেন, তেমনি যাঁর কুম্ভের মতো স্তন গাঙের সোনার মতো গৌরবর্ণ, কণ্ঠের হার ও বাহুভূষণের যোগে যিনি অলংকৃত, সেই ভীমরাজকন্যাকে বাহকরা সেখান থেকে অন্যের দিকে নিয়ে গেল ॥ ৯৫ ॥

মৎস্যকেতু কামের ঈষৎ-আকৃষ্ট ধনুকের কান্তিতে তাঁর ভ্রূ শোভিত ছিল। বাগীশ্বরী তাঁকে বললেন—লজ্জাশীলা! যদি এই গৌড়াধিপতি সম্বন্ধে মনে মনে উপভোগের ইচ্ছা বহন কর, তবে কিছু ইঙ্গিত দাও ॥ ৯৬ ॥

এঁর যশে যথার্থই হিমাংশু চাঁদের নির্মল কিরণগুলি তৃণের মতো তুচ্ছ হয়ে পড়েছে। তাই সুধাসিন্ধু চাঁদে কিরণের তৃণাঙ্কুর খাওয়ার ইচ্ছে নিয়ে চাঁদের চিহ্ন হরিণ ঠিকই বাস করছে ॥ ৯৭ ॥

এই রাজার হাতে পদ্মের চিহ্ন। ইনি শ্যামবর্ণ। কামদেবের মাথায় কেশভূষণ যে চম্পকমালাগুলি, তাদের শোভার মতো তোমার দেহকান্তিতে ভূষিত হয়ে তোমার আলিঙ্গনে ইনি সুমেরুশিখরচুম্বী নতুন মেঘের মতো শোভা পেতে থাকুন ॥ ৯৮ ॥

শত্রুরাজাদের লক্ষ্মী এঁর বাহুবল সহ্য করতে একেবারে অক্ষম। এঁর খড়্গের আঘাতে সম্মুখবর্তী হাতিগুলির কুম্ভতুল্য মাথা থেকে মুক্তা ছড়িয়ে পড়ে শোভা

পেয়েছে ; মনে হয়েছে, শত্রুরাজলক্ষ্মীর ঘর্মবিন্দু ছড়ানো ॥ ৯৯ ॥

আশ্চর্য, যে এঁর আজানুলম্বিত বাহু থেকে প্রতাপ প্রকাশিত হয়ে দিগন্তসীমায় পৌঁছেছে আর এঁর যশের পট সদাশয় চিত্তে অনুষ্ঠিত যে-যজ্ঞ, তা থেকে জন্মলাভ করে চতুর্দশ ভুবন ব্যাপ্ত করেছে ॥ ১০০ ॥

এঁর প্রতি দময়ন্তীর দৃষ্টি পড়ল, কিন্তু সে-দৃষ্টি ঔদাসীন্যবুদ্ধির তাৎক্ষণিক শূন্যমুদ্রা মাত্র। এটা বুঝে বাহকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তাঁকে অন্যের দিকে নিয়ে গেল। অভিজ্ঞ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ইঙ্গিত প্রকাশই আদেশবাক্য ॥ ১০১ ॥

এই নিপুণ রাজকুমারীকে বাগ্‌দেবী আবার বললেন—হে পদ্মমুখী! প্রস্ফুটিত পদ্মের সাদৃশ্য অভ্যাস করার ফলে যে নিপুণ দৃষ্টিপাতের আলিঙ্গনবিলাস, তা এই রাজার উপর বিশেষভাবে শুরু করো ॥ ১০২ ॥

ইনি মথুরার অধিপতি পৃথু। শত্রুরাজারা যদি সমুদ্র হন তো ইনি তার মন্থনের মন্দরপর্বত। চাঁদের কলঙ্কলাঞ্ছিত মুখ এঁর শ্মশ্রুহীন মুখপদ্মকে অনুকরণ করতে পারে না ॥ ১০৩ ॥

হে বালিকা! বহুবিধ প্রবাল তোমার অধরের কাছে পরাস্ত। এঁর হাতে জগৎ জয় করার বশীকরণ-মণি দেখো। ধনুর্গুণের আঘাতের চিহ্ন কালো হয়ে তা শত্রু-রাজাদের কাছে ধূমকেতু-নক্ষত্রের মতো প্রতীত হচ্ছে ॥ ১০৪ ॥

এঁর ধনুর্গুণের দাগ ধোঁয়ার রেখায়, যা এঁর বাহুর অরণিকাষ্ঠ থেকে ঘর্ষণজনিত অগ্নির চিহ্ন, এঁর মশকসদৃশ শত্রুদের নিবৃত্ত করার জন্যে যার প্রয়োজন হয় এবং যা শত্রুরমণীদের পদ্মের মতো চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহের কারণ ॥ ১০৫ ॥

সে-দেশের মধ্যভাগে কালিন্দীনদী পৃথিবীর রোমরাশির মতো। মথুরার বধূদের মৃগনাভি ধুয়ে যাওয়ায় বুঝি তা শ্যামবর্ণ। সে-নদীতে কালিয়নাগের বিশাল হ্রদ যেন নাভির শোভা। তুমি সেই নদী দেখতে পাবে ॥ ১০৬ ॥

সেই প্রসিদ্ধ বৃন্দাবন নিবিড় ও সুগন্ধপূর্ণ। গোবর্ধন পর্বতে ময়ূর বিচরণ করায় সর্পকুল নির্বাসিত। সেখানে এঁর সঙ্গে নির্ভয়ে বনবিহারের আনন্দ উপভোগ করো ॥ ১০৭ ॥

সেখানকার লতার নতুন পাতাগুলির মধ্যে নখের কোরকযুক্ত তোমার বাহু অনায়াসে চেনা যাবে। কারণ তার মাঝখানে হাতির দাঁতের কাঁকনের চিহ্ন আছে। তোমার মুখ নির্মাণ করার জন্যে সারবস্তু তুলে নেওয়ার পর অবশিষ্ট চাঁদের শোভার সঙ্গে এই চিহ্ন তুলনীয় ॥ ১০৮ ॥

রমণশেষে আনন্দে তোমার স্তন অত্যন্ত রোমাঞ্চিত হলে সেখানকার মন্দ মন্দ বাতাস পিপাসু পথিকের মতো সঞ্চারিত হয়ে তার মৃগনাভিমিশ্রিত পরিশ্রমজনিত ঘর্ম মুছে নেবে ॥ ১০৯ ॥

পণ্ডিত ব্যক্তিদের যে-হাতগুলি দেবতাদের পূজায় তৎপর, এঁর বিলিয়ে-দেওয়া সোনায় সেগুলোর মধ্যভাগ গৌরবর্ণ হয়ে পদ্মের মতো নির্মল কান্তি লাভ করে এবং লক্ষ্মীকে ধারণ করে থাকে ॥ ১১০ ॥

ইনি পৃথ্বীবলয়ের একমাত্র বীর, যিনি যুদ্ধ না করে শত্রুরাজলক্ষ্মীর বিষয়ে কোনো তৃপ্তি পান না। তিনি তোমাকে লাভ করুন এবং মদনের শর নিক্ষিপ্ত হতে থাকলে তার চুঁইয়ে-পড়া মধু পান করে তৃপ্তিলাভ করুন ॥ ১১১ ॥

ইনি সেই রাজার থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে রাজাদের ক্রম অনুসারে যে-পথ চলে গিয়েছে সেদিকে তাকালেন। পাল্কিবহনে নিযুক্ত ব্যক্তিরা নিজেদের চেষ্টাতেই তাঁর মনোভাব বুঝে নেবার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করলেন ॥ ১১২ ॥

হরিণীর মতো চঞ্চললোচনা সেই বালিকাকে বাগ্‌দেবী আবার অন্য রাজার সম্বন্ধে বললেন—খঞ্জনপাখির মতো সুন্দর তোমার চোখ ; হে বালিকা, কাশীরাজের সৌন্দর্য দেখে তুমি দৃষ্টিসুখ অনুভব করো ॥ ১১৩ ॥

বংশপরম্পরায় এই রাজার রাজধানী কাশী, যা সংসারসাগর অতিক্রম করার জন্যে শিবের ধর্মনৌকা, যেখানে এসে অত্যন্ত পাপীরাও দীর্ঘ দিনের পাপমুক্ত হয়ে মোক্ষলাভ করে ॥ ১১৪ ॥

বিধাতার হাতে ভাবীকালের লোক-সৃষ্টির কষ্ট দেখে ভগবান্ রুদ্র কৃপালু হয়েই কেঁদেছিলেন, 'রুদ্র'-নাম পাওয়ার জন্যে ছলমাত্র করেছিলেন। কারণ, তিনি সংসার-সমুদ্র অতিক্রম করার নৌকারূপে সেই পুরী সৃষ্টি করেছিলেন ॥ ১১৫ ॥

বারাণসী মাটির পৃথিবীতে নয়, তার অবস্থিতি দেবতাদের বাসস্থান সেই স্বর্গে। তাই সেই তীর্থে দেহত্যাগ করলে মুক্তি হয়। স্বর্গের চেয়ে বড়ো আনন্দের এমন আশ্রয় আর কেমন হবে? ১১৬ ॥

হে ভীমরাজকন্যা! অদ্যতন অতীতকাল বোঝাতে পারে এমন লুঙ্‌বিভক্তিযোগে অস্‌ধাতুর ভূ—আদেশ হওয়ার মতো,[৫]—সংসার সমুদ্রের প্রাণী সেই নগরীকে লাভ করে,—পার্বতীপতি শিবের সান্নিধ্য পেতে চায় ॥ ১১৭ ॥

কাশীনিবাসী স্ত্রীপুরুষের যুগল পরস্পর-অনুরাগে যথেচ্ছভাবে ভোগ্যবস্তু উপভোগ করে ও নর্মক্রীড়া আচরণ করে পঞ্চত্বপ্রাপ্তির সময়ে হরগৌরীর মিলনের চাইতেও বেশি সুখরাশিসম্বলিত ঐক্য লাভ করে ॥ ১১৮ ॥

আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, তবে আমি চুপ করছি। যে-স্বর্গভূমি মেঘধনু ইন্দ্রের জন্যে পতিলাভ করেছে তা যদি কাশীর চেয়ে কনিষ্ঠ না হয় তো তোমার নিজের সবচেয়ে বিশ্বস্ত অনুভূতিকে বলতে বলো ॥ ১১৯ ॥

হে ধন্যা! তুমি জ্ঞানে উৎকৃষ্ট। কাশীতে পুণ্যকর্ম করো। অন্য কথা বলার কী প্রয়োজন? সেখানে মৃত্যু থেকে মানুষকে অভয় দেয় যে-মোক্ষ, সে-মোক্ষের একটি সত্র প্রবাহিত ; প্রার্থীদের বাধা দেয় না এমন দ্বিতীয় গঙ্গাসত্রও প্রবাহিত ॥ ১২০ ॥

হে হরিণলোচনা! তুমি এই রাজার কাছে সাক্ষাৎ রতিদেবী হও। ইনি তোমার কাছে মূর্তিমান্ কামদেব হোন্। আগে যে-শিব ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁকে তাড়াতাড়ি আরাধনা করার জন্যে সেই নগরীতে অবতীর্ণ হয়েছেন এমন রতিদেবী ও কামদেবের মতো তোমরা শোভিত হও ॥ ১২১ ॥

ইনি কামশাস্ত্রের শত অনুশাসনে অভিজ্ঞ। তোমার স্তনদুটিকে ইনি গোপনে নখগুলি দিয়ে পুজা করুন। এই নখগুলি ক্রুদ্ধ পার্বতীর পায়ের কুংকুম প্রলেপযুক্ত শিবের মাথার চন্দ্রকলার চিহ্নের প্রতিদ্বন্দ্বী ॥ ১২২ ॥

চামরের মতো কীর্তিরাশিতে এই রাজার ধনুক সুন্দর হয়েছে। ইনি আলিঙ্গন দিয়ে তোমার কামসন্তাপ দূর করুন। যে-তীরগুলি যুদ্ধে সমাগত শত্রুদের গলদেশ কেটে ফেলে, তাদের জন্যে এঁর প্রতাপ প্রসার লাভ করে ॥ ১২৩ ॥

এঁর বক্ষোদেশে শত্রুর শস্ত্র পড়ে ভেঙে যায়। তোমার দুঃসহ বিরহেও তা বিদীর্ণ

না হয়ে বজ্র হয়ে আছে। এঁর বাহুদুটি সেই মূল থেকে ওঠা কাণ্ড। তাই তাদের তেজের আগুন শত্রুজয়ীদের চোখের জলেও ভিজে যায় না ॥ ১২৪ ॥

কোকিল ও কাককে সমানভাবে ফল ভোগ করতে দেয়, এমন বৃক্ষ জগতে লক্ষ সংখ্যায় নেই কি? কিন্তু অমৃতজীবী দেবতাদের ফলদান করে প্রসিদ্ধ কল্পতরু প্রশংসার পাত্র হয় ॥ ১২৫ ॥

রাজারা কেন এঁকে কর দেবেন না? কারণ, সে-বিষয়ে তরবারিই হল তাঁর প্রতিনিধি। দৈবাৎ যদি তাঁরা কর না দেন, তখন নিজের হাতে তরবারি ধরতে এঁর কোনো কৃপা হয় না ॥ ১২৬ ॥

এঁর সেনাদলের অশ্বগুলি সহস্রলোচন ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবার গর্ব লোপ করে দিয়েছে। বেগবশত খুর দিয়ে মাটি স্পর্শ করার জন্যে ক্ষণকাল যে-স্থিতি প্রয়োজন তাও তারা সম্পূর্ণ করে না। আকাশে কেবল তাদের পরিক্রমণের ধারা চোখে দেখা যায় ॥ ১২৭ ॥

সেই বর্ণনার সময়েই সমবেত লোকেদের শোভা দেখতে তৎপর থেকে তিনি তাঁকে বাতিল করলেন। এই গুণবতী যেহেতু অনাদর করলেন, তাই সেই মানী কাশীরাজ সেই রাজ-সমাজে যেন অপকীর্তিবশে ম্লান হয়ে পড়লেন ॥ ১২৮ ॥

অসংখ্য সম্পন্ন তেজস্বী রাজা ও যাবতীয় দেবতা পরস্পর বেশি গুণী, তাঁরা মনে মনে আশা পোষণ করলেও সেই শুভাঙ্গী তাঁদের একসঙ্গে ত্যাগ করলেন। যে-পুরুষ বাক্যে বর্ণনার অতীত, যিনি জ্ঞানের সাগর, তাঁর জন্যে অত্যন্ত তৎপর হয়ে অত্যন্ত আনন্দে তিনি গূঢ়ভাব নিয়ে উপনিষদ্ হয়ে উঠলেন[১] ॥ ১২৯ ॥

কবিশ্রেষ্ঠদের মুকুটের অলঙ্কারের হীরার তুল্য শ্রীহীর ও মামল্লদেবী শ্রীহর্ষ-নামে যে জিতেন্দ্রিয় পুত্রকে জন্ম দিয়েছিলেন তাঁর রচিত রমণীয় নৈষধীয়চরিত শৃঙ্গারসুধার চন্দ্র। তার স্বভাবোজ্জ্বল একাদশ সর্গ সমাপ্ত হল ॥ ১৩০ ॥

× × × × × × × × × × × × × × দ্বাদশ সর্গ × × × × × × × × × × × × × ×

প্রেয়সীদের লজ্জাবশত বিলম্ব করে ব্যাকুলচিত্তে অন্যান্য বিলাসী শ্রেষ্ঠ-রথী রাজারাও সমুদ্রসীমা থেকে কুণ্ডিননগরের অলঙ্কার-স্বরূপ সেই স্বয়ংবর-সভায় এলেন[১] ॥ ১ ॥

তারপর দময়ন্তীর সেই স্বয়ংবরসভা বর্তমান থাকল। আগে থেকে যে-রাজারা এসেছিলেন তাঁদের দীর্ঘশ্বাসে সভা পূর্ণ ছিল। তার ফলে তাঁদের সম্বন্ধে দময়ন্তীর বিরাগ অনুমান করে নবাগতদের আনন্দের সাগর উথলে উঠল ॥ ২ ॥

রাজকন্যা পায়ে চাপ দিয়ে ইঙ্গিতে মনোভাব স্পষ্ট করলে যানে আরূঢ় থাকলেও, 'ইনি পরিশ্রান্ত'—এই কথা বলে কৌশলে বাহকেরা পা চালিয়ে তাঁকে রাজসমাজের মধ্যে রেখে দিলেন ॥ ৩ ॥

সনাতনী সেই দেবী সরস্বতী আসন অলংকৃত-করে-থাকা রাজাদের লক্ষ্য করে কথা বললেন। কথাগুলি যেন সুধাসরোবরে অবগাহন বা বিহার করার ফলে অত্যন্ত আর্দ্র হয়ে সেখান থেকে উঠে এল— ॥ ৪ ॥

ইনি ঋতুপর্ণ। বর্ণে ইনি সুবর্ণকেতকী ফুলের পাপড়ির চেয়েও আদরণীয়। এই রাজা তোমাকে মন দিয়ে নিজের পবিত্র অযোধ্যাপুরীকেও মনে করতে পারছেন

না। এঁকে বরণ করো ॥ ৫ ॥

চকোরের জিহ্বা এঁর মুখচন্দ্রের জ্যোৎস্না কোনো রকমে পান না করে না করুক। কিন্তু চকোরের যে চোখদুটি বহুক্ষণ তোমার মুখ স্পর্শ করে থাকে, তাদের এই জ্যোৎস্না পান করাচ্ছ না কেন? ॥ ৬ ॥

সরযূনদীর সশব্দ তরঙ্গ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে জলবিন্দুগুলি জলে ভেসে জলবিহারের সময়ে তোমার কঠোর, সুডৌল ও পুষ্ট দুটি স্তনের তটভূমিতে ভেঙে পড়ুক এবং তোমার হার হয়ে ভ্রান্তি সৃষ্টি করুক ॥ ৭ ॥

এঁর বংশে সমুদ্র খনন করা হয়েছে, গঙ্গা দিয়ে তাকে পূর্ণ করা হয়েছে, সবলে তাকে বেঁধে ফেলা হয়েছে এবং এঁর শত কীর্তি তাকে লঙ্ঘন করছে। আশ্চর্য যে, সজ্জনের মহৎ পৌরুষ সম্মুখে ধাবিত হয় ॥ ৮ ॥

কবিদের বাক্যে এঁর যশের পূর্ণ সমুদ্রে নেমে অতলে নেমে যায়। এঁর গুণ গণনা করতে গিয়ে অঙ্কের বিন্যাস শত্রুদের কীর্তির খড়ি ক্ষয় করে ফেলে ॥ ৯ ॥

এই বীর উজ্জ্বল বংশের অঙ্কুর। এঁকে কেমন করে বর্ণনা করা যাবে? যুদ্ধে এঁর সাড়ে তিন কোটি রোম বীরত্বের অংকুর হয়ে ওঠে। তাঁর নামের বর্ণগুলির মন্ত্র চারণেরা কানে পেঁছে দিলে শত্রুরাজাদের স্তম্ভতুল্য বাহুগুলি সাপের মতো স্তব্ধ হয়ে যায় ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মার সেই সুদীর্ঘ দিন, সৃষ্টির কর্তা বলে যাকে জানি, পরিপূর্ণ সমুদ্রগর্ভে বাড়বানলকে যার প্রতিবিম্ব মনে করি, বিপক্ষ রাজাদের আকাশব্যাপী যশের নক্ষত্রকে যা পরাভূত করে, এঁর সেই প্রতাপের সূর্য কোন্ বাক্যের অতীত নয়? ॥ ১১ ॥

এঁর দুটি বাহুর কীর্তিরাশির গঙ্গা শত্রুদের অপকীর্তির যমুনানদীর সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে মিলিত হয়। তাই সেখানে ডুব দিয়ে ক্ষত্রিয় বীরেরা নন্দনকাননে রম্ভাকে আলিঙ্গন করার আশ্রয়ে ক্রীড়ার অনুরাগের আড়ম্বর আরম্ভ করেন ॥ ১২ ॥

এইভাবে তাঁর গুণের প্রশংসা কানে শুনে সরস্বতীর কথার বিস্ময়বশে মাথা নাড়িয়েই ভীমরাজকন্যা সেই মনুবংশজাত রাজাকে প্রত্যাখ্যান করলেন ॥ ১৩ ॥

বাক্যের সেই অধীশ্বরী তখন সুধাকণ্ঠে মত্ত কোকিলের কণ্ঠস্বরকে হার মানিয়ে অন্য যুবকের দিকে হাত দেখিয়ে এই চন্দ্রমুখীকে বললেন — ॥ ১৪ ॥

হে হরিণনয়না! এই রাজা পাণ্ড্যরাজ্যের অলংকার। এঁকে চোখেও দেখতে চাওনা? দুচোখের কোণ দিয়ে এঁর মুখচন্দ্র দেখার জন্যে চোখের ছটা কাঁপাও ॥১৫॥

এই মহাকুলীনের কীর্তির নর্তকী ভুবন ভ্রমণ করে নিরাশ্রয় আকাশে বিহার করার অভ্যাসে রত হয়ে সকৌতুকে নৃত্য করছে, এটা আশ্চর্য ॥ ১৬ ॥

এঁর ভয়ে রাজারা বন থেকে বনান্তরে ঘুরে বেড়ান। তাই তাঁদের নিজেদের পুরী অরণ্য হয়ে ওঠে। তখন বহুদিন পর তাঁরা আবার সেখানে আসেন, আবার নিজের বিলাসমন্দিরে বাস করেন ॥ ১৭ ॥

এই বীরের চাইতে উৎকৃষ্ট আর কে ছিলেন? এঁর কীর্তি সমুদ্রসীমা পর্যন্ত ভূমিবলয়ের চন্দনের অঙ্গরাগ ভূষণ। সপ্ত সমুদ্রের পরপারে বাসিন্দারা অনবরত তাঁর অস্ত্রের প্রতাপের প্রশংসা করে। তাঁর দুপায়ে একসঙ্গে যে-রাজারা নমস্কার করেন, তাঁদের মুকুটের রত্ন নক্ষত্রের মতো কিরণের পরিচর্যা দিয়ে তাঁর পায়ের চাঁদের মতো নখকে অত্যন্ত কান্তিময় করে তোলে ॥ ১৮ ॥

শত্রুদের বীর সৈনিকদের শ্রেণী পরাজয়ের অকীর্তির কালিমায় মলিন হয়ে তিন্দুকবন[১] হয়ে ওঠে। সেখানে এঁর প্রতাপের আগুন প্রদীপ্ত হয়। তার থেকে উত্থিত হয়ে শিবের কপালের তৃতীয় নয়ন, সূর্য, অগ্নি ও ইন্দ্রের বজ্র—এই স্ফুলিঙ্গগুলি পৃথিবীর বুকে স্পষ্টভাবে স্ফুরিত হয়॥ ১৯॥

এঁর হাতিগুলি যুদ্ধক্ষেত্রের সীমানায় চলমান পর্বতের ভ্রম সৃষ্টি করে সমস্ত ভূমিভাগ ব্যাপ্ত করে থাকে। তা দেখে এই উগ্র যোদ্ধাকে দেখার জন্যে যে-দেবতারা সমাগত হন তাঁদের মধ্য থেকে রাজা[২] পৃথু আবার পর্বতগুলোকে দূরে সরিয়ে দেবেন ভাবলেন॥ ২০॥

ইঙ্গিত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকায় একজন দাসী বিদর্ভরাজকন্যাকে বলল—স্বামিনী! এদিকে মজা দেখুন। অট্টালিকার চূড়ায় চঞ্চল পতাকার উপর এ হল কাকের পা রাখবার আগ্রহ॥ ২১॥

তখন সেই অপ্রাসঙ্গিক কথায় সভাসদদের হাসির রোলে সেই সভা সাদা হয়ে উঠল। ফলে এই রাজার ম্লান ভাব পরিষ্কার ফুটে উঠল। কারণ সাদা জিনিসে কালো রং প্রকট হয়॥ ২২॥

তখন সেই লোকোত্তর, জগদ্‌বন্দিত দেবী তাঁর ঋজুস্বভাবের জন্যে তর্জনী তুলে মহেন্দ্রপর্বত-সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজাকে দেখিয়ে সেই কন্যাকে বললেন—॥ ২৩॥

হে রাজকন্যা! এই স্বয়ংবর-বিবাহের উৎসবে মহেন্দ্রপর্বতের অধিপতি এসেছেন। এঁকে বরণ করো। কলিঙ্গরমণীদের নিজেদের দুটি স্তনের সঙ্গে গজকুম্ভের কলহ শোনো॥ ২৪॥

'ইনি এসেছেন' পুরবাসীদের এই কথা শুনে ভয়ে এঁর শত্রুরা বৃথাই বনে পালিয়েছিলেন। কারণ, তাঁদের স্বপ্নের প্রলাপে সেই কথা-কটি শুনে কাকাতুয়া তা বলতে থাকলে তাঁরা বনেও ভয় পেয়েছিলেন॥ ২৫॥

এঁর ভয়ে ভীত হয়ে রাজারা পালিয়ে গেলে ভিলজাতীয় লোকেরা তাঁদের পরিত্যক্ত পত্নীকে দেখতে পেয়েছিল। 'আপনার দেশের আশ্চর্য জিনিস কী'—এই জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি শীতল জ্যোৎস্নার কথা বলেছিলেন॥ ২৬॥

ধনুক, বাণ, গুণ, এসব দিয়ে রাজাদের যিনি অধীনস্থ করছেন, বিশুদ্ধ গুণে সেই তাঁকে বশীভূত করে তুমি তাঁর চেয়েও বীর হচ্ছ না কেন? তুমি পৃথিবীর উর্বশী॥ ২৭॥

এঁর ভয়ে ভীত হয়ে শত্রুরমণী পর্বতের গুহায় দিন কাটান ও রাত্রে বাইরে আসেন। চাঁদ উঠলে তাকে খেলার হাঁস ভেবে আগ্রহভরে শিশু বিশেষভাবে নিতে চাইলে তিনি অত্যন্ত কান্নাকাটি করেছিলেন। তাঁর চোখের জলে সেই হাঁসের মতো চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়লে তাকে কাছে পেয়ে শিশু আনন্দের হাসি হাসলে তিনি আশ্বস্ত হয়েছিলেন, আবার দীর্ঘশ্বাসও ফেলেছিলেন॥ ২৮॥

ইনি দিগ্‌বিজয়ে উদ্যত হলে শত্রুরাজাদের পত্নী পৃথিবী 'ইনি আমার পতি হবেন' এই চিন্তা করে কম্প নামে সাত্ত্বিকভাব প্রকাশ করে। যুদ্ধক্ষেত্রে এঁর সামনে ভূপাতিত হয়ে শত্রুরাজারা ঊর্ধ্বলোকে যেতে যেতে সূর্যমণ্ডলে নিজেদের ছিদ্রপথ দেখতে পান॥ ২৯॥

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সমস্ত শত্রু ভয়ে পালালে আবার যদি কোনো জগদ্‌বিখ্যাত

কীর্তিমান্ বীর ক্রোধবশত ফিরে আসেন তবে সামনে এলেও তাঁকে বিমুখ হতে হয়। কারণ, এঁর ছুরিকার আঘাতে দ্রুত তাঁর মাথা ঠন্ শব্দ করে ছিন্ন হয়ে পড়ে যায় ॥৩০॥

তখন সেই রাজার গুণে যেন আশ্চর্যান্বিত হয়ে তিনি মুখপদ্মে আঙুলের মৃণাল রাখলেন এবং বুদ্ধিদীপ্ত ইঙ্গিতেই 'চুপ করুন' একথা বললেন ॥ ৩১ ॥

তারপর অন্য এক রাজার দিকে চোখের তারার তরঙ্গ ছড়িয়ে সরস্বতী তাঁকে বললেন—এই রাজা কামদেবকে পরাস্ত করেন, নিজের তীব্র তেজে পৃথিবী জয় করেন ॥ ৩২ ॥

কাঞ্চীপুর রাজ্যের এই অধিপতি তাঁর দূতের মুখে যা প্রার্থনা করেছেন, তুমি তা করছ না কেন? তুমি প্রসন্ন হও। তাতে ক্ষতি কী? ইনি তোমার মেখলাবন্ধন সজোরে ছিন্ন করুন ॥ ৩৩ ॥

ধনুর্ধারণ করে তীর নিক্ষেপ করতে করতে ইনি যেন শত্রুদের যথার্থভাবে এই নীতি উপদেশ দেন—'নম্র হয়ে আমার কাছে বাস করা যাবে, দুর্বিনীত হলে দিগন্ত পেরিয়ে অন্যত্র যেতে হবে' ॥ ৩৪ ॥

তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে যে-বীরগণ মুখোমুখি হন, তাঁদের পত্নীদের হাতের মৃণালের মতো শাঁখাকে হরণ করে নেয় তাঁর যশ। শত্রুরমণীদের অশ্রুপ্রবাহে এই যশ রাজহংসের দল হয়ে খেলা করে ॥ ৩৫ ॥

এঁর হাতির মাথা সিঁদুরের রঙে সুন্দর, তার কাঁধ পর্যন্ত কালো রঙ্ রয়েছে। উচ্চতায় সে আকাশপ্রান্ত স্পর্শ করে। যুদ্ধারম্ভে উদ্যোগী হয়ে সে ছুটতে থাকলে সমস্ত ক্ষত্রিয়দের বাহুবলের সূর্য যে অস্ত যায়, তা মনে হয়, প্রদোষে অন্ধকারমিশ্রিত সন্ধ্যা ভেবে ॥ ৩৬ ॥

দৈত্যারিপু বিষ্ণুর বক্ষ লক্ষ্মীর বাসস্থান। তাকে ছেড়ে ইনি এই রাজার দুটি বাহুর মধ্যে বিশ্রাম করছেন। বিষ্ণুর বক্ষোদেশ শূন্য থাকার দোষে সেখানে মাকড়সাগুলো থাকে। তার জন্যে কৌস্তুভমণি কৃত্রিম শ্বেতছত্র হয়ে ওঠে। পদ্মের সুতোয় বাঁধা পদ্মও লক্ষ্মীর আপন গৃহ। আজ তিনি তাও ছেড়েছেন ॥ ৩৭ ॥

ইনি পবিত্র কীর্তির যে-পুষ্করিণী নির্মাণ করেছেন, তা সমুদ্রকে হার মানায়। সেখানে সমস্ত জগৎ স্নান করে। তার বর্ণনায় কোন্ কবি মৌনী হন না? চাঁদ সেখানে বিন্দুর শোভা লাভ করে। তার জলের মধ্যে প্রবেশ করে জলদেবতা রূপে ভগবান্ যাগেশ্বর শিব[৩] স্ফটিকের মূর্তিতে বিরাজ করেন ॥ ৩৮ ॥

সর্পরাজ শেষনাগ চোখ দিয়ে তাঁর কীর্তিকথা শুনবেন বলে আনন্দাশ্রু দিয়ে চোখ ঢেকে ফেলেন না। শরীরে রোম না থাকায় তিনি পুলকিত রোমাঞ্চশ্রেণী দেহের অঙ্গে অঙ্গে ধারণ করেন। পৃথিবীর পড়ে যাওয়ার ভয়ে তিনি মাথাও কাঁপান না। জানি না, এঁর কীর্তিকথা শুনতে শুনতে তিনি কীভাবে আনন্দ প্রকাশ করেন ॥ ৩৯ ॥

যুদ্ধে এই জয়শীল রাজা শত্রুরাজাদের হাতিগুলোর কুম্ভের মতো মাথায় অস্ত্রের মূল পর্যন্ত গেঁথে দেন। এঁর এই মহতী সেবায় তুমি এঁর উপর প্রসন্ন হচ্ছ না কেন? তোমার কুচকুম্ভের সমান হওয়ার স্পর্ধা করায় করিকুম্ভগুলোকে ইনি প্রচণ্ড দণ্ড দিয়েছেন ॥ ৪০ ॥

যেন তাঁর গুণের কথায় ইনি ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ছড়িয়ে তাঁর বর্ণনাযোগ্য কীর্তিকে উপহাস করলেন। কারণ, নিষধরাজ নলের বৈভব বর্ণনারও অতীত ॥ ৪১ ॥

অন্য-এক রাজা সভায় সম্মানিত হয়ে বসেছিলেন। যিনি নিজের চোখের সৌন্দর্যে হরিণশিশুকে পরাস্ত করেছেন, সেই রাজকন্যাকে দেবী এক রাজার দিকে চোখ মেলে ভ্রূ-নির্দেশ করে বললেন— ॥ ৪২ ॥

হায় হায়! রাজাদের কারও প্রতি তোমার কৃপা হচ্ছে না। নতমস্তকে তাঁরা মাটির দিকে তাকিয়ে আছেন। যাই হোক্, তোমার চোখের প্রান্ত এই নেপালরাজকে যে সাদরে পান করবে এমন ভ্রমর হয়ে উঠুক ॥ ৪৩ ॥

এর যে ঋজুস্বভাব, বাক্‌সংযম ও বেদশাস্ত্রে নৈপুণ্য তা শত্রুবধ (অর্থাৎ শত্রু বশ) করার জন্যে থাকলেও এবিষয়ে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য প্রচেষ্টা যা, তা হল এর শক্তিশালী বহু দাম্ভিক শর ॥ ৪৪ ॥

ইনি যাবতীয় লোককে সুখী করার ব্রতে ব্রতী, তাই শত্রুদের হাতে পেয়েও ক্ষতি করেন নি। যাঁরা অত্যন্ত বিরক্ত, তাঁদেরও যুদ্ধে বাণবিদ্ধ করে রক্তাক্ত করে, অত্যন্ত অনুরাগী করেছেন ॥ ৪৫ ॥

এঁর তেজের আগুনে যদি সূর্য কখনো পড়ে, তাহলে পতঙ্গদের যে-বিপদ ঘটা অবশ্যম্ভাবী তাই হবে। কোনো প্রকারেই এঁর মতো যশ অর্জন করতে না পেরে বিধাতা ক্ষীরোদসমুদ্রে তার (শুভ্র যশের) অনুকরণ করেছেন ॥ ৪৬ ॥

পুলস্ত্যবংশীয় রাবণ ও কুবেরের বাসভূমি হয়েছে যে-দক্ষিণদিক ও উত্তরদিক, যথাক্রমে তাদের রোমরেখা ও উত্তরীয়রূপে সেতুবন্ধ ও হিমালয় যতকাল থাকবে, যতদিন পূর্ব ও পশ্চিমদিকের দিক্‌পতিদের নগর প্রবেশের স্তম্ভরূপে উদয়াচল ও অস্তাচল পর্বতদুটি সকাল-সন্ধ্যায় পতাকার রঙে শিখরদেশে রক্তিম শোভা রচনা করবে, ততদিন এই রাজার কীর্তি প্রকাশ পাবে[8] ॥ ৪৭ ॥

তাঁর যুদ্ধের সম্মুখে বাণ নিক্ষেপ করে শত্রুরা হয় পতিত হন, অথবা অন্তরে নিজের ও প্রতিপক্ষের পার্থক্য বুঝে বাণ ত্যাগ করে পায়ে পড়েন। তাদের মাথা হয় কাটা পড়ে নিচে অবনত হয় নয়তো নিজেদের ভয়ের ভারে খেদগ্রস্ত হয়ে নুয়ে পড়ে। এই রাজার হাতে শত্রুদের মাথা সহসা লুটিয়ে পড়ে ॥ ৪৮ ॥

তূণ থেকে তোলার সময়ে, গুণে আবদ্ধ করার সময়ে, কান পর্যন্ত টানবার সময়ে, মানুষের দৃষ্টি এঁর বাণগুলোকে আকাশে, লক্ষ্যবস্তুতে বা মাটিতে কোথাও দেখতে পায় না। কিন্তু মৃত শত্রুদের বুকের ছিদ্র থেকে সেগুলি অনুমানগোচর হয় ॥ ৪৯ ॥

দময়ন্তীর মনোভাব বুঝে চেটী দেবীকে বলল—এঁর কতটুকু বলবেন ? বলুন যে বিশাল জগৎ পড়ে থাকতে এঁর মধ্যে গুণগুলি ঘেঁষাঘেঁষি করে বাস করার যন্ত্রণা ভোগ করে ॥ ৫০ ॥

এখানে দাসী অসঙ্গত কথা বলে, তার থেকেও নিচু চেটী অত্যন্ত ধৃষ্টতার সঙ্গে কথা বলে। আশ্চর্য ভালো সভা বটে!—এইভাবে রাজার অনুগামীরা ক্রুদ্ধ হয়ে কথা বললে লোকে তাঁদের নিষেধ করলেন ॥ ৫১ ॥

তারপর কৃপাময়ী বাগ্‌দেবী অন্য রাজাকে লক্ষ্য করে তাঁর মুখের দিকে মুখ রেখে দময়ন্তীকে বললেন। সেই রাজা ইলার পুত্র পুরূরবার মতো কামদেবের সৌন্দর্যকে অতিক্রম করেছিলেন ॥ ৫২ ॥

তোমার চোখের প্রান্তপথের পথিক যে গোলক তার সাদা আঁচল (অর্থাৎ কটাক্ষ) নীলপদ্মের মতো চোখে বাস করে রঙিন হয়েছে। কোনো ছলে লজ্জা কাটিয়ে লক্ষ্মীর

আশ্রয় মলয়পর্বতের অধিপতি রাজার সৌন্দর্য দেখো ॥ ৫৩ ॥

গর্বিত শত্রু এঁকে ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে বৃথাই নিজেদের কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন। কারণ, দুর্গম গিরিদুর্গ আশ্রয় করেও এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না, এটা শত্রু জানেন না ॥ ৫৪ ॥

বিদূর-পর্বত মেঘের শব্দ থেকে যে-রত্নের সৃষ্টি তা নিয়ে পরিপুষ্ট। এই রাজা সে-বিষয়ে প্রার্থীদের অনাগ্রহী করে তুলেছেন। সে-পর্বত সেইভাবে কাছে যাবে যেভাবে সে তোমার ক্রীড়াপর্বত হতে পারে ॥ ৫৫ ॥

এই রাজা ভুবনের পালক। শত্রুরাজারা নত হলে তাঁদের মুখকমলে ভ্রমরের মতো যে ম্লান ছায়া পড়ে, তার মাঝখানে এর পায়ের নখগুলো চাঁদ হয়ে ওঠে। এর সাপের মতো দুটি হাত যুদ্ধ-নিপুণ। দর্পিত শত্রুদের প্রাণবায়ুকে অমৃতরস-ধারারূপে প্রচুর পান করার ফলে সুডৌল দুটি হাত তিনি ধারণ করে আছেন ॥ ৫৬ ॥

এর প্রচুর যশ কোন্ জগতে প্রকাশ পাচ্ছে না? কামজয়ী শিবের মাথায় চাঁদের যেটুকু অবশিষ্ট, তা হল তার বাকি অংশ। শেষনাগের অজস্র ফণার সঙ্গে এ হল অসংখ্য শরীর। মুনি এক চুমুকে পান করে ফেলতে পারেন—এই ভয় থেকে দুগ্ধসমুদ্রকে রক্ষা করার জন্যে এ হল কায়ব্যূহ ॥ ৫৭ ॥

ইনি শতঘ্নী নামে অস্ত্র ধারণ করায় একশ জন রাজা এর কী করবেন? ইনি লক্ষ্যভেদ করতে পারেন—লক্ষ জন কী করবেন? চোখ দিয়ে পদ্মকে জয় করেছেন ইনি, অথবা দৃষ্টিপাত করেই পদ্মসংখ্যক রাজাকে জয় করেন ইনি, পদ্মসংখ্যক রাজা এঁর কী করবেন? ইনি সব শত্রুকে দমন করেন, পরার্ধ-সংখ্যক রাজাও এঁর কিছু করতে পারেন না। এই সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাওয়া ছাড়া এঁর শত্রুদের আর কোনো উপায় নেই ॥ ৫৮ ॥

দময়ন্তীর মনোভাব সম্পর্কে অভিজ্ঞ একজন সখী তারপর মৃদু হাসি ছড়িয়ে দেবী ভারতীকে বললেন—যাঁরা আপনার মুখ দিয়ে নিজেদের খ্যাতি চাইছেন তাঁদের মধ্যে এঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের কথা তাড়াতাড়ি নিবেদন করুন ॥ ৫৯ ॥

এ-বিষয়ে বলবার অধিকার দেবীর আছে। দাসী! তুমি কে, যে উত্তর দিচ্ছ?—এই কথা সেই রাজার পরিচরেরা বলতে থাকলে তাদের প্রভুর ভ্রূকুটিতে তাঁরা নিবৃত্ত হলেন ॥ ৬০ ॥

দেবী ভারতী কুলে ও শীলে রাজোচিত, বলিষ্ঠ একজন রাজার দিকে তাঁর সম্মুখে ঈষৎ হাত কাঁপিয়ে দময়ন্তীর উদ্দেশ্যে বললেন ॥ ৬১ ॥

সমাগত এই বরদের দিকে না তাকানোর এমন প্রতিজ্ঞা তোমার কেন হল? তবুও এই মিথিলাধিপতিকে দেখে তোমার দৃষ্টি শিথিল হোক্, তাই ভালো ॥ ৬২ ॥

'ওহে অধর! রক্ষা করো, রক্ষা করো—এই কথা যেহেতু বল নি তাই এই অবস্থা হল।' —এই বলে ক্রোধে এঁর শত্রুদের মাথাগুলো দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট কামড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকে ॥ ৬৩ ॥

মহাযুদ্ধে এঁর ডান হাত তীরের সঙ্গে গুণ নিয়ে পিছন দিকে গেলে সম্মুখে প্রসারিত বাঁ হাতকে ধনুক যেন সানন্দে আলিঙ্গন দিতে চায় ॥ ৬৪ ॥

ইনি পৃথিবীর আনন্দের কারণ। এঁর যশ পূর্ণচন্দ্রের তুল্য, যা কৈলাসপর্বতের উজ্জ্বল সব অংশগুলির শুভ্রকান্তির গর্ব দূর করে দেয়; তা কি সমুদ্রশঙ্খের

প্রতিবিম্ব ? শারদ মেঘের শোভার সমান কি? দুগ্ধসমুদ্রের জলের সামগ্রিক অনুকরণ কি ? ॥ ৬৫ ॥

এঁর এই হাত সম্পর্কে কে না এমন চিন্তা করেন যে,—শত্রুরাজাদের হাতিগুলোর মাথা তরবারি দিয়ে কেটে, তার হাড়ের কোটরে থাকা মুক্তারাশিকে এই হাত বিক্ষিপ্ত করে, চতুরঙ্গ সৈন্যের সংগ্রামে ইতস্তত ধাবমান অশ্বের পায়ের খুরে পৃথিবী ক্ষতবিক্ষত হলে এই হাত সেখানে যশের বীজ বুনে দেয় ? ॥ ৬৬ ॥

ইনি অত্যন্ত দানশীল হওয়ায় কল্পবৃক্ষকে প্রার্থীরা বর্জন করেছেন। তাই তার ফলের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যাওয়ায় ফলের বোঝার ছলে কুঁজো হয়ে কোনো রকমে সে থাকুক। কিন্তু যে-রত্নপর্বত প্রার্থীরা পরিত্যাগ করার অপবাদে অত্যন্ত লজ্জিত, রত্নসম্পদ ক্ষয়ের অভাবে উঁচু হয়ে সে কেমনভাবে আছে ? ॥ ৬৭ ॥

'এই রাজার প্রশংসার কথায় বাধা সৃষ্টি করব কি ?' এইভাবে ইঙ্গিতে সখী সেই ভাবী বধূকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি যে মৃদু হাসির জন্যে মুখ বাঁকালেন, তাতেই সেই রাজার সম্বন্ধে তাঁর বিমুখ মনোভাব পরিলক্ষিত হল ।। ৬৮ ।।

তারপর অন্য এক রাজাকে দেখিয়ে বাক্যের অধীশ্বরী দেবী মধুর কণ্ঠে নিজের মুখচন্দ্রের অমৃততুল্য কথায় বিদর্ভরাজকন্যার কান দুটিকে প্লাবিত করলেন ।। ৬৯ ।।

ইনি সেই কামরূপের অধিপতি, রূপে কামদেবের চেয়েও বেশি। হায়, তুমি এঁর প্রতি দৃষ্টি পর্যন্ত দিচ্ছ না। তুমি হলে এঁর সেই যোগ্যতম প্রেয়সী যার উৎকৃষ্ট রূপের প্রতিদ্বন্দ্বী অতি দুর্লভ ।। ৭০ ।।

দাঁড় নেই, নাবিক ও বাতাসের আনুকূল্য নেই, তবু তাঁর শত্রুরা যুদ্ধে বর্মহীন দেহে কানের মতো প্রান্তশূন্য তীরে বিদ্ধ ও পতিত হয়ে, যাবতীয় নৌকা ভেঙে ডুবিয়ে দিয়ে, সূর্যমণ্ডল ভেদ করে, ভবসমুদ্র পার হয়ে গিয়েছেন,—এটা আশ্চর্য ॥ ৭১ ॥

যেহেতু এই রাজার বাহুবলের তেজ শত্রুপুরীতে গ্রীষ্মঋতুই সৃষ্টি করে, তাই শত্রুর হতভাগিনী বধূ নয়নকমলের জল দিয়ে সেখানে কি পানশালা দেবেন না ? ।। ৭২ ।।

যুদ্ধস্থলে এঁর দিগ্বিজয়যাত্রায় তুলনাহীন যুদ্ধের চাপ দেখে, এঁর সৈন্যের অগ্রভাগে ঘোড়ার খুরে ধুলো উঠলে, কার না ভুল হয় যে,—এঁর তরবারির আঘাতে শত্রুর রক্তপাত হতে থাকলে শত্রুবংশ বাঁশের মতো আর্দ্র ইন্ধন, এঁর বাহুবলের তেজ জ্বলন্ত অগ্নি আর ধুলো হল উদ্ভূত ধোঁয়ার রাশি ? ।। ৭৩ ।।

ক্ষীরসমুদ্রের জল মন্থন করে দেবতারা মথিত দ্রব্য তৈরি করলে এঁর যশ নিজের অধিষ্ঠানরূপে ক্ষীরোদসিংহাসন সৃষ্টি করে। কোন্ জগতের লোক এবিষয়ে কবিত্বের সুধাস্রোতে পিপাসু কানের কলসী ডুবিয়ে সে-যশের অভিষেক-উৎসব করেন নি ? ।। ৭৪ ।।

যুদ্ধে স্বামীর মৃত্যু শুনে প্রতিপক্ষ রাজাদের হরিণলোচনা লক্ষ স্ত্রীর বুকের পাথর তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ হয় না। দুটি হাতে বুক চাপড়ে প্রখর নখের ছেনি দিয়ে সেখানে লিপি রচনার মতো এঁর কীর্তির প্রশস্তি রচিত হয় ।। ৭৫ ।।

যে-সখী তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী, তিনি দময়ন্তীর মনোভাব বুঝে একখিলি পান হাতে নিয়ে দেবী ভারতীকে বললেন—এটি নিয়ে আপনার মুখের পরিশ্রম লাঘব করুন ।। ৭৬ ।।

তারপর ভারতী কামদেবতুল্য অন্য এক রাজার দিকে নিজের হাত দেখিয়ে সেই ভাবীবধূকে বললেন, যাঁর নয়ন ত্রস্ত হরিণীর মতো, যিনি সভার সভ্যদের অনুরাগ সৃষ্টি করছিলেন— ॥ ৭৭ ॥

এঁর গুণরাশিতে উৎকলবাসীরা অনুরক্ত। তোমার মুখ দেখে এঁর চোখ অনুরাগে উৎকণ্ঠিত। হে সৌন্দর্যসুধার পুষ্করিণী! তোমার চোখের চঞ্চল তরঙ্গভঙ্গও এঁকে স্পর্শ করুক ॥ ৭৮ ॥

ইনি সমস্ত প্রার্থীদের সন্তুষ্ট করে নিজের দিকে টেনে নিয়েছেন। তাই কামধেনু ও কল্পতরু পরস্পরকে দুগ্ধসেচন ও আহারের জন্যে পত্র দান করে নিজেদের দানের স্বভাব রক্ষা করছে ॥ ৭৯ ॥

এই রাজার দুটি পায়ে যে রাজারা আনত হন তাঁদের তিনি হাত দিয়ে উঠিয়ে নিয়েছেন। তাঁদের মুকুটের মাণিক্যশোভায় এঁর হাত ও পা স্পষ্টই রঞ্জিত ॥ ৮০ ॥

সূর্য যে কোনো দিকেই স্থিরতা লাভ করে না, দাবানলের যে একমাত্র ঘন বন আশ্রয় হয়েছে, তাঁর বাহুবলের তেজের কাছে পরাজয়ের পর এই দুয়ের পক্ষে এটাই উচিত। যে-বাড়বাগ্নি এঁর ভয়ে নিজের শত্রু জলে প্রবেশ করেছে তাকে ধিক্ ॥ ৮১ ॥

জানি, এই রাজার প্রাগ্রসর সৈন্যের হাতিগুলির যে মদজল তাতে শীত-ঋতু শুরু হলে প্রতিপক্ষ যোদ্ধা রাজারা অন্তরে যেন না কাঁপেন, তাঁদের বধূদের পদ্মতুল্য মুখ যেন ম্লান না হয়, সেই দিন যেন তাঁদের দুর্দিন না হয় ॥ ৮২ ॥

এঁর নিজের মধ্যে গুণ সমবেত হওয়ার অত্যন্ত ঔচিত্য রয়েছে। কারণ, শত্রুদের যে-হৃদয় বহু অহঙ্কার করেছিল, যে-স্কন্ধ নত হয় নি, তাদেরই মর্মদেশ এই যুদ্ধবীর বাণ দিয়ে খণ্ড খণ্ড করেছেন ॥ ৮৩ ॥

শুভ্রতার জন্যে যাদের অহঙ্কার আছে, তাদের জয় করে কলঙ্কিত করে, এঁর বাহুবলের কীর্তি প্রচলিত থাকায় ভয় পেয়ে কুমুদফুল রাত্রে ঘুমোয় না, মল্লিকাফুলের মালা ভয়ে তোমার খোঁপায় লুকোয়, ভয়গ্রস্ত চাঁদ অমৃতধারা ছড়ানোর ছলে ঘামতে থাকে ॥ ৮৪ ॥

এঁর মদস্রাবী গন্ধগজ অত্যন্ত পিপাসায় জলে গলা পর্যন্ত শরীর ডুবিয়ে দেয়। পূর্বদিকের দিগ্‌হস্তীর বিজয়ক্রীড়া ঘটিত যশের প্রতিদ্বন্দ্বী ফেনপুঞ্জে সে সাদা হয়ে ওঠে। জলে দুটি দাঁতের প্রতিবিম্ব পড়ায় তার চারটি দাঁত হয়ে দাঁড়ায়। শুঁড় দিয়ে জল ছিটিয়ে সে অভ্রমু-নামে হস্তিনীর সঙ্গী ঐরাবণহস্তীর সমুদ্রের বিরহব্যথাকে শান্ত করে ॥ ৮৫ ॥

তারপর সেই দময়ন্তী যেন এই রাজার বর্ণনায় আশ্চর্য হয়ে হৃদয়ে তা অনুভব করার জন্যে চোখ বুজলেন। তিনি বরণমালা দিয়ে নিষধরাজের নাম জপ করছিলেন। তাঁর ধ্যানে নল স্পষ্টত সামনে উপস্থিত ছিলেন ॥ ৮৬ ॥

সৌন্দর্যে যিনি সভার দুই প্রান্ত রঞ্জিত করেছেন, সেই বৌদ্ধ রাজা জয়ন্তকে প্রশংসা করার জন্যে আগের মতো তেমনি কথা বললেন দিনশেষের সন্ধ্যাবেলার দেবতা সরস্বতী— ॥ ৮৭ ॥

হে সুন্দরী! তোমার নয়নপ্রান্তের রঙ্গশালায় লাস্যনৃত্য করে লম্পট কটাক্ষগুলি। কীকট অর্থাৎ মগধের অধিপতি যেভাবে উৎসুক হয়ে সেই চির-ঈপ্সিত কটাক্ষ এখন কামনা করছেন তুমি সেইভাবে তাঁকে অধিকার করো ॥ ৮৮ ॥

এঁর যশ নিখিল বিশ্বলোকে প্রসারিত। তার ভয়ে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির কালিমা ছুটে পালিয়ে এঁর যশের বিদ্বেষী চাঁদের কলঙ্করূপে প্রবেশ করে, নাকি এঁর শত্রুর মুখে আশ্রয় পায়? ॥ ৮৯ ॥

এই রাজার কাছে প্রার্থনারত প্রার্থীরা মেরুপর্বতকে পরিত্যাগ করায় মণিরত্নের বৃদ্ধির ফলে তা কিছুদিনের মধ্যে আকাশকে ঢেকে ফেলবে। অগস্ত্যমুনি বৃথাই বিন্ধ্যপর্বতকে রুদ্ধ করেছিলেন ॥ ৯০ ॥

এই রাজার যশ প্রচুর বিক্রমের ফলে ক্রমশ অর্জিত। তা মহাগজ ঐরাবতের প্রতিদ্বন্দ্বী। কোন্ অক্ষর দিয়ে তা বর্ণনা করব? অন্য রাজাদের যশের পারদ মেখে মেরুপর্বত মিথ্যা রুপো হয়ে উঠলেও এঁর প্রতাপের আগুনে তা আবার সোনা হয়ে ওঠে ॥ ৯১ ॥

পৃথিবীর ইন্দ্র এই রাজা যেখানকার অধিপতির উদ্দেশ্যে সৈন্য নিয়ে অভিযান করেন, সেই ভূমি শিবের অষ্টমূর্তির অন্যতম হয়ে গায়ে ছাই মাখে। এই ছাই দিঙ্মণ্ডলের আগুন থেকে সৃষ্টি হয় এবং ইন্দ্র তা ছড়িয়ে দেন। যাতে শিবের সন্ধ্যানৃত্যের ব্রত ভঙ্গ না হয় সেজন্যে সেই ভূমি রক্তবৃষ্টিকে সন্ধ্যারূপে ভুল বুঝে তাড়াতাড়ি নৃত্য শুরু করে দেয় ॥ ৯২ ॥

সৃষ্টির শুরুতে বিশাল জগৎশিল্প নির্মাণ করতে গিয়েও বিধাতার যে-জ্যোতির ভাণ্ডার ক্ষীণ হয়নি, মুখপর্যন্ত এঁর শরীর নির্মাণ করতে গিয়ে তা শেষ হয়ে গিয়েছে। দ্যুতিমণ্ডল নিঃশেষে ব্যয় হওয়ার ফলেই কি তখন সহজলভ্য গাঢ় অন্ধকার দিয়ে অবশিষ্ট কেশরাশি নির্মাণ করা হয়েছে? ॥ ৯৩ ॥

নানা দিকে জয়যাত্রায় যে অশ্বগুলি উৎসাহী তাদের খুরে ধুলো ওঠে। শত্রুদের প্রতাপের আগুন নিভে যাওয়ার ফলে যেন তা দিয়ে এই রাজা অন্ধকার সৃষ্টি করেন। এঁর কীর্তিরাশি যেন বহু বহু চাঁদ। যুদ্ধের জন্যে তাদের স্পর্ধিত আহ্বানে ভয় পেয়ে রাহু ভূমণ্ডলের ছায়ারূপে কপট দেহ ধরে গণিত-বিজ্ঞানীদের তর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে ॥ ৯৪ ॥

এই যে ত্রিভুবন শ্রীবিষ্ণুর উদরের গহ্বরে আশ্রয় নিয়ে আছে, প্রচুর ভারের বশে এঁর যশ এখানে সুখে থাকতে পারে না। তাই এই গহ্বর পূরণ করে মধুসূদনের নাভির পথে তা হাতির দাঁতের মতো সাদা পদ্মফুলের ছদ্মবেশ ধরে যেন বাইরে এসেছে ॥ ৯৫ ॥

এঁর কোষমুক্ত কালো উজ্জ্বল তরবারি যেন গর্ত থেকে বেরিয়ে-আসা উজ্জ্বল কালো রঙের সাপ। কাঁপতে কাঁপতে তা বক্রগতির খেলা দেখায়। যে-রাজারা যুদ্ধে নিজের আঙুলকে মহাসিদ্ধ ওষধিলতা রূপে এর পর্বস্থানে রেখে বিষবৈদ্যের ভূমিকা না নিয়েছেন তাঁদের কাছে এই তরবারি ভয়ের বস্তু ॥ ৯৬ ॥

যে-ধনুকের চাপ যুদ্ধে শত্রুপক্ষীয় যোদ্ধাদের দিকে পিঠ করে থাকে, যা এঁর হাতেই বাঁকা হতে পারে, আর যা শক্ত হয়ে ভয়ানক শব্দ করে, এঁর হাতে পড়ে এমন ধনুকের গুণ গ্রহণ করে এই এক রাজা স্পষ্টত গুণগ্রাহীদের পরাকাষ্ঠা-রূপে বিখ্যাত হয়েছেন ॥ ৯৭ ॥

এই রাজার শত্রু ও শর দুইই যুদ্ধে সম্মুখে পড়তে থাকে, কোনো শব্দও করে না, কাঁপেও না। উভয়েই মুগ্ধ হয়ে আর ফিরে আসে না। এ সবই

যুক্তিযুক্ত। তবে এক পক্ষ সূর্যমণ্ডল ভেদ করে অর্থাৎ মৃত্যুলাভ করে অন্যটি শত্রুকে ছিন্নভিন্ন করে, – এই হল আশ্চর্য।। ৯৮ ।।

এই রাজা জগৎকে ধর্ম-আরাধনে নিযুক্ত করেছেন। ইনি যে-অশ্বে আরোহণ করেন, সেটি ধুলোয় দিনকে অন্ধ করে দেয়, খুরের শব্দে সবদিক বধির করে তোলে, বিজয়বেগে যুদ্ধক্ষেত্রে বায়ুকে পঙ্গু করে দেয়, গুণের প্রভাবে প্রশংসাকারীদের স্তব্ধ করে এবং নিরন্তর পা তোলার ছলে পৃথিবীকে একপায়ে ছুঁতেও ঘৃণা করে ।। ৯৯ ।।

যুদ্ধভূমিতে যুদ্ধদর্শী লোকেদের স্থানেও তীব্রগতি অশ্বগুলির খুরের বারংবার বিন্যাসে ভূপৃষ্ঠ তাড়াতাড়ি বিশেষভাবে খুঁড়ে গেলে তা থেকে যুদ্ধের শুরুতে অন্ধ করে দেওয়ার মতো ধূলিপ্রবাহের অন্ধকার নামে। তাই এঁর হাতে প্রতিপক্ষ বীরদের গলা কাটা যাওয়ার পর, সেই কবন্ধ নটেদের অদ্ভুত কণ্টকর নাট্যের কোনো দর্শক হয় নি[৭] ॥ ১০০ ॥

ইনি পুষ্করিণী খনন করেছেন। সেখানে বিলাসযুক্ত নীলপদ্মের পাপড়ি প্রস্ফুটিত হওয়ায় যে-প্রবাহ সুগন্ধে পরিপুষ্ট হয়, তার কোলে পাখিরা খেলা করে। তাদের পাখার বাতাসের আঘাতে তরঙ্গমালা শব্দ করে ওঠে। নতুন সবুজ পাতায় পরিপূর্ণ হয়ে গাছের শাখাগুলি সেই পুষ্করিণীর তীর ব্যাপ্ত করে রাখে। ক্লান্ত পথিকদের আরাম দিয়ে তাদের চোখগুলোকে তা অনুরাগে ভরিয়ে তোলে ॥ ১০১ ॥

এই প্রবন্ধে জলাশয় তরঙ্গের বলিরেখা প্রকাশ করে পাকা চুলের মতো সাদা হাঁসের সারি নিয়ে শুভ্র শরীর ধারণ করে আছে। মধ্যবর্তী কীর্তিস্তম্ভ দণ্ডের মতো সেই পরিমাণ প্রচুর বয়সের পরিমাপক। প্রকাশিত জ্যোৎস্নার সঙ্গে যোগ্য বন্ধুত্ব প্রকাশ করছে,—এমন জলকে তা স্পষ্ট টাকের সঙ্গে সংপৃক্ত মাথার মতো ধরে রেখেছে। যাঁরা স্নান করেন, সেই ধার্মিকেরা যথার্থ ভাবেই মাথা নামিয়ে সব সময় এই জলাশয়ের সমাদর করেন ॥ ১০২ ॥

হে বালিকা! সেখানে জলক্রীড়ার সময় এই যুবকের সঙ্গে বিহার করো। মৃণাল দিয়ে তোমার চোখের প্রতিবিম্বের সঙ্গে নীলপদ্মের পার্থক্য ঘটুক। সেখানে জল-দেবতার স্থানে তোমার শরীরের প্রতিবিম্ব প্রবেশ করুক। সেখানকার প্রস্ফুটিত পদ্মের সাম্রাজ্যে তোমার মুখের অভিষেক হোক্ ॥ ১০৩ ॥

এঁর যশের স্ফীতিতে নিখিল ত্রিভুবন শুভ্র হওয়ায় সমস্ত কালিমা নির্বাসিত হয়ে বয়ীয়ানদের কথামাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। এই কীর্তিমান্ রাজার থেকে অকীর্তির ভয়ও জন্মেছে। কারণ, তা মলিন ছায়া নিয়ে এঁর কথা প্রসঙ্গেও আশ্রয় নেয় নি ॥ ১০৪ ॥

তারপর দময়ন্তীর ইঙ্গিতে সখী বললেন—লোকে যদি এঁর অকীর্তি না চায়, আমিও নিশ্চয় তা চাইব না। তবে এই সভার কর্ণাভরণ তমাললতার পর্যায়ে তাকে নিয়ে যাব ॥ ১০৫ ॥

এই রাজার অকীর্তিগুলি গণনায় পরার্ধ সংখ্যারও বেশি। জন্মান্ধেরা যে-অন্ধকার দেখে, এগুলি তার তুল্য। কচ্ছপীর দুধের যে-সমুদ্র, তার তীরে বন্ধ্যাগর্ভজাত বোবা লোকেরা অষ্টম স্বর তুলে সেগুলি বর্ণনা করে[৮] ॥ ১০৬ ॥

সভার মুখ এই কথায় মৃদু হাসি ও বিস্ময়ে ভরে গেল। দেখার ভঙ্গিতে তা লক্ষ্য

করে 'এখানে ইনি হাসলেন কিনা' তা দেখার জন্যে বিদর্ভরাজকন্যা সেই রাজার দিকেও তাকালেন ॥ ১০৭ ॥

দময়ন্তীর চোখের তারা কালিমার আশ্রয় হয়ে নলভিন্ন অন্যাদের দেখার পাপ করল। কিন্তু কটাক্ষ কাছাকাছি উপস্থিত নলের সঙ্গে মিলিত হয়ে শুচিতা ও অনুরাগের উপযোগী সেবা করল ॥ ১০৮ ॥

তারপর নলের আকর্ণবিস্তৃত চোখকে তীর করে, তাঁর হাতের চক্রচিহ্নকে বাঁকানো ধনুক করে, অঙ্গহীন কামদেব অপরের অঙ্গ দিয়ে ধনুর্ধর মূর্তি রচনা করে, সেই বধূকে স্বয়ং পীড়া দিলেন ॥ ১০৯ ॥

সুবর্ণকেতকী যেমন ঊর্ধ্বমুখী কাঁটা নিয়ে, উজ্জ্বল পত্রে শোভিত হয়ে, সুগন্ধ-যোগে, প্রচুর পরাগসহ অত্যন্ত গৌরবর্ণ ধারণ করে, রুদ্রের কোপের আশ্রয় স্থল হতে চেয়েছিল ;—তেমনি, তিনি পুলকিত দেহে শৃঙ্গার উদ্বুদ্ধ করে, পত্রাবলী চিহ্ন নিয়ে, সানন্দে, অত্যন্ত অনুরাগিণী হয়ে তাঁকে রুদ্রের শত্রু কামদেব ভেবে, রুদ্রের কোপের আশ্রয়স্থল হতে চাইলেন ॥ ১১০ ॥

সেই অলীক কামদেবরূপ যে-নল, তাঁর সম্বন্ধে তাঁর মন স্থির ছিল। সম্মুখে যে চারজন অলীক নল বসেছিলেন, সাদৃশ্য সত্ত্বেও তাঁদের দিকে চোখ তুলে তাকাবার চাতুরী তাঁর হল না। আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয়ে তিনি তার সুদূর তলদেশে চলে গেলেন এবং সেখানকার অলঙ্কার হয়ে লোকের কাছে পাতালকন্যার ভ্রম সৃষ্টি করলেন ॥ ১১১ ॥

রাজা নলও প্রীতির দানরূপে সেই হৃদয়সর্বস্ব প্রেয়সীকে নিজের চোখের উদ্দেশ্যে দান করলেন এবং দেবতাদেরও দুর্লভ কটাক্ষচঞ্চল দৃষ্টি প্রিয় অতিথিরূপে লাভ করলেন। সুধাধারার মতো বক্র দৃষ্টি দিয়ে রচিত যে বাণ, তা দিয়ে রতিপতি কামদেব তাঁকে তৎক্ষণাৎ বিদ্ধ করলে তিনি আনন্দে অন্ধ হয়ে দময়ন্তীর পরবর্তী কটাক্ষগুলিকে বিফল করে দিলেন (অর্থাৎ সেগুলির প্রভাব অনুভব করলেন না) ॥ ১১২ ॥

কবিশ্রেষ্ঠদের মুকুটের অলঙ্কারের হীরার তুল্য শ্রীহীর ও মামল্লদেবী শ্রীহর্ষ-নামে যে জিতেন্দ্রিয় পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁর মাথায় মাতৃচরণ বন্দনার পদ্মরাশি রয়েছে। তাঁর রচিত নলচরিতাশ্রয়ী মহাকাব্যে স্বভাবোজ্জ্বল দ্বাদশ সর্গটি সমাপ্ত হল ॥ ১১৩ ॥

× × × × × × × × × × × × × ত্রয়োদশ সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

তারপর পাল্কিবাহকেরা তাঁকে সেই রাজগোষ্ঠী থেকে সরিয়ে নিয়ে নলের আকৃতিবিশিষ্ট পাঁচজন বীরের দিকে নিয়ে গেল। যেন সুগন্ধ তার আশ্রিত ভ্রমর-শ্রেণীকে নন্দন কাননের যাবতীয় তরুগুলি থেকে কল্পবৃক্ষের দিকে নিয়ে গেল ॥ ১ ॥

নিখিল জগতের মানুষের চরিত্র যিনি সাক্ষাৎভাবে জেনেছেন, সেই দেবী তখন স্বর্গের অধিপতি সম্বন্ধে এমনভাবে বললেন, যাতে 'তিনি ইন্দ্র' একথা বলা হয় এবং তাঁর নলরূপে কপট মূর্তি ধারণ প্রকাশ না পায়— ॥ ২ ॥

হে সুন্দরী ! এঁর পৌরুষ বলাসুর-নামে শত্রুকে জয় করে। গজানন গণেশ ও দানববিরোধী বিষ্ণু সেনা হয়ে অধিষ্ঠান করার ফলে এঁর যুদ্ধলক্ষ্মী দৈত্যদের ভয় সৃষ্টি করেছে। এঁর বীরসৈন্যঘটিত ঐশ্বর্যের কথা কী বলব ?

(অথবা নলপক্ষে)—হে সুন্দরী। বীরসেন থেকে এ'র জন্মের কথা কী বলব ? এ'র পৌরুষ শত্রুসেনাকে জয় করে। এ'র হস্তিবাহিনীর মুখের মদজলের গন্ধে যুদ্ধলক্ষ্মী সুরভিত হয়েছে ॥ ৩ ॥

সভায় ও যুদ্ধযাত্রায় দেবসেনা এ'র সেবা করে। চন্দ্র, একাদশরুদ্রসহ মেঘ অথবা শিবের নন্দী প্রভৃতি গণসহ মেঘ অথবা নন্দী প্রভৃতি গণ, হরপুত্র কার্তিকেয় ও গণপতি এবং মেঘের মধ্যবর্তী ইন্দ্রধনুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে-সূর্য, তার শোভায় এই সেনা শোভিত। এই সেনা লাভবহুল যুদ্ধে প্রশংসিত হয়েছে।

(অথবা নলপক্ষে —এই রাজা সভায় ও দণ্ডযাত্রায় চামরধারী সেবিকাদের সেবা পান। শ্বেতছটাযুক্ত মুক্তাহারগুলিতে তাঁদের স্তনের মধ্যভাগ সুন্দর। তাতে তাদের শোভা ইন্দ্রধনুখচিত সূর্যের শোভার মতো। তারা প্রচুর অলঙ্কারে অলংকৃত ॥ ৪ ॥

যে-পর্বতগুলির আকৃতি অত্যুচ্চ ও কর্কশ, যেখানে অত্যন্ত দর্পিত সিংহ ও হস্তী কোটি সংখ্যায় থাকে, এই উগ্র তেজস্বী তাদের পক্ষচ্ছেদ করে ভয়সমুদ্রে নিমজ্জিত পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন।

(অথবা নলপক্ষে)—যে-রাজাদের যুদ্ধ অত্যুচ্চ শ্বেত অশ্বগুলোকে মেরে ফেলে, যারা অত্যন্ত দর্পিত, কোটিসংখ্যক ঘোড়া ও হাতির মালিক পৌরুষবলে তাদের শক্তিচ্ছেদ করে দিয়ে ইনি ভয়ের সমুদ্রে নিমজ্জিত পৃথিবীকে উদ্ধার করেছেন। ৫ ॥

হে ঘটস্তনী ! যুদ্ধে ইনি পর্বতদের বিজেতা। এ'র বজ্রের বিনাশ নেই। এ'কে ইন্দ্র ছাড়া কিছুতেই অন্য কেউ বলে ভেবো না। এ'র অত্যন্ত অদ্ভুত বহু নেত্র গুপ্ত থাকায় তুমি তাদের দেখতে পাচ্ছ না।

(অথবা নলপক্ষে)—হে ঘটস্তনী। ইনি যুদ্ধে রাজাদের বিজেতা। বিনাশ বা পলায়ন এ'র থেকে পালিয়েছে। এ'কে কখনও পাপী মনে কোরো না। এ'র দুটি বাহু হস্তপরিমাণের চাইতে বেশি, চোখ দুটি হাতের পাতার চেয়ে বড়ো। গোপনে তা দেখো না ॥ ৬ ॥

হে নিতম্বিনী ! যে-দেবতারা, বল প্রভৃতি অসুরদের সমৃদ্ধ রাজত্ব উপভোগ সহ্য করেন না তাঁরা অনুরাগের সঙ্গে এ'র দুটি হাত ও দুটি পা ধরে থাকেন। এই পতি ইন্দ্রের সঙ্গে শচীর মতো আনন্দ করো।

(অথবা নলপক্ষে)—এ'র রক্তিমাভ হাত পা এমন চিহ্ন ধারণ করে সৈন্য প্রভৃতির বলে সমৃদ্ধ রাজ্যের প্রচুর উপভোগ সূচনা করছে ; শচী যেমন ইন্দ্রের সঙ্গে, তুমি তেমনি এই পতির সঙ্গে আনন্দ করো ॥ ৭ ॥

ইন্দ্র ও নল সম্বন্ধে সমানভাবে প্রযোজ্য, এমন এই সব কথা শুনে সেই সুন্দরী দময়ন্তী উভয়ের সমান রূপ দেখে কান ও চোখ দিয়ে নির্ণয় করতে পারলেন না ॥ ৮ ॥

'ইনি কি ইন্দ্র, নাকি সেই নিষধরাজ নল ?' এইভাবে দময়ন্তীর মনকে সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান বুঝতে পেরে দেবী সরস্বতী বায়ুর সখা অগ্নিকে দেখিয়ে দিয়ে এ'র জন্যে আরও কথার মালা সৃষ্টি করতে লাগলেন— ॥ ৯ ॥

ইনি তেজস্বিতার নিধি। সর্বদা এ'র ঊর্ধ্বগতি ঘটে। এই ধনঞ্জয় কোন্ নাম লাভ করেন নি ? ইনি শুচি। এ'র থেকে উৎপন্ন সুবর্ণ তুমি লাভ করো। এ'র মতো উজ্জ্বল রূপসম্পদ কারও নেই।

(অথবা নলপক্ষে)—ইনি তেজস্বিতার আকর, সর্বদা অভ্যুদয়শীল। জয় করে

ইনি কোন্ সম্পদ লাভ করেন নি? ইনি শুভচরিত্র। এঁর থেকে প্রচুর সুবর্ণ লাভ করো। এঁর মতো দেহকান্তি, কণ্ঠস্বর ও রূপের ঐশ্বর্য কারও নেই ॥ ১০ ॥

হে চারুকর্ণী সুন্দরী! এঁর শিখার কৌশলের কবলে যে যে পার্থিব বস্তু পড়ে, তার থেকে ভস্ম পাওয়া যায়। তপস্বী মহেশ্বরেরও অঙ্গরাগসৃষ্টিতে তা কাজে লাগে।

(অথবা নলপক্ষে)—প্রচণ্ড যুদ্ধে সেই রাজারা এঁর প্রচণ্ড অস্ত্রনৈপুণ্যের কবলে পড়লে, তা থেকে এঁর যে-সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে, তা মহা ঐশ্বর্যশালী এবং তপস্বীদেরও অনুরাগ সৃষ্টি করতে পারে। ১১ ॥

হে পিতৃমুখী! সমগ্র দেবসভায় ইনি মুখ্য, যম এবং মহেন্দ্রেরও ইনি মধ্যস্থ। ইন্ধনযুক্ত হলে ইনি উন্নত কিরণশোভা ধারণ করেন। এই তেজস্বীকে লাভ করো।

(অথবা নলপক্ষে) হে পিতৃমুখী। এই নিখিল বিদ্বৎসভায় ইনি প্রধান। যমের চাইতেও, ইন্দ্রের চাইতেও ইনি পক্ষপাতশূন্য। ইনি সর্বদা হাতের রক্তিম শোভা ধারণ করে আছেন। এই তেজস্বীকে লাভ করো ॥ ১২ ॥

জ্বলনে ইনি পটু। ইন্ধন থাকলে এঁর প্রচুর দীপ্তি। ইন্ধনের মধ্যে বাস করায় তৃণ এঁর শত্রু। এ জগতে ইনি ঊর্ধ্বমুখী, বেগবান্। তবে জল বিরোধীরূপে এঁকে পরাস্ত করতে পারে।

(অথবা নলপক্ষে) এই কুশলীর অল্পবুদ্ধি লোক সম্বন্ধে রুচি নেই। ইনি যুদ্ধে থাকলে শত্রুরা তৃণের মতো তুচ্ছ। ইনি অভ্যুদয়শীল, বেগবান্। ইহলোকে কোন্ বিরোধী এঁকে পরাজিত করতে পারে? ॥ ১৩ ॥

এই কথাগুলি অগ্নি ও নিষধরাজ সম্বন্ধে সমানভাবে খাটে। তা শুনে ইনি তারতম্য বুঝতে পারলেন না। তাঁকে লক্ষ্য করে একটি মন বলছে 'ইনি নল', আবার এঁর অন্য মন বলছে 'ইনি অনল' (অর্থাৎ নলভিন্ন অগ্নি) ॥ ১৪ ॥

সরস্বতী এমন অবস্থায় তাঁর চিত্তবৃত্তিকে সন্দেহ, বিস্ময় ও ভয়ে চিত্রিত হতে দেখে, পদ্ম ফুটিয়ে তোলে যার কিরণ, সেই-সূর্যের পুত্র দিক্‌পতি যমকে উপলক্ষ্য করে বলতে লাগলেন— ॥ ১৫ ॥

দেখো, ইনি দণ্ড ধারণ করে আছেন, তাই পাপভীরু হয়ে সকল জগৎ পাপের পঙ্কে পতিত হয় না। এঁর প্রদত্ত রোগ এমনই যে, তারা স্বর্গীয় দুই চিকিৎসকেরও গর্ব নাশ করে। ফলে, কেউ কি অমর আছে?

(অথবা নলপক্ষে)—দেখো, ইনি দণ্ড ধরে আছেন। তাই পাপভীরু সকল জগতের দুঃখপাত নেই। এঁর দেহকান্তি দিব্য চিকিৎসক অশ্বিনীকুমার-দুজনেরও গর্ব নাশ করে। এমন কান্তিমান্ দেবতা কেউ আছেন? ॥ ১৬ ॥

সংজ্ঞা-নাম্নী সূর্যপত্নী এঁর জন্মের হেতু। কোথাও ছায়াকে এঁর জন্মহেতু-রূপে জানা যায় নি। কোন্ লোকের ইনি শত্রু না হয়েছেন? এই যমই নিয়মপূর্বক তপস্যা করেছেন।

(অথবা নলপক্ষে)—এঁর নাম শুনলে বন্ধুদের ইষ্টলাভের হেতু ঘটে; ইনি কোন্ লোকের বন্ধু নন? এঁর এমন দেহকান্তি আর কোথাও জানা যায় নি। ইনিই ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি যম ও ব্রত ইত্যাদি নিয়ম মেনে[১] তপস্যা করেছেন ॥ ১৭ ॥

এঁর পিতা রম্যমূর্তি সূর্য, যিনি আকাশের মণি, যাঁর প্রভায় চাঁদের সমস্ত তেজ

অবনমিত হয়। এঁর যে-শক্তি মৃত্যু ঘটায়, তা কার কাছে প্রকাশিত নয়? আর সকলের রোগ সৃষ্টি করায় এঁর স্বভাব কালো।

(অথবা নলপক্ষে)—যাঁর প্রভাবে সব রাজার তেজ স্তিমিত হয়েছে, সেই রাজা বীরসেন এঁর পিতা। সূর্য ও কামদেবের মতো রমণীয় তাঁর মূর্তি। এঁর শক্তি কার কাছে মারাত্মক মনে হয় না? শত্রুদের উপর গদা প্রয়োগ করায় ইনি কৃষ্ণ অথবা উৎকৃষ্ট তীর দিয়ে রোগ সৃষ্টি করায় ইনি অর্জুন॥ ১৮ ॥

মৃতদের মধ্যে একজন হয়ে ইনি প্রভাব বিস্তার করেন। তাই এঁকে যম বলে গ্রহণ করো। হে মুগ্ধা! যম অশ্বিনীকুমারদের সহোদর। জীবদের মধ্যে অধিকাংশই এঁর বশীভূত হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

(অথবা নলপক্ষে)—আত্মীয় ও শত্রুদের মধ্যে ইনিই একমাত্র প্রভাব বিস্তার করেন। ইনি রূপে অশ্বিনীকুমারদের তুল্য। পঞ্চভূতের মধ্যে এই পৃথিবী এঁর বশ্যতা স্বীকার করেছে। হে মুগ্ধা! এঁকে জীবনেশ্বর বলে গ্রহণ করো ॥ ১৯ ॥

কথাগুলি যম ও নিষধরাজ নলের সম্বন্ধে সমানভাবে খাটে। একাধিক নলকে দেখে বিদর্ভরাজকন্যার শঙ্কিত হৃদয়ে তা যে-শঙ্কা সৃষ্টি হল, তা পিষ্টপেষণ মাত্র (অর্থাৎ বৃথা) ॥ ২০ ॥

সেই যম সম্বন্ধেও ইনি অত্যন্ত সন্দিহান হওয়ায় তাঁর প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির অভাব লক্ষ্য করে পূজনীয়া সেই দেবী জলাধিপতি বরুণের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে পরিপাটী-অনুসারে বলতে আরম্ভ করলেন— ॥ ২১ ॥

যা সর্বতোমুখী জলরূপে বর্তমান, জলজন্তুর শব্দে পূর্ণ, যার জলবেগ বহু কিছু বিদীর্ণ করে, যার পরপার দেখা যায় না, সেই বিশাল সমুদ্র এঁর সেনারূপে উৎকৃষ্ট-ভাবে বর্তমান।

(অথবা নলপক্ষে)—যা সর্বতোমুখী অথবা সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে বর্তমান, যা বাহুযুদ্ধে বিশিষ্ট, যেখানে বহু যোদ্ধা বর্তমান, শত্রুর হাতে যার অবরুদ্ধ হওয়ার কথা জানা যায় না, প্রচুর তরবারির আশ্রয় এঁর সেই-সেনা জয়লাভ করে। ২২ ॥

বিশাল সমুদ্র জলসেনার সম্মুখভাগে প্রচণ্ড শব্দ করে অলঙ্করণভূত রত্নের সাহায্যে এঁর সুখ বিধান করে। এই সমুদ্র জলজন্তু-ও মকরযুক্ত। দানবদলন বিষ্ণু এখানে থাকেন। এ হল বিকসিত পদ্মবনের সখা।

(অথবা নলপক্ষে)—এঁর সেনার সম্মুখভাগে বহু হস্তী সুখে বৃংহণ করে। মেঘের মতো তাদের রব, সমান তাদের শুঁড়, তাদের মুখে মদজল। মাথার কুম্ভস্থল পদ্মবিন্দুর জালযুক্ত। অলঙ্কারভূত রত্নেও তারা হীন নয় ॥ ২৩ ॥

হে বিলাসবতী! এঁর বাহিনী কোন্ নদী বেগবান্ প্রবাহে তটদেশ ভাঙে না? তার প্রচুর কর্কশ বালুকারাশির কথা আমরা কী ভাবে বলব?

(অথবা নলপক্ষে)—এঁর কোন্ সেনাবাহিনী রথ ও অশ্ব নিয়ে প্রতিপক্ষদের কাছে পৌঁছয় না? হে বিলাসবতী! শত শত সাদা ঘোড়ায় যা বহুগুণ বালুকারাশি, তার সে সমস্ত কথা আমরা কীভাবে বলব? ॥ ২৪ ॥

হে সৌভাগ্যবতী! তুমি এই জলাধিপতিকে বরণ করো। দেখো, শোণনদ সেবক-রূপে এঁর চরণের অনুরাগী। এমনকি প্রসিদ্ধ সরস্বতী নদীও এঁরই সেবায় রত। কোন্ জলাধার এঁকে সেবা না করে?

(অথবা নলপক্ষে)—হে সৌভাগ্যবতী ! তুমি এই পৃথিবীপতিকে বরণ করো। দেখো রক্ত-গুণ এঁর চরণপ্রার্থী। এমনকি সেই বাগ্‌দেবতা এঁরই সেবায় রত। কোন্ ধনপতি ব্যক্তি এঁর সেবা করে না ? ॥ ২৫ ॥

ভীমরাজকন্যার উদ্দেশে এই অবিশেষ কথা একাধিক নলঘটিত আশঙ্কার লতা-বিস্তার যেন না ঘটায়। তবু নল ও বরুণ সম্বন্ধে তুল্যভাবে যে-সংশয় বাড়িয়েছিল, তা আশ্চর্য ॥ ২৬ ॥

মায়াবশে অলীক ভাবে নলের স্বরূপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও দেবতাদের কাছে এই বালিকা প্রতারিত হলেন না দেখে রাজসভায় অবশিষ্ট নিষধরাজকে নির্দেশ করে দেবী সরস্বতী তাঁকে বললেন— ॥ ২৭ ॥

পৃথিবীর এই ইন্দ্রকে কি তুমি জান না ? প্রচণ্ড যুদ্ধে ইনি বহু জয় লাভ করেছেন। ইনি সৌন্দর্যের আকর। প্রত্যেক প্রার্থীকে দান ও জিতেন্দ্রিয় স্বভাবের চেষ্টায় ইনি জীমূতবাহন[৩] রূপে কার কাছে প্রতিভাত না হন ?

(অথবা ইন্দ্রপক্ষে)—এই মহেন্দ্রকে কি তুমি জান না ? এঁর যুদ্ধ ভীষণ। অর্জুন বা জয়ন্তকে ইনি পুত্ররূপে পেয়েছেন। ইনি তেজের আশ্রয় ও উৎসবপ্রিয়। প্রতিপক্ষ দানবদের বিরুদ্ধে শত প্রতিকূলতা আচরণ করে ইনি কার কাছে ইন্দ্ররূপে প্রতিভাত হন না ? ॥ ২৮ ॥

যিনি শ্রেষ্ঠ দেবতার পথ বিশেষভাবে অবলম্বন করেছেন, রাজ্যাভিষেকে যাঁর তেজ বিকাশ লাভ করেছে, এখানে নাম ধরে আমি তাঁকে 'নল' বলছি। দেখো, তাঁকে বরণ করা তোমার পক্ষে শুভ হবে।

(অথবা অগ্নিপক্ষে)—যিনি বহুবার শ্রেষ্ঠ দেবতাদের যজ্ঞে ঘৃতের অভিষেক অনুভব করে তেজ প্রকাশ করেছেন এঁদের মধ্যে আমি নাম ধরে তাঁকে অনল বলেছি। দেখো, তাঁকে বর্জন করা তোমার ঠিক হয়েছে ॥ ২৯ ॥

যাঁর ক্রূরতা যুদ্ধে শত্রুবধের কারণ, তাঁর হাতের দানশীলতার কথা বুঝে তুমি সেই ধার্মিক নলের হাতে স্বাভাবিক অনুরাগ বশে নিজেকে সমর্পণ করার যোগ্য।

(অথবা যমপক্ষে) হে কোপনা ! এঁর যে প্রাণ হরণের নেশা এবং দিক্‌রূপে দক্ষিণ দিক আশ্রয়—এই তত্ত্ব জেনে তুমি নলভিন্ন ঐ ধর্মরাজ যমের হাতে নিজেকে অর্পণ করতে পার না ॥ ৩০ ॥

এঁর মনোভাব যেমন তোমার পাণিগ্রহণ করার জন্যে তৎপর, তেমনি তোমার মতি হোক্। পৃথিবীতে সঞ্চরণশীল কোন্ মানুষদের ইনি রক্ষা করেন না ? ইনি পুরুষ। পুরুষত্ব এঁর মধ্যে সার্থক হয়।

(অথবা বরুণপক্ষে)—এর বাহু যেমন তোমার পাণিগ্রহণ করার জন্যে পাশ ত্যাগ করেছে, তোমার ইচ্ছা কি তেমন হয়েছে ? জলে সঞ্চরণশীল কোন্ মানুষদের ইনি রক্ষা না করেন ? তুমি এঁর প্রতি অনুরক্ত নও, এটা ঠিক নয় ॥ ৩১ ॥

এর মধ্যে প্রথম শ্লোকে ইন্দ্রের সঙ্গে, দ্বিতীয় শ্লোকে অগ্নির সঙ্গে, তৃতীয় শ্লোকে যমের সঙ্গে এবং চতুর্থ শ্লোকে বরুণের সঙ্গে সমান ভাব জেনে তিনি বিমূঢ় হলে, তাঁকে দেবী আবার বললেন— ॥ ৩২ ॥

ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্যপুত্র যম ও জলাধিপতি বরুণ এই চারজনের সঙ্গে সমান-রূপ-বিশিষ্ট হয়ে এই সভায় নল ঐ শোভা পাচ্ছেন। তাঁর জন্যে তুমি যে অভিলাষ করেছ,

তাহলে তোমার আত্মসমর্পণ মঙ্গল ও সন্তুষ্টির জন্যে কেন হবে না ? ॥ ৩৩ ॥

হে বিদুষী ! ইনি বজ্রাধিপতি দেবতা, পৃথিবীর পালক নন, এটা কি নিশ্চয় করতে পারছ না ? এঁকে তুমি বরণ করছ না কেন ? এই মহাবল নল নন, নল বলে তোমার মনে হচ্ছে। এঁকে যদি ত্যাগ কর, তবে অন্য কে তোমার বর হবেন ?

(অথবা অগ্নিপক্ষে) ইনি পর্বততুল্য মেষের গতিবিশিষ্ট, অথবা অজবাহন দীপ্তিমান্, আগ্নেয় দিকের প্রভু অগ্নি, এঁকে নির্ণয় করতে না পেরে বরণ করছ না কেন ? ইনি নল নন, অত্যন্ত তেজস্বিতার ফলে নল বলে তোমার মনে হচ্ছে। এঁকে বর্জন করলে অন্য কোন্ শ্রেষ্ঠ তোমার পতি হবেন ? (কোনো শত্রু কি তোমার পতি হবেন ?)

(অথবা যমপক্ষে) মহিষ-বাহনের গতিতে চিহ্নিত (লোক) পালক ক্রীড়াপর যম (দেব) কে তুমি কি চিনতে পারছ না ? তাঁকে বরণ করছ না কেন ? অতিতেজস্বী ইনি গহন। ইনি নল নন, অতিমহান্ প্রাণিকুলের লাভস্বরূপ. ইনি বহ্নিতুল্য, দক্ষিণ-দিকের পতি ; এঁকে বর্জন করলে কোন্ শ্রেষ্ঠ (জলপতি বরুণ কি) তোমার পতি হবেন ?

(অথবা বরুণপক্ষে) ইনি ভূলোকের পতি নন, (পাতালের অধিপতি,) এই কান্তিমান বরুণকে কি চিনতে পারছ না, এঁকে বরণ করছ না কেন ? ইনি নল নন; পৃথিবীর স্থাবরজঙ্গম সবকিছুর জীবনধারণের একমাত্র উপায় জলের অধিপতি। অতিমহান অগ্নির কান্তির অভাব এঁর মধ্যে, এই পূর্বদিকের পতিকে বরণ না করলে অন্য কোন্ শত্রু তোমার বর হবেন ? (অথবা, যদি এই প্রভু বিষ্ণুভক্তকে বর্জন কর, তবে তোমার কোনো লাভ হবে না, বরং ক্ষতিই। অন্য কে তোমার বর হবেন ?)

(অথবা নলপক্ষে)—হে বিদুষী ! এই প্রভু রাজাকে নৈষধরাজ জেনে কি নিশ্চয় করতে পারছ না ? তুমি এঁকে বরণ করছ না কেন ? এই নল হলেন বিষ্ণু বা মানুষ। যদি এঁকে বর্জন কর, তবে তোমার বিরাট ক্ষতি। অন্য কে তোমার বর হবেন ? ॥ ৩৪ ॥

তারপর গঙ্গাসাগরসঙ্গম যেমন বাড়বানল লাভ করে, তেমনি সেই লাবণ্যবতী ভীমরাজকন্যা নলের বিষয়ে সেই কথাকে ইন্দ্র, অগ্নি, দক্ষিণ দিকের পতি যম ও বরুণের পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য[৪] বুঝে চঞ্চলচিত্তে এক অনির্বাচ্য সন্তাপ ভোগ করলেন ॥ ৩৫ ॥

বিভিন্ন মতের মধ্যে চারটি মত সত্যলাভ সূচক পঞ্চম পক্ষে শ্রদ্ধা স্থাপন করতে না দেওয়ায় লোকে যেমন পারমার্থিক অদ্বৈততত্ত্বেও[৫] শ্রদ্ধা স্থাপন করে না, তেমনি নলের বিষয়ে সন্দেহে দময়ন্তীকে লাভ করার ইচ্ছায় চারজন দেবতা সেই ভাবে নিশ্চয় করতে না দেওয়ায় তিনি সত্য পঞ্চমস্থানবর্তীর উপর আস্থা রাখতে পারলেন না ॥ ৩৬ ॥

কলি ভবিষ্যতে নলের পরাজয় ঘটাবে। কিন্তু দ্বাপর সন্দেহরূপে আগেই এই সুন্দরীকে পীড়া দিল। জগতে দ্বাপর ও কলি এই দুটি যুগ খল হওয়ায় নল-দময়ন্তীর বিবাহ সহ্য করে না[৬] ॥ ৩৭ ॥

এই নলেদের প্রত্যেকের বিষয়ে একসঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এঁকে উৎকণ্ঠিত করে তুলে মোহজনক বাণ নিয়ে পঞ্চবাণ কামদেব যদি নিজের বাণের পাঁচ সংখ্যাটিকে সফল করে থাকেন, তবে আমরা তা জানি ॥ ৩৮ ॥

নলের মতো কান্তিমান্ দেবতাদের ত্যাগ করে এই বিদর্ভসুন্দরী রূপের জন্যে

নলের প্রতি অনুরক্ত হন নি। কারও জন্যে কারও অনুরাগ জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত কোনো কাজের ফল থেকে জন্মায়[৭] ॥ ৩৯ ॥

কামতরল মতি নিয়ে সেই কুঞ্চিতকেশী রাজকন্যা নিষধরাজের স্বর্গবাসী রাজহংসটিকে স্মরণ করলেন—যাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, সেই-রাজহংসকে কোথায় পাই ? আগের মতো তার কথাতেই নলকে জানব ॥ ৪০ ॥

অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে প্রত্যেককে তিনি বারবার দেখলেন কিন্তু পাঁচ জনের মধ্যে কোনো পার্থক্য বুঝতে পারলেন না। 'শত আশঙ্কা সৃষ্টি করছে আবার দূরও করছে' এভাবে উন্মত্তের মতো মনে মনে তিনি এই কথা বললেন— ॥ ৪১ ॥

লোকের দুটি চন্দ্রের বোধ হয়। সেই ভ্রান্তির কারণ চোখের কোণে চাপ দেওয়া। প্রতিবিম্বসৃষ্টিতেও কারণ কাছাকাছি স্বচ্ছ বস্তুর উপস্থিতি। কিন্তু এঁদের বিষয়ে আমার যে ভ্রম, তার কোনো কারণ নেই ॥ ৪২ ॥

অথবা, বিলাসপ্রিয় নল কায়ব্যূহ রচনা করে আমাকে পরিহাস করছেন না তো ? বিশিষ্টজ্ঞানের বৈভব তাঁর আছে। অশ্বের মনোভাব জানবার বিদ্যা যেমন, তেমনি সেই কায়ব্যূহবিদ্যা কি তাঁর নেই ? ৪৩ ॥

অথবা, একজন কি নল ? আর একজন পুরূরবা ? অন্যজন কামদেব কি ? বাকি দুজন অশ্বিনীকুমার কি ? সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠায় তাঁরা সমান হওয়ায় তাঁদের বিষয়ে নল বলে ভুল হচ্ছে না তো ? ৪৪ ॥

আগে বিরহব্যাকুল অবস্থাতেও আমি এদিকে সেদিকে এই প্রিয়তম নিষধরাজকে দেখেছিলাম। আমার কি আবার সেই দশা হল, যার প্রভাবে অলীক নলরাজাদের দেখছি ? ৪৫ ॥

অথবা মোহবশে আমি এমন অনিষ্ট আশঙ্কা করছি কেন ? স্পষ্টত এ হচ্ছে ইন্দ্র প্রভৃতির মায়াজাল। কারণ, এই দেবী সরস্বতীই এঁদের প্রশংসাগাথা এমনভাবে রচনা করেছেন, যা সেইভাবে দিক্‌পতি দেবতাদের সম্বন্ধেও খাটে ॥ ৪৬ ॥

যে-পাঁচজনের জন্যে আমার বুদ্ধি বিমূঢ় হচ্ছে তার মধ্যে আমার প্রাণনাথ আছেন। তাঁর মনুষ্যোচিত চিহ্ন কীভাবে প্রকাশ পাবে ? হায় ধুলোর মালিন্য থেকে মুক্তশরীর ইত্যাদি সেই সেই দেবচিহ্ন এই দেবতারা কেন ধারণ করছেন না ? ৪৭ ॥

দেবতাদের কাছে নলকে চেয়ে নেব কি ? অথবা, তাঁর জন্যে সতত অর্চনা সত্ত্বেও যাঁরা ফল দেন নি, মদনের শোষণ-নামক তীর নিক্ষেপে কৃপার সমুদ্র শোষিত হওয়ায় যাঁদের চিত্ত গহ্বরের মতো ভয়াল হয়েছে তাঁদের কাছে প্রার্থনায় কাজ নেই ॥ ৪৮ ॥

হে দিক্‌পতিগণ ! আপনারা গুণী দেবতা। হায় ! মূর্খের অন্ধকূপে পড়লে পুঁথি যেমন তার পরোপকারব্রত হারিয়ে বসে, তেমনি নলের রূপশোভা নিয়ে আপনাদের পরোপকারব্রত হারিয়ে গিয়েছে ॥ ৪৯ ॥

বিধাতা যার কপালে যা লিখেছেন, অযোগ্য হলেও যোগ্যকে অপসারিত করে তাই হবে। এই বিষয়ে কোনো যুক্তি আছে যা আমি অন্তর দিয়ে ধরে রাখব ? জলজাত পদ্ম সূর্যকিরণে দগ্ধ হয় না, হিমের দাহ পায় ॥ ৫০ ॥

এখানে এইভাবে আমার যে-দুরদৃষ্ট, তাতে মনে হয়, প্রসিদ্ধ কল্পবৃক্ষের কাছেও যদি আমি প্রার্থনা করি, তবু সে তার হাতের অগ্রভাগে পল্লবের আঙুলগুলিকে সন্তাপে সংকুচিত করে আমার আমার কাছে হাত মুঠো করবে ॥ ৫১ ॥

আর যদি দেবী সরস্বতীর হাতে বরণডালাটি দিয়ে বলি, 'এখানে যিনি বীরসেনের পুত্র নল আছেন তাঁকে দিন,'—তবে আমি তাঁকে দেবতাদের বিদ্বেষের পাত্রী করে তুলব। আমার তৃণতুল্য তুচ্ছ স্বার্থের জন্যে বন্ধুরত্নের সর্বনাশ করব না ॥ ৫২ ॥

'এই পাঁচজনের মধ্যে যিনি প্রকৃত নল, তিনি আমার বরণমালাটি গ্রহণ করুন' এইভাবে যদি তাঁকে এটি দিই, তাহলে লজ্জা হারিয়ে কেমনভাবে তা করব? সারা জগৎ শুনতে থাকলে তিরস্কার বড়ো কষ্টকর ॥ ৫৩ ॥

অন্যান্য নলদের সঙ্গে সমান এই শেষ নল কেন আমার চিত্তকে সুধাস্নাত করছেন? অথবা এই ঠিক। প্রথম ও শেষ শব্দের বর্ণসাম্য ঘটলে অনুপ্রাস-অলঙ্কারের শোভা-বিলাস শেষ শব্দে প্রকট হয়৮ ॥ ৫৪ ॥

এইভাবে মনে নানা বিকল্প উঠলে তা কাটাতে কাটাতে দময়ন্তী কোথাও সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন না। তখন পরিতাপের ফলে তাঁর মুখে আনন্দ ছিল না। সূর্যোদয়ে যে-চাঁদ নিষ্প্রভ, তাঁর মুখ যেন তার চেয়েও ম্লান হয়ে গেল ॥ ৫৫ ॥

কবিশ্রেষ্ঠদের মুকুটের অলঙ্কারের হীরাতুল্য শ্রীহীর ও মামল্লদেবী শ্রীহর্ষ-নামে যে জিতেন্দ্রিয় পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁর রচিত স্বাদু রসোৎপত্তির উৎস নলচরিতাশ্রিত মহাকাব্যে স্বভাবোজ্জ্বল ত্রয়োদশ সর্গটি সমাপ্ত হল ॥ ৫৬ ॥

× × × × × × × × × × × × চতুর্দশ সর্গ × × × × × × × × × × × ×

তারপর নিষধরাজকে নিশ্চিতভাবে চেনার জন্যে তিনি সাদরে দেবতাদের সন্তোষবিধান করতে লাগলেন। কারণ, বিধাতা দেবতাদের জন্যে সুরভি নামে কামধেনু ও মানুষের জন্যে দেবতাদের সন্তোষবিধানের ফলপ্রসূ ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছেন ॥ ১ ॥

কারণ, দেবতারা আমাদের কাছে কল্পবৃক্ষের বন। গাছের চারিদিকে আলবাল, লেপন, ধূপ, কাঁটার বেড়া ও জলসেচ দান করার মতো প্রদক্ষিণ করার বলয়াকার আলবাল, লেপনদ্রব্য, ধূপ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূজা ও জলসেকের ফলে তাঁরা কাঙ্ক্ষিত স্বভাব-সুন্দর ফল দান করেন ॥ ২ ॥

গভীর শ্রদ্ধায় তিনি সেই দেবতাদের নাম ধরে ধরে নমস্কার করলেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে দেবতাদের নমস্কার সমস্ত বিধির অঙ্গগুলির পরিপূরণ করে ॥ ৩ ॥

তিনি যে ধ্যানবলে সেই সর্বগত দেবতাদের আপন অন্তরে প্রত্যক্ষ করলেন, তাই তাঁর অভীষ্টলাভের নিশ্চয়তা দান করল। কারণ, তাঁরা প্রত্যক্ষ হলে শ্রেষ্ঠ বর দান করেন ॥ ৪ ॥

সভার সকলের সবিস্ময় দৃষ্টির মধ্যে তিনি সেখানে তাঁদের পূজা করলেন। কারণ, ফলসিদ্ধির জন্যে সহৃদয় হয়েই দেবতারা এইভাবে প্রীতিলাভ করেন ॥ ৫ ॥

তারপর শুভ্রতায় রমণীয়, কোমলতায় সুন্দর সুগন্ধপূর্ণ, গুঞ্জনরত ভ্রমরযুক্ত নতুন জাতিপুষ্পের স্তবকের মতো,—প্রসাদগুণে রমণীয়, সৌকুমার্যগুণে অভিরাম, পুলকিত, ছন্দোবদ্ধ এবং গানাশ্রিত ষট্‌পদে রচিত স্তুতিশ্লোক দিয়ে তিনি তাঁদের অর্চনা করলেন ॥ ৬ ॥

তারপর জ্ঞানের সাহায্যে হৃদয়পদ্মের আবাসস্থানে তাঁদের স্থাপন করে তিনি এক

মনে ধ্যান করলেন। যেহেতু দেবতাদের সাক্ষাৎকারই কার্যসিদ্ধির প্রথম পর্ব ॥ ৭ ॥

নিজে থেকেই সন্তুষ্ট সেই চারজন প্রসিদ্ধ দেবতা তাঁর সেই ভক্তিতেই প্রসন্ন হলেন। যে-আগুন নিজেই প্রকট হতে যাচ্ছে তা কতটুকু ফুৎকারের অপেক্ষা রাখে ? ৮ ॥

দেবতাদের প্রসাদ লাভ করে তিনি সরস্বতীর শোভন বাক্যগুলির রচনা সম্বন্ধে স্মরণ করলেন। দেবতারা অন্য কিছু বিতরণ করেন না বটে, কিন্তু প্রসন্ন হলে শুভবুদ্ধি দেন ॥ ৯ ॥

যে যে গাথা যে যে দেবতার সঙ্গে মেলে, তাকে তাকে অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ দেখে তিনি পঞ্চম নলের সম্বন্ধে তখন বিশেষ বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারলেন ॥ ১০ ॥

এক-একজনের দিকে বর্তমান থাকায় এক-একজন দিক্‌পালের কাছে দিক্‌গুলির পতিব্রতার ভাব যে-গাথাগুলি প্রকাশ করেছিল, দিক্‌গুলির মতো সেই-গাথাগুলিকেও মিলিতভাবে একমাত্র নলের দাস বলে তিনি তখন জানলেন ॥ ১১ ॥

যে-গাথাটি বরুণের বিষয়েই সমানভাবে প্রযোজ্য, যেটি ইন্দ্রের সঙ্গেই, যেটি যমের সঙ্গেই, যেটি অগ্নির সঙ্গেই প্রযোজ্য, নলের বিষয়ে সেগুলি মিলিতভাবে প্রযোজ্য হওয়ায় তিনি তাকে নলের বৈশিষ্ট্যবোধক বুঝলেন ॥ ১২ ॥

তিনি শেষ জনকে নলরাজারূপে নিশ্চিতভাবের চিনে নেওয়ায় তাঁর হৃদয় অত্যন্ত আনন্দিত হল। দেবীর কথাগুলির ভঙ্গি পর্যালোচনা করে বিস্ময়সমুদ্রের জলজন্তুতুল্য হয়ে (অর্থাৎ আশ্চর্যান্বিত মনে) তিনি বললেন— ১৩ ॥

যেহেতু এঁর কথায় এক অলৌকিক ভঙ্গি রয়েছে, তাই ইনি মূর্তিমতী দেবী ভারতীই বটে। কারণ, শ্লেষ-অলঙ্কারযুক্ত কথা বলে ইনি ইন্দ্র প্রভৃতিকে সমাদর করেছেন, আবার বিশেষভাবে নিষধরাজ নলের কথাও আমার জন্যে বলেছেন ॥ ১৪ ॥

আশ্চর্য ! আমার কী ভয়ঙ্কর মূঢ়তা ! আমাকে অনুগ্রহ করতে স্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্যে ইনি যে চারটি শ্লোকের মালা গেঁথেছেন, তার মধ্যে দুটি নলকে বোঝাতে পারে ॥ ১৫ ॥

এঁর কথাগুলি যে শ্লেষ-অলঙ্কারযুক্ত, তা নিশ্চয় কবিত্বশক্তির প্রকাশ। পরস্পর ভিন্ন হলেও লোকপালদের মধ্যে রাজা নলের লীলাগুলির সমাবেশ ঘটেছে ॥ ১৬ ॥

ক্রমশ সূচনা করে ইন্দ্র প্রভৃতি চারজনকে ইনি কীভাবে বাদ দিলেন এবং নলের দিকে কীভাবে আমাকে নিয়ে গেলেন তা আশ্চর্য। এঁর বাক্‌চাতুরী অলৌকিক। আমার মূঢ়তাও তেমনি অসাধারণ ॥ ১৭ ॥

তখন তিনি দেখতে পেলেন, পরস্ত্রী ভেবে দেবতারা ধরিত্রীকে স্পর্শ করছেন না, আর পতিরূপে নলের পা দুটি সে ধারণ করে আছে ॥ ১৮ ॥

সামনে থেকেও দেবতাদের চোখে তিনি পলক দেখতে পেলেন না, কিন্তু রাজার ক্ষেত্রে তা দেখলেন। সে-পলক যেন ইঙ্গিত করে বলছিল—এখানে এসে তুমি মিলিত হও ॥ ১৯ ॥

সেই বালিকা ঐ দেবতাদের দেহে কোনো ধূলিকণা দেখতে পেলেন না কিন্তু নিষধরাজের দেহে তা দেখলেন। পতিকে আলিঙ্গন করায় পৃথিবীর সঙ্গে নিশ্চয় সম্বন্ধ ঘটেছিল ॥ ২০ ॥

রমণীয় সোনার উপর হীরার মতো তিনি নলের দেহে ঘর্মবিন্দু দেখলেন,

দেবতাদের দেহে তা দেখলেন না। সে-ঘর্মবিন্দু যেন আলিঙ্গন-অভিলাষী দেহের বিরহতাপ উপশম করবে ॥ ২১ ॥

বালিকা দেখলেন, দেবতাদের মালা অম্লান, কিন্তু 'নল এই কোমলাঙ্গীকে লাভ করে আমাকে কি ভালোবাসবে ?'—এই চিন্তায় যেন নলের মালা মলিন হয়ে যাচ্ছে ॥ ২২ ॥

'দেবতারা নলের শ্রী কিছুটা লাভ করুন, তবু তাঁর ছায়া অর্থাৎ কান্তি আছে এঁদের নেই' - যেন এই কথা বলছে, এমন ছায়া তিনি নলের (ক্ষেত্রে) দেখতে পেলেন, সেই দেবতাদের ক্ষেত্রে নয় ॥ ২৩ ॥

নলের সম্বন্ধে এঁর প্রাথমিক জ্ঞান এই চিহ্নগুলির সঙ্গে মিলল। এই চিহ্নগুলি প্রকাশের মধ্যে দিয়েই তিনি যে দেবতাদের অনুগ্রহ লাভ করেছেন, তা বুঝলেন ॥ ২৪ ॥

তখন কামদেব সেই সুন্দরীকে নলকে বরণমালাটি দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত করলেন। অন্যদিকে লজ্জা তাঁকে বাধা দিল। এইভাবে তিনি সমানভাবে দুই-এর নির্দেশ মানলেন ॥ ২৫ ॥

মাল্যদান করে প্রিয়কে আলিঙ্গন করার জন্যে তিনি আনন্দে বহু উদ্যোগ করলেন। কিন্তু তাঁর পদ্মের মতো হাতে স্তব্ধতা ও লজ্জার ফলে সামান্য স্পন্দনও জাগল না ॥ ২৬ ॥

লজ্জা ও কামের প্রভাবে তাঁর হৃদয় চাঞ্চল্যের দোলা অনুভব করছিল। চন্দ্রবংশীয় নলকে সে ছত্ররূপে ধরে ছিল। সেখানে যে-শৃঙ্গার অবস্থান করছিল, সম্রাটের শোভা তাকে স্পর্শ করছিল ॥ ২৭ ॥

প্রিয়ের জন্যে উন্মুখ হয়ে তাঁর হাত মালা নিয়ে প্রস্তুত হয়েও আবার থামল। তাঁর অতিচঞ্চল কটাক্ষও প্রিয়তমের মুখের দিকে অর্ধেক গেল ও ফিরে এল ॥ ২৮ ॥

তাঁর মন প্রিয়কে লাভই করেছে, কিন্তু চোখ যেতে পারল না। 'চক্ষুলজ্জা' এই লোকপ্রবাদটিকে তিনি তখন স্পষ্টই সত্যি করে তুললেন ॥ ২৯ ॥

সেই লজ্জাবতী কোনোরকমে নিষধরাজের মুখপদ্মের শোভা একটু দেখে নিয়ে বাগ্‌দেবীর মুখচন্দ্র অর্ধেকটা দেখলেন ॥ ৩০ ॥

দেবী এঁর সেই মনোভাব বুঝেও যেন বোঝেন নি, এইভাবে তাঁকে এই কথা বললেন—লজ্জার ঢেউ-এর আড়াল থাকায় তোমার মনোভাব আমার কাছেও প্রকাশিত হচ্ছে না ॥ ৩১ ॥

দেবীর কানে নলের নামের আধখানা 'ন' এইটুকু পেঁছতেই লজ্জাগ্রস্ত হয়ে তিনি (ভৈমী) আঙুল দিয়ে আঙুলে চাপ দিতে দিতে মস্তক আনত করলেন ॥ ৩২ ॥

বাগ্‌দেবী হেসে তাঁর হাত ধরে ইন্দ্রের পথে পথিক করলে (অর্থাৎ ইন্দ্রের দিকে নিয়ে গেলে) তিনি তখন রমণীর সাধারণ 'বামা' নামটিই সার্থক করলেন[২] ॥ ৩৩ ॥

দেবী হেসে হাত ধরে টেনে এঁকে ইন্দ্রের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। ভুল করে যেন সাপের গায়ে হাত দিয়েছেন এইভাবে চমকে উঠে ইনি তখন নিজের হাত টেনে নিলেন ॥ ৩৪ ॥

দময়ন্তীকে ইন্দ্রের অভিমুখী হতে দেখে ইন্দ্রের অত্যন্ত অনুরাগিণী স্বর্গরাজ্যের লক্ষ্মী ঈর্ষান্বিত হলেন। তারপর তিনি ইন্দ্রকে পরিহার করছেন দেখে লজ্জা পেলেন ॥ ৩৫ ॥

তারপর দেবী বললেন—নলের বিষয়ে তোমার কাছে 'ন' এইটুকু আমি শুনেছি,

এর পর বলো। লজ্জা ও কামের দ্বৈরথযুদ্ধের রঙ্গভূমি হয়ে দময়ন্তী তখন চোখ দিয়ে নলের কথা বললেন ॥ ৩৬ ॥

আনন্দে অপ্সরাদের হাতে হাত রেখে দেবতারা হাসতে থাকলে তিনি দময়ন্তীকে আলিঙ্গন করে নিয়ে গিয়ে রাজা নল ও দিক্‌পাল দেবতাদের পথের মাঝখানে পথের দুর্গাপ্রতিমা করে তুললেন[৩] ॥ ৩৭ ॥

নির্দেশ ছাড়াই নলের দিকে ধীরে ধীরে তাঁকে চলতে দেখে অর্ধেক পথ থেকে তিনি আবার সেই দেবতাদের দিকেই তাঁকে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছায় চলতে চাইলেন ॥ ৩৮ ॥

পদ্ম যেমন তার বাঁকানো মৃণাল নিয়ে ভ্রমরের লক্ষ লক্ষ হুং হুং শব্দের লক্ষ্যবস্তু হয়, তেমনি বাঁকানো ঘাড় নিয়ে মুখটিকে সখীদের লক্ষ হুঁ হুঁ-শব্দের লক্ষ্যবস্তু করে তুলে, ভীমরাজকন্যা দেবীর সেই দৃঢ় কটি-বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন ; যেভাবে নববিবাহিত বধূ স্বামীর দৃঢ় কটি-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তেমনি ॥ ৩৯ ॥

যে-কোনো প্রকারে তাঁকে নিশ্চিন্তভাবে দেবতাদের দিকে পরাঙ্মুখ হতে দেখে দেবী অধরপ্রান্তে হাসি ফুটিয়ে তাঁকে বললেন--হে সুন্দরী, চাঁদের চেয়েও তোমার মুখের অধিক শোভা ! আমার কাছেও তোমার কী আশঙ্কা আছে ? ॥ ৪০ ॥

এঁদের চরণে প্রণাম না করে, ঠিকভাবে এঁদের অনুমতি না নিয়ে দেবতাদের সঙ্গে বিরোধ হলে বীরসেনের পুত্র নলকে বরণ করার জন্যে তোমার এই প্রচেষ্টা কীভাবে উচিত হবে ? ॥ ৪১ ॥

এই কথা বলার পর তিনি বিশ্বাস ফিরে পেলে দেবী তাঁকে আবার হাতে ধরে দেবতাদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নম্র করে তুলে তাঁদের বললেন—এই ভক্ত এখন আপনাদের অনুগ্রহের পাত্র ॥ ৪২ ॥

হে লোকপালগণ ! আপনারা বহু হওয়ায় এই পতিব্রতা আপনাদের বরণ করছেন না, অবশিষ্টদের অসম্মান হবে বলে আপনাদের একজনকেও বরণ করছেন না। তাই আপনাদের সমবেত অংশরূপ এই যে রাজা নল—এঁকে ইনি বরণ করতে চাইছেন ॥৪৩॥

বিধাতা পথে মালার যোগ ঘটিয়ে আগেই দময়ন্তীর স্বয়ংবর সমাধা করেছেন। সেই নলকে আলিঙ্গনের সম্ভোগও বিধান করেছেন। অবশিষ্ট কিসের ব্যাঘাত করার জন্যে আপনারা এত চেষ্টা করছেন ? ॥ ৪৪ ॥

অথবা, নিজের প্রজাদের সঙ্গে নল বর্ণাশ্রমের আচারের পথে অবিচ্যুত আছেন। এই আচরণের জন্যে আপনারা প্রসন্ন। নলকে কীর্তি দান করার জন্যেই বিধাতা আপনাদের পৃথিবীতে এনেছেন ॥ ৪৫ ॥

এই কথা শুনে তাঁর কথাতেই হেসে তাঁরা মুখচন্দ্রে অধর কম্পিত করে ভ্রূভঙ্গির ইঙ্গিতে অনুমতি দিলে তিনি তাঁকে নলের কাছে নিয়ে গেলেন ॥ ৪৬ ॥

তাঁর দেহ লজ্জায় নিস্পন্দ। মধুকমালাযুক্ত সুন্দর হাতখানিকে কামদেবও কষ্টে প্রেরণা দিতে পারে। তবু তিনি তাঁর হাতটিকে পৃথিবীর চাঁদ নলের গলার কাছে আনলেন ॥ ৪৭ ॥

তারপর—যেন নিজের বরণ করার কথার অক্ষরগুলি লিখে দেওয়া হয়েছে,— এইভাবে বধূ দূর্বাদলসমৃদ্ধ মধুকমালাটিকে নলের কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন ॥ ৪৮ ॥

মালাটি মদনের রশির মতো, শৃঙ্গাররসের কান্তিতুল্য শ্যামল দূর্বায় অত্যন্ত শোভিত। রাজা সেটিকে কণ্ঠে ধারণ করলেন ॥ ৪৯ ॥

দূর্বার প্রান্তগুলি সেই পুষ্পমালার রোমাঞ্চের চিহ্ন। নলের দেহের সান্নিধ্যে তা অত্যন্ত শোভাযুক্ত হয়েছিল। মনে হয়, কোপে মুখ নামিয়ে তিনি ঈর্ষার সঙ্গে সেটিকে দেখলেন ॥ ৫০ ॥

সেই পুরনারীদের মুখে আনন্দে অস্ফুট ধ্বনির মতো লোকোত্তর মঙ্গলগীতি, উচ্চৈঃস্বরে উলুধ্বনি হয়ে উচ্চারিত হল ॥ ৫১ ॥

তাঁর নির্মল হৃদয়ে সেই মধুকমালা থাকল, প্রতিবিম্বিত হল এবং কিছুটা মগ্ন ও কিছুটা প্রকট হওয়ায় তাকে পুষ্পবাণ মদনের বাণসমষ্টির মতো দেখালো ॥ ৫২ ॥

তখন সেই দময়ন্তীর দেহযষ্টিতে পুলক জেগেছে। বাল্যস্বভাববশতঃ বরের শোভা দেখার জন্যে উৎসুক হয়ে তাঁর সমস্ত রোমগুলিই যেন ঘাড় উঁচু করার ক্রিয়া আচরণ করল ॥ ৫৩ ॥

তাঁর সমস্ত অঙ্গ রোমাঞ্চে কণ্টকিত হল। তিনি সুচারু অধর নিয়ে রমণীয়ভাবে বিরাজ করলেন। যেন তীরের লক্ষ্যস্থলের দণ্ড অবলম্বনে সৌন্দর্যশোভিত হয়ে আছে একটি বেদিকা, যেখানে কামদেব শরনিক্ষেপ অভ্যাস করেন ॥ ৫৪ ॥

তখন এঁর যাবতীয় চেষ্টা বন্ধ হল। যেন কামশরের বাতাসে সেগুলি চালিত হচ্ছিল। তাঁকে লাভ করার জন্যে প্রভূত চেষ্টার উদ্দেশ্যে কলি যেন মুহূর্তকাল সেগুলি তাঁর কাছে ধার নিয়েছিল ॥ ৫৫ ॥

নলের কণ্ঠ তাঁর দেওয়া মালা স্পর্শ করছিল। তাঁর হাতে মদন ঘর্ম সৃষ্টি করলেন। এর ফলে ভাবী বিবাহ মহোৎসবের জন্যে হাতে জল নেওয়া ঘটল ॥ ৫৬ ॥

তুলোর সঙ্গেই এই কোমলাঙ্গীর তুলনা হয়। তাই কামশরের বাতাসে তিনি কম্পিত হন। এটা কিন্তু আশ্চর্য যে, উন্নত পর্বতের মতো হয়েও সেই নলও ঐ বাতাসে খুব কম্পিত হলেন ॥ ৫৭ ॥

অনুরাগবশত রাজার আনন্দাশ্রুতে মালাটি প্রতিবিম্বিত হল। যেন তাঁর দুটি চোখেও সেটি তিনি রাখলেন। রাজার চোখদুটি তা দেখছিল। নয়নপ্রান্ত স্বভাবত আনন্দে বিস্ফারিত হল অথবা ঋজু হার লাভ করল ॥ ৫৮ ॥

ভীমরাজকন্যার হাতের স্পর্শজাত আনন্দের প্রভাবে নল এমনভাবে স্তম্ভ লাভ করলেন (অর্থাৎ স্থির হলেন), যাতে তিনি বহুক্ষণ মদনের লক্ষ্যবস্তু করার জন্যে মনে রেখে দেওয়া স্তম্ভের সাদৃশ্য লাভ করলেন ॥ ৫৯ ॥

তারপর সাম্রাজ্য ছেড়ে ভিক্ষা অবলম্বনের মতো, যৌবন কাটিয়ে বার্ধক্য লাভ করার মতো, সেই রমণীয় রূপ ত্যাগ করে যাত্রা করার জন্যে দিক্‌পাল দেবতারা সেখানে নিজস্ব দেহ ধারণ করলেন ॥ ৬০ ॥

ইন্দ্র নলের অলীক রূপ ত্যাগ করতে থাকলে তাঁর আগেকার গোপন চোখগুলি 'আমি আগে', 'আমি আগে' এইভাবে যেন ভীমরাজকন্যার সাত্ত্বিকভাবের সৌন্দর্য ইত্যাদি দেখার ইচ্ছায় প্রকাশিত হল ॥ ৬১ ॥

গোত্র অনুকূল হলে বিবাহ হয়। বুঝি তার বিরোধ থাকায় 'গোত্রশত্রু' অর্থাৎ ইন্দ্র প্রবর-নামে যে শ্রেষ্ঠ সখাকে সামনে রেখে এসেছিলেন, দময়ন্তী তাঁকে আসতে দেখলেন ॥ ৬২ ॥

বায়ুর সখা অগ্নি যেন নিজের কামজনিত সম্মোহের ঘোর অন্ধকার দূর করার ইচ্ছায় ঊর্ধ্বমুখী, প্রদীপ্ত শিখায় বিচ্ছুরিত, নিজস্ব শরীর ধারণ করলেন ॥ ৬৩ ॥

হায়, যে-দীপ্তি আগে নিজেকে তাড়াতাড়ি লুকিয়েছিল, আপন পতি অগ্নি ভীম-রাজকন্যার বরণের পাত্র না হওয়ায় সে তার সহায়রূপে লোকলজ্জায় দিনের বেলা অপ্রকাশিত থাকল[৪] ॥ ৬৪ ॥

তখন রাজাদের অন্তরে থাকবার জন্যে যে-ক্রোধ সঞ্চিত হয়েছে তার মতো হয়ে যম দণ্ডধারী, রক্তবর্ণ বস্ত্রের মতো রক্তিম নেত্রে ভয়ঙ্কর এবং অন্ধকারবিস্তারী দেহ ধারণ করলেন ॥ ৬৫ ॥

তারপর এঁর উচ্চগুণসম্পন্ন রাজকর্মচারী চিত্রগুপ্ত দৃষ্টিগোচর হলেন। এঁর শরীরে আশ্চর্যভাবে গুপ্ত ঘন কালো রঙও দৃষ্টিগোচর হল। একজন পাতার উপর কালি দিয়ে লেখেন, অন্যজনে কালির উপর পাতা রাখেন (অর্থাৎ কালি থেকে 'কাল'-এই নাম প্রকট করেন) ॥ ৬৬ ॥

সেই সময় প্রভু বরুণদেব যেন দময়ন্তীর সম্বন্ধে মনের বাঁধন খুলে যাওয়ায় বন্ধন-রজ্জুটি হাতে নিয়ে জলময় শরীর ধারণ করে শোভা পেলেন ॥ ৬৭ ॥

'পত্নীর সঙ্গে অন্য স্ত্রীলোকের কাছে যাওয়া উচিত'—এই নীতি-উপদেশটিকে 'পত্নীর সঙ্গে অন্য স্ত্রীলোকের কাছে কীভাবে যাওয়া সম্ভব?' এইভাবে ভুল বুঝে জলাধিপতি একাকী ছিলেন[৪] ॥ ৬৮ ॥

তারপর চক্রধারী বিষ্ণুকে আনন্দ দিয়ে দেবীও তাঁর স্বর্গীয় দেহ প্রকাশ করলেন। স্পষ্ট চিহ্নগুলি দেখে তাঁকে চিনতে পেরে বালিকা দময়ন্তীর আগের কথাগুলো সম্বন্ধে বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেল ॥ ৬৯ ॥

হায়, এই রাজগোষ্ঠী দেখতে থাকলে অন্য রূপ ধারণ করার কৌতুক দেখিয়ে সেই ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা ঐন্দ্রজালিকদের উপার্জনের ক্ষতি করে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলেন ॥ ৭০ ॥

তারপর তাঁরা দুর্লভ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করে পরস্পরের প্রেমরসে সুন্দর হয়েছেন দেখে জাম্বুনদ সোনার আশ্রয় মেরুপর্বতের অধিপতি ইন্দ্র আনন্দিত মনে তাঁদের দুজনকে বললেন— ॥ ৭১ ॥

হে বিদর্ভরাজকন্যা! দুর্লভ বররূপে এই রাজাকেই তোমার উদ্দেশ্যে দেওয়া হল। হে নল! যেহেতু তুমি অকপটে দৌত্য করেছ, তাই তোমাকে আমি এই বর দিচ্ছি ॥ ৭২ ॥

আমি প্রত্যক্ষযোগ্য শরীর ধারণ করে তোমার যজ্ঞে আহুতিদ্রব্য উপভোগ করব। কারণ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের যজ্ঞ উপভোগ করতে না দেখে পণ্ডিতেরা মন্ত্রের অতিরিক্ত দেবতার সত্তা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেন* ॥ ৭৩ ॥

তুমি এবং তোমার প্রেয়সী মনুষ্যজীবনের শেষে হর-পার্বতীর সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করবে। কারণ, 'মৃত্যুর পর আমি কী হব'—এই চিন্তা জীবের অন্তরে সন্তাপ ঘটায় ॥ ৭৪ ॥

তুমি মোক্ষপ্রার্থী হলেও, যদি কাশীতে দময়ন্তীকে সম্ভোগ করা কম হয়,—এই ভয়ে কাশীর কাছে অসি নদীর পরপারে তোমার বসবাসের জন্যে তোমার নামাঙ্কিত নগর গড়ে উঠবে ॥ ৭৫ ॥

তারপর যজ্ঞরস আস্বাদনে অভিজ্ঞ দেবতাদের প্রধান অগ্নি ধূম্রজালের শ্মশ্রুগুম্ফ নিয়ে তাঁকে বললেন—তোমার সমৃদ্ধি আমার সৃষ্টির কামধেনুর দুধের মতো হোক ॥ ৭৬ ॥

আমার যে-শরীর দহন ও পাকের কারণভূত, তা তোমার ইচ্ছার অধীন হোক। তার কাছে মদন পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু তুমি তার প্রভু হয়ে মদনের চেয়ে বড়ো হও ॥ ৭৭ ॥

হে রাজন্! রন্ধনকর্মে তোমার কৌতূহলী স্বভাবের কথা জানি। তাই তোমার হাতে অন্ন, মৎস, পানীয় ও অন্যান্য খাদ্য অমৃতের চেয়েও সুস্বাদু হোক ॥ ৭৮ ॥

সূর্যপুত্র যমও নিজে থেকেই সন্তুষ্ট হয়ে সেই রাজাকে বললেন—তোমার অবদানের জন্যে তোমাকে বর দিতে আমার এই জিহ্বা বহুক্ষণ উৎসুক হয়ে আছে ॥ ৭৯ ॥

তুমি শত্রুজয়ী। তোমার দেহস্থিত চক্রাকার চিহ্নসহ সমস্ত শস্ত্রগুলি তোমার মধ্যে আবির্ভূত হোক। বীরব্রতে দীক্ষিত ব্যক্তিদের এর চেয়ে বেশি কিছু প্রাপ্য প্রকট নয় ॥ ৮০ ॥

কষ্টকর অবস্থাবিপাকে পড়লেও ধর্ম থেকে তোমার চিত্ত যেন স্খলিত না হয়। যিনি পুণ্যকর্ম ত্যাগ করেন না, যিনি ধর্মে অবিচল, ধর্ম অর্থ ও কামের ত্রিবর্গ যেন তাঁর নিজের হাতে বাস করে ॥ ৮১ ॥

প্রসন্নচিত্তে বরুণ সেই রাজাকে হাস্যমধুর কথায় বললেন—দময়ন্তীকে সম্প্রদান করে এখন যৌতুকরূপে দুটি বর দিচ্ছি— ॥ ৮২ ॥

তোমার যেখানে ইচ্ছা, সেখানেই, এমনকি মরুভূমিতেও তাড়াতাড়ি জল হোক। জগতে জল যেমন লোকযাত্রার সহায়ক, (পঞ্চভূতের) অন্য ভূত তেমন নয় ॥ ৮৩ ॥

গ্রীষ্মকালীন সূর্যের প্রসারিত তাপ ভোগ করার পর মরুদেশ তোমার লেশমাত্র ইচ্ছায় সমুদ্রস্বরূপ হয়ে বিস্তৃত জলরাশি লাভ করে আগের মতো 'প্রসারিতাপ'[৫] হোক, উটেদের আশ্রয় জলজন্তুদের আশ্রয় হোক ॥ ৮৪ ॥

তোমার দেহস্পর্শে পুষ্প অম্লান থাকুক, তাতে স্বর্গীয় সুগন্ধ যুক্ত হোক। কারণ, ফুলের মতো অন্য কোনো বস্তু আমি দেখিনি, যা ধর্ম ও সুখ উভয়ের উপযোগী ॥ ৮৫ ॥

বাগ্‌দেবীও মৃদু হেসে পৃথিবীপতিকে সানন্দে বললেন—তোমার প্রেয়সীলাভের আনন্দ আমি উদ্‌যাপন করছি। আমার কাছ থেকে তোমার কি কিছু গ্রহণ করা উচিত নয়? ॥ ৮৬ ॥

না চাইতেই উপস্থিত হচ্ছে এমন ফল পরিমাণে অল্প হলেও ধীর ব্যক্তিদের অবজ্ঞার যোগ্য নয়। আমি মনে করি, মাননীয় বিধাতার দেওয়া সেই প্রীতির দান সসম্মানে গ্রহণ করা উচিত ॥ ৮৭ ॥

হে রাজন্! অর্ধেক পুরুষ অর্ধেক নারী—এইভাবে উভয় আকার যোগ হওয়ায় যে সমগ্র রূপটি দ্বিধাভূত, স্মরময় ও হরময় (অর্থাৎ কামতত্ত্বস্বরূপ ও শিবতত্ত্বস্বরূপ) এবং ভগবৎশব্দে পরিচিত হয়ে আসছে,—আমার সেই চন্দ্রকান্তিযুক্ত, নির্মল নিরাকার রহস্যরূপ[৬] সর্বদা মনে জপ করো। তুমি সাধু। তোমার কাছে তা সিদ্ধ হোক ॥ ৮৮ ॥

যে-পুণ্যবান্ আমার চিন্তামণিতুল্য মন্ত্রকে হৃদয়ে রাখেন, সর্বাঙ্গব্যাপী রসাপ্লুত কথার গুণে তিনি বাচস্পতি হন, এমনকি স্বর্গললনাদের বশীকরণের বিষয়ে তিনি সাক্ষাৎ মদনের মতো হয়ে ওঠেন। বেশি কথা কী বলব, যিনি যাঁর জন্যে যা কামনা করেন, এর প্রভাবে তিনি তাই পেয়ে থাকেন ॥ ৮৯ ॥

যদি কেউ আমার উপর মনোনিবেশ করে আমারই ভক্ত হয়ে আমার বাহন চারুহংস নিয়ে যাত্রারত মন্ত্রশরীরকে সুন্দর পুষ্প ও গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি দিয়ে অর্চনা করে আমাকে জপ করেন, তাহলে এক বৎসর পর তিনি যাঁর মাথায় হাত রাখবেন, তিনিও অচিরেই সুন্দর শ্লোক রচনা করবেন। এই হল এই পূজার্চনার লক্ষণীয় আশ্চর্য ফল ॥ ৯০ ॥

হে রাজতিলক! আমি বিদর্ভরাজকন্যাকে তোমার কণ্ঠে এবং বৈদর্ভী রীতিকে তোমার চরিতকাব্যকার কবির কণ্ঠে সর্বদা যথাক্রমে আলিঙ্গন ক্রীড়ার আচরণ অবলম্বন করাব এবং শ্লেষ ইত্যাদি অলঙ্কারবিলাসের জ্ঞানের আশ্রয়লাভ করাব। বিদর্ভরাজকন্যা গুণের আকর, নারীরূপে সুখ্যাত এবং অন্তরে অনুরাগরসে পুষ্ট। বৈদর্ভী রীতিও দশটি গুণে গুম্ফিত, অরীতিরূপে অবিদিত (অর্থাৎ রীতিরূপে সুবিদিত) এবং শৃঙ্গার ইত্যাদি রসে পুষ্ট[৭] ॥ ৯১ ॥

তোমার চরিত্রে স্তুতি করবেন যে-কবি, আমি তাঁর কণ্ঠে অধিষ্ঠান করব। তোমার বিষয়ে তাঁর মুখ থেকে নিবিড়ভাবে পবিত্র শ্লোকগুলি লোকসুখের জন্যে আবির্ভূত হবে। ফলে ভূমণ্ডলের কলির পাপ বিনাশকারী হয়ে তুমি বিষ্ণুর মতো পুণ্যশ্লোক হয়ে বিখ্যাত হবে[৮] ॥ ৯২ ॥

দেবী ও সেই দেবগণ দময়ন্তীকে বললেন—তুমি জগতের শিরোভূষণ। বলো, তোমার কোন্ কাম্যবস্তু তোমাকে দেব? তুমি পতিব্রতা, কিছুই তোমার দুর্লভ নয়। যে-লোক তোমার এই ব্রত নষ্ট করতে চায় সে ভস্ম হয়ে যাক ॥ ৯৩ ॥

কপটশরীর ত্যাগ করে আমাদের প্রকৃত শরীর ধারণ করতে দেখে তুমি আশ্চর্য হয়েছ। তাই যথেচ্ছ শরীর লাভ করার যে-বিদ্যা, তা তোমার হৃদয়েও উদিত হোক ॥ ৯৪ ॥

এইভাবে বরদান করে তাঁরা আকাশপথে যাত্রা করলে রাজারা উঠে পড়লেন। তাঁদের পরিজনদের কথাবার্তায় তুমুল কোলাহল উঠল। স্বর্গবাসী দেবতাদের দুন্দুভি বাজানোর শব্দে তা নিবিড় হল ॥ ৯৫ ॥

নল গুণবান্ ও পুণ্যশ্লোক। বরের ফলে তিনি অস্ত্রলাভও করেছেন। তাই প্রতিপক্ষ রাজারা তাঁর দোষ না থাকায় দোষের কথা বললেন না, যুদ্ধারম্ভের মতো কিছুও বললেন না। শুধু নিজেদের দীর্ঘশ্বাস দিয়ে তাঁরা দময়ন্তীর হৃদয়ে বিশেষ দয়ার উদ্রেক ঘটালেন ॥ ৯৬ ॥

রাজাদের জন্যে তিনি করুণরসের নদীর মূর্তিতে দেবতার স্বরূপ লাভ করলেন। তৎক্ষণাৎ পিতার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে তিনি নিজের উপযুক্ত সখীদের তাঁদের হাতে দিতে বললেন। এঁরা সখীর কাছ থেকে বিদ্যা শিখে নিয়ে সর্বদা সখীর রূপের অনুকরণ অবলম্বন করায় সেই রাজাদের মনেও দময়ন্তীকে না পাওয়ার জন্যে প্রাণ ত্যাগের যে-বাসনা জেগেছিল, তা দূর হয়ে গেল। ৯৭ ॥

নল ইন্দ্রের সঙ্গে সম্পদে ও প্রতিষ্ঠায় সমান। তিনি নিজ বাসভূমির দিকে যাত্রা করা মনস্থ করলে, সৌভাগ্যবশতঃ আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল। এ যেন স্বর্গপাতের মূর্তিমতী কীর্তি। পতনশীল ভ্রমরসহ মধু তার অশ্রু ॥ ৯৮ ॥

সেই রাজাকে ত্যাগ করে যেতে যেতে দেবতারা নিজের অঙ্গচ্ছেদের যে-দুঃখ তাই ভোগ করলেন। আর বাগ্‌দেবীও যেতে যেতে উৎসুকভাবে ফিরে ফিরে বিলাসের

আশ্রয় সেই দময়ন্তীতে দেখলেন ॥ ৯৯ ॥

সেই-রাজা ভীম কন্যার বিবাহ-উৎসবে সানন্দে মঙ্গল-অনুষ্ঠান করলেন। বিদর্ভরাজকন্যা দময়ন্তী ও নিষধরাজ নল অন্যান্য রাজাদের বা রাজাদের পরিজনদের অনিষ্ট কথা না শোনার ফলে মঙ্গল-অনুষ্ঠান উপভোগ করলেন। রাজারাও আপন আপন শিবিরে যেতে যেতে মঙ্গলবাদ্য প্রভৃতির অনুষ্ঠান করলেন ॥ ১০০ ॥

কবিশ্রেষ্ঠদের মুকুটের অলঙ্কারের হীরার তুল্য শ্রীহীর ও মামল্লদেবী শ্রীহর্ষ-নামে যে জিতেন্দ্রিয় পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁর উক্তি শরতের জ্যোৎস্নার মতো স্বচ্ছ। তাঁর নৈষধীয়চরিত-নামে রমণীয় মহাকাব্যে স্বভাবোজ্জ্বল চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত হল ॥ ১০১ ॥

× × × × × × × × × × × × × পঞ্চদশ সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

তারপর নিষধরাজ্যের অধিপতি বরণমাল্যে পূজিত হয়ে আপন শিবিরে গেলেন। তিনি চারণদের, বিশেষত দময়ন্তীর গুণকীর্তনে রত চারণদের, সুপ্রচুর ধনরত্ন দিয়েছিলেন ॥১॥

পথে ইনি এমনভাবে ধনরত্ন ছড়ালেন যাতে বেশি ভারি হওয়ার ফলে মগধদেশীয় চারণেরা বহুমূল্য রত্নরাশিকে তৃণের তুল্য গণ্য করলেন এবং সাধারণ লোকে উৎসুক চিত্তে দীর্ঘ সময় ধরে তা উঞ্ছ-হিসেবে কুড়িয়ে নিলেন ॥ ২ ॥

তাঁর জন্যে কবি ও চারণেরা যে-সব বর্ণনা করছিলেন, তার ফলে অন্য রাজাদের মনোরঞ্জনের জন্যে লোকের ঐরকম কথা ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। সভার মধ্যে বধূর সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়ায় এঁর কি আর লজ্জা হবে না? সুন্দর মানুষ কেমন করে সুখের আশ্রয় হবেন? ৩ ॥

শত্রুদের মিথ্যা দোষারোপ সজ্জনদের নির্দোষ ভাবই প্রকাশ করে। দোষ সত্যি হলে অলীক দোষ চাপানোর উদ্যম কখনো হতে পারে না ॥ ৪ ॥

রাজমহিষী সংশয়াকুল ছিলেন। বিদর্ভরাজ ভীম মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে সানন্দে নিজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে মহিষীকে বললেন—হে উৎসুকা! নলকে জামাতা বলে জেনো ॥ ৫ ॥

যাঁর দৈহিক সৌন্দর্যের কাছে প্রসিদ্ধ কামদেব তৃণতুল্য, কৌলীন্যে যিনি আমাদের বংশকে পবিত্র করবেন, এমন শ্রেষ্ঠ বরকে ত্রিভুবনের নায়কদের মধ্যে থেকে মেয়ে বেছে নিতে জানে ॥ ৬ ॥

হরিণলোচনা রমণীকুল! তোমরা বিবাহ-মঙ্গলের উপযোগী স্ত্রী-আচারঘটিত কাজগুলি করো। আমরা বৈদিক ও স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত কাজগুলি করছি।—এই বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন ॥ ৭ ॥

রাজা বেরিয়ে গিয়ে জ্যোতিষীদের সভার মুখের দিকে তাকালে তাঁরা সমস্ত গুণযুক্ত ও গ্রহের উদয়াস্তের দোষরহিত লগ্ন বলে দিলেন। তখন তিনি কন্যাসম্প্রদানের উদ্যোগ করলেন ॥ ৮ ॥

তারপর দূতের মাধ্যমে তিনি নিষধরাজকে বললেন—আমার বংশ ও আমার কন্যাকে অনুগৃহীত করুন। আমাদের বহুদিনের যে-আশার অঙ্কুর, আজ তা আপনার পাদ্যার্ঘ্যে পল্লবিত হয়ে উঠুক ॥ ৯ ॥

ভীমরাজার কথার প্রতিধ্বনি দূতের মুখগহ্বর থেকে সেইভাবে উঠে এল। তা শুনে তিনি সেই দূতকে বহু কিছু দিয়ে এই কথা বলে বিদায় দিলেন,—আমি যাচ্ছি, পূজনীয় শ্বশুরের চরণবন্দনা করব ॥ ১০ ॥

তারপর রাত্রিশেষে যেমন মোরগের ডাক শুনে চকোর পাখি সাদরে সূর্যের প্রতীক্ষা করে, তেমনি দূতের কথা শুনে সেই বিদর্ভরাজ সাদরে নলের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন ॥ ১১ ॥

ভালো আল্পনা দিতে পারেন এমন রমণীরা তখন সম্মান পেয়ে কোথাও অসাধারণ অহঙ্কার বোধ করলেন। কেউ বা পিঠে তৈরি করার কৌশলগুণে উঁচু আসনে বসে সমাদর লাভ করলেন ॥ ১২ ॥

সেই নগরীর সমস্ত সৌধগুলির মণিমুক্তাখচিত তোরণ থেকে যে-ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, তা পথিকদের বিলাস হয়ে উঠল। ফলে সৌধের প্রবেশমুখগুলিও আনন্দ ও হাস্যে পূর্ণ হয়ে শোভা পেল ॥ ১৩ ॥

কাপড়ের টুকরো দিয়ে তৈরি করা অকালের ফুলে যে মালা রচিত হয়েছিল, সেগুলি তখন পথের বিতান হয়েছিল। সেইভাবে সুগন্ধ ছড়ানোর ফলে মৌমাছিদেরও ভ্রান্তি ঘটাচ্ছিল সেগুলি। তাদের সূর্যকিরণের ভয়ও ছিল না ॥ ১৪ ॥

প্রজারা অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে শোভা পেলেন, সৌধগুলি নানা দিকে উজ্জ্বল দীপ্তি লাভ করে শোভা পেল। সেই নগরীতে পৃথিবীর নিজস্ব শরীর মণিমণ্ডিত ভূমির ফলে পরিবর্তিত উপমা পেল (অর্থাৎ রূপান্তর লাভ করল) ॥ ১৫ ॥

তখন নিবিড়ভাবে তালবাদ্য বাজল, বীণা ইত্যাদি বাদ্য সুদূরবিস্তারী শব্দ করল, ছিদ্রযুক্ত বাঁশিগুলি ধ্বনিময় হল, মুরজ ইত্যাদি বাদ্যও এমন ধ্বনি তুলল যার ইয়ত্তা মাপা যায় না ॥ ১৬ ॥

বাঁশির শব্দে বীণার ধ্বনি ঢাকা পড়ল না, গায়কদের গানে বাঁশির ধ্বনি ঢাকা পড়ল না, আবার ঝাঁঝরের শব্দে গায়কদের গান ঢাকা পড়ল না, হুড়ুক্কের শব্দে ঝাঁঝরেব শব্দ ঢাকা পড়ল না, হুড়ুক্কের শব্দ ঢাকের শব্দে ঢাকল না, মাদলের শব্দে ঢাকের শব্দও ঢাকল না, ঢাকে মাদলের শব্দও ঢাকল না ॥ ১৭ ॥

জনতার মুখের শব্দ দূরে ছাড়িয়ে পড়ে। বিচিত্র বাজনার শব্দে বেড়ে উঠে সমুদ্র-প্রবাহের প্রতিধ্বনিতে পুষ্ট হয়ে দিগ্‌হস্তীদের কানে থাকতে পারে নি ॥ ১৮ ॥

তারপর কুলরমণীরা চতুষ্ক-নামক অলঙ্করণে রমণীয়ভাবে শোভিত বেদীর মধ্যে স্বর্ণকুম্ভ উজাড় করে কুলাচার-অনুযায়ী সেই রাজকন্যাকে স্নান করালেন ॥ ১৯ ॥

তাঁর পয়োধরের কাছে পরাজিত হয়ে যেন দাসত্ববশতঃ সেই কুম্ভগুলি জল-সংগ্রহের কর্তৃত্ব পেয়েছিল এবং আনত মুখে আম্রপল্লবটিকে লজ্জাজনিত কালিমারূপে যেন বহন করছিল ॥ ২০ ॥

বারবার জলসেচনের পর তিনি ক্রমে সাদা সুতীবস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, বর্ষা ও শরৎকাল এই দুয়ের তৎকালীন সন্ধিকালের সঙ্গে সুন্দরভাবে তুলনীয় হলেন ॥ ২১ ॥

চুলগুলোকে বর্ষণরত মেঘ করে ও পরে সাদা সুতীবস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, তিনি—বর্ষণরত মেঘের জলে প্লাবিত ও পরে চাঁদের শোভায় রমণীয় আকাশকে—তুচ্ছ করলেন ॥ ২২ ॥

তাঁর কেশগুচ্ছগুলি ঝরে-পড়া নির্মল জলবিন্দুগুলিকে প্রতিক্ষণে ছড়াচ্ছিল।

অন্ধকারতুল্য চামরকে জয় করার ফলে কীর্তির যে শুভ্র মুক্তা অর্জিত হয়েছে, সেগুলিকেই যেন তারা বমন করছিল ॥ ২৩ ॥

পাথরে শাণ দিয়ে স্বর্ণপ্রতিমার দীপ্তি যেমন বেশি প্রকট হয়, তেমনি স্নানের জল মুছে ফেলবার অত্যন্ত নরম কাপড়ে খুব উজ্জ্বল হয়ে তিনি বেশি শোভা পেলেন ॥ ২৪ ॥

তাঁর অঙ্গ লেপনদ্রব্যের সুগন্ধ ছড়াচ্ছিল, তার দীপ্তিও স্ফুরিত হচ্ছিল। ঈষৎ প্রস্ফুটিত স্বর্ণকেতকীর পাপড়ির কাছে সোনা যদি সুগন্ধের শিক্ষা নেয়, তাহলে তাঁর অঙ্গের বিশেষ ভ্রান্তি ঘটাতে পারে ॥ ২৫ ॥

তাঁর সখীরা সকল কলায় শিক্ষিত ছিলেন। বেদীর পবিত্র মধ্যভাগে নিয়ে গিয়ে তাঁর প্রতিটি অঙ্গে তাঁরা দীর্ঘকালের অভ্যাসে মুহূর্তের মধ্যে প্রতিটি অলঙ্করণ সুন্দরভাবে করে দিলেন ॥ ২৬ ॥

বিনা অলঙ্কারেই ইনি সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা। নিপুণ সখীরা বিশেষভাবে সাজালে এঁকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। অলঙ্করণের ফলে ইনি অধিক শোভা পাচ্ছেন না, বরং এঁর জন্যে অলঙ্কারই বেশি শোভা পাচ্ছে—এটি বিচার করার ক্ষমতা কার থাকবে ? ॥ ২৭ ॥

অধর ও নেত্রের পূজা লাভ করে তাঁর মুখ মনঃশিলা-ধাতুর তিলক পেয়ে সেই শোভাকে তুচ্ছ করল, যা বন্ধুক ও পদ্মফুলে পূজার পর চাঁপার কলির পূজার ফলে চাঁদ লাভ করে ॥ ২৮ ।

কেউ তাঁর চুলের গুচ্ছ বেঁধে দিলেন। তা যেন ধূপদানির ধোঁয়ায় নরম হয়ে যাওয়া মঞ্জরী। পৃথিবীর রাজাদের কামনার অন্ধতাকে অন্ধকার রাত্রি ধরলে এটি হল সেই আঁধার-নামে বস্ত্র তৈরির সুতোর গুচ্ছ ॥ ২৯ ॥

এক সখী কেশগুচ্ছ মনে করে বারবার ধূপের ধোঁয়াকে বাঁধতে বাঁধতে অন্যদের হাসি থেকে নিজের ভুল অনুমান করে বহুক্ষণ তাঁর চুলের চামর বেঁধে দিলেন ॥ ৩০ ॥

তাঁর যে কুঞ্চিত কেশরাশি বলভদ্রের হলের টানে আকৃষ্ট, নিবিড় তরঙ্গভঙ্গযুক্ত যমুনার মতো শোভা পায়, তখন তা করুণ-গাছের মুকুলযুক্ত হয়ে তাকে উপহাস করল ॥ ৩১ ॥

তিনি কপালে যে সোনার টিপ পরলেন, তা অবশ্যই চুলের মেঘে বিদ্যুৎ হল। সুধা পান করায় তার আয়ুর স্থায়িত্ব এসেছে বলে মনে করি ॥ ৩২ ॥

কপালের অলঙ্কারের কাছে ভীমরাজার সেই কন্যার কুঞ্চিত কেশ কাজলের ধোঁয়ার বাঁকা সারি হয়ে স্পষ্ট শোভা পাচ্ছিল। তার উৎপত্তিস্থল হল মনঃশিলা ধাতুতে তৈরি তিলকের প্রদীপ ॥ ৩৩ ॥

যে কাজল-রেখা তাঁর চোখের কোণ ছুঁয়ে অত্যন্ত শোভা পেল, দ্বিতীয় যৌবনসৌন্দর্য যেন চোখদুটিকে বাড়িয়ে তোলার জন্যে তাকে সুতোর মতো পেতে দিল ॥ ৩৪ ॥

চোখের তারা ইন্দ্রনীলমণি হয়ে কামবিলাসবশে বার বার চোখের কোণে ধাবিত হয়। তার অন্ধকারবংশজাত কৃষ্ণ প্রভা কি তার নিজস্ব গতিপথ রঞ্জিত করছিল, কাজল নয় ? ॥ ৩৫ ॥

কাজলরেখাযুক্ত বিদর্ভরাজকন্যার দুটি চোখ শর হয়ে মদনের দুটি হাতে ধনুর্গুণের দাগ স্পর্শ করে—এমন দুটি পদ্মের সুষমা লাভ করল ॥ ৩৬ ॥

সেই সময় তাঁর চোখের সমান হওয়ার অপরাধে কৃষ্ণসার হরিণের দুটি চোখ বিধাতা

যে-নখ গুঁজে উপড়ে নিতে চেয়েছিলেন, সেকথা চোখদুটির নিকটবর্তী ক্ষতস্থানই বুঝিয়ে দিয়েছিল ॥ ৩৭ ॥

ভীমরাজকন্যার কানদুটি দুটি চোখের জন্যে যেন অত্যন্ত পীড়িত। তাই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বুঝে কর্ণভূষণরূপে দুটি নীলপদ্মকে ধারণ করল ॥ ৩৮ ॥

ইনি কর্ণভূষণ রূপে যে দুটি পদ্ম ধারণ করলেন, তা কোনো রসিক দর্শকের দুটি চোখের মতো বিরাজ করল। কামনায় অন্ধ হওয়ায় চোখদুটি এঁর উপর পড়ে যেন স্থিরভাবে আবদ্ধ রইল ॥ ৩৯ ॥

বিদর্ভরাজকন্যার কর্ণভূষণের মাণিক্যের ছটা যেন পলাশ ও কিংশুকের ধনুক। তাতে চোখ ও পদ্মের বাণগুলোকে যুক্ত করে কামদেব একমাত্র লক্ষ্যবস্তুরূপে নলেরই প্রতীক্ষা করছিলেন ॥ ৪০ ॥

দুটি চাঁদ আছে এই ভ্রান্তবুদ্ধিতে, সত্যি-মিথ্যে বিচার না করেই, ঈর্ষ্যাকাতররূপে প্রতিপন্ন চাঁদ-দুটিকে তাঁর মুখ কি লতার মতো দুটি কানের সঙ্গে মণিখচিত কুণ্ডলে বেঁধে দিল? ॥ ৪১ ॥

কুণ্ডল পরার পর এক সখী দময়ন্তীকে বললেন—দুদিক দিয়ে এ দুটির সঙ্গে তোমার মুখচন্দ্রের এই সম্বন্ধ নিশ্চয় তোমার প্রিয়তমের কাম উদ্রেকে দুরুধরা[১]-নামক মহাযোগের ভার অবলম্বন করছে ॥ ৪২ ॥

অধরে অলক্তকের রক্তিমা ফোটাবার জন্যে তাঁর যে-মধু নিবেশিত হয়ে লিপ্ত রইল, তা মধুরাশি ছেড়ে অমৃততুল্য সেই অধরেই বাস করার জন্যে উৎসুক হয়ে শোভা পেল ॥ ৪৩ ॥

আগে তাঁর কণ্ঠের কন্দলী স্বরের গুণে সাধারণভাবে বীণা হয়ে প্রকাশ পেত। তারপর সাতটি মুক্তাহারের তন্ত্রী পেয়ে তা স্পষ্টই 'পরিবাদিনী'-বীণা হয়ে শোভা পেল ॥ ৪৪ ॥

মঙ্গলের প্রয়োজনে সুন্দরীর হাতদুটি শঙ্খের বলয়যুক্ত হয়ে শোভা পেল। যেন তারা কচি মৃণাল দিয়ে তার কাছে কোমলতা শিক্ষা করতে উপাসনা করছিল ॥ ৪৫ ॥

রাত্রে পৃথক্ থেকে সূর্যের নতুন কিরণশোভা যেন পদ্মকে দীর্ঘক্ষণ আলিঙ্গন করে জেগে আছে, এইভাবে এঁর পা দুখানিতে আলতার নতুন রঞ্জনা আঁকা হয়েছে বলে তখন লোকে অনুমান করল ॥ ৪৬ ॥

পুষ্পশর মদন আগুন। লাল রঙ তাঁর চিহ্ন। আগে অপরাধ করে তারপর তিনিই প্রিয়জনের সঙ্গে এই সুন্দরীর মিলন নিশ্চিত জেনে তাঁর পা দুখানির সেবা করলেন, আলতা নয় ॥ ৪৭ ॥

তাঁর শরীরটি নিজেই চারুত্ব লাভ করায় এবং পরস্পরের সাহায্যেই ভূষিত হওয়ায় সেই অলঙ্করণগুলি কী ভাবল? কারণ, তাদের রচনা করা বৃথা হয়েছিল ॥ ৪৮ ॥

ভূষণের যোগে ইনি উত্তরোত্তর যে-সৌন্দর্য লাভ করলেন, তা আগের আগের স্থির সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠাবুদ্ধির পরম্পরাকে বাধা দিল ॥ ৪৯ ॥

মণিময় আয়নায় তিনি নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখছিলেন। যেন নিজের মুখটিকে চাঁদের কাছে নিয়ে গিয়ে তিনি এই দুটির পার্থক্য নিরূপণ করতে করতে শোভা পেলেন ॥ ৫০ ॥

তাঁর মুখের কাছে পরাজিত হয়ে কলানিধি চাঁদ মায়াশরীর ধারণ করল। দুই

চাঁদের বৃদ্ধি হয় যার, এমন ব্যক্তি তার সাক্ষী। কিন্তু দুজন সখী একসঙ্গে আয়না দেখানোর ফলে তাঁর মুখ অনেক হয়ে তাকেও পরাস্ত করল ॥ ৫১ ॥

দুজন সখী দুটি আয়না দেওয়ায় লোকে কি দেখল যে একটি তাঁর মুখ, আর সবকটি পদ্ম ? তারা শীতকালের রাত্রিতে সংকুচিত হয়ে অথবা কেদার প্রভৃতি হিমে নৈশ সমাধির বলে নির্বাণ লাভ করে সেই মুখের সাদৃশ্য বা সান্নিধ্য লাভ করেছে ? ॥ ৫২ ॥

লোকে দেখল, অলঙ্কারের রত্নদীপ্তি বহু ধনুক হয়ে তাঁকে বেষ্টন করেছে। কিংশুকের মালা ভেবে ভ্রমরগুলি সেখানে আসছে। কামদেবের পরমধনরূপে লক্ষ ধনুকের সাহায্যে তখন তিনি সুরক্ষিত হলেন ॥ ৫৩ ॥

জহ্নুকন্যা গঙ্গা যেমন বিশেষ তীর্থক্ষেত্রগুলির যোগে, সহজ স্নেহের পাত্র যেমন গুণের যোগে, নীতি যেমন উজ্জ্বল ভাগ্যের যোগে, তেমনি তাঁর স্বাভাবিক সৌন্দর্য অলঙ্কারের যোগে মহাগৌরব লাভ করল ॥ ৫৪ ॥

নলের হাতে নিজেদের বৈধব্য যাতে না আসে, তার জন্যে ভীমরাজার মহোৎসবে উপস্থিত রাজমহিষীরা স্বামীর আয়ুবৃদ্ধি করতে চেয়ে, নত হয়ে মঙ্গল-সিন্দুরের মতো তাঁর পায়ের আলতা মাথায় ধারণ করলেন ॥ ৫৫ ॥

তারপর সেই লজ্জাবতী প্রণত হয়ে গুরু ও ব্রাহ্মণদের কাছে পতিব্রতা হওয়ার বহু আশীর্বচন লাভ করলেন। সেগুলি অব্যর্থরূপে প্রসন্ন দেবতাদের বরদানের অক্ষররাশির সঙ্গে তুলনীয় ॥ ৫৬ ॥

তখন প্রসাধনকলায় নিপুণ সেবকেরা একইভাবে নিজেদের প্রভু নলেরও বিবাহকালের উপযুক্ত অলঙ্করণ করে দিলেন ॥ ৫৭ ॥

পুচ্ছই যার সম্পদ, শরতে যার পাখা খসে, সেই ময়ূরের পুচ্ছলীলার প্রসিদ্ধ প্রতিনিধিকে যারা পরাজিত করেছে, রাজার সেই কেশরাশিকে সেই-কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা বার বার বিচার করে বেঁধে দিলেন ॥ ৫৮ ॥

তাঁর সুদীর্ঘ কেশ মার্জনার ফলে শ্রী লাভ করেছে। তার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পুষ্পকোরকগুলি কামদেবের ধনুকের গুণের সঙ্গে সংযোগপ্রাপ্ত তীরগুলির সৌভাগ্য পেল ॥ ৫৯ ॥

অমূল্য রত্নরাশি দিয়ে নির্মিত মুকুটে মস্তক সজ্জিত করে রাজা শোভা পেলেন। প্রার্থীদের কাছে তিনি তো কল্পবৃক্ষ। তাই তিনি যেন রমণীয় রত্নমঞ্জরী ছড়াতে লাগলেন ॥ ৬০ ॥

তখন তাঁর মুখ চাঁদের চেয়ে বেশি রূপবান্ হওয়ায় তা পরিমাপ করতে অপারগ হয়ে চাঁদের পরিধি যেন মণিখচিত বীরপট্টিকা নামক পাগড়ির রূপ ধরে নলের কপালে যুক্ত হল ॥ ৬১ ॥

দময়ন্তীর মনে যে প্রভূত ধৈর্য বর্তমান, তাকে কামদেব ধ্বংস করতে চান। যেন তাঁর ধনুকের নিকটবর্তী গুটিকা নলের ভ্রূর কাছে গোলাকার তিলকের রূপ নিয়ে সজ্জিত হল ॥ ৬২ ॥

নলের পদ্মকে-হার-মানানো মুখ যে গোলাকার চন্দনবিন্দুর সম্বন্ধ লাভ করল, তার ফলে শোভাযুক্ত একটি তারকাসখীকে চাঁদের অঙ্কশায়িনী করা হল ॥ ৬৩ ॥

যতক্ষণ অগ্নি প্রদক্ষিণ করে বিবাহিত না হন, ততক্ষণ ঐ দময়ন্তী নলের কপালে

আছেন বা নেই এই কথাটি লিপির মতো পড়বার জন্যেই কি ইন্দ্র তাঁর দূরাশাবশতঃ সেই বিন্দুস্বরূপ চাঁদকে পাঠিয়েছিলেন ? ॥ ৬৪ ॥

সেই সময় নলের দুটি গোলাকার কুণ্ডল তাঁর কপালের ফলকে নিজেদের যে-দুটি প্রতিবিম্ব পড়েছে তাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় কামদেবের রথের চারটি দীপ্যমান চক্রের শোভা লাভ করল ॥ ৬৫ ॥

গুরুজন ও ব্রাহ্মণদের বন্দনার ফলে এঁর মাথা নুয়ে পড়লে এঁর গলার যে মুক্তা-হারটি চিবুকের অগ্রভাগ স্পর্শ করল, তা এঁর মুখচন্দ্র থেকে প্রবাহিত সুধার স্থূলে বিন্দুরাশির রূপ পেল ॥ ৬৬ ॥

যার থেকে লক্ষ্মী উৎপন্ন হয়েছেন, যুদ্ধে যার পরাক্রম দিয়ে শত্রুসৈন্যকে হিংসা করতে করতে তিনি বলবান্ হয়েছেন, তাঁর সেই বাহু মুদ্রাযুক্তভাব অর্থাৎ নিয়মযুক্ত ভাব ধারণ করল এবং ধনপ্রার্থীস্বরূপ মেঘগুলিকে পরিপূর্ণ করে তুলল ॥ ৬৭ ॥

প্রার্থীদের অনবরত কৃতার্থ করে তাঁর হাত কল্পবৃক্ষ হয়ে উঠল। তার মণিবন্ধে বিবাহসূত্র সহ যে-কঙ্কণ পরা হয়েছিল, তা জলসেচের উপযোগী আলবালের স্বরূপ লাভ করল ॥ ৬৮ ॥

পৃথিবী জয় করার ফলে দশটি দিকের উদ্দেশ্যে প্রসারিত যে-যশ ও প্রতাপ অর্জিত হয়েছে, হাতের অলঙ্কারগুলির আশ্রয়ে হীরা ও মাণিক্যের শুভ্র ও রক্তিম দীপ্তি-রূপে তাকে প্রসারিত করতে করতে তিনি বিরাজ করলেন ॥ ৬৯ ॥

যে-অলঙ্কারগুলি শরীরের সমস্ত অঙ্গকে আশ্রয় করেছিল, সেগুলির নিবিড় রত্ন-রাশিতে নিজের রূপের সীমারেখা দেখে তিনি নিপুণ সেবকদের আয়না নিয়ে আসাকে ব্যর্থ করে দিলেন ॥ ৭০ ॥

চঞ্চল আনন্দ নিয়ে অন্যেরা কেবল তাঁর অলঙ্কারধারণের শোভা দেখল না অলঙ্কারগুলিও রত্নের বিস্ফারিত চোখে যেন পরস্পরকে দেখল ॥ ৭১ ॥

তারপর, পৃথাপুত্র কিরীটী অর্জুন যেমন যুদ্ধে শত্রুরাজা জয়দ্রথকে[২] হত্যা করে জয়যাত্রায় আনন্দিত হয়ে কৃষ্ণকে সারথি করে রথে আরোহণ করেছিলেন, তেমনি, যিনি যুদ্ধে শত্রুরাজাদের জয়শীল রথ ভেঙে দিয়েছেন, সেই-নল উষ্ণীষ ধারণ করে বরযাত্রায় আনন্দিত হয়ে বাষ্ণেয় সারথির রথে আরোহণ করলেন ॥ ৭২ ॥

তারপর বিদর্ভনামক সেই স্বর্গের অপ্সরাগণ প্রসাধন করে অনুরাগ বৃদ্ধির সঙ্গে সেই শৃঙ্গাররূপধারী নলকে দেখার জন্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে রাজপথগুলিতে বিশেষভাবে বিরাজ করলেন ॥ ৭৩ ॥

স্তনাংশুক বাতাসে অর্ধেকটা সরে গেলেও দেখার ঔৎসুক্যে একজন পুরনারী তা না জেনে সামনে থেকে সেই যাত্রীর উদ্দেশ্যে কুচকুম্ভেই যেন মঙ্গলঘটের সম্ভার ধরে ছিলেন ॥ ৭৪ ॥

সখীদের নলকে দেখাতে দেখাতে কোনো নারী কোল থেকে সজোরে হাত তুললে হাতের কঙ্কনে টান পড়ে অতর্কিতে হারগুলি ছিঁড়ে গেল। ফলে তিনি কিছুক্ষণ মুক্তোর খই ছড়ালেন ॥ ৭৫ ॥

যাঁদের নখ আয়না হয়ে, মুখ পদ্ম হয়ে, স্মিতহাসি ফুল হয়ে, কথা মধু হয়ে এবং হাত পল্লব হয়ে শোভা পায়, সেই যুবতীসংঘই সেই যাত্রী রাজার মাঙ্গলিক বস্তুরাশি হয়ে উঠলেন ॥ ৭৬ ॥

একজন বিলাসিনীর পদ্মের মতো চোখ দেখার বিষয়ে একাগ্র। তিনি হাত থেকে পান খেতে ইচ্ছুক হয়ে, যেন রাজার মুখটি দ্বিতীয় চন্দ্র হয়েছে এই ক্রোধে,—হাতের লীলাপদ্মটিকেই মুখে পুরলেন ॥ ৭৭ ॥

দেখার ব্যাপারে চোখ অন্যমনস্ক হয়েছে, এমন লোকসমাবেশের মধ্যেই উপস্থিত উপপতির দুঃসাহসিক আলিঙ্গনের ফলে অত্যন্ত বিঘ্নের মধ্যে এক নারী তখন তাঁর দর্শন অনুভব করলেন ॥ ৭৮ ॥

অন্য একজন দর্শনাভিলাষিণী পলকহীন চোখ নিয়ে রাজাদের প্রাপ্তির অতীত দেহশোভা ধারণ করেও যেহেতু শুধু পদপ্রান্তে পৃথিবীকে স্পর্শ করেছেন, তাই (এটুকুর জন্যেই) অপ্সরা হন নি।

নিজের অন্তরে ধরছে না এমন আনন্দকে আর একজন অলঙ্কার-খসে-পড়া প্রসঙ্গে হাত দিয়ে আঘাত সৃষ্টি করে ও নাড়া দিয়ে জোর করে সখীদের মধ্যে সঞ্চার করলেন ॥ ৮০ ॥

হরিণনয়না রমণীদের চিত্ত দেখাতে মগ্ন ছিল। কর্ণভূষণ নীলপদ্মের চোখ নিয়ে কানদুটিও দেখতে উন্মনা হয়ে পড়ল তাই কি তারা শুনতে পেল না ? ॥ ৮১ ॥

তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো সুন্দরী তাঁকে অলঙ্কারের মণিরাশিতে মাথা পর্যন্ত ঢেকে চোখের পাত্রে যেন পান করে মোহবশে আশঙ্কা করলেন—জ্যোতিষ্টোম ইত্যাদি যজ্ঞের বেদনির্দিষ্ট ফল যে স্বর্গলোক, তার সর্বাধিপতি ইন্দ্র গণনায় ভুল করে কী এক হাজারটি পলকশূন্য চোখ এঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেছেন ? ৮২ ॥

সুদ্যুম্ন[৩] নামে রাজা স্ত্রীজন্ম লাভ করে যাঁর মা হয়েছিলেন, উর্বশীর সেই প্রাণস্বরূপকেও দৈহিক সৌন্দর্যে জয় করে উনি এখন, শিবের ক্রোধের ইন্ধন কামদেবের সিংহাসন অলঙ্কৃত করতে পারে, এমন শোভাযুক্ত হয়েছেন ॥ ৮৩ ॥

প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত দেবতাদের অধিপতিকে বিশেষজ্ঞ বিদর্ভরাজকন্যা এই যুবকের জন্যে যুক্তিসঙ্গতভাবেই পরিত্যাগ করেছেন। তিনি এঁকে বরণ করার পর শোভনহৃদয়সম্পন্ন হয়েও দেবতারা যে বিষণ্ণহৃদয় হয়েছেন, তাঁদের সেই অনুচিত আচরণ সহ্য করা উচিত নয় ॥ ৮৪ ॥

এঁর উৎকণ্ঠিত কণ্ঠদেশে যে বরমাল্য দুলছে দিক্‌পতিরা তার প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁদের বক্ষ নিজে থেকে বিদীর্ণ না হলেও এঁর অস্ত্রের ফলে বিদীর্ণ হয় নি কেন ? হায় ! ভীমরাজকন্যার ব্যাপারে বিফলমনোরথ অবস্থায় আজ ফিরে গিয়ে শতক্রতু ইন্দ্র উপস্থিত হয়ে কীভাবে শচীকেও প্রসন্ন করবেন ? তাঁর মুখপদ্ম বাঁকা যে হয়ে আছে ! ॥ ৮৫ ॥

আনন্দের চেয়ে কীর্তি বেশি প্রশংসনীয় একথা বিদর্ভকন্যা জানেন না বলে ভেবো না। ইন্দ্রের হাত দিয়ে ভালোভাবে ইনি নিজেকে দ্বিতীয় শচী করে তোলেন নি। শচীর চরিতবিষয়ে কে কাব্য লিখেছেন তাঁর কথা আমাদের বলো। কিন্তু রসনদীর পাত্রস্বরূপিণী এঁর চরিতবিষয়ে কে না কাব্য রচনা করবেন ? ৮৬ ॥

ইনি যুবক। দময়ন্তীর বহুজন্মের তপস্যার ফলস্বরূপ দেহশোভা নিয়ে পৃথিবীনিবাসী এই কামদেব চোখের তৃপ্তি। যে ভীমরাজকন্যা দেবভূমির সর্বাধিপতির কাছেও দুষ্প্রাপ্য, তাঁর সঙ্গে মিলন অনুভব করে আজ ইনি সৌন্দর্যের পূর্ণাঙ্গতা লাভ করুন ॥ ৮৭ ॥

স্ত্রীপুরুষের মিলন ঘটাতে ঘটাতে প্রজাপতির অভ্যাস কি এই দুজনের দাম্পত্য সম্পাদনের মধ্যে পরিপক্ক হল ? সমস্ত সংসার জুড়ে স্ত্রীপুরুষের পারস্পরিক প্রেম উদ্রেকের বিষয়ে কামদেবের যে লীলা তাও কি এই দম্পতির গাঢ় অনুরাগ সৃষ্টির ফলে পরাকাষ্ঠা পেল ? ৮৮ ॥

জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার মহোৎসবে[৪] প্রথম মঞ্চে স্থাপিত পুরুষোত্তম যাঁদের চোখে পরিচিত হয়েছেন, তাঁরাই এঁকে পথে যেতে দেখছেন। যিনি পাপনাশক গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে মাঘ মাস জুড়ে স্নান করেছেন, তিনি এঁর অতিচঞ্চল চোখের কালো ও সাদা চামরগুলির যোগে রমণীকুলে শ্রেষ্ঠ হবেন ॥ ৮৯ ॥

সমগ্র পৃথিবীমণ্ডলের ইন্দ্রস্বরূপ এই নলের সৌভাগ্যের কথা বিদর্ভরাজকন্যার প্রগাঢ় অনুরাগপ্রকাশের মাধ্যমে তাঁর বৃত্তান্তমূলক পদ্যক্রমেই বলা হয়েছে। আর আমাদের রাজকন্যার সৌভাগ্যসৃষ্টির নিশ্চয়তা[৫] হল ইন্দ্রকে বরণ না করার ফলে প্রসন্ন শচীদেবীর আশীর্বাদের বেদবাক্য ॥ ৯০ ॥

দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রকে পর্যন্ত ত্যাগ করার ফলে তাঁর কারণে আসার জন্যে দাক্ষিণ্য প্রকাশে তৎপর হয়ে দময়ন্তীই সঙ্গতভাবে রাজগোষ্ঠীর লজ্জা মুছে দিয়েছেন। স্বামীর উদ্দেশ্যে নিজেকে দেবতাদের প্রসন্নতার ফল করে তুলে ইনি দেবতাদেরও লজ্জা, ক্রোধ ও অপমানের কথার অবসর সৃষ্টি করেন নি ॥ ৯১ ॥

যাঁর বাহু পদ্মরাগের মতো সুন্দর, রমণীয় রথে আরোহণ করে ইন্দ্রের দিকে (অর্থাৎ পূর্বদিকে) উদয়পর্বতে আরূঢ় চাঁদের মতো তিনি যাত্রী। —তাঁর প্রত্যেক অঙ্গের আশ্রয়ে অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ শোভা নিয়ে দেহের রমণীয়তাকে অহঙ্কার করতে দেখে সেই পুরস্ত্রীগণ সানন্দে এইসব কথা আলোচনা করলেন ॥ ৯২ ॥

কবিশ্রেষ্ঠদের মুকুটের অলঙ্কারের হীরাতুল্য শ্রীহীর ও মামল্লদেবী শ্রীহর্ষ-নামে যে জিতেন্দ্রিয় পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁর রসপ্রাচুর্যে স্বাদু বীরসেনপুত্রের চরিত অর্থাৎ নৈষধীয়চরিত-মহাকাব্যে স্বভাবোজ্জ্বল পঞ্চদশ সর্গটি সমাপ্ত হল ॥ ৯৩ ॥

× × × × × × × × × × × × × ষোড়শ সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

তারপর রথীদের মধ্যে পরিবৃত হয়ে সেই রথারোহী রাজা শ্রেষ্ঠ আত্মজ্ঞানী গৌতমকে দুইভাবে পুরস্কৃত করে অর্থাৎ সামনে রেখে ও সম্মানিত করে মঙ্গলচিহ্ন দেখার পর বিদর্ভরাজার সৌধের দিকে গেলেন ॥ ১ ॥

হরিণনয়না নারীদের রমণীয় চন্দ্রতুল্য চামরগুলি দোলানো হতে থাকলে অলঙ্কারের দ্যুতিতে প্রতিবিম্বিত হয়ে সেগুলি স্পষ্টতঃ নিজের মধ্যবর্তী অত্যন্ত উজ্জ্বল গুণগুলির মতো সেই প্রভুর উপাসনা করল ॥ ২ ॥

শ্রেষ্ঠ বেশভূষাযুক্ত সম্মুখবর্তী ব্যক্তিদের সঙ্গে নিষধরাজ চলতে থাকলে যদি বৃত্রশত্রু ইন্দ্র 'সুনাসীর' পদের বাচ্য হয়েছেন তবে তা কেবল প্রসিদ্ধির বশে[১] ॥ ৩ ॥

নলের সেনার সম্মুখবর্তী রাজাদের মুকুটের রত্নে প্রদীপ পুনরুক্তিমাত্র হয়ে উঠল। তাই সেনাদলের উৎক্ষিপ্ত ধূলিতে অন্ধকাররাশি বহুগুণ হয়ে পড়েছে, এমন সেই বরযাত্রা রাত্রিতে শোভা পেল ॥ ৪ ॥

শুভলগ্ন নিকটবর্তী হওয়ায় বিদর্ভরাজ তাড়াতাড়ি করছিলেন। তিনি দূতরূপে প্রতিক্ষণে যে যে রাজাদের পথে পাঠালেন, তাঁদের দল যথাক্রমে তাঁর সেনার আধিক্য ঘটালেন ॥ ৫ ॥

বেগবতী অশ্বসেনার বস্ত্রের পতাকাগুলির এবং বাতাসের পরিপূরণের ফলে পরিপুষ্ট সিংহ, হস্তী ও ব্যাঘ্রের সাহায্যে আকাশ বহুবর্ণের চীনাংশুকের লতায় বেষ্টিত বন হয়ে উঠল ॥ ৬ ॥

তারপর সেই রাজা ভীমরাজকন্যার দূতীর তুল্য তাঁর প্রবেশপথের স্থান দেখতে পেলেন। হাতিগুলির কানের বাতাসে চঞ্চল হয়ে তার আপন তোরণমাল্যের ভ্রূ দিয়ে সেটি যেন আহ্বান জানাচ্ছিল ॥ ৭ ॥

কদলীতরুর দুটি স্তম্ভের শিথিল পাতাগুলি দিয়ে চণ্ডাতক[২] বস্ত্রে সজ্জিত হয়েছেন, তাঁর প্রিয়ার এমন এক সখীর মতো সেই স্থানটি। মনের মধ্যে থাকার ফলে ভালোভাবে আসা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন স্ফুরিত হয়, বাদ্যধ্বনিস্বরূপ সেই প্রশ্নযুক্ত হয়ে তা শোভা পেল ॥ ৮ ॥

দুই রাজার দুটি সেনাদল দুজন শাসক প্রভুর ভয়ে শান্ত ছিল। তাদের সমাগম রাজদ্বারে এমন হল যে, তাতে মুখের আওয়াজ খুব উঠল কিন্তু পরস্পরের কাছে মৃত্যুবরণ করতে হল না ॥ ৯ ॥

আত্মীয়দের নির্দেশ দিয়ে 'এইদিকে' এইভাবে যাঁকে বলা হল, রাজপুত্র দম অর্ধেক পথ গিয়ে যাঁকে অভ্যর্থনা করলেন, যিনি বিনীত হয়ে রাজদ্বারের সীমা থেকেই পায়ে হেঁটে গেলেন, বিদর্ভরাজ তাঁকে সানন্দে দেখলেন ॥ ১০ ॥

তারপর, সমুদ্র যেমন দুইপাশে তরঙ্গবিস্তার ধারণ করে ভাগীরথীর সমাগত প্রবাহকে আলিঙ্গন করে, তেমনি তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত বাড়িয়ে কন্যার সেই সমাগত পাত্রকে সানন্দে আলিঙ্গন করলেন ॥ ১১ ॥

তারপর বহু সেনাবাহিনীর প্রভু, রাজাদের সেই অধিপতি এই সর্বজ্ঞ কল্যাণময়, পুরুষশ্রেষ্ঠের হাতে স্বীয় সুন্দরী, কল্যাণময়ী কন্যাকে বিধি-অনুসারে দান করলেন ॥ ১২ ॥

তিনি যে প্রদত্ত মধুপর্ক আস্বাদন করলেন তা ফলদর্শীর কাছে এই তর্ক সৃষ্টি করল,—যেহেতু ইনি ভীমরাজকন্যার মধুর অধর পান করবেন, তাই এই ছলে পুণ্যাদিনের কৃত্য করলেন ॥ ১৩ ॥

বরের হাত শত্রুহত্যায় উৎসুক, বধূর হাত পদ্মশোভার অপহারক। সাধু রাজা-বিশিষ্ট সেই বিদর্ভমণ্ডলে তাই কি কর্কশা কুশ দিয়ে হাত দুটিকে বাঁধা হল ? ॥ ১৪ ॥

বিদর্ভকন্যার করপদ্ম যে নলের হাতের উপর থাকল, তাতে ভবিষ্যতে পুরুষের তুল্য আচরণ অর্থাৎ বিপরীত রতির ইঙ্গিত কল্পনা করে তাঁর সখীরা তখন মৃদু হাসলেন ॥ ১৫ ॥

যক্ষ কুবেরের সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলে প্রাপ্ত, ইচ্ছাপূর্বক দেবভোগ্য চিন্তামণির যে-মালাটি মহাদেব ভীমনামবশতঃ সখা হয়ে এঁকে দিয়েছিলেন, সেটিকে এই শ্বশুর নলকে দিলেন ॥ ১৬ ॥

বরের জন্যে সংগৃহীত বহু দুর্লভ জিনিসের প্রতিবিম্বের ছলে প্রার্থীকে চাওয়া-

মাত্র দেওয়ার যোগ্য বস্তু অভ্যন্তরবর্তীরূপে ধারণ করে সেটি বিশেষভাবে শোভা পাচ্ছিল ॥ ১৭ ॥

মহিষাসুরকে যা দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল, ভবানীর সেই দীপ্তিমান্ তরবারি ভীম বরকে দিলেন। শিবের ভীমনামধারী হওয়ায় শিবের সঙ্গে সম্ভোগে মগ্ন হয়ে দেবী সেটি এঁকে দিয়েছিলেন ॥ ১৮ ॥

মহিষাসুরবিদ্বেষিণী আগে যে খড়্গটি ধরেছিলেন, কন্যাদাতা সেটি এঁকে দিলেন। সেই দেবীর দক্ষিণার্ধ শিবের মধ্যে অর্ধেকরূপে প্রবেশ করে অন্য অঙ্গ কেটে ফেলবে—এমন খড়্গটি ত্যাগ করেছিল ॥ ১৯ ॥

সেটি সূক্ষ্মতর অঙ্গের আশ্রয়, শাণ দেওয়ায় উজ্জ্বল ধারার প্রবাহযুক্ত, আহত শত্রুর রক্তের সঙ্গে যথেষ্ট সম্বন্ধপ্রাপ্ত হয়ে নিজের প্রতাপস্বরূপ সূর্যের উদয়াচলের ব্রত ধারণ করছিল ॥ ২০ ॥

তাঁর কাছে কন্যাটিকে চেয়ে নেওয়ার জন্যে বিশেষভাবে প্রার্থী হয়ে যম নিজের জিহ্বার মতো যেটি পাঠিয়েছিলেন, সেই কোষযুক্ত ও হাতে-ধরার উপযুক্ত ছুরিকাটিও তিনি এঁকে দিলেন ॥ ২১ ॥

সেটির দুটি অংশ যুদ্ধক্ষেত্রের বেদীতে শুয়ে থাকায় ব্রতধারী দীক্ষাপ্রাপ্ত রাজাদের দক্ষিণাতে পরিণত নিজ নিজ পত্নীদের বক্ষের পত্রাবলী রেখা ও চোখের কাজলের মতো শোভা পাচ্ছিল ॥ ২২ ॥

অগ্নি তাঁর কন্যার প্রতি অনুরক্ত হয়ে বন্ধুত্বের অভিনয় করে আগেই যেটি তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন, পর্বত, সমুদ্র ও দুর্গম পথ সহজে লঙ্ঘন করার উপযোগী সেই রথটি রাজা নলকে দিলেন ॥ ২৩ ॥

জোয়ালবাঁধা কাঠের সঙ্গে নলের সম্বন্ধের ফলে এই মহারথটিরও যে ভালো সারথির সঙ্গে যোগ প্রকাশ পেল, তাতে কুবেরের দৃষ্টান্তের সাহায্যে অনুমান করা যায় যে, এটি পুষ্পকের মতো উৎকৃষ্ট ॥ ২৪ ॥

ইন্দ্রকে উচ্চৈঃশ্রবা দিয়ে ঠকিয়ে সমুদ্র যে অশ্বরত্নটিকে নিজের অধিপতি বরুণের সঙ্গে যুক্ত করেছিল, তিনি আগে বন্ধুত্ব প্রসারিত করার ফলে ভীমকে সেটি অর্পণ করেছিলেন। তিনি এঁকে সেটি দিলেন ॥ ২৫ ॥

যেটি বেগের দৃষ্টির দূরবর্তী পথকে নিকটবর্তী তীরভূমি করেছে, দেখার ইচ্ছার আগ্রহের দাসত্ব এনে দিয়ে যেভাবে আনন্দ পেতে দেয় নি, তেমনি তার ফলেই চোখের কণ্ঠনালীর ধূলিধূসরতা এনে দিয়ে আনন্দ পেতে দেয় নি ॥ ২৬ ॥

স্বর্গপতি ইন্দ্রের আগ্রহ দেখে বিশ্বকর্মা আদরের সঙ্গে সেই ভীমের উদ্দেশ্যে যে অতি উন্নত মণিময় পিকদানি উপহার দিয়েছিলেন, তিনি তা নলকে গ্রহণ করালেন ॥ ২৭ ॥

যেটি পান খাওয়ার বিলাসী নলের মুখের পরিত্যক্ত সুপুরিকণায় ভরে আছে নাকি নেই—তা বহুক্ষণ পর তার অভ্যুদয়শীল সূর্যের মতো সুন্দর, কিরণমণ্ডল থেকে নিশ্চয় হয়েছিল ॥ ২৮ ॥

ভগবান্ ভীমকে অর্চনা করতে করতে মায়াসুর তাঁর নামধারী রাজাকেও যে পূজা নিবেদন করেছিল, গরুড়মণির তৈরি সেই বিশাল আহার পাত্রটি ভীমরাজও নিষধরাজকে দিলেন ॥ ২৯ ॥

ময়ূরেরা সবসময়েই তাঁদের পুচ্ছদেশে এর দ্যুতি ধারণ করে বলে সেখানে সাপের বিষ প্রসারলাভ করে না। যদি সেই ভগবান্ শিব এতে কালকূট গ্রহণ করতেন তাহলে নীলকণ্ঠ হতেন না ॥ ৩০ ॥

ঐরাবতরূপেই মদজলের ছলে সর্বদা বর্ষণরত যে-হাতিটি তিনি তাঁকে দিলেন, সেটি কি ইন্দ্রের ঐরাবত, যে দুর্বাসাকে ক্রুদ্ধ করে তাঁর মালা ফেলে দিয়ে স্বর্গভ্রষ্ট হয়েছিল ? ৩১ ॥

যে নিজের কানদুটির নড়াচড়া দিয়ে বর্ণমালা ছাড়াই দিগ্‌হস্তীদের বলেছিল—গর্বের সঙ্গে আমার সামনে এসো, অথবা ভয়ে দিগন্তেরও পরপারে চলে যাও, প্রাণ বাঁচাও ? ॥ ৩২ ॥

যেটি নিজের যশের জন্যে বীজরূপে দুটি দাঁত এবং শত্রুদের অপযশের জন্যে মদজলের বিন্দুগুলিকে ধারণ করেছিল এবং মদজলের ঘামযুক্ত স্তনের তুল্য কুম্ভাকার অঙ্গবিশিষ্ট মস্তকশোভাকে আনন্দে কান নাড়া দিয়ে সেবা করছিল ? ॥ ৩৩ ॥

চেষ্টা করেও কেউ বিবাহের যৌতুকরূপে তাঁর দেওয়া যানবাহনের সংখ্যা নির্ণয় করতে পারলেন না,—সোনার ব্যাপারেও না, মত্ত হাতির ক্ষেত্রেও না রত্নরাশির ক্ষেত্রেও না ॥ ৩৪ ॥

যে-অগ্নি তাঁদের বিবাহে বিরুদ্ধভাব ধরেছিলেন ও পরে দময়ন্তী সন্তোষবিধানের পর যাঁকে অনুকূল করেছিলেন, তাঁকে নল তারপর সম্মুখে স্থাপন করে সেইসময় প্রদক্ষিণ করলেন (অর্থাৎ ভালোভাবে অনুকূল করলেন) ॥ ৩৫ ॥

তুমি পাথরের মতো স্থির হও - এই মন্ত্রবাক্য তাঁকে আশীর্বাদ জানিয়ে কি লজ্জায় তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হল ? কারণ, মানুষের চালনাতেও পাথর নড়তে পারে, কিন্তু ইন্দ্রও তাঁকে স্থৈর্য থেকে নড়াতে পারেন নি ॥ ৩৬ ॥

তখন পুরোহিত দময়ন্তীর বস্ত্র প্রিয়ের বস্ত্রের সঙ্গে গ্রন্থিবন্ধ করলেন। নল যে ভবিষ্যতে কাপড় ছিঁড়ে চলে যাবেন,—তাঁর থেকে অবিশ্বাস যেন এই সর্বজ্ঞানী বলে দিলেন ॥ ৩৭ ॥

বর তাঁর উন্মুখ ভ্রূ-ভঙ্গিতে নির্দেশ করে দময়ন্তীকে ধ্রুবনক্ষত্র দেখতে বললেন। এটির সূক্ষ্মতা কি দৃষ্টিগোচর হয় না ? তবু শাস্ত্রকথিত গৌরব সত্য ॥ ৩৮ ॥

আগেই হৃদয়ে স্থাপিত রাজার জন্যে স্বর্গপতিকে তৃণের মতো তুচ্ছ করেছেন যে-জন, তাঁর কাছে ছোটো হয়ে গিয়েছেন সতী অরুন্ধতী। 'একে দেখো' বলে বর সেই-বধূকে তা দেখালেন ॥ ৩৯ ॥

খইগুলি তাঁর করপল্লবে থেকে ফুলের রূপ পেল, ইনি ফেলে দিলে মাঝপথে আকাশে বিচরণ করতে করতে নক্ষত্রের শোভা পেল, দেবতাদের মুখস্বরূপ অগ্নিতে দন্তপংক্তির শোভা লাভ করল ॥ ৪০ ॥

তিনি আহুতির যে ধূমপ্রবাহ গ্রহণ করলেন, তা গালে কস্তুরীর শোভা পেল, দুটি চোখের কাজল হল, কানে তমালপাতার রূপ নিল, কপালে চুলের মতো কাজ করল ॥ ৪১ ॥

লজ্জাপ্রাপ্ত সেই দুজনের হাতে ঘর্ম দানের জলের সঙ্গে বারবার মিশে ধুয়ে গেল, চোখেও যে সাত্ত্বিক অশ্রু ঝরছিল ঘন ধোঁয়ার আক্রমণের ফলে তারও সমাধান হল ॥ ৪২ ॥

ভীমরাজ যৌতুকরূপে বহু ধন দিতে থাকলে তাঁর দানশীলতা লক্ষ্য করে সেই সময়ে লোকেরা রোমাঞ্চিত হলেন। তাঁদের মধ্যে সেই দুজনের রোমাঞ্চস্বরূপ মুকুলের শোভা মিশে গেল ॥ ৪৩ ॥

বেদবিহিত ক্রিয়াগুলি পর পর সম্পাদন করার ব্যস্ততা সেই দুজনের স্তম্ভ (অর্থাৎ অনড়ভাব) কাটাতে পারল না। ইন্ধনযোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েও সম্মুখবর্তী আগুন প্রবল কম্পন থামাতে পারল না ॥ ৪৪ ॥

পুলোমের কন্যা শচীকে বিবাহ করতে গেলে শতক্রতু ইন্দ্রের অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি যেমন মহর্ষি বৃহস্পতি করে দিয়েছিলেন, তেমনি দমের ভগ্নী দময়ন্তীর পাণিগ্রহণ করলে তাঁর অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটিগুলি পুরোহিত সুষ্ঠুভাবে করে দিলেন ॥ ৪৫ ॥

মেয়েরা দেখার জন্যে হাজারটা ফুটো করে রেখেছেন, এমন এক কৌতুকগৃহে তিনি গেলেন যেটি সেই জয়শীল নলের অধিষ্ঠান হয়ে সহস্রলোচন ইন্দ্রের দেহের বর্মের সাদৃশ্য লাভ করল ॥ ৪৬ ॥

তিনদিন বর ও বধূ লজ্জার বশে খাওয়ার ইচ্ছা নিঃশেষ করলেন না (অর্থাৎ পেট ভরে খেলেন না), তেমনি পরস্পরের গতিবিধি ভালোভাবে দেখলেন না, বিধি-অনুযায়ী সম্ভোগ ছাড়াই সম্ভোগের ইচ্ছা নিয়ে শুলেন ।। ৪৭ ।।

ভোজবংশীয় বালক (অর্থাৎ রাজপুত্র দম) কোথাও চোখের ইশারা করে বর-যাত্রীদের সঙ্গে নিজের প্রজাদের ঠাট্টা করালেন, কোথাও বা বরযাত্রায় সমাগত ব্যক্তিদের পার্থিব অপ্সরাদের সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়ালেন ।। ৪৮ ।।

তিনি কাউকে বললেন—ভদ্র, এখানে আপনার রুচি অনুসারে কোনো কোনো স্ত্রীলোক 'তেমন'-নামে তরকারি এনে দিক্, জল পান করতে চাইলে আপনাকে জল দিক্, ইচ্ছেমতো ভাত দিক্।

(অন্যদিকে) এখানে কোনো কোনো স্ত্রীলোক শরীরের অঙ্গশোভার বলে যথোচিত-ভাবে আপনার মনোহরণ করুক, আপনি চুম্বনেচ্ছু হলে আপনার মুখে সর্বত্র কামের প্রীতিকর মুখ অর্পণ করুক ॥ ৪৯ ॥

এখানে আপনার মুখে (মুখোমুখি) সে বসুক—এইভাবে প্রার্থনা জানানোয় যিনি অনুমতি দিলেন, তাঁকে একজন চতুরা উপহাস করলেন। কেননা, যে অঙ্গের সাহায্যে বসা হয় তা কোমরের নীচের গোপন জায়গা ; এখন তাকে নিজের মুখ বলে স্পষ্টই মেনে নেওয়া হয়েছে ॥ ৫০ ॥

আপনারা এই দুজন আমার কাছে শ্রেষ্ঠ স্ত্রী—একজন বরযাত্রী এই কথা বললে সেইভাবে প্রশংসিত হয়ে একজন স্ত্রীলোক 'ঐকথা বললে আপনাকে খালি গলায় মানায় না' ; (পরিহাসপক্ষে)—'ঐ কথা বললে কিন্তু আপনাকে ছাগল বলে মনে হচ্ছে না' এই বলে তাঁর গলায় নিজের হার পরালেন ও তারপর টানাটানি করলেন ॥ ৫১ ॥

নলকে যিনি বাতাস করছিলেন, জঙ্ঘার দৈর্ঘ্য পার হতে পারে এমন বেগসম্পন্ন একটি কাঁকড়াকে গোপনে দমের দাসী তাঁর পায়ে ছেড়ে দিলে সেটার ভয়ে কাপড় ছেড়ে ফেলে তিনি লোকের হাসাহাসির কারণ হলেন ॥ ৫২ ॥

একজন চতুরা এমনভাবে ঋষিদের আসনটি দিলেন যাতে লেজুড়টি সামনে থাকে। বরপক্ষের এক ব্রাহ্মণ সরল মনে তাতে বসলেন। নিজের অজ্ঞতার কথা বলে আবার

তাঁকে উঠিয়ে তিনি পিছন দিকে লেজুড় করে সেটি দিলেন ও হাসলেন ॥ ৫৩ ॥

একজন চতুর নিজে কথা বলে বরপক্ষের এক সুন্দরীকে স্থির রেখে তাঁর দুপায়ের মাঝখানে গোপনে অন্যকে দিয়ে আয়না বসালেন ও হাসতে হাসতে তা দেখলেন ॥ ৫৪ ॥

তারপর যাঁদের সুন্দর চোখ কটাক্ষবশে উৎসুক, যাঁরা বিলাস দিয়ে অপরের ধৈর্যের সম্পদ দূর করে দিয়েছেন, বরপক্ষের মনোবিকারের কারণ, কামের সেই শিল্পমূর্তিরা দর্শক লোকজনকে বারবার হাসালেন ॥ ৫৫ ॥

একজন তরুণ হাসলে মুখপদ্মের মৃণাল অর্থাৎ ঘাড় বাঁকিয়ে একজন বালিকা যে হাসলেন, তা তিনি তাঁর হৃদয়ে গেঁথে দিয়ে যেন সম্মুখে বর্তমান নয়, এমন লক্ষ্য ভেদ করার স্বভাব প্রকাশ করলেন ॥ ৫৬ ॥

কর্তব্যকাজ ফেলে রেখে বালিকা যে অন্য-কিছু করলেন, দেখতে চাইলেও যে চোখকে নিবৃত্ত করলেন, তা সেই কামুক সম্বন্ধে তাঁর হৃদয়ের সমস্ত কথাই সূচক হিসাবে নিশ্চয় বলে দিল ॥ ৫৭ ॥

জল দিতে দিতে একজন নারীর মুখ নেমে এলে একজন দুঃসাহসী তা চুম্বন করতে উদ্যোগী হয়ে পায়ে জল পড়তে থাকলেও হাত দিতে বিলম্ব ঘটিয়ে অন্যের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করতে লাগলেন ॥ ৫৮ ॥

এক যুবককে দেখে একজন চতুরা কলাবিদ্যা-নিপুণ সখীর চারিদিকে নিজের দুটি হাতের মৃণাল দিয়ে যে শিথিল পরিধি নির্মাণ করলেন, আশ্চর্য, সেটি তাঁর প্রতি গাঢ় অনুরাগ প্রকাশ করল ॥ ৫৯ ॥

কামের বাণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে স্পষ্ট কম্পন ও রোমাঞ্চযুক্ত অবস্থায় কেউ জলদানরত নতভ্রু এক রমণীর, স্বচ্ছ নখে প্রতিবিম্ব হওয়ার ছলে তাঁর দুটি পায়ের আশ্রয়ে প্রবেশ করলেন ॥ ৬০ ॥

সুভ্রূ রমণী মুখ বাঁকিয়ে যে হাসলেন, লজ্জা করে মাথা নামিয়ে যে থাকলেন, ধীরে ধীরে গদগদভাবে যে কথা বললেন, যুবক তাই তাঁকে লাভ করার নির্দেশক বলে ধরলেন ॥ ৬১ ॥

রমণীকে বাতাস করতে দেখে এক যুবক সাত্ত্বিকভাব প্রাপ্ত হয়ে অত্যন্ত ঘামলেন। মিথ্যা গরমের অভিনয় করে ঘাড় তুলে তিনি লজ্জা কাটিয়ে তাঁর মুখ দেখলেন ॥ ৬২ ॥

তাঁর স্তনের স্পৃষ্টক আলিঙ্গনে সচেষ্ট যে বাহুলতা, তার অস্থির পাতার মতো পাখার বাতাসে সেই যুবক আকুল হয় নলকাঠিগুলির খাঁচায় বন্ধ থাকা পাখির ঘোরাফেরা কাজ লাভ করল ॥ ৬৩ ॥

তা হল কটাক্ষের অবর্ণনীয় ভঙ্গি, তেমনি অবর্ণনীয় কথার ভঙ্গি যা যুবক-যুবতির পরস্পরকে চাওয়ার বিষয়ে দূতের জন্যে অল্প পরিশ্রমও অবশিষ্ট রাখল না ॥ ৬৪ ॥

অনুরাগযুক্ত যুবক মুখের সঙ্গে ঠেকানো এক জলের গণ্ডূষ কিছুক্ষণ পান করলেন না। তাতে সম্মুখে বিলাসরত, কামের ধনুকের মতো ভ্রু-বিশিষ্ট রমণীর প্রতিবিম্বিত মুখ তিনি চুম্বন করলেন ॥ ৬৫ ॥

নীলমণির তৈরি আহারপাত্র দেওয়ায় বরযাত্রীরা খুব রুষ্ট হলে তাঁদের বোঝানো হল যে, আপনাদের বিতরণ করা বাসন শাকভর্তি নয় কিন্তু এটা এইরকম নীলরঙের ॥ ৬৬ ॥

মুচকি হেসে এক যুবক যেন বিনীত হয়ে মুখের দিকে না তাকিয়ে সামনে

স্ফটিকের চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা বধূর দুপায়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন ॥ ৬৭ ॥

সেই লোকেরা সাগ্রহে ভাত খেলেন। তাতে ধোঁয়া উঠছিল, তা ভাঙা নয় গোটা, পরস্পর আলাদা, কোমলভাব হারায় নি, সুস্বাদু, সাদা, সরু ও সুগন্ধযুক্ত ॥ ৬৮ ॥

বয়সে যাঁর পয়োধর সামান্যপুষ্ট, তাঁকে এক সুদর্শন কটাক্ষে দেখতে থাকলে অন্য এক পীনস্তনী রমণী অধিকতর সলজ্জা হয়ে নিজেই বুকের কাপড় ফেলে দিয়ে তুলে ফেললেন ॥ ৬৯ ॥

উৎপত্তি বিষয়ে কামধেনু যার মূল কারণ, যেন তার ফলে যে ঘি সুগন্ধযুক্ত হয়, বধূরা এদের তা পরিবেশন করে পরমান্নকে তার নালার পাড়ের বালুকারাশি করে ফেললেন ॥ ৭০ ॥

মানুষেরা যদিও অমৃত পান করে নি, তবু তার থেকেও স্বাদু বলে সেই ঘৃত সম্বন্ধে অনুমান করা যায়। কেননা যজ্ঞের আগুনে গন্ধ নষ্ট হলেও এর জন্যে অমৃতভোজী দেবতারা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন ॥ ৭১ ॥

'লজ্জায় আমার অস্পষ্ট ইঙ্গিত কি ঐ বালিকা বুঝল না, নাকি বুঝেও গ্রাহ্য করল না?' —যুবকের এই সংশয় সে কিছুদূর গিয়ে পিছন ফিরে অনুরক্ত দৃষ্টির তীর দিয়ে ছিন্ন করল ॥ ৭২ ॥

সেখানে কালো সরষে দেওয়া দই মেশানো তরকারি বেশি কটু হওয়ায় অনুচিতভাবে মাথা ও তালু চুলকে, মাথা নেড়ে মুখে সীৎ-শব্দ করে কে না খেলেন? ৭৩ ॥

বিরহীদের পীড়া দেওয়ার জন্যে যার দীপ্তি কটু হয়ে ওঠে, সেই শীতাংশু চাঁদের সংগৃহীত খণ্ডের মতো তা সাদা ; প্রথমে বন্ধু ও পরে শত্রু খলের মতো তা প্রথমে নরম হয়ে তারপরে জ্বালা দেয় ॥ ৭৪ ॥

নবীন দুই যুবক-যুবতী আপন মনোভাব গোপন করে অস্থানে পরপর চোখ ঘুরিয়ে যেন স্বাভাবিকভাবে পরস্পরের মুখে বার বার কটাক্ষপাত করলেন ॥ ৭৫ ॥

সেই বরযাত্রীরা হরিণের মাংসের তৈরি নরম 'তেমন'[২] খেয়ে বিশেষভাবে মনে করলেন—চাঁদের কোলে যে হরিণ তার মাংস দিয়ে অমৃতস্বরূপ জলের যোগে রান্না করা হয়েছে নাকি? ॥ ৭৬ ॥

পরস্পরের আকৃতির ফলেই দূতের কাজ হয়ে গিয়েছে এমন দুই যুবক-যুবতীর কামসেবার ক্ষণ সম্বন্ধে নির্ধারণ লোকজনের মধ্যে চোখের কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী পলকের সাহায্যেই হয়ে গেল ॥ ৭৭ ॥

একে একে গরম ও ঠাণ্ডা খাবারে হাত রেখে একজন কামুক সম্ভোগের জন্যে দিন বা রাত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, এক চতুরা যেন লজ্জায় তা নিষেধ করে সন্ধ্যার মতো রমণীয় অধরে আঙুল রাখলেন ॥ ৭৮ ॥

একে একে গরম ভাত ও ঠাণ্ডা চিনি স্পর্শ করতে করতে একজন চতুর এক চতুরাকে দেখলে তিনি যেন অনুচিত বিষয়ে চিন্তার ফলে বিস্মিত হয়েছেন এমনভাবে রক্তিম অধরে আঙুল রাখলেন ॥ ৭৯ ॥

কিছুটা ভাত ফেলে রেখে, কিছুটা টেনে এনে হাতের গতিভঙ্গি দিয়ে যে-নারীকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন 'আমি কি আসব, নাকি তুমি আসবে?', তিনি যেন লজ্জায় মুখ নামালেন ॥ ৮০ ॥

বরযাত্রীরা আমিষে যেভাবে নিরামিষ বলে ভুল করলেন এবং নিরামিষে আমিষ বলে ভুল বুঝলেন, সেইভাবে হাসিঠাট্টা করে দক্ষ সূপকারেরা নানা উপাদানে তৈরি বিচিত্র খাবার এঁদের খাওয়ালেন ॥ ৮১ ॥

একজন যুবক তরকারির নরম মাংসের একটি ফালিকে নখ দিয়ে ঠোঁটের মতো করে নিয়ে দাঁতে কাটলেন এবং পরিবেশনরত রমণীর ঠোঁটের দিকে তাকাতে তাকাতে হেসে তার স্বাদের প্রশংসা করলেন ॥ ৮২ ॥

নানা উপকরণযোগে, সেইরকম আকারের ফলে বিশেষ ভাবে কেটে ও পেষাই করে তেমনটি তৈরি হওয়ায়—অসময়ের জিনিসে বিস্ময় সৃষ্টি করল,—এমন বহু ব্যঞ্জন সেই লোকেরা খেলেন ॥ ৮৩ ॥

জলপানে তৃপ্ত হয়ে একজন মুখের দিকে তাকিয়ে এক সরলাকে 'আমি পিপাসু' এই কথা বোঝালে, তিনি আবার হাতে ভৃঙ্গার নিতে মনস্থ করলেন ও সখীদের হাসিতে হঠাৎ নিবৃত্ত হলেন ॥ ৮৪ ॥

পাত্রের মধ্যবর্তী ঘৃত নিতে ইচ্ছুক হয়ে এক যুবক তাতে এক হরিণনয়নার প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করে তার নীবীবন্ধে হাত দিলেন এবং সেই প্রতিবিম্বটি স্পষ্ট রোমাঞ্চযুক্ত হল ॥৮৫॥

লেহন করে খাওয়ার উপযোগী খাবারের তৈলজাত পদার্থে রমণীর যে-প্রতিবিম্ব পড়েছে, কেউ একজন খাওয়ার ছলে হাতের অঙ্গুলিপ্রান্ত দিয়ে বারবার স্পর্শ করে তারপর নিজের মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া পরিষ্কার আঙুলের প্রান্ত দিয়ে তাকে চুম্বন করলেন ॥ ৮৬ ॥

মাছ, হরিণ, ছাগল ও পাখির মাংস দিয়ে যে সুস্বাদু, সুগন্ধযুক্ত 'তেমন' রান্না হল, লোকে তা গুণতেই পারল না, কেমন করে খেতে পারবে ? ॥ ৮৭ ॥

আগে ইঙ্গিতে ও চাটুবাক্যে প্রার্থনা জানিয়ে যিনি ঈষৎ কুঞ্চিত ভ্রূ-বিশিষ্ট নারীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন, তিনি খাওয়ার ছলে মুখে আঙুল দিলে, তাঁকে প্রসন্নমুখে তিনি অনুকম্পা করলেন ॥ ৮৮ ॥

যে-জলকে বাতাস দিয়ে বরফের মতো করা হয়েছিল, শ্রেষ্ঠ অগুরুকাষ্ঠে যা সুবাসিত ছিল, সোনার কলসীতে রাখা সেই-জল সেখানে পান করে প্রতিবার তাঁরা এইভাবে প্রশংসা করলেন—॥ ৮৯ ॥

হে বিধাতা ! তুমি যে অমৃত-নামে জল সৃষ্টি করেছ এবং জীবন-নামে জল করেছ, তা ঠিক। কিন্তু এটিকে অনর্থক সৃষ্টি করেছ। যিনি এটি পান করেন তাঁকে সেইভাবে সর্বতোমুখ করা তোমার উচিত ॥ ৯০ ॥

ভাত থাকা সত্ত্বেও পদ্মকোরকের আকার করে হাত দিয়ে বার বার একজন চাইছেন। 'সখী, তুমি ওঁকে পরিবেশন করো', 'তুমি'—এই ভাবে যেন পরস্পর বিবাদের ফলে দুজনের কেউই ভাত দিলেন না ॥ ৯১ ॥

'এঁর শোভন পয়োধর কত বড়ো' এই ভাবে জল-বিতরণে-রত রমণীর আচ্ছাদিত বুকের দিকে একজন তাকাতে থাকলে, নিশ্চয় মনোভাব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়ে দুটি হাত কলস গ্রহণের ছলে তাঁর উদ্দেশ্যে উত্তর দিল ॥ ৯২ ॥

সেই গৃহে তাঁরা তুষারপ্রবাহ মেশানোর মতো শর্করা, অশ্ববিদ্বেষী ও বহুদিনের প্রসূতি মোষের উষ্ণ দুধ ও অমৃতের হ্রদ থেকে তুলে আনা পাঁকের মতো দই আকণ্ঠ ভোজন করলেন ॥ ৯৩ ॥

মায়াশক্তিমান্ জগৎকর্তা আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল জিহ্বা ধারণ করে মধ্যে মধ্যে ছিদ্রবিন্দু সম্বলিত সেই-দধি সৃষ্টি করতে করতে লক্ষ্য করে এখানে সেখানে স্পষ্টই চুরি করেছিলেন ॥ ৯৪ ॥

'যেটা আমার প্রীতিকর তা দিচ্ছ না। যাতে আগ্রহ নেই, তেমন শর্করাতেও কোনো প্রয়োজন নেই।'—একজন এই কথা বললে তাঁকে বিম্বাধরবিশিষ্ট রমণী মাংসের ছলে বিম্বফল দিলেন, আর তা রুচিকরও হল ॥ ৯৫ ॥

কামুক যে-দুজন সখীকে একসঙ্গে ইঙ্গিত করলেন তাঁদের মধ্যে যিনি পাল্টা ইঙ্গিত দিলেন তাঁকে ছেড়ে যে-চতুরা তাঁকে নিষেধ করলেন ও পাল্টা ইঙ্গিত দিলেন না, তাঁর দ্বারাই সেই মনোভাববিশেষজ্ঞ অনুরঞ্জিত হলেন ॥ ৯৬ ॥

যুবকের ইঙ্গিত লক্ষ্য করে একজন সখীকে বলল—ইনি তোমার একে একে পরিবেশন করার ইচ্ছা সহ্য করতে পারছেন না। এই একান্ত-প্রার্থীকে তুমি ক্রম ভেঙে সেই শ্রেষ্ঠ ব্যঞ্জন দিচ্ছ না কেন ? ॥ ৯৭ ।

মাষকলাইএর ক্ষীরে ফেলা খাবারে শোভিত হয়ে সেই ব্যঞ্জনটি রান্নার প্রভাবে গৈরিক বর্ণ নিয়ে ভক্ষণরত ব্যক্তিদের ভোজনক্রিয়ার সমাপ্তিসূচক গোলাকার অক্ষরের আধারে পরিণত হয়ে, পাতার মধ্যভাগের মতো বিরাজ করতে লাগল ॥ ৯৮ ॥

এক কামুক সামনে পানপাত্রে পৃথিবীর উর্বশী (অর্থাৎ এক অতি সুন্দরী)-র প্রতিবিম্ব কেবল চুম্বনই করলেন না, পানীয় দ্রব্য পান করার ছলে বারবার তাকে চুম্বন করার চুক চুক শব্দও করলেন ॥ ৯৯ ॥

তাঁদের জন্যে মেঘতুল্য পরিবেশনকারী লোকজনেরা শিলাবৃষ্টির মতো কর্পূরের গন্ধযুক্ত নাড়ু বর্ষণ করল। ব্যতিব্যস্ত হাতের অলঙ্কারের রত্নজ্যোতির ফলে তারা ইন্দ্রধনু ধারণ করেছিল ॥ ১০০ ॥

'আমাকে এই সব কত ব্যঞ্জন দিচ্ছেন ?' তৃপ্তিবশতঃ বারবার যাঁরা এই কথা বললেন, সেগুলি গণনা করার জন্যে তাঁদের তারা ছল অবলম্বন করে বহুসংখ্যক খড়ির মতো সেই নাড়ু দিয়ে গেল ॥ ১০১ ॥

চতুর বালিকার ইঙ্গিত গোপন করার কৌশল গূঢ়প্রবন্ধ। তার অর্থ উদ্ঘাটনের কৌশলবিষয়ে এক কামুক নিজের ঔচিত্যপ্রাপ্ত শত শত ইঙ্গিত দিয়ে টীকা রচনা করলেন[৩] ॥ ১০২ ॥

ঘৃতপূর্ণ ভোজনপাত্রে সম্মুখবর্তী রমণীর যে-আকৃতি প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল তার বুকে দুটি নাড়ু রেখে এক যুবক নখ দিয়ে আঁচড় কাটলেন ও পরে নির্দয় ভাবে মর্দন করলেন ॥ ১০৩ ॥

একজন কামুক মুচকি হেসে তাকালে সখী লজ্জায় বিমুখ হলে তাঁর সখী কোথাও থেকে একটি চিনির পুতুল এনে হেসে সেই কামুকের হাতে দিলেন ॥ ১০৪ ॥

অনেক খাওয়ার ফলে আর না পেরে যেহেতু রাশি রাশি ব্যঞ্জন তাঁরা ফেলে রাখলেন, মনে হল সুন্দরী পরিবেশিকাদের দেখে তৃপ্তিলাভ করে এঁরা একেবারে খাননি ॥ ১০৫ ॥

নানা রকম ইঙ্গিতে মনোভাব প্রকাশ করেছেন এমন এক যুবককে যিনি ঔদাসীন্য সত্ত্বেও ব্যথা দিলেন, তাঁর সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে অন্য স্ত্রীলোককে খুশি করতে লাগলে সেই রুষ্ট রমণীই তাঁকে সন্তুষ্ট করলেন ॥ ১০৬ ॥

যাঁরা ভোজ্য গ্রহণ করছিলেন, ভোজনক্রিয়া তাঁদের অনুরাগভাজন প্রেয়সী হল।

দুধ তার স্মিত হাসি, মণ্ডগুলি অলঙ্কার ও বস্ত্র, মাষকলাই-এর তৈরি 'বধক' তার মুখচন্দ্র, মোটা মোটা নাড়ু তার স্তন, ঝরঝরে ভাত তার মুক্তাহার ॥ ১০৭ ॥

একজন যুবক বহুক্ষণ শত শত ইঙ্গিত করে প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন, ক্রুদ্ধ ইঙ্গিতে সেই নারীও বহুক্ষণ তাঁকে নিবৃত্ত করছিলেন। যুবক ধোওয়ার ছলে বহুবার হাত জোড় করলে জলের ধারা কিছুটা কাঁপিয়ে তাকে সিক্ত করলেন ॥ ১০৮ ॥

ভোজনবিষয়ে ছয়রকম রস রসিকলোকের সেইভাবে পরিতুষ্টি বিধান করতে পারল না, যেভাবে যুবতীদের বিলাসজাত অসীম শৃঙ্গার-স্বরূপ সপ্তম রসটি বৃদ্ধি পেয়ে তৃপ্তি দিল[৪] ॥ ১০৯ ॥

তারপর নলের অনুগামীরা মুখে সুপুরি দেওয়ার পর মুখের সুগন্ধ মসলায় তৈরি বিছা দেখে ভয়ে ব্যাকুল অবস্থায় দমের নেওয়া পাতা ফেলে দিয়ে নিজেদের ভুলে সকলকে হাসালেন ॥ ১১০ ॥

'সুন্দর ও অতিসুন্দর আসল ও নকল দুই রত্নরাশির মধ্যে একটি আপনি এখানে নিজে তুলে নিন'—তাঁদের এ কথা বলার পর যিনি শেষেরটি নিতে ইচ্ছুক তাঁকে হাসতে হাসতে বিদর্ভরাজ সেই দুটিই দিয়ে দিলেন ॥ ১১১ ॥

এইভাবে দিনে দুবার নির্দোষ স্বাদু খাবার খেয়ে, রাত্রে ষোড়শী বারাঙ্গনাদের সেবায় সন্তুষ্টি লাভ করে আনন্দে তাঁদের কয়েকটি দিন কাটল ॥ ১১২ ॥

সেই ক্ষীণাঙ্গীকে বিবাহ করে নল বিদর্ভরাজের গৃহে পাঁচছয় রাত্রি বাস করলেন। তারপর এঁকে সঙ্গে নিয়ে বার্ষ্ণেয়-নামে সারথি লাগাম ধরেছেন এমন রথে করে নিষধ-দেশের দিকে প্রস্থান করলেন ॥ ১১৩ ॥

'অন্য লোকের এঁকে স্পর্শ করার অধিকার নেই। প্রিয়া শিশুমাত্র, আর ঐ রথ বিশাল।'—এই বলে তিনি নিজেই দময়ন্তীকে রথে বসিয়ে দিলেন। তাই লোকে দেখলেও একে যেন আলিঙ্গন করলেন না ॥ ১১৪ ॥

ইনি অত্যন্ত কোমল, এঁর দেহ চিক্কণ। যে-প্রিয়ের হাত দুটি পীড়নের ভয় পাচ্ছে, তাঁর থেকে ইনি পিছনে পড়বেন—এইজন্যে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি করে কামদেব তাঁকে ও বধূকে প্রচুর রোমাঞ্চে কণ্টকিত করলেন ॥ ১১৫ ॥

বিনয়বশে যাঁর গুণ লক্ষগুণ হয়েছে, কন্যার সেই স্বামীকে বিদায় জানিয়ে পিতামাতা যেভাবে বিষণ্ণ হয়েছিলেন, আজন্ম নিজেদের অঙ্কে-লালিত কন্যাকে বিদায় জানিয়ে কি সেভাবে বিষণ্ণ হয়েছিলেন? ১১৬ ॥

পিছন পিছন গিয়ে সেই বিদর্ভরাজ আপন সাম্রাজ্যের সীমা থেকে ফেরার সময় প্রিয়কথা বলতে বলতে নমস্কার স্বীকার করে বাতাসকে অনুসরণ করে তীর থেকে ফেরার সময় চঞ্চল জলরাশিময় হ্রদের ঢেউ-এর মতো ফিরে গেলেন ॥ ১১৭ ॥

'মা, পুণ্য তোমার পিতা, সহনশীলতা নিরাপত্তা, মনের সন্তুষ্টি সম্পদ আর নল সর্বস্ব। আজ থেকে আমি আর তোমার কেউ নই।—এই কথা বলে চোখের জল ফেলে তিনি নিজের ঔরসজাত কন্যাকে বিদায় দিলেন ॥ ১১৮ ॥

বাবার কথা মনে পড়তে থাকলে বহুক্ষণ ধরে স্বামী সবচেয়ে প্রিয় আচরণ করে তাঁর দুঃখের উপশম ঘটাচ্ছেন। কিন্তু স্বামীর প্রেমের মহাসমুদ্র সত্ত্বেও তাঁর মায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের সেই বড়বাগ্নি তেমনি থেকে গেল[৫] ॥ ১১৯ ॥

পাদদেশবর্তী আপন উপত্যকার যোগে বহুধাতুশোভিত পর্বতের মতো হরিণের

দৃষ্টি ও হাতির গতির আশ্রয় সেই পদসেবাকারিণীর যোগে সেই রাজা অবর্ণনীয় শোভা লাভ করলেন ॥ ১২০ ॥

চিরপরিণীতা রাজলক্ষ্মী দময়ন্তীর বিষয়ে একনিষ্ঠ রাজার অনুরাগ নিজের দিকে রক্ষা করার জন্যে সপত্নীসুলভ আচরণ ত্যাগ করে দময়ন্তীকে তাঁর সমস্ত আকাঙ্ক্ষা-পূরণের উপায় দিয়ে খুশি করলেন ॥ ১২১ ॥

তারপর নিষধরাজ প্রিয়ার মতো সেই নগরীটি দেখলেন। তার প্রবেশপথ ইন্দ্রনীলমণির মালায় রচিত। যেন তাঁর বিরহে সে চুল ছড়িয়ে রেখেছে। উত্তুঙ্গ সৌধগুলি দিয়ে সে যেন ঘাড় উঁচু করে দেখছিল ॥ ১২২ ॥

'নগর দেখতে কিছুটা আনমনা' এই ভেবে প্রিয়তমের দিকে দময়ন্তী গোপনে যে-কটাক্ষদৃষ্টি পাঠালেন, তা তাঁর হঠাৎ ফিরে-আসা দৃষ্টির সঙ্গে মাঝপথে মিলন লাভ করল ॥ ১২৩ ॥

তারপর ফুলের সৌন্দর্যে রমণীয় হয়ে বসন্ত যেমন ক্রমে ক্রমে উপস্থিত কৌতূহলী ভ্রমরদের সঙ্গে মিলিত হয়, তেমনি স্ত্রীসান্নিধ্যে রমণীয় সেই রাজা নগরে বর্তমান কৌতূহলী অমাত্যবৃন্দের সঙ্গে পথে মিলিত হলেন ॥ ১২৪ ॥

তাঁরা শোনবার আগ্রহে চঞ্চল। তাঁদের নিজের বৃত্তান্ত কিছুটা বলে, তাঁদের কাছে দেশের বৃত্তান্ত কিছু কিছু শুনে তিনি নগরে প্রবেশ করলেন ॥ ১২৫ ॥

তারপর 'জয় হোক' বলে পথে পথে আপন বাহুলতার পুষ্পরাশিতুল্য খই দিয়ে অভ্যর্থনা করতে করতে প্রজাদের কুমারী মেয়েরা অমৃতের জলে জন্মেছে যে-মৃণাল তার মতো কোমলতা ধারণ করে সেই রাজার কাছে গিয়ে নমস্কার জানালো ॥ ১২৬ ॥

নগরীর রমণীরা নবাগতা দময়ন্তীর সৌন্দর্যরাশি দেখতে উৎসুক। তাঁদের মুখরূপ চাঁদের যোগে নগরীর সমস্ত সৌধের উপরতলার উপরে চিলেকোঠাগুলি ক্ষণকাল চন্দ্রশালা' এই নাম স্বার্থক মনে করল ॥ ১২৭ ॥

নগরীর সমস্ত রমণীকুলের চোখ নীলপদ্ম, অত্যন্ত পিপাসায় শুকিয়ে যাওয়ায় তাদের পরাগ উঠে এসেছে। অট্টালিকার গবাক্ষপথে চোখের আলোর মৃণাল দিয়ে তারা নিষধরাজের মুখচন্দ্রের উপস্থিত সৌন্দর্যসুধা পান করল ॥ ১২৮ ॥

রাজার রথের উপর রমণীকুলের বাহুরূপ প্রবাল থেকে যে সুগন্ধযুক্ত খইগুলি খসে পড়ছিল, তার শোভাযুক্ত হয়েছে আকাশচারী দেবতাদের পুষ্পবৃষ্টিগুলি, মাথার উপর তা গ্রহণ করে তিনি (দময়ন্তী) নবনির্মিত ভবনের ভূমিতে প্রবেশ করলেন ॥ ১২৯ ॥

এইভাবে এই দুজনের বিবাহ, এইভাবে একটি যানে যাত্রা ও ভয়মিশ্রিত চকিত সেই কটাক্ষদৃষ্টি কৌতূহলের সঙ্গে আকাশ থেকে দেখে, আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে দেবশ্রেষ্ঠগণ স্বর্গের দিকে যাওয়ার জন্যে যেন চিন্তা করলেন ॥ ১৩০ ॥

কবিশ্রেষ্ঠদের মুকুটের অলঙ্কারের হীরাতুল্য শ্রীহীর ও মামল্লদেবী শ্রীহর্ষ-নামে যে জিতেন্দ্রিয় পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁর রচিত চতুর্দশ বিদ্যায় বিদ্বান্ কাশ্মীর-বাসীদেরও প্রশংসিত নৈষধীয়চরিত-মহাকাব্যে ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত হল ॥ ১৩১ ॥

তারপর পৃথিবীতে ছুটে আসার পরিশ্রমকে প্রায় বিফল করে ফেলে দেবতারা সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো লীলায় যেভাবে এসেছিলেন সেইভাবে ফিরে গেলেন ॥ ১ ॥

চিত্তে বহুকাল ধরে রাখা সত্ত্বেও বিদ্যাকে বিনীত শিষ্যের হাতে দেওয়ার মতো, অন্তরে বহুকাল ধরে রাখা সত্ত্বেও ভীমরাজকন্যাকে সেই রাজার হাতে দিয়ে তাঁরা বিষাদগ্রস্ত হন নি ॥ ২ ॥

সূর্যের উজ্জ্বল প্রতিবিম্বগুলি যেমন স্ফটিক পর্বতের তটগুলিকে আশ্রয় করে, তেমনি তেজঃস্বরূপ দেবতারা দীপ্তিময় রথগুলোকে অবলম্বন করলেন ॥ ৩ ॥

বেগসঞ্জাত বাতাসে সজোরে টেনে নিয়ে এদের রথগুলি বায়ুর চাইতে নিজেদের দ্রুতগতির কথা যেন বলে দিল ॥ ৪ ॥

ক্রমশ অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী হওয়ায় সেগুলোর সূক্ষ্মতা স্পষ্ট দেখা গেল। যেন আটটি গুণের ঐশ্বর্য থেকে পৃথক হয়ে ওঠা অণিমা গুণ ॥ ৫ ॥

কোথাও মেঘের শ্রেণী পতাকার শীর্ষের সঙ্গে সংযোগ লাভ করে বিদ্যুতের সাহায্যে তাঁদের রথে হলুদ পতাকার ভাব বিস্তার করল ॥ ৬ ॥

পথে বার বার যে মেঘশ্রেণীর সঙ্গে মিলন হচ্ছিল স্বর্গাধিপতির রথের সম্পৃক্ত ধনুক তাতে ভূষণ হল ॥ ৭ ॥

মেঘরাশির জলের মধ্যে বজ্রধারীর বজ্রের যে-প্রতিবিম্ব সেই সময় পড়ল, মনে হয়, তার ফলে সেগুলিতে বজ্রকে প্রভুরূপে পাওয়ার ভাব সৃষ্টি হল ॥ ৮ ॥

কোথাও দণ্ডধারী যমের দণ্ড সূর্যকে স্পর্শ করে স্পষ্টতঃ রঘুবংশীয় রাজাদের কুলের রাজচ্ছত্র রচনা করল ॥ ৯ ॥

নল ও ভীমরাজন্যার প্রেমে স্বর্গ বিস্ময়াপন্ন। মাথা নড়বার ফলে তার কান থেকে যে-অলঙ্কার খসে পড়েছে, তারই শোভা ধারণ করল বরুণের পাশ ॥ ১০ ॥

বাতাসের কাঁধে চেপে শিখা নামিয়ে অগ্নি—'ইনি ভীমরাজকন্যাকে লাভ করেছেন'—এই মর্মে দেবতাদের ভ্রম সৃষ্টি করলেন ॥ ১১ ॥

ভীমরাজকন্যার কণ্ঠধ্বনির অভাবে তাঁদের কান সন্তাপগ্রস্ত হলে তার চেয়ে হীন বীণাধ্বনি দিয়ে বাগ্‌দেবী পথে তাদের সুখবিধান করলেন ॥ ১২ ॥

তারপর তাঁরা তরবারির মতো দীপ্তিমান্ জনমণ্ডলীকে এগিয়ে আসতে দেখলেন। এগিয়ে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা করার ইচ্ছায় আকাশ যেন মূর্তি ধরে মিলিত হয়েছে ॥ ১৩ ॥

সেই দেবতারা মদনদেবকে সামনে অগ্রসর হতে দেখলেন। যেন পাশাখেলা-সংক্রান্ত অসংযম শিক্ষা দেওয়ার জন্যে কলি তাঁকে সামনে রেখেছেন ॥ ১৪ ॥

যাঁর সঙ্গীজনেরা অভোগ্য স্ত্রীলোকের জন্যে প্রাণকে তৃণের মতো তুচ্ছ করে, ভয় ও লজ্জাকে তারা পিছনে ফেলেছে, তাদের কুট্টনী (অর্থাৎ পরনারীর সঙ্গে সংযোগ-স্থাপনকারী স্ত্রীলোক) সর্বস্ব ভোগ করে নিয়েছে ॥ ১৫ ॥

তিনি বোধ হয় বুদ্ধদেবের উপর স্পর্ধা জানিয়ে লোকবিজয়ীর ভাব ধরে আছেন, তিনি অশরীরী হয়ে যেন ঈশ্বরকে স্পর্ধা জানিয়ে এই জগতের স্রষ্টার ভাব ধরে আছেন ॥ ১৬ ॥

সমগ্র জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি। তিনি বুঝি তাঁর শত্রুতা স্মরণে রেখে স্ত্রীলোকদের অস্ত্র করে এই জগৎকে আকুল করতে থাকেন ॥ ১৭ ॥

ইন্দ্র প্রভৃতির চোখগুলি নলের সৌন্দর্য পান করেছে। কামদেব তাদের অরুচিরোগ ঘটিয়েছেন। তা দেবতাদের দুই চিকিৎসকেরও চিকিৎসার অযোগ্য ॥ ১৮ ॥

তারপর দেবতারা রক্তবর্ণ ক্রোধকে জানতে পারলেন। এক ক্রোশ জুড়ে তার আক্রোশ ঘোষণা। সে যা তা ছুঁড়ছিল, কাঁপছিল, উঠে পড়ছিল ॥ ১৯ ॥

দন্তাঘাতে অধরের ক্ষতস্থানের রক্তের মতো চোখ যাদের, ভ্রূকুটিস্বরূপ সাপের ফুৎকারের মতো যাদের নিঃশ্বাসের ফুৎকার, তারা তার উপাসনা করে ॥ ২০ ॥

সে কামদেবের বাণের পক্ষেও দুর্লঙ্ঘ্য এমন দুর্গম দুর্বার হৃদয়কে আশ্রয় করে ইন্দ্রসহ ভুবনগুলিকে দগ্ধ করতে চায় ॥ ২১ ॥

সে অত্যন্ত রক্তিমা সৃষ্টি করেও বিরাগ ঘটায়, সে জ্বলতে জ্বলতেও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছাদন করে অন্ধকার উৎপন্ন করে ॥ ২২ ॥

পঞ্চবাণযুক্ত মদনকে জয় করার অসামর্থ্যে ক্রুদ্ধ হচ্ছেন এমন শিবকে জয় করার ফলে সে এই নীতি অবলম্বন করেছে যে, শত্রু অন্যের সঙ্গে যুদ্ধরত থাকলে নিজের বিজয়ের সময় হয় ॥ ২৩ ॥

ধনীর কাছে দুহাত বাড়াচ্ছে, ভয়ে কথা মাঝপথে আটকে গিয়েছে, হাবভাবের সাহায্যে বিকৃত স্বর সূচনা করছে—এমন লোককে সেখানে তাঁরা দেখলেন ॥ ২৪ ॥

তার সেবকেরা সবসময় প্রচুর দীনতা ও তস্করভাবের আশ্রয়, বেশি খাওয়ার ফলে রোগগ্রস্ত এবং ভক্ষণরত মানুষদের দিকে তাদের লোলুপ দৃষ্টি ॥ ২৫ ॥

ধনীদের দানের সময়ে পাত্রের হাতে জল ঢালবার যে প্রতিবন্ধক, হায়, সে নিঃস্ব দশা হওয়ায় আত্মীয়দের দাসের মতো ধনীদের কাছে বিক্রী করে ॥ ২৬ ॥

পাঁচটি মহাপাপের মধ্যে পাঁচটিই ঘটিয়ে সে একটি ও দুটি ঘটাবার কারণ কোপ ও কামকে তৃণ জ্ঞানও করে না ॥ ২৭ ॥

সব ইন্দ্রিয়গুলি আশ্রয় হওয়া সত্ত্বেও জিহ্বার প্রসঙ্গে শিষ্যের স্বার্থে কৌশল বিষয়ে গুরুর ভাব অর্জন করার জন্যে সে বহুভাবে জিহ্বাকে আশ্রয় করে ॥ ২৮ ॥

আহা! তাঁরা মোহকেও দেখতে পেলেন। সে অন্ধ। আত্মীয়দের হিতকর ও সত্যাশ্রয়ী উপদেশ সে গ্রহণ করে না; শূন্যকে অবলম্বন করে ছাড়ে না ॥ ২৯ ॥

তার সেবকেরা মূর্খ। কুটুম্বের কাদায় ডুবে তারা পরের দিন প্রাণবিয়োগ বুঝেও কামের শত্রু শিবকে স্মরণ করে না ॥ ৩০ ॥

যাঁদের আত্মা জ্ঞানের অনির্বাণ প্রদীপে পূর্ণ, সেই পুরুষদের নির্মল অন্তরকে সে কাজলের মতো স্পষ্টত ম্লান করে দেয় ॥ ৩১ ॥

যেমন ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী গৃহীকে অবলম্বন করেন, তেমনি, ক্রোধ, লোভ ও কাম—এই তিনটি তাকে উপজীব্য করে ॥ ৩২ ॥

সে সজাগ ব্যক্তিদেরও ঘুম, সে হল দর্শকদেরও অন্ধত্ব, সে শাস্ত্রজ্ঞান সত্ত্বেও জড়তা, আলো থাকলেও সে অন্ধকার ॥ ৩৩ ॥

তমোগুণের আশ্রয় রুদ্রের হাতে আগেই হত হয়েছে, এমন কুরুসেনাকে জয় করতে গিয়ে অর্জুন যেমন লজ্জা পান নি, তেমনি, সেই তমোগুণের সেবকের জয়-করা জগৎকে জয় করতে গিয়ে কাম লজ্জা পায় নি ॥ ৩৪ ॥

দেবতাদের সঙ্গে অতীত পরিচয়ের ফলে তাদের কাউকে কাউকে চিহ্নিত করা গেল, কাউকে কাউকে করা গেল না। তারা মাথার শিখা পর্যন্ত পাপের পোশাকে শ্যামবর্ণ ॥৩৫॥

উদ্বেল সমুদ্রের মতো সেই সৈন্য কাছে উপস্থিত হলে তাঁরা একজনের কথা শুনতে পেলেন যা কানে কর্কশ শোনায়— ॥ ৩৬ ॥

পাথর ভাসতে থাকার মতো যজ্ঞের ফলবিষয়ে বেদের সত্যতাও অসম্ভব। ওহে বুদ্ধিমানেরা! সে-সম্বন্ধে তোমাদের কী এমন বিশ্বাস যে কামের পথ অবরুদ্ধ করেছ? ॥ ৩৭ ॥

কোনো-এক বোধিসত্ত্ব বেদের মর্ম উদ্‌ঘাটনের জন্যে জন্মেছিলেন।[১] যেহেতু সত্তা-নামক হেতুর সাহায্যে তিনি জগৎকে ক্ষণিক বলেছিলেন[২] ॥ ৩৮ ॥

বৃহস্পতি বলেন—হোম, বেদবিহিত কার্যকলাপ, পাশুপত ব্রত ও ছাইএর তিলক হল প্রজ্ঞার শক্তিতে যারা হীন তাদের জীবিকা[৩] ॥ ৩৯ ॥

যেহেতু পিতামাতার দুই বংশের একে একে শুদ্ধতা হলে শুদ্ধি হয় এবং এইভাবে অনন্ত বংশভেদ তাই দোষবশতঃ নির্দোষ জন্ম কোথায় আছে? ॥ ৪০ ॥

রমণীগোষ্ঠীর সংসর্গে কে পাপে আক্রান্ত না হয়? হায়, মোহবশে এই জগৎ কাম্য ফলের অভাব সত্ত্বেও (ব্রতে) খায় না, স্নান করে ॥ ৪১ ॥

কামান্ধ ভাবের পার্থক্য না থাকলেও যারা ঈর্ষাবশত মেয়েদের আটকে রাখে আর পুরুষদের নিবৃত্ত করে না, কুলের মর্যাদাবিষয়ে দাম্ভিক সেই লোকেদের ধিক্ ॥ ৪২ ॥

পরস্ত্রী থেকে যে নিবৃত্ত থাকা,—এটা হচ্ছে দম্ভ। বজ্রপাণি ইন্দ্র অহল্যার সঙ্গে কামক্রীড়ায় তৎপর হয়ে স্বয়ং তা উপেক্ষা করেছেন ॥ ৪৩ ॥

ওহে ব্রাহ্মণেরা! তোমরা এমন, যাদের পতি চাঁদের গুরুপত্নী সম্ভোগে অত্যন্ত আগ্রহ। (তাই) গুরুপত্নী সম্ভোগে যে পাপ তার কল্পনা ত্যাগ করো ॥ ৪৪ ॥

পাপ থেকে মৃতের তাপ, পুণ্য থেকে আনন্দ—এই হচ্ছে বেদ। দ্রুত প্রত্যক্ষ হচ্ছে এর বিপরীত ভাব। তাহলে সবল ও দুর্বল (কোন্‌টা) তোমরা বলো ॥ ৪৫ ॥

অন্য দেহ লাভ করা সম্বন্ধে সন্দেহ সত্ত্বেও যদি পাপ বর্জনীয় হয়, তাহলে, ওহে বেদপাঠকেরা, হিংসাদোষের সন্দেহ থাকায় যজ্ঞ ছেড়ে দাও ॥ ৪৬ ॥

তোমরা তিনটি বেদ জান। তোমাদের নমস্য ব্যাসও বলেছেন—কামার্ত রমণীর হাত ধরা যুক্তিযুক্ত ॥ ৪৭ ॥

সুকৃতি-বিষয়ে তোমাদের শ্রদ্ধা কেন, স্ত্রীসম্ভোগে তা নেই কেন? পুরুষের সেই-কাজ করা উচিত, যা শেষ হলে আনন্দ বাড়ে ॥ ৪৮ ॥

জোর করে পাপ করো, সে-সব তোমাদের না-করা হিসেবে থাকবে। বলপূর্বক সব কিছু করে ফেলা তো না-করা দোষ—মনু বলেছেন ॥ ৪৯ ॥

ওহে সম্প্রদায়ভুক্তগণ! নিজেদের শাস্ত্রের এই অর্থবিষয়েও সন্দেহশীল থেকো না। যা যা চাও স্বচ্ছন্দে সেই সেই আনন্দ ভোগ করো ॥ ৫০ ॥

বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের অর্থবোধবিষয়ে মহাত্মাদের মতৈক্য কোথাও আছে? ব্যাখ্যা বুদ্ধিবলের উপর নির্ভরশীল। সুখের অভিমুখী সেই ব্যাখ্যা উপেক্ষাযোগ্য নয়[৪] ॥ ৫১ ॥

যে-দেহে আছি বলে জ্ঞান হচ্ছে, তা পুড়িয়ে ফেললে পাপে তোমাদের কী হবে? অন্য কিছু যার সাক্ষী, সেই আত্মাতে ফল হলে আত্মা হওয়ার সুবাদে অন্য কোথাও

কি তা হতে পারে না ? ॥ ৫২ ॥

মৃত ব্যক্তি পূর্বজন্মগুলি স্মরণ করে, মৃত ব্যক্তিতে কর্মফলের পরম্পরা বর্তায়, অন্যদের খাওয়ার ফলে মৃতের তৃপ্তি হয়—এই বজ্জাতির কথায় কাজ নেই ॥ ৫৩ ॥

আশ্চর্য ! যে-লোক 'আমি আছি' এইভাবে দেহকে জানে, 'এটি তুমি নও' এইভাবে তাকে তা ছাড়তে ও অন্য কিছুকে ধরতে প্রেরণা জোগায় অতিধূর্ত বেদ ॥ ৫৪ ॥

উভয়পক্ষে সন্দেহের মধ্যে একটি অবশ্যই হবে। তার মধ্যে কাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রাপ্তি হলে ধূর্তেরা নিজেদের মন্ত্র ইত্যাদিকে তার কারণ বলে, অন্যথা হলে সেগুলোর অঙ্গহানি উল্লেখ করে ॥ ৫৫ ॥

ওহে ভীরু ! সকলের পাপের ফলে অন্তহীন তাপে বেদে প্রতিপাদিত যে একমাত্র আত্মা ডুবে যাচ্ছে, তোমার পাপে তার কী ভারবৃদ্ধি হবে ? ॥ ৫৬ ॥

বৃন্ত থেকে সংগ্রহ করা ফুলে তোমার কী প্রয়োজন ? কারণ কেবল সেখানে তাতে ফল ধরে। যদি পাথরের মাথাতেই তা রাখবার উপযুক্ত হয় তবে নিজের মাথায় রাখো ॥ ৫৭ ॥

স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে ঘৃণাসূচক কথাগুলোকে তৃণের মতো পরিত্যাগ করো। তুমিও সেইরকম হওয়ায় দীর্ঘকাল তোমার লোকঠকানো কেন ? ॥ ৫৮ ॥

ওহে মূর্খেরা ! ব্রহ্মা প্রভৃতিও যা লঙ্ঘন করেন নি, কামদেবের সেই আজ্ঞা পালন করো। বেদও দেবতার আজ্ঞা। সেবিষয়ে বেশি সম্মান কেন ? ॥ ৫৯ ॥

যদি বেদের অংশবিশেষকেও প্রলাপোক্তি বলেই মেনে থাক, তবে কোন্ দুর্ভাগ্যবশে দুঃখকর বিধানগুলোকে তেমন স্বীকার করছ না ? ॥ ৬০ ॥

ওহে মীমাংসায় পরিপক্ব বুদ্ধিমানেরা। তোমরা বেদকে শ্রদ্ধা কর। আবার পরাস্ত হয়ে, হাড়িকাঠে-বাঁধা হাতি দান করতে বলছে—এমন বেদকে নিজেরাই প্রক্ষিপ্ত বল[৫] ॥ ৬১ ॥

কে জানে পরলোকে (সুখ) আছে কিনা—এইভাবে যে বেদ বলেছে, তাকে প্রমাণ ধরে লোকে পরলোক সম্বন্ধে কীভাবে বিশ্বাস করবে ? ॥ ৬২ ॥

ধর্ম অর্জন ও অধর্ম বর্জন করতে পারা যায় না। কৌশলে রাষ্ট্রের দণ্ড আদায়ের প্রয়োজনে সে-সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মনু বৃথাই পণ্ডিতদের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন[৬] ॥ ৬৩ ॥

ব্যাসদেবের কথায় সে-বিষয়ে আস্থা হয়েছে - এইভাবে নিশ্চয় তোমরা যুক্তিবাদী বটে ! তোমরা মাছেরও উপদেশের পাত্র। তোমাদের সঙ্গে, এমন কি মাছেদের সঙ্গে, কে কথা বলবে[৭] ? ॥ ৬৪ ॥

ঐ ব্যাস পাণ্ডবদের চাটুকারিতায় পটু কবি ও পণ্ডিত। তারা নিন্দা করতে থাকলে সে নিন্দা করে নি কি ? তারা প্রশংসা করতে থাকলে সে প্রশংসা করে নি কি ? ॥ ৬৫ ॥

ঐ ব্যাস ভ্রাতৃবধূর প্রতি নাকি কামবশে সমাসক্ত হয় নি। তখন দাসীর সঙ্গে সে যে রত ছিল, তাতেও কি মা আদেশ করেছিলেন[৮] ? ॥ ৬৬ ॥

দেবতা ও ব্রাহ্মণদের লেখা বইগুলো যাদের কাছে তাঁদের সমাদর সম্বন্ধে পথ-নির্দেশ, তারা গোরুকে প্রণাম জানিয়ে তার থেকেও কি নিজেদের স্পষ্টভাবে ছোটো করে নি ? ॥ ৪৭ ॥

যাদের মন শান্ত, তারা যজ্ঞে উন্মুখ হয়ে মরেও সেই স্বর্গলাভ করতে চায় যেখানে, সারবস্তু হল হরিণনয়না অপ্সরা। তারা ঠিকভাবেই কামুকতা ছাড়ে নি ॥ ৪৮ ॥

ওহে প্রকৃষ্ট অজ্ঞের দল ! শাস্তি আবার কী ? প্রেয়সীর প্রীতি উৎপাদনের জন্যে পরিশ্রম করো। ভস্মীভূত জীবের পুনরাগমন কীভাবে হবে ? ॥ ৬৯ ॥

'অপবর্গে তৃতীয়া' এইভাবে যিনি বলছেন, সেই পাণিনি মুনিরও অভিপ্রায় হল—স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই ব্যক্তির (অথবা ধর্ম ও অর্থ এই দুই বিষয়ের) কামে আসক্ত থাকা উচিত। (পাণিনি সূত্রের প্রকৃত অর্থ—ফলপ্রাপ্তি বোঝালে ব্যাপ্তি অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। কদর্থ করা হচ্ছে—মোক্ষ বিষয়ে তৃতীয় অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ ভিন্ন নপুংসক নিযুক্ত থাকবে অথবা মোক্ষবিষয়ে তৃতীয় পুরুষার্থ অর্থাৎ কামই উপযোগী) ॥ ৭০ ॥

ঊর্ধ্বলোকে যাওয়ার জন্যে (গঙ্গায়) ডুব দিয়ে লোকেরা—সামনে যুদ্ধ করতে গিয়ে পিছিয়ে যায়, এমন ভেড়ার সাদৃশ্য লাভ করে ॥ ৭১ ॥

এই পাপে তির্যক প্রাণী হবে—ইত্যাদি কী বিভীষিকা ! নিজের সুখের উপকরণে ঢোঁড়া সাপও রাজার মতো সুখী ॥ ৭২ ॥

নিহত হয়ে যদি কেউ স্বর্গে খেলা করে, তবে দৈত্যদের শত্রু বিষ্ণুর হাতে সেইভাবেই নিহত হয়ে সেই দৈত্যগুলো সেখানেও তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করুক ! ॥ ৭৩ ॥

সংসারদশায় (জীব) নিজে ও ব্রহ্ম আছে, কিন্তু মুক্তিদশায় কেবল ব্রহ্ম—এই হল বেদবাদীদের নিজের উচ্ছেদ নামক মুক্তি সম্পর্কে উক্তির বাহাদুরি[৮] ॥ ৭৪ ॥

চেতনদের পাষাণত্বলাভরূপে মুক্তির জন্যে যে-শাস্ত্র রচনা করেছে, সেই গোতমকে বিচার করে যেভাবে জানছ, সে ঠিক তাই[৯] ॥ ৭৫ ॥

হরি হর প্রভৃতির পত্নীরা নিরন্তর তাঁদের সম্বন্ধে মনোনিবেশ করেও কেন মুক্ত নয় ? কেন তারা কামের কারাগারে থাকে ? ॥ ৭৬ ॥

যদি কৃপালু, সত্যবাক্, সর্বজ্ঞ দেবতা থেকে থাকেন, তাহলে কেবল বাক্যব্যয় করে আমাদের মতো প্রার্থীদের কৃতার্থ করেন না কেন ? ॥ ৭৭ ॥

অন্যেরা কারণবশে আমাদের শত্রু হয়। সংসারীদের আপন কর্মজনিত দুঃখও ঘটতে প্রবর্তনা দিয়ে ঈশ্বর অকারণে আমাদের শত্রু হয়ে পড়বেন ॥ ৭৮ ॥

যেহেতু যুক্তির অপ্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে সাদৃশ্য আছে, তাই পরস্পরের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে এমন কোন্ মতগুলি সৎপ্রতিপক্ষদোষে দুষ্ট (অর্থাৎ বিরুদ্ধ যুক্তির মুখোমুখি) হয়ে প্রামাণ্যহীন হবে না ? ॥ ৭৯ ॥

যে ক্রোধী তপস্বীরা অন্যদের ক্রোধের অভাব বিষয়ে শিক্ষা দেয়, তারা নির্ধন হওয়ায় ধনের জন্যেই ধাতুবিষয়ক কথার উপদেশ দেয় ॥ ৮০ ॥

তোমরা কেন ধন দাও ? এই হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী যে দাতা নয় তার উপর সন্তুষ্ট। মূর্খ বলি সব ধন দান করে বন্ধন লাভ করেছিল[১০] ॥ ৮১ ॥

এইসব লোক ধনীকে দোহন করে, মনে মনে তার অপকারও করে। লোভের চাঞ্চল্য ত্যাগ করে যদি কেউ উদাসীন থাকে, তো দুএকজন ॥ ৮২ ॥

চুরি না করা দৈন্যের আয়ু বাড়ায়। না খাওয়া হল জঠরকে বঞ্চনা করা। সুখের একমাত্র অংকুর যে-স্বেচ্ছাচার তাই অবলম্বন করো ॥ ৮৩ ॥

এই কুকথা শুনে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হলেন ও উচ্চকণ্ঠে বললেন—ধর্মের মর্মচ্ছেদ করছে, এই ব্যক্তি কে, এই ব্যক্তি কে ? ॥ ৮৪ ॥

আমি পাকাসুরের শাস্তিদাতা। বজ্রের দীপ্তিতে আমার বাহু স্ফুরিত হয়। বেদ

যাদের চক্ষু সেই তিন ভুবনকে আমি শাসন করছি, তবুও কে এভাবে কথা বলছে ? ॥ ৮৫ ॥

ওহে ! বর্ণসঙ্কর না হলে জাতিলোপ হয় না, বা অন্যভাবে হলে অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর হলে জাতিলোপ হয় না—এ বিষয়ের পরীক্ষায় ব্রহ্মঘাতী প্রভৃতি কথার পরাজয় প্রমাণ করে দাও ॥ ৮৬ ॥

প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণী প্রভৃতি রমণীর সম্ভোগকারী পুরুষ যে দিব্যি করে জয়ী হয় না, তা সমস্ত বর্ণসমূহের বিশুদ্ধির কথা বলে দেয় ॥ ৮৭ ॥

ধিক্ ! বেদবিহিত জলপরীক্ষা, অগ্নিপরীক্ষা ইত্যাদির সঙ্গে মিলে গেলেও তা তোমার বুদ্ধির নাস্তিক ভাবকে গলা ধাক্কা দেয় না ॥ ৮৮ ॥

ওহে নাস্তিকেরা ! স্বামীর সঙ্গে সঙ্গম ইত্যাদি সত্ত্বেও গর্ভাধান ইত্যাদি অনিশ্চিত হওয়ায় যে-অদৃষ্টকর্মের অনুমান হয়, তা কি তোমাদের মর্মভেদ করে না[10] ? ॥ ৮৯ ॥

কোনো ব্যক্তির উপর আবেশ ঘটিয়ে প্রেত গয়াতে নিজের শ্রাদ্ধ প্রার্থনা করে। নানা দেশের লোক এসব কথার সাক্ষী। তা বিশ্বাস কর না কেন ? ॥ ৯০ ॥

যমদূত নিয়ে যাওয়ার পর নামের ভুল হওয়ায় আবার যাঁরা ফিরে আসেন, তাঁদের পরলোক সংক্রান্ত কথা (শাস্ত্রের সঙ্গে) মেলে। তা বিশ্বাস কর না কেন ? ॥ ৯ ॥

অগ্নি ক্রোধে জ্বলে উঠলেন এবং তাকে নিন্দা করতে করতে বললেন—আমাদের সামনে নির্ভয়ে কী বলছ হে, কী বলছ ? ॥ ৯২ ॥

ওহে, ক্ষণমাত্র না খেলে বিহ্বল হয়ে-পড়া মানুষ হয়েও মহাপরাক-নামে ব্রত[11] অবলম্বন করে একমাত্র বৈদিক ধর্মের বলে বেঁচে থাকেন যাঁরা, তাঁদের কথা ভেবে বিস্মিত হও না কি ? ৯৩ ॥

পুত্রেষ্টি,[12] শ্যেনযাগ, কারীরীষ্টি ইত্যাদি যজ্ঞের ফল প্রত্যক্ষ, তা ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের সন্দেহরূপ 'মন্দেহ' রাক্ষসদের[12] জয় করার জন্যে কি সূর্য হয় না ? ৯৪ ॥

তারপর ধর্মরাজ যম যেন মর্মাহত হয়ে দণ্ডতাড়নার সাহায্যে আকাশকে স্ফুলিঙ্গ-সমাকীর্ণ করে বাক্যপরম্পরা নির্মাণ করলেন (অর্থাৎ বললেন)—॥ ৯৫ ॥

ওহে দাঁড়াও দাঁড়াও। তুমি শঠ, সভার মধ্যে প্রতিকূল পাঠ্য পড়ছ। এই আমি সবলে তোমার গলা ও ঠোঁট ভোঁতা করে দিচ্ছি ॥ ৯৬ ॥

ওহে লোকায়ত ! বেদগুলি ও তাদের অনুসরণকারী শত শত মতে স্থির হয়েছে এমন পরলোককে কেবল তোমার কথায় কে ছেড়ে দেবে ? ৯৭ ॥

ইহলোকে সমান জ্ঞানী পথিকদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক ও বহুসংখ্যকের মতভেদ হলে যে-পথে যাও, পরলোকবিষয়ে সেই পথে যাচ্ছ না কেন ? ৯৮ ॥

নিজের মেয়েকে অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে লোকে সকলের অনুমোদন দেখে। (তাই) পরলোকবিষয়ে কোন্ লোকের মন নিঃসন্দেহ হবে না ? ৯৯ ॥

কোনো-একটি মত সত্য হলে সব মত যারা পরিত্যাগ করে তারা পরাজিত। সেই (সত্য মতের) দৃষ্টান্তে ব্যর্থতা শুধু অন্য-কারণঘটিত বা কথার কথা। আর অনর্থ ধর্মঘটিত নয় ॥ ১০০ ॥

বেদবিহিত ধর্মেই কোথাও মতভেদের অভাববশতঃ কোথাও অন্যথা করলে পতিত হওয়ার আশঙ্কায় সকলকে স্থির হতে হবে। অবশিষ্ট স্থলেও সেই বেদবচন থেকেই (স্থিতিরও) প্রমাণ হবে ॥ ১০১ ॥

ক্রোধে রক্তবর্ণ বরুণ নিষ্করুণভাবে বললেন—ওহে নিন্দিত পাষণ্ড! আমাদের প্রচণ্ড পাশকে কি ভয় পাও না? ১০২ ॥

ওহে মূর্খেরা! মানুষের পক্ষে যার নির্মাণ অসাধ্য, যার গর্ভে কচ্ছপ ইত্যাদি চিহ্ন আছে, সেই (শালগ্রাম) শিলা ঈশ্বরমার্গে তোমাদের শ্রদ্ধা জাগায় না কীজন্যে? ১০৩ ॥

ওহে নাস্তিকেরা! (ইন্দ্র) শতক্রতু, (বৈশ্য বিষ্ণুর) উরুজাত—ইত্যাদি আখ্যার বিশেষ প্রসিদ্ধি বৈদিক বৃত্তান্তের সঙ্গে মিলে যাওয়ার ফলে তোমাদের চমৎকৃত করে নি কেন? ১০৪ ॥

সেই সেই লোকের উপর আবেশ ঘটিয়ে গয়ায় শ্রাদ্ধ ইত্যাদি প্রার্থনা করছে এমন প্রেতকে দেখেও তোমরা কেন বেদকে শ্রদ্ধা কর না? ১০৫ ॥

নামের ভুলে যমের কাছে আনার পর যে-প্রাণীরা স্বদেহ ফিরে পেয়েছে, তাদের ইতিবাচক কথা বলতে দেখে বেদকে পরিত্যাগ করো না ॥ ১০৬ ॥

ইন্দ্র প্রভৃতির ক্রোধের ফলে স্তম্ভিত হয়ে পড়ছে যে (কলি-)সেনা, তার থেকে তখন কোনো-একজন পৃথক্ হয়ে মাথায় হাত জোড় করে দেবতাদের এইভাবে বলল — ॥ ১০৭ ॥

হে স্বর্গপতিগণ! এই পরাধীন ব্যক্তি অপরাধী নয়। আমি কলি-নামক কালের চারণ, তাঁর চাটুকারিতায় আমার মুখ বাচাল ॥ ১০৮ ॥

সে এইকথা বলতে বলতেই দেবতারা রথের আশ্রয়ে কলিকে ও দ্বিতীয়জন দ্বাপরকে সামনে দেখতে পেলেন ॥১০৯ ॥

নরকস্থ পুরুষের মতো সে সেই সেই পাপে পরিবেষ্টিত হয়ে ঘাড় উঁচু করে সৌন্দর্যের বাহুল্যে অদ্ভুত সেই দেবতাদের দেখল ॥ ১১০ ॥

আগে প্রভূত অবজ্ঞায় পরিপূর্ণ থাকলেও সে ত্রিশঙ্কুর[১২] মতো যেন ইন্দ্রের তেজে আক্রান্ত হয়ে মাথা নত করল ॥ ১১১ ॥

মাতাল চণ্ডাল যেমন তাকে দেখতে বিমুখ ব্রাহ্মণদের কাছে যায় তেমনি এই মদমত্ত অবহেলাভরে তাঁদের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল— ॥ ১১২ ॥

ওহে বাস্তুপতি ইন্দ্র! তোমার ক্লেশ নেই তো? বন্ধু যম! ভালো আছ? পাশধারী বরুণ! তোমার সুখ তো? ॥ ১১৩ ॥

ভীমরাজকন্যাকে বরণ করার জন্যে তাড়াতাড়ি স্বয়ংবর অনুষ্ঠানে যাচ্ছি। তাই আমাদের এমন পথের নির্দেশ দাও, যা সেদিকে সোজা ধাবিত হচ্ছে ॥ ১১৪ ॥

তাঁরা এর সেই অকারণ অত্যধিক অহঙ্কার অবজ্ঞা করে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে হেসে বহুক্ষণ পর একে বললেন – ॥ ১১৫ ॥

এমন কথা আর বোলো না, বোলো না। পরমস্থানের বাসিন্দা ব্রহ্মা যে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীকে সৃষ্টি করেছেন, সে কীভাবে বিবাহ করবে? ১১৬ ॥

ব্রহ্মা তোমাকে ব্রতচ্যুত শুনে (গুরু-) দ্রোহী জানবেন। এমনকি তোমার লোকজনদেরও বিধাতার মর্যাদা লঙ্ঘন করা উচিত নয়। তোমারও কি তাই নয়? (অথবা, তোমার লোকজনেরাও বিধাতার মর্যাদা লঙ্ঘন করে, তুমি কেন করবে না?) ॥ ১১৭ ॥

সে-ঘটনা ঘটে গেছে। তা তিন ভুবনের যুবকদের গর্ব দূর করে দেয়। আমরা

সেই-স্বয়ংবর থেকেই আসছি ॥ ১১৮ ॥

নাগেরা অনুরক্ত হলেও, স্বর্গবাসীরা দেখতে থাকলেও, সেই ভীমরাজকন্যা একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ-রাজাকে বররূপে বরণ করেছেন ॥ ১১৯ ॥

ভীমরাজকন্যা নাগশ্রেষ্ঠদের অসুন্দর. অন্য মানুষদের বানর, দেবতাদের নীচ ও নলকে গুণে উজ্জ্বল জেনেছেন ॥ ১২০ ॥

এই কথা শুনে চরম ক্রোধে অন্ধ হয়ে সেই শেষ যুগ অর্থাৎ কলি জগৎ সংহারের রাত্রিকালীন রুদ্রের মুদ্রা অবলম্বন করে তাঁদের ঐ সব কথা বললেন— ॥ ১২১ ॥

ব্রহ্মা কোনো একজন রমণীর সঙ্গে ক্রীড়ামত্ত হোন্, তোমরা নিজেরা স্বর্গের স্ত্রীলোকদের নিয়ে খেলা করো। কিন্তু কলি ব্রহ্মচর্য পালন করুক, অথবা তোমাদের অত্যধিক সুখের জন্যে মরুক ॥ ১২২ ॥

তোমরা পরকে ধর্ম উপদেশ দাও, নিজেরা সেই নিষিদ্ধ কাজ কর। এ তোমাদের কী আচরণ, যা শুনতে কানদুটো ভয় পায় ? ১২৩ ॥

ঐ-স্বয়ংবরে নিষধরাজ জগতের সেই-শ্রীকে লাভ করেছে, আর তোমরা জগতের হ্রী অর্থাৎ লজ্জা লাভ করেছ। লাভ তোমাদের সমানই মনে হচ্ছে ! ১২৪ ॥

দূর থেকে আমাদের দেখে তোমাদের এই মুখবাঁকানো যুক্তিযুক্তই বটে। লজ্জাতেই তোমরা আমাদের মুখ দেখতে অপারগ ॥ ১২৫ ॥

ওহে, তোমরা বসে থেকে কীভাবে দেখলে ? তা অনুচিত হয়েছে। সেই দুষ্টা (ভৈমী) জ্বলন্ত ক্রোধের চোখে ভস্মসাৎ হল না কেন ? ১২৬ ॥

আশ্চর্য ! মহৎকে কামনা করে সে মহাবংশজাতদের অনাদর করে তরলমতি নলকে কীভাবে গ্রহণ করল ? ১২৭ ॥

তোমাদের মতো দিক্‌পতিরা যে-হরিণলোচনাকে কামনা করে, তাকে বিবাহ করে তৃণের তুল্য নল (তোমাদের) অবজ্ঞা করেছে। কীভাবে তাকে সহ্য করেছ ? ১২৮ ॥

এই দারুণ অগ্নি কাষ্ঠ আশ্রয় করে সাক্ষী হয়েও কি সেই বিবাহে কূটসাক্ষীর[১৩] কাজ করে নি ? ১২৯ ॥

আশ্চর্য ! তোমরা তেজস্বী, তোমাদেরও ক্ষমা সুধাদ্যুতিময় দেবতা চাঁদের মতো এই কলঙ্কের জনক হয়েছে ॥ ১৩০ ॥

সে যাকে বরণ করেছে. তাকে ছেড়ে দিয়ে তোমরা আমার দিকে ঈর্ষাপরায়ণ হচ্ছ কেন ? বলো—সেই অপরাধীর কাছ থেকে ছলনা করে আজই তাকে ছিনিয়ে আনছি ॥ ১৩১ ॥

আমার সহযোগিতা করার চেষ্টা করো। দ্রৌপদীকে পাঁচজন পাণ্ডবের[১৪] মতো তাকেও আমরা পাঁচজন ভাগ করেই ভোগ করব ॥ ১৩২ ॥

তারপর মুখরের সেই মুর্খতা সহ্য করতে না পেরে দেবী ভারতী সারগর্ভ তীব্র বাক্য দিয়ে শরাঘাত করলেন— ॥ ১৩৩ ॥

এঁরা এই নলের উদ্দেশ্যে কীর্তি, ভীমরাজকন্যা ও বর দান করার জন্যেই গিয়েছিলেন। অদূরদর্শী ধীর ব্যক্তিদের চাতুরী জানতে পারে না ॥ ১৩৪ ॥

জিহ্বার জড়তা নিয়ে কলি সেই বাগ্মী দেবীর প্রত্যুত্তর দিতে অক্ষম হয়ে তাঁকে বিলাসের ছলে অবজ্ঞা করে দেবতাদের বলল— ॥ ১৩৫ ॥

সম্প্রতি আমরাও তার সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেছি। আর সেই নল-সম্বন্ধে

আমাদের করুণার লেশমাত্রও নেই ॥ ১৩৬ ॥

যেহেতু তখন সেখানে ছিলাম না, তাই অতীত ঘটনায় কী করব ? তবে এখন আমাদের কালোচিত আলোচনা শোনো— ॥ ১৩৭ ॥

ওহে বিজ্ঞেরা ! আমি কলি, নলের বিষয়ে আমার এই প্রতিজ্ঞা জেনে রাখো। তাকে ভীমরাজকন্যা ও রাজ্য ত্যাগ করাব, তাকে জয় করব ॥ ১৩৮ ॥

কী আনন্দ ! যার তেজ প্রচণ্ডতায় মণ্ডিত, সেই সূর্যের কুমুদের সঙ্গে বিরোধের মতো, নিষধরাজের সঙ্গে আমার বিরোধকে জগৎ খ্যাপন করুক ॥ ১৩৯ ॥

দ্বাপর সাধু সাধু বলে তার বিকারকে উদ্দীপিত করল। তখন নমুচিসূদন ইন্দ্র কানে হাত রেখে বললেন— ॥ ১৪০ ॥

তোমার বুদ্ধি বিস্ময়কর। আমাদের মধ্যে সলজ্জভাব সঠিকভাবে লক্ষ্য করেছ। মহৎকে যে অল্প কিছু দেয় তা (দাতার) নিজের লজ্জা ঘটায় ॥ ১৪১ ॥

যার একশ ভাগের এক ভাগ ও কর্মফলের ঊর্ধ্বসীমা চতুর্বর্গ দিতে পারে আমাদের বিষয়ে নলের সেই-ভক্তি নিষ্ফল হয়ে গেল ॥ ১৪২ ॥

ওহে কলি ! নল সম্বন্ধে তোমার উদ্যোগ ভব্যরূপে যথার্থভাবে স্বীকৃত নয়। নিষধরাজ্যের এই চন্দ্র লোকপালকদের মতো বিশেষভাবে শোভাময় ॥ ১৪৩ ॥

সেই-রাজার মধ্যে আমরা কলির সুযোগ দেখি না, যাবতীয় ধর্ম অর্জিত হওয়ায়, তাঁর মধ্যে দ্বাপরের আবির্ভাবও নেই ॥ ১৪৪ ॥

ভীমরাজকন্যা বিনীততমা। হায় ! সে কেন অহেতুক অনর্থের মনোযোগী তোমার মতো লোকের অত্যাচারের পাত্র হবে ? এ যেন বিপর্যয়জ্ঞানের বাধযোগ্য যথার্থজ্ঞান[১১] ॥ ১৪৫ ॥

সেই (নল) ও সেই (ভৈমীকে) সত্যযুগ বা ত্রেতা স্পর্ধা করতে পারে। প্রধান ও প্রসিদ্ধ ধার্মিককে তোমরা দুজন কলি ও দ্বাপর (স্পর্ধা করতে) পার না ॥ ১৪৬ ॥

'অবশ্য করব' এই কথা বলে ভবিষ্যতে করলেও তুমি দোষী হচ্ছ। কারণ, কাজের দৃষ্ট ও অদৃষ্ট হেতুগলো তোমার আয়ত্ত নয় ॥ ১৪৭ ॥

মোহবশে যে তাঁর অপকার করবে, সে অচিরেই সেই অন্যায়ের ফলে সেই পাপজনিত দুঃখ পাবে ॥ ১৪৮ ॥

ওহে যুগশেষ (অর্থাৎ) কলি ! তাঁর সম্বন্ধে তোমার এই বিদ্বেষ সমুচিত নয়। বীরসেনের পুত্রের সঙ্গে এই শত্রুতা তোমার পক্ষে হিতকর হবে না ॥ ১৪৯ ॥

'সেখানে যাব' এই বর্তমান রজোগুণজনিত অসৎ জ্ঞান ত্যাগ করো। কারণ, সেই রাজসভায় গিয়ে পরিহাসের পাত্র হবে না ! ॥ ১৫০ ॥

'ষন্নাম্' পদে উচ্চারিত অসংযুক্ত বর্ণগুলোর মধ্যে ডকারের মতো নল ও ভৈমীর মধ্যে গিয়ে তুমি সহসা প্রবেশ করতে পারবে না ॥ ১৫১ ॥ (ষষ্ + নাম্ = ষড্‌নাম্ = ষড্‌ণাম্ = ষন্নাম্)

অন্য দিক্‌পালগণও ইন্দ্রের এই কথা অনুমোদন করলেন। কিন্তু যুগদুটি তা মানল না ॥ ১৫২ ॥

কলির উদ্দেশ্যে দেবতারা এবং দেবতাদের এক-এক জনের উদ্দেশ্যে কলি পরস্পর সমান কথায় উপহাসযুক্ত কলহ এইভাবে রচনা করলেন— ॥ ১৫৩ ॥

(ইন্দ্র কলিকে)—তিনি নলকে বরণ করায় তোমার না যাওয়াই উচিত। এই

উৎকৃষ্ট বেগবান্ শীঘ্রগামী রথের কী প্রয়োজন ?

(কলি ইন্দ্রকে)—সে নলকে বরণ করায় (স্বর্গের দিকে) তোমার না যাওয়াই উচিত। এই সম্মানহীন উদ্বেগকে আবরণযুক্ত করার কী দরকার ? ১৫৪ ॥

(অগ্নি কলিকে)—যাঁকে বরণ করতে যাচ্ছ, তিনি আগেই অন্যকে বরণ করায় তোমার এই কাজ হাস্যকর ও লজ্জাজনক।

(কলি অগ্নিকে)—যাকে বরণ করার জন্যে আগে গিয়েছিলে, সে তোমার সামনেই অন্যকে বরণ করায় (তোমার) এই মুখ উপহাসযোগ্য ও লজ্জাস্পদ হয়েছে ॥ ১৫৫ ॥

(যম কলিকে)—যাঁর জন্যে যাচ্ছ, তিনি অন্যজনকে পতিত্বে বরণ করায় তোমার কোপ শান্ত হওয়া উচিত। অক্ষমের ক্রোধ বৃথা।

(কলি যমকে)—যার জন্যে গিয়েছিলে সে অন্যকে পতিত্বে বরণ করায় তোমার চেয়ে হীন অন্য কে আছে ? অক্ষমের ক্রোধ বৃথা ॥ ১৫৬ ॥

(বরুণ কলিকে)—দেহের শোভায় (!) কামদেবকে জয় করে বড়ো ঘোড়ার রথে যোজনের পর যোজন যাচ্ছ। তুমি মূর্খ। ওহে নীচ! অন্যজন পতিত্বে বৃত হওয়ায় এবিষয়ে কি তোমার লজ্জা নেই ?

(কলি বরুণকে)—ওহে নির্লজ্জ দেবতা! দেহশোভায় লোকদের অনুরঞ্জিত করে যে তুমি বড়ো ঘোড়ার বিমানে (অথবা বড় ঘোড়ায়) সেখানে গিয়েছিলে, অন্যজন বৃত হওয়ায় তোমার কি লজ্জা নেই ? ১৫৭ ॥

তৃতীয় ও চতুর্থ যুগের অর্থাৎ দ্বাপর ও কলির যুগলের নলকে পীড়নের ইচ্ছা নিবৃত্ত হয় নি বুঝে দেবতারা স্বর্গে যাওয়ার দিকে মন দিলেন ॥ ১৫৮ ॥

একমাত্র দ্বাপরকে সঙ্গী করে ঈর্ষাকাতর কলি আগ্রহী হয়ে নলকে অবশ্যই নিগৃহীত করবে, এমন যাত্রা শুরু করল ॥ ১৫৯ ॥

নলের যাগযজ্ঞ ও পুষ্করিণীখনন ইত্যাদি কর্ম সম্পূর্ণ থাকায় নিষধদেশ দুর্গম ছিল। সেখানে যাওয়ার ব্যাপারে তাকে নিষেধ করতে বিঘ্নের ঘনঘটা হল ॥ ১৬০ ॥

গ্রহণযোগে রাহু যেমন নির্মল চন্দ্রমণ্ডলকে ম্লান করার জন্যে (প্রবেশ করে), তেমনি নিষধরাজের নিষ্পাপ রাজাকে ম্লান করার জন্যে পাপ কলি সহসা উপস্থিত হল ॥ ১৬১ ॥

অহঙ্কারী কলিকাল কিছুকালের মধ্যেই দময়ন্তীর স্বামী নলরাজার রাজধানীকে খুঁজে পেল ॥ ১৬২ ॥

সেখানে যাঁরা বেদ উদ্ধৃত করছেন, তাঁদের মুখ থেকে (বৈদিক) পদ শুনে কলিকাল পা বাড়াতে পারল না ॥ ১৬৩ ॥

বেদপড়ুয়াদের মুখ থেকে সেই নগরে ক্রমপাঠ[২৫] শুনতে শুনতে তার পদক্ষেপের ক্রম অত্যন্ত সংকুচিত হল ॥ ১৬৪ ॥

বেদপড়ুয়াদের কণ্ঠ থেকে যতক্ষণ সংহিতা শোনা যায় নি, ততক্ষণ পর্যন্ত সে দুটি পায়ে সত্বর গতি যোজনা করেছিল ॥ ১৬৫ ॥

হোমের ঘৃতগন্ধে তার নাক যেন মরে গেল। তেমনি যজ্ঞের ধোঁয়ায় পীড়িত হয়ে সে চোখদুটি খোলে নি ॥ ১৬৬ ॥

গৃহস্থদের অঙ্গন অতিথিদের পাদ্যার্ঘ্যের জলে তার কাছে অত্যন্ত পিছল হওয়ায় সেখানে সেই খল পিছলে পড়ে গেল ॥ ১৬৭ ॥

যজ্ঞের আগুনের তীব্র তাপে সে পুটপাক পেয়ে গেল অর্থাৎ ঢাকা দেওয়া হাঁড়ির ভিতর যেন সিদ্ধ হল। আর পুষ্করিণী ইত্যাদির ঢেউ এর দোলার বাতাসে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন ছিন্ন হল ॥ ১৬৮ ॥

এখানে ঘরে ঘরে পিতৃতর্পণরত নানা বর্ণের মানুষ কালো তিল ছড়াচ্ছিলেন। তা থেকে সে যেন যমের মতো ভয় পেল ॥ ১৬৯ ॥

সেখানে যাঁরা স্নান করছিলেন, তাঁদের সেই তিলক যেন তরবারির মতো বক্ষে বিদ্ধ হয়ে, নিজের অন্তর বিদীর্ণ করা হল বলে সে মনে করল ॥ ১৭০ ॥

সেখানে পুরুষকে মিথ্যাবাদী জেনে সে খুশি হল, তারপর পত্নীর কাছেই তাঁকে সেইরকম দেখে সে ম্লান হয়ে গেল ॥ ১৭১ ॥

নগরটি যজ্ঞের যূপকাষ্ঠে পরিপূর্ণ। তা শূলসংকুল বলে তার মনে হল। আর সেটি ধর্মসম্পন্ন মানুষে পরিপূর্ণ। তাকে তার সর্পসংকুল বলে মনে হল ॥ ১৭২ ॥

সেই দীন (কলি) পরাকব্রতচারীদের পাশে যেতে পারল না, একমাস যাবৎ উপবাসীদের ছায়া মাড়াতেও ব্যর্থ হল ॥ ১৭৩ ॥

সেখানে দ্বিজেরা সূর্যমণ্ডল থেকে গায়ত্রীকে আবাহন করছিলেন। তাঁকে নিকটবর্তী হতে দেখে সে দেখামাত্র পালিয়ে গেল ॥ ১৭৪ ॥

গৃহস্থে পরিপূর্ণ গৃহে, বানপ্রস্থপূর্ণ ঘন বনে, সন্ন্যাসীতে পূর্ণ দেবমন্দিরে—কোথাও সে আশ্রয় পেল না ॥ ১৭৫ ॥

সেখানে খোঁজ করেও কোথাও সে নিজের বাঞ্ছিত হিংসা দেখতে পেল না। এমনকি মূর্খদের মুখেও নিজের বন্ধুস্থানীয় কলহকে সে পেল না ॥ ১৭৬ ॥

যজ্ঞে হিংসাসম্পর্কিত গাভীকে দেখে আনন্দ করার ইচ্ছায় ধাবিত হল। কিন্তু সেটি সোমদেবতার বিষয়ে ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় দূর থেকে সেই খলকে নিরস্ত করল ॥ ১৭৭ ॥

ব্রহ্মচারীদের মৌনের ফলে সে নিজের গালিগালাজ (হল) মনে করল, আর বন্দনা-যোগ্য ব্যক্তিদের চারণদের দ্বারা মাথায় পদাঘাত (হল) বলে জানল ॥ ১৭৮ ॥

ঋষিদের হাতে কুশাসন ও আচমনকারীদের হাতে জল দেখে সে ভাবল—ওরা আমাকে মুগুর দিয়ে হত্যা করতে ও জল দিয়ে অভিশাপ দিতে উদ্যত হয়েছে ॥ ১৭৯ ॥

মুঞ্জঘাসের মেখলাধারী ও পলাশদণ্ডধারী ব্রহ্মচারীদের সে আশঙ্কা করল—ওরা দাড় দিয়ে আমাকে বাঁধতে ও পরে দণ্ড দিয়ে আমাকে মারতে আসছে ॥ ১৮০ ॥

সেখানে সামনে যজ্ঞের পিঠে দেখে সে অত্যধিক ভয়ে মনে পীড়াগ্রস্ত হল, আর স্রুগ্‌ভাণ্ডগুলিকে ফণাধর সর্পিণী ভেবে সে চোখের জল ফেলল ॥ ১৮১ ॥

ব্রাহ্মণের মদ্যগ্রহণ জেনে সে আনন্দ করল কিন্তু তাঁকে সৌত্রামণী ইষ্টি[১৩] করতে দেখে কষ্ট পেল ॥ ১৮২ ॥

বেদজ্ঞ ব্যক্তিদের যতগুলি করজোড় করা সে দেখল, তার বুক থেকে ততগুলি রক্তের অঞ্জলি উঠে এল ॥ ১৮৩ ॥

স্নাতককে সে ঘাতক জানল, সংযমীকে যমের মতো জানল, মৌনীর দর্শনমাত্রেই যমের মতো ভয় পেল ॥ ১৮৪ ॥

পাষণ্ড ব্যক্তিদের খুঁজতে গিয়ে বেদজ্ঞানীদের পেয়ে সেই পাপী আগুন পাওয়ার পর জল-অন্বেষণকারীর মতো দুঃখে পালিয়ে গেল ॥ ১৮৫ ॥

সেখানে ব্রহ্মঘাতীকে দেখে সে সন্তোষ লাভ করল, (পরে) তাকে সর্বমেধ[১৭] যজ্ঞের ব্রতী জেনে তার জ্বর এল ॥ ১৮৬ ॥

সন্ন্যাসীদের হাতের বংশদণ্ড সেই দুর্জনের ভৎর্সনা করল, গৃহস্থদের বেদস্বরূপ দণ্ডে তার ক্লেশ জন্মাল ॥ ১৮৭ ॥

যাঁরা বেদিতে শুয়ে থাকার ব্রত পালন করছেন তাঁদের দেখে সে ঐ রাজ্য ত্যাগ করতেই চাইল, পবিত্র জিনিস দেখার ফলে সে (যেন) বজ্রের ভয় পেল ॥ ১৮৮ ॥

জিন অর্থাৎ বৌদ্ধের অন্বেষণ করতে করতে সে ব্রহ্মচারীদের অজিন অর্থাৎ মৃগচর্ম দেখতে পেল, আর ক্ষপণ অর্থাৎ জৈনের সন্ধানী হয়ে অক্ষপণ অর্থাৎ রাজসূয়যজ্ঞে বেদবিহিত পাশাখেলার পণের রাশীকৃত ধন দেখল ॥ ১৮৯ ॥

জপে নিরত ব্যক্তিদের জপমালায় এক একটি বীজকে টানতে দেখার ফলে সেই বিপরীতদর্শী জীবদের আকৃষ্ট করার কষ্ট অনুভব করতে পারল ॥ ১৯০ ॥

সেখানে তিন সন্ধ্যা (অর্থাৎ সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায়) বিপ্রদের অঘমর্ষণ অর্থাৎ মন্ত্রসমেত জলক্ষেপণ দেখে সে নিজের চোখ দুটোর উৎপাটন বরং ভালো বলে মনে করল ॥ ১৯১ ॥

নল ও দময়ন্তীর লেশমাত্র দোষসম্বন্ধে কলি প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক হয়ে ঘুরে ঘুরে সেখানে কোথাও কোনো পরিচিতকে দেখতে পেল না ॥ ১৯২ ॥

তপস্যা, বেদপাঠ ও যজ্ঞ তার নিজের বৈরী। সে অকারণে তপস্বীদের বিদ্বেষ করে, সেখানে তাদের সমৃদ্ধি দেখে সে সন্তাপ পেল ॥ ১৯৩ ॥

সেখানে উপস্থিত সমস্ত স্ত্রীলোকদের জন্যে এক কামুককে দেখে সে তুষ্ট হল, পরে তাঁকে বামদেবের দেখা সামমন্ত্রের উপাসক জেনে ম্লান হয়ে গেল[১৮] ॥ ১৯৪ ॥

পবিত্রতা শত্রু হয়ে তাকে ভূভাগে প্রবেশ করতে দিল না, আর বেদধ্বনি আকাশে আশ্রয় দিল না ॥ ১৯৫ ॥

দর্শ অগ্নিষ্টোম[১৯] অর্থাৎ অমাবস্যা যাগ দেখার ফলে সে কষ্ট পেল, পূর্ণিমাকালীন যাগ দেখে মূর্ছা গেল, সোমকে যম ভাবল ॥ ১৯৬ ॥

সে বীরঘ্ন অর্থাৎ ক্ষাত্রিয়ধর্মজীবী লোকেদের দেখল, কিন্তু সজ্জন ঘাতকদের নয়। অভিনির্মুক্তদের—অর্থাৎ সূর্যোদয়ে ও সূর্যাস্তে নিদ্রা যায় এমন লোকদের—সে দেখল না, জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানীদেরই দেখতে পেল ॥ ১৯৭ ॥

বিপ্রদের পরস্পরের ছোঁয়া খেতে দেখে সে তুষ্ট হল। পরে তাঁদের হোমের অবশিষ্ট সোম পান করতে দেখে সে দুঃখ পেল ॥ ১৯৮ ॥

একজন লোককে ধূলিমলিন শুনে হঠাৎ সে সন্তোষ লাভ করল। তারপর তাকে পবিত্র[২০] গোরজঃস্নানে অবস্থিত দেখে সে দুঃখিত হল ॥ ১৯৯ ॥

কোথাও গোহত্যা হতে যাচ্ছে দেখে সে আনন্দে ছুটে গেল। (তারপর) অতিথিদের জন্যে সেইরকম ব্যবস্থা বুঝতে পেরে সেই মূর্খ আস্তে আস্তে নিবৃত্ত হল ॥ ২০০ ॥

নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম ত্যাগ করেছেন এমন এক ব্রাহ্মণকে দেখে সে আনন্দিত হল, (পরে) এঁকে যজমান অর্থাৎ যজ্ঞে দীক্ষিত জেনে করুণমুখে দূরে পালিয়ে গেল ॥ ২০১ ॥

সেই নগরে এক আত্মঘাতীকে দেখে সে আনন্দ করল। তারপর এঁকে সর্বস্বার[২১]

যজ্ঞের যজমান দেখে ব্যথিত হল ॥ ২০২ ॥

মহাব্রত যাগে[২২] ব্রহ্মচারী ও বেশ্যার রমণক্রীড়া দেখে সেই অজ্ঞ যজ্ঞকর্মকে ভণ্ডদের অসময়োচিত তাণ্ডব বলে জানল ॥ ২০৩ ॥

যজমানের মহিষীর গোপনাঙ্গে[২২] অশ্বমেধের ঘোড়ার জননাঙ্গ প্রবিষ্ট হতে দেখে সেই মূর্খ বেদের রচয়িতাকে ভণ্ড বলল ॥ ২০৪ ॥

তারপর, পাপচোখে সহজে দেখা যায় না এমন নলকে ভীমরাজকন্যার দ্বারা সেবিত অবস্থায় কলি দেখতে পেল। যেন প্রভাযুক্ত সূর্যকে (দেখল), যাকে রুগ্ন চোখে সহজে দেখা যায় না ॥ ২০৫ ॥

তাঁদের নিশ্ছিদ্র অনুরাগ দেখে সে যেন তীরের খোঁচা খেল, তাঁদের পারস্পরিক নর্মক্রীড়ার কল্লোলে যেন মর্মচ্ছেদ ভোগ করল ॥ ২০৬ ॥

অসহনশীলতার জন্যে, নিজের (অন্য) দোষের বশে ও তাঁদের দুজনের তেজস্বিতার গুণে কলি তাঁদেরকে চোখ দিয়েও স্পর্শ করতে অসমর্থ হয়ে সেখান থেকেও চলে গেল ॥ ২০৭ ॥

সেই নলবিদ্বেষী আশ্রয়ের অন্বেষণ করতে করতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রামের মতো শোভাশালী সেই নলের রমণীয় উদ্যানবাটিকায় গেল ॥ ২০৮ ॥

সেখানে রক্ষিদলের পরিবেষ্টনের বাধা আছে), তপস্বীদের নয়। (তাই) অহঙ্কারী কলি তা নিজের পক্ষে একটু সুবিধাজনক মনে করল ॥ ২০৯ ॥

সেখানে পাতা, ফুল ও ফল দিয়ে দেবতা ও ব্রাহ্মণদের পূজার অভিপ্রায় যাঁর আছে, সেই নলের রোপণ করা গাছগুলোতে সে উঠতে পারল না ॥ ২১০ ॥

তারপর সমস্ত উদ্ভিদের উপস্থিতি পূরণ করার জন্যে রোপণ করা করা হয়েছে, ধর্মকর্মে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়, এমন একটি বিভীতক (বহেড়া) গাছ সে দেখতে পেল ॥ ২১১ ॥

সে সেই উপবনে নিষধরাজের প্রাসাদের নিকটে উদ্যানগৃহের পতাকাদণ্ডস্বরূপ সেটিকে নিজের আশ্রয়রূপে ভালো বিবেচনা করল ॥ ২১২ ॥

সেখানে নিরাশ্রয় কলিকে স্থান দেওয়ার ফলে বিভীতক গাছটি কেবল কলিদ্রুমই হল না, (কলির কাছে) কল্পবৃক্ষও হল ॥ ২১৩ ॥

যেহেতু কলি ধর্মের এক পদ অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ থাকতে দিয়েছিল, তাই সেই একমাত্র বিভীতক গাছটি তখন তার আশ্রয় হল মনে হয় ॥ ২১৪ ॥

সেখানে বৃক্ষে আবাস নির্মাণ করে সে পায়রার থেকে দুঃখের মতো অগ্নিহোত্রী-দীক্ষিত সেই ক্ষত্রিয় রাজার থেকে সন্তাপ পেতে থাকল ॥ ২১৫ ॥

বিভীতক আশ্রয় করে সেইভাবে সে থাকলে ভীমরাজকন্যার কামুক সেই রাজর্ষি তার হাতে পরাভূত হলেন না ॥ ২১৬ ॥

সেই আশ্রয় অবলম্বন করে বিদর্ভরাজকন্যা ও নিষধরাজের অন্বেষণ করার জন্যে কলি বহু বৎসর ধরে বাস করল ॥ ২১৭ ॥

সেই উদ্যানে যেমন লতা বিনিদ্রকলি অর্থাৎ প্রস্ফুটিত কোরক-যুক্ত ছিল, তেমনি কলিকাল নলকে প্রবঞ্চনা করার আসক্তি নিয়ে বিনিদ্র অর্থাৎ সদা সতর্ক ছিল ॥ ২১৮ ॥

'লোকের কথায় কোনো দোষ নেই ?' এই দুরাশায় নলের দোষ জানার ইচ্ছায় দ্বাপর পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াল ॥ ২১৯ ॥

সব সময় (সুন্দরীর গণ্ডূষ জল নিক্ষেপ, তরুণীর পদাঘাত ইত্যাদি) দোহদ পড়তে থাকায় সর্বদা ফুল ফোটার ফলে ঐ উদ্যানটি চাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী। বাসা বাঁধার ফলে কলি হয়ে উঠল সেখানে কলঙ্কচিহ্নস্বরূপ পশু। কারণ, তার দেহবর্ণ কলহংসের পক্ষচ্ছায়ার সংস্পর্শঘটিত হওয়ার মতো (শ্যামল) ॥ ২২০ ॥

নলের সেই পূর্বোক্ত বিশাল নগরে প্রজাদের পুণ্যের ফলে প্রভূত বাধা পেয়ে কলির অবস্থান দীর্ঘকাল স্থায়ী হল। আর এই সুযোগে অন্তরে প্রভূত আনন্দ নিয়ে কামদেব ভীমরাজকন্যা ও নলকে সেবা করার জন্যে এমন ধনুক করলেন যার প্রান্ত কানের উপর পর্যন্ত স্পর্শ করে ॥ ২২১ ॥

কবিশ্রেষ্ঠদের মুকুটের অলঙ্কারের হীরাতুল্য শ্রীহীর ও মামল্লদেবী শ্রীহর্ষ-নামে যে জিতেন্দ্রিয় পুত্রকে জন্ম দিয়েছেন, তাঁর রচিত, ছন্দঃপ্রশস্তি-নামক ভগিনীস্থানীয় গ্রন্থের তুল্য নৈষধীয়চরিত-মহাকাব্যে স্বভাবোজ্জ্বল সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত হল ॥ ২২২ ॥

× × × × × × × × × × × × অষ্টাদশ সর্গ × × × × × × × × × × × ×

তারপর এই নিষধরাজ স্ত্রীরত্নস্বরূপ ভীমরাজকন্যাকে পেয়ে তৃতীয়পুরুষার্থের সমুদ্রের (অর্থাৎ কামসমুদ্রের পরপারে) পৌঁছে দেওয়ার উপযোগী নৌকারূপিণী তাঁর সঙ্গে রমণ করলেন ॥ ১ ॥

তিনি সেই স্ত্রীর সঙ্গে অহোরাত্র সম্ভোগের অধিকারী হয়েও আত্মজ্ঞানী হওয়ায় (দিবামৈথুনজনিত) পাপ করলেন না। কেননা, জ্ঞানে যাঁর মন ধৌত, বিষয়ের সঙ্গে কৃত্রিম একাত্মতা তাঁকে লিপ্ত করতে পারে না ॥ ২ ॥

মন্ত্রীদের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করে প্রেয়সীর সখা হয়ে তিনি প্রাসাদস্বরূপ হেমাদ্রি পর্বতে মদনদেবের আরাধনা করলেন, যার ভূমিভাগে রয়েছে নানা রঙের মণিমাণিক্যের রাশি ॥ ৩ ॥

নলের গলার ভূষণ হয়েছে যে দিব্য মণিরাশি, তাদের শক্তিতে ইচ্ছা করামাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু উপস্থিত হওয়ার গুণে সে দেবতাদের পর্বতকে (অর্থাৎ মেরুপর্বতকে) তৃণের মতো তুচ্ছ করে দিয়েছে ॥ ৪ ॥

তার মধ্যবর্তী আকাশ শ্যামল, শ্রেষ্ঠ অগুরুকাষ্ঠে সুবাসিত এবং গবাক্ষগুলিতে কর্পূর ও চন্দনের গুঁড়ো রাখায় তাতে পুষ্ট হয়ে ওঠা বাতাসে শীতল ॥ ৫ ॥

তাকে অন্ধকারশূন্য করে রেখেছিল অত্যন্ত সুগন্ধি তেলের প্রদীপগুলি, তাদের শিখা মদনের বাণের মতো গোলাকার অথবা কর্পূরের ধূপ দিয়ে রচিত, তাদের শোভা মদনের বাহুর স্ফুরিত সামর্থ্যরাশির অঙ্কুরের মতো ॥ ৬ ॥

তার ভূমিভাগ রমণীয় চত্বর নিয়ে শোভা পাচ্ছিল। সেখানে কুঙ্কুম ও কস্তুরী পাঁকের মতো লেপন করা ছিল, কর্পূরমিশ্রিত জল সিঞ্চিত ছিল এবং পদযাত্রার পথে পাহাড়ি ফুলের মালা ছড়ানো ছিল ॥ ৭ ॥

তার ভূমিভাগে কোথাও পুষ্পশয্যা নলের শরীরের স্পর্শে বেশি সুগন্ধ, কোমলতা ও সুন্দর রঙ লাভ করে কপালের তিলকের সৌন্দর্য অর্জন করেছিল ॥ ৮ ॥

তার নিকটবর্তী উপবনের প্রস্ফুটিত বহুবিধ পুষ্পের সুগন্ধের ঢেউ কোথাও ভীমরাজকন্যার নাসারন্ধ্রের কুটীরে কুটুম্ব হওয়ার ভাব অত্যন্ত সমাদরে গ্রহণ করছিল ॥ ৯ ॥

(ফুলে, ফলে, পাতায়) সমৃদ্ধ ও সব ঋতুতে সুন্দর থাকে এমন তরুসমন্বিত উদ্যানে শুকপাখির কেটে দেওয়া আমের (মুকুল বা ফলের) নির্যাসের ফোঁটার উপহার নিয়ে বাতাস সেখানকার বাসিন্দার বায়ুকুলের প্রধান প্রাণবায়ুকে পুজো করছিল ॥ ১০ ॥

তার কোনো অংশের সমস্তটা সোনায় তৈরি, কোথাও বা নির্মল রত্ন দিয়ে তৈরি, কোথাও চিত্রশালা নির্মিত রয়েছে, কোথাও আলো-আঁধারির অব্যবস্থায় চমৎকারিতা সৃষ্টি করছে ॥ ১১ ॥

ছবিতে দেবতা প্রভৃতির অংকনযোগ্য সেই সেই বিলাসভঙ্গিমা আধান করে রেখেছে এমন বহুরকম রূপের প্রতিকৃতি বিশিষ্ট অবস্থায় সেটিতে দেখে শিল্পিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা বা বিশ্বকর্মা বার বার মাথা নাড়তে থাকায় তাঁকে জরা ও বাতরোগক্রান্ত বলে মনে হয়েছিল ॥ ১২ ॥

ভিত্তিভূমিতে গুপ্ত ঘরে প্রচ্ছন্ন লোকজনদের ফলে সেখানে কথা প্রভৃতির কৌতূহল আশ্চর্য হয়েছিল, সুতোর নিয়ন্ত্রণজনিত বিশেষ আচরণের ফলে সেখানে বহুসংখ্যক পুত্তলিকা আশ্চর্য হয়েছিল ॥ ১৩ ॥

অন্ধকারবহুল রাত্রিগুলিতেও ভিত্তিভূমির রত্নের কিরণে সেস্থান প্রচুর জ্যোৎস্না-শোভিত হয়, গ্রীষ্মকালেও ধারাগৃহের জলধারা বেরিয়ে এসে সেখানে তাপজনিত তন্দ্রা দূরে সরিয়ে দেয় ॥ ১৪ ॥

সেখানে হাতির দাঁতের খাঁচায় বাস করে কামশাস্ত্র (উচ্চারণে)-পটু সারিকা পাখি ভীমরাজকন্যা ও নিষধরাজের রতিক্রিয়ার অভ্যস্ত ও অনভ্যস্ত অংশগুলো লক্ষ্য করেছিল ॥ ১৫ ॥

সেখানে তাঁদের দুজনের দৃষ্টি মত্ত অবস্থায় চাতক পাখির বারবার অশ্লীল কামক্রীড়া আচরণের মতো কোথাও বা পুষ্করিণীর অলঙ্কার স্বরূপ হংসযুগলের কামক্রীড়া লক্ষ্য করেছিল ॥ ১৬ ॥

সেখানে বীণার সুর, বংশীধ্বনি, উপবনের কোকিল ও ভ্রমরের গুঞ্জন এবং নৃত্যরত ব্যক্তিদের কঙ্কণ প্রভৃতির শিঞ্জনধ্বনি তাঁদের দুজনের রতিকালীন অস্ফুট কণ্ঠস্বর ডুবিয়ে দিয়েছিল ॥ ১৭ ॥

রাত্রে গবাক্ষের ছদ্ম দেওয়াল সরিয়ে ফেলা হত, যেখানে রতি ও কামদেবের প্রতিমা প্রাণপ্রতিষ্ঠা লাভ করে শঙ্কাহীন অবস্থায় সম্ভোগকালীন শব্দ করলে অন্য ঘরে থেকেও তাঁরা দুজন (গবাক্ষপথে) তা শুনতে পেতেন ॥ ১৮ ॥

তার সামনে কিন্নরীদের নানা সুরের গানের ঝঙ্কার কৃষ্ণসার হরিণের শিং-এর মতো ভঙ্গিমাযুক্ত, মধুর ও শৃঙ্গাররসের একমাত্র নদীস্বরূপ হয়ে দিনে রাতে কখনও থামত না ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মার পক্ষে নিজের কন্যাকে রমণ করার ইচ্ছারূপ যে অত্যন্ত অবিবেচনাপ্রসূত কাজ, তাতে কামদেব হাসতে থাকেন—এই পৌরাণিক কথা সেখানে বিস্তৃতভাবে ভিত্তিভূমির গাত্রে চিত্রে লিখিত ছিল ॥ ২০ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমের পত্নীকে কামনা করেন। তাঁর পরস্ত্রীগমনের বিলাসঘটিত দুঃসাহস সেখানে ভিত্তিভূমিতে মদনের জয়ের দুন্দুভিরূপে খোদাই করা ছিল ॥ ২১ ॥

কার্তিক মাসের পূর্ণিমাতিথির রাত্রির তুল্য ও (ইন্দ্রের) বৈজয়ন্তপ্রাসাদকে জয়

করে অর্জিত তার এই কীর্তি উড্ডীন কপোতসমূহের ছলে জগৎকে পরিশুদ্ধ করেছিল ॥ ২২ ॥

গুরু বৃহস্পতির স্ত্রী অর্থাৎ তারাদের সম্বন্ধে চাঁদের যে কামঘটিত অনাচার, সেই ইতিবৃত্ত অবলম্বনে ভরতমুনির বাক্যসুধাস্বরূপ নাটিকা অভিনয়ের মাধ্যমে তার অঙ্গনে বিরাজ করেছিল ॥ ২৩ ॥

দেবদারুবনে শম্ভুর সম্ভোগ ও শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবধূদের সঙ্গে বিলাস—এই দুই বিষয়ে শুক্রাচার্যের লেখা শ্লোকগুলি দিয়ে সেখানে পাখি বসার স্বর্ণনির্মিত স্থানটি চিহ্নিত ছিল ॥ ২৪ ॥

স্থান, কাল ও পাত্র (বিচার) সহ্য করে না, এমন কামের ফলে উদ্‌গ্রীব হয়ে শুক-পিতামহ পরাশর দিনের বেলায় যমুনাস্থলে কৈবর্তকন্যাকে রমণ করেছিলেন। শুকপাখি যেখানে বিচরণ করতে করতে জোর গলায় তাঁর প্রসঙ্গ বলছিল[১] ॥ ২৫ ॥

হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে এমন তপস্যার সমুদ্র পার না হয়ে অপ্সরাদের স্তনকুম্ভ অবলম্বন করার ফলে স্থির হয়েছেন—এমন ভাবে সেখানে কোথাও মুনিরা চিত্রিত হয়েছিলেন ॥ ২৬ ॥

'যে কামদেব এমন, আমার প্রভু (কার্তিকেয়) ও তাঁর বাহন আমি কামক্রীড়া বর্জনের মাধ্যমে তাঁকে জয় করেছি'—এইভাবে সেখানে ময়ূর গম্ভীর মৃদঙ্গধ্বনির প্রভাবে নাচছিল ॥ ২৭ ॥

বিজয়ী রতি ও কামদেব নল ও দময়ন্তীকে দেখে মোহগ্রস্ত হচ্ছেন। যেন স্পর্ধাবশে তাঁদেরও জয় করার জন্যে সেখানে তাঁরা দুজন কামদেব ও কামদেবের রমণসঙ্গিণী হয়ে উঠেছিলেন ॥ ২৮ ॥

তারপর সেই সৌধস্বরূপ দেবপর্বতে (অর্থাৎ মেরুপর্বতে) তাঁদের দুজনের এমন সব কামক্রীড়া অনুষ্ঠিত হল, যা মহাকবিদেরও জ্ঞানের অগোচর যা স্বৈরিণীরাও শেখেন নি ॥ ২৯ ॥

স্বামী নল যুবক, (তিনি) পৌরুষ ধারণ করে আছেন। ভীমরাজকন্যা বাল্যকাল পেরিয়ে রমণীরূপে তাঁরই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে কিছুটা কি ভয় পেলেন না ? ॥ ৩০ ॥

আগে দৌত্যপ্রসঙ্গে কাছে পেয়ে যে প্রিয়তমকে ইনি কথা শুনিয়েছিলেন, সেই-অবিনয়ের কথা ভেবে লজ্জাবশত 'কী করব' তা ইনি বুঝতে পারলেন না ॥ ৩১ ॥

আগে তিনি যে তাড়াতাড়ি সভার মধ্যে নির্লজ্জভাবে নিষধরাজকে নিজে বরণ করেছিলেন, নিজের সেই-চাপল্য মনে করে তিনি নলের দিকে তাকাতে পারলেন না ॥ ৩২ ॥

মণিপ্রভাময় আসনে যে-দিক অধিকার করে সেই (নল) বসেছিলেন, ইনি ঈর্ষাকাতর মানিনীর মতো সেদিকে এতটুকু তাকালেন না ॥ ৩৩ ॥

লজ্জার নদীতে নিজে ডুবে যাওয়ার পক্ষে স্বাভাবিক হল মস্তক একান্ত আনত রাখা। তেমনটি করে, দুয়ারে চিত্রিত যুবতীর মতো শোভা নিয়ে তিনি স্বামীর একশত আহ্বান শুনলেন না ॥ ৩৪ ॥

ভয়ে ভয়ে তিনি স্বামীর ঘরে ঢুকলেন না, ঢুকিয়ে দিলেও তিনি শয্যায় গেলেন না, (শয্যায়) পৌঁছে দিলেও তিনি তাঁর কাছে নিদ্রিত হলেন না, আর শায়িত হলেও মুখ ফেরালেন না ॥ ৩৫ ॥

নৈষধকে উপলক্ষ্য করে কেবল ভীমরাজকন্যা অত্যন্ত লজ্জা পেলেন তাই নয়, ভীমরাজকন্যার হৃদয়ে লজ্জাস্বরূপ স্ত্রীর কাছে পরাজিত হয়ে প্রসিদ্ধ কামও বহুক্ষণ লজ্জা পেলেন ॥ ৩৬ ॥

শিবানীর মতো এই সুন্দরী নিজে থেকে যেটুকুও ইচ্ছা করলেন, স্বামী যদি তার জন্যে প্রার্থনা করলেন, তো তাঁর সেই উদ্যম থেমে গেল ॥ ৩৭ ॥

লজ্জাবশে তিনি বিমুখ থাকায়, সেই নলের নিজের চিত্ত অনুরাগের অভাব আশঙ্কা করায় তাতে যে ভয় জন্মেছিল, দৌত্যের সময়ে তাঁর পরীক্ষিত মনোভাবের কথা স্মরণ করে তিনি তাকে দূর করলেন ॥ ৩৮ ॥

আগে তিনি সখীদের সঙ্গে ও পরে একজনের সঙ্গে তাঁকে নিজের পাশে আনলেন। তারপর সেই সখীকেও কোথাও কাজে পাঠিয়ে চতুর (নল) কেবলমাত্র নিজেকে তাঁর সঙ্গীরূপে অবশিষ্ট রাখলেন ॥ ৩৯ ॥

সখীদের সাহায্যে নিজের কাছে আনিয়েও কামশাস্ত্রজ্ঞানী (নল) দূরবর্তী ব্যক্তির মতো প্রেয়সীকে 'অঙ্কপালি'-নামে বলয়াকার আলিঙ্গনে কাছে টানলেন ॥ ৪০ ॥

সেই লজ্জানতাকে প্রথমে কপালে ও ক্রমে অল্পানতমুখীকে দুটি কপোলে চুম্বন দিলেন, ফলে তাঁর মনে সাহস জন্মালে তাঁর মুখে দ্রুত চুম্বন দিয়ে তিনি মৃদু হাসলেন ॥ ৪১ ॥

তাঁর হৃদয়ে নবজাত কাম কিছুটা উচ্ছ্বসিতই হল। (কিন্তু) প্রথমে লজ্জা এসে হুঙ্কার করায় ও পরে প্রবল ভয় ভর্ৎসনা করায় আবার তা সংকুচিত হল ॥ ৪২ ॥

রমণক্রীড়ায় প্রিয়ের হাতদুটি সবলে 'অঙ্কপালিকা' দিতে (অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশ বেষ্টন করে আলিঙ্গন করতে) ইচ্ছুক। বিছানা ঘেঁষে থেকে জায়গা না দিয়ে (সেই) বালিকা তার মধ্যে এক একটি বাহুকে বহুক্ষণ আটকালেন ॥ ৪৩ ॥

হারের সৌন্দর্য লক্ষ্য করার ব্যাপারে কিছু একটা মিথ্যা অভিনয় করতে করতে এই স্বামী স্তনের কাছাকাছি অগ্রসর হচ্ছে এমন হাত দিয়ে তাঁর কণ্ঠমূল স্পর্শ করলেন ॥৪৪॥

যেহেতু সভার মধ্যে তুমি আমাকে মালা দিয়ে সম্মানিত করেছ, তাই আমারও তোমাকে সম্মান করা উচিত—এই বলে তিনি নিজের হার পরিয়ে দিতে দিতে তাঁর বক্ষের কোরক (অর্থাৎ স্তন) দুটি স্পর্শ করলেন ॥ ৪৫ ॥

রাত্রিতে নিদ্রায় অচেতন থাকাকালীন সেই সুন্দরীর কটিদেশের বস্ত্রে কম্পিত হাত রাখলে কম্পনে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হলে ইনি গিয়েই তা সরিয়ে নিলেন ॥ ৪৬ ॥

সেই রাজা প্রিয়ার দুটি উরুর বসনে চোখ রেখে তারপর স্মিত হাসলেন। তখন, যেন নগ্ন হয়ে আছেন এইভাবে লজ্জিত হয়ে তিনি বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে সেই জায়গাটি ঢাকা দিলেন ॥ ৪৭ ॥

এই চতুর (স্বামী) ক্রমশঃ এইভাবে তাঁকে কিছুটা ভয়শূন্য করে তুললেন। তাছাড়া, তাঁর মনে কামের কর্তৃত্বে (তাঁর) ধনুকের সঙ্গে লজ্জা কিছুটা নুইয়ে এল (অর্থাৎ কমে গেল) ॥ ৪৮ ॥

তাঁর পরিহাসকথায় খুশি হয়েও তিনি হাসলেন না মৃদু হাসলেন মাত্র। কেননা, দাঁতের অমূল্য মাণিক্যের সেই দুটি নিজস্ব মালা কে অন্যকে দেখায়? ॥ ৪৯ ॥

ভীমরাজকন্যার স্তনদুটি পিষ্ট হারের মণিমুদ্রায় চিহ্নিত হয়েছে দেখে সখীরা অনুমান করলেন যে, এই সুন্দরী স্বামীর গাঢ় আলিঙ্গন উপভোগ করেছেন ॥ ৫০ ॥

যে সখীরা কাপড় পরিয়ে দেন তাঁদের যখন তিনি কটিবন্ধন দৃঢ় করতে বললেন; তখন তাঁরা হেসে অনুমান করলেন যে এক্ষেত্রে স্বামীর চঞ্চল হাতের ব্যাপার ঘটেছে ॥ ৫১ ॥

সেই পদ্মিনীশ্রেণীর রমণী[২] লজ্জায় কিছুটা গোপন করে, আবার মনের আনন্দে কিছুটা রমণীয়তা প্রকাশ করে এমন পদ্মকে হার মানালেন, যা কিছুটা কুঁড়ি কিছুটা ফুলের অবস্থায় রয়েছে ॥ ৫২ ॥

কাম এই হরিণলোচনাকে নলের দিকে না তাকিয়ে থাকতে দিল না, অন্যদিকে লজ্জা তাঁকে তাকাতে দিল না। তাঁর দৃষ্টি স্বামীর দিকে গেল, তারপর লজ্জিত হয়ে পথ থেকে বার বার ফিরে এল ॥ ৫৩ ॥

ইনি স্বামীকে চোখের লক্ষ্যবস্তুও করলেন না, আবার পরোক্ষও রাখলেন না। কারণ, যা দেখলে তাঁকে দেখা যায় সেখানে সেখানে ইনি দৃষ্টি দিলেন ॥ ৫৪ ॥

দিনের বেলায় বিরহ সহ্য করতে না পেরে তিনি প্রিয়মিলনের সময় রাত্রির জন্যে প্রতীক্ষা করলেন। আবার রাত্রে স্বামীর কামক্রীড়ায় লজ্জিত হয়ে, (স্বাভাবিক) লজ্জাবশে তিনি দিনের আবির্ভাব কামনা করলেন ॥ ৫৫ ॥

'তুমি যা অনুমতি করবে, তাই করব। লজ্জা পেও না। ভয় ত্যাগ করো। আমি তোমার বন্ধুদের মতো।'—এইভাবে নল সবসময় তাঁকে আশ্বাসের কথা বললেন ॥ ৫৬ ॥

তাঁর কামাগ্নির যে-শক্তি লজ্জার মহৌষধির বলে অবরুদ্ধ ছিল, প্রিয়তমের কার্যকর সেই প্রিয়ভাষণের মন্ত্রে তা উদ্দীপ্ত হল ॥ ৫৭ ॥

প্রিয়তমের দেওয়া হাতদুটিকে সরিয়ে তিনি যে নিজের দুহাত দিয়ে দুটি স্তন দৃঢ়ভাবে ঢাকলেন, তাতে যেন পার্শ্ববর্তী প্রিয়তমকে লজ্জায় সরিয়ে দিয়ে তিনি হৃদয়ে বিরাজমান সেই প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করলেন ॥ ৫৮ ॥

'তোমার কাছে আর কিছু চাইছি না, (শুধু) একবার তোমার অধর চুম্বন করছি'—এইভাবে অস্ফুট শব্দ করে তিনি সবল উপমর্দনের সঙ্গেই তা আস্বাদন করলেন ॥ ৫৯ ॥

তোমার মুখের মদ্য পান করেছি। এখন এই ভৃত্যের নিজের কাজ করা উচিত। তাই তোমার উরু টিপে দিচ্ছি।—এইভাবে তিনি তাতে করপল্লব রাখলেন ॥ ৬০ ॥

'চুম্বন প্রভৃতিতে কিছু কি হয়েছে? তাই এ বিষয়েও বৃথা ভয় পেও না।'—এই বলে তিনি প্রথমবার সেই হরিণনয়নার কটিদেশের বসনের বন্ধন খুলে ফেললেন ॥ ৬১ ॥

রমণী রমণ অনুভব করলেন। তাতে (প্রাথমিক) বাধাদান আছে, বিস্ময় আছে, ঘর্মজল আছে, কম্পন আছে, ভয় আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, সুখ আছে, পীড়ন আছে ॥ ৬২ ॥

যেহেতু তোমার মনে আমার উপস্থিতি নতুন, তাই তোমার এই লজ্জা যুক্তিযুক্তই বটে। কিন্তু আমার এই নির্লজ্জ মন (স্বপ্নে) বহুবার সম্ভোগের ফলে লজ্জা পাচ্ছে।—এইভাবে সেই-চতুর সম্ভোগক্রিয়ার শুরুতে অত্যন্ত লজ্জাগ্রস্ত সেই প্রেয়সীকে এমনভাবে নিন্দা করলেন, যাতে তারপর তিনি লজ্জিত হতেই লজ্জা পেলেন ॥ ৬৩-৬৪ ॥

দিনে লোক যখন কর্মব্যস্ত, তখন তিনি প্রিয়াকে দেখে ইঙ্গিত করলেন—তোমার বাহুর বন্ধন, মুখের সৌরভ, নিতম্বের চাপ, স্তনের আলিঙ্গন, পায়ের নম্রতা ভোগ করতে ইচ্ছুক আছি ॥ ৬৫ ॥

সকালে নিজের শয্যা ত্যাগ করে বাইরে যাওয়ার সময় পৃথিবীর ইন্দ্র পৃথিবীর শচীকে চুম্বন থেকে শুরু করে রমণের যে-সুখ দিতে প্রবৃত্ত করলেন, অন্য সময়ে তা অসাধ্য ॥ ৬৬ ॥

সকালে নায়কের বিছানা থেকে বাইরে গিয়ে সুন্দরীদের আনন্দ লক্ষ্য করে নিজের অভিনব রমণক্রীড়া স্মরণ করে ইনি নিজে নিজেই লজ্জা পেলেন ॥ ৬৭ ॥

প্রিয়তমের ও নিজের রাত্রিকালীন পারস্পরিক আচরণ কোনো সখীকে তিনি বলতে থাকলে দেবতাদের বরে অদৃশ্য হয়ে পাশে উপস্থিত অবস্থায় কথাগুলো শুনে নিয়ে হাসতে হাসতে সেই নল দেখা দিলেন ॥ ৬৮ ॥

চকোরের বিরহ দেখবার সময় (দময়ন্তী) ভয় পেতে থাকলে তাঁকে আলিঙ্গন করে (রাজা) ছাড়লেন না। চিত্ত অকারণ বিকারগ্রস্ত হয়ে কোনো বিষয়ে ভাবী ঘটনা বলে দেয় ॥ ৬৯ ॥

চুম্বনকালে (দময়ন্তী) যে আর মুখ সরিয়ে নিলেন না, তা স্বামীর হৃদয়ে সুধা বর্ষণ করল। স্তনস্পর্শ করলেও সেই রমণী তা যে সরিয়ে দিলেন না, তাতে তাঁর কী না তৃপ্ত হল ? ॥ ৭০ ॥

তিনি হাত-দুটিকে স্তনের আচ্ছাদন করে ফেললে সেই নল কেবল হাত দুটির উপর হাত দিতে পারলেন, তারপর হাত সরিয়ে দিয়ে শুধু বুকের কাপড়ে এবং তারও পরে তাঁর দুটি স্তনে (হাত দিতে পারলেন) ॥ ৭১ ॥

অনুরোধ করলেও সেই রমণী যখন নখের আঁচড় দিলেন না, তখন কথায় অন্যমনস্ক করে সেই রাজা নিজের বুকে রাখার জন্যে তাঁর হাত ধরে তাঁর নখের আঁচড়ে নিজেকে বিদ্ধ করে আনন্দ পেলেন ॥ ৭২ ॥

সুন্দরীর বুক ঢেকে রেখেছে যে-বহিরাবরণ, সেটি স্বামী সজোরে কেড়ে নিতে পারলেন, কিন্তু তাঁর সেই লজ্জারূপ অন্তর্বাস সরাতে পারলেন না ॥ ৭৩ ॥

তিনি অবলা, বলবান্ হয়েও কাম তাঁকে লজ্জা ও ধৈর্য ত্যাগ করাতে পারল না। বিনা বসনেও মানুষ শোভা পায়, কিন্তু লজ্জা ও ধৈর্যহীন হয়ে শোভা পায় না ॥ ৭৪ ॥

আমি রমণপ্রার্থী। যেহেতু আমাকে 'না' বলছ না, সুতরাং তোমার স্পষ্ট সম্মতি আছে।—এইভাবে তাঁকে কথা বলাতে উৎসুক হলে তিনি মাথা নেড়ে তাঁকে নিষেধ করলেন ॥ ৭৫ ॥

তুমি মাথা নেড়ে যে 'না' বলছ, এটা যে কী তা আর আমি বুঝি নি ? এক জোড়া নিষেধ স্পষ্টভাবেই তোমার কাঙ্ক্ষিত (রমণ)-কার্যের কথা বলছে ॥ ৭৬ ॥

'তোমার কথা শুনব না, তাই কি তুমি (কথা) বলছ না ? বেশ বোলো না।'—এই কথা তাঁকে বলে, এই দময়ন্তী দূতরূপী সেই নলকে যেভাবে বলেছিলেন, নল মধুর বচনে সেইভাবে তা পুনরুক্তি করলেন ॥ ৭৭ ॥

আগে কটিদেশে তাঁর বাহুকে দময়ন্তী সবলে বাধা দিয়েছিলেন, পরে শিথিল হাতে বাধা দিলেন। ক্রমে তিনি কেবল 'না', 'না' বলে তাঁর বাধা সৃষ্টি করলেন ॥ ৭৮ ॥

সৌন্দর্য, বেশভুষা, বস্ত্র, দেহসৌরভ, অলঙ্কার ইত্যাদি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অপ্সরারূপে ভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে এমন পৃথক্ পৃথক্ নৈপুণ্য অবলম্বন করে তিনি নব নব রূপে তাঁর কাছে যেতে লাগলেন ॥ ৭৯ ॥

ইঙ্গিতে আপন অনুরাগের সমুদ্র বিজ্ঞাপিত করে, প্রীতিপূর্ণ কথায় গুণগ্রাহী

স্বভাব ও অহোরাত্র সেবা দিয়ে ভক্তি (প্রকাশ করে) সেই উৎকৃষ্ট (রমণী) তাঁকে অত্যন্ত বশীভূত করলেন ॥ ৮০ ॥

নিজের দেহের কোনো অঙ্গ ভোগ করতে দেওয়ার ব্যাপারে বাধা দিয়ে, তারপর প্রিয়তমাকে অনুনয় করলে, তিনি আবার তা করতে চাইলে বলপূর্বক সম্ভোগে ইচ্ছুক না হওয়া পর্যন্ত দময়ন্তী তাঁকে অনুমতি দিলেন না ॥ ৮১ ॥

সুগভীর মান, বাধা ও লজ্জার বশে তাঁর যে অঙ্গগুলি দুর্লভ হয়ে উঠেছে, তিনি কোনো প্রকারে প্রিয়তমকে উপহার দিয়ে সেগুলিকে প্রথমসম্ভোগের সময়ের মতো সমান আদরণীয় করলেন ॥ ৮২ ॥

তপস্যাবলে সেই পতিব্রতা ক্রমে পতির দেহকে শিব থেকে বৃক্ষ পর্যন্ত বা বৃক্ষ থেকে শিব পর্যন্ত ও নিজের দেহকে পার্বতী থেকে লতা পর্যন্ত বা লতা থেকে পার্বতী পর্যন্ত করে তুলে, তার উপযোগী যাবতীয় কিছু সম্ভোগ করলেন ॥ ৮৩ ॥

এমন কোনো স্থল নেই. জলাশয় নেই, বন নেই, পাহাড় নেই, ভুবন নেই, যেখানে তাঁর সঙ্গে তিনি রমণ করলেন না, অথবা এমন কোনো প্রণালী নেই, যা যা দিয়ে তিনি রমণ করলেন না ॥ ৮৪ ॥

প্রিয়তম সম্ভাষণ করলে তিনি নত হয়ে মুখের বাতাসে প্রজ্বলিত প্রদীপ নিভিয়ে সবিস্ময়ে দেখলেন, স্বামীর মুকুটের রত্নে সব দিক প্রকাশিত ॥ ৮৫ ॥

সেই মণিকে আড়াল করার ইচ্ছায় তিনি নিজের কর্ণভূষণ নীলপদ্ম প্রিয়ের মাথায় রেখে যেন রতিক্রীড়ার পূর্বে নিজের প্রিয়তমের রূপধারী মদনদেবের পূজা অনুষ্ঠান করলেন ॥ ৮৬ ॥

সেটিকে আড়াল করে তিনি খুশি হলেন। তারপর নিজের দুই পাশে আলো দেখে তিনি কৌতূহলঘটিত বিস্ময়, লজ্জা ও ভয়ের মধ্যে কামের সন্নিবেশ হয়েছে—এমন মনের অবস্থা লাভ করলেন ॥ ৮৭ ॥.

একটি একটি করে নির্বাপিত করলে অন্যটি নির্বাপিত অবস্থা থেকে আবার জ্বলে উঠছে দেখে অগ্নির বর স্মরণ করে তিনি মাথা নেড়ে কেবল চোখ বুজলেন ॥ ৮৮ ॥

ভীরু ! চেয়ে দেখো। যেহেতু তুমি দুটি চোখ বুজে রয়েছ তাই আমিও তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।—এইভাবে পরিহাস করে অন্ধকার সৃষ্টি করে তিনি সেই লজ্জিতাকে সম্ভোগ করলেন ॥ ৮৯ ॥

এই তোমাকে চুম্বন করছি, এই তোমাকে নখ দিয়ে চিহ্নিত করছি, এই তোমাকে আলিঙ্গন করছি, এই তোমাকে বুকে নিয়েছি, তোমার কথা পালন করব না তা নয়, হুঁ, ছাড়ো ছাড়ো, তোমার দাসী আমি—এইভাবে পরিহাস-রমণে কাতর হয়ে সম্ভোগে প্রিয়কে ও লজ্জাকে ছলনা করে সেই মায়াময়ী চুম্বন ইত্যাদি দিলেন। যাঁদের মন চতুর তাঁদের কী অগোচরে থাকে ? ৯০-৯১ ॥

অন্ধকারের মেঘের মধ্যে নিজের ইচ্ছা হওয়া মাত্র জ্বলেই নিভে গেল এমন প্রদীপের বিদ্যুতের সাহায্যে তিনি মুখে নিঃশঙ্ক রমণীসঞ্জাত ইঙ্গিতগুলি উপভোগ করলেন ॥ ৯২ ॥

রতিকালে সেই দময়ন্তী যে ভ্রূভঙ্গী করেছিলেন, তাতে (প্রকৃতপক্ষে) কামদেব ধনুক বাঁকিয়েছিলেন, আর তখন তিনি যে 'হুম্' 'হুম্' এইভাবে শব্দ করেছিলেন তা (প্রকৃতপক্ষে) কামদেবের তীর নিক্ষেপের 'হুম্' শব্দ ॥ ৯৩ ॥

তাঁকে দেখা গেল, প্রিয়তমের দাঁতে তাঁর অধর পীড়িত হলে হাত কাঁপাতে কাঁপাতে তিনি ঐ সময় আনন্দিত কামদেবকে যেন নৃত্যশিক্ষা দিচ্ছিলেন ॥ ৯৪ ॥

আলিঙ্গন করেও তিনি প্রিয়ের বিশাল বক্ষ জড়িয়ে ধরতে পারলেন না। সেই নলও ভ্রূভঙ্গী বিশিষ্ট রমণীর বক্ষ জড়িয়ে ধরতে সমর্থ হলেন না, (কারণ, উন্নত ও সুপুষ্ট পয়োধরে তা দূরবর্তী হয়ে পড়েছিল ॥ ৯৫ ॥

তাঁদের দুজনের বাহুলতার আলিঙ্গনের যে বেষ্টনী পরস্পরকে নিবিড়ভাবে পীড়া দিল তা স্বর্ণপদ্মের মৃণাল দিয়ে তৈরি কামদেবের পাশই হয়ে উঠল ॥ ৯৬ ॥

প্রিয়ের আলিঙ্গনে পীড়িত হয়ে প্রেয়সীর বুকে স্তনদুটি রতি ও মদনদেবের সেই বিশ্রামস্থানে গোলাকার সম্মিলিত-উপাধানের স্বরূপ লাভ করল ॥ ৯৭ ॥

নলের হাতের নখের মৃদু চাপজনিত দাগের জন্যে দময়ন্তীর উরুদুটি রতি ও কামদেবের যশের প্রশস্তিস্বরূপ যেন স্বর্ণনির্মিত এক জোড়া জয়স্তম্ভ হয়ে শোভা পেল ॥ ৯৮ ॥

তোমার নাভি ও উরুর মধ্যবর্তী অঙ্গটিকে বিধাতাও বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন; কারণ, অত্যধিক গৌরবর্ণ সোনা দিয়ে এটিকে তিনি নির্মাণ করেছেন।—সেই নল তাঁকে এই কথা বললেন ॥ ৯৯ ॥

প্রিয়ের মর্দনাকাঙ্ক্ষী কোমল দুটি করপদ্মকে কলসের মতো সুডৌল ও কঠিন তাঁর দুটি স্তন হারের প্রভায় আচ্ছন্ন করল ॥ ১০০ ॥

বধূর যে স্তনদুটি কস্তুরী ও কুঙ্কুমে অনুলিপ্ত এবং নীল ও রক্তবর্ণ হয়ে আছে প্রিয়ার বুকে স্বয়ংসৃষ্ট সেইদুটিকে নখরূপ পলাশ ফুল দিয়ে তিনি অর্চনা করলেন ॥ ১০১ ॥

তখন পদ্মমুখীর মুখ নিষধরাজের মুখের চন্দ্রমণ্ডলকে চুম্বন করতে করতে সেই চাঁদকে অনুকরণ করল, যা সমুদ্র থেকে কিছুটা তখনও ওঠে নি এবং যা নিজের প্রতিবিম্বের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছে ॥ ১০২ ॥

সুপুরির ভাগ বেশি হওয়ায় কষায় আস্বাদ হয়েছে, উদয়ভাস্কর-নাম কর্পূরে সুরভিত হয়েছে,—পরস্পরের অধরের এমন অমৃতের ফলে সেই রতিক্রীড়ায় তাঁরা দুজন উত্তমরূপে মদ্যপানের বিলাস অনুভব করলেন (অথবা মদ্যপানজনিত উন্মত্ততা প্রকাশ করলেন ॥ ১০৩ ॥

তারপর সেই সুন্দরী অস্ফুট 'সীৎ' শব্দ করতে করতে সাত্ত্বিকভাবের বশে প্রবল কম্প অনুভব করে বর্ণ উচ্চারণ না করেও বললেন (অর্থাৎ বোঝালেন) যে, প্রিয়ের চুম্বনরত মুখটি শীতের হেতু ॥ ১০৪ ॥

বীরসেনপুত্র নলের মুখমণ্ডলটি চুম্বনের জন্যে প্রেয়সীর স্তন স্পর্শ করে সেই চাঁদের সঙ্গে সাদৃশ্য লাভ করেছিল, যা অমৃত দিয়ে পূর্ণ করার জন্যে সোনার দুটি কলসের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ॥ ১০৫ ॥

দেখে দেখেও তিনি সেই সুন্দরীকে আবার আনন্দের সঙ্গে দেখলেন, বার বার আলিঙ্গন করেও আবার আলিঙ্গন করলেন, আদরে বার বার চুম্বন করেও আবার চুম্বন করলেন এবং তবুও কিছুতেই তৃপ্তি পেলেন না ॥ ১০৬ ॥

তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ন হলেও তিনি মোহগ্রস্ত ছিলেন। (তাছাড়া) তাঁর বক্ষ ঘর্ম-বিন্দুতে চিহ্নিত ছিল। তাই নানা রতিক্রীড়ার ফলে তাঁর বক্ষের দীর্ঘ হারটি ছিঁড়ে

গেলেও বহুক্ষণ পরও তিনি তা বুঝতে পারলেন না ।। ১০৭ ।।

তাঁর বুকে হারের মুক্তাগুলো যে (অটুট) থাকত তার কারণ ছিল সুতো (তথা গুণ) । না হলে ছিন্নসূত্র অবস্থায় (তথা নির্গুণ দশায়) সেগুলো তখন সেখানে থাকতে পারল না কেন ? ।। ১০৮ ।।

মুক্তার হার তাঁদের দুজনের মধ্যে একজনের থাকলেও, অন্য যাঁর (ভৈমীর) হার ছিঁড়ে গিয়েছে, তাঁর বুক পরিশ্রমজনিত ঘর্মজলে পরিপূর্ণ হওয়ায় তাতে প্রতিবিম্ব হয়ে (ঐ হারটিই) সেখানে তখন অলঙ্কার হয়ে উঠল ।। ১০৯ ।।

কামদেবের সৌন্দর্যের গর্ব যাঁর বাঁ-পায়ের তলায় লোপ পেয়েছে, সেই নল দিনরাত মুখ দেখতে দেখতে তাঁর নবীন যৌবন ভোগ করলে সেই দময়ন্তী আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করলেন ।। ১১০ ।।

তাঁর অঙ্গস্পর্শে নল নিজের আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলিকে তৃপ্ত মনে করলেন এবং তাঁর দিকে দৃষ্টিপাতকে নিজের দুটি চোখের পক্ষে অমৃতের সার ভাগের তৃপ্তি বিধান বলে বুঝলেন ।। ১১১ ।।

প্রিয়ার অলঙ্কারসজ্জায় ইনি প্রথমে খুশি হলেন তারপর এই ভেবে বিষণ্ণ হলেন যে সেগুলি তাঁর কোনো কোনো অঙ্গ দেখার ব্যাপারে আচ্ছাদনস্বরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করে রয়েছে ।। ১১২ ।।

আলিঙ্গনের ক্ষেত্রে রোমাঞ্চজনিত দূরত্বও তাঁদের বহুযোজনের দূরত্ব মনে হল, পরস্পরকে দেখার ক্ষেত্রে নিমেষের ব্যাঘাতকেও তাঁরা বৎসরের ব্যবধান বলে জানলেন ।। ১১৩ ।।

সেই কোমলাঙ্গী আগেই বিন্দুস্খলনের পর্যায়ে পৌঁছাতে চলেছেন দেখে 'কে এখানে ?' এই কথায় তাঁর ভয় সৃষ্টি করে ইনি স্বচ্ছ মণিময় ভিত্তিভাগে নিজের প্রতিবিম্ব তাঁকে দেখালেন ।। ১১৪ ।।

নির্দিষ্ট মুহূর্তে মনোযোগের সঙ্গে সূর্যের বারোটি স্বরূপ ও শুভ্রাংশু চাঁদের অবস্থান চিন্তা করে নিয়ে তিনি নিজের কাঙ্ক্ষিত ক্ষণে রেতঃস্খলন হয়ে যাওয়ার যে-অবস্থা উপস্থিত হয়েছিল, তাকে বিলম্বিত করলেন ।। ১১৫ ।।

সহজভাবে উভয়ের স্খলনের মুহূর্ত উপস্থিত হলে তিনি প্রিয়াকে বাহুমূলে, স্তনে ও নাভিতে বহু চুম্বন দিয়ে রতির গোপন সমাপ্তিজনিত সুখের সারভাগের সমান অংশের অংশীদার করলেন ।। ১১৬ ।।

শিথিল অঙ্গ, নিমীলিত নেত্র, দ্রুত উল্লসিত রোমাঞ্চ, নিঃশ্বাস ও অস্ফুট 'সীৎ' শব্দে তাঁরা দুজন একসঙ্গে পরম তৃপ্তির ভাব লাভ করলেন ।। ১১৭ ।।

তাঁদের দুজনের চরম তৃপ্তি লাভের অবস্থায় আনন্দের মধ্যে হাতের নখের আঘাত সন্নিবেশ ছিল। গুড়ের নাড়ুতে প্রসিদ্ধ মরিচ গুঁড়ো কটু হলেও স্পষ্টতঃ স্পৃহার বিষয় হয় ।। ১১৮ ।।

রমণক্লান্ত সেই রমণী যে ক্ষণকাল অর্ধেক বন্ধ করেই তাঁর চঞ্চলতারার চোখদুটি ধরে রেখেছিলেন তা এক দৃষ্টিতে দেখতে থাকলেও প্রিয়তমের যেন তৃপ্তি হয় নি ।।১১৯।।

সেই ক্লান্তি ঐ নায়ককে ক্ষণকাল তালবৃন্তের বাতাস করতে প্রেরণা জোগালো। কেননা তেমন প্রেয়সী সংসারের ইষ্টদেবতা। (তিনি) বিধাতারও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারেন ।। ১২০ ।।

তাঁর মুখটি নিষধরাজকে আনন্দ দিল। সেই মুখে নাসাগ্রে ঘর্মবিন্দু জমে ছিল, অধরের প্রসাধন দ্রব্য মুছে গিয়েছিল, দুই কপোলের রোমাঞ্চ অর্ধেক লোপ পেয়েছিল ॥ ১২১ ॥

তখন তাঁর সেই অত্যন্ত লজ্জিত, কিছুটা কামার্ত, অত্যন্ত ক্লান্ত ও ঈষৎ-আনন্দিত মুখ প্রিয়ের হৃদয়ে আদরে লক্ষ দ্রব্য হয়ে উঠল ॥ ১২২ ॥

আশ্চর্য! যেভাবে যেভাবে প্রিয়ার রোমকূপগুলি ঘর্মজলে পরিপূর্ণ অবস্থায় নিষধরাজের দৃষ্টিতে পড়ল, সেইভাবে সেইভাবে ঐ দৃষ্টি তৃষ্ণা নিবারণের তৃপ্তি পেল না ॥ ১২৩ ॥

চুল থেকে মালা খসে পড়েছিল। সেই চুল বাঁধার জন্যে তাঁর হাতদুটি ব্যস্ত হলে তিনি যে রমণীয় বাহুমূল প্রকট করলেন, তা দেখে সেই নল সুখসমুদ্রে ডুবে গেলেন ॥ ১২৪ ॥

বন্ধুজীব পুষ্প ভ্রমরের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার মতো, স্বামীর অধর নিজের চোখের কাজলে রঞ্জিত হয়ে শোভা পাচ্ছে দেখে, সেই সুন্দরী স্মিত হাসি সংযত করতে পারলেন না ॥ ২২৫ ॥

তাঁকে মুখ ফিরিয়ে মৃদু হাসতে দেখে রাজা হাসির কারণ জানতে চাইলে লজ্জাশীলা বধূ তাঁর করকমলে আয়না তুলে দিয়ে উত্তর দিলেন ॥ ১২৬ ॥

তাঁর পায়ে চুম্বন করার ফলে লাক্ষারসে কপাল রঞ্জিত হয়েছে এমন অবস্থায় (রাজার) সেই মুখ দেখে তিনি অত্যন্ত লজ্জায় মাথা নত করে উদিত চাঁদের কথা স্মরণ করলেন, যার রক্তিমা কিছু অবশিষ্ট আছে ॥ ১২৭ ॥

ঘর্মাক্ত বক্ষে প্রতিবিম্বিত প্রিয়কে মূর্তভাবে হৃদয়ে প্রবিষ্ট দেখে তিনি নিজের লজ্জানত নাকের মৃদু বাতাস দিয়ে তাঁর রমণজনিত ক্লান্তি যেন দূর করলের ॥ ১২৪৮ ॥

পুষ্পনায়ক মদনের আজ্ঞাপ্রভাবে অধর দংশন করার বেদনার উৎপত্তি আগে বোঝা যায় নি। (এখন তা) বুঝে তিনি আস্তে আস্তে হাত বুলালেন এবং কিছুটা চমৎকৃত হলেন ॥ ১২৯ ॥

দুটি স্তনের উপর হাতের নখ দিয়ে প্রিয় যে-চিহ্ন এঁকে দিয়েছিলেন তা বার বার দেখে ইনি চোখের আঁচল কোপবশে কিছুটা সঙ্কুচিত করে প্রিয়ের দিকে তাকালেন। তাঁর মুখে হাসির স্পর্শ লেগে ছিল ॥ ১৩০ ॥

প্রিয়ার মুখ বুঝি ক্রোধান্বিত। তাঁকে দেখে ভয়ে কথা কিছুটা কাঁপছে, এমনভাবে তিনি বললেন—সুন্দরী! কে তোমার কোপ সৃষ্টি করেছে তাকে বুঝতে পারছি না ॥ ১৩১ ॥

হে কৃশাঙ্গী! যার পূজা করা চাঁদেরও কর্তব্য, তোমার সেই বাক্‌শূন্য, নম্র মুখে ক্রোধের কুঙ্কুমলেপন দিয়ে অসময়োচিত অল্প রঞ্জনসজ্জা যেন না হয় ॥ ১৩২ ॥

আমার গলায় যে-মণিরাশি রয়েছে তা কাম্যবস্তু দিতে পারে। এই প্রয়োজনে আমি চেয়ে বসলে তা অমৃতকণা ছড়িয়ে, নখ ইত্যাদির ফলে তোমার যে পীড়া ঘটেছে, তা তাড়াতাড়ি দূর করুক ॥ ১৩৩ ॥

আমার হাত তোমার স্তনে নখচিহ্নের ইন্দ্রধনু রচনা করে তালবৃন্ত চালনার সেবাতে নিজের অপরাধ মুছে ফেলেছে। আবার না হয় (তোমার) পা দুখানির সেবা করুক ॥ ১৩৪ ॥

নির্দয়ভাবে দংশন করে যদি আমার মুখের অনুচিত কাজ হয়ে থাকে, তবে, সুদতী[৩] বলো, তুমি কি (আমার) অধর দংশন করে এই শত্রুতার শোধ নেবে না? ।। ১৩৫ ।।

তোমার অস্ত্রহরণ করলে আমার মুকুটের যে-মণি প্রদীপ নেভানোর উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিয়েছিল, তার অপরাধের প্রতিকার নেই। সে তোমার পায়ে পড়ুক ।। ১৩৬ ।।

এইভাবে কোমল বাক্য উপহার দিয়ে তিনি শয্যায় কেশস্পর্শ করে নিজের মুকুটমণির শোভাস্বরূপ নদীকে তাঁর দুখানি পদরূপ রক্তপদ্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করলেন ।। ৪৩৭ ।।

তাঁর পায়ের সবগুলি নখে নিজের যে প্রতিবিম্বগুলি, তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি রুদ্রের এগারো সংখ্যাটিকে জয় করার ইচ্ছা নিয়ে যে কাম এগারোটি মূর্তি ধরেন, তাঁর সঙ্গে সমতা লাভ করলেন[৪] ।। ১৩৮ ।।

ইনি বললেন—ক্রোধ দূর করো। দেখো বসন্তের ক্ষুদ্র রাত্রি বিদায় নিচ্ছে। অন্য কোনো রাত্রে বরং রাগের এই শেষটুকু সামান্যক্ষণের জন্যে কামনা করবে ।।১৩৯।।

তারপর সেই সুন্দরী হাত দিয়ে নিজের পাদপদ্ম লুকোলেন। তাঁর প্রণামের ফলে মান চলে গিয়েছে এইরকমভাবে মুখে হাসি ফুটিয়েই তিনি প্রিয়কে কৃতার্থ করলেন ।। ১৪০ ।।

তাঁরা দুজন পরস্পর রতিরসের উদ্ভববশে আবার মনে মনে সম্ভোগ করতে ইচ্ছুক হলেন। কিন্তু স্বল্পায়ু দুষ্ট রাত্রি তাঁদের এই ইচ্ছা সহ্য করল না ।। ১৪১ ।।

নিদ্রার জন্যে তাঁরা শয্যা নিলে অধরদংশন চুম্বন ইত্যাদি ঘটিত আনন্দের অবকাশে স্বচ্ছন্দে প্রিয় প্রিয়াকে কেটে কেটে এই কথা বললেন— ।। ১৪২ ।।

দেবতাদের দৌত্য গ্রহণ করে ধর্মের ভয়ে সেই যে-অপরাধ করেছিলাম, নলের আজীবন বশ্যতা সেই-অপরাধের মার্জনাস্বরূপ হোক ।। ১৪৩ ।।

হে সুন্দরী! তোমাকে যে চেয়ে দেখা, তাই নলের উৎসবক্ষণ, তুমি যাতে সুখী হও তাই সাম্রাজ্য, তোমার অঙ্গের যে আলিঙ্গনবিলাস, তাই সুধা দিয়ে অভিষেকস্নান ।। ১৪৪ ।।

শ্রীহরির বক্ষে প্রেয়সী লক্ষ্মীর স্থাপন কি সুখ? কিংবা, শিবের শিবানীর সঙ্গে অর্ধাঙ্গ হয়ে ওঠা কি সুখ? হে সুন্দরী, এই আমি রতি-উৎসবে নদী ও সমুদ্রের প্রসিদ্ধ মিলনের মতো তোমার মিলন কামনা করি ।। ১৪৫ ।।

যেহেতু স্বর্গপতিকে তৃণের মতো পরিত্যাগ করে দয়ার পণ দিয়ে আমাকে কিনে নিয়েছ, তাই 'আমার উপর দৃঢ় মমত্ববুদ্ধি স্থাপন করো' একথা বলার অবকাশই কোথায়? ।। ১৪৬ ।।

আমি বহুবার তোমার সখীদের সঙ্গে তোমার বাক্যালাপ নিভৃতে শুনতে শুনতে লক্ষ্য করেছি, অকারণে রামচন্দ্রের সীতা পরিত্যাগের কথা শুনে তুমি ভয়ে ব্যাকুল হচ্ছ[৫] ।। ১৪৭ ।।

স্পর্শমাত্র পত্র নিমীলিত হয় যে-লজ্জাবতীলতার তা থেকে, কচ্ছপের সচল মাংস থেকে, মাথা নাড়ানো কাঁকড়া থেকে নিজ নিজ ভয়ের কারণের কথা তোমার সখীরা বলতে লাগলে আমার বিরহ থেকে তোমার নিজের ভয়ের কথা তুমি বলেছ। আমি তা

গোপনে শুনেছি। তবে আমি তোমাকে ত্যাগ করব না'।—অসত্যকে যিনি ভয় করেন সেই (নল) এইভাবে প্রিয়কথা বললেন ॥ ১৪৮-১৪৯ ॥

হায়, যে-আমি (বিয়ের আগে) বিরহদশায় (স্বপ্নে) তোমাদের দুজনকে মিলিয়ে দিয়ে প্রাণরক্ষার হেতু হয়েছি, সেই আমার ক্ষণ অর্থাৎ রাত্রিকাল তোমরা তারপর রমণের জন্যে দিচ্ছ'—এইভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে নিদ্রা আজ বুঝি আমাদের দুজনের কাছে আসছে না ॥ ১৫০ ॥

প্রভাতে কোকিল কলস্বরে আলাপ করতে থাকলে রাত্রি জাগরণের জন্যে কুমুদের যেমন হয়, তেমনি প্রিয় এইভাবে কথা বলতে থাকলে, ইনি আনন্দে চোখ কিছুটা বন্ধ করলেন ॥ ১৫১ ॥

তারপর আলিঙ্গনের পেটিকায় পরস্পর গাঢ় আলিঙ্গন করতে করতে তাঁরা দুজন ঊরুতে ঊরু মিশিয়ে, অধরে অধর মিলিয়ে, স্বপ্নে পরস্পরের (চুম্বন প্রভৃতি) ক্রিয়াকান্ড দেখে নিদ্রিত হলেন ॥ ১৫২ ॥

শ্বাস যাতায়াতের বেগের ছলে রমণজনিত ক্লান্তির যে-নিঃশ্বাসধারা (দুজনের) চলছিল, তার অনবরত মিশ্রণ পরস্পরের প্রাণের অভেদ স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছিল এবং বধূর স্তনের পত্রবল্লীতে যে হাতি, কুমীর (ইত্যাদি চিহ্ন), তাতে চিত্রিত হয়ে রাজার বুকের চিহ্ন উভয়ের হৃদয়ের একত্ব ঘোষণা করছিল। এইভাবে সেই যুগলটি আনন্দের নিদ্রা উপভোগ করলেন ॥ ১৫৩ ॥

কবিশ্রেষ্ঠদের মুকুটের অলঙ্কারের হীরার তুল্য শ্রীহীর ও মামল্লদেবী শ্রীহর্ষ-নামে যে জিতেন্দ্রিয় পুত্রকে জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁর সৃষ্টি 'শিবশক্তিসিদ্ধি-নামে' ভগ্নীস্থানীয় গ্রন্থের সঙ্গে উত্তমভ্রাতার সম্পর্কগুণে প্রশংসার পাত্র, এই নলচরিতাশ্রিত-মহাকাব্যে অষ্টাদশ সর্গটি সমাপ্ত হল ॥ ১৫৪ ॥

× × × × × × × × × × × × × উনবিংশ সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

রাত্রির দশম দশায় নিষধসাম্রাজ্যের কামদেবকে (অর্থাৎ নলকে) জাগরিত করার ইচ্ছা নিয়ে বৈতালিকেরা গান গাইতে লাগলেন। তিনি তখন প্রেয়সীর অঙ্কে শায়িত। ঐ গানের শব্দমালা কানের কাছে যেন মধু। রচনাকৌশলে ভাব ব্যঞ্জনা লাভ করায় যে রসগুলি পরিস্ফুট হল, তাতে গানের বাণী বিশেষ ভাবে সিক্ত হল— ॥ ১ ॥

মহারাজ! আপনার জয় হোক। নিদ্রালু অলস নেত্রপদ্ম উন্মীলিত করে দৃষ্টিতে প্রভাতের এই সুষমাকে সফল করুন। বিদর্ভরাজকন্যা শয্যা থেকে উত্থিত আপনার শুভসূচক প্রথম দৃশ্যবস্তু হোন। কারণ, হে প্রভু! প্রিয়জনের মুখপদ্মের চেয়ে উৎকৃষ্ট মঙ্গলসূচক বস্তু নেই ॥ ২ ॥

ঐ শীতাংশু চাঁদ বরুণের স্ত্রী যে-দিকটি, সেই-পশ্চিমদিকে যেতে যেতে কিরণ-সমষ্টি স্বরূপ এক-একটি অংশ ক্রমে ক্রমে চলে যাওয়ায় কিরণশূন্য। যেন তাকে দেখতে দেখতে (ইন্দ্রের মহিষী দিক্ অর্থাৎ) পূর্বদিক্ প্রসন্নতার ছলে নিজের হাস্যোজ্জ্বল মুখটি তুলে ধরেছে ॥ ৩ ॥

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র তারাগুলি আর তেমন চোখে পড়ছে না। সূর্যের কিরণগুলি

অবিচ্ছিন্ন ভবে আকাশে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে। রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে যে কিরণগুলি, তাদের ক্লান্তির কথা বলে দিচ্ছে এই নিশানাথ চন্দ্রও, যার নিজের প্রাণ ক্ষীণ হয়ে আসছে ॥ ৪ ॥

লাক্ষার সৌন্দর্যকে ছাড়িয়ে যায় এমন সূর্যকিরণের ফলে অন্ধকাররাশি সেই-পাঁকের রাশির মতো অত্যন্ত শোভা পাচ্ছে, যা বহু হংসের চঞ্চল রক্তচঞ্চুর স্পষ্ট স্পর্শ পেয়েছে, আর ঘোর কালো বলে নিজেকে মনে করলেও ভ্রমর যেন লালকালো মেশানো কান্তি নিয়ে শোভা পাচ্ছে ॥ ৫ ॥

রাত্রির ফোয়ারা থেকে যেন নির্গত হয়েছে, এইভাবে শীতল জলের কণাগুলো ক্রমে সঞ্চিত হয়ে স্বচ্ছ জলের বিন্দু হয়ে কুশের কচি পাতার ডগায় লেগে আছে। বেধনদক্ষ এক মণিকার লোহার সূচের অঙ্কুরের মতো প্রান্তে অসাধারণ কৌশলে ভিতরে যে-মুক্তাগুলিকে গেঁথে ফেলেছে, জলবিন্দুগুলি তাদের অনুকরণ করেছে (পাঠান্তরে—হার মানিয়েছে) ॥ ৬ ॥

সূর্যদীপ্তিস্বরূপ ঋক্‌-মন্ত্রগুলির প্রারম্ভিক ওঙ্কারে (অর্থাৎ সূর্যকিরণগুলির উদয়ে) স্পষ্ট নির্মল অনুস্বার বিন্দু করার জন্যে ঐ তারাগুলি আকাশে সংগ্রহ করা হচ্ছে। আর হিমাংশু চাঁদের এই বিম্ব থেকে কিরণগুলিকে নিশ্চয় এই মন্ত্রগুলির জন্যে উদাত্ত স্বরের চিহ্ন দেওয়ার প্রয়োজনে উপরের দিকে টানা হচ্ছে[১] ॥ ৭ ॥

(এসব) দেখে কুমুদফুল মুহ্যমান অবস্থায় যেতে থাকলে, নল দুটি চোখ খুলতে থাকলে এবং দূরে তারাদের অধিপতি চাঁদ তেজোহীন হতে থাকলে সূর্য অন্ধকাররূপ চুলের মুঠি ধরে রাত্রিকে তাড়াতাড়ি বিনাশ করছে, যেন ইন্দ্রজিৎ মায়ানির্মিত সীতা-দেবীকে তাড়াতাড়ি বিনাশ করছে[২] ॥ ৮ ॥

আকাশ হল যুগল দেবতাদের সম্ভোগশয্যা। সেখানে কামক্রীড়ার ফলে যে-মালা খসে পড়েছে, তার টুকরোর শোভার প্রাচুর্য লাভ করছে তারাগুলি। আর পূর্ণচন্দ্র অতি কোমল কিরণের আকারে তুলোর রাশি দিয়ে মধ্যভাগ পূর্ণ করে মস্তকের উপাধানের সাদৃশ্য লাভ করছে ॥ ৯ ॥

সূর্যকিরণগুলি বুঝি চারটি বেদের হাজার শাখায় বিবর্তনের রূপ ধরে এখন নিকটবর্তী স্থান আলোকিত করছে। তাই বেদপড়ুয়াদের মুখগহ্বরে তারই এই প্রতিধ্বনি বেদের পদ হয়ে ঊর্ধ্বপথে প্রসারিত হচ্ছে ॥ ১০ ॥

ঐশ্বর্যশালী সূর্য পদ্মের অকারণ বন্ধু। অন্ধকারস্বরূপ শত্রু পশ্চাদপসরণ করে পশ্চিম আকাশের পথে কুণ্ডলীর আকারে লেগে যাওয়ার ফলে তার অশ্রান্তভাবে মেরুপর্বত প্রদক্ষিণ করার বিলাস সফল হচ্ছে। (এই সূর্য) ইন্দ্রের (বৈজয়ন্ত নামে) প্রাসাদের অলিন্দকে কিছুটা আশ্রয় করছে ॥ ১১ ॥

অন্ধকাররূপ কাকপক্ষীকে মেরে ফেলার ব্যাপারে বাজপাখি হল সূর্যকিরণগুলি। তাদের প্রসারে সূর্যের মৃগয়া করার কথা নিশ্চিতভাবে বুঝে চাঁদ শশকের মৃত্যুর ভয়ে পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছে আর তা জানতে পেরে নক্ষত্রের পায়রাগুলো উড়ে পালিয়েছে ॥ ১২ ॥

দেবতাদের রতিক্রিয়ার ফলে যে-কণ্ঠহার ছিঁড়ে গিয়েছে তা থেকে খসে পড়া মুক্তার মতো তারাগুলি দেবতাদের আকাশের অঙ্গন একেবারে পূর্ণ করে ফেলেছিল। এখন আবার বহুকিরণবিশিষ্ট সূর্য সকালে ঝাঁট দেওয়াতে তা নিজের স্বাভাবিক অবস্থায়

সৌন্দর্যে বিশিষ্ট হয়েছে দেখা যাচ্ছে ॥ ১৩ ॥

প্রথমে নক্ষত্রের গোটা চাল অন্ধকারসমষ্টির দূর্বাঘাসের আঁটির সঙ্গে মিশিয়ে তা দিয়ে অর্ঘ্য দেওয়ার পর আকাশ তার নিজের মধ্যে যে শীতল জলবিন্দুর রাশি বর্তমান আছে, তাকে জলমাখানো ছাতু করে, তা দিয়ে সূর্যশোভার উদ্দেশ্যে অতিথির খাদ্য নিবেদন করছে ॥ ১৪ ॥

অসুরদের পক্ষে হিতকর হলেও যে-অন্ধকার (বৃহস্পতির পুত্র) কচকে পাওয়ার মতো সূর্যঘটিত বিপত্তির মুখে পড়েছে, দৈত্যগুরু (শুক্রাচার্য) যদি প্রাতঃসন্ধ্যার মৌনব্রত ভঙ্গ করতে ভীত না হয়ে থাকেন তবে তিনি (ঐ অন্ধকারকে) প্রাণ দেওয়ার জন্যে সেই-সঞ্জীবনীবিদ্যা উচ্চারণ করছেন না কেন, যা তাঁর কণ্ঠে বাস করছে[৩] ? ॥১৫॥

দিনের সঙ্গে রাত্রির যুদ্ধের এই ক্ষণে উদয়াচলের চূড়াগুলিতে সূর্য বিহার করছে। গরমে গলে-যাওয়া পাথুরে গালার স্রোতগুলিকে ঐ চূড়াগুলি ধরে রেখেছে। উদীয়মান অরুণের নমস্কার সম্বন্ধে অত্যধিক আগ্রহে অরুণের অনুজ গরুড় মিলিত হওয়ায় তাদের মিলনের ফলে নতুন ইঁটের পাঁচিল কি বোঝা যায় না ? ॥ ১৬ ॥

এখন বলাসুরের শত্রু ইন্দ্রের সেনার মধ্যে বর্তমান থেকে স্ত্রী ঘোড়াগুলি সূর্যের রথের পুরুষ ঘোড়াগুলিতে কাছে উপস্থিত হতে দেখে গাঢ় প্রেমে সঙ্গম কামনা করছে নিশ্চয়। চক্রবাকী[৮] অন্তরে কামশরের অধীন হয়ে রমণেচ্ছু হয়েছে ॥ ১৭ ॥

রাত্রে অনাহারে থেকে আপনার অশ্ব ক্ষুধায় কাতর হয়ে দুগ্ধ পানের ইচ্ছায় বার বার লেজ নেড়ে অত্যন্ত মধুর হ্রেষাধ্বনি করছে। ঘোড়াগুলো জায়গা থেকে উঠে শব্দ করতে করতে মণিমন্থ-নামে পর্বত থেকে উৎপন্ন শিলা লেহন করতে উৎসুক হয়ে লোলুপভাবে লবণ চাইছে ॥ ১৮ ॥

তারকারাশির পক্ষে এটা কি সঙ্গত নয়, রাত্রির পক্ষে কি এটা যথার্থ নয় যে তাদের পতিব দীপ্তবাশি কমে গেলে তার দিকে তারা এই সময় তাকিয়ে দেখে না ? কিন্তু নক্ষত্রপতি চাঁদের বক্ষ পাষাণময়, তাতে পাষাণের মলিন শোভা স্ফুরিত হয়। কারণ দুই স্ত্রীর বিচ্ছেদেও তা তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ে না (বা, গলে যায় না) । ১৯ ॥

যে-প্রাতঃসন্ধ্যা অরুণের কিরণেস্বরূপে অগ্নিতে নক্ষত্রগুলোকে খই-এর মতো আহুতি দিচ্ছে, মনে হচ্ছে, দিনমণি সূর্য সেই-সন্ধ্যাকে বিবাহ করছে। কারণ, প্রথমে এ যেমন করেছে তেমনি ঐ (সূর্য) অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করছে। তার বিবাহের মঙ্গলসূত্রে চিহ্নিত কর (হাত বা কিরণ) দেখতে কে না উৎসুক ? ॥ ২০ ॥

দ্বিতীয় রতি ও দ্বিতীয় রতিপতি মদনের শোভাবিশিষ্ট হে দময়ন্তী ও নল ! যেহেতু আমরা বৈতালিকরূপে চাটুবাক্য প্রয়োগ করার ভার বিশেষভাবে বহন করে থাকি, তাই বেশি কথা বলি। পুণ্যবিরোধী নর্মক্রীড়ার বিঘ্নের মতো উচ্চারিত হলেও এই কটুকথা আপনাদের কেবল ক্রোধ না হওয়ার জন্যে নয়, আপনাদের আনন্দের জন্যেও উচ্চারিত হচ্ছে ॥ ২১ ॥

শীঘ্র প্রিয়াসঙ্গ ত্যাগ করুন। হে তপস্যায় উজ্জ্বল নল ! সন্ধ্যার উপাসনা করুন। রাত্রির পর এই প্রাতঃসন্ধ্যা আপনাকে কি তাড়া দিচ্ছে না ? এরপরই অবশ্যই সূর্য দিনের আবির্ভাব ঘটাবে। ইন্দ্রের প্রভুত্বের অধীন পূর্বদিক পূর্ণগর্ভ হয়ে কয়েকটি মুহূর্ত শুধু অপেক্ষা করবে ॥ ২২ ॥

হে ভীমরাজকন্যা ! আপনি কলাবিদ্যার আধার। আপনি মন কেড়ে নেওয়ায়

নিষধরাজের ও আজ শাস্ত্রবিধি আচরণে অত্যধিক আলস্য এসেছে, এটা আশ্চর্য। ইনি প্রাতঃসন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেও দোষ মনে করছেন না, যে কারণে, সূর্যকে এখন প্রণাম করতে ইচ্ছুক নন॥ ২৩॥

হে মনস্বিনী! আপনার চেয়ে বেশি বিদুষী কেউ নেই। তাই স্বামীর নিত্যকর্ম আচরণ না করার পাপে হেতু হবেন না। লোক নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তারা অপরের কলঙ্ক সম্বন্ধে বলে থাকে। অহর্নিশ আপনার সঙ্গ ত্যাগ না করায় এঁকে তারা কামুক রমণীর বশীভূত বলবে॥ ২৪॥

হে রাজন্! ইনি শ্রেষ্ঠ স্ত্রীরত্ন হলেও এই সহচরীকে ক্ষণকাল ছেড়ে আসুন। সূর্যের অল্পপ্রকাশিত কিরণে আকাশ নিজেকে চিত্রিত করছে। কুমুদ থেকে পদ্মের দিকে প্রস্থান করতে গিয়ে সৌন্দর্যরাশি আনন্দে সমুদ্র থেকে উত্থিত উজ্জ্বল, জলপূর্ণ স্বর্ণকলস দেখার ইচ্ছা বহন করছে॥ ২৫॥

পূর্বদিকের পথিক সূর্যের তেজোরাশি আগে স্পষ্টভাবে ইন্দ্রকে দেখে তারপর এখানে আপনাকে দেখবে। আহা আশ্চর্য! নৈপুণ্যের অধিকারে যোগাবয়োগ করতে সমর্থ হয়ে তারা আপনাদের দুজনের সৌন্দর্য ও সম্পদের তুলনামূলক বিচারের কৌশল প্রকট করুক॥ ২৬॥

প্রভাতে পৌরুষে বলবান্ ভ্রমরগুলি পদ্মের অল্পশিথিল মুখে সবলে প্রবেশ করে, বাইরে আসার সময় পদ্মের মধুরস কিছুটা মুখে করে এনে তা ভাগ করে, সঙ্গিনীকে নতুন খাবার খাওয়ালো॥ ২৭॥

দিনের আবির্ভাবে পদ্ম প্রথমে বিকসিত একটি পাপড়ি নিয়ে দ্রষ্টা ব্যক্তির এইরকম ধারণা সৃষ্টি করছে—'সূর্যকিরণের পরিপূর্ণতা ভোগ করতে প্রবৃত্ত হয়ে এটি কি প্রথমে মন্ত্রপূত জল নেওয়ার জন্যে হাতের পাতা পাত্রের আকারে গভীর করেছে?'॥ ২৮॥

এখন সরোবরের তীরে গাছে পাখিদের কোলাহলে বুঝি সরোবরে পদ্মের নিদ্রার মুদ্রা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ভ্রমরীবধূর মুখ থেকে যে-অধরসুধা পাওয়া যাচ্ছে তার সঙ্গে মাঝে মাঝে ভ্রমর পদ্মের মধুপান করছে॥ ২৯॥

গতকাল দিনের আয়ুর শেষে যেন দয়ার আবির্ভাবে গুটিয়ে যাওয়া পদ্মকলির মধ্যে বাসায় প্রবেশ লাভ করেছিল যে-ভ্রমরেরা, এখন পদ্ম বিকসিত হওয়ায় তারা বাইরে এসে সঙ্গীদের সঙ্গে মধুপান করছে—দেখা যাচ্ছে॥ ৩০॥

অন্ধকার নাশ হওয়ায় নক্ষত্র কমে এসেছে। তাই সব দিক পাণ্ডুবর্ণ দেখাচ্ছে। পদ্মের প্রকাশে কোন্ সরোবরকে সাদা মনে হচ্ছে না? শরণাগত অন্ধকারকে ধ্বংস করে যে-সূর্যপ্রভা, তাকে সাদরে আশ্রয় দেওয়ায় আকাশের একমাত্র মধ্যভাগ নিজের অপকীর্তির বোঝায় নীল দেখাচ্ছে॥ ৩১॥

উদীয়মান সূর্য যাদের পক্ষ, সেই পদ্মবনগুলি কি হাসবে না? প্রভাহীন চাঁদ যার বন্ধু, সেই কুমুদ কি সংকুচিত হবে না? অথবা, পদ্মগুলি নিজেদের নিদ্রা অর্থাৎ সঙ্কোচনের বিনিময়ে হিমালয়ের (শ্বেত-) পাথরের শোভাবিশিষ্ট ঐ মৃদু হাসি অর্থাৎ বিকাশটি কুমুদবনের থেকে নিয়েছে॥ ৩২॥

কুমুদের মধু দিয়ে ভ্রমরগুলোর পেট ভরে গিয়েছে। তারা নতুনভাবে এসে পদ্মে মধু পান করুক বা না করুক, চক্রবাক পাখিরা কিন্তু রাত্রে তৃষ্ণার্ত থেকে

এখন আপন বধূরে এই মুখপদ্মে অধর-মধু আস্বাদন করছে ॥ ৩৩ ॥

যারা বার বার বিরহে থেকে যেন নতুনভাবে পরস্পরকে সম্ভোগ করে, সেই চক্রবাকমিথুনই জগতে কামশাস্ত্রে পারঙ্গম। যেহেতু সর্বদা অমৃতভক্ষণের ফলেই অমৃতভোজী দেবতাদের স্বামী শম্ভু অরুচিরোগগ্রস্ত হয়েছিলেন, তাই এই বিভু দেব বিষভক্ষণ করেছিলেন[৬] ॥ ৩৪ ॥

যুবতী স্ত্রীর বিরহ রাত্রিরূপ প্রিয়ার বিরহী চাঁদে বর্তাচ্ছে বলে এবং নিজের হৃদয় থেকে সন্তাপ সূর্যকান্তমণিতে যেতে চলেছে বলে, চক্রবাক পাখিরা বিরহবশে স্খলিতজিহ্বায় এখন অত্যধিক বিহ্বল সহচরীকে নাম ধরে বার বার ডাকছে ॥ ৩৫। ॥

নিজের মুকুলরূপ চোখে অন্ধ হওয়ার দরুন কুমুদ সূর্যকে দেখতে পারে না। লোকে তাকে কেন খারাপ কথা বলে ? (ওহে শ্রোতারা) শোনো শোনো। কবি-প্রতিভায় রাজার অর্থাৎ চন্দ্রের যে-মহিষীর বিষয়ে লেখা ও পড়া হয়, তিনি কি অসূর্যম্পশ্যা হবেন না[৭] ? ॥ ৩৬ ॥

পদ্মের বন্ধু সূর্য হাতের অঞ্জলি দিয়ে যেন অন্ধকারের সমুদ্র পান করছেন এবং তার হাতের ফাঁক দিয়ে জলবিন্দুগুলি পড়ে গিয়েছে ;—এইভাবে ভ্রমরগুলি আকাশে শোভা পাচ্ছে। শতদল পদ্মের মধুপ্রবাহের দুটি স্যাঁতসেঁতে তীরের সঙ্গে লেগে থাকার ফলে সেগুলি সেখানকার পাঁকের মতো আমার মনে সন্দেহ জাগাচ্ছে ॥ ৩৭ ॥

সূর্যের নবীন কিরণগুলি সরোবরের তীরে সঞ্চরণ করে। তারা রাশীকৃত কুংকুমফুলের শোভাকে হার মানায়। পদ্মগন্ধের আনন্দে যে-ভ্রমরগুলি উপরে উড়ছে, তাদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ফলে ঐ কিরণগুলি গুঞ্জাফুলের শোভা লাভ করেছে ॥ ৩৮ ॥

যেহেতু সূর্যের কুমারী দীপ্তি একে রক্তবর্ণ করছে, পতনশীল ভ্রমরশ্রেণী একে নীলবর্ণ করতে উদ্যোগ নিচ্ছে, ফুটন্ত সাদা পদ্মকলিগুলির ফলে এর মধ্যদেশ সাদা হয়েছে, তাই অবশ্যই এই সরোবরটি বিচিত্রবর্ণ হয়েছে ॥ ৩৯ ॥

যে-কোনো পদ্মের কল্যাণবিধানে পুরুষরূপে সূর্যের ব্রত আশ্চর্য। কারণ, সৌন্দর্যের আধাররূপে কবিরা বলতে ইচ্ছুক হয়ে তুলনা দিয়ে যাদের পদ্মের মর্যাদায় তুলেছেন, সেই চোখগুলিরও উপকার করে ঐ সূর্য, আর তেমনটি না হওয়ায় যা প্যাঁচার দুটি চোখ, তাকে বাদ দেয় ॥ ৪০ ॥

হে যজ্ঞপথের পথিক ! সূর্যের উপর যদি অত্যধিক ভক্তিমান্ হয়ে থাকেন, তবে এই উদীয়মান সূর্যকে তাড়াতাড়ি পুজো করুন। কারণ, এই মুহূর্তে উপস্থান মন্ত্রের সঙ্গে সূর্যের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি উৎক্ষিপ্ত হলে তা মন্দেহ-রাক্ষসদের উদ্দেশ্যে জলস্বরূপ বজ্র হয়ে ওঠে[৮] ॥ ৪১ ॥

এই সূর্যমণ্ডল উদয়াচলের সানুদেশে বর্তমান, তা নবীন তেজঃস্বরূপ মাণিক্যের অক্ষয় খনি। অন্ধকারে শ্যামবর্ণ রাত্রিস্বরূপ পাথর তার আবরণ, তা সরিয়ে কোন্ লোক এই খনি উদ্ঘাটন করেছে, জানি না ॥ ৪২ ॥

প্রসিদ্ধি আছে, দেবরাজ ইন্দ্র কর্ণের কাছ থেকে দুটি কুণ্ডল নিয়েছিলেন। তারপর নিশ্চয় আনন্দে প্রাচী দিক্‌কে তা দিয়েছিলেন। কারণ, তিনিই ঐ দিকের অধিপতি। সেদিকে উদিত হয়ে চাঁদ একটি (কুণ্ডলরূপে) দেখা দিয়েছিল। (এখন) নবীন কিরণের তরল স্বর্ণধারা ছড়িয়ে সূর্য দ্বিতীয় (কুণ্ডলরূপে) দেখা দিচ্ছে ॥ ৪৩ ॥

গতদিনের অন্তিম সময়ে পেঁাছে স্বামী সূর্য অস্ত গেলে যে রক্তিম দীপ্তি আগুনে প্রবেশ করেছিল, পাতাল থেকে সবলে সূর্যকে তুলে এনে তার স্বর্গলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়ে এই সেই দীপ্তি সতীব্রতের আদর্শমূর্তি লাভ করেছে[৯] ॥ ৪৪ ॥

পণ্ডিতদের এ কথা যথার্থই বটে যে, সন্তানের দেহের কালো রঙ পিতামাতার নীল, সবুজ বর্ণের শাক ইত্যাদি খাওয়ার ফল। কারণ, ভাস্বর সূর্যের এই নির্মল কান্তিময় দেহ থেকেও কৃষ্ণবর্ণের যম, যমুনা ও শনির জন্ম হয়েছে, সূর্যের অন্ধকার পান করার ফলে। ৪৫ ॥

এই সূর্যদেব প্রত্যেক রাত্রির শেষে দিনরূপে কালকে বার বার সৃষ্টি করে এমনভাবে দীর্ঘকালের অভ্যাস গড়ে তুলেছেন, যাতে কালের ঐ প্রসূতি যম ও যমুনার জন্মদানের সময়ও অতীতে এই কারণে স্বভাব ত্যাগ করতে পারে নি ॥ ৪৬ ॥

তাঁর কিরণের পদগুলি সুন্দর। সারথি অরুণের প্রভূত সৌন্দর্যে তাঁর রথ ভূষিত। মানুষকে ত্রাণ করার জন্যে তিনি শনি ও যম এই দুই সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। তিনি চক্রবাকদের কাছে দয়ার সমুদ্র, চোখের সখা। যেহেতু দুর্জনেরা সেই ভাস্বর সূর্যকেও উপহাস করে, তাই আমাদের কোন্ দুর্জন উপহাস না করবে ? ॥ ৪৭ ॥

শৈত্যপ্রভাবে শরীরধারী জীবদের ব্যাধিতে তাদের সুখলাভের জন্যে যে উষ্ণতা দেয়, তারপর প্রখর কিরণে মুখ শুকিয়ে গেলে যে জল দেয়,—জলের ভয়ে ভীত ব্যক্তিদের উষ্ণতা এবং তাপগ্রস্ত ব্যক্তিদের শৈত্য—এইভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বারবার পরহিতে কর্ম করে, এই সেই সূর্যের উদয় হচ্ছে। ৪৮ ॥

চারটি দিকের প্রান্তভাগে যে-অন্ধকাররাশি আশ্রয় পেয়েছে তাকেও সূর্যের যে-কিরণগুলি মুহূর্তে বিনষ্ট করে তারা—গাছকে আশ্রয় করে ছায়ারূপে যে-অন্ধকার বাস করছে—তাকে বিনষ্ট করতে পারে নি—এবিষয়ে কোন্ ব্যক্তি বিস্ময় প্রকাশ করবে না ? ॥ ৪৯ ॥

জগতে তিমির অর্থাৎ অন্ধকার ও তিমির-নামে চোখের রোগের, এমনকি পদ্মরাশির সঙ্কোচন-নামক মূর্ছার চিকিৎসা করেন অশ্বিনীকুমারদের নিজের এই পিতা। তাঁর কাছ থেকে শিখে তাঁরা চিকিৎসা করেন। তাছাড়া যেহেতু তিনি যমের পিতা, তাই এটা কি অনুচিত যে, তিনি নির্দয় হয়ে কুমুদগুলির অপমৃত্যুর জন্যে উদিত হন ? ॥ ৫০ ॥

এই নক্ষত্রপতি চন্দ্র সূর্যপত্নী পদ্মিনীকে পতিবিরহিণী অবস্থায় যেহেতু পীড়ন করেছিল এবং কুমুদ যেহেতু হেসেছিল, তাই আমার মনে হয়, পাকা কুলফলের মতো লাল রঙ নিয়ে নতুন সূর্য উদিত হতে থাকলে ঐ দুটি নিজেদের অপরাধে শঙ্কায় সংকুচিত হয়েছে ॥ ৫১ ॥

জানি, পৃথিবীর অধস্তন পাতালপথে সূর্য পরিভ্রমণ করে। বেদ তার শরীর। তার একসহস্র জ্যোতি হল বেদের শাখাগুলি। তারা ভাস্বর এবং (উদাত্ত প্রভৃতি) স্বরবিশিষ্ট। নাগপতি শেষনাগ দুই সহস্র চোখ দিয়ে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে একসঙ্গে সেগুলোকে দেখেন ও শোনেন[১০] ॥ ৫২ ॥

যাদের প্রখরতা প্রথমদিকে বিশেষভাবে প্রকাশ পায় না, প্রবালের মতো দীপ্তিমান ও পদ্মের বন্ধুস্থানীয় সূর্যের সেই কিরণগুলি দেখা যাচ্ছে। এদের কিছু কিছু অংশ যে

গবাক্ষপথে ভিতরে প্রবেশ করে দীর্ঘায়িত হয়ে অঙ্গুলির রমণীয়তা লাভ করে, তা যুক্তিযুক্ত বটে ॥ ৫৩ ॥

সূর্যকিরণরূপ ঐ যে অঙ্গুলিগুলি সৌধের চিলেকোঠার গবাক্ষপথে প্রবেশ করেছে, সেগুলোকে তাড়াতাড়ি দুচোখ দিয়ে দেখুন। তাতে পরমাণুগুলি ব্যাপ্ত হয়ে ভাসছে। স্বর্গের সূত্রধর বিশ্বকর্মা শাণযন্ত্রের চক্রে ধরেছেন বলে সেগুলো কি তৎক্ষণাৎ ঘুরতে ঘুরতে শোভা পাচ্ছে না ? ॥ ৫৪ ॥

দিন নাপিত হয়ে ক্ষুরের মতো করে সূর্যের তীব্র কিরণগুলি নিয়ে রাত্রির অন্ধকাররূপ বেণী কেটে ফেলে তাকে বের করে দিয়েছে। তাই চারিদিকে পড়ে থাকা সেই কেশগুচ্ছের ফলে পৃথিবীর উপরিতল সেই সেই (গাছ প্রভৃতির) ছায়ার আকারে নিশ্চয় কালো হয়ে শোভা পাচ্ছে ॥ ৫৫ ॥

হে নল! কল্যাণের জন্যে গর্জনশীল শঙ্খকে আমরা আপনার যশরূপে বর্ণনা করি। তার সহোদর ঐ চাঁদ আকাশে স্পষ্টভাবে অঙ্কিত আছে। এখন এর বিষয়ে নিশ্চিত আহ্লাদজনকরূপে কিরণরাশির বিনাশও লক্ষ্য করুন এবং হরিণচিহ্নসংক্রান্ত যে-কলঙ্ক এর ম্লানভাবের স্থান, তাও দেখুন ॥ ৫৬ ॥

যে তীক্ষ্ণদীপ্তি সূর্যতারার শঙ্খকে বিলুপ্ত করে, পদ্মকে বিকসিত করে, তার উদ্যত চলমান কিরণে চাঁদ নিবিড় যন্ত্রণা পেয়েছে। তার অর্ধেক অস্তগত। এখন তা এমন ভাব ধারণ করেছে যেন শাঁখ কাটার জল এবং শাঁখের গুঁড়োর কাদায় শাঁখা-শিল্পীর হাতের হাতিয়ার সাদা হয়ে যাচ্ছে ॥ ৫৭ ॥

যেহেতু পদ্মের বিকাশপ্রসঙ্গে সূর্য মানুষের চোখ নিদ্রামুক্ত করে, বিষ্ণু যেহেতু চোখ দিয়ে এক হাজার পদ্মের সংখ্যা পূর্ণ করেছিলেন, তাই পদ্মের ও চোখের বাস্তব সাদৃশ্য আছে। একে মূল ধরে কবিরা চোখের সঙ্গে পদ্মের উপমার সমাদর করে থাকেন[১১] ॥ ৫৮ ॥

সরোবরে যে-কুমুদ পাপড়ির চোখের মধ্যভাগ উন্মীলিত করে সারা রাত জাগরিত প্রহরীর শোভা পেয়েছিল, তাই মনে হয়, আবার দিন উপস্থিত হলে ভিতরে ঘুরতে-থাকা ভ্রমরের শব্দকে নাক ডাকার ঘর্ঘর শব্দ করে নিদ্রাসুখ লাভ করছে ॥ ৫৯ ॥

এই সকালে প্রশ্নবোধক 'কিম্' শব্দের 'কো' রূপে নিজের কথা সীমাবদ্ধ রেখে কি কাক প্রশ্ন করেছে 'শেষনাগের বংশধর পতঞ্জলির মহাভাষ্য গ্রন্থে তাতঙ্ আদেশের স্থানী কোন্ দুটি এবং কোকিল 'তুহী' এই শব্দ করে তার উত্তর দিয়েছে (যে তু এবং হি হল তাতঙ্ আদেশের ঐ দুটি স্থানী ?[১২]) ॥ ৬০ ॥

দাক্ষীপুত্র পাণিনির শাস্ত্রে এখানকার কোনো একটি পায়রা বোধ হয় পাঠ নিয়েছিল। বহু শব্দরূপ সাধন করার ফলে খড়িটা ক্ষয়ে যাওয়ায় অবশিষ্ট অংশটুকু অলঙ্কার হয়ে তার গলায় লেগে আছে। সব ভুলে গিয়েও পুঁথি পাঠের প্রাক্তন সংস্কারের ফলে দৈবাৎ সকালে ঘু-সংজ্ঞাটি[১৩] তার মনে পড়ায় সেটি বলতে বলতে সে এখনও মাথা নাড়ছে ॥ ৫৯ ॥

সূর্যের শরীর জম্বু নদীতে পাওয়া সোনার মতো। তা ইন্দ্রের প্রাসাদের স্বর্ণকলস। পূর্বদিকে কুঙ্কুমের মতো মসৃণ শোভায় শোভিত বৈজয়ন্তী-পতাকা-রাশির রূপ নিয়েছে যে নবীন কিরণগুলি, তা দিয়ে সূর্য চিত্ত হরণ করেছে। এই কুম্ভ থেকে উৎপন্ন প্রভাগুলি অন্ধকারের সমুদ্র পান করে—এটা স্বাভাবিক ॥ ৬২ ॥

এই সূর্যের দুটি বা তিনটি কিরণ অন্ধকারের তমালবনের দাবাগ্নি হয়ে পদ্মের উপবনে দিনের উৎসব বিস্তারিত করেছে। তাই সূর্য এখন ভূমি, দিগ্‌বলয় ও আকাশে অন্ধকারের পাপের পিষ্টপেষণ করেছে; বেগসম্পন্ন উষ্ণ যে কিরণরাশি, তাকে বৃথা ছড়াচ্ছে ॥ ৬৩ ॥

সূর্য অন্ধকারসমুদ্রের বড়বানল। সে খেলাচ্ছলে ক্লান্ত পদ্মবনের হাসি ফোটায়। দূরে আকাশে উঠেও সে নিজের ভাস্বর শুভ্র রূপ কেন ধারণ করছে না, সূর্যের কিরণরাশি আজও কেন আকাশকে রক্তবর্ণ করছে? ৬৪ ॥

'এই প্রভাতবর্ণনায় সন্তুষ্ট হয়ে রাজমহিষী নিজের দেহের অলঙ্কার আপনাদের পারিতোষিক দিয়েছেন'—এই বলে অন্তঃপুরচারিণী সখীরা বৈতালিকদের সামনে অলঙ্কাররাশি রাখলেন। ঐ অলঙ্কাররাশি মাণিক্যের দীপ্তিতে—যেন ক্রোধের আবেগে রক্তবর্ণ চোখের দীপ্তি নিয়ে,—দারিদ্র্য দূর করে; বৈতালিকেরা তা পরিধান করলেন ॥৬৫॥

তারপর রাজা সেই প্রভাতের বর্ণনাকারী চারণদের দৃষ্টিপথের অতিথিরূপে উপস্থিত হলেন। তিনি মন্দাকিনীর জলে প্রাতঃস্নান করেছেন। প্রিয়ার সঙ্গে বিবাহের সময়ে যৌতুকের মধ্যে যে পুষ্পকের চেয়েও দ্রুতগামী রথ পেয়েছিলেন, তাতে আরোহণ করে তিনি সানন্দে ফিরে আসছিলেন। যাঁরা পরে এসেছিলেন তাঁরা প্রাসাদ থেকে তাঁর বাইরে যাওয়ার কথা জানতেন না ॥ ৬৬ ॥

কবিশ্রেষ্ঠদের মুকুটের অলঙ্কারের হীরার তুল্য শ্রীহীর ও মামল্লদেবী শ্রীহর্ষ-নামে যে জিতেন্দ্রিয় পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, তিনি অভিনব বিষয়ের রচনা একটিও বাদ দেন না। তাঁর রচিত নলচরিতাশ্রিত এই কাব্যে ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত হল ॥ ৬৭ ॥

×××××××××××× বিংশ সর্গ ××××××××××××××

বাতাস থেকে গতিবেগ লাভ করে সেই রথস্বরূপ মেঘ স্বর্গ থেকে রাজপ্রাসাদরূপ পর্বতের মণিময় ভূমির নানাধাতুময় অধিত্যকার প্রান্তে পৌঁছল ॥ ১ ॥

তারপর দিনের শুরুতে চাঁদ কাছে আসতে থাকলে পশ্চিম দিক্‌সমুদ্রের তরঙ্গ-মালা যেমন করে, তেমনি প্রিয় কাছে আসতে থাকলে দময়ন্তী তাঁকে এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করলেন ॥ ২ ॥

মন্দাকিনীতে স্বর্ণপদ্মের শোভা তিনি দেখেছেন। (এখন) সেই প্রিয়ার মুখে উন্মাদনাকর কামদৃষ্টি দিয়ে তিনি পরম আদর লাভ করলেন ॥ ৩ ॥

স্বর্গদেশে যাওয়ার সময়কার কথা অনুযায়ী তিনি তাঁর হাতে পদ্ম তুলে দিলে সেটি ধরে থাকতে থাকতে প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো দৃষ্টি নিয়ে দময়ন্তী লক্ষ্মীদেবীর মতো শোভা পেলেন ॥ ৪ ॥

প্রিয়ের দেওয়া অল্প বস্তুকেও তিনি অনেক অনেক মনে করলেন। কারণ, একটি মাত্র বীজকোষ আছে এমন পদ্মটিকে তিনি একমাত্র লক্ষ্যবস্তুরূপে ধরে ছিলেন (যেন এক কপর্দককে এক লক্ষ মুদ্রা ধরেছিলেন) ॥ ৫ ॥

প্রিয় তাঁকে বললেন—হে তন্বী! অবশিষ্ট শাস্ত্রীয়কর্ম তোমাকে আলিঙ্গন করার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। যদি তোমার মনে ক্লেশ না হয়, তবে এই শাস্ত্রীয় কর্ম শেষ করে ফেলা যাক্ ॥ ৬ ॥

সেই দময়ন্তী, কথায় নয়, মনে মনে ক্রোধের সঙ্গে তাঁকে বললেন—সম্ভোগসুখের মর্মকে বিদ্ধ করে এমন সব এত ধর্মকর্ম আজ কোথায় (অবশিষ্ট রইল) ? ॥ ৭ ॥

তখন কলি মনে মনে বলল—'হে মূঢ়া ! ক্ষণকাল বিচ্ছেদ ঘটায় যে-শাস্ত্রীয়কর্ম, তাতেই বিরক্ত হচ্ছ ? আমি তোমাকে কি দীর্ঘকাল বিরহিণী করব না ?'[১] ॥ ৮ ॥

তারপর সৌন্দর্য যেমন কুমুদের উপবন থেকে নিকটবর্তী পদ্মে চলে যায়, তেমনি সেই দময়ন্তী যেন অপমানিত হয়ে রাজার কাছ থেকে পদ্মমুখী সখীর কাছে গেলেন ॥ ৯ ॥

কলি ও দ্বাপরের মতো ত্রেতাও যেন আমার শত্রু না হয়—এইভাবে সেই নল নিত্য অগ্নিহোত্রকর্মে তাকে তুষ্ট করলেন ॥ ১০ ॥

সকালের ধর্মকর্ম সেরে হাতের ইশারায় সখীকে বারণ করে তিনি পিছন দিক থেকে গিয়ে দময়ন্তীর চোখ দুটি চেপে ধরলেন। তাঁর সমবয়সী সখীরা হাসতে হাসতে দেখলেন—ইনি বুঝি প্রেয়সীর দুটি চোখের বিস্তৃতি হাতের তালু দিয়ে পরিমাপ করছেন ॥ ১২ ॥

'ও সখী ! তোমাকে বুঝেছি' এইভাবে অর্ধেক কথা বলে হাত ছাড়ানোর ফলে অন্য রকম স্পর্শ জানতে পেরে সেই মানিনী চুপ করে গেলেন ॥ ১৩ ॥

সেই নল সুন্দরীকে বললেন—তোমার এই কোপ অনুচিত। প্রিয়ে ! যার প্রসাদে তোমাকে লাভ করেছি, সেই তপস্যার সমাদর করব না ? ॥ ১৪ ॥

রাত্রে দাসত্ব গ্রহণ করেও স্নান করার পর তোমাকে যে অভিবাদন জানাই নি, তা যদি অপরাধ মনে করতে শুরু কর তো বলো, (এখনই) অভিবাদন জানাচ্ছি ॥ ১৫ ॥

এইভাবে তাঁর পায়ের কাছে স্বামী দুটি হাত বাড়ালেন। আতঙ্কে তাঁকে বাধা দিয়ে কোপের সঙ্গে কটাক্ষদৃষ্টিতে তাঁকে তিনি মুগ্ধ করলেন ॥ ১৬ ॥

তারপর নিষধরাজ্যের অধীশ্বর তাঁর চোখের কোণে চঞ্চল তারার ঝলকে বশীভূত হয়ে সুন্দরীকে বললেন— ॥ ১৭ ॥

কটাক্ষের ছলে তোমার দৃষ্টি দূরদেশ অতিক্রম করার বেগ লাভ করেছে। সামনে কানের কূপ দেখে ভয়ে পিছিয়ে গেল নাকি ? ॥ ১৮ ॥

হে পদ্মলোচনা ! ক্রুদ্ধ হলেও তুমি আমার আনন্দের জন্যে আবির্ভূত হয়েছ। যেমন সূর্যের দীপ্তি তপ্ত হলেও শতদল পদ্মের সুগন্ধের জন্যে ঘটে ॥ ১৯ ॥

বিধাতার প্রতিটি সৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন। মনে হয়, চাঁদে তোমার মুখের প্রতিবিম্ব-বিলাসের ভ্রান্তি দূর করার জন্যে তিনি চাঁদকে (কলঙ্ক-) চিহ্নিত করেছেন ॥ ২০ ॥

তোমার কথাগুলি মধুর, প্রসন্ন অর্থাৎ স্পষ্ট। তা তাম্রপর্ণীনদীর তীরে উৎপন্ন চাঁদের গর্ভ-জাত (পাঠান্তরে আখের গর্ভজাত) মুক্তাগুলির সঙ্গে তুল্য হওয়ার স্পর্ধা রাখে ॥ ২১ ॥

তোমার বাণীগুলি ক্ষীরসমুদ্রের থেকে সুধার সঙ্গেই উঠে এসেছিল। আশ্চর্য হল, আজ পর্যন্ত প্রবাহিত দুধের লেগে-থাকা অংশ তাতে হাসিরূপে বর্তমান ॥ ২২ ॥

পূর্বাচলে যার জ্যোৎস্না লেগে আছে, সেইচাঁদের মতো সেই রাজা প্রিয়াকে কোলে টেনে নিয়ে একটি পালঙ্ক অলঙ্কৃত করলেন ॥ ২৩ ॥

বর্ষার আরম্ভে স্নিগ্ধ মেঘ যেমন আকাশকে করে, তিনি তেমনি বিরহব্যথা দূর করার জন্যে প্রিয়াকে বহুক্ষণ আলিঙ্গন করে রইলেন ॥ ২৪ ॥

সূর্য মধুর ভিতর প্রতিবিম্বিত হয়ে যেমন পদ্মকে করে, তেমনি প্রেমরসে মগ্ন হয়ে তিনি তাঁর স্মিতহাসিতে-ভরা মুখখানি চুম্বন করলেন ॥ ২৫ ॥

নর্মক্রীড়ায় সাক্ষী করার জন্যে যাঁকে সামনে রাখা হয়েছিল, সেই কলা-নামে প্রিয়সখীকে তিনি হাতের ইশারায় ডেকে বললেন— ॥ ২৬ ॥

তোমার পদ্মমুখী সখী কেন আমাদের দয়া করছেন না ? মনে হচ্ছে, তোমাদের প্রতি অনুরক্ত থাকায় অপরকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখছেন না ॥ ২৭ ॥

'রাত্রে আমি নিজেকে উপহার দিয়ে প্রিয়কে অনুগৃহীত করেছি'—এইভাবে অলীক কথায় ইনি সখীদেরকে ঠকাচ্ছেন না তো ? ২৮ ॥

ইনি যে বলেছিলেন, 'আমি নল ছাড়া অন্যকে মনে মনেও ভজনা করি না'— এঁর সে-কথা মিথ্যা হয়ে গিয়েছে কামের জন্যে, যে-কাম যৌবন দেখে অনুমান করা যায় ॥ ২৯ ॥

এঁর মুখের সৌন্দর্যের কথা যদি বল, তো শুনব। কেননা, লজ্জায় এঁর মাথা নুয়ে থাকে বলে এঁর মুখ এখনও আমার পরোক্ষ (রয়ে গিয়েছে) ॥ ৩০ ॥

ইনি পরিপূর্ণ দুটি চোখ দিয়ে সখীদের দেখছেন, কিন্তু আমি যেন অপরাধী— এইভাবে আমাকে একটি চোখের কোণের অণুমাত্র দিয়ে এক মুহূর্ত দেখছেন ॥ ৩১ ॥

এখন ইনি যেভাবে আমাকে দেখছেন না, তাতে ধরে নিচ্ছি, যে-আমাকে ইনি দৌত্য করতে দেখেছিলেন, তাকেও এই দশায় ইনি ভুলে গিয়েছেন ॥ ৩২ ॥

ইনি প্রিয় ও সত্য কথার সুধা দিয়ে সখীদের অনুরাগ দেখাচ্ছেন আর আমাকে 'তুমি আমার' এই কথা বলতে এই মানিনী মৌনভাব নিচ্ছেন ॥ ৩৩ ॥

হে কলা! ইনি কোন্ সখীকে নাম ধরে না ডাকছেন, কিন্তু আমার 'নল' এই নামটি জিহ্বায় স্পর্শ পর্যন্ত করছেন না ॥ ৩৪ ॥

এঁর বক্ষ স্ফীত দুটি স্তনে পরিব্যাপ্ত, (তাছাড়া) আমাদের বিষয়ে নির্দয়। এতে এতটুকু স্থান নেই। কোথায় আমাদের স্থাপন করবেন ? ॥ ৩৫ ॥

এঁর হৃদয়কে এইরকম জানতে পেরে কোমলতা-বর্জিত ও উচিত আচরণবিশিষ্ট স্তনদুটির বিমুখ অবস্থা বুঝছি ॥ ৩৬ ॥

বক্রোক্তিসহকারে তাঁকে এই কথা বলে ইনি চুপ করলে দময়ন্তীর মুখের মৃদু হাসি শিখে নিয়ে সেই কলা তাঁকে বললেন— ॥ ৩৭ ॥

আপনি যথার্থ বুঝেছেন যে, আপনার উপর এঁর অনুরাগ নবীন, আর আমরা সখী বলে আমাদের প্রতি চিরকালীন ভালোবাসা-অনুযায়ী ইনি (প্রীত) আছেন ॥ ৩৮ ॥

আপনি কামশাস্ত্রজ্ঞ। আমাদের সখী বালিকা ও নবপরিণীতা। আপনি তাঁকে কীভাবে সম্ভোগ করবেন, (আর) তিনি কীভাবে তা আমাদের বলবেন ? ৩৯ ॥

মহারাজ! যে-আপনি সত্যবাদীরূপে জগতে প্রখ্যাত, সেই-আপনার প্রিয়া তুল্যস্বভাবের হবেন, বিপরীতভাষিণী নয় ॥ ৪০ ॥

এঁর হৃদয়ে মনোজাত কাম আছে। কিন্তু, মহারাজ ! আপনিই সেই মনোভূমি। যে-কারণে সখীর মন দিনরাত আপনার অবস্থানের ক্ষেত্র ॥ ৪১ ॥

অথবা, সখীর চিত্তে আপনি বর্তমান আছেন, ঐ কাম হল আপনার প্রতিবিম্ব। তা না হলে সেই অশরীরীর পক্ষে আপনার সঙ্গে সমান রূপ কীভাবে সম্ভব ? ৪২ ॥

অথবা, উভয়ের তুল্য সৌন্দর্যবশতঃ এঁদের মধ্যে কোন্‌জন কামদেব এবং কোন্‌জন আপনি—এই সন্দেহে ইনি আপনারই অভিলাষিণীরূপে হৃদয়ে আপনাদের দুজনকে ধরে রেখেছেন ॥ ৪৩ ॥

আপনার কাছে গচ্ছিত রাখা হৃদয় ফিরিয়ে নেওয়া দুঃসাধ্য দেখে, ভয়ে ঐ পদ্মলোচনা আপনাকে তাঁর চোখের প্রান্তভাগ দিয়ে স্পর্শ করছেন ॥ ৪৪ ॥

আপনি দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর থেকে এঁর দুটি চোখে লেগে রয়েছেন। যদি সন্দেহ হয়, নিজে দেখুন। পরের কথায় বিশ্বাস কী! ॥ ৪৫ ॥

গাঢ় আলিঙ্গনে ইনি স্তনের কুঙ্কুম লাগিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে এই কথাই বলেছেন যে, 'তোমার বিষয়ে আমার হৃদয়ের এইরকম হচ্ছে অনুরাগ' ॥ ৪৬ ॥

আপনার নাম যেন কামের মন্ত্রসমষ্টি। সখীর এই কণ্ঠ তা জপ করতে ব্রতী হয়ে একাবলী-হারের ছলে জপমালা স্পর্শ করছে ॥ ৪৭ ॥

আপনি মহান্‌। আমরা বলি, আপনি সখীর হৃদয়ে বাস করতে থাকায় স্তনদুটি ভিতরে থাকতে না পেরে বাইরে বেরিয়ে এসেছে ॥ ৪৮ ॥

এঁর নির্দোষ, বড়ো দুটি স্তনকে আপনি পীড়িত ও ক্ষত করেছেন। লজ্জায় আবৃত থেকে তারা কীভাবে মুখ দেখাবে? ॥ ৪৯ ॥

কলার এই অমৃতবর্ষী সাধুবচনে সিক্ত হয়ে তিনি প্রিয়ার মুখ উঁচু করে তুলে 'এইরকমই?' এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন ॥ ৫০ ॥

প্রেয়সীর মুখ তুলে ধরার সময়ে—পতির হাত বহুকাল পরে চাঁদের সঙ্গে যেন পদ্মের সন্ধি হয়েছে—এমনভাবে শোভা পেল ॥ ৫১ ॥

লজ্জিত হয়ে ও স্মিতহাস্যে তুলে-ধরা মুখ আবাব নত করতে করতে দময়ন্তী তখন স্বামীর আনন্দের কারণ হলেন ॥ ৫২ ॥

প্রিয়ার সঙ্গে বর্তমান সেই রাজা পরিহাসের বিলাসিতায় অভিলাষী হয়ে হেসে আবার সখীকে বললেন— ॥ ৫৩ ॥

তোমার এই সখী এই দিনটির অপরাধ ক্ষমা করতে চেষ্টা করুন। কারণ, রাতের মতো এখন ইনি (চুম্বনার্থক) নিশিধাতুর অর্থ (অর্থাৎ চুম্বন) করতে পারছেন না ॥ ৫৪ ॥

এঁর মুখের সখা চাঁদকে যদি দিন নিষ্প্রভ করে থাকে তো সেই মুখের বন্ধু শতদল পদ্মগুলির সৌন্দর্যও সে এনেছে ॥ ৫৫ ॥

রতিক্রীড়া করায় ইনি আমার কাছে লজ্জা কাটিয়েছেন। তাই এখন আবার কার কাছে লজ্জার উদ্রেক হল, তা জিজ্ঞাসা করো ॥ ৫৬ ॥

রাত্রে আমি এঁর অধর দংশন করলেও ইনি আমার উপর রাগ করেন না। শুকপাখি বিম্বফল দংশন করলেও বিম্বলতা কোথায় তার উপর রাগ করে? ॥ ৫৭ ॥

দেখো, হাতির মাথায় যে কুম্ভতুল্য দুটি অঙ্গ থাকে, তার অঙ্কুশের শোভন চিহ্নের শোভা এঁর দুটি স্তন চুরি করেছে। তাহলে রাজা হয়ে তাদের পীড়ন করব না? ॥ ৫৮ ॥

অধরের অমৃত পান করে আমায় মুখ অপরাধ করতে পারে (কিন্তু) মাথা কী দোষ করেছে যে (এঁর) পা দুটি ছুঁতে পাচ্ছে না? ॥ ৫৯ ॥

প্রশ্ন করো—তোমার কথা শুনে আমি কী অপরাধ করেছি যে, বীণা কঠোর ধ্বনি

তুলছে, কলকণ্ঠী কোকিলা নিষ্ঠুর স্বরে বলছে ? ৬০ ॥

তুমি এ'র নিজের সখী। তোমাকে বিশ্বাস করে ইনি বলুন। আমার সম্বন্ধে মমত্ব স্বীকার করে আবার ভুলে যাচ্ছেন কেন ? ॥ ৬১ ॥

তারপর দময়ন্তীর মুখের কাছে নিজের কান নিয়ে যাওয়ার ছলে তাঁর কানের কাছে নিজের মুখ নিয়ে গিয়ে সেই (কলা) তাঁকে বললেন— ॥ ৬২ ॥

আশ্চর্যের কথা ! ধূর্তা তুমি ! গোপন ব্যাপার আমাকে কিছুই বলনি। থাকো তুমি ! এই সত্যবাদী রাজাকে তোমার সেসব (ব্যাপার) বলতে বলছি ॥ ৬৩ ॥

তুমি কামশাস্ত্র পড়তে থাকলে যে-বিপরীতরতির কথা আমিই তোমাকে শিখিয়েছি, তা আচরণ করেও কেন তুমি লুকিয়েছ ? । ৬৪ ॥

দময়ন্তী চুপ করে থাকলেও সেইসখী যেন তাঁর কথা শুনে চলেছেন এইভাবে বারবার কিছু বলে ফাঁকে ফাঁকে হুঁ হুঁ এইভাবে শব্দ করতে লাগলের ॥ ৬৫ ॥

তারপর তিনি এই সখীর অসংকোচ রমণের কথা বললে তাঁর লীলাপদ্মের আঘাত টের পেয়ে রাজার দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন ॥ ৬৬ ॥

মহারাজ দেখুন, দেখুন। কারণ, আপনার জন্যে অনুরোধ করার ফলে ক্রোধে ইনি আমাকে এইভাবে মারছেন আর কটাক্ষ করে তর্জন করছেন ॥ ৬৭ ॥

ইনি বলছেন—'তুমি কোন্ চিহ্ন দিয়ে এঁকে নিষধরাজ বলে ঠিক করলে ? আমার আশঙ্কা, স্বয়ং ইন্দ্র মায়া অবলম্বন করে এসেছেন ॥ ৬৯ ॥

তাঁকে মন্দাকিনীর স্বর্ণপদ্ম দেওয়া এবং স্বর্গ থেকে আপনার আসা আপনার ইন্দ্র হওয়ার প্রমাণ বলে ইনি গ্রহণ করছেন ।। ৬৯ ॥

বলছেন, ইন্দ্রের নলরূপ ধারণের মায়া আমার জানা আছে, আবার বলছেন, 'অহল্যার বিষয়ে তাঁর অপকর্ম আমি শুনেছি' ।। ৭০ ॥

দময়ন্তীর বুদ্ধি কুশপ্রান্তের মতো (তীক্ষ্ন)। আপনার পদ্মের মতো হাতে বজ্রের চিহ্ন আছে। তা থেকে ইনি আপনাকে ইন্দ্র অনুমান করছেন ।। ৭১ ।।

সুতরাং যদি আপনি সত্যিই নল (হয়ে থাকেন), তবে যে-সব গোপন ক্রীড়ার অন্য কেউ সাক্ষী নেই, সেগুলো স্পষ্টভাবে বলে এ'র সন্দেহের আতঙ্ক দূর করুন ।। ৭২ ।।

এইভাবে সুকৌশলে উচ্চারিত হওয়ার ফলে যে-কথার কপটতা ঢাকা পড়ে গিয়েছে, তা শুনে সেই দময়ন্তীর মনোভাব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে তিনি বললেন ॥ ৭৩ ॥

স্মরণ করে দেখো যে তুমি কপট ঘুমে ঘুমিয়েছিলে, (তোমার) নাভিতে আমি হাত দেওয়ার ফলে আনন্দে তুমি রোমাঞ্চিত হলে তোমার নাভি পদ্ম হয়ে উঠেছিল ॥ ৭৪ ॥

হে কোমলাঙ্গী ! মনে করে দেখো যে, নতুন কামোদ্রেকের কালে তুমি লজ্জা ও ভয়ে ব্যাকুল ছিলে। (তোমার) কষ্ট হওয়ার ভয়ে আমি অর্ধেক উপভোগ করেই তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি ॥ ৭৫ ॥

মনে করে দেখো যে, যুদ্ধ জয় করে তোমার কাছে এসেছি। (তোমার) হাত আমার পায়ে স্পর্শ করলে বহু লোকের মাঝখানে (পায়ের) দুটি আঙুল জোড়া করে (তোমাকে) আলিঙ্গন করেছি ॥ ৭৬ ॥

মনে করে দেখো যে, মান করার সময়েও আমাকে ত্যাগ করার দুঃখে কাতর হয়ে

তুমি নিজেকে ও আমাকে ছবিতে এঁকে দেখতে থাকলে আমি দেখে ফেলায় তুমি মাঝখানে দাগ দিয়ে ব্যবধান সৃষ্টি করেছ ॥ ৭৭ ॥

তুমি তো ভুলে যাওনি যে, কামমোহিত হয়ে আমি অধর পান করে অতৃপ্ত হয়ে তোমার জিহ্বা চুম্বন করেছিলাম ॥ ৭৮ ॥

মনে করে দেখো, যে, আলিঙ্গনের ফলে আমার নিজের বুকে তোমার স্তনের সদ্যোজাত নখের দাগের ছাপ উঠেছিল, হাস্যপরায়ণা সখীদের আমি তা তোমার কীর্তি বলে বলেছিলাম ॥ ৭৯ ॥

তুমি জান, পানশালার মধ্যে অন্য সপত্নীদের সঙ্গে আমি নর্মক্রীড়া করতে থাকলে তুমি ক্রোধের সঙ্গে আমাকে লক্ষ্য করেছিলে, আমি তাদের সামনে তোমার পায়ে মাথা দিয়ে যেন পড়ে গিয়েছিলাম ॥ ৮০ ॥

তুমি জান যে, আমি প্রবাস থেকে ফিরে এসে প্রেমার্দ্রচিত্তে তোমাকে দেখতে থাকলে তুমি (তোমার) একজন সখীকে আলিঙ্গন করে যেন খেলার আনন্দে তাকে চুম্বন করেছিলে ॥ ৮১ ॥

নিজের মুখ থেকে পানের টুকরোগুলো তোমার মুখে দিয়ে যুক্তিবলে সেগুলোকে যে ফেরত চেয়েছিলাম, সেবিষয়ে তোমার স্মৃতি জাগরিত আছে ॥ ৮২ ॥

তোমার তৃপ্তির আগে আমার তৃপ্তি হওয়ায় আমি অপরাধী হলে তুমি যে নখের ক্ষতস্থানে দ্বিতীয়বার ক্ষত সৃষ্টি করেছিলে, তা কি মনে আছে তোমার ? ॥ ৮৩ ॥

আপন আপন দিক পরিবর্তন করেই রাত্রে পাশ ফেরা অভ্যাস থাকায় ঘুমের মধ্যেও আমাদের বন্ধুত্বে পিছন ফেরার ভাব নেই। (সেই) সুখ স্মরণ করো ॥ ৮৪ ॥

সভার মধ্যেই রাজাদের চোখ অন্যমনস্ক হওয়ার সুযোগ পেয়ে তুমি অধরে আমার দংশনক্ষত দেখিয়ে আমাকে যে তর্জন করেছিলে, তা মনে করো ॥ ৮৫ ॥

মনে করে দেখো যে, সেইভাবে লক্ষ্য করে আমি লীলাপদ্মের মৃণাল ঘোরাবার ছলে করজোড় করে তোমাকে প্রসন্ন করেছিলাম ॥ ৮৬ ॥

আমার পদ্মের মতো হাতে নখ না ঠেকিয়ে (তোমার) পান দেওয়া প্রায় স্মরণ করতে পারছ না। তোমার ক্ষেত্রেও আমি তা পারছি না ॥ ৮৭ ॥

মিথ্যাবাদী বলে আমাকে ছেড়ে তুমি যে সখীদের কাছে গিয়েছিলে এবং সেখানেও আমি উপস্থিত হলে আমার সামনে স্বভাববশেই ঘাড় নেড়েছিলে, তা মনে করেছ— দেখো ॥ ৮৮ ॥

হে প্রেয়সী ! মনে করে দেখো যে, তুমি দ্বিতীয়বার রমণ সহ্য করতে না পারায় এবং কোকিলের মতো কণ্ঠস্বর করায় আমি তোমাকে গ্রীষ্মের রাত্রি বলে প্রায় নিন্দা করেছি ।। ৮৯ ।।

বসন্তকালে আমি কচি নিমপাতা খেতে থাকলে সপত্নীদের প্রতিও আমার অনুরাগ (আছে) অনুমান করে তুমি (ঐ নিম) পরিবেশন করছিলে। নিজের সেই ক্রোধ স্মরণ করো ॥ ৯০ ॥

মনে করে দেখো যে আমি মিষ্টি দেওয়া খাবার আস্বাদ করে 'তোমার রান্না' এই বলে প্রশংসা করতে থাকলে তোমার ঠোঁট নিজের নিন্দার জন্যে ক্রোধে রক্ত হওয়ায় তাকে আমি কিন্তু ভয় করেছিলাম ।। ৯১ ।।

(তোমার) মুখ থেকে শুরু করে নাভি পর্যন্ত চুম্বন করেও তৃপ্ত না হয়ে (তোমার)

যে (গোপনাঙ্গ) চুম্বন করতে পাই নি, স্মৃতি তা চুম্বন করুক, ধন্য হোক ॥ ৯২ ॥

সেই অসাধারণ কামক্রীড়া মনে করে দেখো যেখানে আমি তোমাকে (পুংলিঙ্গে) আপনি বলে সম্বোধন করলে লজ্জিত হয়ে তুমি মৃদু হেসেছিলে ॥ ৯৩ ॥

স্মরণ করো, তাতে পরিশ্রমজনিত ঘামের জল কস্তুরীর সঙ্গে মিশে যাওয়ার ফলে চিবুক পর্যন্ত তোমার নিজের মুখ সেইমুহূর্তে যা স্বাভাবিক, সেইভাবে নীলবর্ণ হয়ে মণিহারের মণিতে দেখা গিয়েছিল ॥ ৯৪ ॥

এটা মনে করে দেখো যে, 'কে এই উরুতে নখ দিয়েছে ?' এইভাবে মিথ্যে বলে আমি তোমার রতিবিরোধী লজ্জাদেবতার ব্রত ভেঙে দিয়েছিলাম ॥ ৯৫ ॥

মনে করে দেখো যে, বনের মধ্যে ক্রীড়ার সময়ে মাটিতে পড়ে থাকা অশ্বত্থের পাতা লক্ষ্য করে, 'ওটা আমাকে তুলে দাও' আমার এই কথায় তুমি লজ্জা পেয়েছিলে ॥ ৯৬ ॥

প্রিয়তম এইভাবে তাঁর গোপন রহস্যগুলি বলতে থাকলে তিনি লজ্জার বশীভূত হয়ে তার মধ্যেই দুহাত দিয়ে সখীর কানদুটি চাপা দিলেন ॥ ৯৭ ॥

সখীর চোখের নীলপদ্ম দুটি তার কানদুটিকে পীড়া দিচ্ছে (অর্থাৎ স্পর্শ করছে) দেখে দময়ন্তীর হাতের রক্তপদ্মদুটিও বুঝি সেগুলোকে পীড়া দিল ॥ ৯৮ ॥

স্বামীর সেইকথা সখীর দুটি কানে প্রবেশ করেছিল। দময়ন্তী যেন নিজের রহস্য গোপন করার অভিপ্রায়ে লজ্জায় কানদুটিকে ঢাকা দিলেন ॥ ৯৯ ॥

প্রিয়ার সেইখেলা লক্ষ্য করে নল অট্টহাসি করলে অন্য সখীরা দূর থেকে আসল ব্যাপার না বুঝেও হাসলেন ॥ ১০০ ॥

পৃথিবীর অপ্সরাস্বরূপা সেই সখীরা ঐ দম্পতির উপর প্রীতিবশে স্মিতহাসির বর্ষণ করলেন। মুখের বাতাসে তা সুগন্ধযুক্ত (ছিল) ॥ ১০১ ॥

চাঁদের আলোয় কুমুদরাশির প্রকাশের মতো তাঁর মুখের হাসি থেকে উদ্ভূত হয়ে সেই মৃদু হাসি শোভা পেল ॥ ১০২ ॥

তারপর অতিচতুরা কলা তাঁদের মধ্যে নিজের পক্ষের এক সখীর হাসিতে পরিস্ফুট হয়েছে এমন কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে বল লাভ করলেন ॥ ১০৩ ॥

তারপর তিনি উচ্চৈঃস্বরে তাঁকে ডেকে বললেন—স্বর্গসুখ থেকে বঞ্চিত ওলো সুন্দরী ! (কাছে) আয়। এই রাজচন্দ্রের অমৃতপ্রবাহ (অর্থাৎ কথা) শোন্ ॥ ১০৪ ॥

খুব কাছে না থাকলেও তিনি তাঁর কথার কিছু অংশ শুনতে পেলেন। যেমন অল্প লোকজন থাকে যে বদরিকাশ্রমে, তার লোকজনেরা কল্পগ্রামের কোলাহল (শুনতে পায়), তেমনি ॥ ১০৫ ॥

তারপর কলা নলের মুকুটের মণিতে সেই দময়ন্তীর হাবভাব জানতে পারলেন। তিনি কলার পিঠের দিকে থেকে নলের কথাগুলো শুনছিলেন ॥ ১০৬ ॥

প্রতিবিম্বে সখী দময়ন্তীর মুখের আকৃতি দেখা যাচ্ছিল। তা থেকে অনুমান করে কলা তাঁর লজ্জা ইত্যাদি অনুকরণ করতে থাকলে অনুমান করা গেল তিনি বুঝি শুনতে পাচ্ছেন ॥ ১০৭ ॥

সেই কলা সেইরকব ভাব দেখিয়ে দেখিয়ে বললেন—'আমি ভালোভাবে শুনে

নিয়েছি। যদি মনে কর আমার কথা মিথ্যা, তবে আমার দেবতারা যেন নিষ্ফল হয় ॥১০৮॥

'হে রাজন্ ! আমার কানের অলঙ্কারগুলোর নিবিড় চাপে কিন্তু আপনার প্রেয়সীর হাতে ব্যথা হবে। ও'কে নিষেধ করা উচিত' (কলা) এইভাবে বললে, 'বৃথা চেষ্টা কোরো না' বলে স্বামী নিষেধ করায় সখী দময়ন্তী কথা শুনলেন। তাঁর হাতের চাপা থেকে সেই কলা তাঁর কানদুটিকে (এইভাবে) ছাড়ালেন ॥ ১০৯-১১০ ॥

কান বন্ধ থাকার ফলে যে একটানা শব্দ হচ্ছিল, তখন তাঁর কানদুটো হঠাৎ ছেড়ে দেওয়ার জন্যে শব্দ উঠে ঐ শব্দধারার বিরতিতে তাল হয়ে উঠল ॥ ১১১ ॥

সেই কলা কিছুটা দূরে সরে গিয়ে আনন্দ পেলেন, তারপর মৃদু হাসলেন এবং বিশেষ সখীটির কাছে গিয়ে অর্থপূর্ণ স্বরে বললেন— ॥ ১১২ ॥

ওলো সখী ! আমি এ'দের গোপন রহস্য যা শুনেছি তা তোকে বলব। তুই যা শুনেছিস্, আমাকে বল্। আয়, আমরা (সংবাদ) বিনিময় করি ॥ ১১৩ ॥

এ'র সখীর কাছে (কথা) শুনতে চাওয়ার ফলে ও আগেকার শুনতে পাওয়ার মিথ্যে অভিনয়ে বিস্মিত হয়ে এ'রা দুজন স্বামীস্ত্রী ঘাড় নাড়লেন ॥ ১১৪ ॥

সেইভাবে সেই কলাকে আলাপ করতে দেখে নল বললেন—'যদি মিথ্যা-শপথের দুঃসাহস নিয়ে আমাদের দুজনকে ঠকিয়ে থাক, তো দাঁড়াও ॥ ১১৫ ॥

কলাও এ'কে প্রত্যুত্তরে বললেন—'(আপনার) প্রেয়সীর এই পরিজনের উক্তিতে মিথ্যা কথার কলঙ্ক আজই আপনি কোথা থেকে আশঙ্কা করলেন ?' ॥ ১১৬ ॥

'সত্যিই তখন নিশ্চিত ভাবে শুনেছিলাম, তবে কেবল গুমগুম শব্দ। এবং আমি বলেছিলামও যে শুনতে পাচ্ছি ; 'আপনার কথা'—এতদূর পর্যন্ত কিন্তু বলি নি' ॥ ১১৭ ॥

'দেবতাকে লক্ষ্য করে শপথ সত্য হলেও তার পরিণাম বাস্তবিক দারুণ। তাই, হে দেব ! আপনাকে লক্ষ্য করে সেই নিরর্থক কথার সমর্থন করছি' ॥ ১১৮ ॥

'আপনারা সম্ভোগ করেন নি এমন কথা বলে কেন আমার কাছে চাতুরী করলেন ? তাহলে, হায় আপনাদের যে ঠকিয়েছি তাতে কি আমি অন্যায় করেছি ?' ॥ ১১৯ ॥

তারপর ঐ সখীদুজন বার বার বিস্ময় প্রকাশ করতে করতে এবং খুব হাসতে হাসতে কানে কানে নিজেদের শোনা কথাগুলো পরস্পরকে বললেন ॥ ১২০ ॥

তারপর কলার সখী বললেন—ভাই দময়ন্তী ! এ'র দ্বিতীয় কানের কাছ থেকেও গোপন করে যা বললাম তার জন্যে আমার উপর রাগ কোরো না ॥ ১২১ ॥

তখন প্রিয় প্রিয়াকে বললেন—তোমার দুই সখীর চাতুরীর এই কৌশল তো দেখলে। সুতরাং সখীদের বিশ্বাসই কোরো না ॥ ১২২ ॥

কলাও এ'কে বললেন—সখী ! তোমার ঐ স্বামী গোপন কথা কোথাও বলেন না। তাই ও'র মতো অন্য সজ্জনকেও বিশ্বাস করা (তোমার) উচিত ॥ ১২৩ ॥

এইভাবে তিনি (কলা) বাধা সৃষ্টি করতে থাকলে নল প্রেয়সীকে বললেন—দময়ন্তী ! তুমি বলো। ঐ দুজন দুষ্টু সখীকে আমি ঘর থেকে বের করে দিচ্ছি ॥ ১২৪ ॥

তখন মাথা নেড়ে অনুমতি দিয়ে সুন্দরী (দময়ন্তী) প্রিয়কে আনন্দ দিলে তিনি শুধু হাতের মুঠি তুলে দুই সখীর উপর জল ছিটিয়ে দিলেন ॥ ১২৫ ॥

এই আশ্চর্য ঘটনায় তাঁদের দুজনের মন নিবিষ্ট হল। নলের ইচ্ছায় যে-জল পূর্ণ হচ্ছে, তা দিয়ে দূর স্থানেও তাঁদের বস্ত্র অত্যন্ত সিক্ত হল ॥ ১২৬ ॥

বরুণের বরে ইনি সুলভ জলভারে তাঁদের বক্ষকে ও বিস্ময়ে তাঁদের হৃদয়কে ভিজিয়ে দিলেন ॥ ১২৭ ॥

তবুও সখী দুজন চলে না যাওয়ায় তখন তিনি তাঁদের সঙ্গে মজা করে (প্রিয়াকে) দেখালেন—সুন্দরী ! দেখো। আমার সামনে জল এই দুজনের কাপড় ভিজিয়ে দিয়ে, কাপড় থাকা সত্ত্বেও আবরণহীন স্তন দেখিয়ে জৈন সন্ন্যাসিনী করে তুলেছে ॥১২৮-১২৯॥

জল যেহেতু শম্বর (নামে পরিচিত), তাই (শাম্বরী) মায়ারূপেই এটি আবির্ভূত হয়েছে। কেননা এঁদের বসনাবৃত অঙ্গকেও ঐ জল প্রকট করে দিচ্ছে ॥ ১৩০ ॥

অথবা বস্ত্র যেহেতু অম্বর (-নামে পরিচিত), তাই এই প্রত্যক্ষ যোগ্যতা উপস্থিত হয়েছে। এর স্বরূপ হল সুন্দর হারের মুক্তারাশি যেখানে নক্ষত্র,—তাদের দেখতে পাওয়া ॥ ১৩১ ॥

তারপর সেই (সখী) দুজন নিজেদের অবস্থা লক্ষ্য করে লজ্জিত হয়ে বাইরে চলে গেলেন। তাঁদের লক্ষ্য করার মজা উপলক্ষ্য করে সব সখীরা ক্রমে ক্রমে বেরিয়ে গেলেন ॥ ১৩২ ॥

তাঁরা বাইরে গিয়ে দময়ন্তীকে বললেন—ওগো নীতিশাস্ত্রজ্ঞা ! ঐ দুই সখী তোমার গোপন কথা জানে। এখনও তাদের উপেক্ষা করা উচিত নয় ॥ ১৩৩ ॥

এরপর রাজা তাঁদের হেঁকে বললেন—তোমাদের এই সখী এই কথা বলছেন, যে—'এরা দুজন আমার গোপন কথা শুনেছে, কিন্তু আমি এঁদের সেই গোপন অঙ্গ দেখতে পেয়েছি' ॥ ১৩৪ ॥

এঁরা দুজন আমার বিরোধী। এঁদের কথায় বিশ্বাস কোরো না। বিধাতা এই দুজনকে চাতুরী ও মিথ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত করেছেন ॥ ১৩৫ ॥

কীর্তির ধারাস্রোতে ধুয়ে গেলেও শত্রুর মনোজ্ঞ আচরণ-বিষয়ে মিথ্যার কালির অংশ দিয়ে কলঙ্ক আঁকতে কারা শিল্পী হয়ে ওঠে না ? ॥ ১৩৬ ॥

সেই সখী দুজন বললেন—আমরা বেশী কিছু বলব না। যে-উদ্দেশ্যে আমরা সব বিতাড়িত হলাম, কেবল তাই বলব ॥ ১৩৭ ॥

বার্ধক্যে যাঁদের হাত কাঁপছে, সেই কঞ্চুকীরা (অর্থাৎ বিশেষ পোষাক পরিহিত অন্দরমহলের শ্রদ্ধেয় রাজকর্মচারীরা) হাত নেড়ে ঐভাবে কথা বলতে নিষেধ করলেও তাঁরা দুজন তা বুঝতে পারলেন না ॥ ১৩৮ ॥

নির্লজ্জ মেয়ে ! এখান থেকে তোমরা দুজন চলে যাও। তোমাদের অশ্লীল (কথা বলার) স্বভাবকে ধিক্ ।—এই কথা বলায় সেই (সখী) দুজন ভয়ে পালালেন এবং বলার পর কঞ্চুকীরাও চলে গেলেন ॥ ১৩৯ ॥

(সখীদের) ঐ কথায় প্রিয়া লজ্জিত ও নতমুখ হয়েছিলেন। নল তাঁকে বললেন—এমন নির্লজ্জ সখী কেউ নেই। (কিন্তু তুমি) এতটুকুও নির্লজ্জ নও ॥ ১৪০ ॥

আশ্চর্য ! তোমার এই মুখটি লাবণ্যযুক্ত (অথচ) নির্লজ্জ নয়। বিশেষ কোপ উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও এর থেকে কঠোর কথা বের হয় না ॥ ১৪১ ॥

(নল) এরপর তাঁকে হৃদয়ে নিয়ে শয্যায় (নিজের) শরীর রাখলেন এবং চোখ বুজে তাঁর অঙ্গের সৌকুমার্য অনুভব করলেন ॥ ১৪২ ॥

তাঁর স্তনদুটিতে হাত রেখে এবং নাভিমূলে হাত দিয়ে তিনি তাঁর পাণিগ্রহণ করার শ্রম সার্থক করলেন ॥ ১৪৩ ॥

বুকে করে তাঁকে নিজের উপর রেখে সানন্দে ধরে থাকতে থাকতে তিনি তাঁকে বিবাহ করার ব্যাপারে আপনার কর্তৃত্ব প্রকাশ করলেন ॥ ১৪৪ ॥

হাতের ঘর্মাক্ত আঙুল দিয়ে কস্তুরীপ্রলেপের চিহ্ন মুছে দিয়ে তিনি প্রিয়ার স্তনদুটিকে এমনভাবে মর্দন করলেন যাতে সখীদের মধ্যে যথেষ্ট আলোচনা হয় ॥ ১৪৫ ॥

তাঁর স্তনে নখের আঘাত করে চমকে উঠতে থাকালে তিনি তাঁর চোখে পড়লেন ও তাঁকে বললেন—তোমার হৃদয়ে যে আমি বর্তমান আছি, তাকেও কি এটা বিদীর্ণ করল না ? ॥ ১৪৬ ॥

আশ্চর্য! খল ব্যক্তিরা যেমন তীক্ষ্ণকণ্ঠে শুদ্ধ ব্যক্তির বিষয়েও অসাধু কলঙ্ক আরোপ করে তেমনি তোমার অকপট বক্ষে আমার তীক্ষ্ণাগ্র নখগুলি অশুদ্ধ চিহ্ন আঁকছে—এটা অনুচিত ॥ ১৪৭ ॥

যেহেতু সুতোর কাপড়টি তোমার নিতম্ব ও উরুদেশ স্পর্শ করছে এবং যেহেতু (তা) স্তনদুটিকে আলিঙ্গন করছে তাই (তা) শুভভাগ্যের উপযুক্ত ভোগ লাভ করছে ॥ ১৪৮ ॥

তাঁর ঘর্মাক্ত নিতম্বে চীনাংশুক লীন হয়েছে বলে তা কিছুটা দেখা যাচ্ছে। তা লক্ষ্য করে তিনি নিঃশ্বাস ফেলে দিনের দীর্ঘতাকে নিন্দা করলেন ॥ ১৪৯ ॥

প্রিয়ার অধরপ্রান্তে তিনি দংশন করলেন এবং সেইখানেই অধরচুম্বনের মিথ্যে চাঞ্চল্য প্রকাশ করলেন ॥ ১৫০ ॥

হে চপলনয়না! কামশরের ব্যথা সহ্য করতে পারছি না। তাই প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও—এই বলে তিনি সেই আনন্দিত প্রিয়াকে কুপিত করলেন ॥ ১৫১ ॥

নলের চোখে প্রিয়ার মুখপদ্ম, তারপর দুটি স্তন, তারপর তাদের সঙ্গে জঘন নিবিড়ভাবে উপস্থিত হল ॥ ১৫২ ॥

এইভাবে অধৈর্যবশতঃ তাঁর হঠাৎ কিছু করে ফেলার আশঙ্কা করে তিনি হঠাৎ উঠে পড়ে উৎকণ্ঠিত ভাবে সখীদের অনুসরণ করলেন ॥ ১৫৩ ॥

নলের সম্ভোগের লোভী দময়ন্তীর স্তন ও নিতম্ব মৃদুমন্দ চলনে যেন যথাসম্ভব তাঁকে বাধা দিচ্ছিল ॥ ১৫৪ ॥

তাঁর হাত হাতির শুঁড়ের মতো মোটা ও লম্বা হওয়া সত্ত্বেও এবং সেই প্রিয়া নিতম্বের ভারে ধীর গতিতে চললেও তিনি তাঁকে ধরতে পারলেন না। কেননা তাঁর অঙ্গের সান্নিধ্যে তাঁর নিষ্ক্রিয়ভাব উৎপন্ন হয়েছিল ॥ ১৫৫ ॥

'হে ক্ষীণদেহী সুন্দরী! আমাকে আলিঙ্গন করে আলিঙ্গন করে—' এই ভাবে যে প্রিয়তম অর্ধেক কথা বলছেন, তাঁকে মৃদু হেসে পিছন ফিরে দেখে তিনি দরজার ওপারে চলে গেলেন ॥ ১৫৬ ॥

প্রিয়তমের পক্ষে অপ্রিয় সেই কাজ করে অন্তরে কষ্ট পেয়ে ইনি লজ্জাবশে সখীদের দিকে যেতে পরেলেন না, তাঁদের দিক থেকে ফিরতেও পারলেন না ॥ ১৫৭ ॥

তারপর স্তুতিগায়িকা এক সুন্দরী দরজার কাছে উপস্থিত হয়ে নলের উদ্দেশ্যে দিনের মধ্যভাগ (অতিক্রান্ত হল) ঘোষণা করলেন —হে রাজন্! জয় হোক্। দিনের যৌবনকাল (অর্থাৎ মধ্যভাগ) উষ্ণতায় তপ্ত হয়ে এই পৃথিবী আপনার স্নানের জল পান করতে চাইছে ॥ ১৫৮ ॥

শঙ্খশুভ্র গঙ্গাজল সংগৃহীত আছে, তা আপনার কুঞ্চিতকেশের সান্নিধ্য লাভের

পর তরঙ্গের দিক দিয়ে বিপরীত, যমুনার সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার সৌন্দর্য লাভ করতে চাইছে ॥ ১৫৯ ॥

এখন সূর্য আপনার মতো প্রচণ্ড প্রতাপ নিয়ে জগতের মাথার উপরে থেকে তাপ দিচ্ছে। আপনি শিবের অর্চনা করুন। তারপর দেখবেন, আপনার পুণ্যবলে সে নিচে পড়ে গিয়েছে ॥ ১৬০ ॥

সহসা প্রেয়সী চলে গিয়েছেন। তাঁর ফিরে আসার কথা ভেবে পাশের দরজার দিকে বার বার চোখ ফেলতে ফেলতে রাজা বাইরে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। প্রিয়তমার বিচ্ছেদের দুঃখে তিনি অলস। শিবের ধ্যান অর্চনা ইত্যাদির ক্ষণ উপস্থিত হলেও হঠাৎ চলে যাওয়া আনন্দকে তিনি যেন ফিরিয়ে আনছিলেন ॥ ১৬১ ॥

কবিশ্রেষ্ঠদের মুকুটের অলঙ্কারের হীরার তুল্য শ্রীহীর ও মামল্লদেবী শ্রীহর্ষ-নামে যে জিতেন্দ্রিয় পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁর রস ও অলঙ্কার প্রভৃতির গ্রন্থনায় অপূর্ব নলচরিতাশ্রিত মহাকাব্যে স্বভাবোজ্জ্বল বিংশ সর্গটি সমাপ্ত হল ॥ ১৬২ ॥

× × × × × × × × × × × × × **একবিংশ সর্গ** × × × × × × × × × × × × ×

দময়ন্তীর মণিময় প্রাসাদ থেকে তিনি বেরিয়ে যেতে থাকলে তাঁকে লক্ষ্য করে সেবাপরায়ণ রাজারা নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়ে করদাতার স্বভাব আবার প্রকট করলেন ॥ ১ ॥

চীনাংশুকে ঢাকা পথও তাঁর দুটি পায়ের পক্ষে কঠিন। এই কারণে বুঝি দুপাশে প্রণাম করতে করতে শিরোমাল্যগুলি দিয়ে রাজাদের দল সেপথকে ঢেকে দিলেন ॥ ২ ॥

তারপর তাঁর দৃষ্টিদান করার সম্মানে কৃতার্থ হয়ে রাজারা তৎক্ষণাৎ তাঁকে নিজ নিজ দেশের অপূর্ব রত্ন উপহার দিলেন, যত্নের সঙ্গে অতিরিক্ত গুণ আরোপ করার ফলে যা আশ্চর্য ॥ ৩ ॥

অপর রাজারা অন্য রাজাদের উপঢৌকন দেওয়া সেইরত্ন তাঁর থেকে পারিতোষিক পেলেন। আঙুল নেড়ে, চোখের ইশারায় বা ভ্রূভঙ্গিতে (সে সব) দানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ॥ ৪ ॥

তারপর কুশলপ্রশ্ন-সংক্রান্ত সত্য ও প্রিয় বাক্যের (অমৃত) সেচনে তাঁরা তৃপ্ত হলে তাঁদের বিদায় জানিয়ে সেই অমিতবিক্রমশালী নল শিষ্যরূপে উপস্থিত অন্যান্য রাজাদের অস্ত্রশস্ত্রের কৌশল সম্বন্ধে পিতার মতো শিক্ষা দিলেন ॥ ৫ ॥

মর্ত্যলোকে যেসব অস্ত্রের কৌশল দুর্জ্ঞেয় তা শ্রেষ্ঠ শিষ্যদের শিখিয়ে ঘর্মাক্ত কপাল নিয়ে অস্থিরভাবে শ্বাস ফেলতে ফেলতে তিনি স্নান করতে চাইলেন ॥ ৬ ॥

পীনস্তনী মেয়েরা সুগন্ধ জল দিয়ে তাঁকে স্নান করালেন। তাতে ভ্রমর লেগে ছিল। আগেই যক্ষকর্দম অর্থাৎ কর্পূর, অগুরু, কস্তুরী, চন্দন ও কক্কোল গুঁড়ো আস্তে আস্তে তাঁর দেহে মর্দন করা হয়েছিল এবং মাথায় কস্তুরী মাখানো হয়েছিল ॥৭॥

রাজা ছিলেন প্রভূত তপস্যার ধনে ধনী। কলস থেকে গড়িয়ে পড়া তীর্থজলের অবিশ্রান্ত ধারা উপর থেকে ঢেলে পবিত্র ও হিতার্থী পুরোহিত তাঁকে স্নান করালেন ॥ ৮ ॥

প্রেয়সীর স্তন থেকে বিচ্ছেদের আগুন থেকে উদ্ভূত ধোঁয়ার রাশিকে যেন ধরে রয়েছে—এইভাবে সেই স্নানকর্তার পদ্মের মতো দুটি হাত (আঙুলের) মাঝখানে কুশ ধরে রেখে শোভা পাচ্ছিল ॥ ৯ ॥

তাঁর আচমনের জন্যে গঙ্গাজল হাতের তালুর মাঝখানে নেওয়া হল,—মনে হল নির্মলতার জন্যে প্রতিবিম্বিত স্বর্গকে তা যেন হাতে তুলে দিল ॥ ১০ ॥

দমনের ভগিনী দময়ন্তীর থেকে মুক্ত অবস্থায় নিজ পতিকে পেয়ে জলের স্পর্শে নরম লাল মাটি অনুরক্ত হয়ে তাঁকে প্রতিটি কামাকুল অঙ্গে আলিঙ্গন করল। (তিনি নানা অঙ্গে মাটি মাখছিলেন) ॥ ১১ ॥

(কুশের) মূলে, মাঝখানে ও প্রান্তভাগে (যথাক্রমে) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বর্তমান থাকেন। গঙ্গার তরঙ্গ (যথাক্রমে) তাঁদের কমণ্ডলু, পাদপদ্ম ও মস্তকে বর্তমান থাকেন। তা থেকে যেন উদ্গিরণ হচ্ছে এমন পবিত্র জল তাঁর মাথায় কুশ দিয়ে ছিটানো হল ॥ ১২ ॥

জলের মধ্যে ইনি প্রাণায়াম করলেন। তাঁর মুখখানি সমুদ্রের অভ্যন্তরভাগে অতীতে যে-চাঁদ বাস করেছিল, তার সৌন্দর্য লাভ করল ॥ ১৩ ॥

দশটি দিক্ যাঁর বস্ত্র, সেই চন্দ্রশেখর শিবকে যেন স্পর্ধা জানিয়ে মর্ত্যলোকের এই কামদেব (অর্থাৎ নল) দশভাগে বিভাগবিশিষ্ট, আকাশ বা অভ্রের মতো শুভ্র দ্যুতিময় ও সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করলেন ॥ ১৪ ॥

রাজর্ষিদের মধ্যে (ইনি) ইন্দ্র। দময়ন্তীর প্রতি প্রত্যেকবার ধাবমান যে-হৃদয়, তাকে সংযত করতে ইচ্ছুক হয়েই তিনি কি উত্তরীয় পরিধান করার ছলে বক্ষ আবৃত করেন নি ? ॥ ১৫ ॥

স্নানজনিত মনোহর শ্রী তাঁকে আশ্রয় করল। স্নানের জলের কলস তার বিরাজমান স্তন, সাদা মাটির তিলকবিন্দু তার মুখচন্দ্র আর চুলের অবশিষ্ট মুক্তার মতো জলকণা হল তার দন্তরাজি ॥ ১৬ ॥

চারটি ইন্দ্রিয়কে (অর্থাৎ চক্ষু, ত্বক্, কর্ণ ও জিহ্বাকে) যথাক্রমে শুভ্রতা, শীতলতা, জলদেবতাসংক্রান্ত মন্ত্র ও মাধুর্য অনুভব করে আনন্দিত দেখে তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় বুঝি সুগন্ধ পাওয়ার বৃথা লোভ পোষণ করে জল আঘ্রাণ করল ॥ ১৭ ॥

সূর্যপূজার জন্যে এই রাজা নিজের হাতে জল নিয়ে স্ফুরিত সূর্যকিরণের মধ্যে ছড়াতে থাকলে তার ঘূর্ণিগুলি এমন ভাবনা সৃষ্টি করল যে, সূর্যকে বিশ্বকর্মার ঘূর্ণনরত শাণচক্রে স্থাপন করা হয়েছে ॥ ১৮ ॥

ইনি যথাযথভাবে জপ করতে থাকলে অগ্নি প্রভৃতি শুদ্ধবীজের ফলে বিশদভাবে স্পষ্ট অক্ষরের বেদমন্ত্রগুলি স্ফটিকনির্মিত অক্ষমালার রূপ ধরে তাঁর করপদ্মের সান্নিধ্য পেল ॥ ১৯ ॥

এঁর হাতের আঙুলের পর্বে যে যবচিহ্ন (বর্তমান), তা দেবতর্পণের জন্যে যব অর্পণকে পুনরুক্তি (অর্থাৎ অতিরিক্ত) করে তুলল। আর (পূর্বপুরুষদের) জল দেওয়ার সঙ্গে যুক্ত যে তিলের রাশি, তা দিয়ে তিনি তাঁর হাতের কালো তিলচিহ্নের দ্বিরুক্তি করে ফেললেন ॥ ২০ ॥

হাত-পা ধুয়ে এই রাজর্ষি অন্যের পায়ের ছোঁয়া লাগেনি এমন পবিত্র উঁচু পথ ধরে দেবপূজার ঘরে প্রবেশ করলেন। সেখানকার পরিচারক হলেন ব্রহ্মচারীরা ॥ ২১ ॥

সেখানে ফাঁকা জায়গায় কোথাও দেবতাদের জন্যে ফুলের রাশি রাশি মালার পাত্রগুলোতে ধূপের কালো অগুরু ধোঁয়া ভ্রমরশ্রেণীর রূপ নিয়েছিল ॥ ২২ ॥

সেখানে যে-প্রদীপগুলো দীপ্তিতে অন্ধকারকে গ্রাস করায় রাত্রি অংকুরযুক্ত হয়ে উঠছিল, যেগুলোর জন্যে শোভায় অত্যন্ত হলুদবর্ণ হয়ে রাত্রি অংকুরিত হলুদের মতো হয়ে উঠছিল, সেই-প্রদীপগুলো যেন দেবতাদের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করার জন্যে স্বর্ণতিলক রূপে রাখা ছিল ॥ ২৩ ॥

সেখানে মুক্তামণির অভাবে শংখগুলো কুংকুমে-ভরা অন্তর নিয়ে শোভা পাচ্ছিল। (ঐ কুংকুম) তাদের (শোকের) আগুনের চিহ্ন, যা প্রীতিবশে স্বেচ্ছায় তারা ধারণ করেছিল ॥ ২৪ ॥

সেখানে গরুড়শিলার পাত্রের ভিতর ঘন চন্দন ঘষা ছিল। রাহুর মুখে সহজে চাঁদকে গ্রাস করার যে-সুখ (হয়), তা ঐ পাত্র লাভ করছিল ॥ ২৫ ॥

সেখানে রূপোর বাসনগুলোর মাঝখানে কস্তুরী পরিপূর্ণ ছিল। কলঙ্কস্বরূপ পশুচিহ্ন যে-চাঁদের অভ্যন্তরভাগ মলিন করে দিয়েছে, ঐ পাত্রগুলি তার সাদৃশ্য লাভ করছিল ॥ ২৬ ॥

ধর্মের সেই নিবিড় বনে বৌদ্ধ স্তূপের সঙ্গে তুলনীয় প্রচুর চিনি ও দই-ভাতের নৈবেদ্যের রাশি ধর্মের অঙ্কুরোদ্গমের সম্ভাবনা রচনা করছিল ॥ ২৭ ॥

সেখানে কোথাও চাঁপাফুলের ঐশ্বর্য দেবকুলের বাসস্থান মেরুপর্বতকে ছোটো করে ফেলেছিল এবং মল্লিকা ফুলের রাশি স্ফটিকশিখরিত কৈলাস পর্বতকে খর্ব করে দিয়েছিল ॥ ২৮ ॥

সেখানে দেবতাদের উদ্দেশ্যে মনোহর নৈবেদ্য রাখার ফলে ভূমিতে স্থান ছিল না। এমনকি স্বামীর কাছেও নিজের দেহ ঢেকে রাখে যে কুলবধূ, তাকেও এই ভূমি হার মানিয়েছিল ।। ২৯ ।।

সেখানে সূর্যকান্ত বা চন্দ্রকান্ত মণির কিরণে নীলমণির চুলের মতো কিরণ যে মণিখচিত ভূমিভাগে ঘনীভূত হয়ে বর্তমান ছিল, তাতে গায়কদের মাথা নাড়ার প্রতিবিম্ব পড়ার ফলে (যেন) রমণীর মাথা নাড়বার শোভা বিরাজ করছিল ॥ ৩০ ॥

সে-স্থানটি নানাবর্ণের মণিময় অলঙ্কারে আবৃত বিচিত্র বস্ত্রের স্তূপে রমণীয় ও অনবদ্য নৈবেদ্যে পরিপূর্ণ। সেখানে পৃথিবীর চন্দ্র (অর্থাৎ নল) মণিখচিত নির্মল পিঁড়িতে বসলেন ।। ৩১ ।।

নল সূর্যকে ধীরে ধীরে যথাযথভাবে অর্চনা করতে থাকলে সেই সূর্য কর্ণকেও (অপেক্ষাকৃত অল্প ভাস্বমান্ মনে করলেন। তারপর আকাশের সেই মণি (অর্থাৎ সূর্য (শ্রীকৃষ্ণের পুত্র) সাম্বকেও হৃদয়ে অল্প শুশ্রূষাবান্ বলে নিশ্চয় করলেন ।। ৩২ ।।

সূর্যের সেই সেই মন্ত্র জপ করার মধ্যে রক্তচন্দনের বীজগুলি মালার রূপ নিয়ে যেন রক্তিমার আতিশয্য শেখার জন্যে তাঁর হাতকে আশ্রয় করেছিল ॥ ৩৩ ॥

ধুতুরা গাছের ফুল দিয়ে তিনি ত্রিলোচন শিবের পুজা রচনা করলেন। কামদেবকে যুদ্ধে পরাস্ত করে (তাঁর থেকে) ফুলের বাদ্যযন্ত্র কেড়ে নিয়ে যেন শিব শোভা পেলেন ॥ ৩৪ ॥

নাগকেশরতরুর প্রস্ফুটিত ফুল দিয়ে শিবমূর্তির হাতটিকে অর্চনা করে ইনি পূর্ব ইত্যাদি আটটি দিক ও অধোদিকের অতিরিক্ত যে-উর্ধ্বদিক, তার পালক ব্রহ্মার শুভ্র

ছিন্নশিরের অলঙ্কার (তাঁর হাতে) যেন তুলে দিলেন ॥ ৩৫ ॥

সেই মূর্তির কণ্ঠদেশে নীলপদ্মের মালার অলঙ্কার পরিয়ে দিয়ে তিনি সেই স্ফটিকনির্মিত (মূর্তির) দেহকে নীলকণ্ঠ-শব্দের সার্থকতার উপযোগী করে তুললেন ॥ ৩৬ ॥

আমার এই কাজে পুর-নামক দৈত্যদের রিপু ও মদনের শত্রু শিব প্রীত হবেন— এই ভেবে ইনি সেই মূর্তির সামনে 'পুর' ও 'কামশর' নামে ধূপ পোড়ালেন ॥ ৩৭ ॥

সেই মুহূর্তেও যেন ভীমরাজকন্যার বিরহ সহ্য করতে না পেরে ইনি শিবের মাথার উপরে চাঁদের থেকে ভীত হয়ে ধ্যান করার ছলে চোখ বন্ধ করলেন ॥ ৩৮ ॥

সেই মূর্তির দুটি পায়ে ফুল রেখে তিনি মাটিতে দণ্ডবৎ লুটিয়ে (অর্থাৎ সাষ্টাঙ্গে) শিবকে প্রণাম করলেন। যেন আপন শস্ত্র, ধনুক ও বাণগুলোকে সমর্পণ করে কামদেব (শিবের) শরণাগত হলেন ॥ ৩৯ ॥

শিবের পায়ে নিজের অস্ত্রশস্ত্রের তুল্য ফুলগুলিকে সমর্পণ করে সেই কামদেব কি দণ্ডের মতো মাটিতে লুটিয়ে তাঁর শরণ নিয়ে প্রণাম করলেন ? (শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত)

এই রুদ্রভক্ত শতরুদ্রিয় সূক্তে[১] অর্থাৎ শিবসূক্ত জপ করতে রত হলে নতুন পল্লবের মতো তাঁর হাতটিকে রুদ্রাক্ষমালা ভ্রমরশ্রেণীর মতো আশ্রয় করল ॥ ৪০ ॥

তারপর সেই রাজা পুরুষসূক্তের[২] বিধান অনুসারে পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে পূজা করলেন, আর বারো অক্ষরের মন্ত্র (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়) উচ্চারণ করে বারোটি বিষ্ণুমূর্তির[৩] বন্দনা করলেন ॥ ৪১ ॥

তিনি ঢোঁড়াসাপের মতো বলয়াকার মল্লিকামালায় শোভিত আসনস্থ তাঁকে (বিষ্ণুকে) যেন কুণ্ডলীকৃত শেষনাগের উপরে স্থিত দেখলেন ॥ ৪২ ॥

পূজার জন্যে তাঁর দেওয়া নীলপদ্মের মালা বলিরাজার বন্ধনকারী বিষ্ণুর বুকে শোভা পেতে লাগল। (যেন) তা কৌস্তুভমণিতে যাঁর বাসস্থান রচিত, সেই লক্ষ্মীদেবীর বিস্তারিত কটাক্ষশ্রেণী ॥ ৪৩ ॥

তিনি সেই মূর্তির মাথায় সোনার মালা দিয়ে শত শত স্বর্ণকেতকী ফুলকে, রুপোর মালা দিয়ে শ্বেতপদ্ম সমর্পণকে এবং রক্তবর্ণ মণিমালা দিয়ে করবীফুলকে অনাবশ্যক করে তুললেন ॥ ৪৪ ॥

তাঁর অন্নের নৈবেদ্যে সেই শ্রীবিষ্ণুর কাছে ভোজ্যবস্তুর উপহার প্রচুর হয়ে উঠল, (তাছাড়া তিনি বলিরাজকে অসামান্য ভক্তরূপে পেয়েছিলেন), কস্তূরীতে সেইকৃষ্ণ কৃষ্ণবর্ণ হলেন এবং শঙ্খগুলোর চক্র অর্থাৎ সমষ্টি থেকে জল দিয়ে পূজা করার ফলে (যেন) তাঁর প্রতিমা শঙ্খ, চক্র ও পদ্মযুক্ত হল ॥ ৪৫ ॥

সাপেদের শত্রু গরুড় যাঁর বাহন, সেই গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুকে এই রাজা পূজা করতে থাকলে কালো অগুরুধূপের ধোঁয়াগুলো ঘুলঘুলির পথ দিয়ে বাইরে গিয়ে দেখালো যেন ভয়ের অপযশে মলিন হয়েছে এমন সব সাপ, যাদের শিব (দেহে) ধারণ করে থাকেন ॥ ৪৬ ॥

যাদের অর্ধেক মূল্য দিতে গেলেও নিঃস্ব হতে হয় সেই সব মণিমালার সঙ্গে মিশিয়ে প্রস্ফুটিত মালতীফুলের সহস্র মালা দিয়ে সেই বিষ্ণুপ্রতিমাকে আচ্ছাদিত করে এই রাজা যেন সেই বিষ্ণুকে বহুরত্নপূর্ণ ক্ষীরোদসমুদ্রে ডুবিয়ে দিলেন ॥ ৪৭ ॥

জপমালায় যে পদ্মবীজগুলো ছিল, ইনি বিষ্ণুসূক্ত[৪] জপ করতে থাকলে এঁর হাতের

সঙ্গ পেয়ে সেগুলো (যেন) পদ্মময় বাসস্থানে আবার বাস করার শোভা লাভ করল ॥ ৪৮ ॥

কৈটভের শত্রু শ্রীবিষ্ণুর দুটি পায়ে এই রাজা অনুনয় করতে করতে নতমস্তকে যে মল্লিকার বড়ো মালাটি রাখলেন, তা প্রজাপতি ব্রহ্মার পূজিত গঙ্গার মতো শোভা পেল ॥ ৪৯ ॥

শ্রীবিষ্ণু লক্ষ্মীকে হৃদয়ে স্থাপন করে তাঁর সম্বন্ধে আপন অনুরাগ প্রকাশ করলেও, লক্ষ্মীর বাসস্থানের উপরে নিজের কণ্ঠদেশ স্থাপনের ফলে বাগ্‌দেবী সরস্বতীর গৌরব বিধান করেছেন—এইভাবে বুঝে সেই (রাজা) বহুরত্নসহকারে অর্চনা করেও (তৃপ্তির) আনন্দ না পেয়ে সুগ্রথিত পদ্যবন্ধের মুক্তা দিয়ে রচনা করা হারের উপহার দিয়ে হরিভক্তি (প্রকাশ) করলেন— ॥ ৫০-৫১ ॥

তোমার স্তুতি বাক্যের বহুদূর অগোচর, আমাদের কথায় তোমার যে-রূপ (প্রকট হবে), তা তোমার নিন্দা। তাই প্রলাপবাক্যের মতো আমি যা বলছি, তা ক্ষমা করো। —এইভাবে আগে বলে নিয়ে ইনি এই কথাগুলো বললেন— ॥ ৫২ ॥

হে স্বপ্রকাশ! আমি জড়বুদ্ধি; কারণ, আমি তোমার বর্ণনা করতে অভিলাষ করছি। এটা কি অন্ধকারের পক্ষে সূর্যের তেজ প্রকাশ করবার আগ্রহ হয়ে ওঠে না? ॥ ৫৩ ॥

তুমি অবাঙ্‌মনসগোচর হলেও (বাক্‌ ও মন) এই দুটি তোমার উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হবে না কেন? মেঘকে না পেলেও উৎসুক চাতকযুগলের কাছে মেঘ তৃপ্তির কারণ হয় ॥ ৫৪ ॥

(মৎস্য অবতারে) মাছের ছদ্মরূপে তোমার পুচ্ছচালনার ফলে সমুদ্রের জল বুঝি উৎক্ষিপ্ত হয়ে আকাশের অঙ্গনের সান্নিধ্যে সাদা রঙ পেয়ে স্বর্গঙ্গা মন্দাকিনীরূপে আবির্ভূত হয়েছে ॥ ৫৫ ॥

(কূর্ম অবতারে) বহু সৃষ্টিকালে ভূমণ্ডলকে ধারণ করায় পিঠের উপর ব্রণের মতো চক্রাকার রেখাগুলিতে তোমার কচ্ছপমূর্তি চিহ্নিত। (এই মূর্তি) জগৎকে রক্ষা করুক। তুমি সংহার ও পালনে সমর্থ ॥ ৫৬ ॥

দিকে দিকে চারটি সমুদ্রকেই যাঁর চারটি খুরের চিহ্ন বলে জানি, তুমি সেই বরাহ-দেহধারী। তোমার দাঁত জগতের বাস্তুভূমি। (তা) আমার সুখের হেতু হোক্‌ ॥ ৫৭ ॥

হে লীলাময় বরাহ! (পাতাল থেকে) উদ্ধার করার সময়ে পৃথিবী স্খলিত হতে থাকলে তাকে আলিঙ্গন করার ফলে অত্যধিক আনন্দে তোমার রোমাঞ্চ উঠেছিল। ফলে ব্রহ্মাণ্ড হয়ে উঠেছিল তোমার পূজার কদম্বপুষ্প। তাতে তোমার পরিমাপ হয় না ॥৫৮॥

হে সিংহ! দানবরাজ হিরণ্যকশিপুর হত্যার জন্যে তুমি অবতীর্ণ হয়েছিলে। শত্রুঘাতী স্বর্গবাসী দেবতাদের পুণ্যের অংশরাশি থেকে উদ্ভূত মানুষ তোমার দেহের অর্ধেক ভাগ। (তুমি) মেঘের মতো ঘোর (সিংহ-) নাদে আমাকে রক্ষা করো ॥ ৫৯ ॥

যেন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পেটের কুয়োর মধ্যে ইন্দ্রের সম্পত্তি পড়ে গিয়েছে, তুমি তা তুলে আনছ, এইভাবে তোমার হাতের পাঁচটি নখে ছেঁড়া-দড়ির মতো সেই দৈত্যরাজের নাড়িভুঁড়ি লেগে আছে। এই নখগুলি আমাদের রক্ষা করুক ॥ ৬০ ॥

'হে বলি! তুমি নিজেকে দিয়ে বা ধনরত্ন দিয়ে আমার সব আশা কি পূর্ণ করবে না?'—এইভাবে ছলনাবাক্যে অত্যন্ত পটু এক ব্রাহ্মণ বালকের রূপধারী তুমি। হে

বামন ! তুমি আমাদের মনের আনন্দ বিধান করো ॥ ৬১ ॥

'তুমি দানের (প্রতীক) জলের অভিলাষী। তোমাকে সম্পদের বহুল পরিমাণ দান করতে চাই।'—বলি এই কথা বললে তোমার পুলক জেগেছিল। তুমি বামনের মায়ামূর্তি ধরেছিলে। তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৬২ ॥

'ভোগপরায়ণ আত্মীয়দের সঙ্গে পৃথিবীতে বা স্বর্গে বসবাস করার বন্ধন (যদি চাও), দীর্ঘকাল বেঁচে থেকে তা লাভ করবে (অর্থান্তরে, ভুলোকের তলায় পাতাল নামক স্বর্গে চিরকাল বেঁচে থেকে তুমি সাপের বন্ধন লাভ করবে)। এই আমার হাত। (দানের) জল দাও।'—এইভাবে কপটকথায় তুমি পরিচিত। হে বামন ! বিশ্বকে রক্ষা করো ॥ ৬৩ ॥

'আঃ। তুমি হাত বাড়াচ্ছ কেন ? আমি তোমার পায়ে সবকিছুই তো দিতে ইচ্ছুক।'—বলি এই কথা বলেছিলেন। হে বামন ! হে প্রণত ব্যক্তির পবিত্রতা-বিধায়ক ! আমাদের রক্ষা করো ॥ ৬৪ ॥

আগে তুমি বিশ্ব সৃষ্টি করতে থাকলে তোমারই দুটি হাত থেকে যে-ক্ষত্রিয়জাতির উৎপত্তি হয়েছিল, জমদগ্নির পুত্র পরশুরামের দেহ ধারণ করলে তোমার সেই (হাত-দুটি) সেই (ক্ষত্রিয়জাতির) বিনাশের স্বাভাবিক কারণ (হয়েছিল)। তাদের জয় হোক্ ॥ ৬৫ ॥

(বহুভুক্তা বেশ্যার মতো) বহু অধিপতির অধীন, ধূলিপূর্ণ যে-পৃথিবীকে বিধাতা ক্রোধে নয়টি খণ্ডে খণ্ডিত করেছিলেন, তুমি তাকে ব্রাহ্মণের ভোগ্যবস্তু করেছিলে। তোমার এই সমুচিত আচরণশীলতা বেঁচে থাকুক ॥ ৬৬ ॥

হে রেণুকানন্দন। তুমি কার্তবীর্য অর্জুনের হত্যাকারী। দশানন রাবণ তোমার হাতে অনায়াসে বিনাশের যোগ্য হওয়াতে, ভিন্নযুগে (অবতীর্ণ) না হওয়ার জন্যে আর এক রামের আবিভাব সমাধানশূন্য পুনরুক্তি (রূপে গণ্য)। এঁকে আমি প্রণাম করি ॥ ৬৭ ॥

হে রামচন্দ্র ! রেণুকা যাঁর জননী, সেই রামকে (অর্থাৎ পরশুরামকে) তোমার (সৃষ্টির) জন্যে প্রথমেই সেই প্রসিদ্ধ সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয় অভ্যাসরূপে সৃষ্টি করে ছিলেন। (সৃষ্টিশক্তিতে) তিনি প্রসিদ্ধ দেবতাদের পরাস্ত করেছেন ॥ ৬৮ ॥

হে জন্মরহিত ! অজরাজার পুত্র দশরথ থেকে তুমি স্বেচ্ছায় জন্মলাভ কর। হে জগতের অলঙ্কার ! এবিষয়ে (তোমার) কোনো দোষ নেই। কারণ, হে দেব, তোমার প্রভাবই দোষ নিরাকরণ করতে (অথবা দূষণ-নামে রাক্ষসকে বধ করতে) সমর্থ ॥ ৬৯ ॥

হে রঘুবীর ! যদি আমাকে তত্ত্বজ্ঞান না দাও, তবে অন্তত সেইমোহ দাও যার প্রভাবে রাবণের সৈন্য যুদ্ধে মোহগ্রস্ত হয়ে সমস্ত জগৎকে তোমাতে পরিপূর্ণ দেখেছিল ॥ ৭০ ॥

পিতার আদেশে ও অজ্ঞ লোকেদের (অপবাদের) ভয়ে তুমি রাজ্যলক্ষ্মী ও (ভূমিলক্ষ্মী) সীতাকে দুবার পরিত্যাগ করেছিলে। সমুদ্রের জলের মধ্যে যে-শত্রুদের লঙ্কাপুরী, সেই শত্রুদের কি দুবার লঙ্ঘন কর নি ? ॥ ৭১ ॥

কামদেবের তীরে আমি নিশ্চিত মরব না—এই ভেবে রাক্ষস রাবণ সীতাকে ফেরত দেয় নি। (ফলে) দেবতার হাতে মৃত্যু না হওয়ার বরবাক্যকে সত্যে পরিণত করে

(সে) তোমার অস্ত্রে নিজেকে পবিত্র করেছিল ॥ ৭২ ॥

তোমার যে-বাহুর জন্যে সৈন্যসহ দশাননের নামমাত্র অবশিষ্ট, সেই বাহুতে যেহেতু শম্বুক[৩] মৃত্যুলাভ করেছিল, তাই তার সমুদ্রস্পর্শী যশ কি (শুভ্রতায়) শঙ্খরাশিকে পরিহাস করছে না ? ॥ ৭৩ ॥

যে-রাক্ষসরাজ রাবণ মৃত্যু অর্থাৎ যমের ভয়ের কারণ, তার ভয় উৎপাদনের ফলে প্রসিদ্ধ যশ অর্জন করে তুচ্ছ দুর্জনের (অপবাদের) ভয়ে স্বীয় পত্নীকে পরিত্যাগ করায় তুমি কি লজ্জিত হও নি ? ॥ ৭৪ ॥

যে-তুমি (ভাই) লক্ষ্মণের[১] ক্ষণকালীন বিরহের আগুনে হোমকর্তার মতো নিজের জীবনকে তৃণের মতো আহুতি দিয়েছ, সেই তুমি প্রিয়তমা পত্নীর বিরহের বাড়বাগ্নিকে সমুদ্রের মতো বুকে ধরে রেখেছে। হে রক্ষাপ্রার্থীর রক্ষক ! আমার রক্ষক হও ॥ ৭৫ ॥

যে আদিকবি ক্রৌঞ্চপাখিরও দুঃখ দেখে শোকবশে প্রথম শ্লোকটি রচনা করেছিলেন, তিনি তোমার বিষয়ে শোকপরবশ হয়ে শ্লোকের সমুদ্রস্বরূপ (২৪ হাজার শ্লোকের) যথাযোগ্য কাব্য (রামায়ণ) রচনা করেছেন ॥ ৭৬ ॥

যেহেতু এর পিতা বিশ্বশ্রবা (মুনি) অথবা কর্ণহীন, তাই এর দেহে কান যুক্ত থাকা অযৌক্তিক—এইভাবে উচিত জেনেই কি লক্ষ্মণের শরীর ধরে তুমি শূর্পণখার কানদুটো কেটে ফেল নি ? ॥ ৭৭ ॥

তুমি যদুবংশীয় ব্যক্তির ছদ্মরূপ নিয়েছ। দান করার গর্বে যেন স্পর্ধিত হয়েছে যে-কল্পবৃক্ষ, তাকে যে-হাত দিয়ে তুমি উৎপাটন করেছিলে, সেই-হাতগুলি আমার পাপের লতা উৎপাটিত করুক ॥ ৭৮ ॥

তখন বাল্যকালে খেলায় কলসীর টুকরো দিয়ে আঘাত করে তুমি জলের তরঙ্গকে যে ছিন্নভিন্ন করেছিলে, তা পরবর্তীকালে বাণাসুরের হাত ছিন্নভিন্ন করার লীলায় সূত্রপাত হয়ে উঠেছিল। তা আমাদের রক্ষা করুক[৮] ॥ ৭৯ ॥

বুকে শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণকে যে-হনুমান শল্যমুক্ত করেছিল[৮], সেই-হনুমানের চিহ্নযুক্ত পতাকা নিয়ে (মহাবীর) কর্ণের শক্তিকে বিফল করার জন্যে তুমি অর্জুনের রথ সাজিয়েছিলে। তোমাকে প্রণাম ॥ ৮০ ॥

ব্রতভঙ্গের ভয়ে স্বর্গেও স্বর্গরমণীদের সঙ্গে কামক্রীড়ায় অভিজ্ঞ হবেন না—এই ভেবে তোমার অত্যন্ত ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও ভীষ্মকে তুমি বর দিয়ে সশরীরে স্বর্গে পাঠাও নি ॥ ৮১ ॥

তুমি সূর্যপুত্র কর্ণকে হত্যা করিয়ে তাঁর বিষয়ে দয়ার্দ্র হয়েছ, চন্দ্রবংশজাত অর্জুনকে জয়শীল করে কৃতকৃত্য হয়েছ। অশ্রুযুক্ত সূর্য ও বিশেষ হাস্যময় চাঁদ তোমার দুটি চোখ। (তাতে) তুমি অর্ধেক দুঃখ ও অর্ধেক সুখের অভিনয় দেখিয়েছ ॥ ৮২ ॥

রাধা তোমার প্রাণের মতো প্রিয় ; হে কৃষ্ণ ! রাধাপুত্র কর্ণের শত্রু অর্জুনের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব উচিত হয় না। (তবে) শ্রীর প্রিয়রূপে শ্রীবৎসকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ভৃগুর পদচিহ্নকে সর্বদা আপন বুকে ধরে রাখা তোমার পক্ষে যুক্তিযুক্তই বটে[৮] ॥ ৮৩ ॥

তোমার উৎকৃষ্ট (সাত্ত্বিক) মূর্তির অবতার শুভ্রকেশ বলরাম আসলে তুমিই। তিনিই আবার শেষনাগ। তোমার সেই মূর্তির জরাগ্রস্ত কেশগুচ্ছের (রঙের) বিলাস ভালোভাবে সেই (বলরাম ও শেষনাগ) ধারণ করে আছেন[৮] ॥ ৮৪ ॥

হে রমণীয় গন্ধধারী! তুমি বলরাম ও শেষনাগের রূপ ধরলেও সর্বাত্মক। তুমি সুখী গোপিনীদের প্রভু (বলরামও সুখিনী রেবতীর স্বামী, শেষনাগও ভোগবতী নামে পাতালের নদীর অধিপতি)। তুমি সুখভোগের ফলে মদিরার মতো রমণীয় কান্তিতে পরিপূর্ণ (বলরামও ভোগসুখের কারণ যে মদ্য, তার জন্যে রমণীয় দেহকান্তিবিশিষ্ট, আর শেষনাগও ভোগ অর্থাৎ ফণার ঐশ্বর্যযুক্ত ও পৃথিবীধারণজনিত রমণীয় শোভায় শোভিত)। চাঁদের মতো তোমার উদ্দেশ্যে প্রেম উচ্ছ্বসিত হয় (বলরামরূপে তুমি কুমুদের বন্ধু চাঁদের মতো কান্তিমান্‌, শেষনাগরূপে তুমি কুমুদ-নামে বন্ধুস্থানীয় সাপের সম্বন্ধে প্রীতিমান্‌ অথবা চাঁদের মতো উচ্ছ্বসিত কান্তিতে শোভিত) ॥ ৮৫ ॥

হে ইচ্ছাপূরক! হে রেবতীর পতি! কু অর্থাৎ পৃথিবীতে আনন্দের আবির্ভাবে অথবা কুমুদ ফুলের আবির্ভাবে তোমার আনন্দ হয়। তোমার দেহের দীপ্তিতে নীল-বস্ত্রের রমণীয় সৌন্দর্য যুক্তিযুক্তই বটে ॥ ৮৬ ॥

(বুদ্ধ অবতারে) হে অদ্বয়বাদিন্‌! তুমি একমাত্র ক্ষণিক বিজ্ঞানপ্রবাহ মান। তিন বেদে প্রবিষ্ট না হয়েও তুমি জ্ঞানী। তুমি চতুষ্কোটি (অর্থাৎ সৎ, অসৎ, সদসৎ ও তার অতিরিক্ত—এই চারটি) বস্তুপ্রকার পরিহার করেছ। তুমি পঞ্চবাণ কামদেবকে জয় করেছ। তোমার ছয়টি জ্ঞানপ্রকার আছে (তারা হল অদৃশ্যকে দেখা, অশ্রুতকে শোনা, অন্যের মনকে জানা, পূর্বজন্ম স্মরণ আকাশে চলা, বহু শরীর প্রকট করা ইত্যাদি ইত্যাদি) ॥ ৮৭ ॥

ঐরূপে তুমি কামজয়ী হয়ে (সব কিছুর) ক্ষণিকতা ও নৈরাত্ম্যবাদ প্রত্যক্ষ করতে থাকলে দেবতাদের হাত থেকে পুষ্পবৃষ্টি পুষ্পশস্ত্রধারী দেবতাদের অস্ত্ররাশির মতো নেমে এসেছিল ॥ ৮৮ ॥

দৃঢ় ধৈর্য তোমার হৃদয়ের বর্ম। কামদেব ফুলের শরগুলিকে সেখানে ফেলে দিয়ে অত্যধিক ভোঁতা হওয়ার ফলে তাদের প্রান্তগুলোকে ছাতার মতো গোলাকার করে তুলেছেন ॥ ৮৯ ॥

যেহেতু বিধাতা তোমার স্তুতি রচনায় মুখের চাতুর্য লাভ করেন, তাই তিনি চতুরানন। তুমি সর্বজ্ঞ বর্তমান থাকলেও শিব নিজেকে 'সর্বজ্ঞ' বলার ফলে (কলঙ্কদোষে) নীলকণ্ঠ (হয়ে গিয়েছেন) ॥ ৯০ ॥

তুমি দশম অবতার কল্কিরূপে ম্লেচ্ছদের কাছে প্রলয়ের আগুন। যুদ্ধে তার ধোঁয়ার মতো করাল তরবারি ধারণ কর তুমি। তুমি আমার (দেহ, মন, কথার) দশটি অপরাধ দূর করে দাও ॥ ৯১ ॥

তোমার পিতার বিষ্ণুযশস্‌-নাম তোমার জন্যে সার্থক। কারণ, যুদ্ধে উত্থিত প্রচুর ধূলিকণায় পাণ্ডুবর্ণ হয়ে তুমি মূর্তিমান্‌ যশের মতো পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াও ॥ ৯২ ॥

তুমি অদ্বৈতচিন্তামার্গে বর্তমান দত্তাত্রেয়। তোমাকে প্রণাম করি। কার্তবীর্য অর্জুনের যশ অর্জনের হেতু তুমিই। (অষ্টাঙ্গ-) যোগবলে তুমি (পাপশূন্য হয়ে) 'অনঘ' নাম অর্জন করেছ। (শত্রুধ্বজ ও মদালসার পুত্র) অলর্কের সংসার সম্বন্ধে মোহের অন্ধকারের কাছে তুমি সূর্য (হয়েছ) ॥ ৯৩ ॥

তোমার জয় হোক্‌। হে কৃষ্ণ! রামচন্দ্র-অবতারে তুমি সূর্যের পুত্র সুগ্রীবকে অনুগৃহীত করে ইন্দ্রের পুত্র বালীকে বধ করেছ। আবার ইন্দ্রের পুত্র অর্জুনের সপক্ষ

হয়ে তুমি সূর্যের পুত্র কর্ণকে নিহত করেছ। তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৯৪ ॥

তোমার জয় হোক্। হ্রস্বকায় বামন-অবতারের পর তুমি ত্রিপদ-বিশিষ্ট (বিশাল ত্রিবিক্রম) দেহ দিয়ে সর্বদিক পরিব্যাপ্ত করেছিলে। হিংসার কথা পরিহার করেছেন, এমন বুদ্ধ-অবতারের পর কল্কিরূপে সব কিছুকে হত্যা করেছ। তোমাকে প্রণাম ॥ ৯৫ ॥

হে ত্রিপাদমূর্তি! আমাকে পবিত্র করো। তোমার পায়ে লেগে রাহু কি জুতো হয়ে উঠেছিল? ভল্লুকরাজ জাম্ববান্ (পূজার সময়) প্রদক্ষিণ করে তোমাকে কি বলিকে বাঁধবার দাড়ি দিয়েছিল? ॥ ৯৬ ॥

যে (তুমি পরশুরাম অবতারে) অর্ধচক্রাকার কুঠার দিয়ে কার্তবীর্য অর্জুনের হাজার হাত কেটে ফেলেছিল, সেই (তুমি) গোটা সুদর্শনচক্র দিয়ে বাণাসুরের হাতগুলো কেটে ফেললে তাতে কি (লোকে) বিস্মিত হয়? ॥ ৯৭ ॥

লক্ষ্মীদেবী তোমার অনবরত আলিঙ্গনে রোমাঞ্চিত এবং উন্নত স্তনবিশিষ্ট। তোমার বনমালাশোভিত বক্ষে তিনি বেলগাছের দুটি ফলযুক্ত ছোটো শাখার মতো অবস্থান করছেন ॥ ৯৯ ॥

জলজ পদ্ম ও শঙ্খ রক্তিমা ইত্যাদি সৌভাগ্য ভালোভাবে শেখার জন্যে তোমার হাত ছেড়ে থাকে না। আর কুমুদফুল ফোটায় যে-চাঁদের কিরণ, সেই-চাঁদের বিম্ব (তোমার বাঁ-) চোখ হয়ে (তোমার) মুখমণ্ডলের সেবা করে ॥ ১০০ ॥

আশ্চর্য! তোমার যে নরহরিসংযোগ (অর্থাৎ নৃসিংহমূর্তি অথবা মানুষ রামচন্দ্র ও বানর সুগ্রীবের মিলন অথবা মানুষ অর্জুন ও হরি কৃষ্ণের মিলন) অত্যন্ত শত্রুপক্ষীয় হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও কৌরব বীরদের হত্যা করতে সংঘটিত হয়েছিল, তার জয় হোক্ ॥ ১০১ ॥

তুমি মায়াশক্তিমান্। অর্ধেক শিবের ভাব অর্থাৎ হরিহরমূর্তি—এ কীরকম তুমি গ্রহণ করেছ? আসলে তুমি সবটাই শিব। বেদ যার চোখ, সেই-জগৎ শেষনাগের রূপ ধারণ করা সত্ত্বেও তোমাকে অশেষ অর্থাৎ অনন্ত বলে জানে ॥ ১০২ ॥

পূর্বজন্মের কর্মের ফলে উত্তরোত্তর জন্মগুলির গ্রন্থির মোচন বিহিত হলে তোমার ধ্যান বিনা অন্য কোনো সমাধান কারও মাথায় আসে না ॥ ১০৩ ॥

হরি ও হর হওয়ার জন্যে কি তুমি দেহটিকে উপরের দিক পর্যন্ত দ্বিধাবিভক্ত করেছ? নৃসিংহ-অবতারে (দেহটিকে) তির্যগ্‌ভাবে অর্থাৎ গলা থেকে উপরের দিকে একভাগ ও নিচে একভাগ—এইভাবে ভাগ করেছ কেন? আসলে তুমি স্বতন্ত্র, তোমার সম্বন্ধে আবার প্রশ্ন কী? ॥ ১০৪ ॥

হে আপ্তকাম! ত্রিভুবন সৃষ্টি কর কেন? যদি সৃষ্টি হল তবে (তা) ধ্বংস কর কেন? যা অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হবে, তাকে কেন বার বার অবতীর্ণ হয়ে নিজেই রক্ষা কর? ॥ ১০৫ ॥

সমুদ্রের জল থেকে উঠে এসে চঞ্চলা লক্ষ্মী তাঁর পরিচিত গঙ্গা, পাঞ্চজন্যশঙ্খ, কৌস্তুভমণি ও চাঁদকে তোমার পায়ে হাতে, বুকে ও চোখে অবস্থিত থাকছে ভেবে কি তোমার আশ্রয়ে স্থির রয়েছেন? ॥ ১০৬ ॥

নানারকম যুক্তিঘটিত বাধ ও বিরোধের ফলে ঘটপট ইত্যাদি বস্তু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ হতে পারে না। তাই তত্ত্ব কথা হল—তোমার ক্রিয়ায় এত সব ভেদ প্রকট

হয়েছে ॥ ১০৭ ॥

তোমার উদরের মধ্যে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে বাইরের মতো (থাকতে) দেখে এবং বিশেষভাবে মিশে যাওয়ার ফলে নিজের দুটি সত্তাকে পৃথক্ করতে না পেরে [১০] মার্কণ্ডেয়ের কোন্ সত্তাটি বাইরে চলে গিয়েছিল তা তুমিই জান ॥ ১০৮ ॥

তুমি ব্রহ্ম। (সৃষ্টির আগে) তোমার মায়াশক্তির লতায় জগৎ অন্তর্লীন থাকে, তারপর তা সাপেদের অধিপতির (তোমার অবতার শেষনাগের) মাথায় ও (প্রলয়কালে) মায়াশিশুর রূপধারী তোমার জঠরে (থাকে)। সব দিক দিয়ে তুমি জগতের আশ্রয় ॥ ১০৯ ॥

যার জল ধর্মের উৎপত্তিস্থল, সেই-(গঙ্গা) নদী (তোমার) পায়ে শোভা পায়। সম্পদের মূল যে-লক্ষ্মী, তিনি (তোমার বুকে শোভা পান। কামের দেবতাও (প্রদ্যুম্নরূপে) তোমার সন্তান। (আর) স্বয়ং ব্রহ্মরূপে তুমি মোক্ষদাতা ॥ ১১০ ॥

তুমি নরকের বিনাশ কর। যে লোকেরা খেলাচ্ছলেও তোমার নাম নেয়, তাদেরকেই নরকগুলোর ভয় পাওয়া উচিত। তারা কেন নরকগুলোকে ভয় পাবে ? ॥ ১১১ ॥

যে-লোক তোমার ভক্ত, সে মৃত্যুর অনেক কারণের মধ্যে (এমনকি) বজ্রপাত থেকেও ভয় পায় না। কারণ, তখন (সেই) বৈষ্ণবের কণ্ঠ থেকে চেষ্টা ছাড়াই তোমার নাম তাড়াতাড়ি উচ্চারিত হয় ॥ ১১২ ॥

সংসারীদের মনকে অন্দরমহলের মতো সব দিক দিয়েই পবিত্র করতে থাকলেও তাতে যে-দোষগুলো জন্মায়, তাদের শোধনের উপায় হল তোমার অবিচ্ছিন্ন ধ্যান ॥ ১১৩ ॥

ইতরবিশেষ আমাদের জ্ঞানের বাইরে হলেও তোমার 'রাম' এই নামটি বহুগুণের আশ্রয়। না হলে তিন তিনটি জন্মে (পরশুরাম, রামচন্দ্র ও বলরাম অবতারে) তুমিই বা কেন তা গ্রহণ করেছিলে ? ॥ ১১৪ ॥

আমি তোমার ভক্ত। তোমার সূর্য-নামক চোখ দিয়ে আমাকে অনুগ্রহ করে অজ্ঞানমুক্ত করো। হে প্রভু ! তোমার চন্দ্র-নামক চোখ পড়লে তা আমার তাপ দূর করবে না ? ॥ ১১৫ ॥

হায় ! যে-আমি প্রতিদিন তোমার বিধান ও নিষেধরূপ আদেশ লঙ্ঘন করছি, সেই-আমি শুধু কথার সাহায্যে তোমার অনুগ্রহপ্রার্থী। (অথচ) তুমি তপস্যা দিয়েও দুর্লভ। (আমি) নির্লজ্জ হয়েছি ॥ ১১৬ ॥

হে সর্বরূপধারী ! হে বিশ্বস্রষ্টা ! তোমার আশ্চর্য ঐশ্বর্যের কতটুকু আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণ করব ? দরিদ্র ব্যক্তি (স্বর্ণময়) সুমেরুপর্বতে পৌঁছে নিজের ছেঁড়া কাপড়ে কতটুকু সোনা বেঁধে নিতে পারে ? ॥ ১১৭ ॥

হরির উদ্দেশ্যে এই (সব কথা) বলে তিনি (যোগশাস্ত্রকথিত) সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে (অর্থাৎ ধ্যানের লক্ষ্য দেবতা ও ধ্যানকর্তার ভেদ না ভুলে) অত্যন্ত স্থির হলেন। ধ্যানবলে বিষ্ণুকে প্রত্যক্ষ করে (তাঁর উদ্দেশ্যে) প্রীতি ও ভক্তির উপযোগী (আনন্দ, রোদন, নৃত্যগীত ইত্যাদি) আচরণ তিনি করলেন ॥ ১১৮ ॥

ইনি ব্রাহ্মণদের হাতে প্রচুর ধনরত্ন দেন। পিতৃযজ্ঞের উপচার সৎপাত্রে দান করার পর শ্রেয় দ্রব্য দিয়ে হরিহররূপ নারায়ণকে ভক্তিনম্র চিত্তে পূজা করে ইনি ভোজনশালায় প্রবেশ করলেন ॥ ১১৯ ॥

ইনি পৃথিবীতে চাঁদ। মধ্যাহ্নকালীন বিধি আচরণের পর সুধাময় অন্ন আস্বাদন করে আনন্দ করতে করতে ইনি পূর্বোক্ত (অথবা পূর্বদিগ্‌বর্তী) বিচিত্র প্রাসাদের পর্বতকে আপন দীপ্তিতে ভূষিত করলেন। (ইন্দ্রের) বৈজয়ন্ত (-প্রাসাদ) তার দূরবর্তী নয়॥ ১২০॥

ভীমরাজকন্যাও ভক্তিপূর্বক দেবতাদের পূজা করার পর স্বামীর খাওয়া হলে তারপর খেলেন। অলঙ্কারের ভারে অত্যন্ত অলস অঙ্গ নিয়ে তিনি সেইপতির কোলে বসলেন। তাঁকে আলিঙ্গন করার ইচ্ছায় সেই পতির কোলের মধ্যভাগ রোমাঞ্চিত হয়েছিল॥ ১২১॥

একজন সখী তাঁর পদ্মের মতো হাতে সৌন্দর্যরাশির তুল্য একটি শুকপাখির খাঁচা নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করলেন। পাখিটির ঠোঁট খেয়ে-ফেলা বিম্বফলের পরিণতির মতো (লাল), তার পাখা দুটি একেবারে কাঁচা ফল খাওয়ার পরিণতিতে যথাযোগ্য (নীল)॥ ১২২॥

(আর) একজন (সখী) একটি মদোন্মত্ত কোকিলসহ তাঁকে অনুসরণ করলেন। সেটি কূজনরত। অত্যধিক কালো রঙের পরাকাষ্ঠা তার পাখায়। স্পষ্টতঃ 'কুহু' শব্দ ও তার অর্থ—অমাবস্যার পারস্পরিক সম্বন্ধ—সেটির মধ্যে বর্তমান। বাঁকা ভাবে ধরে-রাখা স্ফাটিকের একটি ছোটো দাঁড়ের উপর সেটি বসে ছিল॥ ১২৩॥

দময়ন্তীর যে সমবয়সী সখীরা সুকুমার কলার ব্যাপারে তাঁর শিষ্যা, যাঁরা গন্ধর্বরাজ বিশ্ববসুর কন্যাদের তুল্য, যাঁরা বীণার মধুর নিক্বণ সৃষ্টিতে নিপুণ,—মানুষদের এই অধিরাজ প্রাসাদে আসীন হলে,—তাঁরা তাঁকে বীণার সুরে গান শোনাবার জন্যে গেলেন॥ ১২৪॥

সেই হরিণনয়নাদের বীণা প্রারম্ভে কিছুটা অস্পষ্ট সূক্ষ্মরাগে কাকলিধ্বনি তুলল। যেন দময়ন্তীর সেইরকম মধুর কণ্ঠলতার কাছে শব্দ তুলতে প্রথমে তা অপ্রতিভ হচ্ছিল॥ ১২৫॥

দময়ন্তী সমস্ত সুকুমার কলার প্রচুর গুণের আশ্রয়। তাঁর সঙ্গে সমতা লাভের জন্যে সেই বীণা যে সুরসমন্বিত হল, অতীতের সেই অবিনয়ঘটিত দোষ আচরণ (পরিবাদ) করে তা লোকসমাজে আজও 'পরিবাদিনী'-নামে পরিচিত॥ ১২৬॥

হাতের বিচিত্র কৌশল লাভ করে সেইবীণা বাইশটি শ্রুতিবিশিষ্ট ষড়্‌জ প্রভৃতি ধ্বনির শেষ সীমায় কম্পিত স্বর তুলে রাজাদের গোষ্ঠীতে গজশ্রেষ্ঠতুল্য নলের সান্নিধ্য পেয়ে হস্তিনীর মতো নিষাদস্বরে মধুর উচ্চনাদ তুলল॥ ১২৭॥

বীণাগুলির সমস্ত সারভাগ তুলে নিয়ে কি সেইদময়ন্তীর মৃদুস্বরবিশিষ্ট কণ্ঠনালী সৃষ্টি করা হয় নি? তাই বীণা ভিতরে ভিতরে নিঃসার ভাব অর্জন করে লজ্জিত হয়ে কি মূর্ছনার মধ্যে কোণ (অর্থাৎ বাজাবার কাঠিটি) ছাড়ছিল না?॥ ১২৮॥

তারপর সেই বীণাগুলি সেই দম্পতির কানের কাছে মধুতুল্য স্তুতিবাক্য অত্যন্ত স্পষ্ট অক্ষরে এমনভাবে গাইল, যাতে পৃথিবীর রতিদেবীর (অর্থাৎ দময়ন্তীর) বাঁধা শুকপাখি আনন্দ দিতে দিতে তার সবটা এইভাবে উচ্চারণ করল—॥ ১২৯॥

আপনারা দুজন বুদ্ধিমান্‌। আমাদের কথার মধ্যে দিয়ে (আমাদের) বুদ্ধির সীমা জানতে পারবেন। তবু গাইছি। কেননা, (স্তাবকদের) কথার ফাঁকে আপনারা দুজন কথা না বলায় আমাদের এইটুকু জ্ঞান অজ্ঞাত থাকা সম্ভব নয়॥ ১৩০॥

সেইপার্বতী সর্পভূষিত চন্দ্রশেখর শিবের কোলে, আর আপনি ভোগে-মনোহর এই রাজশ্রেষ্ঠের কোলে (আছেন)। এ হল সমান সমান ক্রম। (তবে) পার্থক্য হল এই যে, স্বর্গপতি ইন্দ্রের অংশরূপে প্রসিদ্ধ নল আপনার স্বামী, তাঁর সম্পর্কে এই জন্মেও আপনি সতী॥ ১৩১॥

যাঁর দেহের কান্তি রতির সৃষ্টি করে, সেই-ইনি রতিরূপে কার মনে প্রতিভাত হবেন ? অথবা, ত্রিলোচন শিবের তৃতীয় চোখ যাঁর দেবত্বঘটিত আয়ুর পথ শেষ করে দিয়েছিল, আপনার মধ্যে সেই কামদেবের সন্দেহ কে করবে ? ॥ ১৩২॥

নদীর শোভায় মনোহর কণ্ঠহার (গঙ্গা যমুনার) মধ্যবর্তী অঞ্চলের শোভায় যে শোভিত, জনগণের মনে যার (পুণ্যভূমি) মধ্যাঞ্চল প্রিয়, সেই-পৃথিবীকে সমুদ্র যেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ধারণ করতে থাকে, তেমনি, যাঁর কণ্ঠহার নদীর শোভা লাভ করে, বেদীর মধ্যাঞ্চলের মতো তন্বী যাঁর দেহশ্রী, যাঁর শরীরের মধ্যভাগ জনমনের কাছে আনন্দদায়ক, এই দময়ন্তীকে এঁর মুখচন্দ্রের দীপ্তিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে কোলে নিয়ে আপনি শোভা পাচ্ছেন॥ ১৩৩॥

(কস্তুরী ইত্যাদি দিয়ে) এঁর দেহে (নানা আকারে) পত্রবল্লী আঁকা হয়েছে। এঁর মুখই চাঁদ, যাতে চোখ যোগ করা হয়েছে। এই সুন্দরী কামদেবকে জয়ী করেন। আপনি দৈহিক সৌন্দর্যে কামদেবকে হার মানিয়েছেন। আপনার পক্ষে এঁর শরীরকে উপভোগ করা কি এঁর কটিদেশ অত্যন্ত ক্ষীণ হওয়ার ফল ? ॥ ১৩৪॥

হে তরুণী ! আপনি কামদেবের রাজধানী। (আপনার) স্তনের উপর শ্রেষ্ঠ পত্রবল্লীতে (কামদেবের চিহ্ন) মৎসই স্থাপন করার যোগ্য। মৎস্যকেতু কামদেবের মহান অভ্যুদয়ের মহোৎসব এখানে চললে আপনার ভ্রূদুটিকে কারা না তোরণ বলবে ? ॥ ১৩৫॥

এঁর কাছ থেকে আপনার দিকে আবার সেইভাবে আপনার কাছ থেকে এঁর দিকে চলতে চলতে কামদেব কেন পরিশ্রম অনুভব করবেন না ? অথবা, আপনাদের দুজনের মধ্যে যে কামদেব যাতায়াত করেন, তাঁর পথের ক্লান্তি দূর করে একমাত্র আপনাদের দেহকান্তি॥ ১৩৬॥

হে রাজন্ ! ঘর্মজলে আপনার রোমগুলি স্নান করতে ভালোবাসে। তারা রমণের জন্যে জাগরিত থাকার ব্রত পালন করছে (অর্থাৎ রোমাঞ্চিত হচ্ছে), তার ফলে আপনি শোভা পাচ্ছেন। মধু আসার ফলে ঘন হয়ে পঞ্চবাণ মদনের তীরের ফলা বিদ্ধ থাকায় আপনার দেহ কণ্টকিত॥ ১৩৭॥

হে রাজন্ ! আপনার এই পদ্মলোচনা প্রাণেশ্বরীও ঘামের জলকণার সংযোগ লাভ করেছেন। রতিপতি মদনের যেমন ফুলগুলি সেই সেই বাণ, তেমনিভাবেই ঘাম কি তাঁর শরের আঘাতস্থানের রক্ত ? ॥ ১৩৮॥

আপনাদের দুজনের এই অনুরাগ জেনে কি পশ্চিমদিক ও সূর্য—এই দুটি এমন লাল হয়ে উঠল ? তা দেখে কি আপনার ক্রীড়ানদীতে পদ্মগুলি কামদেবের শরের উপযোগী তীক্ষ্ণ মুখাগ্রভাগ লাভ করছে ? ॥ ১৩৯॥

আপনারা দুজনে পরস্পরের অনুরাগে বশীভূত। আপনাদের বিলাসের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করেছে সখীর দল। তাই (তাঁরা) বাইরে চলে যান। কাপড় না ছাড়িয়ে, বা দাঁত ও নখ দিয়ে রতিযুদ্ধ না ঘটিয়ে, মদনদেব কেমনভাবে উন্মাদনা সৃষ্টি করবেন ? ॥ ১৪০॥

শুকপাখিটি এইভবে বলতে থাকলে, কালসন্ধির সময়ে রাজার বহু নিত্যকর্ম আছে জেনে তাঁরা কোনো ছলে চলে গেলেন। তখন যেন পদ্ম হওয়ার জন্যে সংকুচিত হচ্ছেন, এমন ক্রুদ্ধ সখীর চোখের কোণ তাঁদেরকে দেখল ॥ ১৪১ ॥

বুঝি সেই রাজাকে লক্ষ্য করে কোকিলটির চোখ (অনুরাগে) রক্তবর্ণ হয়েছিল। শোনা কথাগুলোর পরম্পরা পুনরায় উচ্চারণ করতে তার ঠোঁট (খুব) শিক্ষিত। যে-শুকপাখি নলের স্তুতিপাঠ শেষ করেছে, যেন তার উদ্দেশ্যে (এই কোকিলটি) স্তুহি স্তুহি (অর্থাৎ আরও স্তুতি করো, স্তুতি করো) এইভাবে শব্দ করল ॥ ১৪২ ॥

তারপর ভীমরাজকন্যা ক্রীড়ানদী দেখলেন। উত্তুঙ্গ প্রাসাদে (তিনি) বাস করার ফলে তাকে অত্যন্ত ক্ষীণ দেখাচ্ছিল। (অস্তগামী) সূর্যের মণিতুল্য প্রতিবিম্বে তা শোভা পাচ্ছিল। আঁকাবাঁকাভাবে চলতে থাকায় 'এটি সাপিনী' এই ভেবে ভয়ত্রস্ত চক্রবাক-যুগলগুলি স্পষ্টতঃ পরস্পরকে ফেলে দুটি তীরে পালিয়ে গিয়ে আর্তরবে (নিজেদের অস্তিত্ব) প্রকট করছিল ॥ ১৪৩ ॥

তারপর, দুটি চক্রবাক যেন (পরস্পরের) বিরহ একেবারে সহ্য করতে না পারায় (কামশরে) আহত হয়ে রক্তে রক্ত (অর্থাৎ লাল বা অনুরক্ত) হয়েছে—এই দেখে সেই পদ্মসংকোচনের কাল (অর্থাৎ সন্ধ্যাকালকেও) তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাসে বিকীর্ণ পদ্ম-সৌরভে ভরে তুললেন ॥ ১৪৪ ॥

(তখন) দময়ন্তী স্বামীকে বললেন—হে দয়ালু ! চক্রবাকদুটির অবস্থা দেখো। (তা) এদের দুটিকে পরস্পরের থেকে পৃথক্ করে রাখছে, (আর) আমার হৃদয়কে (দুঃখে) বিদীর্ণ করছে। এই দেখে কোন্ লোক কাঁদবে না ? ১৪৫ ॥

কুমুদফুলের প্রস্ফুটনরূপ ভাবী অভ্যুদয় সহ্য করবে না বলে সূর্য (কাল-) বিলম্ব না করার মনোভাব প্রকাশ করেছে। পাখিগুলো কি নিজেদের বুকে চক্রবাকদের আর্তস্বরের শরাঘাত বহন করে গাছে গাছে কাঁদছে ? ১৪৬ ॥

পাখিদুটি সজ্ঞানে আগের সবকাজ (খাওয়া ইত্যাদি) করে, অথচ (নিজেদের) অনভিপ্রেত বিরহ (নিজেরাই) ঘটায়। হায় ! বিধিবশে চেতনপ্রাণীর কাজকর্ম (চালিত হয়)—এই অনুমানে এই হল নিদর্শন ॥ ১৪৭ ॥

বিধাতা চক্রবাকযুগলকে (পরস্পর) বিচ্ছিন্ন করতে ইচ্ছুক হয়ে কি সূর্যের শাণ-চক্রে এই সময়টিকে তরবারির মতো ধার দিচ্ছেন ? কিরণের মধ্যবর্তী লাল রঙ, যেন ইঁটের গুঁড়ো ছড়ানোর ফলে চাকাটি লাল। গরুড়ের অগ্রজ অরুণ দড়ি ধরে তাকে অনবরত ঘোরাতে আরম্ভ করেছে। (কেন্দ্রস্থলে এফোঁড় ওফোঁড় হওয়ায়) দণ্ডাকৃতি অংশটির যোগে চক্রটি শোভা পাচ্ছে ॥ ১৪৮ ॥

সেই চন্দ্রমুখীর মুখ এইভাবে মনোহর কথার সুধামদ্য অর্পণ করলে তা পান করে স্মিত হাসিতে ভরা সম্মুখবর্তী মুখ নিয়ে তিনি (নল) তাঁকে বললেন—যা বলেছ, স্পষ্টতই তা এমনই বটে ॥ ১৪৯ ॥

রতি ও কামদেব সকলজাতীয় স্ত্রী ও পুরুষকে ভাগ ভাগ করে জয় করার জন্যে ঔচিত্য বিচার করেছেন। তোমার বাঁকা ভ্রূদুটিকে তাঁদের দুটি ধনুক বলে মানি। তাঁর নালীক নামে শর নিক্ষেপে ইচ্ছুক হলে তাদের দোনলা তোমার দুটি নাসাপুটে গোপনে লুকানো আছে (জানি)। তোমার দুটি নিঃশ্বাসবায়ুর লতা তাদের বসন্ত-কালীন (মলয়-) বায়ুজনিত দুটি বায়বীয় অস্ত্র ॥ ১৫০ ॥

হলুদরঙ্-নামে যে-গুণ, তা অত্যন্ত রমণীয়, কেননা এটি তোমার শরীরে (আছে)। তাকে ধারণ করছে বলেই সোনাকে 'সুবর্ণ' এই নামে কে না সমাদরের সঙ্গে প্রশংসা করে ? অন্য রঙের কথা বলে কী হবে ? কারণ, বর্ণশ্রেষ্ঠ সাদারঙের যোগ সত্ত্বেও রুপো ('দুর্বর্ণ'-নামের ফলে) খারাপ রঙের অপযশ পেয়েছে ॥ ১৫১ ॥

কোথাও চিনির মাটিকে মধুস্বরূপ জলের মেঘরাশি দিয়ে সিক্ত করার পর চাষ দিলে তাতে ক্ষীরের নাড়ুর সার দিয়ে যদি আখের গাছ গজায়, আর যদি তাতে আঙুরের রসের সেচের ফলে ফল ধরে, তবে তার থেকেও তোমার কণ্ঠস্বর পৃথক্ করার জন্যে মধুর শব্দের পর তমপ্ প্রত্যয় দিতে হয় (অর্থাৎ তোমার কণ্ঠস্বরকে মধুরতম বলতে হয়) ॥ ১৫২ ॥

গুড়ের অত্যধিক পাকের ফলে লতার মতো যে সুতো ওঠে, তার দড়ি দিয়ে দানের মধ্যে প্রসিদ্ধ চিনির পাহাড়কে মন্থনদণ্ড করে ঘুরিয়ে অমৃতভোজী কামদেব নিজে নিজে যদি আখের রসের সমুদ্র থেকে অভিনব অমৃত তুলে আনেন, তবে তা আমার দুটি কানের পরম তৃপ্তিদায়ক, তোমার জিহ্বার ফসলের (অর্থাৎ বাণীর) প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে ॥ ১৫৩ ॥

তোমার মুখে (দেবী) সরস্বতী বাস করেন। তাঁর (হাতের) লীলাপদ্মের সৌরভ উঠছে তোমার মুখে। তাঁর বীণার নিক্বণধ্বনি (তোমার) সম্পৃক্ত বাক্য-বিলাসের অমৃতের অবস্থায় এতে বিদ্যমান ! এখানে অধরটি হল তাঁর লীলাভ্রমণের উপযোগী হর্ম্য, যার (শিল্প-) নির্মিত হয়েছে গৈরিক-নামে ধাতু দিয়ে রাঙানো সুধার সাহায্যে। এই দুসারি দাঁত কি তাঁর মুক্তামণিরচিত হার হয়ে শোভা পাচ্ছে ? ১৫৪ ॥

তোমার বাণী শৃঙ্গাররসের অসাধারণ স্রোতস্বিনী, কামদেবের তীর্থনিবাস। এই (নদীর) তীরের বালিকেই চিনির খণ্ড বলা হয়। সাদারঙের নির্মল চিনির চাকতিগুলো কি এই (নদী-) তীরের মাটি দিয়েই তৈরী ? এর জলই কি অমৃত ? এর দুটি তীরই কি তোমার দুটি ঠোঁট ? ১৫৫ ॥

হে তরুণী ! তোমার এই বাণী সুধানদীর প্রবাহ। গান করতে গেলে এটা কোকিলরমণীদের গলায় ঠিক আসে না। তোমার উপবনের রসালতরুতে রসার্দ্রকণ্ঠে বার বার উচ্চারণ করে তারা কতবার না তেমনটি করার অভ্যাস করে ॥ ১৫৬ ॥

তোমার উপরের ঠোঁটটি বন্ধুকফুলের মালায় গড়া কামদেবের ধনুক। তোমার নিচের ঠোঁটের নিচে লতার মতো সীমারেখাটি তাতে জ্যা (হয়েছে)। হে প্রিয়ে। তোমার এই বাণীটিও কামদেবের ধনুর্বেদ। যথার্থভাবেই বীণা বাজাবার ছড়টিকে ধনুক করে নিয়ে বীণাগুলি এই ধনুর্বেদ অভ্যাস করে ॥ ১৫৭ ॥

হে সুন্দরী ! 'মধু কী ?' এই প্রশ্ন করলে 'তোমার ঠোঁট' এই উত্তর যে দেয় না, সে গেঁয়ো। 'সোনা কেমন ?' এই প্রশ্ন করলে 'তোমার শরীর'—এই উত্তর যে দেয় না, চতুর ব্যক্তিদের সভায় সে সবসময় অপাঙক্তেয়। 'অমৃত কীরকম ?' এই প্রশ্ন করলে—'তোমার বাণী' এই উত্তর যে দেয় না, তাকে স্পর্শ করতেও কামদেবের শরগুলি পরাঙ্মুখ ॥ ১৫৮ ॥

যেহেতু মধ্যদেশে তুমি অণিমাযুক্ত (অর্থাৎ কৃশোদরী), নিতম্ব ও স্তনদুটি গরিমা ও মহিমাপ্রাপ্ত, চিত্তের বশিত্ব অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়ভাব জাগরিত, হাসিতে লঘিমা ধরে

রেখেছ (অর্থাৎ কম হাস), আমার বিষয়ে ঈশিত্ব লাভ করেছ (অর্থাৎ আমার প্রাণেশ্বরী), সুন্দর কথার ক্ষেত্রে প্রাকাম্যের সঙ্গে (অর্থাৎ বহুলভাবে রমণীয়), দিক্ বিদিকে যথেচ্ছ গতি লাভ করেছ, তাই ঈশ্বর আটটি ঐশ্বর্যকেই (অর্থাৎ অণিমা, গরিমা, মহিমা, বশিত্ব, লঘিমা, ঈশিত্ব, প্রাকাম্য ও কামাবসায়িতাকে) আনন্দিত হয়ে আপন শিল্পস্বরূপ তোমাকে দান করেছেন ॥ ১৫৯ ॥

তোমার বাণীর স্তুতি করতে আমরা পারঙ্গম নই, তাই অমৃতেরই প্রশংসা করি। তাকে কেন্দ্র করে[১১] গরুড় ও ইন্দ্রের যুদ্ধ হয়েছিল তা যথার্থ বলে জানি। আঙুরের রসের গর্ব দূর করে এবং ক্ষীরের সম্বন্ধে দৃঢ় অবজ্ঞা পোষণ করে এই বাণী। এ বাণী সেই-অমৃতে নিজের পা ধুয়ে অনুগ্রহ প্রকাশ করে ॥ ১৬০ ॥

হে সুন্দরী! চক্রবাকদুটির শোক যদি তোমাকে কষ্ট দেয় তো বলো। তোমার দাস হয়ে আমি নদীতে গিয়ে ঐ জলমধ্যবর্তী সূর্যকে অস্ত না যাওয়ার জন্যে অনুনয় করি। করজোড় করলেও যদি এই গ্রহরাজ আমার প্রতি বিমুখ থাকে, তবে এই পাখিদুটি দিয়েই তাকে জলাঞ্জলি দিয়ে আমি তোমার দিকে ফিরে আসব, দেখো ॥ ১৬১ ॥

এখানে তোমার নিজের লুকিয়ে থাকা সখীদের অবস্থান কিছুক্ষণ খোঁজ করো। ঐ অবস্থান তাঁদের আনন্দের জন্যে, যার মূল হল তোমাকে পরিহাস করা। —এই-উপলক্ষ্যে সহচরীর মনকে সখীদের দিকে চালিত করে নল নিজে সন্ধ্যাকালীন শাস্ত্রকর্ম আচরণে ইচ্ছুক হয়ে বাইরে গেলেন ॥ ১৬২ ॥

কবিশ্রেষ্ঠদের মুকুটের অলঙ্কারের হীরাতুল্য শ্রীহীর ও মামল্লদেবী শ্রীহর্ষ-নামে যে জিতেন্দ্রিয় পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁর অভিনব রচনা দময়ন্তীর পতি নলের চরিত্রবর্ণনাস্বরূপ কাব্যে স্বভাবোজ্জ্বল একবিংশ সর্গটি সমাপ্ত হল ॥ ১৬৩ ॥

× × × × × × × × × × × × × দ্বাবিংশ সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

সন্ধ্যাকালীন (ধর্ম)-কর্মের আচরণ শেষ করে সেই রাজা দময়ন্তীর পর্বততুল্য প্রাসাদে সপ্তম ভূমিভাগে উপস্থিত হলেন। পশ্চিমদিকের রক্তরাগে তাঁর চিত্ত প্রেয়সীর অধরের (কথা) স্মরণ করছিল ॥ ১ ॥

(তাঁকে) এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করার জন্যে প্রেয়সী যে-আসনটি ছেড়ে এসেছিলেন, তার মাঝখানে শয্যা আস্তীর্ণ ছিল। ইনি সেখানে বসে এবং প্রেয়সীকে বসিয়ে পদ্যবন্ধে সন্ধ্যাকালের বর্ণনা করতে লাগলেন— ॥ ২ ॥

যে দিক্‌টি জলাধিপতি বরুণের পত্নী, সেই পশ্চিমদিকে দৃষ্টি দিয়ে তাকে অনুগ্রহ দেখাও। এটি যেন লাক্ষারসে ধৌত এবং কুঙ্কুমের কাদায় পরিপূর্ণ ॥ ৩ ॥

আকাশপর্বতের অত্যুচ্চ চূড়া থেকে সূর্য গৈরিক ধাতুতে গড়া শিলাখণ্ড হয়ে (নিচে) পড়ে গিয়েছে। পতনের ফলে সেটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে। তারই ধুলোর রাশি সন্ধ্যা হয়ে এখানে (উঁচুতে) ছড়িয়ে পড়ছে ॥ ৪ ॥

অস্তাচলের চূড়া (যেন) শবরজাতীয় লোকেদের বসতিস্থান। সেখানে মোরগগুলো জড়ো হয়ে থাকে। (প্রতি) প্রহরের শেষে (তাদের) ডাকের ফলে তাদের ফুলগুলো বিকসিত হয়। তারাই কি এই পশ্চিম দিক্‌টিকে তাড়াতাড়ি

লাল করে তুলল ? ॥ ৫ ॥

দেখো, সূর্য দ্রুত অস্তগত। তার কিরণগুলো সরে যাচ্ছে। সেগুলো (যেন) সন্ধ্যার (হাতে) হিঙ্গুলের রসে রাঙানো বেতের লাঠি। (নায়িকা) রাত্রির দ্বাররক্ষীরূপে সেও এখন দিনকে নিষেধ করতে করতে নিজের (নির্দিষ্ট) জায়গায় (দাঁড়াচ্ছে) ॥ ৬ ॥

সন্ধ্যা 'কু' অর্থাৎ পৃথিবীর নর্তকী এবং সভার মনোরঞ্জনে সমর্থ। অথবা সূর্যের লাল আভাটুকু (অবশিষ্ট) থাকায় দেবী সন্ধ্যা কুনটী (অর্থাৎ মনঃশিলার মতো লাল ও হলুদ রঙের মিশ্রণে রঞ্জিত)। মহানট শিব কি তাকে ধ্যান করে আকাশরূপ দেহে নক্ষত্ররাশির মালা দিয়ে এখন অঙ্গহার প্রকট করছেন ? ॥ ৭ ॥

দেখো, তারাদের পতি চাঁদ যাঁর মাথায়, সেই শিব এখন সন্ধ্যাকালীন নর্তক। তাঁর হাড়ের মালার ভূষণ নাচের ফলে ছিন্ন। কোটি কোটি নক্ষত্রের পট সেই টুকরোগুলি ধরে রেখেছে। তা দিয়ে তিনি দিঙ্মণ্ডল সাজাচ্ছেন ॥ ৮ ॥

দিনে পদ্ম ফোটে, (আবার) হাতির (শুঁড়ের ডগায়) পদ্মচিহ্ন থাকে। দিনস্বরূপ যে-হাতিটিকে কালরূপী ব্যাধ বধ করেছে, সন্ধ্যা যেন তার লাল রক্তের ধারা, আর তারাগুলি তার কুম্ভের মতো মাথার মুক্তারাশি ॥ ৯ ॥

শিব দিগম্বর ; মনে হয়, অতীতে পার্বতীর সঙ্গে বিয়ের সময় সন্ধ্যার রঙে-রঙীন এই দিগ্‌বিভাগ (অর্থাৎ পশ্চিম দিক্) টিকেই তিনি (বিয়ের চতুর্থ দিনে) পুষ্পসিন্দূরিকা-অনুষ্ঠানে পরেছিলেন ॥ ১০ ॥

হে সুলোচনা ! সতী ও উমাকে বিয়ে করতে গিয়ে দিগম্বর শিব কি (প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা এই) দুই সন্ধ্যার কাছ থেকে রক্তবর্ণে রঞ্জিত দুটি দিক্‌কে পুষ্প-সিন্দূরিকা-অনুষ্ঠানের জন্যে (রক্তবস্ত্ররূপে) নিয়েছিলেন ? ॥ ১১ ॥

এই যে সূর্য পরিব্রাজক হয়ে দণ্ড নিয়ে সব দিকে ঘুরেছে, সেইতাপস যেন জলাশয়ে স্নান করতে করতে সন্ধ্যায় সান্ধ্য আকাশকে কষায় বস্ত্র রূপে পরিধান করছে ॥ ১২ ॥

নিকষপাথরের তুল্য অস্তাচলে ঘষে সন্ধ্যারাগের চিহ্নে সূর্যনামক যে সোনার টুকরোটি পরীক্ষা করা হয়েছে, তা বিক্রী করে এই আকাশ কড়িরূপে তারাগুলোকে পেয়েছে ॥ ১৩ ॥

কাল (আকাশের গাছ থেকে) পাকা ডালিম রূপে সূর্যকে বাদ দিয়েছে, আর বীজগুলো খাওয়ার পর তার নক্ষত্রের ছিবড়েগুলোকে যেন (মুখ থেকে) বের করে দিয়েছে ॥ ১৪ ॥

বীজ খেয়ে খেয়ে এই নক্ষত্ররাশিকে যার ছিবড়ের মতো ফেলে দেওয়া হয়েছে, বুঝি সূর্য-নামক সেই পাকা ডালিম ছাড়িয়ে খোসার মতো এই সন্ধ্যাকে বাদ দেওয়া হয়েছে ॥ (শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত) ॥

সন্ধ্যার শেষে চণ্ডীপতি রুদ্র তাণ্ডবনৃত্য করতে থাকলে তাঁর পায়ের আঘাতে কৈলাসপর্বতের স্ফটিকপাথরের টুকরোগুলো উৎক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। দেখো, তা দিয়ে আকাশ অলঙ্কৃত হয়েছে ॥ ১৫ ॥

এইভাবে বর্ণনার ফলে যেন লজ্জা হওয়ায় সন্ধ্যা চলে গেলে তা জেনে তিনি নক্ষত্র ও অন্ধকারমিশ্রিত আকাশ দেখতে দেখতে আবার বললেন— ॥ ১৬ ॥

হে সুন্দরী! তোমার ভ্রূ কামের ধনুক। রামচন্দ্র অথবা পরশুরামের শরে মর্মস্থল বিদ্ধ হওয়ায় অত্যধিক ব্যথায় রত্নাকর সমুদ্র উপরের দিকে (লাফিয়ে) উঠেছিল। জলজন্তুর সঙ্গে মিশে থাকা মৎস্য ও শঙ্খে পরিপূর্ণ অবস্থায় (এই সেই সমুদ্র), গ্রহসমষ্টির সঙ্গে মিশে-থাকা মীনরাশি ও শঙ্খের আকৃতির বিশাখানক্ষত্র যেখানে আছে, সেই-আকাশ এটি নয় ॥ ১৭ ॥

মনে হচ্ছে, পুষ্পধনু কামদেব দেবতা ও অপ্সরাদের মধ্যে অনুরাগ সৃষ্টির জন্যে নক্ষত্রের তীর ছুঁড়েছেন। কেননা, 'পঞ্চানন' এই নামটির মতো 'পঞ্চশর' নামটিতে 'পঞ্চ' শব্দটি প্রপঞ্চ অর্থাৎ ব্যাপক বিস্তৃতিকে বোঝায় ॥ ১৮ ॥

আকাশগঙ্গা অর্থাৎ মন্দাকিনীর তীরকে আশ্রয়স্থান করে যে চক্রবাকপাখিরা রাত্রিতে বিরহে ব্যাকুল হয়, তারাগুলি হচ্ছে তাদের চোখের জলের বিন্দু। তার ধারা নক্ষত্র-পতন হয়ে ঝরে পড়ে ॥ ১৯ ॥

মনে হচ্ছে ঐ গোধানক্ষত্র অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা বা ধ্রুবমণ্ডল, এবং মকররাশির ও কর্কটরাশির তারাগুলি স্বর্নদী মন্দাকিনীর গোধা, মাছ, কাঁকড়া—এইসব জলজন্তু। ঐ নদীর তীরে দেবতারা খেলতে থাকায় তাঁদের ভয়ে এগুলো গভীরে ডুবে গিয়েছে বলে এখানে নিচের দিক থেকে স্পষ্ট আমরা তা দেখতে পাচ্ছি ॥ ২০ ॥

কামদেবের ত্রিভুবন জয় করে বাজাবার উপযোগী শঙ্খ কি এই (শঙ্খের আকারে বিশাখানক্ষত্র হয়ে) শোভা পাচ্ছে? আর কোন্ যোদ্ধার নক্ষত্ররচিত ফুল দিয়ে বাদ্যযন্ত্র নির্মাণের শক্তি সম্ভব? ॥ ২১ ॥

এই রাত্রি কি (মন্ত্রসিদ্ধা) যোগিনী, যিনি (নির্জীব) রতিপতি কামকে বাঁচিয়ে তুলেছেন আর পদ্মকে সঙ্কুচিত করে দিয়েছেন? নিরাধার আকাশে লেগে থেকে শঙ্খাকার বিশাখানক্ষত্র এঁর প্রভুত যোগসমৃদ্ধির প্রমাণ দিচ্ছে ॥ ২২ ॥

এই রাত্রি শূন্যবাদী[১] বৌদ্ধদর্শনে অভিজ্ঞ এক যোগিনী। কারণ, দিনের বেলায় জেগে থাকার সময় তারা-নামে যে-আকাশকুসুমগুলো নিষ্প্রভ থাকে, তাদের ভালোভাবে দেখাতে দেখাতে সে স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগৎকেও মিথ্যা বলে বোঝাচ্ছে ॥ ২৩ ॥

তোমার মুখচন্দ্রে কামদেবের প্রকাশ, তোমার দুটি ভ্রূ তাঁর ধনুক। তিনি যে (চাঁদের) কলঙ্কচিহ্নরূপ জন্তুটিকে তীরবিদ্ধ করেছেন, সেটি নক্ষত্রনামক ফুলের শর পিছনে আসতে থাকায় (পালিয়ে আকাশে) ঐ শোভা পাচ্ছে ॥ ২৪ ॥

সকলের আগে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। লোকসমূহের আশ্রয় হয়ে এটি মণ্ডপরূপে শোভা পাচ্ছে। দিকে দিকে নক্ষত্রগুলি এর (খুঁটিতে) ঘুণপোকার ছিদ্রের তুল্য। নিজ নিজ সৌন্দর্যের গুঁড়ো তাতে বাইরে এসে লেগে আছে ॥ ২৫ ॥

দময়ন্তী! দেখো। (পূর্বদিক্) শচীদেবীর সতীন। সেদিকে দিনের বাঁধ ভেঙে পড়ায় বাধাহীন অন্ধকার ইন্দ্রের হাতি (ঐরাবতে)র মুখের লালার প্রসারিত প্রবাহের মতো খুব ছড়িয়ে পড়ছে ॥ ২৬ ॥

রামচন্দ্রের তৈরি সেতুবন্ধ যার রোমসমষ্টি, সেই (দক্ষিণ-) দিকে বর্তমান যমের বাহন (মহিষটি) অন্ধকারের রূপ নিয়েছে। তা দেখে সূর্য বুঝি দূর থেকেই ভীতিগ্রস্ত ঘোড়াগুলোকে নিয়ে পালিয়েছে ॥ ২৭ ॥

পশ্চিম দিকে অস্তাচলের পর্বতের সানুদেশে সূর্য - মনে হয়—পাকা মাকালফল ছিল। পাথরের উপর পড়ে-যাওয়ার ফলে তা ভেঙে গিয়েছে। আমার নিশ্চিত মনে

হচ্ছে, (এই) অন্ধকাররাশি তারই সব বীজ ॥ ২৮ ॥

কুবেরের চৈত্ররথ-উদ্যান যার অন্য নাম, সেই পত্রবল্লী-প্রসাধন উত্তর দিকের আছে। তার কস্তুরীর শোভা ধারণ করেছে, অন্ধকার। (যেন) সূর্য সুমেরু প্রদক্ষিণ করায় গিরিরাজ হিমালয় অনাদৃত, (এই অন্ধকার) তারই অপযশ ॥ ২৯ ॥

দিনের বেলা সহস্ররশ্মি সূর্যের সহস্র কিরণ যেন আকাশকে উপরে তুলে ধরেছিল। সূর্যের অভাবে সেটাই পড়তে পড়তে সবচেয়ে কাছে এই এসে পড়ছে। (এছাড়া) অন্ধকার কোথায় ? ॥ ৩০ ॥

সূর্য প্রদীপ, আকাশ যেন তার উপর উপুড় করে ধরে রাখা কড়াই। তাতে যে-কাজল পড়েছিল, তা প্রাচুর্যবশত গুরুভার হয়ে অন্ধকাররূপে কি মাটিতে পড়ে গেছে ? ॥ ৩১ ॥

আঁধারের কস্তুরী, নীল আকাশের শাড়ি আর নক্ষত্রের কামশর (অর্থাৎ ফুল) নিয়ে সলজ্জ অভিসারিকাদের মতো দিগবধূরা অন্ধকার রাত্রিতে আমার দিকে আসছে। তুমি ঈর্ষায় কাতর হও ॥ ৩২ ॥

হে তন্বী ! আদিপুরুষ শ্রীবিষ্ণু তাড়াতাড়ি তাঁর সূর্যনামক চোখটি বন্ধ করতে থাকলে তাঁর এই চোখের দুই অক্ষিপুট পরস্পর জুড়ে যায়। কালোরঙের সৌন্দর্যে সেচোখের পাতাগুলি চাঁদের কলঙ্কচিহ্নকে হার মানায়। নিশ্চিত বলছি, (এই) সেই (চোখের পাতা) ॥ ৩৩ ॥

নেত্র হল গো-অর্থাৎ চোখের অপর নাম। বোধহয়, সূর্য নিজের সহস্র গো অর্থাৎ কিরণের সঙ্গে লোকেদের গো অর্থাৎ চোখগুলোকেও একসঙ্গে গুটিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তাই এই অন্ধকাব। এটা অন্ধকারের জন্যে নয় ॥ ৩৪ ॥

হে সুন্দরী ! অন্ধকারের (স্বরূপ) বিচারের ক্ষেত্রে বৈশেষিক[২] (দর্শনের) মত আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কারণ, ঐ দর্শনকে ঔলূক বলে। (উলূক অর্থাৎ পেঁচার মতো খুঁটে খুঁটে শস্যকণা সংগ্রহ করতেন যে কণাদঋষি, তাঁর কথিত দর্শনই ঔলূক)। সেইদর্শন অন্ধকারের তত্ত্ব নিরূপণের ক্ষমতা রাখে ॥ ৩৫ ॥

এই অন্ধকার কালিমা স্পর্শ করে অর্থাৎ কালোরঙের। (কিন্তু) একে স্পর্শ করা যায় না। কলঙ্কিত অস্পৃশ্য ত্রিশঙ্কু রাজার রাজ্যসমৃদ্ধি যেমন কৌশিকগোত্রীয় বিশ্বামিত্রের চোখদুটি ছাড়া আর কারও কাছে সুখকর হয় না, তেমনি এই অন্ধকারের ব্যাপকতা পেঁচার দুটি চোখ ছাড়া আর কিছুকে সুখ দেয় না ॥ ৩৬ ॥

গ্রহদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে যে রাজা, সেইসূর্যের কিরণে নক্ষত্রদের শোভা দিনে পরাস্ত হয়। পেঁচার দল সেই-দিনকে অন্ধকার ভেবেছে, আর স্পষ্টভাবে জিনিসপত্রের রঙ দেখতে পায় যে-অন্ধকারে, তাকে আলো ভেবেছে ॥ ৩৭ ॥

'দিন আমার শত্রু। তার সময়ে এদের আচরণ কেমন ?'—এই বিষয় জানার জন্যে অন্ধকার প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে সংলগ্ন ছায়াগুলোকে গুপ্তচররূপে নিয়োগ করে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে বুঝি (এখন) ভিতরে নিয়ে গিয়েছে ॥ ৩৮ ॥

এইভাবে তিনি অন্ধকারের বর্ণনা করতে থাকার ফলে চন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে জবাফুলের মতো রক্তবর্ণ ধারণ করে উঠে পড়ল। কারণ, অন্ধকার তার শত্রু। তখন যেন তাকে অনুনয় করার ইচ্ছায় রাজা শ্লোকের সাহায্যে তার স্তব করতে লাগলেন— ॥ ৩৯ ॥

হে প্রেয়সী ! দেখো, এই চাঁদকে একমুহূর্তের জন্যে উদয়াচলের উচ্চ শিখরদেশ

পর্দার মতো আড়াল করেছে। তবু সে জ্যোৎস্না দিয়ে চকোরপাখির ঠোঁটের অঞ্জলি পূরণ করে (অমৃত) বর্ষণ করছে। ৪০ ॥

তুমি ভেবে নাও, অন্ধকারে গাছতলাগুলো সঙ্কেত-অনুযায়ী নির্দিষ্টস্থানে উপস্থিত অভিসারিকা। (এখন) তারা ছায়ারূপ নীল শাড়ি ছেড়ে রেখে জ্যোৎস্নার উপযোগী কাপড় পরে চলে গিয়েছে। ৪১ ॥

হে রম্ভাতরুসদৃশ বিশাল-উরু-বিশিষ্ট সুন্দরী! যে-চাঁদ চকোরপাখিদের নিজের জ্যোৎস্না খাওয়াতে থাকে, সে তোমার মুখশোভার আয়না। রাত্রিতে নীলপদ্মের মতো সুন্দর চোখ দিয়ে তুমি তার দিকে সাদরে দৃষ্টিপাত করো ॥ ৪২ ॥

নিশ্চয় সমুদ্রগর্ভস্থ এই চাঁদ অতীতে (মন্দর-) পর্বত মন্থনদণ্ড হওয়ার ফলেই উঠে এসেছিল, যার জন্যে এখনো পর্যন্ত উদয়াচল হতে সমুদ্রস্থিত চাঁদের উদয় বুঝতে পারি ॥ ৪৩ ॥

পূর্বদিকের অধিপতির অর্থাৎ ইন্দ্রের বাহন (ঐরাবত-) হাতিটি চাঁদের নিজের ছোটো ভাই। সে চাঁদকে আতিথ্যে বরণ করে মাথার উপর কি সিন্দুর দিয়েছে যে, তার ফলে রক্তিমশোভা নিয়ে এই চাঁদ উঠছে ? ॥ ৪৪ ॥

যেহেতু স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের নায়িকাদের আনন্দিত মুখগুলি নিজ সাদৃশ্যের জন্যে এই চাঁদকে চুম্বন করেছে, তাই তাঁদের অধরের প্রসাধনরসের যোগে বিম্বফলের মতো রক্তবর্ণ হয়ে এই চাঁদ উঠছে। ৪৫ ।

চাঁদ যেন সোনার ছাঁচ, তাতে চোখ ইত্যাদি স্পষ্ট দেখা যায় না। বিধাতা কি সেই ছাঁচ দিয়ে বধূদের মুখ তৈরি করেন ? কলঙ্কশূন্য উৎকৃষ্ট শোভার ফলে তাতে চোখ ইত্যাদি (অঙ্গ) স্পষ্ট দেখা যায়। ৪৬ ॥

ছাঁচটিতে চোখ প্রভৃতি দেখা যায় না। কারণ, অঙ্গের চিহ্ন তাতে উল্টোভাবে খোদাই করা আছে। বিধাতা এই ছাঁচ দিয়েই তোমার মুখ তৈরি করেছেন। (শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত)

দেবরাজ ইন্দ্রের অধীন এই দিকের (অর্থাৎ পূর্বদিকের) এই যে আকাশ আগে রাত্রির জন্যে অদৃশ্য ছিল (অথবা, এই যে কাপড় আগে হলুদের জন্যে হলুদে ছিল), নিশ্চয় চাঁদের কিরণের গুঁড়োর অত্যধিক সংস্পর্শের ফলেই তা এখন লাল রঙের হয়েছে ॥ ৪৭ ॥

জমদগ্নির পুত্র সেই পরশুরাম সহস্রবাহু কার্তবীর্য-অর্জুনের মাথা কেটে ফেলে তাজা রক্তের গন্ধযুক্ত যে-অস্ত্রগুলি পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছিলেন, সেগুলি যেন পিতৃলোকে গিয়ে (সেখানকার অধিপতি) এই চাঁদকে রক্তে রঞ্জিত করেছে ॥ ৪৮ ॥

আশ্চর্য ! সীতার মুখের মতো সুন্দর তোমার মুখটি দেখতে দেখতে চাঁদের লজ্জা হয় না ! লক্ষ্মণের আক্রমণে শূর্পণখার আক্রান্ত মুখের রক্তধারা বর্ষণ করার মতো কলঙ্কে অভিভূত হয়ে নাককানহীন চাঁদ রক্ত কিরণ ছড়াচ্ছে ॥ ৪৯ ॥

ধূর্ত সন্ধ্যাকাল রক্তবর্ণে রঞ্জিত হয়ে উঠছে এমন যে-চাঁদকে মেকি সোনার মতো এই আকাশের হাতে তুলে দিয়ে তার উজ্জ্বল মণি (সূর্যকে) নিয়েছিল, ক্ষণকালের মধ্যে তা সাদা রুপো হয়ে উঠেছে ॥ ৫০ ॥

বালকের মতো সন্ধ্যাকাল রুপোর তৈরী লাট্টুর মতো রুপালী চাঁদকে ছুঁড়ে দিয়েছে। তা পাক খেতে খেতে পাটের সুতোর জড়ানো পাকের মতো লালরঙকে খুলে ফেলছে। ৫১ ।

কালো আকাশের গায়ে রাত্রি খড়ি দিয়ে তারার অক্ষরে অন্ধকারের যে-প্রশস্তি লিখেছিল, তা মুছে ফেলে চাঁদ কমাতে থাকলে তার রক্তাভ কিরণেও সাদা ভাব এসে পড়ল ॥ ৫২ ॥

যে-সময়ে এই চাঁদ এখানে সাদা, তখন অন্য জায়গায় তা রক্তাভা নিয়ে উদীয়মান অবস্থায় শোভা পাচ্ছে। এই কলানিধি চাঁদের রাগ ও বিরাগের অর্থাৎ রক্ত ও শ্বেত বর্ণের তত্ত্ব এইভাবে কেই বা জানে ? ॥ ৫৩ ॥

সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ের (রক্তাভ) রশ্মির কুঙ্কুম দিয়ে মুছে, অন্ধকারের মৃগনাভি মেখে, ক্রমে চন্দ্রকিরণের শ্রেষ্ঠ চন্দন দিয়ে দিগ্‌বধূরা তাদের অঙ্গ লিপ্ত করেছে ॥ ৫৪ ॥

শীতঋতুর দিনগুলিকে কেটে কেটে বিধাতা তার সারাংশগুলি দিয়ে জ্যোৎস্না-ধবলিত রাত্রি নির্মাণ করেন। না হলে, এই রাত্রিগুলি (ঠাণ্ডা ও আলোর বিচারে) ঐ দিনগুলির তুল্য কেন হবে, আর ঐ দিনগুলিই বা ছোটো হবে কেন ? ৫৫ ॥

এই সুন্দর কথাগুলি শোনবার আকর্ষণে বধূ চুপচাপ ছিলেন। কথাশেষে সেই (নল) তাঁকে বললেন—প্রেয়সী ! চাঁদের বিষয়ে তোমার মৌনভাব কেন ? (তোমার) মুখের কাছে স্পর্ধা (দেখানোর) ফলে (তোমার) ক্রোধ হয়েছে বলে নাকি ? ॥ ৫৬ ॥

চাঁদ শৃঙ্গাররসের স্বর্ণকলস। তার জন্যে বর্ণমালা দিয়ে আমার দুটি কানের কূপ জলপূর্ণ করে তোলো। তোমার রমণীয় কথার রসপ্রবাহের তীরের যে ঘাস, কোষকার-জাতীয় ইক্ষু তারই অনুকরণ ॥ ৫৭ ॥

তোমার বাণী মধুর সহোদর। তোমার সেই বাণীও এই বিষয় সম্বন্ধেই শুনতে চাই। —এইভাবে প্রিয়তমের প্রেরণার পর তিনি চাঁদের প্রশস্তি রচনা করতে লাগলেন— ॥ ৫৮ ॥

সমুদ্রের জলপ্রবাহ বাড়ানোর জন্যে এই চাঁদ চন্দ্রকান্তমণি থেকে কতটা জল দোহন করে, আর সঙ্গীর বিরহে শোকার্ত চকোরীর চোখদুটি থেকে কতটা জল দোহন করে তাই মনে ভাবছি ॥ ৫৯ ॥

অন্ধকার রাত্রিনাম্নী যমুনার প্রবাহকে অনুকরণ করে। তা সরে গেলে জ্যোৎস্নার বালির দ্বীপ প্রকট হয়ে ওঠে। প্রকাশমান, নির্মলকান্তি চাঁদ সেখানকার প্রদীপ ॥ ৬০ ॥

আমার বিশেষভাবে মনে হচ্ছে, সমস্ত কুমুদফুলের প্রকাশের দীপ্তিতেই সারা জগৎ দুধের মতো সাদা হয়ে উঠেছে। কেননা, দিনের বেলা ঐ ফুলগুলো মুখ বন্ধ করে থাকলে চাঁদ বর্তমান থাকলেও জগৎ তেমনভাবে শোভা পায় না ॥ ৬১ ॥

মৃত্যুঞ্জয় শিবের জটায় বাস করে এই চাঁদ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, কারণ, মৃত্যু তাঁর ভয়ে দূরে থাকে, আবার বাড়েও না, কারণ, চাঁদের নিজের সুধায় মুণ্ডমালাস্বরূপ রাহুগুলি প্রাণ ফিরে পায় আর এই রাহুর সম্বন্ধে তার অত্যধিক ভয় ॥ ৬২ ॥

চকোরকে জ্যোৎস্না, দেবতাকে অমৃত এবং শিবকে আপন দেহের অংশ চন্দ্রকলা দান করে এই চাঁদ সবার উপরে জয়ী হয়। তবু কল্পবৃক্ষের এই সহোদরের পক্ষে এইসব কিছুও অল্পই বটে ॥ ৬৩ ॥

শিব নিজের মাথায় ধরে রাখার ফলে চাঁদের ষোলো ভাগের শেষভাগটি পেয়েও ষোলো ভাগের একভাগ পাওয়ার যোগ্য নন। কারণ, চাঁদের নাভিদেশে হরিণচিহ্ন অথবা চাঁদের কলঙ্ক হচ্ছে কস্তুরী, আর শিব হলেন বিষে নীলকণ্ঠ ; অমৃতের জন্যে

চাঁদ শুভ্রতা লাভ করেছে আর শিব চিতাভস্মে শুভ্র ॥ ৬৪ ॥

পুষ্পধনু মদনের আধপোড়া হাড়গুলি দিয়ে চাঁদকে তৈরি করা হয়েছিল। ফলে তার রঙ সাদা ও কালো। কারণ, কামের শত্রু শিব মাথায় করে রাখলেও (এই চাঁদ) কামের সন্তুষ্টি ও পুষ্টির প্রয়োজন সিদ্ধ করে ॥ ৬৫ ॥

নিশ্চয় হরিণের লোভে সিংহিকার পুত্র রাহু চাঁদকে গ্রাস করে। কোলে ঘুমিয়ে-পড়া হরিণকে ফেলে না দিয়ে সানন্দে নিজেকে সমর্পণ করার সেই (পুণ্য) ফলে এই চাঁদ মুক্তি পায় ॥ ৬৬ ॥

অমৃতভোজী দেবতারা যে এই চাঁদকে নিঃশেষে পান করে রিক্ত করে তোলেন, তা উচিতই বটে। কলসযোনি অগস্ত্যমুনি অতীতে এর পিতা সমুদ্রকেও নিঃশেষে পান করে শূন্য করে ফেলেছিলেন ॥ ৬৭ ॥

স্বর্নদী মন্দাকিনীর তুল্য এই পূর্ণ জ্যোৎস্নাই চার দিগন্ত পরিপূর্ণ করতে করতে, পরিপূর্ণ ক্ষীরোদসাগরের মধ্যবর্তী বাসস্থান ছেড়ে আসার জন্যে এই চাঁদের যে হৃদয়বেদনা, তার নিরসন করছে ॥ ৬৮ ॥

এই জ্যোৎস্না চাঁদের কন্যা হোক, সমুদ্রের নৃত্য শিক্ষিকা নাতনী হোক, চকোরপাখির খাদ্য হোক, মানুষের দুটিচোখের সখী হোক, তবু সে কুমুদের কী এক আত্মীয়। কৌমুদী এই নামই তা বলে দেয় ॥ ৬৯ ॥

পৃথিবীর উপর চাঁদের শুভ্র কিরণগুলি কলঙ্কের নীল প্রভার সঙ্গে আপন কান্তি মিশিয়ে শোভা পাচ্ছে। ভূতলের উপর জ্যোৎস্না যেন জল বা দুধ। এই ভূতল যেসব বস্তুর আশ্রয়, তাদের ছায়ার মাধ্যমে তার শূন্যস্থান রয়ে গিয়েছে ॥ ৭০ ॥

এই (চাঁদ) যেমন অন্ধকার সরিয়ে দেওয়ার ফলে আকাশের এই (সম্মুখবর্তী) অংশটি কিছুটা সাদা হয়েছে, তেমনি লবণসমুদ্রের উচ্ছ্বসিত জলতরঙ্গের ফলে কিছুটা কালো রঙেরও হয়েছে ॥ ৭১ ॥

সমুদ্র চাঁদের নিজস্ব উৎপত্তিস্থল। তার হ্রাস ও বৃদ্ধি এইদুটি গুণ চাঁদ কেন লাভ করবে না? কিন্তু সে যে বহুদিন অর্থাৎ অর্ধেক মাস পর পর ঐ হ্রাস ও বৃদ্ধি লাভ করে, সমুদ্রের মতো প্রতিদিন করে না, এতেই আশ্চর্য মনে হয় ॥ ৭২ ॥

আদর্শ অর্থাৎ আয়নার মতো দর্শনীয় ভাব লাভ করেও এই চাঁদ দর্শ অর্থাৎ অমাবস্যা পর্যন্ত দৃশ্য আকারে থাকে না। আশ্চর্য, ত্রিনেত্র অর্থাৎ শিব তার আশ্রয় হলেও সে অত্রিনেত্র থেকে অর্থাৎ[৩] অত্রিমুনির চোখ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে ॥ ৭৩ ॥

যে-যজ্ঞের সমৃদ্ধি দেবতাদের ভোগের বস্তু, সেই-যজ্ঞের মতো পবিত্র এই সুধাকর চাঁদের মণ্ডলী (শোভা পাচ্ছে)। ঐ যজ্ঞই যেমন পশুবধ নামে একটি পাপকে অনুষ্ঠানের মধ্যে ধরে রেখেছে, তেমনি এই চন্দ্রমণ্ডলী কলঙ্ক-নামে একটি মলিন অঙ্গ ধারণ করে আছে ॥ ৭৪ ॥

এই এক পিপাসার্ত হরিণ যে প্রবহ নামে অনিলের রথ থেকে জলশূন্য আকাশে পড়ে গিয়ে বার বার মুখ দিয়ে চাটতে চাটতে ঐ চাঁদের সুধাবিন্দুগুলিকে পান করে চলেছে ॥ ৭৫ ॥

(চাঁদের) শিশুদশায় নিশ্চয় এই হরিণটি ছিল না। (চাঁদের) যৌবনে প্রেয়সী ওষধিরা অরণ্যবাসিনীদের বার্তাতুল্য এই হরিণকে উপহার করে পাঠিয়েছিল।

মনে হয়, চাঁদ তাকে কোলে স্থান দিয়েছে ॥ ৭৬ ॥

এই চাঁদেরই সেবা করার জন্যে যে-ওষধিগুলিকে আনা হয়েছিল তাদের পাতা খেতে খেতে, এই চাঁদেরই অমৃতকে জলের মতো পান করতে করতে এই কলঙ্কচিহ্ন হরিণটি সুখে বসবাস করছে ॥ ৭৭ ॥

(দক্ষযজ্ঞে) শিবের বাণের তাড়া খেয়ে পালিয়ে ভয়ার্ত যজ্ঞ[৪] হরিণমূর্তিতে নক্ষত্র হয়েছিল। আকাশে দূর থেকে তাকে দেখে ভয় পেয়ে অন্য এই একটি হরিণ চাঁদকে শিবের চূড়ার মণি বুঝতে পেরে তার রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় ঢুকে পড়েছে, মনে হয় ॥ ৭৮ ॥

হে নাথ! চাঁদের কোলের মতো পিঠেও কি হরিণ থাকে? যদি নেই—এই মর্মে শঙ্কা (জাগে), তবে সত্য নির্ণয়ের জন্যে নিজের মুখের মধ্যস্থতা মেনে নাও। (পরস্পর) প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখ এই চাঁদের পিঠ দেখতে পেয়েছিল ॥ ৭৯ ॥

শশকের পেট সাদা হয়। (তাই) যুক্তি বলে দিচ্ছে, শশকের আকারে এই চন্দ্রদেবতার যে কলঙ্কচিহ্ন, তা তার পিঠের দিক। তাই দেবগাভীদের প্রসঙ্গেও উঁচু মুখ করে চলে বলে যে শ্রুতিবাক্য আছে ("উত্তানা বৈ দেবগাবশ্চরন্তি"), তাতে অধিক শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়ছি ॥ ৮০ ॥

যেহেতু দূরে থেকে লাল ও নীল রঙ মিশ্রিত জিনিসের কেবল নীল রঙ্ দ্রষ্টার দৃষ্টিগোচর হয়, তাই শশকটির পিঠের লোমগুলোর লাল অংশ থাকা সত্ত্বেও তা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নয় ॥ ৮১ ॥

প্রচলিত লোকব্যবহার পদপ্রয়োগের ব্যাপারে ব্যাকরণের দর্পচূর্ণ করতে পারে। কেননা, 'এর শশ আছে' তাই এই চাঁদকে শশী বলে, (কিন্তু) এইভাবে 'এর মৃগ আছে' বলে তাকে মৃগী বলে না ॥ ৮২ ॥

(অমাবস্যার পর) প্রতিপদ তিথি যেটুকু চাঁদ প্রসব করে, (মন্থনের সময়) ক্ষীরোদ-সমুদ্রও সেটুকুই প্রসব করেছিল। এ বিষয়ে প্রমাণ হল, সেসময় শিব মাথায় যে-চাঁদকে স্থান দিয়েছিলেন, তা অণুতর পরিমাণ অর্থাৎ এক কলাযুক্ত ॥ ৮৩ ॥

চাঁদের কলাগুলি কেতকীপাতার মতো (সাদা)। এই চাঁদের উপর যদি কেতকের স্বরূপ আরোপ করা হয়, তবে (চাঁদের) কোলে যে মৃগ আছে, তার নাভির কস্তুরী সুগন্ধ ছড়িয়ে তা সমর্থন করবে ॥ ৮৪ ॥

জ্যোতিঃশাস্ত্রের কথা-অনুসারে (যথার্থই) এই চাঁদ (আগে) গোলাকার ছিল। তারপর রাহুর দুটি দাঁত পীড়নযন্ত্রের চাকার মতো তা থেকে অমৃত নিষ্কাশন করার ফলে তার খইলের দশাটুকু অবশিষ্ট। তাই স্পষ্টতঃ (চাঁদ) চিঁড়ে হয়ে গিয়েছে ॥ ৮৫ ॥

বৈষম্য থাকায় ঐ চাঁদ কামের সখা নয়। আসলে ইন্দু নামে পরিচিত কর্পূর হল তার মিত্র। কেননা, তারা উভয়েই দগ্ধ হয়ে আগের অবস্থার চাইতে বেশি বলবান্ হয়ে ওঠে ॥ ৮৬ ॥

অথবা চাঁদ ও মদনের বন্ধুত্ব যুক্তিযুক্তই বটে। (ক্রোধে) শিবের চোখ জ্বলতে থাকলে ঐ মদন তাতে লয়প্রাপ্ত হয়েছিল। (অন্যদিকে) অমাবস্যায় আদিপুরুষ শ্রীবিষ্ণুর সূর্য-নামক চোখে এই চাঁদ লয়প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৭ ॥

অতীতে যখন এই চাঁদ পুরাণপুরুষ শ্রীবিষ্ণুর নয়নপদ্মের মর্যাদা পেয়েছিল, তখন চাঁদের এই কলঙ্কচিহ্ন সেই চোখের তারারূপ ভ্রমরের সৌন্দর্য লাভ করেছিল ॥ ৮৮ ॥

সেইদেব শ্রীবিষ্ণু এই চাঁদ ও গরুড়কে সমান বুঝে নয়নকর্মে অর্থাৎ চাঁদকে চোখ হিসাবে ও গরুড়কে বাহনের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। তা ঠিকই হয়েছিল। তাদের উভয়েরই দুটি পক্ষ আছে। (চাঁদের শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ আর গরুড়ের দুটি পাখা)। তারা দুজনেই দ্বিজরাজ। (চাঁদ দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের রাজা, আর গরুড় দ্বিজ অর্থাৎ পাখিদের রাজা)। তারা দুজনেই 'হরিণাশ্রিত' (চাঁদ হরিণের আকারে কলঙ্কচিহ্নযুক্ত আর গরুড় হরির অর্থাৎ বিষ্ণুর বাহনরূপে স্বীকৃত) ॥ ৮৯ ॥

(হিম) পদ্মের দাহ অর্থাৎ বিনাশ-নামক বিকার ঘটায়, এই কারণে যাঁরা হিমের মধ্যে আগুনের অস্তিত্ব অনুমান করেছেন, আমার মনে হয়, তাঁরা হিমাংশু চাঁদের কলঙ্ককেও সেই আগুনের ধোঁয়ার কুণ্ডলীরূপে সমর্থন অর্থাৎ গ্রহণ করবেন ॥ ৯০ ॥

পৃথিবী জগতের ভার বহনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হওয়ায় ঘামের স্রোতের মতো নদীগুলিতে পরিব্যাপ্ত আছে। (আর) অমৃতের সাগর এই চাঁদ। এতে ডুব দিয়ে পৃথিবী ছায়া ফেলবার ছলে (আপন) শ্রান্তি অপনোদন করে ॥ ৯১ ॥

আমার অনুমান—মেরুপর্বতে নিশ্চয় বহুকাল যাবৎ নীল রঙের ময়লা পড়ে ফলে তা নীল হয়ে গিয়েছে। (না হলে) চাঁদের যে-কলঙ্কভাগ জগতের প্রতিবিম্ব দিয়ে রচিত, তাতে (সুবর্ণময়) মেরুপর্বতের আকারে পৃথিবীর যে হলদে ভাগ, তাও প্রতিবিম্বিত হত ॥ ৯২ ॥

চাঁদের আলোয় পদ্মফুল মুকুলিত যায়। (তাই) চাঁদ প্রস্ফুটিত পদ্মের পূজাজনিত শোভা পায় নি। তবে, আমার মনে হয়, (তার) নিজের কোলে যে-হরিণটি আছে, তার দুটি খোলা চোখের শোভায় অলঙ্কৃত হয়েই সে ঐ শোভা লাভ করে ॥ ৯৩ ॥

চাঁদ শশাঙ্ক। তার মধ্যে এই যে শশকটি প্রকট হচ্ছে, এতে কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি আশ্চর্য বোধ করবেন ? কারণ, সমুদ্র এই চাঁদের পিতা। তার ভিতরে (উচ্চৈঃশ্রবা-নামে) ঘোড়াও ছিল, (ঐরাবত-নামে) হাতিও ছিল ॥ ৯৪ ॥

যেহেতু এই প্রিয় চাঁদ শ্বেতবর্ণ ও নীলবর্ণ হলে (যথাক্রমে) অন্ধকার রাত্রি ও জ্যোৎস্নারাত্রি (এই দুই) প্রেয়সী অধিক শোভা পায়, তাই এই উভয়েরই শোভাপ্রাপ্তি ঘটাবার ইচ্ছায় বুঝি এই চাঁদ ধবল ও শ্যামল মূর্তি ধারণ করে ॥ ৯৫ ॥

বহুদিন বর্ষা ও গ্রীষ্মে অনাবৃত অবস্থায় পড়ে থাকা কাষ্ঠা অর্থাৎ দিক্‌গুলি কাষ্ঠ অর্থাৎ কাঠের রাশি। তাকে আশ্রয় করে এই ছোটো ছোটো নক্ষত্রের ছত্রাক গজিয়ে উঠেছে। আমি মনে করি, চাঁদ এর মধ্যে একটি বিকশিত (বড়ো) ছত্রাক ॥ ৯৬ ॥

দিনের শেষে হঠাৎ সূর্যের নৌকা ডুবে যাওয়ার ফলে রাত্রিতে এই চাঁদের ভেলার সুবাদেই বিশ্বের যাবতীয় চোখ অন্ধকার-নামে বিপদের নদী পার হয় ॥ ৯৭ ॥

আমাদেরও চোখে কি তেজোবিন্দুস্বরূপ এই চাঁদ ক্ষুদ্র আকারে (চোখের কোণে আঙুল দিয়ে টিপলে) ক্ষণস্থায়ী অবস্থায় শোভা পায় না ? কিন্তু মহান্ অত্রিমুনির চোখে এটি যে আর-সব চোখের চেয়ে বড়ো হয়ে একমাস ধরে ক্ষয় হবে, তা যুক্তিযুক্ত বটে ॥ ৯৮ ॥

ওষধিসমূহ আপন শক্তিতে ওষধিপতি চাঁদকে ক্ষয়গ্রস্ত অবস্থা থেকে ত্রাণ করতে পারে নি, ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রবলে পারেন নি, সমুদ্র মণির প্রভাবে এইপুত্রকে রক্ষা করতে পারে নি, এমন কি অমৃত নিজের প্রভাব দিয়ে আপন আশ্রয়স্থল এই চাঁদকে রক্ষা করতে পারে নি ॥ ৯৯ ॥

'চাঁদের কিরণ হচ্ছে সুধা'—হয় এ কথা মিথ্যা, অথবা ঐ সুধা জরা ও মৃত্যু দূর করে না (মানতে হবে)। নাহলে চাঁদের কিরণ পান করে চকোরপাখিরা জরামুক্ত ও অমর হয় না কেন? ॥ ১০০ ॥

এইসব সুপরিণত (কবিসুলভ) কথায় সেই দময়ন্তী রাজাকে আনন্দপরবশ করে তুললেন এবং তুষারবৃষ্টির মতো ক্ষণকাল বিস্ময়রসে তাঁকে স্নেহার্দ্র করে তুললেন ॥ ১০১ ॥

'এই মুখ দিয়ে অমৃতধারার মতো মধুর এই বাণী নির্গত হল'—এই কথা বলে সেই নল এঁর মুখচন্দ্র চুম্বন করলেন। পদ্মরাশির সৌন্দর্যের সঙ্গে এই মুখচন্দ্রের বন্ধুত্ব ॥ ১০২ ॥

তাঁকে প্রিয়তম এই প্রিয়কথা বলার পর বিদর্ভরাজবংশের মুক্তা দময়ন্তী আকাশ থেকে নেমে আসা রোহিণীতারার মতো শোভিত হয়ে মৃদু হাসির কিরণজাল বিস্তার করলেন ॥ ১০৩ ॥

পৃথিবীর ইন্দ্র অর্থাৎ নলকে তিনি বললেন—তোমার মুখ চন্দ্রস্বরূপ। তা আমাকে প্রণোদিত করে নিজে চাঁদের প্রশস্তি রচনায় উদাসীন হয়ে আছে। এটা যুক্তিযুক্তই বটে। কারণ, নিজে নিজের বর্ণনা করা সাজে না ॥ ১০৪ ॥

সেই সুমুখীর প্রেরণায় পৃথিবীর সারভূত, প্রিয়তম নল চাঁদের বর্ণনা করতে গিয়ে হাসির কথায় সৌভাগ্যবতী দময়ন্তীকে যে-কথা বললেন তা পরিহাসরসের উৎস—॥১০৫॥

অতীতে তোমার মুখে গান শুনে তা শোনবার জন্যে অত্যন্ত অভিলাষী হয়ে চাঁদের মৃগটি ভুল করে তোমার মুখ ভেবে চাঁদকে কখনো ছাড়তে চায় না বলে আমার মনে হয় ॥ ১০৬ ॥

চাঁদ যার বাসস্থান, সেই-হরিণটিকে তোমার জিহ্বা গান দিয়ে তোমার মুখের কাছে আকর্ষণ করুক। চাঁদ বলে ভুল হওয়ায় মুখের কাছে তার উপস্থিতি সম্ভব। তোমার কানদুটি কি সেটিকে বেঁধে ফেলবে বলে বাঁধনের দড়ি হয়েছে? ॥ ১০৭ ॥

সুধাংশু চাঁদের কিরণসমূহের আপ্যায়নের ফলেই হোক বা অন্ধকার-নামক অরণ্যের শীতলতার ফলেই হোক, শব্দ-নামক পথিক রাত্রিতে যতদূর যায়, দিনেরবেলায় গরমে পীড়িত অবস্থায় ততদূর যায় না ॥ ১০৮ ॥

নিশ্চয় ক্ষপার অর্থাৎ রাত্রির পতি চাঁদ দূর থেকেও তোমার সেই গান শোনার ফলে মাধুর্যরস উপভোগের বিষয়ে শেষসীমায় পেঁছে যেন অবজ্ঞাবশতঃ নিজ অমৃতকে জ্যোৎস্নারূপে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে ॥ ১০৯ ॥

হে তন্বী! এই চাঁদ যে আদিপুরুষ শ্রীবিষ্ণুর (বাঁ) চোখ হয়েছিল, এবিষয়ে এটি আমাদের আশ্চর্যান্বিত করে না। কারণ, অত্রিমুনির চোখ থেকে এর উৎপত্তি। এর স্বরূপ নিজকুলের অর্থাৎ অত্রিমুনির চোখের অনুরূপ ॥ ১১০ ॥

সিংহের মতো তোমার উদরদেশ ক্ষীণ, হে সুন্দরী! রাত্রি-নামে রজকিনী দুগ্ধ ধারার মতো এই জ্যোৎস্না দিয়ে আকাশের কাপড়ের উপর অন্ধকারের এই কালো দাগ মুহূর্তে ধুয়ে ফেলেছে ॥ ১১১ ॥

হে সুন্দরী! যে-শরৎঋতু (বর্ষাকালীন) মেঘগুলির অত্যাধিক কালো রঙ দূর করেছিল, সেও এই চাঁদের কলঙ্কচিহ্নের কালিমা এতটুকুও মুছে ফেলতে পারে নি ॥ ১১২ ॥

এই অস্তগামী চাঁদের এগারোটি কলা অর্থাৎ অংশ বুঝি এগারো জন রুদ্রের মাথায় যায়। আর অবশিষ্ট পাঁচটি কলা পঞ্চবাণ মদনের তূণে প্রবেশ করে অর্ধচন্দ্রাকার পাঁচটি বাণ হয়ে ওঠে ॥ ১১৩ ॥

হে সুন্দরী! হাজার হাজার নক্ষত্র যদি পর পর একত্রিত করে কলঙ্কশূন্য অন্য চাঁদ নির্মাণ করা হত, তবেই তা তোমার মুখের সৌন্দর্য লাভ করত ॥ ১১৪ ॥

হে হরিণলোচনা! যেহেতু পদ্ম ও মৃগচিহ্নিত চাঁদ তোমার মুখশ্রী লাভ করতে অভিলাষী, (তাই) আমার আশঙ্কা, চাঁদ ও পদ্মের প্রসিদ্ধ বিরোধ একই বস্তু লাভ করবার ইচ্ছা থেকে ঘটেছে ॥ ১১৫ ॥

এমনকি দেবরাজ ইন্দ্রও যা পান করতে চেয়ে পান নি, তোমার মুখচন্দ্রের সেই অধরসুধা পান করে এই চাঁদের সুধায় আমি ঘৃণা পোষণ করি। কারণ, দেবতারা তা নিঃশেষে পান করে উচ্ছিষ্ট ফেলে রেখেছেন ॥ ১১৬ ॥

হিমালয়কন্যা উমার সেই স্বামী অর্থাৎ শিব এই ওষধিপতি চাঁদকে মাথায় ধরে রাখেন বলে সমুদ্র থেকে উৎপন্ন দারুণ বিষ খেতে পারেন, নিঃশঙ্কচিত্তে সর্পরাজ বাসুকিকে ধরে রাখতে পারেন ॥ ১১৭ ॥

দেখো, এই দ্বিজরাজ চাঁদ গুরুপত্নীগমন করলেও তার অধঃপাত হয়নি। যারা প্রকাশস্বরূপ (বা স্বপ্রকাশ আত্মাকে জানে) ও তেজোরূপপ্রাপ্ত (বা পূর্ণতাপ্রাপ্ত), তাদেরকে প্রবৃত্তিগুলি পর্যন্ত লিপ্ত করে না ॥ ১১৮ ॥

সন্তানেরা যে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে পবিত্র তিলমিশ্রিত জল স্বধারূপে ('পিতৃভ্যঃ স্বধা' মন্ত্রযোগে) দেয়, পিতৃলোকরূপে চাঁদের সঙ্গে তার যোগ হয়। ঐ তিলমিশ্রিত জলই (চাঁদের) কলঙ্কচিহ্নখচিত সুধা ॥ ১১৯ ॥

(আমরা) উচ্চ অট্টালিকায় থাকার ফলে তোমার ক্রীড়ানদীর জল অনায়াসে দেখতে পাওয়া যায়। দেখো, তাতে চাঁদের প্রতিবিম্ব (পড়েছে)। প্রিয়সাথী এখানে বহুক্ষণ ডুবে আছে—এইভাবে ভুল করে রাজহংসী (চাঁদের) সেই প্রতিবিম্বকে চুম্বন করছে ॥ ১২০ ॥

স্বর্গবাসী (দেবতাদের) দলবল নিঃশেষে সুধাপান করে নিয়ে দিনেরবেলায় এই চাঁদকে রিক্ত করলে রাত্রিতে প্রতিবিম্বের ছলে তোমার এই নদীতে ডুবে আবার অমৃতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে ॥ ১২১ ॥

এখানে কুমুদিনীর ফুলের হাত চাঁদের কর অর্থাৎ কিরণের সঙ্গে মিলিত হলে মধুচ্ছলে কন্যাসম্প্রদানের জলদান যেন (কুমুদিনী ও চাঁদ) এই দুয়ের বিবাহ-অনুষ্ঠান সূচনা করে ॥ ১২২ ॥

বিকসিত, নীল, আয়ত ফুলের চোখ নিয়ে এই জলজ নীলপদ্ম (যেন) বিকসিত, নীল, আয়ত ফুলের মতো চোখবিশিষ্ট বন্য হরিণী। তোমার মুখচন্দ্রের আশ্রয়ে (তার) প্রিয় সঙ্গীটি আছে (ভেবে) সে উপরের দিকে তাকাচ্ছে ॥ ১২৩ ॥

জলে তপস্যারত কুমুদগুলির সমাধিভঙ্গের (কারণরূপে আমি চাঁদকে রাত্রি-নাম্নী অপ্সরার মুখ বলে মানি। কিরণের স্মিত হাসিতে তা সুন্দর। অমৃত তার অধরে অথবা, অমৃতই তার অধর ॥ ১২৪ ॥

এই চন্দ্রমণ্ডল কামদেবের সরোবর। সামান্য কলঙ্কচিহ্ন তার অল্প পাঁক, অমৃতই তার জল। এখানকার মাছটি সুধা পান করার ফলে জলশূন্য স্থানেও মৃত্যুহীন।

কামদেব সেটিকে তাঁর (পতাকার) চিহ্নরূপে ধারণ করেন ॥ ১২৫ ॥

আকাশ নিজেকে অষ্টমূর্তিবিশিষ্ট শিবের একটি মূর্তিরূপে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে। (তাতে) নক্ষত্রগুলি হাড়ের অলঙ্কার। চাঁদকে ও গঙ্গাকে সে ধরে রেখেছে। চন্দ্রকিরণের ভস্মরাশিতে তার দেহকান্তি বিচ্ছুরিত। তাতে ছায়াপথের ছদ্মবেশে বাসুকিনাগের অঙ্গহার শোভা পাচ্ছে ॥ ১২৬ ॥

(অত্রি) মুনির চোখ এই চাঁদের জন্মস্থান। (তবে) তার স্বরূপে ছিল একটিমাত্র নক্ষত্র। কিন্তু চাঁদের এই সমৃদ্ধি পিতার (সমৃদ্ধির) চেয়ে বেশি। কারণ, সাতাশটি প্রসিদ্ধ নক্ষত্র (যারা প্রজাপতি দক্ষের কন্যারূপে পুরাণে প্রসিদ্ধ) তার (পত্নী রূপে) রয়েছে ॥ ১২৭ ॥

হে হরিণনয়না! এই যে চন্দ্রমণ্ডল, তা (আসলে) কামদেবের শ্বেতছত্র, (আর) পূর্ণিমার পর তার যে-ক্ষয় তা নিশ্চয় কামদেবের ছত্রভঙ্গ অবস্থা ॥ ১২৮ ॥

হে মানিনী! দশানন রাবণ সমস্ত জগৎ জয় করেও এই যে চাঁদকে কখনও জয় করতে পারেন নি, তার কলঙ্কের এই মালিন্য যুক্তিসঙ্গত বটে। কারণ, একমাত্র তোমার মুখের কাছে তার নিশ্চিত পরাজয় ঘটেছে ॥ ১২৯ ॥

এতদিন ধরে এই চাঁদ তার নিজের পূর্ববর্তী (ক্ষীণ) দশা অতিক্রম করছে—এই-ভাবে তাকে দেখা গিয়েছে। পূর্ণ অবস্থায় যদি সে তোমার মুখের সঙ্গে তুলনীয় হতে যায়, তবে অচিরে তার ক্ষয় তুমি দেখতে পাবে ॥ ১৩০ ।

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ প্রসিদ্ধ পরশুরাম যেমন সব ক্ষত্রিয়কে পরাস্ত করে ক্ষত্রিয় রামচন্দ্রের কাছে পরাজয় মেনে নিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি ঐ চাঁদ সমস্ত পদ্মফুলকে সঙ্কুচিত করে তোমার মুখপদ্মের কাছে পরাজয় মেনে নিচ্ছে ॥ ১৩১ ॥

হে দর্শনরত সুন্দরী! দেখো, চাঁদের প্রান্তভাগকে পাণ্ডুর বর্ণ শ্রীমণ্ডিত করছে, তার অভ্যন্তরভাগকে হরিণের আকৃতিটি কলঙ্কচিহ্নে চিহ্নিত করছে; —এইভাবে এই চাঁদের কখনও প্রান্তভাগ, কখনও বা মধ্যভাগ ইনি দময়ন্তীকে দেখালেন ॥ ১৩২ ॥

সাগর এবং (অত্রি) মুনির চোখের মধ্যভাগ—এই দুটি থেকে জন্মেছিল বলেই কি চাঁদ 'দ্বিজ'? এইভাবে এটি দ্বিজ হচ্ছে বলেই কি সে অত্রিজরূপে পরিগণিত হয় (অর্থাৎ অত্রিমুনি থেকে জাত কিন্তু তিনটি স্থান থেকে জাত নয়) ? ॥ ১৩৩ ॥

হে তন্বী! নক্ষত্রদের বিহারস্থল অর্থাৎ আকাশে আদিপুরুষ শ্রীবিষ্ণুর মত-অনুসারে ব্রহ্মা হিমশীতল চন্দ্রমণ্ডল নির্মাণ করেছিলেন। তার মাঝখানে হরিণের বসবাস। সেই সুকৃতির ফলেই তিনি স্বর্গবাসী দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। (পক্ষান্তরে, বৌদ্ধমতে স্বীকৃত দেবী তারার বিহারে অর্থাৎ পুজার স্থানে কস্তুরীর সুগন্ধযুক্ত, হিমশীতল বা হিমশুভ্র যে কর্পূরের রাশি বিধাতা রচনা করেছিলেন, বৌদ্ধদর্শনের মতে, সেই পুণ্যফলেই তিনি স্বর্গবাসী দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন) ॥ ১৩৪ ॥

চন্দ্রবিম্বের শোভাকে পরিহাস করে তোমার মুখ, হে সুন্দরী! তোমার মুখের সঙ্গে তুলনায় (পণ্ডিতেরা) যেহেতু চাঁদকে বহুতৃণ অর্থাৎ তৃণের চেয়েও নগণ্য (পক্ষান্তরে, বহু তৃণে পরিপূর্ণ) বলে থাকেন, তাই বুঝি হরিণসুলভ খাদ্যকামনার বশে অথবা ভ্রান্তির বশে হরিণটি এই চাঁদকে ছেড়ে যায় না। পশুদের জ্ঞানে প্রচুর ভ্রান্তি দূরে হয় না, অর্থাৎ থেকে যায় ॥ ১৩৫ ॥

রাহু বলপূর্বক পান করে—এই বিভীষিকায় সুধা দুঃখপীড়িত হয়ে সুধাংশু চাঁদকে ছেড়ে তোমার পানের রঙে রাঙা (অথবা পানের মতো রাঙা) অধরটিকে আশ্রয় করে তার রক্তরাগে নিজের শুভ্র চিহ্ন গোপন করছে ॥ ১৩৬ ॥

একটি হরিণ বা শশককে মধ্যভাগে রেখে দেওয়ায় ঐ চাঁদ স্ফীতকায় হয়ে উঠেছে। সে ইন্দ্রের পত্নী পূর্বদিক্ থেকে উদ্ভূত। সে শ্রীবিষ্ণুর (বাঁ) চোখ হয়ে ওঠে। যে একটিমাত্র পদ্মের কাছে তার পরাজয় ঘটেছে, সেটি তোমার মুখপদ্ম। (তবে) সিংহিকার পুত্র রাহু তার আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে। ১৩৭ ॥

(শ্রীবিষ্ণুর নাভি-) পদ্ম থেকে উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মা তাঁর দুটি পদ্মচক্ষু দিয়ে যে পদ্মটির পূজা করেছিলেন, এই পদ্মটির শোভা যদি বাক্যে বর্ণনারও অতীত হয় তবে, হে প্রিয়া ! তা তোমার মুখ (-পদ্ম)। সেক্ষেত্রে কোথায় (লাগে) ঐ চাঁদ ? দক্ষের যজ্ঞ মৃগরূপ ধরে পালাতে থাকলে তার ব্যাধ হয়েছিলেন রুদ্র। এই রুদ্রের মাথায় যে স্বর্নদী গঙ্গা বর্তমান, তার তীরবর্তী বেতের বনে একটি মাত্র বক বসবাস করে, সেটি চাঁদ ॥ ১৩৮ ॥

শতক্রতু ইন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দিকটিতে (অর্থাৎ পূর্বদিকে) চাঁদ উঠছে। তার সবকটি কলা শুভ্রতা বিষয়ে একমত হয়ে থাকায় ঐ কলানির্মিত চাঁদটি নির্মল। আমার মনে হয়, বলাসুরজয়ী ইন্দ্রের হাতিগুলোর মধ্যে দলপতি ঐরাবতের, গাল ও মাথার উপরকার (কুম্ভাকৃতি) মাংসপিণ্ড—এই দুটি উৎস থেকে দানদ্রব নিঃসৃত হয়ে চাঁদের মধ্যে লেগে যাওয়ায় কাকতালীয়ভাবে সেখানে নীলপদ্মের আভা উৎপন্ন হয়েছে ॥ ১৩৯ ॥

(লোকে) চাঁদের ষোলভাগের এক এক ভাগকে 'কলা' বলে। (শুক্লপক্ষের) প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত বাড়তে বাড়তে সেইরকম পনেরটি কলা-ই একে গোলাকার করে তোলে। (আর) তিথি না থাকায় যে-কলাটি অবশিষ্ট, সেটিকে তুলে নিয়ে কি শিবের মাথার ভুষণ করা হয় ? তার জায়গায় যে-গর্ত, সেটিকেই কি নীলবর্ণযুক্ত কলঙ্করূপে এখানে দেখছি ? ১৪২ ॥

হে সুন্দরী ! চোখের সৌন্দর্যের দিক দিয়েও চাঁদ তোমার মুখটিকে নিজের চেয়ে বেশি হতে দিতে চায় না। (তাই) চকোরশিশুর দুটি দীর্ঘতর চোখ লাভ করার ইচ্ছায় সে তাকে জ্যোৎস্না পান করায়। মনে হয়, তৃপ্তি বিধানের মাধ্যমে বশীভূত করে তার কাছ থেকে (চাঁদ দীর্ঘতর চোখের) রহস্য বুঝতে ইচ্ছুক। তাছাড়া, ঐ একই জিনিস লাভ করার জন্যে এই চাঁদ সমাদরের সঙ্গে একটি হরিণকে কোলে অথবা মধ্যভাগে স্থান দেয় ॥ ১৪১ ॥

বিধাতা প্রচুর লাবণ্য দিয়ে তোমার মুখটিকেই নির্মাণ করেছেন, আর সেই লাবণ্যের পাত্রে লেগে থাকা অবশিষ্ট লাবণ্য,—যা পাত্রটি মুছে সংগ্রহ করার ফলে কিছুটা মলিন,—তা দিয়ে চাঁদটিকে নির্মাণ করেছেন। এই দুটিকে নির্মাণ করে তিনি নিশ্চয় দুটি হাত ধুয়ে ফেলেছেন। এখনও পর্যন্ত সেই লাবণ্যের লেশ জলে রয়েছে, তাই দিয়ে পদ্ম সৃষ্টি হয় ॥ ১৪২ ॥

সমস্ত লাবণ্য দিয়ে তোমার মুখ আর ঐ লাবণ্যের পাত্রে লেগে থাকা অবশিষ্ট লাবণ্য, যা পাত্র মুছে সংগ্রহ করার ফলে কিছুটা মলিন, তা দিয়ে চন্দ্র নির্মিত হয়েছে। সেই

চাঁদের একটি অংশই সৌন্দর্যের গর্ব নিয়ে শিবের মাথায় ভূষণ হয়েছে এবং যেহেতু পদ্ম সেই চাঁদের প্রতিবিম্বের আশ্রয় জলকে, অথবা চাঁদের আশ্রয় শিবের মাথাকে, অথবা শিবের পা দুটিকে স্পর্শ করতে পেরেছে, তাই সে হয়ে পড়েছে লক্ষ্মীদেবীর বাসস্থান ॥ ১৪৩ ॥

হে প্রিয়া! দেখো। সৌহার্দ্যবশতঃ একসঙ্গে সুধা পান করার ফলে নক্ষত্রসঙ্ঘ চাঁদকে ঘিরে থাকায় সেটি সূর্যকান্তমণির পাথর-দিয়ে-গড়া একটি বিশাল জালা হয়ে উঠেছে। উৎপ্রেক্ষাপরায়ণ কবিরা সহজেই বলতে পারেন যে, চাঁদের শশকটি হল আসলে ঐ জালা থেকে) সুধা তুলে আনবার জন্যে নীলকান্তমণিময় গেলাস ॥ ১৪৪ ॥

মনে হয়, চন্দ্রমণ্ডলের গুণগুলি সংগ্রহ করে তোমার মুখ নির্মিত হয়েছে। হে সুন্দরী! এই কারণেই এই নিশাকর চাঁদ দোষের আকর হয়ে রাত্রির পতি হয়েছে। আর চাঁদের হরিণটির কাছ থেকে তার সারবস্তু দুটি চোখ নিয়ে তোমার এই মুখে রাখা হয়েছে দেখছি। না হলে, তোমার মুখ থাকতে চক্ষুষ্মান অবস্থায় হরিণটি চাঁদে অবস্থান করবে কোন্ যুক্তিতে? ॥ ১৪৫ ॥

হে কৃশাঙ্গী! গগনতলে দেখছ না অগণিত নির্মল দীপ্তিমান্ নক্ষত্রমালা! প্রতিদিন রাত্রিতে চাঁদের তলা দিয়ে যে অমৃত গলে পড়ে, সূর্যের রথের ঘোড়াগুলো তাতে জীবনধারণ করে। নক্ষত্রগুলো তাদের খুরের আঘাতে তৈরি গর্তগুলির মতো ॥ ১৪৬ ॥

নক্ষত্রের ফুলগুলি হাতের কাছে আছে, এই লোকটি অর্থাৎ আমি যেন তোমার পরিচারক হই। চাঁদ তিলের চিহ্নযুক্ত পিঠের মতো শোভা পাচ্ছে। তাকে নৈবেদ্যরূপে বিতরণ করো, পঞ্চবাণযুক্ত কামের উপাসনা করো ॥ ১৪৭ ॥

রাহু প্রত্যেকবার গিলে ফেলবার ফলে তার দাঁতের যন্ত্রে লেগে চাঁদে বহু ছিদ্র হয়। জ্যোৎস্না-নামে সুধার ধারা তা দিয়ে ঝরে পড়ে। পুষ্পধনু মদন ও তাঁর প্রিয়া রতিদেবীর মিলনের আনন্দে যে-অভিষেক-উৎসব হয়েছিল, তাতে সহস্রধারায় যে-কলস থেকে জল পড়েছিল, তার মতো শোভা পায় এই চাঁদ। এই দেব শীতাংশু আমাদের পরম আনন্দের হোন ॥ ১৪৮ ॥

কবিশ্রেষ্ঠদের মুকুটের অলঙ্কারের হীরার তুল্য শ্রীহীর ও মামল্লদেবী শ্রীহর্ষ-নামে যে জিতেন্দ্রিয় পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, নবসাহসাঙ্কের বিষয়ে তিনি চম্পূকাব্যের রচয়িতা। তাঁর রচিত নলচরিত্রাশ্রিত মহাকাব্যে স্বভাবোজ্জ্বল দ্বাবিংশ সর্গটি সমাপ্ত হল ॥ ১৪৯ ॥

পরম রমণীয় রমণীও তরুণের মন যেভাবে হরণ করেন, বালকদের মন সেভাবে হরণ করেন না। আমার কাব্যকথা যদি অমৃত হয়ে সুধী রসিকজনদের অন্তরকে আহ্লাদিত করতে পারে, তবে অরসিক পুরুষের অনাদরের বোঝায় তার কী (ক্ষতি) হবে? ॥ ১৫০ ॥

দিকে দিকে পর্বতের পাথরগুলি স্ব স্ব নদীকে প্রকাশ করুক। তার সবেগে নেমে আসার ফলে শব্দাড়ম্বর হলে লোকে অন্যনদীর সঙ্গে তার তুলনা করুক। তবে প্রসিদ্ধ ক্ষীরোদসমুদ্র হল অন্য বস্তু। তার থেকে যে-অমৃত উঠে আসে, তা মন্থনকর্তার ক্লেশ

দূর করার উপযোগী এক আনন্দদায়ক ভোগ্যবস্তু।

অন্যভাবে—কাব্য রচনায় যাঁরা পাথরের মতো জড়বুদ্ধি, তাঁরা দিকে দিকে আপন কাব্যকথা প্রকাশ করুন, তাঁদের শুরু থেকেই প্রকট সেই শব্দাড়ম্বরপূর্ণ কাব্যকথা লোকে অন্যান্য রচনার সঙ্গে তুলনা করুক। তবে যাঁর কাব্য থেকে বিচারক পাঠকের ক্লেশ দূর করতে সমর্থ—এমন এক আনন্দদায়ক ভোগ্যবস্তুরূপে—অমৃত উঠে আসে সেই ক্ষীরোদসমুদ্রতুল্য কবি আর কেউ নয়; আমি ॥ ১৫১ ॥

এই মহাকাব্যে কোথাও কোথাও আমি সচেষ্ট হয়ে রচনার গ্রন্থি অর্থাৎ জটিলতা বিন্যাস করেছি। প্রাজ্ঞম্মন্য খল ব্যক্তি যেন হঠাৎ পড়ে ছেলেখেলা করার সুযোগ না পায়। সজ্জন শ্রদ্ধার সঙ্গে গুরুকে সম্মান জানালে তিনি এমন-সব জটিল গ্রন্থি তাঁর কাছে খুলে দেন। এই কাব্যের রসলহরীতে অবগাহন করার আনন্দের আকর্ষণ সজ্জন অনুভব করুন ॥ ১৫২ ॥

যিনি কান্যকুব্জের রাজার হাত থেকে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার দুটি তাম্বূল ও বসার আসন লাভ করেছেন, যিনি ধ্যানে পরমানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করেন, যাঁর কাব্য মধু বর্ষণ করে, আবার তর্কে যাঁর কথায় প্রতিপক্ষ পরাজিত হয়, সেই শ্রীশ্রীহর্ষকবির এই কাব্যকৃতিটি কীর্তিমান ব্যক্তিদের আনন্দবিধানের জন্যে অভ্যুদয় লাভ করুক ॥ ১৫৩ ॥

প্রসঙ্গ কথা

প্রথম সর্গ

১. অধ্যয়ন অর্থাৎ গুরুর মুখ থেকে শোনা, অর্থবোধ, সেই-অনুসারে কর্ম অনুষ্ঠান অর্থাৎ আচার এবং অধ্যাপনা বা প্রচার—এই হল বিদ্যার চারটি অবস্থা। মহাভাষ্যে পতঞ্জলিকে অর্থবোধের স্থানে 'অভ্যাস' কথাটি প্রয়োগ করতে দেখা যায়। তুলনীয়ঃ—চতুর্ভিশ্চ প্রকারৈর্বিদ্যোপযুক্তা ভবতি—আগমকালেন, স্বাধ্যায়কালেন, প্রবচনকালেন, ব্যবহারকালেনেতি (মহাভাষ্য, পস্পশাহ্নিক)। বলা বাহুল্য, ব্যবহার ও আচার সমার্থক, প্রবচন ও প্রচার একই কথা এবং স্বাধ্যায় অভ্যাস অর্থবোধ সুগম করে।

২-৩. চার বেদ, ছয় বেদাঙ্গ (অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ), মীমাংসা, ন্যায়বিস্তর, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ—এই হল মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য উল্লিখিত চতুর্দশ বিদ্যা। তুলনীয়ঃ—পুরাণন্যায়মীমাংসাধর্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ। বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্মাণাঞ্চ চতুর্দশ॥ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১/৩। এই চৌদ্দটির সঙ্গে আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববিদ্যা ও অর্থশাস্ত্র যুক্ত করলে বিদ্যা আঠারো-রকম দাঁড়ায়।

৪. রাজার ঐশী উৎপত্তি সম্বন্ধে মনু বলেছেন যে ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য, অগ্নি, বরুণ ও কুবের—এই আট দিকপালের অংশ থেকে রাজার সৃষ্টি।
ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ। চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ॥
যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্মিতো নৃপঃ। —মনুসংহিতা ৭/৪-৫

৪. অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ।
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতা ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ॥
অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পতঙ্গ, মূষিক, পাখি ও নিকটবর্তী রাজারা—এই ছয়টিকে 'ঈতি' বলা হয়েছে।

৫. সেনাদের নেপুণ্যের উপমান তুরী, খড়্গের উপমান বেমা, গুণের উপমান সুতো এবং যশের উপমান বস্ত্র।

৬. বিষ্ণুপুরাণে আছে, বলির পুত্র বাণের কন্যা উষা দ্বারকার প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দেখে সখী চিত্রলেখাকে জানালে তিনি যোগবলে অনিরুদ্ধকে তখনই উষার কাছে উপস্থিত করেন। নারদের কাছে এইকথা শোনার পর কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন ও বলরাম বাণাসুরের অগ্নিবেষ্টিত নগর 'শোণিতপুর' অবরোধ করেন।

৭. কালিদাসের কুমারসম্ভব মহাকাব্যে ইন্দ্রের নির্দেশে বসন্তঋতুসহ মদনদেবকে তপস্যারত শিবের মনে পার্বতীসম্বন্ধে প্রণয় উদ্রেক করার জন্যে সচেষ্ট হতে দেখা যায়। তৃতীয় সর্গে অকালবসন্তের বর্ণনার পর মদনের আবির্ভাব ও শিবের ক্রোধাগ্নিতে তার ভস্মীভূত হওয়ার বর্ণনা আছে।

৮. পুরাণবর্ণিত সমুদ্রমন্থনের কাহিনী থেকে জানা যায় যে, ক্ষীরোদসমুদ্রে উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব, চন্দ্র, শেষনাগের উপর শয্যায় ভগবান্ বিষ্ণু, চাঁদ, কালকূট, কৌস্তুভমণি, ঐরাবত ইত্যাদির উপস্থিতি ছিল। মন্থনকালে যাবতীয়

বিষয় উঠে আসায় দেবতা ও অসুরদের মধ্যে ভাগাভাগির প্রশ্ন ওঠে। অমৃত নিয়ে দেবাসুরের বিরোধ সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীহর্ষ কৌশলে ক্ষীরোদসমুদ্রের যাবতীয় বিষয়গুলির উপস্থিতি লীলাসরোবরেও দেখিয়েছেন।

৯. পক্ষযুক্ত পর্বতদের বিরুদ্ধে ইন্দ্রের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ও পক্ষচ্ছেদনের কথা ঋক্‌সংহিতায় পাওয়া যায়। একমাত্র মৈনাকপর্বত সমুদ্রে লুকিয়ে নিজের পক্ষ অক্ষত রাখতে পেরেছিল।

দ্বিতীয় সর্গ

১. নলের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া রাজহংসের বর্ণনায় কোনো খুঁটিনাটিই শ্রীহর্ষ বাদ দেন নি। শরীর কাঁপানো, একপায়ে মাথা চুলকানো ইত্যাদির বিশদ উল্লেখ এবং সঙ্গী পাখিদের একত্রিত হবার পর একযোগে উড়ে যাওয়ার বর্ণনাকে কবি স্বভাবোক্তিতে যেন প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন।

২. রাজহংস নলের হাতে নিজেই এসে উপস্থিত হওয়ায় রাজার মনে যে-কৌতূহল জেগেছে, তাকে কবি অমৃততরঙ্গ বলছেন। রাজার মন এই তরঙ্গে অবগাহন করে ধন্য হচ্ছে, আর কোনোক্রমে আত্মরক্ষার জন্যে ভাসছে কর্ণগহ্বরের কলস নিয়ে। এমনি এক অলঙ্করণের দৃষ্টান্ত হচ্ছে নলের মধুর কথাকে সুধা ভেবে তাঁর কণ্ঠকে অমৃতকূপ কল্পনা করা (শ্লোক ৫০)।

৩. অশুভ নিবারণের জন্যে গোলাকার পাত্রে গোবর লেপে দেওয়া, যাওয়ার পথে জলপূর্ণ কলস, ফলন্ত গাছ ইত্যাদি দেখে কার্যসিদ্ধির নিশ্চয় করা হত।

মঙ্গলায় দধিচন্দনাদিকং স্যাৎ প্রবাসভবনপ্রবেশয়োঃ ॥
দধ্যাজ্যদূর্বাক্ষতপূর্ণকুম্ভাঃ সিদ্ধান্নসিদ্ধার্থকচন্দনানি।
আদর্শশঙ্খামিষমীনমৎস্য গোরোচনাগোময়গোমধূলিঃ ॥
অম্ভোজভৃঙ্গারসমৃদ্ধবহ্নিগজাজবাহ্যঃ কুশচামরাণি।
মাঙ্গল্যপঞ্চাশদিদং প্রদিষ্টমূ। শুভেষু কার্যেষ্ব-
শুভেষু চৈব কার্যে গতানাং শুভদাঃ সদৈব ॥ —শব্দকল্পদ্রুম

৪ নীল আকাশে প্রবল বেগে ছুটছে সোনালি হাঁস। কবি শ্রীহর্ষের মনে হয়েছে— কষ্টিপাথরে সোনা ঘষা হচ্ছে।

৫. দময়ন্তীর বর্ণনায় কবিকল্পনার ঐশ্বর্য বুঝি উজাড় করে দেওয়া হয়েছে। জগতে যা কিছু সুন্দর, সব হয় দময়ন্তীর রূপসৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে কৃতার্থ, নয়তো দময়ন্তীর রূপের কাছে দমিত।

৬. কুণ্ডিনপুরের বর্ণনায় তদানীন্তন নগরপরিকল্পনার রূপরেখা মেলে—মানুষের খাদ্যাভ্যাস, প্রসাধন, গৃহনির্মাণ, সেতুনির্মাণ, প্রতিরক্ষা, বিপণি, সব কিছুর বিশ্বস্ত ছবি পাওয়া যায়।

সর্গের শেষ শ্লোকের অনুবাদের শুদ্ধ পাঠ—কবিশ্রেষ্ঠদের মুকুটের অলঙ্কারের হীরার তুল্য শ্রীহীর ও মামল্লদেবী শ্রীহর্ষ-নামে যে জিতেন্দ্রিয় পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন তাঁর রচিত রমণীয় নৈষধীয়চরিত-মহাকাব্যে স্বভাবোজ্জ্বল দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত হল ॥ ১১০ ॥

তৃতীয় সর্গ

১. কামাহত ব্যক্তির দশ দশা হয়। সেগুলি চোখে দেখার আনন্দ, মনের আসক্তি, সঙ্কল্প অর্থাৎ অভিলাষের প্রসার, অনিদ্রা, দেহের দুর্বলতা, বিষয়ভোগ থেকে নিবৃত্তি, লজ্জা না থাকা, উন্মত্ততা, মূর্ছা ও মৃত্যু। দময়ন্তীকে লাভ করার জন্যে নলের বিভিন্ন অবস্থার কথা শ্রীহর্ষ হাঁসের মুখে বর্ণনা করেছেন। নল দময়ন্তীর ছবি দেখে আনন্দ পান, তন্ময় হৃদয়ে তাঁর কথা ভাবেন, তাঁকে নিয়ে নানা ইচ্ছার জাল রচনা করেন, ঘুমোতে পারেন না, শরীরে দুর্বল হন, অন্য নারীদের সঙ্গ বর্জন করেন, লজ্জা ভুলে যান, উন্মত্তের মতো হাসেন, কথা বলেন, উত্তর দেন এবং মূর্ছিত হয়ে পড়েন। রাজহাঁসটি জানিয়েছে, রাজা নলের দশম দশা অর্থাৎ মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয়। দময়ন্তী শুধু তাঁকে বাঁচাতে পারেন। রতিরহস্য ইত্যাদি কামশাস্ত্রে এইসব অবস্থার কথা আছে। কবি বিশ্বস্তভাবে নয়টি দশা নলের চরিত্রে অঙ্কিত করেছেন।

২. স্বর্ণপদ্মের মৃণালের অগ্রভাগ খাওয়ার ফলে রাজহাসের দেহে সোনালি শোভা এসে যায়। এ যেন উপাদনকারণের গুণে কার্যের গুণলাভ। উপমানরূপে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের সিদ্ধান্তকে ব্যবহার করার এই কৌশলটি চমকপ্রদ। (শ্লোক ১২৫)

দুটি পরমাণুর যোগে দ্ব্যণুকসৃষ্টির দৃষ্টান্তে নল ও দময়ন্তীর মিলন থেকে মদনদেবের নতুন দেহ নির্মাণের কল্পনাতেও এই নৈপুণ্য ও সৌন্দর্যবোধ প্রকাশ পেয়েছে। 'সক্রিয়াভ্যাং পরমাণুভ্যামেকং দ্ব্যণুকমারভ্যতে, এবংক্রমেণ মহৎকার্যমারভ্যতে। দ্ব্যণুক = অণুদ্বয়সমাহার।

চতুর্থ সর্গ

১. দময়ন্তীর স্তনকুম্ভের সঙ্গে মৃৎকুম্ভের তুলনা করতে চাইছেন শ্রীহর্ষ। কুম্ভকারের হাতে কাঁচা মাটির ঘট তৈরি হয়ে রোদে শুকোয়, আগুনে পোড়ে। দময়ন্তীর স্তন কামদেবের তৈরি, যৌবনের দীপ্তিতে তা শক্ত হয়ে নলের বিরহের তাপ ভোগ করছে। মরুভূমির শুকনো মাটিতে ঝলসে যাওয়া কলাগাছ হয়েছে এই রাজকন্যার ক্লিষ্ট উরুদেশের উপমান। যথার্থ উপমানের খোঁজে কবিমানস মরুভূমিতে যেতেও প্রস্তুত!

২. মুখ আর হৃদয়ের দূরত্ব দূর করবার পরিকল্পনাটি লক্ষণীয়।

৩. বিরহিণী দময়ন্তীর চোখ যেন চিত্রশিল্পী। দশ দিকে সে শুধু নলকে এঁকে চলেছে। তার উপকরণ হল দেহের সোনার বরণ, অনুরাগের রক্তবর্ণ, মোহের নীল রঙ আর বিরহঘটিত পাণ্ডুর বর্ণ। দার্শনিকের দৃষ্টিসৃষ্টিতত্ত্বের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। তবু বলতে ইচ্ছে হয় চেতনার রঙের সঙ্গে দেহের রঙের মিশ্রণ না ঘটলেই হয়তো ভালো হত।

৪. পর্বতে ধোঁয়া দেখে আগুনের অনুমান (পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ) ন্যায়শাস্ত্রে অনুমিতিজ্ঞানের একটি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত। তাকে সামনে রেখে দময়ন্তীর চোখের জল দেখে তাঁর অন্তরে প্রেমিকের আসনে নলের উপস্থিতির অনুমানবর্ণনা ন্যায়শাস্ত্র ও কাব্যের মেলবন্ধন।

৫. দময়ন্তীর মুখ, দুটি চোখ, অধর ও ওষ্ঠ যেন কামদেবের অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা ও নীলোৎপল—এই পাঁচটি ফুলের শর। মুখের প্রতিবিম্বের বর্ণনা অবশ্য আমরা আগেই ১৩-শ্লোকে পেয়েছি, সেদিক থেকে এটিকে অংশত পুনরুক্তিও বলা যেতে পারে।

৬. শিবের গায়ে সাদা ভস্ম মাখানো, হাতে শেষনাগ। বিরহতপ্ত দময়ন্তীর শরীরে শ্বেত চন্দনের প্রলেপ, হাতে মৃণালের বলয়। শিবের ভয়ানক মূর্তির অনুরূপই। বিশেষতঃ উভয় মূর্তিই যখন কামদেবকে শাসন করতে চায়।

৭. দময়ন্তী কামের আগুনে পুড়ে নলের সম্বন্ধে তাঁর প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রমাণ করেছেন। এ যেন সীতার অগ্নিপরীক্ষার বিষাদকরুণ ছবি।

৮. উদীয়মান চাঁদ কামদেবের আগ্নেয়াস্ত্র, বর্ষার মেঘ মেঘাস্ত্র, মলয়বাতাস বায়বীয় অস্ত্র। অন্যদিকে অশ্রু দময়ন্তীর জলীয় অস্ত্র, দীর্ঘনিঃশ্বাস মেঘের প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ত্র আর মৃণালে ঢাকা হাত সর্পাস্ত্র। যুদ্ধবিদ্যার আঙ্গিকে কামাহত দময়ন্তীর আচরণ ব্যাখ্যার কৌশল অভিনব সন্দেহ নেই। বুকের স্তনদুটি বুঝি বুকে (শ্লোক ৪১) শল্য পুঁতবার প্রয়োজনে ঘা মারার উপযুক্ত বেলফল অথবা দময়ন্তীর দিকে ছুঁড়ে মারা দুটি তালফল। কামের আক্রমণের তীব্রতা বোঝাতে কবি কসুর করেন নি।

৯. মহাভারতে আছে, দক্ষযজ্ঞে শিবের নিমন্ত্রণ হয় নি। তবে দক্ষকন্যা সতী স্বামী শিবের অনুমতি নিয়ে যজ্ঞসভায় উপস্থিত ছিলেন। পিতার মুখে পতিনিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করেন ; পরজন্মে হিমালয়ের ঘরে উমা হয়ে তাঁর পুনর্জন্ম হয়। দেবতাদের প্রার্থনায় শিবের সঙ্গে উমার পরিণয় হলে কার্তিকেয়-নামে দেবসেনাপতির জন্ম হয়। কবি সতীর পতিপ্রেমের এই আদর্শ পৌরাণিক কথাটি বিরহিণী দময়ন্তীর মুখে বসিয়েছেন।

১০. সমুদ্রমন্থনে সুধা, চন্দ্র, উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, লক্ষ্মী প্রভৃতির সঙ্গে উঠেছিল কালকূট বিষ। শিব সেইবিষ কণ্ঠে ধরে রাখার জন্যে নীলকণ্ঠ হয়েছেন। চাঁদ বিরহী চিত্তকে দগ্ধ করে—তার কারণ কি এই কালকূটের অতীত সান্নিধ্য, নাকি সমুদ্রে যে-বড়বাগ্নি জ্বলে তার সান্নিধ্য ? দময়ন্তীর পক্ষে এই তথ্যানুসন্ধান স্বাভাবিক।

১১. অমাবস্যার আকাশে চাঁদ থাকে না, থাকে অগণিত তারা। দময়ন্তীর মনে হয়েছে—অমাবস্যার কালো পাথরে পাপী চাঁদ আছড়ে পড়ে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে আছে। আকাশে সূর্যের গুঁড়ো ছড়িয়ে থাকতে দেখেছেন 'ফেরারী ফৌজে'র বাঙালি কবি। তিনি তো 'রাত্রিমোছা চক্রান্তের প্রকাশ্য প্রান্তরে' সব সূর্যকণা একত্র করে সূর্যালোক আনবার আহ্বান জানিয়ে রেখেছেন। 'গুঁড়ো গুঁড়ো সূর্য থেকে থেকে ওঠে ঝলসে'।

১২. ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে 'মৃতের মন চাঁদে প্রবেশ করে।' দময়ন্তী বলছেন, তিনি মরলে তাঁর মন নলের মুখচন্দ্রে প্রবেশ করবে, আকাশের চাঁদে নয়।

১৩. অগস্ত্যমুনি একচুমুকে সমুদ্র পান করেছিলেন বলে পুরাণে বলা হয়। তাই অগস্ত্যকে জলের বড়ো ভয়। শরতের আকাশে অগস্ত্যনক্ষত্র দেখা দিলে জল ভয়ে নির্মল হয়ে ওঠে বলে রঘুবংশে কালিদাস উল্লেখ করেছেন (রঘু ৪।২১)।

১৪. মহাভারতে আছে, দক্ষযজ্ঞের সময় সতীর দেহত্যাগে ক্ষুব্ধ হয়ে শিব ও তাঁর

অনুচরেরা যজ্ঞ পণ্ড করে দিয়েছিলেন। ঐ সময় যজ্ঞ হরিণের রূপ ধরে পালাতে চেষ্টা করলে শিব তার মুণ্ডচ্ছেদ করেছিলেন। পলায়মান হরিণের পিছু পিছু শিবের ধাবিত হওয়ার চিত্র কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রথমেই পাওয়া যায় ('মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্'।)

১৫. মগধরাজ বৃহদ্রথের দুই পত্নী মহর্ষি চণ্ডকৌশিকের অনুগ্রহে একটি পাকা আম পেয়ে অর্ধেক অর্ধেক খাওয়ার পর গর্ভবতী হয়েছিলেন। তাঁরা দুজনে একটি পুত্রের অর্ধেক অর্ধেক অংশ প্রসব করেন। জরা নামে রাক্ষসী ঐ দুটি অর্ধাংশ সন্ধিবন্ধ করলে বলশালী যে-পুত্র জেগে ওঠেন, তিনি জরাসন্ধ নামে প্রসিদ্ধ। মহাভারতের সভাপর্বে এই কাহিনী বলা আছে।
এই পৃষ্ঠায় ৭৪ক-শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত।

১৬. 'পূর্বার্ধং সখীজনসমস্যা, তদুত্তরত্বেনোত্তরার্ধং স্বয়মরচয়ৎ'—মল্লিনাথ। 'সমস্যা তু সমাসার্থা' ইত্যমরঃ। অপূর্ণত্বাদ্ বিক্ষিপ্তং সমস্যতে সংক্ষিপ্যতে অনয়েতি সমস্যা। এই ধরণের বাগ্‌বিনিময় চিত্রকাব্যের অন্তর্গত।

পঞ্চম সর্গ

১. অঘমর্ষণমন্ত্র
ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ॥
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরোঽজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী॥
সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥ ঋগ্বেদ ১০/১৯০
সূক্তটি সর্বপাপনাশক। এটি অশ্বমেধযজ্ঞাঙ্গভূত অবভৃথ-স্নানের মন্ত্র।

২. ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে মনকে অণুপরিমাণ বলা হয়েছে। এখানে চিত্রকল্পটি অদ্ভুত। দময়ন্তীর সেইমনের পরমাণুরও সুদূর গভীরে মধ্যমপরিমাণ পুরুষসিংহ নল শায়িত। তাই অসাধারণ শক্তিতে পরমাণু প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হলেও যোগীর দৃষ্টি এখানে ব্যর্থ হবে। ন্যায়দর্শনে তিনটি পরিমাণ স্বীকৃত অণু (=পরমাণু), মহৎ (=মধ্যম) ও পরমমহৎ (=বিভু)।

৩. মীমাংসাসূত্রপ্রণেতা জৈমিনিমুনি। মীমাংসাদর্শন দেবতার শরীর স্বীকার করে না, মন্ত্রের অপূর্বার্থই সেখানে চরম সত্য। তাঁর মতে দেবতার শরীর মন্ত্রময়, আকৃতিময় নয়। তাই দেবশরীরের আয়ুধও সেখানে অর্থবাদ (=কথার কথা) মাত্র।. আর উপেন্দ্র নিজেই অবতীর্ণ হয়ে অসুরবধ করে যুদ্ধে ইন্দ্রের বজ্রব্যবহারের প্রয়োজন কমিয়ে দেন।
শ্রীহর্ষ অতিরিক্ত তথ্য পরিবেশন করেছেন জৈমিনিমুনি 'বিশ্বরূপ'-নামে দর্শন গ্রন্থেরও রচয়িতা।

৪. দেবরাজ ইন্দ্র অতীতে পর্বতদের পক্ষচ্ছেদ করেছেন। একমাত্র মৈনাক পক্ষ গোপন করে আত্মরক্ষা করেছিল। তাই এখনও পর্বতমুনি ইন্দ্রের কাছে তাঁর বক্তব্য, অর্থাৎ পূর্বপক্ষের খণ্ডনের ভয়ে নিজের সিদ্ধান্তপক্ষ অপ্রকাশিতই

রাখলেন। নামসাদৃশ্যে পর্বত-মুনির এই ভয় 'পক্ষ'-শব্দে শ্লেষের মাধ্যমে সুন্দর ব্যঞ্জনা লাভ করেছে।

৫. পুটপাকে কোনো পাত্রের মধ্যে ওষুধ রেখে চাপা দেওয়া হয় এবং পাত্রের বাইয়ে মাটি লেপে দেওয়া হয়। তাপ প্রয়োগ করলে পাত্রের ভিতর ওষুধটির পাকক্রিয়া ঘটে। পাত্র ও মাটির প্রলেপের আবরণ থাকায় ভিতরের তাপ প্রচণ্ড হয়। তা বাইরে আসে না। দময়ন্তীসম্বন্ধে ইন্দ্রের আগ্রহ বুঝতে পেরে মেনকা-নামে অপ্সরার মনে চাপা দুঃখ এইরকম তাপ দিচ্ছিল। তা বাইরে আসার সুযোগ পায় নি। রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে এইভাবে মানসিক অবস্থার বর্ণনায় ব্যবহার অবশ্য শ্রীহর্ষের নতুন নয়। ভবভূতির উত্তরামচরিতে সীতাবিসর্জনের পর রামচন্দ্রের মনের অবস্থা বর্ণনায় মুরলা বলেছেন—

অনির্ভিন্নো গভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ॥ ৩/১॥

রামের মনের গভীরে যে দুঃসহ ব্যথা তা বাইরে অপ্রকাশিত থাকায় করুণরস পুটপাকে প্রস্তুত ওষুধের মতো হয়ে উঠেছিল।

৬. ইন্দ্র নলের কাছে কিছু চাইছেন শুনে দাতা নলের মন পুলকিত, শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছে। কবির মনে হয়েছে, নলের দেহখানি অজস্র কদম্বফুলের রাশি, যা তিনি দেবতার পায়ে নিবেদন করতে চাইছেন।

ষষ্ঠ সর্গ

১. অগস্ত্যমুনিকে অপ্সরা উর্বশীর পুত্র বলা হয়। মিত্র ও বরুণের উর্বশীকে দেখে যে রেতঃস্খলন হয়, তা জলে, স্থলে ও কলসে পড়ে। ফলে জল থেকে মহাদ্যুতিমান্ মৎস্য, স্থলে বশিষ্ঠমুনি ও কলসে অগস্ত্যমুনির জন্ম হয়। তাই অগস্ত্যকে কুম্ভযোনি বলা হয়। অগস্ত্য নক্ষত্র হয়ে আকাশে বর্তমান। শ্রাবণ-মাসের শেষ দিকে সূর্য সিংহরাশিতে থাকার সময়ে সূর্যাস্তে এই নক্ষত্র ওঠে।

২. নলের বাঁ-চোখে স্বেদ ও রোমাঞ্চ এবং ডান চোখে সাত্ত্বিকভাব বেপথুও দেখা দিয়েছে।

'স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥—সাহিত্যদর্পণ

৩. 'সলিলময়ে শশিনি রবের্দীধিতয়ো মূর্ছিতাস্তমো নৈশম্।
ক্ষপয়ন্তি দর্পণোদরনিহিতা ইব মন্দিরস্যান্তঃ॥' ইতি শাস্ত্রাদিয়মুপমা।
'—মল্লিনাথ

৪. ঋগ্বেদে সুষ্ণ, অর্বুদ পিপ্রু প্রভৃতি দৈত্যের সঙ্গে দিবোদাস অতিথিগ্ব-র শত্রু শম্বরের উল্লেখ আছে। তাকে ইন্দ্র বধ করেন। মহাভারত ও পরবর্তীকাব্যে শম্বর কামদেবের শত্রু। হরিবংশ-অনুসারে কামদেব তাকে বধ করেন।
শাম্বরী = মায়া। 'স্যাম্মায়া শাম্বরী' ইত্যমরঃ।

৫. কালসার = কৃষ্ণসার হরিণ। নলের অক্ষিযুগলও কালসার,—মণিদুটি ঘনকৃষ্ণ হওয়ায় শ্রেষ্ঠ।

৬. স্তনের অর্ধচন্দ্রাকার নখচিহ্ন ভোগের ইঙ্গিত দেয়। বিরহীর কাছে তার প্রতিকূল

প্রভাব পড়ে। কবির মনে হচ্ছে, ঐ নখচিহ্ন নলের বিরহাতুর চোখদুটিকে অর্ধচন্দ্র (=গলাধাক্কা) দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল। লক্ষণীয় 'অর্ধেন্দু'-শব্দটি চন্দ্রাংশ, গলহস্ত এবং নখচিহ্ন—তিনটিকেই বোঝায়। 'অর্ধেন্দুশ্চন্দ্রশকলে গলহস্তনখাঙ্কয়োঃ' ইতি বিশ্বঃ।

৭. কর্মফলভোগ তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্যে মুক্ত যোগী যোগবলে বহু শরীর রচনা করেন বলে যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধি আছে। একে যোগীর কায়ব্যূহ রচনা বলে। নল কুণ্ডিননগরে প্রবেশ করলে মণিপীঠে তাঁর অসংখ্য প্রতিবিম্ব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মনে হল, তিনিও যেন যোগীর মতো কায়ব্যূহ রচনা করেছেন। অন্য শরীরে যোগীর আত্মার প্রবেশ কুণ্ডিননগরীতে নলের প্রবেশের উপমান হয়েছে।

৮. সখীদের মুখ চাঁদের মতো সুন্দর। একজনের কপালে অভ্রের তিলক আঁকার ফলে সেখানেও অন্যের মুখচন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়েছে। চাঁদমুখের পর চাঁদমুখ যেন চাঁদমুখের অনবস্থা। যুক্তিশাস্ত্রে কোনো বক্তব্য রক্ষা করতে কল্পনার পিছনে কল্পনা করলে প্রতিপক্ষ অনবস্থা দোষ দেখিয়ে দেন। তর্কবিশেষঃ। তস্য লক্ষণম্—'অপ্রামাণিকানন্তপ্রবাহমূলকপ্রসঙ্গত্বং যথা ঘটত্বং যদি যাবদ্ঘট-হেতুবৃত্তি স্যাদ্ ঘটান্যবৃত্তি স্যাৎ' ॥ ইতি তার্কিকাঃ। উপপাদ্যোপপাদকয়োর-বিশ্রান্তিঃ, ইতি মীমাংসকাঃ। মুখচন্দ্রের অনবস্থা অবশ্য দোষ নয়, অলঙ্কার। এর পরে ৭১ পৃষ্ঠাতে ৭৪ ও ৭৬ শ্লোকের মধ্যবর্তী শ্লোকটির সংখ্যা ৭৫।

৯. মোক্ষার্থী জীব জাগতিক সুখবিলাস ত্যাগ করেন। বেদান্তে বিত্তৈষণা, পুত্রৈষণা ও লোকৈষণা—এই এষণাত্রয় সন্ন্যাসের কথা বলা হয়। সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মে লীন হওয়ার নাম মোক্ষ। অপার ভূমানন্দ লাভ যে-মোক্ষার্থীর লক্ষ্য তাঁর কাছে আর সব আনন্দ তুচ্ছ। কারণ, এই সব কামসুখ ও দিব্যসুখ মোক্ষানন্দের ষোলভাগের একভাগের সঙ্গেও তুলনাযোগ্য হতে পারে না। এই বেদান্ততত্ত্বকে দময়ন্তীর মুখে নূতনতর পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা হয়েছে। দময়ন্তী নলকে মনে মনে বরণ করে পরিতৃপ্ত। তাঁর কাছে ইন্দ্রাণীর পদলাভের ও স্বর্গসুখ ভোগের আহ্বান কোনো সাড়া জাগাতে পারে নি।

১০. ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারটি আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্যসম্বন্ধে বহু প্রশংসা শোনা যায়। মনুসংহিতায় আছে, যেমন বাতাসকে অবলম্বন করে সব প্রাণী বেঁচে আছে, তেমনি গৃহস্থকে আশ্রয় করে সব আশ্রমগুলি বেঁচে আছে। 'যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্বজন্তবঃ। তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্ব আশ্রমাঃ ॥ মনু. ৩/৭৭ ॥

১১. 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' শ্রীহর্ষের লেখা বিখ্যাত দর্শনগ্রন্থ। গ্রন্থের নাম থেকেই বোঝা যায়, পরমতখণ্ডনই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রসিদ্ধ চিৎসুখাচার্য এই গ্রন্থের অনুসরণে তাঁর প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা বা চিৎসুখী রচনা করেন ও ন্যায়মত খণ্ডন করে বেদান্তমত প্রতিষ্ঠিত করেন। নৈষধীয়চরিতের চতুর্থ, পঞ্চম ও সপ্তম সর্গের অন্তিম শ্লোকে শ্রীহর্ষ তাঁর রচিত স্থৈর্যবিচারপ্রকরণ, শ্রীবিজয়প্রশস্তি ও গৌড়োর্বীশকুলপ্রশস্তি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। তবে 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' ও 'নৈষধীয়চরিতে'র মতো প্রসিদ্ধি এগুলি পায় নি।

সপ্তম সর্গ

১. মহাভারতের ভীষ্মপর্বে জম্বুদ্বীপ বা সুদর্শনদ্বীপ সম্বন্ধে বহু কথা আছে। এই দ্বীপের মধ্যে হিমালয়, হেমকূট, নীল ইত্যাদি পর্বত আছে। নীলপর্বত ও নিষধপর্বতের মধ্যে সুদীর্ঘ সুমেরু পর্বত। তা সকালের সূর্যের মতো উজ্জ্বল ও স্বর্ণে পূর্ণ। এই সুমেরুপর্বতের শিখর থেকে ভাগীরথী নদী নির্গত। সুমেরুপর্বতের উত্তরে ও নীলপর্বতের দক্ষিণে উত্তরকুরু দেশ। সেখানকার ভূমি মণিময় ও সূক্ষ্ম স্বর্ণরেণুময়।

২ দময়ন্তীকে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি বলা হয়েছে। এই পবিত্র তিথিতে যে কোনো কাজ সিদ্ধ বলে বলে বিশ্বাস। তাঁকে অবলম্বন করে কামদেব বিশ্বজয়ী হতে পেরেছেন।

৩. দময়ন্তীর রূপ বর্ণনায় কবি শ্রীহর্ষ তাঁর সৌন্দর্যভাবনার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করেছেন। সারা সর্গ জুড়ে দময়ন্তীর চুল থেকে নখ পর্যন্ত বর্ণনার আকুলি-বিকুলি। কবির যাবতীয় অভিজ্ঞতা জড়ো হয়েছে এই রূপনির্মিতির উপাদান-রূপে। পদ্মের সঙ্গে তুলনা করেই কবি দময়ন্তীর লাবণ্যবর্ণনায় তৃপ্ত নন। পদ্মের বহির্ভাগও তার কাছে রুক্ষ; তাই মোচা ছাড়ানোর মতো করে পদ্মেরও বাইরের পাপড়িগুলি ছাড়িয়ে ভিতরের অতিকোমল সারভাগই তাঁর অনুপম ললিত লাবণ্যের উপযুক্ত উপাদান। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, পদ্মকে মোচার সঙ্গে তুলনা করাও চিত্রকল্পের ক্ষেত্রে অভিনব। চকোরের চোখ, হরিণীর চোখ আর পদ্মের সারাৎসার দিয়ে রচিত হয়েছে দময়ন্তীর চোখ, যেন তিনটি উপাদান পিষ্ট করে, নির্যাস সংগ্রহ করে চোখ নির্মাণ করা হয়েছে।

৪ সুপারি, সৈন্ধব লবণ, ইত্যাদি জিনিসে দাঁত মাজার প্রথা ছিল বলে জানা যাচ্ছে।

৫. বিরোধ : যা অবটু তা আবার মাণবক (বটু) শোভিত হবে কেমন করে?
সমাধান : দ্বিতীয় মাণবক বটু বা বালকবাচক নয়, মাণবক অর্থ বিশ-নরি হার।
বিরোধ : যা আলিঙ্গ্যতা অর্থাৎ গোপুচ্ছাকার ধারণ করে আছে, তা সরূপতা লাভ করবে কী করে?
সমাধান : 'আলিঙ্গ্যতা' অর্থের দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ : আলিঙ্গ্যতা = আলিঙ্গন-যোগ্যতা'। কণ্ঠ সমরূপ বলেই তা আলিঙ্গনযোগ্য।

শ্লোক ৯৭.
নবমাতৃকা বলতে আগমশাস্ত্রে কথিত ব্রহ্মাণী, মাহেশী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, মাহেন্দ্রী, চণ্ডিকা ও মহালক্ষ্মীকে বোঝায়।
'ব্রহ্মাণী চৈব মাহেশী কৌমারী বৈষ্ণবী তথা। ..
বারাহী নারসিংহী চ মাহেন্দ্রী চণ্ডিকা তথা ॥
মহালক্ষ্মীরিতি প্রোক্তাঃ ক্রমেণৈতা নবাম্বিকাঃ ॥'

অষ্টম সর্গ

১. ব্রহ্মজ্ঞানী আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে বিলীন হয়ে বিদেহমুক্তি লাভ করেন। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি দেহ ধারণ করলেও মুক্তস্বরূপ হন। তাঁর কোনো শোক বা মোহ থাকে

না। 'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ'। সব চাওয়ার পরমপ্রাপ্তি হয়ে গেলে কামসুখ বা স্বর্গসুখে আর মন যায় না। নলকে দেখার পর দময়ন্তীর মানসিক অবস্থাবর্ণনায় কবি এই তাত্ত্বিক বক্তব্যকে বিরোধাভাসে অভিনব করে তুলেছেন। সংসারীর অপার মোহ ও তত্ত্বজ্ঞানীর মহানন্দ একসঙ্গে দময়ন্তীকে প্রভাবিত করেছে।

২. দময়ন্তীর মুখ দিয়ে নলের দৈহিক সৌন্দর্যবর্ণনায় কবির ক্লান্তি নেই। তাঁর সৌন্দর্যের শুভ্র যশ সারবান্ ধানের মতো। সাদা বকের সারি এই ফসলের তুষ যা উড়ে গিয়ে নদনদী ও পুকুরের জলে ছড়িয়ে পড়ে। সাদা বকের সারির চাইতেও উজ্জ্বল শুভ্র যশ—এ কথা বোঝাতে এমন বাক্যপ্রয়োগ অভিনব। তাঁর অধরোষ্ঠ বন্ধুকফুলের ধনুক। কামদেবের পঞ্চশর পাঁচটি পুষ্প, নলের অধরে তাঁর ধনুকের কল্পনা, এবং তাও একটি রমণীয় কুসুম, বাঁধুলি। 'বন্ধুকো বন্ধুজীব' ইত্যমরঃ।

নবম সর্গ

১. শ্লোক ১৪.

মূলে রাজার বিশেষণ 'অহিতাপকারক' কথাটি শ্লিষ্ট। প্রথম অর্থ অহিত-অপকারক, অর্থাৎ শত্রুদমনকারী। দ্বিতীয় অর্থ হল অহি-তাপ-কারক—অর্থাৎ সাপের দুঃখ বা বিপদের কারণ, অর্থাৎ ময়ূর। ময়ূরের গম্ভীর কেকাধ্বনি বর্ষার জলদগম্ভীর সময়েই শোভন, শরতে নয়; শরতে ময়ূর নিশ্চুপ, তখন রাজহংসীর কলকণ্ঠই সমাদৃত। জলদগম্ভীরকণ্ঠ নল চুপ করলেন, এবারে রাজহংসীতুল্য দময়ন্তীর কলকণ্ঠের মাধুরীতে সংলাপের বৈচিত্র্য।

শ্লোক ৩৩.

দেবতারা নিদ্রাহীন সদাজাগ্রত। সুতরাং জাগ্রত অবস্থায় পাপমুক্ত হবার জন্যে তাঁরা কি জেনেশুনে নিজেদের ঘুম পাড়িয়েছেন, জেগে ঘুমোচ্ছেন—এই উপহাসের ব্যঞ্জনা। সৎপথের প্রদর্শকদের এ কী ভাবের ঘরে চুরি!

২. শ্লোক ৪১.

প্রাচীন ভারতে রসায়নের বিস্ময়কর উন্নতির কথা আমাদের জানা আছে। বিশেষত পারদব্যবহারে আমাদের সাফল্য ছিল আশ্চর্যরকম। পারদস্পর্শে লোহার গুণান্তর সৃষ্টি সম্বন্ধে বর্তমান উল্লেখ সেই তথ্যের একটি কাব্যিক স্বীকৃতি। কাব্য এখানে পুরাণ ও বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়েছে। 'কাব্যং যশসে ··ব্যবহারবিদে'!

শ্লোক ৫০.

বিধি=অপ্রাপ্তপ্রাপক শাস্ত্রবাক্য 'বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ' মীমাংসাদর্শন। ব্যাকরণে সংজ্ঞা পরিভাষায় ষড়্‌বিধ সূত্রলক্ষণের অন্যতম। তার বিপরীত নিষেধ।

৩. বৌদ্ধ দর্শনে উল্লিখিত সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ দর্শন ও সম্যক্ চারিত্রের কথা বেদান্তনিষ্ণাত কবি শ্রীহর্ষ সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন। পরমতসহিষ্ণুতার পক্ষে এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৪. বিবাহে ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর উপস্থিতিতে অমঙ্গলনাশ হয়—এমন লোকবিশ্বাস

তৎকালে প্রচলিত ছিল। তুলনীয় রঘুবংশ—সান্নিধ্যযোগাৎ কিল তত্র শচ্যাঃ স্বয়ংবরক্ষোভকৃতামভাবঃ। কাকুৎস্থমুদ্দিশ্য সমৎসরোঽপি শশাম তেন ক্ষিতিপাললোকঃ'॥ ৭.৩

৫. পরমান্নং তু পায়সম্‌ ইত্যমরঃ। 'সংস্কৃতার্থেঽর্ণ্‌'। সংস্কৃত কবিরা চক্ষু দিয়ে পানের কল্পনা করেছেন অজস্র ভাবে, এখানে যেন তারই অনুসৃতিতে চক্ষু দিয়ে উপবাসের পারণার অন্নগ্রহণের উল্লেখ।

৬. পাঠান্তরে শ্লোকের ক্রমটি অন্যরকম। ১১৭, ১১৮, ১১৯ শ্লোক তিনটি অন্যত্র যথাক্রমে ১১৯, ১১৭ ও ১১৮ ক্রমে আছে। আমরা মল্লিনাথের পাঠ নিয়েছি। কামরেখাযুক্ত অধরকে কান্তাসম্মিত কাব্য রচনার ভূর্জপত্র কল্পনা উৎপ্রেক্ষার উদাহরণ। ভূর্জপত্রও বহুরেখা-চিহ্নিত। তাতে কলমের আঁচড় প্রেয়সীর অধরে দন্তাঘাত।

৭. জনার্দন—মহাভারতে আদিপর্বে আছে বিষ্ণু জন-নামে অসুরকে বধ করে এই নাম লাভ করেন। কিন্তু এখানে শ্লেষের মাধ্যমে নল জন-শব্দের অন্য অর্থটি অর্থাৎ 'মানুষ' এই অর্থ নিয়ে বলছেন লোকসংহারক তো নাম-অনুসারে বিষ্ণুই, শিব নন। শিব অর্থ তো মঙ্গল, শুভ।

৮. শ্রীহর্ষ অর্ণববর্ণন-নামে গ্রন্থ লিখেছেন জানা যাচ্ছে। তবে খণ্ডনখণ্ডখাদ্য ও নৈষধীয়চরিত ছাড়া তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের তেমন প্রসিদ্ধি ঘটে নি।

দশম সর্গ

১. শ্লোক ৩৪

সেযুগে সংস্কৃত যে কথ্য ভাষা ছিল, তার উজ্জ্বল প্রমাণ। যোগাযোগের ভাষা তথা জাতীয়ভাষারূপে তার স্বীকৃতিও সপ্রমাণ হচ্ছে।

শ্লোক ৫১.

পুরাণে আছে, ভগবান্‌ শিবের মাথার দিকে না তাকিয়েই ব্রহ্মা বলেছিলেন যে তিনি তা দেখেছেন। এই মিথ্যে কথার সাক্ষী জুটে গিয়েছিল শিবের মাথার একটি কেয়াফুল। সেটি নিজেই শিবের মাথা থেকে পড়ে গিয়ে জানায় যে ব্রহ্মা তাকে শিবের মাথা থেকে তুলে এনেছেন। মিথ্যাসাক্ষী বা কূটসাক্ষীর স্বরূপ ও তার শাস্তি সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির ব্যবহার অধ্যায়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ আছে।

২. অদ্বৈতবেদান্তে অনুভূতি বা জ্ঞান স্বপ্রকাশ। তার প্রকাশের জন্যে আর অন্য জ্ঞানের অপেক্ষা নেই। নৈয়ায়িকেরা কিন্তু জ্ঞানের জ্ঞান স্বীকার করেন ও তার নাম দেন অনুব্যবসায়। যেমন ঘটজ্ঞানের অনুব্যবসায় হল 'আমি ঘট জানি' এই জ্ঞানটি। বেদান্তাচার্য শ্রীহর্ষ 'দৃষ্টান্ত' অলঙ্কার-সৃষ্টিতে অদ্বৈত সিদ্ধান্তটি কাজে লাগিয়েছেন।

৩. সুমেরুপর্বত দেবতাদের বাসস্থান বলে চিহ্নিত। স্বয়ংবর সভায় যোগ দিতে এসে রাজারা সিংহাসনে বসলে মনে হল দেবতারা সুমেরুশৃঙ্গে বসেছেন। এই চিত্রটি ভারবি ও মাঘের মহাকাব্যেও আছে। ব্যাসদেবের সামনে বনবাসী যুধিষ্ঠির আসন গ্রহণ করলে ভারবির ও কৃষ্ণসভায় কৃষ্ণ, বলরাম ও উদ্ধব আসনে

বসলে মাঘের মনে এমনি এক ছবি ফুটে উঠেছিল।

৪. অথর্ববেদের আর এক নাম কার্ষ্যবেদ। লোকপ্রচলিত অভিচারক্রিয়ার (black magic) অলৌকিক প্রয়াস থাকায় এই নাম।

৫. শিক্ষা অন্যতম বেদাঙ্গ। শিক্ষা উচ্চারণ-বিজ্ঞান। উদাত্তাদি বৈদিক স্বরের ভ্রান্ত উচ্চারণে মন্ত্রের অর্থও পরিবর্তিত হয়ে যেত। বৈদিক পাঠের ভিত্তিই শিক্ষা, স্বরতঃ-কালতঃ স্থানাৎ প্রযত্নানুপ্রদানতঃ। সবনাদ্যেশ্চ সা শিক্ষা বর্ণানাং পাঠশিক্ষাণাৎ॥ কল্প অপর বেদাঙ্গ। বৈদিক যজ্ঞবিধানশাস্ত্র। নিরুক্ত তৃতীয় বেদাঙ্গ। শব্দবিজ্ঞানশাস্ত্র (etymology), যাস্ক নিরুক্তপ্রণেতা।

৬. ছন্দ চতুর্থ বেদাঙ্গ। জাতিছন্দ মাত্রাপরিমিত, বৃত্তচ্ছন্দ অক্ষর পরিমিত। 'বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং স্যাজ্জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ'-গঙ্গাদাস। শ্লোকার্ধে যতি অবশ্যপালনীয়।

৭. ব্যাকরণ শব্দশাস্ত্র, শব্দের প্রয়োগ ও অর্থনির্ণয়বিদ্যা। গুণ ও দীর্ঘ দুটি ব্যাকরণপ্রক্রিয়া। অ, এ, ও বর্ণ তিনটি গুণবর্ণ। ব্যাকরণের প্রক্রিয়ায় গুণ ও দীর্ঘের বিধান হয়। 'আদ্ গুণঃ,' 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ (অষ্টাধ্যায়ী)। বিস্তার শব্দে কবি হয়তো ব্যাকরণের 'সম্প্রসারণ' সংজ্ঞার ইঙ্গিত করেছেন। য্, র্, ল্, ব্ স্থানে যথাক্রমে ই, ঋ, ৯, উ হওয়াকে সম্প্রসারণ বলে, 'ইগ্ যণঃ সম্প্রসারণম্' (অষ্টাধ্যায়ী)।

৮. নক্ষত্ররাশিকে অলঙ্কারের মণিরাশি কল্পনা করা হয়েছে। ফলে ষষ্ঠ বেদাঙ্গ জ্যোতিষের নক্ষত্র-আলোচনা দেবীর তারার কণ্ঠহার।

৯. তর্কবিদ্যায় বা দর্শনে পরমতখণ্ডন করে স্বমতস্থাপন করতে হয়। অন্যের মতকে পূর্বে উপস্থাপিত করে পরে যুক্তিসহ তার প্রতিবাদ করা হয়। তাই তাদের নাম যথাক্রমে পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ।

১০. বেদের কর্মকাণ্ডের উপরে জৈমিনিপ্রণীত পূর্বমীমাংসা প্রতিষ্ঠিত ; আত্মবিদ্যা উপনিষদের উপরে বাদরায়ণপ্রণীত উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত প্রতিষ্ঠিত।

১১. অন্বীক্ষ্যতে সমীক্ষ্যতে অনয়া ইতি আন্বীক্ষিকী তর্কবিদ্যা। ন্যায়শাস্ত্রে ষোড়শপদার্থ স্বীকৃত। পদার্থনির্ণয় ও পদার্থলক্ষণবিচার প্রসঙ্গে তাদের দুবার উল্লেখ থাকায় তারাই বুঝি দেবীর বত্রিশটি দন্তমুক্তা।

১২. উভয়বিধ পুরাণ বলতে আঠারোটি মহাপুরাণ ও আঠারোটি উপপুরাণ। ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, নারদ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড—এই আঠারোটি মহাপুরাণ। সনৎকুমার, নরসিংহ, নারদীয়, শিব, দুর্বাসা, কপিল, মানব, ঔশনস, বরুণ, কালিকা, শাম্ব, নন্দী,সৌর, পরাশর, আদিত্য, মহেশ্বর, ভাগবত ও বশিষ্ঠ—এই আঠারোটি উপপুরাণ।

১৩. বৌদ্ধদের মাধ্যমিক, যোগাচার ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় যথাক্রমে শূন্যবাদী, বিজ্ঞানবাদী ও বাহ্য পদার্থের অনুমেয়ত্ব বাদী। সরস্বতীর স্বরূপ-বর্ণনায় নানা শাস্ত্রকে তাঁর অঙ্গরূপে কল্পনা করার সময় এই তিন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধসিদ্ধান্তকেও কবি যথাযোগ্য মর্যাদার স্থান দিয়েছেন।

সরস্বতীর বর্ণনায় প্রসিদ্ধ অঞ্জলিমন্ত্রটিরই দীর্ঘ অনুরণন—

'বেদবেদাঙ্গবেদান্তবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ'।

১৪. ব্যাকরণে যার স্থানে যা বসে তা তার বৈশিষ্ট্য পায়। ব্যাকরণের পরিভাষায় একে বলে স্থানিবদ্‌ভাব। স্বয়ংবর সভায় নলের স্থানে নল হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র বসেছিলেন। কিন্তু নলের মতো ইন্দ্রের অকপটস্বভাব ছিল না। অর্থাৎ ইন্দ্রের নলস্বভাবলাভে খুঁত ছিল। ব্যাকরণের স্থানিবদ্‌ভাবের পাণিনিসূত্রটি 'স্থানিবদ্‌ভাবোঽনল্‌বিধৌ'। সূত্রটির সঙ্গে ধ্বনিসাদৃশ্যও রসিকের কানে বাজবে।

একাদশ সর্গ

১. দময়ন্তীর স্বয়ংবরসভায় স্বর্গ মর্ত পাতাল সব জায়গা থেকে রাজাদের সমাবেশ বর্ণনা করা হয়েছে। দেবতা, নাগ, রাক্ষস কেউ বাদ যান নি। সভায় প্রবেশ করার অধিকার সব রাজারই রয়েছে। তবে রাক্ষস ও নাগেদের হিংস্রতার কথা কবি বলতে ভোলেন নি। পাল্কিবাহকেরা তো নিরাপত্তার কথা ভেবে দময়ন্তীকে রাক্ষসদের দিকে নিয়েই যায় নি।

২. স্বয়ংবর সভায় পুষ্করদ্বীপ, শাকদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, কুশদ্বীপ, শাল্মলদ্বীপ, প্লক্ষদ্বীপ, জম্বুদ্বীপ থেকে রাজারা এসেছেন। এই সুযোগে দ্বীপগুলির ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কবি কিছু বলে নিয়েছেন। পুষ্করদ্বীপের বৈশিষ্ট্য তার বিরাট বটগাছ ও পুষ্করপর্বত। এই দ্বীপের রাজার নাম রাজহংস। শাকদ্বীপের প্রশাসক হব্য। এখানে শাকগাছের বাতাস বিখ্যাত। পরাশরপুরাণে এই দ্বীপের বর্ণনা আছে। মহাভারতেও এর কথা আছে। এই দ্বীপেই রয়েছে ক্ষীরসমুদ্র, যেখানে ভগবান্ বিষ্ণু অনন্তশয্যায় শুয়ে থাকেন। এই দ্বীপে মেরু, মলয়, জলধর, রৈবতক, শ্যামগিরি ইত্যাদি পর্বত প্রসিদ্ধ। ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চপর্বত ও দধিমণ্ড সাগর রয়েছে। দীর্ঘ কুশের প্রাচুর্য থেকে কুশদ্বীপের নাম হয়েছে। প্রসিদ্ধ মন্দরপর্বত এখানে অবস্থিত। শাল্মলদ্বীপ মদ্যসমুদ্রবেষ্টিত। সেখানে রয়েছে ওষধি-সমাচ্ছন্ন দ্রোণপর্বত। এই দ্বীপের বিশাল শিমুল গাছ থেকে তুলো ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত ভূতলকে কোমল করে রাখে। প্লক্ষদ্বীপের রাজা মেধাতিথি। এখানকার বৈশিষ্ট্য বিরাট অশ্বত্থগাছ, ইক্ষুরসের সমুদ্র ও বিপাশ্ নদী। জম্বুদ্বীপে রয়েছে হেমাদ্রি ও কৈলাস পর্বত, বিশাল জামগাছ, জম্বুনদী ও জাম্বুনদ সোনা। জম্বুদ্বীপে অসংখ্য রাজার মধ্যে শিপ্রাতীরবর্তী অবন্তির রাজা, মথুরার রাজা পৃথু, কাশীর রাজা প্রভৃতির বিশেষ উল্লেখ করেছেন কবি। এভাবে আমাদের মনশ্চক্ষুতে ভারতদর্শন সম্পন্ন হয়।

৩. 'বেদাপৌরুষেয়বাদিনী মীমাংসা ভগবন্তমীশ্বরং ন সহত ইত্যাশয়ঃ'—মল্লিনাথ।

৪. 'অথ চ—প্রতিপৎপাঠশীলস্য—ইতি বচনাৎ সর্বানধ্যায়াপেক্ষয়া প্রতিপদো মুখ্যত্বম্, সর্বাস্বপি তিথিষু শুক্লপ্রতিপদ্যুদ্ধেরক্ষরমপি ন পঠন্তীতি যুক্ত-মিত্যর্থঃ। আগঃশতকারিত্বমেবাস্য দোষঃ'—নারায়ণ।

৫. 'অস্তেভূঃ'—এই পাণিনিসূত্র-অনুসারে লুঙ্ বিভক্তিতে অস্-ধাতুর রূপও ভূ-ধাতুর মতো অভূৎ ইত্যাদি হয়। সংসারের প্রাণীকুল মর্তলোকবাসী হয়েও

বিশ্বনাথের বারাণসীতে অমরত্ব লাভ করে—এই ব্যঞ্জনাই তাৎপর্যার্থ।

৬ উপনিষদ্ নির্গুণ সচ্চিদানন্দ অখণ্ড-অনন্ত-এক-অদ্বিতীয় অবাঙ্মনসগোচর পরব্রহ্মের গভীর রহস্যবিদ্যা। 'সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষচ্ছব্দবাচ্যা'—শঙ্কর। স্বয়ংবরে দময়ন্তী গুণী রাজাদের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে তাঁদের পক্ষে অধরা ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠলেন।

দ্বাদশ সর্গ

১. শ্লোক ১

রথোত্তমাঃ = শ্রেষ্ঠরথাঃ। —নারায়ণ।

প্রেয়সীদের কাছে লজ্জা; কারণ, তাঁদের উপেক্ষা করে এই রাজারা দময়ন্তীর স্বয়ংবরে যাচ্ছেন। তাই তাঁদের মানভঞ্জন করে আসতে দেরি হয়েছে, কিন্তু রথগুলি অতি দ্রুতগামী হওয়ায় পথের দূরত্ব কিছুটা কমিয়ে দিয়েছিল।

শ্লোক ১৯.

তিন্দুক = গাবগাছ।

২. কথিত আছে রাজা বৈন্য পৃথু ধনুক দিয়ে পর্বতগুলোকে দূরে সরিয়ে ক্ষেত্র ভাগ করেছিলেন। স্বর্গ থেকে দেবতাদের সাথী হয়ে পাণ্ড্য রাজার যুদ্ধ দেখতে এসে হাতিগুলোকে দেখে তাঁর পর্বত মনে হয় এবং তিনি আর-একবার পর্বত সরানো মনস্থ করেন। হাতিকে পর্বতের সঙ্গে তুলনা করার প্রথা লক্ষণীয়। রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় কালিদাস হাতিগুলোকে মেঘের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

৩. সমুদ্রে শ্রীবিষ্ণু শায়িত ও নিদ্রিত; তাই সেখানে যাগেশ্বর দেবতা সদা-জাগ্রত। 'যাগেশ্বরঃ স্ফাটিকঃ' ইতি প্রসিদ্ধম্—নারায়ণ, সুতরাং স্ফাটিকনির্মিত ভূমির শ্রীস্বরূপ শিবলিঙ্গরূপী জলদেবতা।

৪. এই শ্লোকটিতে রামায়ণ সম্বন্ধে সেই শ্লোকটির প্রভাব স্পষ্ট—

'যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।

তাবৎ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥' (রামায়ণ ১/২/৩৭)

৫. 'অকর্ণধারাশুগসন্তুতাঙ্গতাম্'—

এটি শ্লিষ্ট পদ। ১. কর্ণধারাশুগ = কর্ণধারাখ্য বাণ ২. কাণ্ডারী ও বায়ু। তরণেঃ = ১. সূর্যের ২. নৌকার। শত্রুরা নিমগ্ন হল; পার হল কী করে? এখানে পার হওয়া মানে 'ভবসাগর' পার হওয়া।

৬. তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী = যেসখী পানের বাটা ধরে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কাদম্বরীতে পত্রলেখা চন্দ্রাপীড়ের 'তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী' ছিল, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন—'কাব্যের উপেক্ষিতা'।

৭. অর্থাৎ কবন্ধরা আর কী যুদ্ধ করবে? সে যুদ্ধে এই রাজারই জয় হল।

৮. সুতরাং এঁর অসংখ্য অকীর্তি আকাশকুসুমের মতো অলীক—তাই বলা হল। 'এতেনাস্যাকীর্তিলেশোঽপি খপুষ্পকল্প ইতি স্তুতেঃ পরা কাষ্ঠা'—মল্লিনাথ। ব্যাজস্তুতির একটি রম্য উদাহরণ।

ত্রয়োদশ সর্গ

১. অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ।—পাতঞ্জলদর্শন ২.৩০
নিয়ম = ব্রতচর্যা (হরিচরণ)।

২. অগ্নির অগ্নিমান্দ্য দূর করার জন্যে ইন্দ্রের বাধা সত্ত্বেও কৃষ্ণার্জুন খাণ্ডববন দহন করলে অগ্নি তৃপ্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে একটি চক্র ও কৌমোদকী-গদা দান করেন।
অর্জুনের তীরে বিদ্ধ হয়েই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্মকে শরশয্যা নিতে হয়েছিল।

৩. পৌরাণিক চরিত্র জীমূতবাহন আত্মত্যাগের মহিমান্বিত আদর্শ রূপে প্রসিদ্ধ। গরুড় একের পর এক নাগেদের খেয়ে শেষ করতে থাকলে নাগমাতার ক্রন্দনে দয়াশীল রাজা জীমূতবাহন তার প্রতিকারে ব্রতী হন এবং নিজেকেই গরুড়ের আহাররূপে সমর্পণ করেন। খাওয়ার সময়ে ভক্ষ্য প্রাণীর নির্বিকারভাব দেখে গরুড় বিস্মিত হয়ে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। জীমূতবাহনের পরিচয় জেনে গরুড়ের মনে অনুশোচনা জাগে এবং তিনি তাঁকে প্রাণ ফিরিয়ে দেন। নাগেদের কল্যাণে এই আত্মত্যাগ জীমূতবাহনের নামকে অমর করেছে। নলের গুণবর্ণনায় তাই জীমূতবাহনের দৃষ্টান্ত রূপে স্বভাবতই উল্লেখযোগ্য।

৪. প্রথম শ্লোকটি ইন্দ্রপক্ষে। এই শ্লোকে প্রত্যেকটি শব্দই শ্লিষ্ট। ধরাজগতী, নল, মহানলাভ, বর এবং পর প্রত্যেকটি শব্দেই অভঙ্গ ও সভঙ্গ উভয়বিধ শ্লেষ রয়েছে। একটির আলোচনা করা যেতে পারে, ধরাজগতী (তি—ত্যা) শব্দের অর্থ পৃথিবী, বজ্র, অজবাহন, পূর্বদিক, মহিষবাহন, (স্থাবরজঙ্গমের) জীবনের উপায় জল, সবই হতে পারে। এইভাবে একটিমাত্র শ্লোকের পাঁচটি অর্থ করে সেটি পাঁচজনের পক্ষেই প্রযোজ্য হয়েছে।

৫. বিভিন্ন দর্শনসম্প্রদায় পরস্পরের সিদ্ধান্তের দোষ উদ্‌ঘাটন করতে থাকায় কোনো এক সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপন করা দুষ্কর হয়ে ওঠে। ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে আস্তিক ও নাস্তিক সম্প্রদায়গুলির বহু অভিযোগ। তাদের কথায় অদ্বৈতবাদে আস্থা স্থাপন করার ভরসা জাগে না। চারজন অলীক নল ও একজন সত্য নলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দময়ন্তী আসল নলকেও নল ভাবতে পারছেন না। নলরূপী দেবতাদের উপস্থিতি এই অনাস্থার কারণ। দময়ন্তীর এই মানসিক অবস্থা নাস্তিক ও দ্বৈতবাদীদের প্রভাবে যথার্থ দর্শন অদ্বৈততত্ত্বে অনাস্থার মনোভাবের সঙ্গে তুলনীয়। এমন তুলনার কথা অদ্বৈতবাদী শ্রীহর্ষের মনে হওয়া খুবই সঙ্গত।

৬. এই প্রসঙ্গে কলির কাছে নলের পরাজয় ও দ্বাপরের হাতে যন্ত্রণার উল্লেখের প্রয়োজন ছিল কি? বিশেষতঃ যখন সমগ্র কাব্যে সে ঘটনার কোনো বর্ণনা নেই! নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানের সে-অংশকে কবি তো তাঁর কাব্যে স্থান দেন নি। একমাত্র সপ্তদশ সর্গে কলি নলের নগরী দর্শন করতে এসেছিল, কিন্তু সেখানে সে একটিমাত্র বৃক্ষ ছাড়া কোথাও স্থান পায় নি। কলির হাতে নিগ্রহের বিষয়ে নৈষধীয় চরিত পড়ে কিছু জানা সম্ভব নয়। কবি কি ধরেই নিয়েছেন এ তো সকলেরই জানা গল্প! তাই পৌর্বাপর্যসঙ্গতির প্রতি তেমন দৃষ্টি দেন নি?

৭. তুলনীয়ঃ 'ভাবস্থিরানি জননান্তরসৌহৃদানি'—শকুন্তলা।
'মনো হি জন্মান্তরসঙ্গতিজ্ঞম্'—রঘুবংশ।

৮. 'স্নপয়তি মম চেতঃ'। তুলনীয় : 'সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণবৃত্তয়ঃ'—শকুন্তলা।
প্রথম ও চরম (=শেষ) শব্দের অনুপ্রাস 'চরম'-শব্দটির উচ্চারণের পরেই হয়; তার আগে এই অলঙ্কারের মাধুর্য প্রকাশিত হয় না।

চতুর্দশ সর্গ

১. চারজন দেবতা নলের আকার নিয়ে স্বয়ংবর সভায় বসে থাকায় মোট পাঁচজন নলকে দেখা যাচ্ছিল। দেবতাদের মধ্যে থেকে আসল নলকে পৃথক্ করার বহু চেষ্টার পর দময়ন্তী সফল হয়েছেন। স্বর্গপতি দেবতাদের পা মাটিতে ঠেকে নি, ধরাপতি নল মাটিতেই পা রেখেছেন। দেবতাদের চোখে পলক নেই, নলের চোখে পলক পড়ছে। দেবতাদের দেহে ধূলার মালিন্য নেই, নলের দেহে আছে। দেবতাদের দেহে ঘর্ম নেই, নলের দেহ ঘর্মাক্ত। দেবতাদের গলার মালার ফুলগুলো অম্লান, নলের মালার ফুল শুকিয়ে যাচ্ছে। দেবস্বভাবের কিছু বৈশিষ্ট্য এইভাবে আমাদের গোচরে এনেছেন কবি।

২. বামা=স্ত্রীলোক। বামা=বক্র বা বিরূপস্বভাববিশিষ্টা। এক্ষেত্রে দময়ন্তী বিরূপ হয়ে বামা নামটির আক্ষরিক অর্থ স্পষ্ট করে তুললেন।

৩. পান্থদুর্গাম্ =পথিকসিন্দুরাদিপূজিতশিলাময়কল্পিতমার্গদেবতাম্—নারায়ণ। এই দুর্গাদেবী পথিকের পূজিত শিলাময় প্রতিমা। দময়ন্তী স্বয়ংবরের যাত্রীদের কাছেও বিবাহসিন্দুরে বরণ এবং প্রার্থনার বিষয়।

৪. শ্লোক ৬৪.
স্বামীর অপমানে অগ্নির নায়িকা দীপ্তিও যেন ম্লান হয়ে পড়ল। অগ্নি দিনে ম্লান, রাত্রে উজ্জ্বল।
শ্লোক ৬৮.
'সদ্বিতীয়োঽভ্যুপেয়াৎ তামতঃ পরিণতামপি'। 'পরিণতা স্ত্রীলোকের কাছেও সদ্বিতীয় হয়ে অর্থাৎ কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত'—এই বাক্যে সদ্বিতীয় শব্দের অর্থ 'সপত্নীক' বুঝে বরুণ চিন্তিত; কারণ পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে অন্য রমণীর কাছে কীভাবে যাবেন?

৫. শ্লোক ৭৩.
আবার মীমাংসার উল্লেখ। মীমাংসাদর্শনে দেবতার মন্ত্রাতিরিক্ত শরীর স্বীকৃত নয়। তাই ইন্দ্র বলছেন নলের যজ্ঞে তিনি শরীর ধারণ করেই সবার সন্দেহ দূর করে আহুতি গ্রহণ করবেন।
শ্লোক ৮৪.
'প্রসারিতাপ' শব্দটি শ্লিষ্ট—প্রসারি-তাপ এবং প্রসারিত-অপ্ (=জল)। উষ্ণ মরুভূমি বিস্তৃতজলময় হোক।

৬. যোগদর্শনের সার। শৈব এবং বৈষ্ণবদর্শনের সারার্থ কবি অতিসংক্ষেপে বলেছেন।

জানে না যে, মুক্তদশায় ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মস্বরূপ হয়েই তাঁর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যান।
শ্লোক ৭৫.
অর্থাৎ গো-তম, আস্ত গোরু। ন্যায়শাস্ত্রপ্রণেতা মহর্ষি গোতমের নামটিকেই সে শ্লেষ করছে।

১০. শ্লোক ৮১.
অতিদানে বলির্বদ্ধঃ—বিষ্ণুর বামন-অবতারের প্রসিদ্ধ কাহিনী।
শ্লোক ৮৯
ভারতীয় দর্শনমাত্রেই অদৃষ্ট, জন্মান্তর ও কর্মফলভোগের তত্ত্বে বিশ্বাসী।

১১. শ্লোক ৯৩.
মহাপরাক দীর্ঘ-উপবাসের ব্রত। ব্রতধারী দীর্ঘ-উপবাস সত্ত্বেও স্বাভাবিকভাবে জীবনধারণ করায় প্রমাণ হয় যে, ধর্মবলেই তাঁর জীবন রক্ষা পায় নইলে তো অনাহারে মৃত্যুই স্বাভাবিক!
শ্লোক ৯৪.
পুত্রেষ্টি—পুত্রলাভ করার জন্যে পুত্রেষ্টি-যাগ করার বিধান আছে।
এমনি এক যাগকালে বৃত্রাসুরের জন্মের আগে তার পিতা ত্বষ্টা মন্ত্র পড়েছিলেন 'ইন্দ্রশত্রুর্বর্ধস্ব' অর্থাৎ 'ইন্দ্রের শত্রু বেড়ে ওঠো'। দুর্ভাগ্যক্রমে উচ্চারণের ত্রুটিতে অর্থ দাঁড়ায় 'এমন একজন বেড়ে উঠে ইন্দ্র যার শত্রু'। ফলে ইন্দ্রের হাতে বৃত্রকে নিহত হতে হয়।
শ্যেনযাগ—শত্রুবধের জন্যে অভিচারক্রিয়া হিসেবে শ্যেনযাগ করার বিধান আছে—'শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত'।
কারীরীষ্টি—বৃষ্টির আশায় এই যাগ করা হত। 'কারীরীং নির্বপেদ্ বৃষ্টিকামঃ' এ হল এ যাগের বিধান।
মন্দেহ রাক্ষস – উদীয়মান সূর্যের সঙ্গে 'মন্দেহ' রাক্ষসদের লড়াই চলে বলে বিশ্বাস। গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করে উপরের দিকে জল ছুঁড়ে দিলে তা বজ্রের শক্তিতে এই রাক্ষসদের দমন করে।

১২. সূর্যবংশীয় রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে যেতে চাইলে বসিষ্ঠ ও তাঁর পুত্র তাঁকে সাহায্য করতে অস্বীকার করেন। দেবতারাও যোগদানে অসম্মত হন। এই অবস্থায় বিশ্বামিত্র যজ্ঞের ভার হাতে নিয়ে নিজের তপস্যাপ্রভাবে ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গের দিকে পাঠালে ইন্দ্র স্বর্গলোকে তাঁকে স্থান দিতে অস্বীকার করেন। ইন্দ্র ও বিশ্বামিত্রের বিপরীতমুখ প্রভাবে ত্রিশঙ্কুকে মধ্যবর্তী স্থানে থাকতে হয়। কলির বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীহর্ষ এই পুরাণ-কথা উল্লেখ করছেন।

১৩. কূটসাক্ষী হল মিথ্যাসাক্ষী। যেমন আদালতে সাক্ষ্য দেবার পর যদি বেশি গুণবান্ বা বেশিসংখ্যক অন্য সাক্ষীরা পূর্বোক্ত সাক্ষীদের বিপরীত কথা বলেন, তবে পূর্বসাক্ষী কূটসাক্ষী গণ্য হবে (তুলনীয় : যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ২/৮০)। মিথ্যাসাক্ষ্য যে দেয় আর মিথ্যা সাক্ষী যে সাজায়, তাদের দুজনেই দণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী (তুলনীয় : ঐ ২/৮১)।

১৪. শ্লোক ১৩২. বারণাবতীতে জতুগৃহদাহ, একচক্রায় বকরাক্ষসবধ ইত্যাদি ঘটনার পর পাণ্ডবরা পঞ্চালদেশে ভার্গব নামে এক কুম্ভকারের বাড়িতে থেকে যখন

ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে জীবনযাপন করছিলেন, তখন পঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা বসে। অর্জুন ধনুর্বিদ্যার নৈপুণ্য দেখিয়ে দ্রৌপদীকে লাভ করে ভার্গবের বাড়িতে ফিরে এলে পাণ্ডবরা তাদের মাকে একটি রমণীয় বস্তু লাভের সংবাদ জানান ও মা না দেখেই পাঁচ ভাইকে ঐ বস্তু ভাগ করে নিতে বলেন। এইভাবে দ্রৌপদী পাঁচজন পাণ্ডবেরই স্ত্রী হন। কলি দয়মন্তীকে অপহরণ করে এনে পাঁচজনে তাঁকে ভাগ করে ভোগ করার জন্যে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি ও যম এই চার দিক্‌পালকে আহ্বান জানাচ্ছে।

শ্লোক ১৪৫. বেদান্তদর্শনের মতে রজ্জুতে সর্পভ্রম বিপর্যয়জ্ঞান, তারপরে রজ্জুজ্ঞান যথার্থ জ্ঞান, যার দ্বারা পূর্বের বিপর্যয়জ্ঞানটির নাশ হয়।

১৫. বেদমন্ত্র অলিখিত হলেও যাতে অবিকৃত থাকে তার জন্যে ক্রমপাঠ, জটাপাঠ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা করা হয়েছিল। যেমন, সংহিতাপাঠ (ঋক্‌সংহিতা ১০।৯৭/২২) আছে—'ওষধয়ঃ সংবদন্তে সোমেন সহ রাজ্ঞা……'। এর ক্রম-পাঠ আছে—ওষধয়ঃ সং/সং বদন্তে/বদন্তে সোমেন/সোমেন সহ/সহ রাজ্ঞা/রাজ্ঞেতি রাজ্ঞা/ ক্রমপাঠেরও প্রকারভেদ হয়।

১৬. সৌত্রামণী-যাগে ব্রাহ্মণদের মদ্যপান করার বিধান আছে। 'সৌত্রামণ্যাং সোম-গ্রহান্ সুরাগ্রহাংশ্চ গৃহ্ণন্তি।' এটি একপ্রকার পশুযাগ। 'চরকসৌত্রামণী' ও 'কৌকিলসৌত্রামণী' নামে এর দুটি ভেদ আছে। প্রথমটিতে অশ্বিনু-দেবতার উদ্দেশ্যে ছাগ এবং সরস্বতী ও ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে দুটি ভেড়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়টিতে পাঁচটি পশু প্রয়োজন।

১৭. সর্বমেধ-যজ্ঞে স্বজাতীয় একটি প্রাণী আলম্ভন করার অধিকার আছে। যেমন, 'ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণমালভেত' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ একজন ব্রাহ্মণকে আলম্ভন করবেন। সর্বমেধ একটি সোমযোগ। চৌত্রিশ দিন ধরে এটি চলে। 'আলম্ভন' হল দেবতার উদ্দেশ্যে সমর্পণ। সুতরাং এর মধ্যে নরহত্যার অভিযোগ চার্বাকের মনগড়া বলে মনে হয়।

১৮. বামদেবঋষির ধ্যানদৃষ্টিতে যে সাম প্রত্যক্ষ হয়েছিল, তাকে বামদেব্যসাম বলা হয়। এটি হল—

কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা।
কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা ॥
কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ।
দৃঢ়া চিদারুজে বসু ॥
অভী ষু ণঃ সখীনামবিতা জরিতৃণাম্।
শতং ভবাস্যূতয়ে ॥ (সামবেদ, উত্তরার্চিক ১/৪)

এই সামের উপাসনা হয়, সমস্ত স্ত্রীলোককে উপাসকের কাছে উপস্থিত হতে হয়। তুলনীয় : 'বামদেব্যোপাসনে সর্বাঃ স্ত্রিয় উপসীদন্তি।'

১৯. গৃহস্থকে প্রত্যেক অমাবস্যায় দর্শযাগ ও প্রত্যেক পূর্ণিমায় পৌর্ণমাসযাগ করতে হয়। যাবজ্জীবন বা অন্তত ত্রিশ বছর যাবৎ এইভাবে করা বিধেয়। উভয় যাগের প্রণালী প্রায় সমান। এ দুটি ইষ্টিশ্রেণীভুক্ত যাগ। চারজন ঋত্বিক্ এর কার্য সমাধা করেন।

২০. পবিত্র হওয়ার জন্যে বিভিন্ন স্নানের কথা বলা আছে। যেমন, বরুণদেবতা-সংক্রান্ত জলস্নান, বায়ুসংক্রান্ত গোরজঃস্নান, অগ্নিসংক্রান্ত ভস্মস্নান ইত্যাদি।

২১. সর্বস্বার যজ্ঞে যজমান পশুমন্ত্রের সাহায্যে নিজেকে সংস্কৃত করে আত্মঘাতী হন। এই হল বিধান। তুলনীয় : সোঽন্ত্যেষ্টৌ সর্বস্বারাখ্যে যজ্ঞে আত্মানমেব পশুমন্ত্রৈঃ সংস্কৃতং ঘাতয়িত্বা যজ্ঞভাগমর্পয়তি।

২২. মহাব্রতযাগে ব্রহ্মচারী ও বেশ্যার সঙ্গম কিংবা অশ্বমেধের ঘোড়ার জননাঙ্গ রাজমহিষীর গোপনাঙ্গে প্রবেশ করানো অদ্ভুত আচার।

অষ্টাদশ সর্গ

১. মহর্ষি বশিষ্ঠের পৌত্র পরাশর। তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের পিতা। মৎস্যজীবিনী রূপসী কন্যা মৎস্যগন্ধা একদিন যমুনায় নৌকা পারাপার করছিলেন, সেইসময়ে পরাশরমুনি তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁর নৌকায় আসেন এবং নদী পার হবার সময়ে নৌকাতেই তাঁর কাছে পুত্র প্রার্থনা করেন। দিনে এই প্রার্থনা পূরণ করা কঠিন হলেও লোকচক্ষুকে আড়াল করার জন্যে মুনি তপোবলে কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করেন এবং তাঁরা মিলিত হন। সেই পুত্রই বেদব্যাস। এরপর মুনির বরে মৎস্যগন্ধা সৌরভে যোজনগন্ধা হন। কাম সর্বজয়ী।

২ ভবতি কমলনেত্রা নাসিকা ক্ষুদ্ররন্ধ্রা, অবিরলকুচযুগ্মা চারুকেশী কৃশাঙ্গী। মৃদুবচনসুশীলা গীতবাদ্যানুরক্তা, সকলতনুসুবেশা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা॥

৩. সুদন্তী—শব্দের অর্থ সুন্দর দন্তপংক্তিবিশিষ্টা নারী। সুদতী—শব্দের অর্থ চারুদন্তবিশিষ্টা যুবতী নারী।

৪. উপদশাঃ=দশানাং সমীপে, অর্থাৎ এগারো ; রুদ্রের সংখ্যা এগারো।

৫. ভবিষ্যতে কলির প্রভাবে নল দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করবেন, কিন্তু এ কাব্যে সেবিষয় নেই। এই উল্লেখ কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক। দ্রষ্টব্য ত্রয়োদশ সর্গ টীকা ৬.

ঊনবিংশ সর্গ

১. বেদ উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত-ভেদে স্বরচিহ্নিত। উদাত্ত চিহ্নবিহীন, অনুদাত্ত অক্ষরের নিচে সমান্তরাল রেখা দিয়ে চিহ্নিত হয় এবং স্বরিত অক্ষরের উপরে লম্বভাবে টানা রেখায় চিহ্নিত হয়।

২. মায়াময্যাঃ সীতায়া বধ ইন্দ্রজিতা কৃত ইতি রামায়ণে।—নারায়ণ।

৩. দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছে দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। দৈত্যেরা দুবার কচকে বধ করলে শুক্রাচার্য তাকে পুনর্জীবিত করেন। দানবেরা তৃতীয়বার তাকে বধ করে তার ভস্মমিশ্রিত সুরা শুক্রাচার্যকে পান করায় ; তখন শুক্রাচার্য নিজেকে বধ না করে তাকে আর বাঁচাতে পারবেন না—এই অবস্থায় কন্যা দেবযানীর প্রার্থনায় শুক্রাচার্য কচকে সঞ্জীবনী বিদ্যাদান করেন ; ফলে তাঁকে বিদীর্ণ করে কচ নির্গত হয়ে, তাঁরই দেওয়া বিদ্যাপ্রভাবে তাঁকে পুনর্জীবিত করেন।

১৪. রথাঙ্গবিহঙ্গমী=চক্রবাকী। রথের অঙ্গ 'চক্র'-যে বিহঙ্গীর নামে আছে।
৫. ভোজনে প্রবৃত্তেনাপোশানক্রিয়াপূর্বমাদৌ-অন্তে চ ভোক্তব্যম্'—ইতি স্মৃতিঃ। আপোশানক্রিয়াতে করকমলে একটি কনিষ্ঠিকা-অঙ্গুলি প্রসারিত করে অন্যগুলিকে সংকুচিত রাখতে হয়।
৬. 'অমৃতে অরুচি' কথাটির উৎস যেন এটি।
৭. অতিসুরক্ষিত রাজমহিষী অসূর্যম্পশ্যা, চন্দ্রপত্নী কুমুদিনীও অসূর্যম্পশ্যা, সূর্যকিরণে সে মুকুলিত হয়। রাজমহিষী কবির নায়িকা, কুমুদিনীও তো তাই!
৮. সপ্তদশ সর্গের ১নং টীকা দ্রষ্টব্য।
৯. অগ্নিহোত্রযজ্ঞের বিশ্বাস দিনশেষে সূর্য তাঁর জ্যোতি অগ্নিতে অর্পণ করেন আবার রাত্রিশেষে সেই অগ্নিই সূর্যরূপে উদিত হয়। এই হল নিত্য জ্যোতিশ্চক্র। তাই এই যজ্ঞের সূর্যোদয়ের মন্ত্রটি 'সূর্যো জ্যোতিঃ জ্যোতিঃ সূর্যঃ স্বাহা' এবং সূর্যাস্তের মন্ত্রটি 'অগ্নির্জ্যোতিঃ জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা'।
১০. একসহস্র চোখে দেখার কাজ ও আর একসহস্র চোখে শোনার কাজ সম্পন্ন হয়।
১১. কবিপ্রসিদ্ধির ব্যাখ্যাও কবি দিয়েছেন।
১২. তু এবং হি-স্থানে তাতঙ্ আদেশ মহাভাষ্যে বিহিত। 'তুহ্যোস্তাতঙাশিষ্যন্যতরস্যাম্' (পাণিনি ৭/১/৩৫)। (ভূ+হি=) ভব>ভবতাৎ।
১৩. দা এবং ধা এই দুটি ধাতুকে 'ঘু' বলা হয়। 'দাধাঘ্বদাপ্' (পাণিনি ১/১/২০)।

বিংশ সর্গ

১. কলির এই আস্ফালন মহাভারতে চিত্রিত হলেও এ কাব্যে তার কোনো মূল্য নেই। এই পৃষ্ঠায় ১২—চিহ্নিত শ্লোকটি ১১ ও ১২—শ্লোকের যুগ্মক।

একবিংশ সর্গ

১. শতরুদ্রিয় সূক্ত অর্থাৎ শিবসূক্ত ; রুদ্রাক্ষসহযোগে জপ করতে করতে শিবস্তুতি করার বিধান আছে।
২. পুরুষসূক্ত—ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯০ তম সূক্ত। এতে ষোলটি ঋক্ আছে।
'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥'
এইটি হল প্রথম ঋক্। শেষ ঋক্টি হল—
যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।
যে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥
৩. বারোটি বিষ্ণুমূর্তি হল কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদর। সব মূর্তিগুলির হাতেই শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম থাকে, তবে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে ভিন্ন ভিন্ন হাতে। মতান্তরে দশ অবতার এবং শ্রীকৃষ্ণ ও লক্ষ্মণ এইভাবে বারোটি মূর্তি ধরা হয়। চাণ্ডুপণ্ডিতের দীপিকাটীকায় এবিষয়ে বিশেষ ভাবে বলা আছে।
৪. বিষ্ণুসূক্ত—ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের ১৫৪ তম সূক্তটির কথা এখানে

উল্লেখ করা হয়েছে। সূক্তটির দেবতা বিষ্ণু, ঋষি হলেন উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে এটি নিবদ্ধ। মোট ছটি মন্ত্র আছে। প্রথম মন্ত্র হল—

বিষ্ণোর্নু কং বীর্যাণি প্র বোচং যঃ পার্থিবাণি বিমমে রজাংসি।

যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ॥ ঋ. স. ১।১৫৪।১

৫. শ্রীবিষ্ণুর দশ অবতার মৎস্য, কূর্ম (=কচ্ছপ), বরাহ (=শূকর), নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম বুদ্ধ ও কল্কি। এর সঙ্গে শ্রীহর্ষ দত্তাত্রেয়-অবতারের কথাও বলেছেন। মহর্ষি ভৃগুর পুত্র ঋচিক ও পুত্রবধূ সত্যবতী জমদগ্নি নামে পুত্র লাভ করেছিলেন। রাজা প্রসেনজিতের কন্যা রেণুকার সঙ্গে জমদগ্নির বিবাহ হয়েছিল। এঁদের পাঁচটি পুত্রের মধ্যে পরশুরাম কনিষ্ঠ। জমদগ্নির পুত্র হিসাবে তাঁকে জামদগ্ন্য বলা হয়। রাজা চিত্ররথকে তাঁর মহিষীর সঙ্গে জলকেলিরত অবস্থায় দেখে রেণুকা কামবিহ্বল হলে জমদগ্নির নির্দেশে কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরাম মাকে কুঠার দিয়ে হত্যা করেন। এই পরশুরামের হাতেই কার্তবীর্যার্জুন নামে হৈহয়রাজ প্রাণ হারান। দত্তাত্রেয়ের বরে স্বর্ণবিমান লাভ করে কার্তবীর্যার্জুন দেবতা, ঋষি, যক্ষ সকলকে পীড়া দিতেন। একবার তিনি আশ্রমে এসে হোমধেনুর বৎস অপহরণ করেন ও গাছপালা নষ্ট করে দেন। পিতার মুখে সব শুনে ক্রুদ্ধ পরশুরাম কার্তবীর্যার্জুনের এক হাজারটি হাতই কেটে ফেলেন। তিনি একুশবার পৃথিবীর যাবতীয় ক্ষত্রিয়দের বধ করেছিলেন। মহাভারতের নলোপাখ্যান পর্বে এই কাহিনী পাওয়া যায়।

৬. বাল্মীকি-রামায়ণের উত্তর কান্ডে ৮৬ তম সর্গে গল্প আছে, এক ব্রাহ্মণ তাঁর মৃত পুত্রকে নিয়ে বিলাপ করতে করতে রাজা রামচন্দ্রের কাছে উপস্থিত হলে তিনি নারদ, বশিষ্ঠ, বামদেব ও অন্যান্যদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। নারদ জানান যে ত্রেতাযুগে শূদ্রের তপস্যা করা অধর্ম, রামচন্দ্রের রাজ্যে একজন শূদ্র তপশ্চ জনিত অধর্ম করায় ঐ ব্রাহ্মণ বালকের মৃত্যু হয়েছে। এই কথা শুনে রামচন্দ্র পুষ্পকরথে বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে শৈবালগিরির উত্তর দিকে এক বিশাল সরোবরের তীরে গিয়ে শূদ্র শম্বুককে তপস্যারত অবস্থায় দেখতে পান এবং তাঁর পরিচয় জেনে নিয়ে তরবারির আঘাতে তাঁর শিরশ্ছেদ করেন। শম্বুকবধ রাম চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কি না তা নিয়ে অবশ্য পরস্পরবিরুদ্ধ মতের অবকাশ আছে।

৭. উত্তরকান্ডে কাল মুনিবেশে উপস্থিত হয়ে রামচন্দ্রের সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করেন। লক্ষ্মণ ছিলেন দ্বাররক্ষক। কথা ছিল, যে-ব্যক্তি তাঁদের দুজনকে দেখবে বা তাঁদের কথা শুনবে, রামচন্দ্র তাঁকে ত্যাগ করবেন। এই গোপন কথাবার্তা বলার সময় মহর্ষি দুর্বাসা এসে রামচন্দ্রের সাক্ষাৎপ্রার্থী হলে লক্ষ্মণ সব জেনেশুনেই তাঁকে ভিতরে নিয়ে যান। এর ফলে রামচন্দ্র অমাত্য ও পুরোহিতদের পরামর্শে লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করেন। লক্ষ্মণের মৃত্যু হয়। এই হৃদয়-বিদারক ঘটনার পর রামচন্দ্র সরযূনদীতে আত্মবিসর্জন করেন।

৮. শ্লোক ৭৯ প্রথম সর্গ ৬ টীকাতে এই কাহিনীর উল্লেখ দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ৮০.
লঙ্কাকাণ্ডে ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর রাবণ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করে অব্যর্থ শক্তিশেল নিক্ষেপ করলে লক্ষ্মণ মর্মস্থলে বিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে যান। রামচন্দ্র তাইতে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। এই সময় সুষেণ তাঁকে আশ্বস্ত করেন। তাঁরই পরামর্শে তিনি ওষধিপর্বত তুলে আনেন। সুষেণ সেই ওষধিচূর্ণ লক্ষ্মণের নাকে দিয়ে তাঁকে সুস্থ করে তোলেন।
শ্লোক ৮৩.
ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ মুনিঋষিরা এর মীমাংসার জন্যে ভৃগুকে প্রথমে ব্রহ্মার কাছে প্রেরণ করেন। ব্রহ্মলোকে গিয়ে ভৃগু ইচ্ছে করেই প্রথমে তাঁকে অসম্মান করে রুষ্ট করেন ও পরে সন্তুষ্ট করে শিবের কাছে যান। তাঁর সঙ্গেও একই ব্যবহার করে গোলোকে বিষ্ণুর কাছে গিয়ে নিদ্রিত ভগবানকে বক্ষে পদাঘাত করেন। তার পরে তাঁকে সেবা করেন। বিষ্ণু কিন্তু আদৌ ক্রুদ্ধ না হয়ে তাঁর সঙ্গে অতি বিনীত ভৃত্যের মতো ব্যবহার করেন। তখন ভৃগু স্থির করেন যে, বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ দেবতা।

শ্লোক ৮৪.
বলরাম এক অনন্তাবতার। বিষ্ণুর দশ অবতারের অন্যতম। ইনি বসুদেব ও তাঁর অন্য এক পত্নী রোহিণীর পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। মতান্তরে তিনি নাগরাজ শেষের অবতার। কারণ, তাঁর মৃত্যুকালে ঐ নাগ তাঁর মুখ থেকে নির্গত হয়।

৯. শ্রীহর্ষ তাঁর মহাকাব্যে বিষ্ণুর দশটি প্রসিদ্ধ অবতারের অতিরিক্ত দত্তাত্রেয় অবতারের কথা বলেছেন। মৎস্যপুরাণে দশ অবতারের মধ্যেই দত্তাত্রেয়ের উল্লেখ আছে। ব্রহ্মপুরাণ মার্কণ্ডেয়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থেও তাঁর কথা পাওয়া যায়। এই দত্তাত্রেয়ের আশীর্বাদেই কার্তবীর্য অর্জুন প্রভৃতি বলশালী হয়েছিলেন। অলর্ক নামে এক রাজাকে তিনি যোগশিক্ষা দিয়েছিলেন। K. K. Handiqui—সম্পাদিত নৈষধীয়চরিত গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে দত্তাত্রেয় সম্পর্কে বিশদ কথা আছে।
—২১৪ পৃষ্ঠায় ৯৮ সংখ্যক শ্লোকটি মুদ্রিত হয় নি। শ্লোকটি এখানে দেওয়া হল।
এক হাতে পাঞ্চজন্য-শঙ্খ নিয়ে (অন্য হাতে) 'অপাং চ জন্য' (অ-পাঞ্চজন্য) অর্থাৎ জলজ পদ্ম নিয়ে অসুরদের এই কথা যেন বলছ—দেখো, তোমরা তো চেতনাবান্! অচেতন বস্তুও আমার সঙ্গে বিরোধ ত্যাগ করেছে'॥ ৯৮॥

১০. হরিবংশে আছে, মার্কণ্ডেয়মুনি বিষ্ণুর উদরে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেখেছিলেন। তিনি মায়াশরীর ধারণ করে নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঐ উদরে প্রবেশ করেন এবং নিজেকেও দেখতে পান। বাইরে আসার সময় তাঁর চিরকাল অবস্থিত সত্তা ও প্রবিষ্ট সত্তার মধ্যে কোন্‌টি বাইরে গেল তা ঐ মুনি বুঝতে পারেননি।

১১. বিমাতা কদ্রুর কাছে দাসত্ব করার দুরবস্থা থেকে মা বিনতাকে মুক্ত করার জন্যে গরুড় অসাধ্য সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। মায়ের মুক্তির জন্যে গরুড় অমৃত সংগ্রহ করতে অগ্রসর হলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে বাধা দেন। প্রচণ্ড

যুদ্ধের পর মাতৃভক্ত গরুড় জয়ী হয়ে অমৃত সংগ্রহ করেন।

দ্বাবিংশ সর্গ

১. বৌদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে শূন্যবাদী মাধ্যমিক ও ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী যোগাচার সম্প্রদায় বিশেষ প্রসিদ্ধ। শূন্যের ধারণাটি সহজ নয়। বেদান্তে যেমন সব কিছুর মূলতত্ত্বরূপে ব্রহ্ম, শূন্যবাদে তেমনি শূন্য স্বীকার করা হয়। ব্রহ্ম সৎস্বরূপ অর্থাৎ সে আছে। কিন্তু শূন্য সৎও নয়, অসৎও নয়, সদসৎও নয়, তার থেকে ভিন্ন আর কিছুও নয়। তা চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত একটি তত্ত্ব।

২. বৈশেষিক দর্শনে অন্ধকারকে (তমঃ) আলোর (তেজঃ) অভাব গণ্য করা হয়। তা পৃথক কোনো দ্রব্য নয়। কিন্তু মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনে অন্ধকারকে নীল-রঙের একটি দ্রব্য রূপে স্বীকার করা হয়। বেদান্তে যে মায়া, অজ্ঞান বা অবিদ্যাকে জগতের উপাদান বলা হয়, তার স্বরূপ এই অন্ধকারকে আলোর অভাব বললে অজ্ঞানকে জ্ঞানের অভাব বলতে হয়। তা অদ্বৈতবেদান্তের কাম্য নয়। তাই অন্ধকার পৃথক দ্রব্য রূপে স্বীকৃত।

৩. ক্ষীরোদসমুদ্র মন্থনের সময়ে ঐ সমুদ্র থেকে চাঁদ উঠে এসেছিল বলে পৌরাণিক প্রসিদ্ধি আছে। আবার অত্রিমুনির চোখ থেকে চাঁদের উৎপত্তির কথাও শোনা যায় পুরাণ থেকেই।

৪. দক্ষের যজ্ঞসভায় জামাতা শিব নিমন্ত্রিত হন নি। শিবপত্নী সতী বিনা নিমন্ত্রণেই পিতার যজ্ঞসভায় এলে পিতার মুখে আপন পতির নিন্দা শোনেন ও প্রাণত্যাগ করেন। ক্রুদ্ধ রুদ্র ও তাঁর সঙ্গীরা এরপর দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করে দেন। কথিত আছে যজ্ঞ ভয়ে হরিণের মূর্তি ধরে পালিয়ে নক্ষত্ররূপে আত্মরক্ষা করে।

৫. নবসাহসাঙ্ক বা সাহসাঙ্ক রাজার কাহিনী নিয়ে শ্রীহর্ষ একটি চম্পূকাব্য লেখেন বলে নিজেই জানিয়েছেন। সংস্কৃতে পদ্যে যেমন মহাকাব্য খণ্ডকাব্য ইত্যাদি লেখা হত, গদ্যে যেমন কথা আখ্যায়িকা ইত্যাদি লেখা হত, তেমনি গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণে চম্পূকাব্য লেখা হত। 'গদ্যপদ্যময়ী কাচিচ্চম্পূরিত্যভিধীয়তে'।

নৈষধীয়চরিতম্

প্রথমঃ সর্গঃ

নিপীয় যস্য ক্ষিতিরক্ষিণঃ কথাং তথাদ্রিয়ন্তে ন বুধাঃ সুধামপি।
নলঃ সিতচ্ছত্রিতকীর্তিমণ্ডলঃ স রাশিরাসীন্মহসাং মহোজ্জ্বলঃ ॥ ১ ॥

রসৈঃ কথা যস্য সুধাবধীরিণী নলস্য ভূজানিরভূদ্ গুণাদ্ভুতঃ।
সুবর্ণদণ্ডৈকসিতাতপত্রিতজ্বলৎপ্রতাপাবলিকীর্তিমণ্ডলঃ ॥ ২ ॥

পবিত্রমত্রাতনুতে জগদ্যুগে স্মৃতা রসক্ষালনয়েব তৎকথা।
কথং ন সা মদ্গিরমাবিলামপি স্বসেবিনীমেব পবিত্রয়িষ্যতি ॥ ৩ ॥

অধীতিবোধাচরণপ্রচারণৈর্দশাশ্চতস্রঃ প্রণয়ন্নুপাধিভিঃ।
চতুর্দশত্বং কৃতবান্ কুতঃ স্বয়ং ন বেদ্মি বিদ্যাসু চতুর্দশঃ স্বয়ম্ ॥ ৪ ॥

অমুষ্য বিদ্যা রসনাগ্রনর্তকী ত্রয়ীব নীতাঙ্গগুণেন বিস্তরম্।
অগাহতাষ্টাদশতাং জিগীষয়া নবদ্বয়দ্বীপপৃথগ্জয়শ্রিয়াম্ ॥ ৫ ॥

দিগীশবৃন্দাংশবিভূতিরীশিতা দিশাং স কামপ্রসভাবরোধিনীম্।
বভার শাস্ত্রাণি দৃশং দ্বয়াধিকাং নিজত্রিনেত্রাবতরত্ববোধিকাম্ ॥ ৬ ॥

পদৈশ্চতুর্ভিঃ সুকৃতে স্থিরীকৃতে কৃতেঽমুনা কে ন তপঃ প্রপেদিরে ?
ভুবং যদেকাঙ্ঘ্রিকনিষ্ঠয়া স্পৃশন্ দধাবধর্মোঽপি কৃশস্তপস্বিতাম্ ॥ ৭ ॥

যদস্য যাত্রাসু বলোদ্ধতং রজঃ স্ফুরৎপ্রতাপানলধূমমঞ্জিম।
তদেব গত্বা পতিতং সুধাম্বুধৌ দধাতি পঙ্কীভবদঙ্কতাং বিধৌ ॥ ৮ ॥

স্ফুরদ্ধনুর্নিস্বনতদ্ঘনাশুগপ্রগল্ভবৃষ্টিব্যয়িতস্য সঙ্গরে।
নিজস্য তেজঃশিখিনঃ পরঃশতা বিতেনুরঙ্গারমিবাযশঃ পরে ॥ ৯ ॥

অনল্পদগ্ধারিপুরানলোজ্জ্বলৈর্নিজপ্রতাপৈর্বলয়ং জ্বলদ্ ভুবঃ।
প্রদক্ষিণীকৃত্য জয়ায় সৃষ্টয়া ররাজ নীরাজনয়া স রাজঘঃ ॥ ১০ ॥

নিবারিতাস্তেন মহীতলেঽখিলে নিরীতিভাবং গমিতেঽতিবৃষ্টয়ঃ।
ন তত্যজুর্নূনমনন্যসংশ্রয়াঃ প্রতীপভূপালমৃগীদৃশাং দৃশঃ ॥ ১১ ॥

সিতাংশুবর্ণৈর্বয়তি স্ম তদ্গুণৈর্মহাসিবেম্নঃ সহকৃত্বরী বহুম্।
দিগঙ্গনাঙ্গাভরণং রণাঙ্গণে যশঃপটং তদ্ভটচাতুরী তুরী ॥ ১২ ॥

প্রতীপভূপৈরিব কিং ততো ভিয়া বিরুদ্ধধর্মৈরপি ভেত্তৃতোজ্ঝিতা।
অমিত্রজিন্মিত্রজিদোজসা স যদ্বিচারদৃক্ চারদৃগপ্যবর্তত ॥ ১৩ ॥

তদোজসস্তদ্যশসঃ স্থিতাবিমৌ বৃথেতি চিত্তে কুরুতে যদা যদা।
তনোতি ভানোঃ পরিবেষকৈতবাত্তদা বিধিঃ কুণ্ডলনাং বিধোরপি ॥ ১৪ ॥

অয়ং দরিদ্রো ভবিতেতি বৈধসীং লিপিং ললাটেঽর্থিজনস্য জাগ্রতীম্ ।
মৃষা ন চক্রেঽল্পিতকল্পপাদপঃ প্রণীয় দারিদ্র্যদরিদ্রতাং নৃপঃ ॥ ১৫ ॥

বিভজ্য মেরুর্ন যদর্থিসাৎকৃতো ন সিন্ধুরুৎসর্গজলব্যয়ৈর্মরুঃ ।
অমানি তত্তেন নিজাযশোযুগং দ্বিফালবদ্ধাশ্চিকুরাঃ শিরঃ স্থিতম্ ॥ ১৬ ॥

অজস্রমভ্যাসমুপেয়ুষা সমং মুদৈব দেবঃ কবিনা বুধেন চ ।
দধৌ পটীয়ান্ সময়ং নয়ন্নয়ং দিনেশ্বরশ্রীরুদয়ং দিনে দিনে ॥ ১৭ ॥

অধো বিধানাৎ কমলপ্রবালয়োঃ শিরঃসু দানাদখিলক্ষমাভুজাম্ ।
পুরেদমূর্ধ্বং ভবতীতি বেধসা পদং কিমস্যাঙ্কিতমূর্ধ্বরেখয়া ॥ ১৮ ॥

জগজ্জয়ং তেন চ কোশমক্ষয়ং প্রণীতবান্ শৈশবশেষবানয়ম্ ।
সখা রতীশস্য ঋতুর্যথা বনং বপুস্তথালিঙ্গদথাস্য যৌবনম্ ॥ ১৯ ॥

অধারি পদ্মেষু তদঙ্ঘ্রিণা ঘৃণা ক্ব তচ্ছয়চ্ছায়লবোঽপি পল্লবে ?
তদাস্যদাস্যেঽপি গতোঽধিকারিতাং ন শারদঃ পার্বিকশর্বরীশ্বরঃ ॥ ২০ ॥

কিমস্য রোমণাং কপটেন কোটিভির্বিধির্ন রেখাভিরজীগণদ্ গুণান্ ।
ন রোমকূপৌঘমিষাজ্জগৎকৃতা কৃতাশ্চ কিং দূষণশূন্যবিন্দবঃ ? ॥ ২১ ॥

অমুষ্য দোর্ভ্যামরিদুর্গলুণ্ঠনে ধ্রুবং গৃহীতার্গলদীর্ঘপীনতা ।
উরঃশ্রিয়া তত্র চ গোপুরস্ফুরৎকবাটদুর্ধর্ষতিরঃপ্রসারিতা ॥ ২২ ॥

স্বকেলিলেশস্মিতনির্জিতেন্দুনো নিজাংশদৃক্তর্জিতপদ্মসম্পদঃ ।
অতদ্দ্বয়ীজিত্বরসুন্দরান্তরে ন তন্মুখস্য প্রতিমা চরাচরে ॥ ২৩ ॥

সরোরুহং তস্য দৃশৈব তর্জিতং জিতাঃ স্মিতেনৈব বিধোরপি শ্রিয়ঃ ।
কুতঃ পরং ভব্যমহো মহীয়সী তদাননস্যোপমিতৌ দরিদ্রতা ॥ ২৪ ॥

স্ববালভারস্য তদুত্তমাঙ্গজৈঃ স্বয়ঞ্চমর্যেব তুলাভিলাষিণঃ ।
অনাগসে শংসতি বালচাপলং পুনঃ পুনঃ পুচ্ছবিলোলনচ্ছলাৎ ॥ ২৫ ॥

মহীভৃতস্তস্য চ মন্মথশ্রিয়া নিজস্য চিত্তস্য চ তং প্রতীচ্ছয়া ।
দ্বিধা নৃপে তত্র জগত্রয়ীভুবাং নতভ্রুবাং মন্মথবিভ্রমোঽভবৎ ॥ ২৬ ॥

নিমীলনভ্রংশজুষা দৃশা ভৃশং নিপীয় তং যস্ত্রিদশীভিরর্জিতঃ ।
অমুস্তমভ্যাসভরঃ বিবৃণ্বতে নিমেষনিঃস্বৈরধুনাপি লোচনৈঃ ॥ ২৭ ॥

অদস্তদাকর্ণি ফলাঢ্যজীবিতদৃশোর্দ্বয়ং নস্তদবীক্ষি চাফলম্ ।
ইতি স্ম চক্ষুঃশ্রবসাং প্রিয়া নলে স্তুবন্তি নিন্দন্তি হৃদা তদাত্মনঃ ॥ ২৮ ॥

বিলোকয়ন্তীভিরজস্রভাবনাবলাদমুং তত্র নিমীলনেষ্বপি ।
অলম্ভি মর্ত্যাভিরমুষ্য দর্শনে ন বিঘ্নলেশোঽপি নিমেষনির্মিতঃ ॥ ২৯ ॥

ন কা নিশি স্বপ্নগতং দদর্শ তং জগাদ গোত্রস্খলিতে চ কা ন তম্ ?
তদাত্মতাধ্যাতধবা রতে চ কা চকার বা ন স্বমনোময়োদ্ভবম্ ? ॥ ৩০ ॥

শ্রিয়াস্য যোগ্যাহমিতি স্বমীক্ষিতুং করে তমালোক্য সুরূপয়া ধৃতঃ।
বিহায় ভৈমীমপদর্পয়া কয়া ন দর্পণঃ শ্বাসমলীমসঃ কৃতঃ ॥ ৩১ ॥

যথোহ্যমানঃ খলু ভোগভোজিনা প্রসহ্য বৈরোচনিজস্য পত্তনম্।
বিদর্ভজায়া মদনস্তথা মনোঽনলাবরুদ্ধং বয়সৈব বেশিতঃ ॥ ৩২ ॥

নৃপেঽনুরূপে নিজরূপসম্পদাং দিদেশ তস্মিন্ বহুশঃ শ্রুতিং গতে।
বিশিষ্য সা ভীমনরেন্দ্রনন্দনা মনোভবাজ্ঞৈকবশংবদং মনঃ ॥ ৩৩ ॥

উপাসনামেত্য পিতুঃ স্ম রজ্যতে দিনে দিনে সাবসরেষু বন্দিনাম্।
পঠৎসু তেষু প্রতি ভূপতীনলং বিনিদ্ররোমাজনি শৃণ্বতী নলম্ ॥ ৩৪ ॥

কথাপ্রসঙ্গেষু মিথঃ সখীমুখাৎ তৃণেঽপি তন্ব্যা নলনাম্নি শ্রুতে।
দ্রুতং বিধূয়ান্যদভূয়তানয়া মুদা তদাকর্ণনসজ্জকর্ণয়া ॥ ৩৫ ॥

স্মরাৎপরাসোরনিমেষলোচনাদ্ বিভেমি তদ্ভিন্নমুদাহরেতি সা।
জনেন যূনঃ স্তুবতা তদাস্পদে নিদর্শনং নৈষধমভ্যষেচয়ৎ ॥ ৩৬ ॥

নলস্য পৃষ্টা নিষধাগতা গুণান্ মিষেণ দূতদ্বিজবন্দিচারণাঃ।
নিপীয় তৎকীর্তিকথামথানয়া চিরায় তস্থে বিমনায়মানয়া ॥ ৩৭ ॥

প্রিয়ং প্রিয়াং চ ত্রিজগজ্জয়িশ্রিয়ৌ লিখাধিলীলাগৃহভিত্তি কাবপি।
ইতি স্ম সা কারুবরেণ লেখিতং নলস্য চ স্বস্য চ সখ্যমীক্ষতে ॥ ৩৮ ॥

মনোরথেন স্বপতীকৃতং নলং নিশি ক্ব সা ন স্বপতী স্ম পশ্যতি।
অদৃষ্টমপ্যর্থমদৃষ্টবৈভবাৎ করোতি সুপ্তির্জনদর্শনাতিথিম্ ॥ ৩৯ ॥

নিমীলিতাদক্ষিযুগাচ্চ নিদ্রয়া হৃদোঽপি বাহ্যেন্দ্রিয়মৌনমুদ্রিতাৎ।
অদর্শি সংগোপ্য কদাপ্যবীক্ষিতো রহস্যমস্যাঃ স মহন্মহীপতিঃ ॥ ৪০ ॥

অহো অহোভির্মহিমা হিমাগমেঽপ্যভিপ্রপেদে প্রতি তাং স্মরার্দিতাম্।
তপর্তুপূর্তাবপি মেদসাং ভরা বিভাবরীভির্বিভরাংবভূবিরে ॥ ৪১ ॥

স্বকান্তিকীর্তিব্রজমৌক্তিকস্রজঃ শ্রয়ন্তমন্তর্ঘটনাগুণশ্রিয়ম্।
কদাচিদস্যা যুবধৈর্যলোপিনং নলোঽপি লোকাদশৃণোদ্ গুণোৎকরম্ ॥ ৪২ ॥

তমেব লব্ধ্বাবসরং ততঃ স্মরঃ শরীরশোভাজয়জাতমৎসরঃ।
অমোঘশক্ত্যা নিজয়েব মূর্তয়া তয়া বিনির্জেতুমিয়েষ নৈষধম্ ॥ ৪৩ ॥

অকারি তেন শ্রবণাতিথির্গুণঃ ক্ষমাভুজা ভীমনৃপাত্মজাশ্রিতঃ।
তদুচ্চধৈর্যব্যয়সংহিতেষুণা স্মরেণ চ স্বাত্মশরাসনাশ্রয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

অমুষ্য ধীরস্য জয়ায় সাহসী তদা খলু জ্যাং বিশিখৈঃ সনাথয়ন্।
নিমজ্জয়ামাস যশাংসি সংশয়ে স্মরস্ত্রিলোকীবিজয়ার্জিতান্যপি ॥ ৪৫ ॥

অনেন ভৈমীং ঘটয়িষ্যতস্তথা বিধেরবন্ধ্যেচ্ছতয়া ব্যলাসি তৎ।
অভেদি তত্তাদৃগনঙ্গমার্গণৈর্যদস্য পৌষ্পৈরপি ধৈর্যকঞ্চুকম্ ॥ ৪৬ ॥

কিমন্যদদ্যাপি যদস্ত্রতাপিতঃ পিতামহো বারিজমাশ্রয়ত্যহো।
স্মরং তনুচ্ছায়তয়া তমাত্মনা শশাক শঙ্কে স ন লঙ্ঘিতুং নলঃ ॥ ৪৭ ॥

উরোভুবা কুম্ভযুগেন জৃম্ভিতং নবোপহারেণ বয়স্কৃতেন কিম্।
ত্রপাসরিদ্দুর্গমপি প্রতীর্য সা নলস্য তন্বী হৃদয়ং বিবেশ যৎ ॥ ৪৮ ॥

অপহ্নুবানস্য জনায় যন্নিজামধীরতামস্য কৃতং মনোভুবা।
অবোধি তজ্জাগরদুঃখসাক্ষিণী নিশা চ শয্যা চ শশাঙ্ককোমলা ॥ ৪৯ ॥

স্মরোপতপ্তোঽপি ভৃশং ন স প্রভুর্বিদর্ভরাজং তনয়ামযাচত।
ত্যজন্ত্যসূন্ শর্ম চ মানিনো বরং ত্যজন্তি ন ত্বেকমযাচিতব্রতম্ ॥ ৫০ ॥

মৃষাবিষাদাভিনয়াদয়ং কচিজ্জুগোপ নিঃশ্বাসততিং বিয়োগজাম্।
বিলেপনস্যাধিকচন্দ্রভাগতাবিভাবনাচ্চাপললাপ পাণ্ডুতাম্ ॥ ৫১ ॥

শশাক নিহ্নোতুমনেন তৎপ্রিয়াময়ং বভাষে যদলীকবীক্ষিতাম্।
সমাজ এবালপিতাসু বৈণিকৈর্মুমূর্ছে যৎপঞ্চমমূর্ছনাসু চ ॥ ৫২ ॥

অবাপ সাপত্রপতাং স ভূপতির্জিতেন্দ্রিয়াণাং ধুরি কীর্তিতস্থিতিঃ।
অসংবরে শম্বরবৈরিবিক্রমে ক্রমেণ তত্র স্ফুটতামুপেয়ুষি ॥ ৫৩ ॥

অলং নলং রোদ্ধুমমী কিলাভবন্ গুণা বিবেকপ্রভবা ন চাপলম্।
স্মরঃ স রত্যামণিরুদ্ধমেব যৎসৃজত্যয়ং সর্গনিসর্গ ঈদৃশঃ ॥ ৫৪ ॥

অনঙ্গচিহ্নং স বিনা শশাক নো যদাসিতুং সংসদি যত্নবানপি।
ক্ষণং তদারামবিহারকৈতবান্নিষেবিতুং দেশমিয়েষ নির্জনম্ ॥ ৫৫ ॥

অথ শ্রিয়া ভর্ৎসিতমৎস্যকেতনঃ সমং বয়স্যৈঃ স্বরহস্যবেদিভিঃ।
পুরোপকণ্ঠোপবনং কিলেক্ষিতা দিদেশ যানায় নিদেশকারিণঃ ॥ ৫৬ ॥

অমী ততস্তস্য বিভূষিতং সিতং জবেঽপি মানেঽপি চ পৌরুষাধিকম্।
উপাহরন্নশ্বমজস্রচঞ্চলৈঃ খুরাঞ্চলৈঃ ক্ষোদিতমন্দুরোদরম্ ॥ ৫৭ ॥

অথান্তরেণাবটুগামিনাঽধ্বনা নিশীথিনীনাথমহঃসহোদরৈঃ।
নিগালগাদ্দেবমণেরিবোত্থিতৈর্বিরাজিতং কেসরকেশরশ্মিভিঃ ॥ ৫৮ ॥

অজস্রভূমীতটকুট্টনোত্থিতৈরুপাস্যমানং চরণেষু রেণুভিঃ।
রথপ্রকর্ষাধ্যয়নার্থমাগতৈর্জনস্য চেতোভিরিবাণিমাঙ্কিতৈঃ ॥ ৫৯ ॥

চলাচলপ্রোথতয়া মহীভৃতে স্ববেগদর্পানিব বক্তুমুৎসুকম্।
অলং গিরা বেদ কিলায়মাশয়ং স্বয়ং হয়স্যেতি চ মৌনমাস্থিতম্ ॥ ৬০ ॥

মহারথস্যাধ্বনি চক্রবর্তিনঃ পরানপেক্ষোদ্বহনাদ্যশঃসিতম্।
রদাবদাতাংশুমিষাদনীদৃশাং হসন্তমন্তর্বলমর্বতাং রবেঃ ॥ ৬১ ॥

সিতত্বিষশ্চঞ্চলতামুপেয়ুষো মিষেণ পুচ্ছস্য চ কেসরস্য চ।
স্ফুটাঞ্চলচামরযুগ্মচিহ্নকৈরনিহ্নুবানং নিজবাজিরাজতাম্ ॥ ৬২ ॥

অপি দ্বিজিহ্বাভ্যবহারপৌরুষে মুখানুষক্তায়তবল্গুবল্গয়া।
উপেয়িবাংসং প্রতিমল্লতাং রয়স্ময়ে জিতস্য প্রসভং গরুত্মতঃ ॥ ৬৩ ॥

স সিন্ধুজং শীতমহঃসহোদরং হরন্তমুচ্চৈঃশ্রবসঃ শ্রিয়ং হয়ম্।
জিতাখিলক্ষ্মাভৃদনল্পলোচনস্তমারুরোহ ক্ষিতিপাকশাসনঃ ॥ ৬৪ ॥

নিজা ময়ূখা ইব তিগ্মদীধিতিং স্ফুটারবিন্দাঙ্কিতপাণিপঙ্কজম্।
তমশ্ববারা জবনাশ্বযায়িনং প্রকাশরূপা মনুজেশমন্বয়ুঃ ॥ ৬৫ ॥

চলন্নলংকৃত্য মহারযং হয়ং স বাহবাহোচিতবেষপেশলঃ।
প্রমোদ-নিষ্পন্দতরাক্ষিপক্ষ্মভির্ব্যলোকি লোকৈর্নগরালয়ৈর্নলঃ ॥ ৬৬ ॥

ক্ষণাদথৈষ ক্ষণদাপতিপ্রভঃ প্রভঞ্জনাধ্যেয়জবেন বাজিনা।
সহৈব তাভির্জনদৃষ্টিবৃষ্টিভির্বহিঃ পুরোঽভূৎ পুরুহূতপৌরুষঃ ॥ ৬৭ ॥

ততঃ প্রতীচ্ছ প্রহরেতি ভাষিণী পরস্পরোল্লাসিতশল্যপল্লবে।
মৃষা মৃধং সাদিবলে কুতূহলান্নলস্য নাসীরগতে বিতেনতুঃ ॥ ৬৮ ॥

প্রয়াতুমস্মাকমিয়ং কিয়ৎপদং ধরা তদম্ভোধিরপি স্থলায়তাম্।
ইতীব বাহৈর্নিজবেগদর্পিতৈঃ পয়োধিরোধক্ষমমুদ্ধিতং রজঃ ॥ ৬৯ ॥

হরের্যদক্রামি পদৈককেন খং পদৈশ্চতুর্ভিঃ ক্রমণেঽপি যস্য নঃ।
ত্রপা হরীণামিতি নম্রিতাননৈর্ন্যবর্তি তৈরর্ধনভঃকৃতক্রমৈঃ ॥ ৭০ ॥

চমূচরাস্তস্য নৃপস্য সাদিনো জিনোক্তিষু শ্রাদ্ধতয়েব সৈন্ধবাঃ।
বিহারদেশং তমবাপ্য মণ্ডলীমকারয়ন্ ভূরিতুরঙ্গমানপি ॥ ৭১ ॥

দ্বিষদ্ভিরেবাস্য বিলঙ্ঘিতা দিশো যশোভিরেবাব্ধিরকারি গোষ্পদম্।
ইতীব ধারামবধীর্য মণ্ডলীক্রিয়াশ্রিয়াঽমণ্ডি তুরঙ্গমৈঃ স্থলী ॥ ৭২ ॥

অচীকরচ্চারু হয়েন যা ভ্রমী নিজাতপত্রস্য তলস্থলে নলঃ।
মরুৎ কিমদ্যাপি ন তাসু শিক্ষতে বিতথ্য বাত্যাময়চক্রচংক্রমান্ ॥ ৭৩ ॥

বিবেশ গত্বা স বিলাসকাননং ততঃ ক্ষণাৎ ক্ষোণিপতির্ধৃতীচ্ছয়া।
প্রবালরাগচ্ছুরিতং সুষুপ্সয়া হরির্ঘনচ্ছায়মিবাম্ভসাং নিধিম্ ॥ ৭৪ ॥

বনান্তপর্যন্তমুপেত্য সম্পুহং ক্রমেণ তস্মিন্নবতীর্ণদৃক্পথে।
ন্যবর্তি দৃষ্টিপ্রকরৈঃ পুরৌকসামনুব্রজদ্বন্ধুসমাজবন্ধুভিঃ ॥ ৭৫ ॥

ততঃ প্রসূনে চ ফলে চ মঞ্জুলে স সম্মুখীনাঙ্গুলিনা জনাধিপঃ।
নিবেদ্যমানং বনপালপাণিনা ব্যলোকয়ৎ কাননরামণীয়কম্ ॥ ৭৬ ॥

ফলানি পুষ্পাণি চ পল্লবে করে বয়োঽতিপাতোদ্গতবাতবেপিতে।
স্থিতৈঃ সমাধায় মহর্ষিবার্ধকাদ্বনে তদাতিথ্যমশিক্ষি শাখিভিঃ ॥ ৭৭ ॥

বিনিদ্রপত্রালিগতালিকৈতবান্মৃগাঙ্কচূড়ামণিবর্জনার্জিতম্।
দধানমাশাসু চরিষ্ণু দুর্যশঃ স কৌতুকী তত্র দদর্শ কৈতকম্ ॥ ৭৮ ॥

বিয়োগভাজাং হৃদি কণ্টকৈঃ কটুর্নিধীয়সে কর্ণশরঃ স্মরেণ যৎ।
ততো দুরাকর্ষতয়া তদন্তকৃদ্বিগীয়সে মন্মথদেহদাহিনা ॥ ৭৯ ॥

স্বদগ্রসূচীসচিবঃ স কামিনোর্মনোভবঃ সীব্যতি দুর্যশঃ পটৌ।
স্ফুটঞ্চ পত্রৈঃ করপত্রমূর্তিভির্বিয়োগিহৃদ্দারুণি দারুণায়তে ॥ ৮০ ॥

ধনুর্মধুস্বিন্নকরোঽপি ভীমজাপরং পরাগৈস্তব ধূলিহস্তয়ন্।
প্রসূনধন্বা শরসাৎকরোতি মামিতি ক্রুধাঽক্রুশ্যত তেন কৈতকম্ ॥ ৮১ ॥

বিদর্ভসুভ্রূস্তনতুঙ্গতাপ্তয়ে ঘটানিবাপশ্যদলং তপস্যতঃ।
ফলানি ধূমস্য ধয়ানধোমুখান্ স দাড়িমে দোহদধূপিনি দ্রুমে ॥ ৮২ ॥

বিয়োগিনীমৈক্ষত দাড়িমীমসৌ প্রিয়স্মৃতেঃ স্পষ্টমুদীতকণ্টকাম্।
ফলস্তনস্থানবিদীর্ণরাগিহৃদ্বিশচ্ছুকাস্যস্মরকিংশুকাশুগাম্ ॥ ৮৩ ॥

স্মরার্ধচন্দ্রেষুনিভে ক্রশীয়সাং স্ফুটে পলাশেঽধ্বজুষাং পলাশনাৎ।
স বৃন্তমালোকত খণ্ডমন্বিতং বিয়োগিহৃৎখণ্ডিনি কালখণ্ডজম্ ॥ ৮৪ ॥

নবা লতা গন্ধবহেন চুম্বিতা করম্বিতাঙ্গী মকরন্দশীকরৈঃ।
দৃশা নৃপেণ স্মিত শোভিকুড্মলা দরা দরাভ্যাং দরকম্পিনী পপে ॥ ৮৫ ॥

বিচিন্বতীঃ পান্থপতঙ্গহিংসনৈরপুণ্যকর্মাণ্যলিকজ্জলচ্ছলাৎ।
ব্যলোকয়চ্চম্পককোরকাবলীঃ স শম্বরারের্বলিদীপিকা ইব ॥ ৮৬ ॥

অমন্যতাসৌ কুসুমেষুগর্ভজং পরাগমন্ধঙ্করণং বিয়োগিনাম্।
স্মরেণ মুক্তেষু পরারয়ে তদঙ্গভস্মেব শরেষু সঙ্গতম্ ॥ ৮৭ ॥

পিকাদ্বনে শৃণ্বতি ভৃঙ্গহুঙ্কৃতৈর্দশামুদঞ্চৎকরুণং বিয়োগিনাম্।
অনাস্থয়া সূনকরপ্রসারিণীং দদর্শ দূনঃ স্থলপদ্মিনীং নলঃ ॥ ৮৮ ॥

রসালসালঃ সমদৃশ্যতামুনা স্ফুরদ্দ্বিরেফারবরোষহুঙ্কৃতিঃ।
সমীরলোলৈর্মুকুলৈর্বিয়োগিনে জনায় দিৎসন্নিব তর্জনাভিয়ম্ ॥ ৮৯ ॥

দিনে দিনে ত্বং তনুরেধি রেঽধিকং পুনঃ পুনর্মূর্চ্ছ চ মৃত্যুমৃচ্ছ চ।
ইতীব পান্থং শপতঃ পিকান্ দ্বিজান্ সখেদমৈক্ষিষ্ট স লোহিতেক্ষণান্ ॥ ৯০ ॥

অলিস্রজা কুড্মলমুচ্চশেখরং নিপীয় চাম্পেয়মধীরয়া দৃশা।
স ধূমকেতুং বিপদে বিয়োগিনামুদীতমাতঙ্কিতবানশঙ্কত ॥ ৯১ ॥

গলৎপরাগং ভ্রমিভঙ্গিভিঃ পতৎ প্রসক্তভৃঙ্গাবলি নাগকেসরম্।
স মারনারাচনিঘর্ষণস্খলজ্জ্বলৎকণং শাণমিব ব্যলোকয়ৎ ॥ ৯২ ॥

তদঙ্গমুদ্দিশ্য সুগন্ধি পাতুকাঃ শিলীমুখালীঃ কুসুমাদ্ গুণস্পৃশঃ।
স্বচাপদুর্নির্গতমার্গণভ্রমাৎ স্মরঃ স্বনন্তীরবলোক্য লজ্জিতঃ ॥ ৯৩ ॥

মরুল্ললৎপল্লবকণ্টকৈঃ ক্ষতং সমুচ্চরচ্চন্দনসারসৌরভম্।
স বারনারীকুচসঞ্চিতোপমং দদর্শ মালূরফলং পচেলিমম্ ॥ ৯৪ ॥

যদ্বন্ধ্রবীচিস্তনিমজ্জনোচিতপ্রসূনশূন্যেতরগর্ভগহ্বরম্ ।
স্মরেষুধীকৃত্য ধিয়া ভিয়াঽন্ধয়া স পাটলায়াঃ স্তবকং প্রকম্পিতঃ ॥ ৯৫ ॥

মুনিদ্রুমঃ কোরকিতঃ শিতিদ্যুতির্বনেঽমুনাঽমন্যত সিংহিকাসুতঃ ।
তমিস্রপক্ষত্রুটিকূটভক্ষিতং কলাকলাপং কিল বৈধবং বমন্ ॥ ৯৬ ॥

পুরোহঠাক্ষিপ্ততুষারপাণ্ডরচ্ছদা বৃতেবীরুধি নম্ধবিভ্রমাঃ ।
মিলন্নিমীলং বিদধুর্বিলোকিতা নভস্বতস্তং কুসুমেষু কেলয়ঃ ॥ ৯৭ ॥

গতা যদুৎসঙ্গতলে বিশালতাং দ্রুমাঃ শিরোভিঃ ফলগৌরবেণ তাম্ ।
কথং ন ধাত্রীমতিমাত্রনামিতৈঃ স বন্দমানানভিনন্দতি স্ম তান্ ? ॥ ৯৮ ॥

নৃপায় তস্মৈ হিমিতং বনানিলৈঃ সুধীকৃতং পুষ্পরসৈরহর্মহঃ ।
বিনির্মিতং কেতকরেণুভিঃ সিতং বিয়োগিনেঽধত্ত ন কৌমুদী মুদঃ ॥ ৯৯ ॥

বিয়োগভাজোঽপি নৃপস্য পশ্যতা তদেব সাক্ষাদমৃতাংশুমাননম্ ।
পিকেন রোষারুণচক্ষুষা মুহুঃ কুহূরুতাঽঽহূয়ত চন্দ্রবৈরিণী ॥ ১০০ ॥

অশোকমর্থান্বিতনামতাশয়া গতান্ শরণ্যং গৃহশোচিনোঽধ্বগান্ ।
অমন্যতাবস্তুমিবৈষ পল্লবৈঃ প্রতীষ্টকামজ্বলদস্ত্রজালকম্ ॥ ১০১ ॥

বিলাসবাপীতটবীচিবাদনাৎ পিকালিগীতৈঃ শিখিলাস্যলাঘবাৎ ।
বনেঽপি তৌর্যত্রিকমাররাধ তং ক্ব ভোগমাপ্নোতি ন ভাগ্যভাগ্জনঃ ॥ ১০২ ॥

তদর্থমধ্যাপ্য জনেন তদ্বনে শুকা বিমুক্তাঃ পটবস্তমস্তুবন্ ।
স্বরামৃতেনোপজগুশ্চ শারিকাস্তথৈব তৎপৌরুষগায়নীকৃতাঃ ॥ ১০৩ ॥

ইতীষ্টগন্ধাঢ্যমটন্নসৌ বনং পিকোপগীতোঽপি শুকস্তুতোঽপি চ ।
অবিন্দতামোদভরং বহিশ্চরং বিদর্ভসুভ্রূবিরহেণ নান্তরম্ ॥ ১০৪ ॥

করেণ মীনং নিজকেতনং দধদ্ দ্রুমালবালাম্বুনিবেশশঙ্কয়া ।
ব্যতার্কি সর্বর্তুবনে বনে মধুং স মিত্রমত্রানুসরন্নিব স্মরঃ ॥ ১০৫ ॥

লতাবলালাস্যকলাগুরুস্তরুপ্রসূনগন্ধোৎকর পশ্যতোহরঃ ।
অসেবতামুং মধুগন্ধবারিণি প্রণীতলীলাপ্লবনো বনানিলঃ ॥ ১০৬ ॥

অথ স্বমাদায় ভয়েন মন্থনাচ্চিরত্নরত্নাধিকমুচ্চিতং চিরাৎ ।
নিলীয় তস্মিন্নিবসন্নপাংনিধির্বনে তড়াগো দদৃশেঽবনীভুজা ॥ ১০৭ ॥

পয়োনিলীনাভ্রমুকামুকাবলীরদাননস্তোরগপুচ্ছসচ্ছবীন্ ।
জলার্ধরুদ্ধস্য তটান্তভূমিদো মৃণালজালস্য নিভাদ্ বভার যঃ ॥ ১০৮ ॥

তটান্তবিশ্রান্ততুরঙ্গমচ্ছটাস্ফুটানুবিম্বোদয়চুম্বনেন যঃ ।
বভৌ চলদ্বীচিকশান্তশাতনৈঃ সহস্রমুচ্চৈঃশ্রবসামিব শ্রয়ন্ ॥ ১০৯ ॥

সিতাম্বুজানাং নিবহস্য যশ্ছলাদ্ বভাবলিশ্যামলিতোদরশ্রিয়াম্ ।
তমঃসমচ্ছায়কলঙ্কসংকুলং কুলং সুধাংশোর্বহুলং বহন্ বহু ॥ ১১০ ॥

রথাঙ্গভাজা কমলানুষঙ্গিণা শিলীমুখস্তোমসখেন শার্ঙ্গিণা।
সরোজিনীস্তম্বকদম্বকৈতবান্মৃণালশেষাহিভুবাহম্বযায়ি যঃ॥ ১১১॥

তরঙ্গিণীরঙ্কজুষঃ স্ববল্লভাস্তরঙ্গলেখা বিভরাম্বভূব যঃ।
দরোদ্গতৈঃ কোকনদৌঘকোরকৈধৃতপ্রবালাঙ্কুরসঞ্চয়শ্চ যঃ॥ ১১২॥

মহীয়সঃ পঙ্কজমণ্ডলস্য যশ্ছলেন গৌরস্য চ মেচকস্য চ।
নলেন মেনে সলিলে নিলীনয়োস্ত্বিষং বিমুঞ্চন্ বিধুকালকূটয়োঃ॥ ১১৩॥

চলীকৃতা যত্র তরঙ্গরিঙ্গনৈরবালশৈবাললতাপরম্পরাঃ।
ধ্রুবং দধুর্বাড়বহব্যবাডবস্থিতিপ্ররোহত্তমভূমধূমতাম্॥ ১১৪॥

প্রকামমাদিত্যমবাপ্য কণ্টকৈঃ করম্বিতাহংমোদভরং বিবৃম্বতী।
ধৃতস্ফুটশ্রীগৃহবিগ্রহা দিবা সরোজিনী যৎপ্রভবাপ্সরায়িতা॥ ১১৫॥

যদম্বুপূরপ্রতিবিম্বিতায়তির্মরুত্তরঙ্গৈস্তরলস্তটদ্রুমঃ।
নিমজ্য মৈনাকমহীভৃতঃ সতস্ততান পক্ষান্ ধুবতঃ সপক্ষতাম্॥ ১১৬॥
(যুগ্মম্)

পয়োধিলক্ষ্মীমুষি কেলিপল্বলে রিরংসুহংসীকলনাদসাদরম্।
স তত্র চিত্রং বিচরন্তমন্তিকে হিরন্ময়ং হংসমবোধি নৈষধঃ॥ ১১৭॥
প্রিয়াসু বালাসু রতিক্ষমাসু চ দ্বিপত্রিতং পল্লবিতঞ্চ বিভ্রতম্।
স্মরার্জিতং রাগমহীরুহাঙ্কুরং মিষেণ চঞ্চোশ্চরণদ্বয়স্য চ॥ ১১৮॥

মহীমহেন্দ্রস্তমবেক্ষ্য স ক্ষণং শকুন্তমেকান্তমনোবিনোদিনম্।
প্রিয়াবিয়োগাদ্বিধুরোঽপি নির্ভরং কুতূহলাক্রান্তমনা মনাগভূত্॥ ১১৯॥

অবশ্যভব্যেষ্বনবগ্রহগ্রহা যয়া দিশা ধাবতি বেধসঃ স্পৃহা।
তৃণেন বাত্যেব তয়াহনুগম্যতে জনস্য চিত্তেন ভৃশাবশাত্মনা॥ ১২০॥

অথাবলম্ব্য ক্ষণমেকপাদিকাং তদা নিদদ্রাবুপপল্বলং খগঃ।
স তির্যগাবর্জিতকন্ধরঃ শিরঃ পিধায় পক্ষেণ রতিক্লমালসঃ॥ ১২১॥

সনালমাত্মাননর্নির্জিতপ্রভং হ্রিয়া নতং কাঞ্চনমম্বুজন্ম কিম্।
অবুদ্ধ তং বিদ্রুমদণ্ডমণ্ডিতং স পীতমম্ভঃপ্রভুচামরঞ্চ কিম্?॥ ১২২॥

কৃতাবরোহস্য হয়াদুপানহৌ ততঃ পদে রেজতুরস্য বিভ্রতী।
তয়োঃ প্রবালৈর্বনয়োস্তথাম্বুজৈর্নিযোদ্ধুকামে কিমু বদ্ধবর্মণী?॥ ১২৩॥

বিধায় মূর্তিং কপটেন বামনীং স্বয়ং বলিধ্বংসিবিড়ম্বিনীময়ম্।
উপেতপার্শ্বশ্চরণেন মৌনিনা নৃপঃ পতঙ্গং সমধত্ত পাণিনা॥ ১২৪॥

তদাত্তমাত্মানমবেত্য সম্ভ্রমাত্ পুনঃ পুনঃ প্রায়সদুৎপ্লবায় সঃ।
গতো বিরুত্যোড্ডয়নে নিরাশতাং করৌ নিরোদ্ধুর্দশতি স্ম কেবলম্॥ ১২৫॥

সসম্ভ্রমোৎপাতিপতৎকুলাকুলং সরঃ প্রপদ্যোৎকতয়াহনুকম্পিতাম্।
তমূর্মিলোলৈঃ পতগগ্রহান্নৃপং ন্যবারয়দ্বারিরুহৈঃ করৈরিব॥ ১২৬॥

পতত্রিণা তদ্রুচিরেণ বঞ্চিতং শ্রিয়ঃ প্রয়াস্ত্যাঃ প্রবিহায় পল্বলম্ ।
চলৎপদাম্ভোরুহনূপুরোপমা চুকূজ কূলে কলহংসমণ্ডলী ॥ ১২৭ ॥

ন বাসযোগ্যা বসুধেয়মীদৃশস্ত্বমঙ্গ ! যস্যাঃ পতিরুজ্ঝিতস্থিতিঃ ।
ইতি প্রহায় ক্ষিতিমাশ্রিতা নভঃ খগাস্তমাচুক্রুশুরারবৈঃ খলু ॥ ১২৮ ॥

ন জাতরূপচ্ছদজাতরূপতা দ্বিজস্য দৃষ্টেয়মিতি স্তুবন্ মুহুঃ ।
অবাদি তেনাথ স মানসৌকসা জনাধিনাথঃ করপঞ্জরস্পৃশা ॥ ১২৯ ॥

ধিগস্তু তৃষ্ণাতরলং ভবন্মনঃ সমীক্ষ্য পক্ষান্মম হেমজন্মনঃ ।
তবার্ণবস্যেব তুষারশীকরৈর্ভবেদমীভিঃ কমলোদয়ঃ কিয়ান্ ॥ ১৩০ ॥

ন কেবলং প্রাণিবধো বধো মম ত্বদীক্ষণাদ্বিশ্বসিতান্তরাত্মনঃ ।
বিগর্হিতং ধর্মধনৈর্নিবর্হণং বিশিষ্য বিশ্বাসজুষাং দ্বিষামপি ॥ ১৩১ ॥

পদে পদে সন্তি ভটা রণোদ্ভটা ন তেষু হিংসারস এষ পূর্যতে ? ।
ধিগীদৃশং তে নৃপতেঃ কুবিক্রমং কৃপাশ্রয়ে যঃ কৃপণে পতত্রিণি ॥ ১৩২ ॥

ফলেন মূলেন চ বারিভূরুহাং মুনেরিবেত্থং মম যস্য বৃত্তয়ঃ ।
ত্বয়াদ্য তস্মিন্নপি দণ্ডধারিণা কথং ন পত্যা ধরণী হৃণীয়তে ॥ ১৩৩ ॥

ইতীদৃশৈস্তং বিরচয্য বাঙ্ময়ৈঃ সচিত্রবৈলক্ষ্যকৃপং নৃপং খগঃ ।
দয়াসমুদ্রে স তদাশয়েঽতিথীচকার কারুণ্যরসাপগা গিরঃ ॥ ১৩৪ ॥

মদেকপুত্রা জননী জরাতুরা নবপ্রসূতির্বরটা তপস্বিনী ।
গতিস্তয়োরেষ জনস্তমর্দয়ন্নহো বিধে ! ত্বাং করুণা রুণদ্ধি নো ॥ ১৩৫ ॥

মুহূর্তমাত্রং ভবনিন্দয়া দয়াসখাঃ সখায়ঃ স্রবদশ্রবো মম ।
নিবৃত্তিমেষ্যন্তি পরং দুরুত্তরস্ত্বয়ৈব মাতঃ ! সুতশোকসাগরঃ ॥ ১৩৬ ॥

মদর্থসন্দেশমৃণালমন্থরঃ প্রিয়ঃ কিয়দ্দূর ইতি ত্বয়োদিতে ।
বিলোকয়ন্ত্যা রুদতোঽথ পক্ষিণঃ প্রিয়ে ! স কীদৃগ্ভবিতা তব ক্ষণঃ ? ॥ ১৩৭ ॥

কথং বিধাতর্ময়ি পাণিপঙ্কজাত্তব প্রিয়াশৈত্যমৃদুত্বশিল্পিনঃ ।
বিয়োক্ষ্যসে বল্লভয়েতি নির্গতা লিপির্ললাটন্তপনিষ্ঠুরাক্ষরা ॥ ১৩৮ ॥

অপি স্বযূথ্যৈরশনিক্ষতোপমং মমাদ্য বৃত্তান্তমিমং বতোদিতা ।
মুখানি লোলাক্ষি ! দিশামসংশয়ং দশাপি শূন্যানি বিলোকয়িষ্যসি ॥ ১৩৯ ॥

মমৈব শোকেন বিদীর্ণবক্ষসা ত্বয়াঽপি চিত্রাঙ্গি ! বিপদ্যতে যদি ।
তদাস্মি দৈবেন হতোঽপি হা হতঃ স্ফুটং যতস্তে শিশবঃ পরাসবঃ ॥ ১৪০ ॥

তবাপি হাহা বিরহাৎ ক্ষুধাকুলাঃ কুলায়কূলেষু বিলুঠ্য তেষু তে ।
চিরেণ লব্ধা বহুভির্মনোরথৈর্গতাঃ ক্ষণেনাস্ফুটিতেক্ষণা মম ॥ ১৪১ ॥

সুতাঃ কমাহূয় চিরায় চুঙ্কৃতৈর্বিধায় কম্প্রাণি মুখানি কং প্রতি ? ।
কথাসু শিষ্যধ্বমিতি প্রমীল্য স স্রুতস্য সেকাদ্ বুবুধে নৃপাশ্রুণঃ ॥ ১৪২ ॥

ইত্থমমুং বিলপন্তমমুঞ্চদ্দীনদয়ালুতয়াঽবনিপালঃ।
রূপমদর্শি ধৃতোঽসি যদর্থং গচ্ছ যথেচ্ছমথেত্যভিধায় ॥ ১৪৩ ॥

আনন্দজাশ্রুভিরনুস্রিয়মাণমার্গান্ প্রাক্‌শোকনির্গলিতনেত্রপয়ঃপ্রবাহান্।
চক্রে স চক্রনিভচঙ্ক্রমণচ্ছলেন নীরাজনাং জনয়তাং নিজবান্ধবানাম্ ॥ ১৪৪ ॥

শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্।
তচ্চিন্তামণিমন্ত্রচিন্তনফলে শৃঙ্গারভঙ্গ্যা মহা-
কাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গোঽয়মাদির্গতঃ ॥ ১৪৫ ॥

× × × × × × × × × × × × দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

অধিগত্য জগত্যধীশ্বরাদথ মুক্তিং পুরুষোত্তমাত্ততঃ।
বচসামপি গোচরো ন যঃ স তমানন্দমবিন্দত দ্বিজঃ ॥ ১ ॥

অধুনীত খগঃ স নৈকধা তনুমুৎফুল্লতনূরুহীকৃতাম্।
করযন্ত্রণদন্তুরান্তরে ব্যলিখচ্চঞ্চুপুটেন পক্ষতী ॥ ২ ॥

অয়মেকতমেন পক্ষতেরধিমধ্যোর্ধ্বগজঙ্ঘমঙ্ঘ্রিণা।
স্খলনক্ষণ এব শিশ্রিয়ে দ্রুতকণ্ডূয়িতমৌলিরালয়ম্ ॥ ৩ ॥

স গরুদ্বনদুর্গদুর্গ্রহান্ কটু কীটান্ দশতঃ সতঃ ক্বচিৎ।
নুনুদে তনুকণ্ডু পণ্ডিতঃ পটুচঞ্চুপুটকোটিকুট্টনৈঃ ॥ ৪ ॥

অয়মেত্য তড়াগনীড়জৈর্লঘু পর্যব্রিয়তাথ শঙ্কিতৈঃ।
উদডীয়ত বৈকৃতাত্ করগ্রহজাদস্য বিকস্বরস্বরৈঃ ॥ ৫ ॥

দধতো বহুশৈবলক্ষমতাং ধৃতরুদ্রাক্ষমধুব্রতং খগঃ।
স নলস্য যযৌ করং পুনঃ সরসঃ কোকনদভ্রমাদিব ॥ ৬ ॥

পতগশ্চিরকাললালনাদতিবিশ্রম্ভমবাপিতো নু সঃ।
অতুলং বিদধে কুতূহলং ভুজমেতস্য ভজন্মহীভুজঃ ॥ ৭ ॥

নৃপমানসমিষ্টমানসঃ স নিমজ্জৎকুতুকামৃতোর্মিষু।
অবলম্বিতকর্ণশষ্কুলীকলসীকং রচয়ন্নবোচত ॥ ৮ ॥

মৃগয়া ন বিগীয়তে নৃপৈরপি ধর্মাগমমর্মপারগৈঃ।
স্মরসুন্দর ! মাং যদত্যজস্তব ধর্মঃ স দয়োদয়োজ্জ্বলঃ ॥ ৯ ॥

অবলম্বকুলাশিনো ঝষান্নিজনীড়দ্রুমপীড়িনঃ খগান্।
অনবদ্যতৃণার্দিনো মৃগান্ মৃগয়াঽঘায় ন ভূভৃতাং ঘ্নতাম্ ॥ ১০ ॥

যদবাদিষমপ্রিয়ন্তব প্রিয়মাধায় নুনুৎসুরস্মি তৎ।
কৃতমাতপসংজ্বরং তরোরভিবৃষ্যামৃতমংশুমানিব ॥ ১১ ॥

উপনম্রমযাচিতং হিতং পরিহর্তুং ন তবাপি সাম্প্রতম্ ।
করকল্পজনান্তরাদ্বিধেঃ শুচিতঃ প্রাপি স হি প্রতিগ্রহঃ ॥ ১২ ॥

পতগেন ময়া জগৎপতেরুপকৃত্যৈ তব কিং প্রভূয়তে ?
ইতি বেদ্মি, ন তু ত্যজন্তি মাং তদপি প্রত্যুপকর্তুমর্তয়ঃ ॥ ১৩ ॥

অচিরাদুপকর্তুরাচরেদথবাত্মৌপয়িকীমুপক্রিয়াম্ ।
পৃথুরিত্থমথাণুরস্তু সা ন বিশেষে বিদুষামিহ গ্রহঃ ॥ ১৪ ॥

ভবিতা ন বিচারচারু চেত্তদপি শ্রব্যমিদং মদীরিতম্ ।
খগবাগিয়মিত্যতোঽপি কিং ন মুদং দাস্যতি কীরগীরিব ॥ ১৫ ॥

স জয়ত্যরিসার্থসার্থকীকৃতনামা কিল ভীমভূপতিঃ ।
যমবাপ্য বিদর্ভভূঃ প্রভুং হসতি দ্যামপি শক্রভর্তৃকাম্ ॥ ১৬ ॥

দমনাদমনাক্ প্রসেদুষস্তনয়াং তথ্যগিরস্তপোধনাৎ ।
বরমাপ স দিষ্টবিষ্টপত্রিতয়ানন্যসদৃগ্গুণোদয়াম্ ॥ ১৭ ॥

ভুবনত্রয়সুভ্রুবামসৌ দময়ন্তী কমনীয়তামদম্ ।
উদিয়ায় যতস্তনুশ্রিয়া দময়ন্তীতি ততোঽভিধাং দধৌ ॥ ১৮ ॥

শ্রিয়মেব পরং ধরাধিপাদ্ গুণসিন্ধোরুদিতামবেহি তাম্ ।
ব্যবধাবপি বা বিধোঃ কলাং মৃডচূড়ানিলয়াং ন বেদ কঃ ॥ ১৯ ॥

চিকুরপ্রকরা জয়ন্তি তে বিদুষী মূর্ধনি সা বিভর্তি যান্ ।
পশুনাঽপ্যপুরস্কৃতেন তত্তুলনামিচ্ছতু চামরেণ কঃ ॥ ২০ ॥

স্বদৃশোর্জনয়ন্তি সান্ত্বনাং খুরকণ্ডূয়নকৈতবান্মৃগাঃ ।
জিতয়োরুদয়ৎ প্রমীলয়োস্তদখর্বেক্ষণশোভয়া ভয়াৎ ॥ ২১ ॥

অপি লোকযুগং দৃশাবপি শ্রুতদৃষ্টা রমণীগুণা অপি ।
শ্রুতিগামিতয়া দমস্বসুর্ব্যতিভাতে সুতরাং ধরাপতে ॥ ২২ ॥

নলিনং মলিনং বিবৃণ্বতী পৃষতীমস্পৃশতী তদীক্ষণে ।
অপি খঞ্জনমঞ্জনাঞ্চিতে বিদধাতে রুচিগর্বদুর্বিধম্ ॥ ২৩ ॥

অধরং খলু বিম্বনামকং ফলমস্মাদিতি ভব্যমন্বয়ম্ ।
লভতেঽধরবিম্বমিত্যদঃপদমস্যা রদনচ্ছদং বদৎ ॥ ২৪ ॥

হৃতসারমিবেন্দুমণ্ডলং দময়ন্তীবদনায় বেধসা ।
কৃতমধ্যবিলং বিলোক্যতে ধৃতগম্ভীরখনীখনীলিম ॥ ২৫ ॥

ধৃতলাঞ্ছনগোময়াঞ্চনং বিধুমালেপনপাণ্ডরং বিধিঃ ।
ভ্রময়ত্যুচিতং বিদর্ভজাননীরাজনবর্ধমানকম্ ॥ ২৬ ॥

সুষমাবিষয়ে পরীক্ষণে নিখিলং পদ্মমভাজি তন্মুখাৎ ।
অধুনাপি ন ভঙ্গলক্ষণং সলিলোন্মজ্জনমুজ্ঝতি স্ফুটম্ ॥ ২৭ ॥

ধনুষী রতিপঞ্চবাণয়োরুদিতে বিশ্বজয়ায় তদ্ ভ্রুবৌ।
নলিকে ন তদুচ্চনাসিকে ত্বয়ি নালীকবিমুক্তিকাময়োঃ ॥ ২৮ ॥

সদৃশী তব শূর! সা পরং জলদুর্গস্থমৃণালজিদ্ভুজা।
অপি মিত্রজুষাং সরোরুহাং গৃহয়ালুঃ করলীলয়া শ্রিয়ঃ ॥ ২৯ ॥

বয়সী শিশুতাতদুত্তরে সুদৃশি স্বাভিবিধিং বিধিৎসুনী।
বিধিনাপি ন রোমরেখয়া কৃতসীম্নী প্রবিভজ্য রজ্যতঃ ॥ ৩০ ॥

অপি তদ্বপুষি প্রসর্পতোর্গমিতে কান্তিঝরৈরগাধতাম্।
স্মরযৌবনয়োঃ খলু দ্বয়োঃ প্লবকুম্ভৌ ভবতঃ কুচাবুভৌ ॥ ৩১ ॥

কলসে নিজহেতুদণ্ডজঃ কিমু চক্রভ্রমকারিতাগুণঃ?
স তদুচ্চকুচৌ ভবন্ প্রভাঝরচক্রভ্রমমাতনোতি যৎ ॥ ৩২ ॥

ভজতে খলু ষণ্মুখং শিখী চিকুরৈর্নির্মিতবর্হগর্হণঃ।
অপি জম্ভরিপুং দমস্বসুর্জিতকুম্ভঃ কুচশোভয়েভরাট্ ॥ ৩৩ ॥

উদরং নতমধ্যপৃষ্ঠতাস্ফুরদঙ্গুষ্ঠপদেন মুষ্টিনা।
চতুরঙ্গুলিমধ্যনির্গতত্রিবলিভ্রাজি কৃতং দমস্বসুঃ ॥ ৩৪ ॥

উদরং পরিমাতি মুষ্টিনা কুতুকী কোঽপি দমস্বসুঃ কিমু?।
ধৃতবচ্চতুরঙ্গুলীব যদ্বলিভির্ভাতি সহেমকাঞ্চিভিঃ ॥ ৩৫ ॥

পৃথুবর্তুলতন্নিতম্বকৃস্মিহিরস্যন্দনশিল্পশিক্ষয়া।
বিধিরেকচক্রচারিণং কিমু নির্মিৎসতি মান্মথং রথম্ ॥ ৩৬ ॥

তরুমূরুযুগেন সুন্দরী কিমু রম্ভাং পরিণাহিনা পরম্।
তরুণীমপি জিষ্ণুরেব তাং ধনদাপত্যতপঃ ফলস্তনীম্ ॥ ৩৭ ॥

জলজে রবিসেবয়েব যে পদমেতৎপদতামবাপতুঃ।
ধ্রুবমেত্য রুতঃ সহংসকীকুরুতস্তে বিধিপত্রদম্পতী ॥ ৩৮ ॥

শ্রিতপুণ্যসরঃসরিৎকথং ন সমাধিক্ষপিতাখিলক্ষপম্।
জলজং গতিমেতু মঞ্জুলাং দময়ন্তীপদনাম্নি জন্মনি ॥ ৩৯ ॥

সরসীঃ পরিশীলিতুং ময়া গমিকর্মীকৃতনৈকনীবৃতা।
অতিথিত্বমনায়ি সা দৃশোঃ সদসৎসংশয়গোচরোদরী ॥ ৪০ ॥

অবধৃত্য দিবোঽপি যৌবতৈর্ন সহাধীতবতীমিমামহম্।
কতমস্তু বিধাতুরাশয়ে পতিরস্যা বসতীত্যচিন্তয়ম্ ॥ ৪১ ॥

অনুরূপমিমং নিরূপয়ন্নথ সর্বেষ্বপি পূর্বপক্ষতাম্।
যুবস্তু ব্যপনেতুমক্ষমস্ত্বয়ি সিদ্ধান্তধিয়ং ন্যবেশয়ম্ ॥ ৪২ ॥

অনয়া তব রূপসীময়া কৃতসংস্কারবিবোধনস্য মে।
চিরমপ্যবলোকিতাদ্য সা স্মৃতিমারূঢবতী শুচিস্মিতা ॥ ৪৩ ॥

ত্বয়ি বীর ! বিরাজতে পরং দময়ন্তীকিলকিঞ্চিতং কিল ।
তরুণীস্তন এব দীপ্যতে মণিহারাবলিরামণীয়ম্‌ ॥ ৪৪ ॥

তব রূপমিদং তয়া বিনা বিফলং পুষ্পমিবাবকেশিনঃ ।
ইয়মুদ্ধধনা বৃথাবনী, স্ববনী সম্প্রবদর্থপিকাপি কা ? ॥ ৪৫ ॥

অনয়ামরকাম্যমানয়া সহ যোগঃ সুলভস্তু ন ত্বয়া ।
ঘনসংবৃতয়াঽম্বুদাগমে কুমুদেনেব নিশাকরত্বিষা ॥ ৪৬ ॥

তদহং বিদধে তথা তথা দময়ন্ত্যাঃ সবিধে তব স্তবম্‌ ।
হৃদয়ে নিহিতস্তয়া ভবানপি নেন্দ্রেণ যথাঽপনীয়তে ॥ ৪৭ ॥

তব সম্মতিমত্র কেবলামধিগন্তুং ধিগিদং নিবেদিতম্‌ ।
ব্রুবতে হি ফলেন সাধবো ন তু কণ্ঠেন নিজোপযোগিতাম্‌ ॥ ৪৮ ॥

তদিদং বিশদং বচোঽমৃতং পরিপীয়াভ্যুদিতং দ্বিজাধিপাৎ ।
অতিতৃপ্ততয়া বিনির্মমে স তদুদ্গারমিব স্মিতং সিতম্‌ ॥ ৪৯ ॥

পরিমৃজ্য ভুজাগ্রজন্মনা পতগং কোকনদেন নৈষধঃ ।
মৃদু তস্য মুদেঽকিরদ্‌ গিরঃ প্রিয়বাদামৃতকূপকণ্ঠজাঃ ॥ ৫০ ॥

ন তুলাবিষয়ে তবাকৃতি র্ন বচো বর্ত্মনি তে সুশীলতা ।
ত্বদুদাহরণাকৃতৌ গুণা ইতি সামুদ্রিকসারমুদ্রণা ॥ ৫১ ॥

ন সুবর্ণময়ী তনুঃ পরং ননু কিং বাগপি তাবকী তথা ।
ন পরং পথি পক্ষপাতিতাঽনবলম্বে কিমু মাদৃশেঽপি সা ॥ ৫২ ॥

ভৃশতাপভৃতা ময়া ভবান্মরুদাসাদি তুষারসারবান্‌ ।
ধনিনামিতরঃ সতাং পুনর্গুণবৎসন্নিধিরেব সন্নিধিঃ ॥ ৫৩ ॥

শতশঃ শ্রুতিমাগতৈব সা ত্রিজগন্মোহমহৌষধির্মম ।
অধুনা তব শংসিতেন তু স্বদৃশেবাধিগতামবৈমি তাম্‌ ॥ ৫৪ ॥

অখিলং বিদুষামনাবিলং সুহৃদা চ স্বহৃদা চ পশ্যতাম্‌ ।
সবিধেঽপি ন সূক্ষ্মসাক্ষিণী বদনালঙ্কৃতিমাত্রমক্ষিণী ॥ ৫৫ ॥

অমিতং মধু তৎকথা মম শ্রবণপ্রাঘুণকীকৃতা জনৈঃ ।
মদনানলবোধনেঽভবৎ খগ ধায্যা ধিগধৈর্যধারিণঃ ॥ ৫৬ ॥

বিষমো মলয়াহিমণ্ডলীবিষফূৎকারময়ো ময়োহিতঃ ।
বত কালকলত্রদিগ্ভবঃ পবনস্তদ্বিরহানলৈধসা ॥ ৫৭ ॥

প্রতিমাসমসৌ নিশাকরঃ খগ ! সঙ্গচ্ছতি যদ্দিনাধিপম্‌ ।
কিমু তীব্রতরৈস্ততঃ করৈর্মম দাহায় স ধৈর্যতস্করৈঃ ? ॥ ৫৮ ॥

কুসুমানি যদি স্মরেষবো ন তু বজ্রং বিষবল্লিজনানি তৎ ।
হৃদয়ং যদমূহ্নমূর্মম যচ্চাতিতমামতীতপন্‌ ॥ ৫৯ ॥

তদিহানবধৌ নিমজ্জতো মম কন্দর্পশরাধিনীরধৌ।
ভব পোত ইবাবলম্বনং বিধিনাঽকস্মিকস্‌ষ্টসন্নিধিঃ ॥ ৬০ ॥

অথবা ভবতঃ প্রবর্ত্তনা ন কথং পিষ্টমিয়ং পিনষ্টি নঃ ?
স্বত এব সতাং পরার্থতা গ্রহণানাং হি যথা যথার্থতা ॥ ৬১ ॥

তব বর্ত্মনি বর্ততাং শিবং পুনরস্তু ত্বরিতং সমাগমঃ।
অপি সাধয় সাধয়েপ্সিতং স্মরণীয়াঃ সময়ে বয়ং বয়ঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি তং স বিসৃজ্য ধৈর্যবান্নৃপতিঃ সূনৃতবাগ্বৃহস্পতিঃ।
অবিশদ্বনবেশ্ম বিস্মিতঃ শ্রুতিলগ্নৈঃ কলহংসশংসিতৈঃ ॥ ৬৩ ॥

অথ ভীমসুতাবলোকনৈঃ সফলং কর্তুমহস্তদেব সঃ।
ক্ষিতিমণ্ডলমণ্ডনায়িতং নগরং কুণ্ডিনমণ্ডজো যযৌ ॥ ৬৪ ॥

প্রথমং পথি লোচনাতিথিং পথিকপ্রার্থিতাসিদ্ধিশংসিনম্।
কলসং জলসংভৃতং পুরঃ কলহংসঃ কলয়াম্বভূব সঃ ॥ ৬৫ ॥

অবলম্ব্য দিদৃক্ষয়াঽম্বরে ক্ষণমাশ্চর্যরসালসং গতম্।
স বিলাসবনেঽবনীভৃতঃ ফলমৈক্ষিষ্ট রসালসংগতম্ ॥ ৬৬ ॥

নভসঃ কলভৈরুপাসিতং জলদৈর্ভূরিতরক্ষুপন্নগম্।
স দদর্শ পতঙ্গপুঙ্গবো বিটপচ্ছন্নতরক্ষুপন্নগম্ ॥ ৬৭ ॥

স যযৌ ধৃতপক্ষতিঃ ক্ষণং ক্ষণমূর্ধ্বায়নদূর্বিভাবনঃ।
বিততীকৃতনিশ্চলচ্ছদঃ ক্ষণমালোককদত্তকৌতুকঃ ॥ ৬৮ ॥

তনুদীধিতিধারয়া রয়াদ্গতয়া লোকবিলোকনামসৌ।
ছদহেম কষন্নিবালসৎ কষপাষাণনিভে নভস্তলে ॥ ৬৯ ॥

বিনমদ্ভিরধঃ স্থিতৈঃ খগৈর্ঝটিতি শ্যেননিপাতশঙ্কিভিঃ।
স নিরৈক্ষি দৃশৈকয়োপরি স্যদসাংকারিপতত্রিপদ্ধতিঃ ॥ ৭০ ॥

দদৃশে ন জনেন যন্নসৌ ভুবি স্বচ্ছায়মবেক্ষ্য তৎক্ষণাৎ।
দিবি দিক্ষু বিতীর্ণচক্ষুষা পৃথুবেগদ্রুতমুক্তদৃক্‌পথঃ ॥ ৭১ ॥

ন বনং পথি শিশ্রিয়েঽমুনা ক্বচিদপ্যুচ্চতরদ্রুচারুতম্।
ন সগোত্রজমম্ববাদি বা গতিবেগপ্রসরদ্রুচারুতম্ ॥ ৭২ ॥

অথ ভীমভুজেন পালিতা নগরী মঞ্জুরসৌ ধরাজিতা।
পতগস্য জগাম দৃক্‌পথং হরশৈলোপমসৌধরাজিতা ॥ ৭৩ ॥

দয়িতং প্রতি যত্র সন্ততং রতিহাসা ইব রেজিরে ভুবঃ।
স্ফটিকোপলবিগ্রহা গৃহাঃ শশভৃদ্ভিত্তিনিরঙ্কভিত্তয়ঃ ॥ ৭৪ ॥

নৃপনীলমণীগৃহত্বিষামুপধের্যত্র ভয়েন ভাস্বতঃ।
শরণাপ্তমুবাস বাসরেঽপ্যসদাবৃত্ত্যুদয়ত্তমং তমঃ ॥ ৭৫ ॥

সিতদীপ্রমণিপ্রকল্পিতে যদগারে হসদঙ্করোদসি।
নিখিলান্নিশি পূর্ণিমা তিথীনুপতস্থেঽতিথিরেকিকা তিথিঃ ॥ ৭৬ ॥

সুদতীজনমজ্জনাপিতৈর্ঘুসৃণৈর্যত্র কষায়িতাশয়া।
ন নিশাঽখিলয়াপি বাপিকা প্রসসাদ গ্রহিলেব মানিনী ॥ ৭৭ ॥

ক্ষণনীরবয়া যয়া নিশি শ্রিতবপ্রাবলিযোগপট্টয়া।
মণিবেশ্মময়ং স্ম নির্মলং কিমপি জ্যোতিরবাহ্যমীক্ষ্যতে ॥ ৭৮ ॥

বিললাস জলাশয়োদরে ক্বচন দ্যৌরনুবিম্বিতেব যা।
পরিখাকপটস্ফুটস্ফুরৎপ্রতিবিম্বানবলম্বিতাম্বুনি ॥ ৭৯ ॥

ব্রজতে দিবি যদ্গৃহাবলীচলচেলাঞ্চলদণ্ডতাড়নাঃ।
ব্যতরন্নরুণায় বিভ্রমং সুজতে হেলিহয়ালিকালনাম্ ॥ ৮০ ॥

ক্ষিতিগর্ভধরাম্বরালয়স্তলমধ্যোপরিপূরিণাং পৃথক্।
জগতাং খলু যাঽখিলাদ্ভুতাঽর্জনি সারৈর্নিজচিহ্নধারিভিঃ ॥ ৮১ ॥

দধদম্বুদনীলকণ্ঠতাং বহদত্যচ্ছসুধোজ্জ্বলং বপুঃ।
কথমুচ্ছতু যত্র নাম ন ক্ষিতিভৃন্মন্দিরমিন্দুমৌলিতাম্ ॥ ৮২ ॥

বহুরূপকশালভঞ্জিকামুখচন্দ্রেষু কলঙ্করঙ্কবঃ।
যদনেককসৌধকন্ধরাহরিভিঃ কুক্ষিগতীকৃতা ইব ॥ ৮৩ ॥

বলিসদ্মদিবং স তথাবাগুপরি স্মাহ দিবোঽপি নারদঃ।
অধরায় কৃতা যয়েব সা বিপরীতাঽর্জনি ভূমিভূষয়া ॥ ৮৪ ॥

প্রতিহট্টপথে ঘরট্টজাৎ পথিকাহ্বানদসক্তুসৌরভৈঃ।
কলহান্ন ঘনান্ যদুত্থিতাদধুনাপ্যুজ্ঝতি ঘর্ঘরস্বরঃ ॥ ৮৫ ॥

বরণঃ কনকস্য মানিনীং দিবমঙ্কাদমরাদ্রিরাগতাম্।
ঘনরত্নকবাটপক্ষতিঃ পরিরভ্যানুনয়ন্নুবাস যাম্ ॥ ৮৬ ॥

অনলৈঃ পরিবেষমেত্য যা জ্বলদর্কোপলবপ্রজন্মভিঃ।
উদয়ং লয়মন্তরা রবেরবহদ্বাণপুরীপরার্ধ্যতাম্ ॥ ৮৭ ॥

বহুকম্বুমণির্বরাটিকাগণনাটৎকরকর্কটোৎকরঃ।
হিমবালুকয়াঽচ্ছবালুকঃ পটু দধ্বান যদাপণার্ণবঃ ॥ ৮৮ ॥

যদগারঘটাট্টকুট্টিমস্রবদিন্দূপলতুন্দিলাপয়া।
মুমুচে ন পতিব্রতৌচিতী প্রতিচন্দ্রোদয়মভ্রগঙ্গয়া ॥ ৮৯ ॥

রুচয়োঽস্তমিতস্য ভাস্বতঃ স্খলিতা যত্র নিরালয়াঃ খলু।
অনুসায়মভূর্বিলেপনাপণকশ্মীরজপণ্যবীথয়ঃ ॥ ৯০ ॥

বিততং বণিজাপণেঽখিলং পণিতুং যত্র জনেন বীক্ষ্যতে।
মুনিনেব মৃকণ্ডুসূনুনা জগতীবস্তু পুরোদরে হরেঃ ॥ ৯১ ॥

সমমেণমদৈর্যদাপণে তুলয়ন্ সৌরভলোভনিশ্চলম্।
পণিতা ন জনারবৈরবৈদপি কুজন্তমলিং মলীমসম্ ॥ ৯২ ॥

রবিকান্তময়েন সেতুনা সকলাহজ্জ্বলনাহিতোষ্মণা।
শিশিরে নিশি গচ্ছতাং পুরা চরণৌ যত্র দুনোতি নো হিমম্ ॥ ৯৩ ॥

বিধুদীধিতিজেন যৎপথং পয়সা নৈষধশীলশীতলম্।
শশিকান্তময়ং তপাগমে কলিতীব্রস্তপতি স্ম নাতপঃ ॥ ৯৪ ॥

পরিখাবলয়চ্ছলেন যা নাপরেষাং গ্রহণস্য গোচরা।
ফণিভাষিতভাষ্যফক্কিকা বিষমা কুণ্ডলনামবাপিতা ॥ ৯৫ ॥

মুখপাণিপদাক্ষ্ণি পংকজৈ রচিতাহংগেষ্বপরেষু চম্পকৈঃ।
স্বয়মাদিত যত্র ভীমজা স্মরপূজাকুসুমস্রজঃ শ্রিয়ম্ ॥ ৯৬ ॥

জঘনস্তনভারগৌরবাদ্বিয়দালম্ব্য বিহর্তুমক্ষমাঃ।
ধ্রুবমপ্সরসোঽবতীর্য যাং শতমধ্যাসত তৎসখীজনঃ ॥ ৯৭ ॥

স্থিতিশালিসমস্তবর্ণতাং ন কথং চিত্রময়ী বিভর্তু যা।
স্বরভেদমুপৈতু যা কথং কলিতানল্পমুখারবা ন বা ৯৮ ॥

স্বরুচাঽরুণয়া পতাকয়া দিনমর্কেণ সমীয়ুষোত্তুষঃ।
লিলিহুর্বহুধা সুধাকরং নিশি মাণিক্যময়া যদালয়াঃ ॥ ৯৯ ॥

লিলিহে স্বরুচা পতাকয়া নিশি জিহ্বানিভয়া সুধাকরম্।
শ্রিতমর্ককরৈঃ পিপাসু যন্নৃপসদ্মামলপদ্মরাগজম্ ॥ ১০০ ॥

অমৃতদ্যুতিলক্ষ্ম পীতয়া মিলিতং যদ্বলভীপতাকয়া।
বলয়ায়িতশেষশায়িনঃ সাম্বতামাদিত পীতবাসসঃ ॥ ১০১ ॥

অশ্রান্তশ্রুতিপাঠপূতরসনাবিভূর্তভূরিস্তবা-
জিহ্মব্রহ্মমুখৌঘবিঘ্নিতনবস্বর্গক্রিয়াকেলিনা।
পূর্বং গাধিসুতেন সামিঘটিতা মুক্তা নু মন্দাকিনী
যৎপ্রাসাদদুকূলবল্লিরনিলান্দোলৈরখেলদ্দিবি ॥ ১০২ ॥

যদতিবিমলনীলবেশ্মরশ্মিভ্রমরিভাঃ শুচিসৌধবস্ত্রবল্লিঃ।
অলভত শমনস্বসুঃ শিশুত্বং দিবসকরাংকতলে চলা লুঠন্তী ॥ ১০৩ ॥

স্বপ্রাণেশ্বরনর্মহর্ম্যকটকাতিথ্যগ্রহায়োৎসুকং
পাথোদং নিজকেলিসৌধশিখরাদারুহ্য যৎকামিনী।
সাক্ষাদপ্সরসো বিমানকলিতব্যোমান এবাভবদ্
যত্র প্রাপ নিমেষমন্তরসা যান্তী রসাদধ্বনি ॥ ১০৪ ॥

বৈদর্ভীকেলিশৈলে মরকতশিখরাদুত্থিতৈরংশুদর্ভৈ-
র্ব্রহ্মাণ্ডাঘাতভগ্নস্যদজমদতয়া হ্রীধৃতাবাঙ্মুখত্বৈঃ।
কস্যা নোত্তানগায়া দিবি সুরসুরভেরাস্যদেশং গতাগ্রে-
র্যশ্চোগ্রাসপ্রদানব্রতসুকৃতমবিশ্রান্তমুজ্জৃম্ভতে স্ম ॥ ১০৫ ॥

বিধুকরপরিরম্ভাদাত্তনিষ্যন্দপূর্ণৈঃ
শশিদৃষদুপক্লৃপ্তৈরালবালৈস্তরূণাম্।

বিফলিতজলসেকপ্রক্রিয়াগৌরবেণ
ব্যরচি স হৃতচিত্তস্তত্র ভৈমীবনেন ॥ ১০৬ ॥

অথ কনকপতত্রস্তত্র তাং রাজপুত্রীং
সদসি সদৃশভাসাং বিস্ফুরন্তীং সখীনাম্।
উডুপরিষদি মধ্যস্থায়িশীতাংশুলেখাঽ-
নুকরণপটুলক্ষ্মীমক্ষিলক্ষীচকার ॥ ১০৭ ॥

ভ্রমণরয়বিকীর্ণস্বর্ণভাসা খগেন
ক্বচন পতনযোগ্যং দেশমন্বিষ্যতাঽধঃ।
মুখবিধুমদসীয়ং সেবিতুং লম্বমানঃ
শশিপরিধিরিবোচ্চৈর্মণ্ডলস্তেন তেনে ॥ ১০৮ ॥

অনুভবতি শচীত্থং সা ঘৃতাচীমুখাভি-
র্ন সহ সহচরীভির্নন্দনানন্দমুচ্চৈঃ।
ইতি মতিরুদয়াসীৎ পক্ষিণঃ প্রেক্ষ্য ভৈমীং
বিপিনভুবি সখীভিঃ সার্ধমাবদ্ধখেলাম্ ॥ ১০৯ ॥

শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্।
দ্বৈতীয়ীকতয়া মিতোঽয়মগমত্তস্য প্রবন্ধে মহা-
কাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ ॥ ১১০ ॥

× × × × × × × × × × × × **তৃতীয়ঃ সর্গঃ** × × × × × × × × × × × × ×

আকুঞ্চিতাভ্যামথ পক্ষতিভ্যাং নভোবিভাগাত্তরসাবতীর্য।
নিবেশদেশাততধূতপক্ষঃ পপাত ভূমাবুপভৈমি হংসঃ ॥ ১ ॥

আকস্মিকঃ পক্ষপুটাহতায়াঃ ক্ষিতেস্তদা যঃ স্বন উচ্চচার।
দ্রাগন্যবিন্যস্তদৃশঃ স তস্যাঃ সম্ভ্রান্তমন্তঃকরণং চকার ॥ ২ ॥

নেত্রাণি বৈদর্ভসুতাসখীনাং বিমুক্ততত্তদ্বিষয়গ্রহাণি।
প্রাপুস্তমেকং নিরুপাখ্যরূপং ব্রহ্মেব চেতাংসি যতব্রতানাম্ ॥ ৩ ॥

হংসং তনৌ সন্নিহিতং চরন্তং মুনের্মনোবৃত্তিরিব স্বিকায়াম্।
গ্রহীতুকামাদরিণা শয়েন যত্নাদসৌ নিশ্চলতাং জগাহে ॥ ৪ ॥

তামিঙ্গিতৈরপ্যনুমায় মায়াময়ং ন ধৈর্যাদ্বিয়দুৎপপাত।
তৎপাণিমাত্রোপরিপাতুকং তু মোঘং বিতেনে প্লুতিলাঘবেন ॥ ৫ ॥

ব্যর্থীকৃতং পত্ররথেন তেন তথাঽবসায় ব্যবসায়মস্যাঃ।
পরস্পরামর্পিতহস্ততালং তৎকালমালীভিরহস্যতালম্ ॥ ৬ ॥

উচ্চাটনীয়ঃ করতালিকানাং দানাদিদানীং ভবতীভিরেষঃ।
যান্বেতি মাং দ্রুহ্যতি মহ্যমেব সাত্রেত্যুপালম্ভি তয়ালিবর্গঃ ॥ ৭ ॥

ধৃতাল্পকোপা হসিতে সখীনাং ছায়েব ভাস্বন্তমভিপ্রয়াতুঃ।
শ্যামাথ হংসস্য করানবাপ্তের্মন্দাক্ষলক্ষ্যা লগতি স্ম পশ্চাৎ॥ ৮॥

শস্তা ন হংসাভিমুখী তবেয়ং যাত্রেতি তাভিশ্ছলহাস্যমানা।
সাহ স্ম নৈবাশকুনীভবেন্মে ভাবিপ্রিয়াবেদক এষ হংসঃ॥ ৯।

হংসোহপ্যসৌ হংসগতেঃ সুদত্যাঃ পুরঃ পুরশ্চারু চরন্ বভাসে।
বৈলক্ষ্যহেতোর্গতিমেতদীয়ামগ্রেহনুকৃত্যোপহসন্নিবোচ্চৈঃ॥ ১০॥

পদে পদে ভাবিনি ভাবিনী তং যথা করপ্রাপ্যমবৈতি নূনম্।
তথা সখেলং চলতা লতাসু প্রতার্য তেনাচকৃষে কৃশাঙ্গী॥ ১১॥

রুষা নিষিদ্ধালিজনাং যদৈনাং ছায়াদ্বিতীয়াং কলয়াংচকার।
তদা শ্রমাম্ভঃকণভূষিতাঙ্গীং স কীরবন্মানুষবাগবাদীৎ॥ ১২॥

অয়ে! কিয়দ্যাবদুপৈষি দূরং ব্যর্থং পরিশ্রাম্যসি বা কিমর্থম্।
উদেতি তে ভীরপি কিমর্থং বালে! বিলোকয়ন্ত্যা ন ঘনা বনালীঃ॥ ১৩॥

বৃথার্পয়ন্তীমপথে পদং ত্বাং মরুল্ললৎপল্লবপাণিকম্পৈঃ।
আলীব পশ্য প্রতিষেধতীয়ং কপোতহুংকারগিরা বনালিঃ॥ ১৪॥

ধার্যঃ কথংকারমহং ভবত্যা বিয়দ্বিহারী বসুধৈকগত্যা।
অহো! শিশুত্বং তব খণ্ডিতং ন স্মরস্য সখ্যা বয়সাপ্যনেন॥ ১৫।

সহস্রপত্রাসনপত্রহংসবংশস্য পত্রাণি পতত্রিণঃ স্মঃ।
অস্মাদৃশাং চাটুরসামৃতানি স্বর্লোকলোকেতরদুর্লভানি॥ ১৬॥

স্বর্গাপগাহেমমৃণালিনীনাং নালামৃণালাগ্রভুজো ভজামঃ।
অন্নানুরূপাং তনুরূপঋদ্ধিং কার্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে॥ ১৭॥

ধাতুর্নিয়োগাদিহ নৈষধীয়ং লীলাসরঃ সেবিতুমাগতেষু।
হৈমেষু হংসেষ্বহমেক এব ভ্রমামি ভূলোকবিলোকনোৎকঃ॥ ১৮॥

বিধেঃ কদাচিদ্ভ্রমণীবিলাসে শ্রমাতুরেভ্যঃ স্বমহত্তরেভ্যঃ।
স্কন্ধস্য বিশ্রান্তিমদাং তদাদি শ্রাম্যামি নাবিশ্রমবিশ্বগোহপি॥ ১৯॥

বন্ধায় দিব্যে ন তিরশ্চি কশ্চিৎপাশাদিরাসাদিতপৌরুষঃ স্যাৎ।
একং বিনা মাদৃশি তন্নরস্য স্বর্ভোগভাগ্যং বিরলোদয়স্য॥ ২০॥

ইষ্টেন পূর্তেন নলস্য বশ্যাঃ স্বর্ভোগমত্রাপি সৃজন্ত্যমর্ত্যাঃ।
মহীরুহো দোহদসেকশক্তেরাকালিকং কোরকমুদ্গিরন্তি॥ ২১॥

সুবর্ণশৈলাদবতীর্য তূর্ণং স্বর্বাহিনীবারিকণাবকীর্ণৈঃ।
তং বীজয়ামঃ স্মরকেলিকালে পক্ষৈনৃপং চামরবদ্ধসখ্যৈঃ॥ ২২॥

ক্রিয়েত চেৎ সাধুবিভক্তিচিন্তা ব্যক্তিস্তদা সা প্রথমাভিধেয়া।
যা স্বৌজসাং সাধয়িতুং বিলাসৈস্তাবৎক্ষমা নামপদং বহু স্যাৎ॥ ২৩॥

রাজা স যজ্বা বিবুধব্রজত্রা কৃত্বাধ্বরাজ্যোপময়ৈব রাজ্যম্।
ভুঙ্‌ক্তে শ্রিতশ্রোত্রিয়সাৎকৃতশ্রীঃ পূর্বং ত্বহো শেষমশেষমন্ত্যম্॥ ২৪॥

দারিদ্র্যদারিদ্রবিণৌঘবর্ষৈরমোঘমেঘব্রতমর্থিসার্থে ।
সন্তুষ্টমিষ্টানি তমিষ্টদেবং নাথন্তি কে নাম ন লোকনাথম্ ॥ ২৫ ॥

অস্মৎকিল শ্রোত্রসুধাং বিধায় রম্ভা চিরং ভামতুলাং নলস্য ।
তত্রানুরক্তা তমনাপ্য ভেজে তন্নামগন্ধান্নলকুবরং সা ॥ ২৬ ॥

স্বর্লোকমস্মাভিরিতঃ প্রয়াতৈঃ কেলীষু তদ্গানগুণান্নিপীয় ।
হহাহেতি গায়ন্ যদশোচি তেন নাম্নৈব হাহা হরিগায়নোঽভূৎ ॥ ২৭ ॥

শৃণ্বন্ সদারস্তদুদারভাবং হৃষ্যন্মুহুর্লোম পুলোমজায়াঃ ।
পুণ্যেন নালোকত নাকপালঃ প্রমোদবাষ্পাবৃতনেত্রমালঃ ॥ ২৮ ॥

সাপীশ্বরে শৃণ্বতি তদ্গুণৌঘান্প্রসহ্য চেতো হরতোঽর্ধশম্ভুঃ ।
অভূদপর্ণাঙ্গুলিরুদ্ধকর্ণা কদা ন কণ্ডূয়নকৈতবেন ॥ ২৯ ॥

অলং সজন্ধর্মবিধৌ বিধাতা রুণদ্ধি মৌনস্য মিষেণ বাণীম্ ।
তৎকণ্ঠমালিঙ্গ্য রসস্য তৃপ্তাং ন বেদ তাং বেদজড়ঃ স বক্রাম্ ॥ ৩০ ॥

শ্রিয়স্তদালিঙ্গনভূর্ন ভূতা ব্রতক্ষতিঃ কাপি পতিব্রতায়াঃ ।
সমস্তভূতাত্মতয়া ন ভূতং তদ্ভর্তুরীর্ষ্যাকলুষাণুনাপি ॥ ৩১ ॥

ধিক্ তং বিধেঃ পাণিমজাতলজ্জং নির্মাতি যঃ পর্বণি পূর্ণমিন্দুম্ ।
মন্যে স বিজ্ঞঃ স্মৃততন্মুখশ্রীঃ কৃত্বার্ধমৌজ্ঝদ্ধরমূর্ধ্নি যস্তম্ ॥ ৩২ ॥

নিলীয়তে হ্রীবিধুরঃ স্বজৈত্রং শ্রুত্বা বিধুস্তস্য মুখং মুখান্নঃ ।
সুরে সমুদ্রস্য কদাপি পূরে কদাচিদভ্রভ্রমদভ্রগর্ভে ॥ ৩৩ ॥

সংজ্ঞাপ্য নঃ স্বধ্বজভৃত্যবর্গান্ দৈত্যারিরত্যঞ্জনলাস্যনুত্যৌ ।
তৎসংকুচন্নাভিসরোজপীতাদ্ধাতুর্বিলজ্জং রমতে রমায়াম্ ॥ ৩৪ ॥

রেখাভিরাস্যে গণনাদিবাস্য দ্বাত্রিংশতা দন্তময়ীভিরন্তঃ ।
চতুর্দশাষ্টাদশ চাত্র বিদ্যা দ্বেধাপি সন্তীতি শশংস বেধাঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রিয়ৌ নরেন্দ্রস্য নিরীক্ষ্য তস্য স্মরামরেন্দ্রাবপি ন স্মরামঃ ।
বাসেন সম্যক্ ক্ষময়োশ্চ তস্মিন্ বুধ্যৌ ন ধর্মঃ খলু শেষবুদ্ধৌ ॥ ৩৬ ॥

বিনা পতত্রং বিনতাতনুজৈঃ সমীরণৈরীক্ষণলক্ষণীয়ৈঃ ।
মনোভিরাসীদনণুপ্রমাণৈর্ন লঙ্ঘিতা দিক্কতমা তদশ্বৈঃ ॥ ৩৭ ॥

সংগ্রামভূমীষু ভবত্যরীণামস্ত্রৈর্নদীমাতৃকতাং গতাসু ।
তদ্বাণধারাপবনাশনানাং রাজব্রজীয়ৈরসুভিঃ সুভিক্ষম্ ॥ ৩৮ ॥

যশো যদস্যার্জনি সংযুগেষু কণ্ডূলভাবং ভজতাভুজেন
হেতোগুর্ণাদেব দিগাপগালীকুলংকষত্বব্যসনং তদীয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

যদি ত্রিলোকী গণনাপরা স্যাত্তস্যাঃ সমাপ্তির্যদি নায়ুষঃ স্যাৎ ।
পারেপরার্ধং গণিতং যদি স্যাদ্গণেয়নিঃশেষগুণোঽপি স স্যাৎ ॥ ৪০ ॥

অবারিতদ্বারতয়া তিরশ্চামন্তঃপুরে তস্য নিবিশ্য রাজ্ঞঃ ।
গতেষু রম্যেষ্বধিকং বিশেষমধ্যাপয়ামঃ পরমাণুমধ্যাঃ ॥ ৪১ ॥

পীযূষধাবানধরাভিরস্তাসাং রসোদন্বতি মজ্জয়ামঃ।
রম্ভাদিসৌভাগ্যরহঃকথাভিঃ কাব্যেন কাব্যং সৃজতাদৃতাভিঃ ॥ ৪২ ॥

কাভির্ন তত্রাভিনবস্মরাজ্ঞাবিশ্বাসনিক্ষেপবণিক ক্রিয়েঽহম্।
জিহ্রেতি যন্নৈব কুতোঽপি তির্যক্কশ্চিত্তিরশ্চস্ত্রপতে ন তেন ॥ ৪৩ ॥

বার্তা চ সাঽসত্যপি নান্যমেতি যোগাদরন্ধ্রে হৃদি যাং নিরুন্ধে।
বিরিঞ্চিনানাননবাদধৌতসমাধিশাস্ত্রশ্রুতিপূর্ণকর্ণঃ ॥ ৪৪ ॥

নলাশ্রয়েণ ত্রিদিবোপভোগং তবানবাপ্যং লভতে বতান্যা।
কুমুদ্বতীবেন্দুপরিগ্রহেণ জ্যোৎস্নোৎসবং দুর্লভমম্বুজিন্যাঃ ॥ ৪৫ ॥

তন্নৈষধানূঢতয়া দুরাপং শর্ম ত্বয়াস্মৎকৃতচাটুজন্ম।
রসালবন্যা মধুপানুবিদ্ধং সৌভাগ্যমপ্রাপ্তবসন্তয়েব ॥ ৪৬ ॥

তস্যৈব বা যাস্যসি কিং ন হস্তং দৃষ্টং বিধেঃ কেন মনঃ প্রবিশ্য।
অজাতপাণিগ্রহণাসি তাবদ্রূপস্বরূপাতিশয়াশ্রয়শ্চ ॥ ৪৭ ॥

নিশা শশাঙ্কং শিবয়া গিরীশং শ্রিয়া হরিং যোজয়তঃ প্রতীতঃ।
বিধেরপি স্বারসিকঃ প্রয়াসঃ পরস্পরং যোগ্যসমাগমায় ॥ ৪৮ ॥

বেলাতিগস্ত্রৈণগুণাব্ধিবেণী ন যোগযোগ্যাসি নলেতরেণ।
সংদৃভ্যতে দর্ভগুণেন মল্লীমালা ন মৃদ্বী ভৃশকর্কশেন ॥ ৪৯ ॥

বিধিং বধূসৃষ্টিমপৃচ্ছমেব তদ্যানযুগ্যো নলকেলিযোগ্যাম্।
ত্বন্নামবর্ণা ইব কর্ণপীতা ময়াস্য সংক্রীড়তি চক্রিচক্রে ॥ ৫০ ॥

অন্যেন পত্যা ত্বয়ি যোজিতায়াং বিজ্ঞত্বকীর্ত্যা গতজন্মনো বা।
জনাপবাদার্ণবমুত্তরীতুং বিধা বিধাতুঃ কতমা তরিঃ স্যাৎ ॥ ৫১ ॥

আস্তাং তদপ্রস্তুতচিন্তয়ালং ময়াসি তন্বি! শ্রমিতাতিবেলম্।
সোঽহং তদাগঃ পরিমার্ষ্টুকামঃ তবেপ্সিতং কিং বিদধেঽভিধেহি ॥ ৫২ ॥

ইতীরয়িত্বা বিররাম পত্রী স রাজপুত্রীহৃদয়ং বুভুৎসুঃ।
হ্রদে গভীরে হৃদি চাবগাঢ়ে শংসন্তি কার্যাবতরং হি সন্তঃ ॥ ৫৩ ॥

কিঞ্চিত্তিরশ্চীনবিলোলমৌলির্বিচিন্ত্য বাচ্যং মনসা মুহূর্তম্।
পতত্রিণং সা পৃথিবীন্দ্রপুত্রী জগাদ বক্ত্রেণ তৃণীকৃতেন্দুঃ ॥ ৫৪ ॥

ধিক্ চাপলে বৎসিমবৎসলত্বং যৎপ্রেরণাদুত্তরলীভবন্ত্যা।
সমীরসঙ্গাদিব নীরভঙ্গ্যা ময়া তটস্থস্ত্বমুপদ্রুতোঽসি ॥ ৫৫ ॥

আদর্শতাং স্বচ্ছতয়া প্রয়াসি সতাং স তাবৎ খলু দর্শনীয়ঃ।
আগঃ পুরস্কুর্বতি সাগসং মাং যস্যাত্মনীদং প্রতিবিম্বিতং তে ॥ ৫৬ ॥

অনার্যমপ্যাচরিতং কুমার্যা ভবান্মম ক্ষাম্যতু সৌম্য! তাবৎ।
হংসোঽপি দেবাংশতয়াসি বন্দ্যঃ শ্রীবৎসলক্ষ্মেব হি মৎস্যমূর্তিঃ ॥ ৫৭ ॥

মৎপ্রীতিমাধিৎসসি কাং ত্বদীক্ষামুদং মদক্ষ্ণোরপি যাতিশেতাম্।
নিজামৃতৈর্লোচনসেচনাদ্বা পৃথক্কিমিন্দুঃ সৃজতি প্রজানাম্ ॥ ৫৮ ॥

মনস্তু যং নোজ্ঝতি জাতু যাতু মনোরথঃ কণ্ঠপথং কথং সঃ ।
কা নাম বালা দ্বিজরাজপাণিগ্রহাভিলাষং কথয়েদলজ্জা ॥ ৫৯ ॥

বাচং তদীয়াং পরিপীয় মৃদ্বীং মৃদ্বীকয়া তুল্যরসাং স হংসঃ ।
তত্যাজ তোষং পরপুষ্টঘোষে ঘৃণাং চ বীণাক্বণিতে বিতেনে ॥ ৬০ ॥

মন্দাক্ষমন্দাক্ষরমুদ্রমুক্তা তস্যাং সমাকুঞ্চিতবাচি হংসঃ ।
তচ্ছংসিতে কিংচন সংশয়ালুর্গিরা মুখাম্ভোজময়ং যুযোজ ॥ ৬১ ॥

করেণ বাঞ্ছেব বিধুং বিধর্তুং যমিত্থমাত্থাদরিণী তমর্থম্ ।
পাতুং শ্রুতিভ্যামপি নাধিকুর্বে বর্ণং শ্রুতের্বর্ণ ইবান্তিমঃ কিম্ ॥ ৬২ ॥

অর্থাপ্যতে বা কিমিয়দ্ভবত্যা চিত্তৈকপদ্যামপি বর্ততে যঃ ।
যত্রান্ধকারঃ কিল চেতসোঽপি জিহ্মেতরৈর্ব্রহ্ম তদপ্যবাপ্যম্ ॥ ৬৩ ॥

ঈশাণিমৈশ্বর্যবিবর্তমধ্যেলোকেশলোকেশয়লোকমধ্যে ।
তির্যঞ্চমপ্যঞ্চ মৃষানভিজ্ঞরসজ্ঞতোপজ্ঞসমজ্ঞমজ্ঞম্ ॥ ৬৪ ॥

মধ্যে শ্রুতীনাং প্রতিবেশিনীনাং সরস্বতী বাসবতী মুখে নঃ ।
হ্রিয়েব তাভ্যশ্চলতীয়মধ্বাপথান্ন সংসর্গগুণেন নদ্ধা ॥ ৬৫ ॥

পর্যঙ্কতাপন্নসরস্বদঙ্কাং লঙ্কাং পুরীমপ্যভিলাষি চিত্তম্ ।
কুত্রাপি চেদ্বস্তুনি তে প্রয়াতি তদপ্যবেহি স্বশয়ে শয়ালু ॥ ৬৬ ॥

ইতীরিতা পত্ররথেন তেন হ্রীণা চ হৃষ্টা চ বভাণ ভৈমী ।
চেতো নলংকাময়তে মদীয়ং নান্যত্র কুত্রাপি চ সাভিলাষম্ ॥ ৬৭ ॥

বিচিন্ত্য বালাজনশীলশৈলং লজ্জানদীমজ্জদনঙ্গনাগম্ ।
জগাদ বিস্পষ্টমভাষমাণামেনাং স চক্রাঙ্গপতঙ্গশক্রঃ ॥ ৬৮ ॥

নৃপেণ পাণিগ্রহণে স্পৃহেতি নলং মনঃ কাময়তে মমেতি ।
আশ্লেষি ন শ্লেষকবের্ভবত্যাঃ শ্লোকদ্বয়ার্থঃ সুধিয়া ময়া কিম্ ॥ ৬৯ ॥

তচ্চেতসঃ স্থৈর্যবিপর্যয়ং তু সম্ভাব্য ভাব্যস্মি তদজ্ঞ এব ।
লক্ষ্যে হি বালাহৃদি লোলশীলে দরাপরাদ্ধেষুরপি স্মরঃ স্যাৎ ॥ ৭০ ॥

মহীমহেন্দ্রঃ খলু নৈষধেন্দুস্তদ্বোধনীয়ঃ কথমিত্থমেব ।
প্রয়োজনং সংশয়কস্প্রমীদৃক্ পৃথগ্জনেনেব স মাদৃশেন ॥ ৭১ ॥

পিতুর্নিয়োগেন নিজেচ্ছয়া বা যুবানমন্যং যদি বা বৃণীষে ।
অর্থিস্বকৃতিপ্রতীতিঃ প্রতীতিঃ কীদৃঙ্ময়ি স্যান্নিষধেশ্বরস্য ॥ ৭২ ॥

ত্বয়াপি কিং শঙ্কিতবিক্রিয়েঽস্মিন্নধিক্রিয়েঽহং বিষয়ে বিধাতুম্ ।
ইতঃ পৃথক্প্রার্থয়সে তু যদ্যৎ কুর্বে তদুর্বীপতিপুত্রি ! সর্বম্ ॥ ৭৩ ॥

শ্রবঃপ্রবিষ্টা ইব তদ্গিরস্তা বিধূয় বৈমত্যধুতেন মূর্ধ্না ।
উচে হ্রিয়া বিশ্লথিতানুরোধা পুনর্ধরিত্রীপুরুহূতপুত্রী ॥ ৭৪ ॥

মদন্যদানং প্রতি কল্পনা যা বেদস্ত্বদীয়ে হৃদি তাবদেষা ।
নিশোঽপি সোমেতরকান্তশঙ্কামোংকারমগ্রেসরমস্য কুর্যাঃ ॥ ৭৫ ॥

সরোজিনীমানসরাগবৃত্তেরনর্কসম্পর্কমতর্কয়িত্বা।
মদন্যপাণিগ্রহশঙ্কিতেয়মহো মহীয়স্তব সাহসিক্যম্ ॥ ৭৬ ॥

সাধু ত্বয়াহতর্কি তদেকমেব স্বেনানলং যৎকিল সংশ্রয়িষ্যে।
বিনামুনা স্বাত্মনি তু প্রহর্তুং মৃষাগিরং ত্বাং নৃপতৌ ন কর্তুম্ ॥ ৭৭ ॥

মদ্বিপ্রলম্ভং পুনরাহ যস্ত্বাং তর্কঃ স কিং তৎফলবাচি মূকঃ।
অশক্যশঙ্কব্যভিচারহেতুর্বাণী ন বেদা যদি সন্তু কে তু ॥ ৭৮ ॥

অনৈষধায়ৈব জুহোতি কিং মাং তাতঃ কৃশানৌ ন শরীরশেষাম্।
ঈষ্টে তনূজন্মতনোস্তথাপি মৎপ্রাণনাথস্তু নলঃ স এব ॥ ৭৯ ॥

তদেকদাসীত্বপদাদুদগ্রে মদীপ্সিতে সাধু বিধিৎসুতা তে।
অহেলিনা কিং নলিনী বিধত্তে সুধাকরেণাপি সুধাকরেণ ॥ ৮০ ॥

তদেকলুব্ধে হৃদি মেঽস্তি লব্ধুং চিন্তা ন চিন্তামণিমপ্যনর্ঘম্।
চিত্তে মমৈকঃ সকলত্রিলোকীসারো নিধিঃ পদ্মমুখঃ স এব ॥ ৮১ ॥

শ্রুতশ্চ দৃষ্টশ্চ হরিৎসু মোহাদ্ ধ্যাতশ্চ নীরন্ধ্রিতবুদ্ধিধারম্।
মমাদ্য তৎপ্রাপ্তিরসুব্যয়ো বা হস্তে তবাস্তে দ্বয়মেব শেষঃ ॥ ৮২ ॥

সংচীয়তামাশ্রুতপালনোত্থং মৎপ্রাণবিশ্রাণনজং চ পুণ্যম্।
নিবার্যতামার্য ! বৃথা বিশঙ্কা ভদ্রেঽপি মুদ্রেয়ময়ে ! ভৃশং কা ॥ ৮৩ ॥

অলং বিলঙ্ঘ্য প্রিয় বিজ্ঞ ! যাচঞাং কৃত্বাপি বাম্যং বিবিধং বিধেয়ে।
যশঃপথাদাশ্রবতাপদোত্থাৎ খলু স্খলিত্বাস্তখলোক্তিখেলাৎ ॥ ৮৪ ॥

স্বজীবমপ্যার্তমুদে দদদ্ভ্যস্তব ত্রপা নেদৃশবদ্ধমুষ্টেঃ।
মহ্যং মদীয়ান্যদসূনদিৎসোর্ধর্মঃ করাদ্ভ্রশ্যতি কীর্তিধৌতঃ ॥ ৮৫ ॥

দত্ত্বাত্মজীবং ত্বয়ি জীবদেঽপি শুধ্যামি জীবাধিকদে তু কেন।
বিধেহি তস্মাৎ ত্বদৃণেষু শোধ্যমমুদ্রদারিদ্র্যসমুদ্রমগ্নাম্ ॥ ৮৬ ॥

ক্রীণীষ্ব মজ্জীবিতমেব পণ্যমন্যন্ন চেদস্তু তদস্তু পুণ্যম্।
জীবেশদাতর্যদি তে ন দাতুং যশোঽপি তাবৎ প্রভবামি গাতুম্ ॥ ৮৭ ॥

বরাটিকোপক্রিয়য়াপি লভ্যান্যেভ্যঃ কৃতজ্ঞানথবাদ্রিয়ন্তে।
প্রাণৈঃ পণৈঃ স্বং নিপুণং ভণন্তঃ ক্রীণন্তি তানেব তু হন্ত সন্তঃ ॥ ৮৮ ॥

স ভূভৃদষ্টাবপি লোকপালাস্তৈর্মে তদেকাগ্রধিয়ঃ প্রসেদে।
ন হীতরস্মাদ্ঘটতে যদেত্য স্বয়ং তদাপ্তিপ্রতিভূর্মমাভূঃ ॥ ৮৯ ॥

অকাণ্ডমেবাত্মভুবার্জিতস্য ভূত্বাপি মূলং ময়ি বীরণস্য।
ভবান্ন মে কিং নলদত্বমেত্য কর্তা হৃদশ্চন্দনলেপকৃত্যম্ ॥ ৯০ ॥

অলং বিলম্ব্য ত্বরিতুং হি বেলা কার্যে কিল স্থৈর্যসহে বিচারঃ।
গুরূপদেশং প্রতিভেব তীক্ষ্না প্রতীক্ষতে জাতু ন কালমার্তিঃ ॥ ৯১ ॥

অভ্যর্থনীয়ঃ স গতেন রাজা ত্বয়া ন শুদ্ধান্তগতো মদর্থম্।
প্রিয়াস্যদাক্ষিণ্যবলাৎকৃতো হি তদোদয়েদন্যবধূনিষেধঃ ॥ ৯২ ॥

শুদ্ধান্তসম্ভোগনিতান্ততুষ্টে ন নৈষধে কার্যমিদং নিগাদ্যম্ ।
অপাং হি তৃপ্তায় ন বারিধারা স্বাদুঃ সুগন্ধিঃ স্বদতে তুষারা ॥ ৯৩ ॥

বিজ্ঞাপনীয়া ন গিরো মদর্থাঃ ক্রুধা কদুষ্ণে হৃদি নৈষধস্য ।
পিত্তেন দূনে রসনে সিতাপি তিক্তায়তে হংসকুলাবতংস ! ॥ ৯৪ ॥

ধরাতুরাসাহি মদর্থযাচঞা কার্যা ন কার্যান্তরচুম্বিচিত্তে ।
তদার্থিতস্যানববোধনিদ্রা বিভর্ত্যবজ্ঞাচরণস্য মুদ্রাম্ ॥ ৯৫ ॥

বিজ্ঞেন বিজ্ঞাপ্যমিদং নরেন্দ্রে তস্মাত্ত্বয়াস্মিন্ সময়ং সমীক্ষ্য ।
আত্যন্তিকাসিদ্ধিবিলম্বসিদ্ধ্যোঃ কার্যস্য কার্যস্য শুভা বিভাতি ॥ ৯৬ ॥

ইত্যুক্তবত্যা যদলোপি লজ্জা সানৌচিতী চেতসি নশ্চকাস্তু ।
স্মরস্তু সাক্ষী তদদোষতায়ামুন্মাদ্য যস্তত্তদবীবদত্তাম্ ॥ ৯৭ ॥

উন্মত্তমাসাদ্য হরঃ স্মরশ্চ দ্বাবপ্যসীমাং মুদমুদ্বহেতে ।
পূর্বঃ স্মরস্পর্ধিতয়া প্রসূনং নূনং দ্বিতীয়ো বিরহাধিদূনম্ ॥ ৯৮ ॥

তথাভিধাত্রীমথ রাজপুত্রীং নির্ণীয় তাং নৈষধবদ্ধরাগাম্ ।
অমোচি চঞ্চুপুটমৌনমুদ্রা বিহায়সা তেন বিহস্য ভূয়ঃ ॥ ৯৯ ॥

ইদং যদি ক্ষ্মাপতিপুত্রি ! তত্ত্বং পশ্যামি তন্ন স্ববিধেয়মস্মিন্ ।
ত্বামুচ্চকৈস্তাপয়তা নৃপং চ পঞ্চেষুণৈবাজনি যোজনেয়ম্ ॥ ১০০ ॥

ত্বদ্বদ্ধবুদ্ধের্বহিরিন্দ্রিয়াণাং তস্যোপবাসব্রতিনাং তপোভিঃ ।
ত্বামদ্য লব্ধ্বামৃততৃপ্তিভাজাং স্বং দেবভূয়ং চরিতার্থমস্তু ॥ ১০১ ॥

তুল্যাবয়োর্মূর্তিরভূন্মদীয়া দগ্ধা পরং সাস্য ন তাপ্যতেঽপি ।
ইত্যভ্যসূয়ন্নিব দেহতাপং তস্যাতনুস্ত্বদ্বিরহাদ্বিধত্তে ॥ ১০২ ॥

লিপিং দৃশা ভিত্তিবিভূষণং ত্বাং নৃপঃ পিবন্নাদরনির্নিমেষঃ ।
চক্ষুর্জলৈরাজিতমাত্মচক্ষূরাগং স ধত্তে রচিতং ত্বয়া নু ॥ ১০৩ ॥

পাতুদৃশালেখ্যময়ীং নৃপস্য ত্বামাদরাদস্তনিমীলয়াপি ।
মমেদমিত্যশ্রুণি নেত্রবৃত্তেঃ প্রীতের্নিমেষাচ্ছিদয়া বিবাদঃ ॥ ১০৪ ॥

ত্বং হৃদ্গতা ভৈমি ! বহির্গতাপি প্রাণায়িতা নাসিকয়াস্যগত্যা ।
ন চিত্রমাক্রামতি তত্র চিত্রমেতন্মনো যদ্ভবদেকবৃত্তি ॥ ১০৫ ॥

অজস্রমারোহসি দূরদীর্ঘাং সংকল্পসোপানততিং তদীয়াম্ ।
শ্বাসান্ স বর্ষত্যধিকং পুনর্যদ্ধ্যানাত্তব ত্বন্ময়তামবাপ্য ॥ ১০৬ ॥

হৃত্তস্য যাং মন্ত্রয়তে রহস্ত্বাং তাং ব্যক্তমামন্ত্রয়তে মুখং যৎ ।
তদ্বৈরিপুষ্পায়ুধমিত্রচন্দ্রসখ্যোচিতী সা খলু তন্মুখস্য ॥ ১০৭ ॥

স্থিতস্য রাত্রাবধিশয্য শয্যাং মোহে মনস্তস্য নিমজ্জয়ন্তী ।
আলিঙ্গ্য যা চুম্বতি লোচনে সা নিদ্রাধুনা ন ত্বদৃতেঽঙ্গনা বা ॥ ১০৮ ॥

স্মরেণ নিস্তক্ষ্য তথৈব বাণৈর্লাবণ্যশেষাং কৃশতামনায়ি ।
অনঙ্গতামপ্যয়মাপ্যমানঃ স্পর্ধাং ন সার্ধং বিজহাতি তেন ॥ ১০৯ ॥

ত্বৎপ্রাপকাস্ত্রস্যতি নৈনসোঽপি ত্বয়োষ দাস্যোঽপি ন লজ্জতে যৎ।
স্মরেণ বাণৈরতিতক্ষ্য তীক্ষ্ণৈর্লূনঃ স্বভাবোঽপি কিয়ান্ কিমস্য ॥ ১১০ ॥

স্মারং জ্বরং ঘোরমপত্রপিষ্ণোঃ সিদ্ধাগদঙ্কারচয়ে চিকিৎসৌ।
নিদানমৌনাদবিশদ্বিশালা সাংক্রামিকী তস্য রুজেব লজ্জা ॥ ১১১ ॥

বিভেতি রুষ্টাসি কিলেত্যকস্মাৎ স ত্বাং কিলোপেত্য হসত্যকাণ্ডে।
যান্তীমিব ত্বামনু যাত্যহেতোরুক্তস্ত্বয়েব প্রতিব্যক্তি মোঘম্ ॥ ১১২ ॥

ভবদ্বিয়োগোচ্ছিদুরার্তিধারাযমস্বসুর্মজ্জতি নিঃশরণ্যঃ।
মূর্ছাময়দ্বীপমহান্ধ্যপঙ্কে হাহা মহীভৃদ্ভটকুঞ্জরোঽয়ম্ ॥ ১১৩ ॥

সব্যাপসব্যসনাৎ ত্যজনান্দ্বিরুক্তৈঃ পঞ্চেষুবাণৈঃ পৃথগর্জিতাসু।
দশাসু শেষা খলু তদ্দশা যা তয়া নভঃ পুষ্প্যতু কোরকেণ ॥ ১১৪ ॥

ত্বয়ি স্মরাধেঃ সততাস্মিতেন প্রস্থাপিতো ভূমিভৃতাস্মি তেন।
আগত্য ভূতঃ সফলো ভবত্যা ভাবপ্রতীত্যা গুণলোভবত্যাঃ ॥ ১১৫ ॥

ধন্যাসি বৈদর্ভি ! গুণৈরুদারৈর্যয়া সমাকৃষ্যত নৈষধোঽপি।
ইতঃ স্তুতিঃ কা খলু চন্দ্রিকায়া যদব্ধিমপ্যুত্তরলীকরোতি ॥ ১১৬ ॥

নলেন ভায়াঃ শশিনা নিশেব ত্বয়া স ভায়ান্নিশয়া শশীব।
পুনঃপুনস্তদ্যুগযুগ্বিধাতা স্বভ্যাসমাস্তে নু যুবাং যুযুক্ষুঃ ॥ ১১৭ ॥

স্তনদ্বয়ে তন্বি ! পরং তবৈব পৃথৌ যদি প্রাপ্স্যতি নৈষধস্য।
অনল্পবৈদগ্ধ্যবিবর্ধিনীনাং পত্রাবলীনাং বলনা সমাপ্তিম্ ॥ ১১৮ ॥

একঃ সুধাংশুর্ন কথংচন স্যাত্তৃপ্তিক্ষমস্ত্বন্নয়নদ্বয়স্য।
ত্বল্লোচনাসেচনকস্তদস্তু নলাস্যশীতদ্যুতিসদ্বিতীয়ঃ ॥ ১১৯ ॥

অহো তপঃকল্পতরুর্নলীয়স্ত্বৎপাণিজাগ্রস্ফুরদঙ্কুরশ্রীঃ।
তদ্ভ্রূযুগং যস্য খলু দ্বিপত্রী তবাধরো রজ্যতি যৎকলম্বঃ ॥ ১২০ ॥
যস্তে নবঃ পল্লবিতঃ করাভ্যাং স্মিতেন যঃ কোরকিতস্তবাস্তে।
অংগম্রদিম্না তব পুষ্পিতো যঃ স্তনশ্রিয়া যঃ ফলিতস্তবৈব ॥ ১২১ ॥

কংসীকৃতাসীৎ খলু মণ্ডলীন্দোঃ সংসক্তরশ্মিপ্রকরা স্মরেণ।
তুলা চ নারাচলতা নিজৈব মিথোঽনুরাগস্য সমীকৃতৌ বাম্ ॥ ১২২ ॥

সবস্রুতস্বেদমধুত্থসান্দ্রে তৎপাণিপদ্মে মদনোৎসবেষু।
লগ্নোত্থিতাস্তিত্বৎকুচপত্রলেখাস্তান্নির্গতাস্তং প্রবিশন্তু ভূয়ঃ ॥ ১২৩ ॥

বন্ধাঢ্যনানারতমল্লযুদ্ধপ্রমোদিতৈঃ কেলিবনে মরুদ্ভিঃ।
প্রসূনবৃষ্টিং পুনরুক্তমুক্তাং প্রতীচ্ছতং ভৈমি ! যুবাং যুবানৌ ॥ ১২৪ ॥

অন্যোন্যসঙ্গমবশাদধুনা বিভাতাং তস্যাপি তেঽপি মনসী বিকসদ্বিলাসে।
স্রষ্টুং পুনর্মনসিজস্য তনুং প্রবৃত্তমাদাবিব দ্ব্যণুককৃৎপরমাণুযুগ্মম্ ॥ ১২৫ ॥

কামঃ কৌসুমচাপদুর্জয়মমুং জেতুং নৃপং ত্বাং ধনু-
র্বল্লীমরণবংশজামধিগুণামাসাদ্য মাদ্যত্যসৌ।

গ্রীবালংকৃতিপট্টসূত্রলতয়া পৃষ্ঠে কিয়ল্লম্বয়া
ভ্রাজিষ্ণুং কষরেখয়েব নিবসৎসিন্দূরসৌন্দর্যয়া ॥ ১২৬ ॥
স্বর্গঙ্গাবলিমৌক্তিকানি গুলিকাস্তং রাজহংসং বিভো-
র্বেধ্যং বিদ্ধি মনোভুবঃ স্বমপি তাং মঞ্জুং ধনুর্মঞ্জরীম্ ।
যন্নিত্যাঙ্কনিবাসলালিততমজ্যাভুজ্যমানং লস-
ন্নাভীমধ্যাবিলা বিলাসমখিলং রোমালিরালম্বতে ॥ ১২৭ ॥
পুষ্পেষুশ্চিকুরেষু তে শরচয়ং স্বং ফালমূলে ধনু
রৌদ্রে চক্ষুষি তজ্জিতস্তনুমনুভ্রাংষ্ট্রং চ যশ্চাক্ষিপে ।
নির্বিদ্যাশ্রয়দাশ্রয়ং স বিতনুস্ত্বাং তজ্জয়ায়াধুনা
পত্রালিস্ত্বদুরোজশৈলনিলয়া তৎপর্ণশালায়তে ॥ ১২৮ ॥

ইত্যালপতাথ পতত্রিণ তত্র ভৈমীং সখ্যাশ্চিরাত্তদনুসন্ধিপরাঃ পরীয়ুঃ ।
শর্মাস্তু তে বিসৃজ মামিতি সোঽপ্যুদীর্য বেগাজ্জগাম নিষধাধিপরাজধানীম্ ॥১২৯॥

চেতোজন্মশরপ্রসূনমধুভির্ব্যামিশ্রতামাশ্রয়ৎ
প্রেয়োদূতপতঙ্গপুঙ্গবগবীহৈয়ঙ্গবীনং রসাৎ ।
স্বাদং স্বাদমসীমমিষ্টসুরভি প্রাপ্যাপি তৃপ্তিং ন সা
তাপং প্রাপ নিতান্তমন্তরতুলামানর্ছ মূর্ছামপি ॥ ১৩০ ॥

তস্যা দৃশো বিয়তিবন্ধুমনুব্রজন্ত্যাস্তং বাষ্পবারি ন চিরাদবধীবভূব ।
পার্শ্বেঽপি বিপ্রচকৃষে যদনেন দৃষ্টেরারাদপি ব্যবদধে ন তু চিত্তবৃত্তেঃ ॥ ১৩১ ॥

অস্তিত্বং কার্যসিদ্ধেঃ স্ফুটমথ কথয়ন্ পক্ষয়োঃ কম্পভেদৈ-
রাখ্যাতুং বৃত্তমেতন্নিষধনরপতৌ সর্বমেকঃ প্রতস্থে ।
কান্তারে নির্গতাসি প্রিয়সখি ! পদবী বিস্মৃতা কিং নু মুগ্ধে !
মা রোদীরেহি যামেত্যুপহৃতবচসো নিন্যুরন্যাং বয়স্যাঃ ॥ ১৩২ ॥

সরসি নৃপমপশ্যদ্ যত্র তত্তীরভাজঃ স্মরতরলমশোকানোকহস্যোপমূলম্ ।
কিসলয়দলতল্পমাপিনং প্রাপ তং স জ্বলদসমশরেষুস্পর্ধিপুষ্পার্ধমৌলেঃ ॥ ১৩৩ ॥

পরবতি দময়ন্তী ! ত্বাং ন কিংচিদ্বদামি
দ্রুতমুপনম কিং মামাহ সা শংস হংস !
ইতি বদতি নলেঽসৌ তচ্ছশংসোপনম্রঃ
প্রিয়মনু স্মৃকৃতাং চ স্বর্গপূহায়া বিলম্বঃ ॥ ১৩৪ ॥

কথিতমপি নরেন্দ্রঃ শংসয়ামাস হংসং কিমিতি কিমিতি পৃচ্ছন্ ভাষিতং স প্রিয়ায়াঃ ।
অধিগত মতিবেলানন্দমাদ্বীকমত্তঃ স্বয়মপি শতকৃত্বস্তত্তথান্বাচচক্ষে ॥ ১৩৫ ॥

শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালংকারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্ ।
তাতীয়ীকতয়া মিতোঽয়মগমত্তস্য প্রবন্ধে মহা-
কাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ ॥ ১৩৬ ॥

অথ নলস্য গুণং গুণমাত্মভূঃ সুরভি তস্য যশঃকুসুমং ধনুঃ।
শ্রুতিপথোপগতং সুমনস্তয়া তমিষুমাশু বিধায় জিগায় তাম্ ॥ ১ ॥

যদতনুজ্বরভাক্ তনুতে স্ম সা প্রিয়কথাসরসীরসমজ্জনম্।
সপদি তস্য চিরান্তরতাপিনী পরিণতির্বিষমা সমপদ্যত ॥ ২ ॥

ধ্রুবমধীতবতীয়মধীরতাং দয়িতদূতপতঙ্গতিবেগতঃ।
স্থিতিবিরোধকরীং দ্ব্যণুকোদরী তদুদিতঃ স হি যো যদনন্তরঃ ॥ ৩ ॥

অতিতমাং সমপাদি জড়াশয়ং স্মিতলবস্মরণেঽপি তদাননম্।
অজনি পঙ্গুরপাঙ্গনিজাঙ্গণভ্রমিকণেঽপি তদীক্ষণখঞ্জনঃ ॥ ৪ ॥

কিমু তদন্তরুভৌ ভিষজৌ দিবঃ স্মরনলৌ বিশতঃ স্ম বিগাহিতুম্।
তদভিকেন চিকিৎসিতুমাশু তাং মখভুজামধিপেন নিয়োজিতৌ ॥ ৫ ॥

কুসুমচাপজতাপসমাকুলং কমলকোমলমৈক্ষ্যত তন্মুখম্।
অহরহর্বহদভ্যধিকাধিকাং রবিরুচিগ্লপিতস্য বিধোর্বিধাম্ ॥ ৬ ॥

তরুণতাপতপনদ্যুতিনির্মিতদ্রঢ়িম তৎকুচকুম্ভযুগং তদা।
অনলসংগতিতাপমুপৈতি নো কুসুমচাপকুলালবিলাসজম্ ॥ ৭ ॥

অধৃত যদ্বিরহোষ্মণি মজ্জিতং মনসিজেন তদূরুযুগং তদা।
স্পৃশতি তৎ কদনং কদলীতরুর্যদি মরুজ্বলদূষরদূষিতঃ ॥ ৮ ॥

স্মরশরাহতিনির্মিতসংজ্বরং করযুগং হসতি স্ম দমস্বসুঃ।
অনপিধানপতত্তপনাতপং তপনিপীতসরঃসরসীরুহম্ ॥ ৯ ॥

মদনতাপভরেণ বিদীর্য নো যদুদপাতি হৃদা দমনস্বসুঃ।
নিবিড়পীনকুচদ্বয়যন্ত্রণা তমপরাধমধাৎ প্রতিবধ্নতী ॥ ১০ ॥

নিবিশতে যদি শূকশিখা পদে সৃজতি সা কিয়তীমিব ন ব্যথাম্।
মৃদুতনোর্বিতনোতু কথং ন তামবনিভৃত্তু নিবিশ্য হৃদি স্থিতঃ ॥ ১১ ॥

মনসি সন্তমিব প্রিয়মীক্ষিতুং নয়নয়োঃ স্পৃহয়ান্তরুপেতয়োঃ।
গ্রহণশক্তিরভূদিদমীয়য়োরপি ন সম্মুখবাস্তুনি বস্তুনি ॥ ১২ ॥

হৃদি দমস্বসুরশ্রুঝরপ্লুতে প্রতিফলদ্বিরহাত্তমুখানতেঃ।
হৃদয়ভাজমরাজত চুম্বিতুং নলমুপেত্য কিলাগমিতং মুখম্ ॥ ১৩ ॥

সুহৃদমাগ্নিমুদঞ্চয়িতুং স্মরং মনসি গন্ধবহেন মৃগীদৃশঃ।
অকলি নিঃশ্বসিতেন বিনির্গমানুমিতনিহ্নুতবেশনমায়িতা ॥ ১৪ ॥

বিরহপাণ্ডিমরাগতমোমষীশিতিমতান্নিজপীতিমবর্ণকৈঃ।
দশ দিশঃ খলু তদ্দৃগকল্পয়ল্লিপিকরী নলরূপকচিত্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

স্মরকৃতিং হৃদয়স্য মুহুর্দশাং বহু বদন্নিব নিঃশ্বসিতানিলঃ।
ব্যধিত বাসসি কম্পমদঃশ্রিতে ত্রসতি কঃ সতি নাশ্রয়বাধনে ॥ ১৬ ॥

করপদাননলোচননামভিঃ শতদলৈঃ সুতনোর্বিরহজ্বরে।
রবিমহো বহুপীতচরং চিরাদনিশতাপমিষাদুদসৃজ্যত ॥ ১৭ ॥

উদয়তি স্ম তদদ্ভুতমালিভির্ধরণিভৃদ্ ভুবি তত্র বিমৃশ্য যত্।
অনুমিতোঽপি চ বাষ্পনিরীক্ষণাদ্ব্যভিচচার ন তাপকরো নলঃ ॥ ১৮ ॥

হৃদি বিদর্ভভুবং প্রহরন্নশরৈ রতিপতির্নিষধাধিপতেঃ কৃতে।
কৃততদস্মরগস্বদুঢব্যথঃ ফলদনীতিরমুচ্ছ্বদলং খলু ॥ ১৯ ॥

বিধুরমানি তয়া যদি ভানুমান্ কথমহো স তু তদ্বিধুদয়ং তথা।
অপি বিয়োগভরাস্ফুটনস্ফুটীকৃতদুষত্বমজিজ্বলদংশুভিঃ ॥ ২০ ॥

হৃদয়দত্তসরোরুহয়া তয়া ক্ব সদৃগস্তু বিয়োগনিমগ্নয়া।
প্রিয়ধনুঃ পরিরভ্য হৃদা রতিঃ কিমনুমর্তুমশেত চিতার্চিষি ॥ ২১ ॥

অনলভাবমিয়ং স্বনিবাসনো ন বিরহস্য রহস্যমবুধ্যত।
প্রশমনায় বিধায় তৃণান্যসৃজ্জ্বলাতি তত্র যদুৎস্মতুমৈহত ॥ ২২ ॥

প্রকৃতিরেতু গুণস্য ন যোষিতাং কথমিমাং হৃদয়ং মৃদু নাম যৎ।
তদিষুভিঃ কুসুমৈরপি ধন্বতা স্থিরবৃতং বিবুধেন মনোভুবা ॥ ২৩ ॥

রিপুতরা ভবনাদবনির্ষতীং বিধুরুচিগুহজালবিলৈর্নু তাম্।
ইতরথাত্মনিবারণশঙ্কয়া জ্বলয়িতুং বিসবেষধরাবিশৎ ॥ ২৪ ॥

হৃদি বিদর্ভভুবোঽগ্রভূতি স্ফুটং বিনমদাস্যতয়া প্রতিবিম্বিতম্।
মুখদুগোষ্ঠমরোপি মনোভুবা তদুপমাকুসুমান্যখিলাঃ শরাঃ ॥ ২৫ ॥

বিরহপাণ্ডুকপোলতলে বিধুর্ব্যধিত ভীমভুবঃ প্রতিবিম্বিতঃ।
অনুপলক্ষ্যসিতাংশুতয়া মুখং নিজসখং সুখমঙ্কমুপার্পণাৎ ॥ ২৬ ॥

বিরহতাপিনি চন্দনপাংসুভির্বপুষি সার্পিতপাণ্ডিমমণ্ডনা।
বিষধরাভবিসাভরণা দধে রতিপতিং প্রতি শম্ভুবিভীষিকাম্ ॥ ২৭ ॥

বিনিহিতং পরিতাপিনি চন্দনং হৃদি তয়া ভৃতবুদ্বুদমাবভৌ।
উপনমন্ সুহৃদং হৃদয়েশয়ং বিধুরিবাঙ্কগতোড়ুপরিগ্রহঃ ॥ ২৮ ॥

স্মরহুতাশনদীপিতয়া তয়া বহু মুহুঃ সরসং সরসীরুহম্।
শ্রয়িতুমর্ধপথে কৃতমন্তরা শ্বসিতনির্মিতমর্মরমুজ্ঝিতম্ ॥ ২৯ ॥

প্রিয়করগ্রহমেবমবাপ্স্যতি স্তনযুগং তব তাম্যতি কিং স্বিতি।
জগদতুর্নিহিতে হৃদি নীরজে দবথুকুড্মলনেন পৃথুস্তনীম্ ॥ ৩০ ॥

স্বদিতরো ন হৃদাপি ময়া ধৃতঃ পতিরিতীব নলং হৃদয়েশয়ম্।
স্মরহবির্ভুজি বোধয়তি স্ম সা বিরহপাণ্ডুতয়া নিজশুদ্ধতাম্ ॥ ৩১ ॥

বিরহতপ্ততদঙ্গনিবেশিতা কমলিনী নিমিষন্দলমুষ্টিভিঃ।
কিমপনেতুমচেষ্টত কিং পরাভবিতুমৈহত তদ্দবথুং পৃথুম্ ॥ ৩২ ॥

ইয়মনঙ্গশরাবলিপন্নগক্ষতবিসারিবিয়োগবিষাবশা।
শশিকলেব পরাংশুকরার্দিতা করুণনীরনিধৌ নিদধৌ ন কম্ ॥ ৩৩ ॥

জ্বলতি মন্মথবেদনয়া নিজে হৃদি তয়াদ্র্মৃণাললতার্পিতা।
স্বজয়িনোঽত্রপয়া সবিধস্থয়োর্মলিনতামভজদ্ ভুজয়োর্ভৃশম্ ॥ ৩৪ ॥
পিকরুতশ্রুতিকম্পিনি শৈবলং হৃদি তয়া নিহিতং বিচলদ্বভৌ।
সতততদ্গতহৃচ্ছয়কেতুনা হৃতমিব স্বতনুঘনঘর্ষিণা ॥ ৩৫ ॥
ন খলু মোহবশেন তদাননং নলমনঃ শশিকান্তমবোধি তৎ।
ইতরথাভ্যুদয়ে শশিনস্ততঃ কথমস্রস্রুবদশ্রুময়ং পয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
রতিপতের্বিজয়াস্ত্রমিষুর্যথা জয়তি ভীমসুতাপি তথৈব সা।
স্মরবিশিখানিব পঞ্চতয়া ততো নিয়তমৈহত যোজয়িতুং স তাম্ ॥ ৩৭ ॥
শশিময়ং দহনাস্ত্রমুদিত্বরং মনসিজস্য বিমৃশ্য বিয়োগিনী।
ঝটিতি বারুণমশ্রুমিষাদসৌ তদুচিতং প্রতিশস্ত্রমুপাদদে ॥ ৩৮ ॥
অতনুনা নবমম্বুদমাম্বুদং সুতনুরস্ত্রমুদস্তমবেক্ষ্য সা।
উচিতমায়তনিঃশ্বসিতচ্ছলাচ্ছ্বসনশস্ত্রমমুঞ্চদমুং প্রতি ॥ ৩৯ ॥
রতিপতিপ্রহিতানিলহেতিতাং প্রতিয়তী সুদতী মলয়ানিলে।
তদুরুতাপভয়াত্তমৃণালিকাময়মিয়ং ভুজগাস্ত্রমিবাদিত ॥ ৪০ ॥
ন্যধিত তন্মধুদি শল্যমিব স্বয়ং বিরহিতাং চ তথাপি চ জীবিতম্।
কিমথ তত্র নিহত্য নিখাতবান্ রতিপতিঃ স্তনবিল্বযুগেন তৎ ॥ ৪১ ॥
অতিশরব্যয়তা মদনেন তাং নিখিলপুষ্পময়স্বশরব্যয়াৎ।
স্ফুটমকারি ফলান্যপি মুঞ্চতা তদুরসি স্তনতালযুগার্পণা ॥ ৪২ ॥
অথ মুহুর্বহুনিন্দিতচন্দ্রয়া স্তুতবিধুন্তুদয়া চ তয়া বহু।
পতিতয়া স্মরতাপময়ে গদে নিজগদেহশ্রুবিমিশ্রমুখী সখী ॥ ৪৩ ॥
নরসুরাব্জভুবামিব যাবতা ভবতি যস্য যুগং যদনেহসা।
বিরহিণামপি তদ্রতবদ্ যুবক্ষণমিতং ন কথং গণিতাগমে ॥ ৪৪ ॥
জনুরধত্ত সতী স্মরতাপিতা হিমবতো ন তু তন্মহিমাদৃতা।
জ্বলতি ফালতলে লিখিতঃ সতীবিরহ এব হরস্য ন লোচনম্ ॥ ৪৫ ॥
দহনজা ন পৃথুর্দবথুব্যথা বিরহজৈব পৃথুর্যদি নেদৃশম্।
দহনমাশু বিশন্তি কথং স্ত্রিয়ঃ প্রিয়মপাসুমুপাসিতুমুদ্ধুরাঃ ॥ ৪৬ ॥
হৃদি লুঠন্তি কলা নিতরামমূর্বিরহিণীবধপঙ্ককলঙ্কিতাঃ।
কুমুদসখ্যকৃতস্তু বহিষ্কৃতাঃ সখি! বিলোকয় দুর্বিনয়ং বিধোঃ ॥ ৪৭ ॥
অয়ি! বিধুং পরিপৃচ্ছ গুরোঃ কুতঃ স্ফুটমশিক্ষ্যত দাহবদান্যতা।
গ্লপিতশম্ভুগলাদ্গরলাৎ ত্বয়া কিমুদধৌ জড়! বা বড়বানলাৎ ॥ ৪৮ ॥
অয়মযোগিবধূবধপাতকৈর্ভ্রমিমবাপ্য দিবঃ খলু পাত্যতে।
শিতিনিশাদৃষদি স্ফুটদুৎপতৎকণগণাধিকতারকিতাম্বরঃ ॥ ৪৯ ॥
ত্বমভিধেহি বিধুং সখি! মদ্গিরা কিমিদমীদৃগধিক্রিয়তে ত্বয়া।
ন গণিতং যদি জন্ম পয়োনিধৌ হরশিরঃস্থিতিভূরপি বিস্মৃতা ॥ ৫০ ॥

নিপততাপি ন মন্দরভূভৃতা ত্বমুদধৌ শশলাঞ্ছন ! চূর্ণিতঃ ।
অপি মুনেজঠরার্চিষি জীর্ণতাং বত গতোঽসি ন পীতপয়োনিধেঃ ॥ ৫১ ॥

কিমসুভির্গ্লপিতৈর্জড় ! মন্যসে ময়ি নিমজ্জতু ভীমসুতামনঃ ।
মম কিল শ্রুতিমাহ তদর্থিকাং নলমুখেন্দুপরাং বিবুধঃ স্মরঃ ॥ ৫২ ॥

মুখরয়স্ব যশোনবডিণ্ডিমং জলনিধেঃ কুলমুজ্জ্বলয়াধুনা ।
অপি গৃহাণ বধূবধপৌরুষং হরিণলাঞ্ছন ! মুঞ্চ কদর্থনাম্ ॥ ৫৩ ॥

নিশি শশিন্ ! ভজ কৈতবভানুতামসতি ভাস্বতি তাপয় পাপ ! মাম্ ।
অহমহন্যবলোকয়িতাস্মি তে পুনরহর্পতিনির্ধুতদর্পতাম্ ॥ ৫৪ ॥

শশকলঙ্ক ! ভয়ংকর ! মাদৃশাং জ্বলসি যন্নিশি ভূতপতিং শ্রিতঃ ।
তদমুতস্য তবেদৃশভূততাম্ভূতকরী পরমূর্ধবিধূননী ॥ ৫৫ ॥

শ্রবণপূরতমালদলাঙ্কুরং শশিকুরঙ্গমুখে সখি ! নিক্ষিপ ।
কিমপি তুন্দিলিতঃ স্থগয়ত্বমুং সপদি তেন তদুচ্ছ্বসিমি ক্ষণম্ ॥ ৫৬ ॥

অসময়ে মতিরুন্মিষতি ধ্রুবং করগতৈব গতা যদিয়ং কুহূঃ ।
পুনরুপৈতি নিরুধ্য নিবাস্যতে সখি ! মুখং ন বিধোঃ পুনরীক্ষ্যতে ॥ ৫৭ ॥

অয়ি ! মমৈষ চকোরশিশুর্মুনের্জতি সিন্ধুপিবস্য ন শিষ্যতাম্ ।
অশিতুমব্ধিমধীতবতোঽস্য বা শশিকরাঃ পিবতঃ কতি শীকরাঃ ॥ ৫৮ ॥

কুরু করে গুরুমেকময়োঘনং বহিরতো মুকুরং চ কুরুষ্ব মে ।
বিশতি তত্র যদৈব বিধুস্তদা সখি ! সুখাদহিতং জহি তং দ্রুতম্ ॥ ৫৯ ॥

উদর এব ধৃতঃ কিমুদন্বতা ন বিষমো বড়বানলবদ্বিধুঃ ।
বিষবদুজ্ঝিতমপ্যমুনা ন স স্মরহরঃ কিমমুং বুভুজে বিভুঃ ॥ ৬০ ॥

অসিতমেকসুরাশিতমপ্যভূন্ন পুনরেষ বিধুর্বিশদং বিষম্ ।
অপি নিপীয় সুরৈর্জনিতক্ষয়ং স্বয়মুদেতি পুনর্নবমার্ণবম্ ॥ ৬১ ॥

বিরহিবর্গবধব্যসনাকুলং কলয় পাপমশেষকলং বিধুম্ ।
সুরনিপীতসুধাকমপাপকং গ্রহবিদো বিপরীতকথাঃ কথম্ ॥ ৬২ ॥

বিরহিভির্বহুমানমবাপি যঃ স বহুলঃ খলু পক্ষ ইহাজনি ।
তদমিতিঃ সকলৈরপি যত্র তৈর্ব্যরচি সা চ তিথিঃ কিমমাকৃতা ॥ ৬৩ ॥

স্বরিপুতীক্ষ্ণসুদর্শনবিভ্রমাৎ কিমু বিধুং গ্রসতে ন বিধুন্তুদঃ ।
নিপতিতং বদনে কথমন্যথা বলিকরম্ভনিভং নিজমুজ্ঝতি ॥ ৬৪ ॥

বদনগর্ভগতং ন নিজেচ্ছয়া শশিনমুজ্ঝতি রাহুরসংশয়ম্ ।
অশিত এব গলত্যয়মত্যয়ং সখি ! বিনা গলনালবিলাধ্বনা ॥ ৬৫ ॥

ঋজুদৃশঃ কথয়ন্তি পুরাবিদো মধুভিদং কিল রাহুশিরশ্ছিদম্ ।
বিরহিমূর্ধভিদং নিগদন্তি ন ক্ব নু শশী যদি তজ্জঠরানলঃ ॥ ৬৬ ॥

স্মরসখৌ রুচিভিঃ স্মরবৈরিণা মখমৃগস্য যথা দলিতং শিরঃ ।
সপদি সন্দধতুর্ভিষজৌ দিবঃ সখি ! তথা তমসোঽপি করোতু কঃ ॥ ৬৭ ॥

নলবিমস্তকিতস্য রণে রিপোর্মিলতি কিং ন কবন্ধগলেন বা।
মুতিভিয়া ভৃশমুৎপততস্তমাগ্রহশিরস্তদসুগদ্দঢ়বন্ধনম্ ॥ ৬৮ ॥

সখি! জরাং পরিপৃচ্ছ তমঃশিরঃ সমমসৌ দধতাপি কবন্ধতাম্।
মগধরাজবপুর্দলযুগ্মবৎকিমিতি ন প্রতিসীব্যতি কেতুনা ॥ ৬৯ ॥

বদ বিধুন্তুদমালি! মদীরিতৈস্ত্যজসি কিং দ্বিজরাজধিয়া রিপুম্।
কিমু দিবং পুনরেতি যদীদৃশঃ পতিত এব নিষেব্য হি বারুণীম্ ॥ ৭০ ॥

দহতি কণ্ঠময়ং খলু তেন কিং গরুড়বান্দ্বিজবাসনয়োজ্ঝিতঃ।
প্রকৃতিরস্য বিধুন্তুদ! দাহিকা ময়ি নিরাগসি কা বদ বিপ্রতা ॥ ৭১ ॥

সকলয়া কলয়া কিল দংষ্ট্রয়া সমবধায় যমায় বিনির্মিতঃ।
বিরহিণীগণচর্বণসাধনং বিধুরতো দ্বিজরাজ ইতি শ্রুতঃ ॥ ৭২ ॥

স্মরমুখং হরনেত্রহুতাশনাজ্জ্বলদিদং বিধিনা চকৃষে বিধুঃ।
বহুবিধেন বিয়োগিবধৈনসা শশমিষাদথ কালিকয়াঙ্কিতঃ ॥ ৭৩ ॥

ইতি বিধোর্বিবিধোক্তিবিগর্হণং ব্যবহিতস্য বৃথেতি বিমৃশ্য সা।
অতিতরাং দধতী বিরহজ্বরং হৃদয়ভাজমুপালভত স্মরম্ ॥ ৭৪ ॥

দ্বিজপতিগ্রসনাহিতপাতকপ্রভবকুণ্ঠসিতীকৃতবিগ্রহঃ।
বিরহিণীবদনেন্দুজিঘৎসয়া স্ফুরতি রাহুরয়ং ন নিশাকরঃ। (প্রক্ষেপোঽয়ম্)

হৃদয়মাশ্রয়সে যদি মামকং জ্বলয়সীত্থমনঙ্গ! তদেব কিম্।
স্বয়মপি ক্ষণদগ্ধনিজেন্ধনঃ ক্ব ভবিতাসি হতাশ! হুতাশবৎ ॥ ৭৫ ॥

পুরভিদা গমিতস্ত্বমদৃশ্যতাং ত্রিনয়নত্বপরিপ্লুতিশঙ্কয়া।
স্মর! নিরৈষ্যত কস্যচনাপি ন ত্বয়ি কিমক্ষিগতে নয়নৈস্ত্রিভিঃ ॥ ৭৬ ॥

সহচরোঽসি রতেরিতি বিশ্রুতিস্ত্বয়ি বসত্যপি মে ন রতিঃ কুতঃ।
অথ ন সম্প্রতি সঙ্গতিরস্তি বামনুমৃতা ন ভবন্তমিয়ং কিল ॥ ৭৭ ॥

রতিবিযুক্তমনাত্মপরজ্ঞ! কিং স্বমিব মামপি তাপিতবানসি।
কথমতাপভৃতস্তব সঙ্গমাদিতরথা হৃদয়ং মম দহ্যতে ॥ ৭৮ ॥

অনুমমার ন মার! কথং নু সা রতিরিতি প্রথিতাপি পতিব্রতা।
ইয়দনাথবধূবধপাতকী দয়িতয়াপি তয়াসি কিমুজ্ঝিতঃ ॥ ৭৯ ॥

সুগত এব বিজিত্য জিতেন্দ্রিয়স্ত্বদুরুকীর্তিতনুং যদনাশয়ৎ।
তব তনুমবশিষ্টবতীং ততঃ সমিতি ভূতময়ীমহরদ্ধরঃ ॥ ৮০ ॥

ফলমলভ্যত যৎকুসুমৈস্ত্বয়া বিষমনেত্রমনঙ্গ! বিগৃহ্নতা।
অহহ নীতিরবাপ্তভয়া ততো ন কুসুমৈরপি বিগ্রহমিচ্ছতি ॥ ৮১ ॥

অপি ধয়ন্নিতরামরবৎসুধাং ত্রিনয়নাৎ কথমাপিথ তাং দশাম্।
ভণ রতেরধরস্য রসাদরাদমৃতমাস্তঘৃণঃ খলু নাপিবঃ ॥ ৮২ ॥

ভুবনমোহনজেন কিমেনসা তব পরেত! বভূব পিশাচতা।
যদধুনা বিরহাধিমলীমসামভিভবন্ ভ্রমসি স্মর! মাদ্বিধাম্ ॥ ৮৩ ॥

বত দদাসি ন মৃত্যুমপি স্মর ! স্খলতি তে কৃপয়া ন ধনুঃ করাৎ ।
অথ মৃতোঽসি মৃতেন চ মুচ্যতে ন কিল মূর্তিরমূর্তিকৃতবন্ধনঃ ॥ ৮৪ ॥

দৃগুপহত্যপমৃত্যুবিরূপতাঃ শময়তেঽপরনির্জরসেবিতা ।
অতিশয়ান্ধ্যবপুঃক্ষতিপাণ্ডুতাঃ স্মর ! ভবন্তি ভবন্তমুপাসিতুঃ ॥ ৮৫ ॥

স্মর ! নৃশংসতমস্ত্বমতো বিধিঃ সুমনসঃ কৃতবান্ ভবদায়ুধম্ ।
যদি ধনুর্দৃঢ়মাশুগমায়সং তব সৃজেৎ প্রলয়ং ত্রিজগদ্ ব্রজেৎ ॥ ৮৬ ॥

স্মররিপোরিব রোপশিখী পুরাং দহতু তে জগতামপি মা ত্রয়ম্ ।
ইতি বিধিস্ত্বদিষূন্ কুসুমানি কিং মধুভিরন্তরসিঞ্চদনির্বৃতঃ ॥ ৮৭ ॥

বিধিরনঙ্গমভেদ্যমবেক্ষ্য তে জনমনঃ খলু লক্ষ্যমকল্পয়ৎ ।
অপি স বজ্রমদাস্যত চেত্তদা ত্বদিষুভির্ব্যদলিষ্যদসাবপি ॥ ৮৮ ॥

অপি বিধিঃ কুসুমানি তবাশুগান্ স্মর ! বিধায় ন নির্বৃতিমাপ্তবান্ ।
অদিত পঞ্চ হি তে স নিয়ম্য তাংস্তদপি তৈর্বত জর্জরিতং জগত্ ॥ ৮৯ ॥

উপহরন্তি ন কস্য সুপর্বণঃ সুমনসঃ কতি পঞ্চ সুরদ্রুমাঃ ।
তব তু হীনতয়া পৃথগেকিকাং ধিগিয়তাপি ন তেঽঙ্গবিদারণম্ ॥ ৯০ ॥

কুসুমমপ্যতিদুর্নয়কারি তে কিমু বিতীর্য ধনুর্বিধিরগ্রহীৎ ।
কিমকৃতৈষ যদেকতদাস্পদে স্বয়মভূদ্ধনুনাপি নলভ্রুবোঃ ॥ ৯১ ॥

ষড়ৃতবঃ কৃপয়া স্বকমেককং কুসুমমক্রমনন্দিতনন্দনাঃ ।
দদতি ষড় ভবতে কুরুতে ভবান্ ধনুরিবৈকমিষূনিব পঞ্চ তৈঃ ॥ ৯২ ॥

যদতনুস্ত্বমিদং জগতে হিতং ক্ব স মুনিস্তব যঃ সহতে ক্ষতীঃ ।
বিশিখমাশ্রবণং পরিপূর্য চেদবিচলদ্ভুজমুজ্ঝতুমীশিষে ॥ ৯৩ ॥

সহ তয়া স্মর ! ভস্ম ঝটিত্যভূঃ পশুপতিং প্রতি যামিষুমগ্রহীঃ ।
ধ্রুবমভূদধুনা বিতনোঃ শরস্তব পিকস্বর এব স পঞ্চমঃ ॥ ৯৪ ॥

স্মর সমং দুরিতৈরফলীকৃতঃ ভগবতোঽপি ভবদ্দহনশ্রমঃ ।
সুরহিতায় হুতাত্মতনোঃ পুনর্নু জনুর্দিব তৎক্ষণমাপিথ ॥ ৯৫ ॥

বিরহিণো বিমুখস্য বিধূদয়ে শমনদিক্পবনঃ স ন দক্ষিণঃ ।
সুমনসো নময়ন্নটনৌ ধনুস্তব তু বাহুরসৌ যদি দক্ষিণঃ ॥ ৯৬ ॥

কিমু ভবন্তমুমাপতিরেককং মদমুদন্ধমযোগিজনান্তকম্ ।
যদজয়ত্তত এব ন গীয়তে স ভগবান্মদনান্ধকমৃত্যুজিৎ ।। ৯৭ ।।

ত্বমিব কোঽপি পরাপকৃতৌ কৃতী ন দদৃশে ন চ মন্মথ ! শুশ্রুবে ।
স্বমদহদ্দহনাজ্জ্বলতাত্মনা জ্বলয়িতুম্ পরিরভ্য জগন্তি যঃ ॥ ৯৮ ॥

ত্বমুচিতং নয়নার্চিষি শম্ভুনা ভুবনশান্তিকহোমহবিঃ কৃতঃ ।
তব বয়স্যমপাস্য মধুং মধুং হতবতা হরিণা বত কিং কৃতম ॥ ৯৯ ॥

ইতি কিয়দ্বচসৈব ভৃশং প্রিয়াধরপিপাসু তদাননমাশু তত্ ।
অজনি পাংসুলমপ্রিয়বাগ্ জ্বলন্ মদনশোষণবাণহতোরিব ॥ ১০০ ॥

প্রিয়সখীনিবহেন সহাথ সা ব্যরচয়দ্ গিরমর্ধসমস্যয়া।
হৃদয়মর্মণি মন্মথসায়কৈঃ ক্ষততমা বহু ভাষিতুমক্ষমা ॥ ১০১ ॥

অকরুণাদব সূনশরাদসূন্ সহজয়াপদি ধীরতয়াত্মনঃ।
অসব এব মমাদ্য বিরোধিনঃ কথমরীন্ সখী! রক্ষিতুমাত্থ মাম্ ॥ ১০২ ॥

হিতগিরং ন শৃণোষি কিমাশ্রবে! প্রসভমপ্যব জীবিতমাত্মনঃ।
সখি! হিতা যদি মে ভবসীদৃশী মদরিরিচ্ছসি যা মম জীবিতম্ ॥ ১০৩ ॥

অমৃতদীধিতিরেষ বিদর্ভজে! ভজসি তাপমমুষ্য কিমংশুভিঃ।
যদি ভবন্তি মৃতাঃ সখি! চন্দ্রিকাঃ শশভৃতঃ ক তদা পরিতপ্যতে ॥ ১০৪ ॥

ব্রজ ধৃতিং ত্যজ ভীতিমহেতুকাময়মচণ্ডমরীচিরুদঞ্চতি।
জ্বলয়তি স্ফুটমাতপমুর্মুরৈরনুভবং বচসা সখি! লুম্পসি ॥ ১০৫ ॥

অয়ি! শপে হৃদয়ায় তবৈব তদ্ যদি বিধোর্ন রুচেরসি গোচরঃ।
রুচিফলং সখি! দৃশ্যত এব যজ্জ্বলয়তি ত্বচমুল্ললয়ত্যসূন্ ॥ ১০৬ ॥

বিধুবিরোধিতিথেরভিধায়িনীং অয়ি ন কিং পুনরিচ্ছসি কোকিলাম্।
সখি! কিমর্থগবেষণয়া গিরং কিরতি সেয়মনর্থময়ীং ময়ি ॥ ১০৭ ॥

হৃদয় এব তবাস্তি স বল্লভস্তদপি কিং দময়ন্তি! বিষীদসি।
হৃদি পরং ন বহিঃ খলু বর্ততে সখি! যতস্তত এব বিষদ্যতে ॥ ১০৮ ॥

স্ফুটতি হারমণৌ মদনোষ্মণা হৃদয়মপ্যনলংকৃতমদ্য তে।
সখি! হতাস্মি তদা যদি হৃদ্যপি প্রিয়তমঃ স মম ব্যবধাপিতঃ ॥ ১০৯ ॥

ইদমুদীর্য তবৈব মুমূর্ছ সা মনসি মূর্ছিতমন্মথপাবকা।
ক্ব সহতামবলম্বলবাচ্ছদামনুপপত্তিমতীমপি দুঃখিতা ॥ ১১০ ॥

অধিত কাপি মুখে সলিলং সখী প্যধিত কাপি সরোজদলৈঃ স্তনৌ।
ব্যধিত কাপি হৃদি ব্যজনানিলং ন্যধিত কাপি হিমং সুতনোস্তনৌ ॥ ১১১ ॥

উপচচার চিরং মৃদুশীতলৈর্জলজজালমৃণালজলাদিভিঃ।
প্রিয়সখীনিবহঃ স তথা ক্রমাদিয়মবাপ যথা লঘু চেতনাম্ ॥ ১১২ ॥

অথ কলে! কলয় শ্বসিতি স্ফুটং চলতি পক্ষ্ম চলে! পরিভাবয়।
অধরকম্পনমুন্নয় মেনকে! কিমপি জল্পতি কল্পলতে! শৃণু ॥ ১১৩ ॥

রচয় চারুমতি! স্তনয়োর্বৃতিং কলয় কেশিনি! কেশ্যমসংযতম্।
অবগৃহাণ তরঙ্গিণি! নেত্রয়োর্জলঝরাবিতি শুশ্রুবিরে গিরঃ ॥ ১১৪ ॥

কলকলঃ স তদালিজনাননাদুদলসদ্বিপুলস্তদনন্তরৈঃ।
যমধিগম্য সুতালয়মেতবান্ দ্রুততরঃ স বিদর্ভপুরন্দরঃ ॥ ১১৫ ॥

কন্যান্তঃপুরবোধনায় যদধীকারান্ন দোষা নৃপং
দ্বৌ মন্ত্রিপ্রবরশ্চ তুল্যমগদংকারশ্চ তাবূচতুঃ।
দেবাকর্ণয় সুশ্রুতেন চরকস্যোক্তেন জানেঽখিলং
স্যাদস্যা নলদং বিনা ন দলনে তাপস্য কোঽপি ক্ষমঃ ॥ ১১৬ ॥

তাভ্যামভূর্‌ যুগপদপ্যভিধীয়মানং ভেদব্যয়াকৃতি মিথঃ প্রতিঘাতমেব।
শ্রোত্রে তু তস্য পপতুর্‌ 'পতেন' কিঞ্চিদ্ভিন্নামনিশ্চিতশকিতয়াকুলস্য ॥ ১১৭ ॥

দূতীবিগমিতবিপ্রয়োগচিহ্নমপি তনয়াং নৃপতিঃ পদপ্রণম্রাম্‌।
অকলয়দসমাশুগাধিমগ্নাং ঝটিতি পরাশয়বেদিনো হি বিজ্ঞাঃ ॥ ১১৮ ॥

ব্যতরদথ পিতাশিষং সুতায়ৈ নতশিরসে মুহুরুন্নময্য মৌলিম্‌।
দয়িতমভিমতং স্বয়ংবরে ! ত্বং গুণময়মাপ্নুহি বাসরৈঃ কিয়দ্ভিঃ ॥ ১১৯ ॥

তদনু স তনুজাসখীরবাদীত্‌ তুহিনঋতৌ গত এব হীরশীনাম্‌।
কুসুমমপি শরায়তে শরীরে তদুচিতমাচরতোপচারমস্যাঃ ॥ ১২০ ॥

কতিপয়দিবসৈর্বয়স্যয়া বঃ স্বযমভিলষ্য বরিষ্যতে বরীয়ান্‌।
ক্লমিশমনয়ানয়া তদাপ্তুং রুচিরুচিতাথ ভবদ্বিধাভিধাভিঃ ॥ ১২১ ॥

এবং যদ্বদতা নৃপেণ তনয়া নাপৃচ্ছি লজ্জাপদং
যন্মোহঃ স্মরভূরকল্পি বপুষঃ পাণ্ডুত্বতাপাদিভিঃ।
যচ্চাশীঃ কপটাদবাদি সদৃশী স্যাত্তত্র যা সান্ত্বনা
তন্মত্বালিজনো মনোঽধিমতনোদানন্দমন্দাক্ষয়োঃ ॥ ১২২ ॥

শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালংকারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্‌।
তুর্যঃ স্থৈর্যবিচারণপ্রকরণভ্রাতর্যয়ং তন্মহা-
কাব্যেঽত্র ব্যগলন্নলস্য চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ ॥ ১২৩ ॥

× × × × × × × × × × × × × × **পঞ্চমঃ সর্গঃ** × × × × × × × × × × × × × ×

যাবদাগময়তেঽথ নরেন্দ্রান্‌ স স্বয়ংবরমহায় মহীন্দ্রঃ।
তাবদেব ঋষিরিন্দ্রদিদৃক্ষুর্নারদস্ত্রিদশধাম জগাম ॥ ১ ॥

নাত্র চিত্রমনু তং প্রযযৌ যৎ পর্বতঃ স খলু তস্য সপক্ষঃ।
নারদস্তু জগতো গুরুরুচ্চৈর্বিস্ময়ায় গগনং বিললঙ্ঘে ॥ ২ ॥

গচ্ছতা পথি বিনৈব বিমানং ব্যোম তেন মুনিনা বিজগাহে।
সাধনে হি নিয়মোঽন্যজনানাং যোগিনাং তু তপসাখিলসিদ্ধিঃ ॥ ৩ ॥

খণ্ডিতেন্দ্রভবনাদ্যভিমানাল্লঙ্ঘতে স্ম মুনিরেষ বিমানান্‌।
অর্থিতোঽপ্যতিথিতামনুমেনে নৈব তৎপতিভিরম্বরবন্ধ্যৈঃ ॥ ৪ ॥

তস্য তাপনভিয়া তপনঃ স্বং তাবদেব সমকোচয়দর্চিঃ।
যাবদেষ দিবসেন শশীব দ্রাগতপ্যত ন তন্মহসৈব ॥ ৫ ॥

পর্যভূদ্দিনমণির্দ্বিজরাজং যৎকরৈরহহ তেন তদা তম্‌।
পর্যভূৎ খলু করৈর্দ্বিজরাজঃ কর্ম কঃ স্বকৃতমত্র ন ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৬ ॥

বিষ্টরং তটকুশালিভিরদ্ভিঃ পাদ্যমর্ঘ্যমথ কচ্ছরুহাভিঃ।
পদ্মবৃন্দমধুভির্মধুপর্কং স্বর্গসিন্ধুরদিতাতিথয়েঽস্মৈ ॥ ৭ ॥

স ব্যতীত্য বিয়দন্তরগাধং নাকনায়কনিকেতনমাপ।
সম্প্রতীর্য ভবসিন্ধুমনাদিং ব্রহ্ম শর্মভরচারু যতীব ॥ ৮ ॥

অর্চনাভিরুচিতোচ্চতরাভিশ্চারু তং সংকৃতাতিথিমিন্দ্রঃ।
যাবদর্হকরণং কিল সাধোঃ প্রত্যবায়ধৃতয়ে ন গুণায় ॥ ৯ ॥

নামধেয়সমতাসথমদ্রেরদ্রিভিন্মুনিমথাদ্রিয়ত দ্রাক্।
পর্বতোঽপি লভতাং কথমর্চাং ন দ্বিজঃ স বিবুধাধিপলম্ভী ॥ ১০ ॥

তদ্ভুজাদতিবিতীর্ণসপর্যাদ্যোদ্রুমানপি বিবেদ মুনীন্দ্রঃ।
স্বঃসহস্থিতিসুশিক্ষিতয়া তান্ দানপারমিতয়ৈব বদান্যান্ ॥ ১১ ॥

মুদ্রিতান্যজনসংকথনঃ সন্নারদং বলরিপুঃ সমবাদীত্।
আকরঃ স্বপরভূরিকথানাং প্রায়শো হি সুহৃদোঃ সহবাসঃ ॥ ১২ ॥

তং কথানুকথনপ্রসুতায়াং দূরমালপনকৌতুকিতায়াম্।
ভূভৃতাং চিরমনাগমহেতুং জ্ঞাতুমিচ্ছুরবদচ্ছতমন্যুঃ ॥ ১৩ ॥

প্রাগিব প্রসবতে নৃপবংশঃ কিন্নু সম্প্রতি ন বীরকরীরান্।
যে পরপ্রহরণৈঃ পরিণামে বিক্ষতাঃ ক্ষিতিতলে নিপতন্তি ॥ ১৪ ॥

পার্থিবং হি নিজমাজিষু বীরা দূরমূর্ধ্বগমনস্য বিরোধি।
গৌরবাদ্বপুরপাস্য ভজন্তে মৎকৃতামমতিথিগৌরবঋদ্ধিম্ ॥ ১৫ ॥

সাভিশাপমিব নাতিথয়স্তে মাং যদদ্য ভগবন্নুপযান্তি।
তেন ন শ্রিয়মিমাং বহু মন্যে স্বোদরৈকভৃতিকার্যকদর্যাম্ ॥ ১৬ ॥

পূর্বপুণ্যবিভবব্যয়লব্ধাঃ সম্পদো বিপদ এব বিমৃষ্টাঃ।
পাত্রপাণিকমলার্পণমাসাং তাসু শান্তিকবিধিবিধিদৃষ্টঃ ॥ ১৭ ॥

তদ্বিমুজ্য মম সংশয়শিল্পং স্ফীতমত্র বিষয়ে সহসাঘম্।
ভূয়তাং ভগবতঃ শ্রুতিসারৈরদ্য বাগ্ভিরঘমর্ষণঋগ্ভিঃ ॥ ১৮ ॥

ইত্যুদীর্য মঘবা বিনয়ার্ধং বর্ধয়ন্নবহিতত্বভরেণ।
চক্ষুষাং দশশতীমনিমেষাং তস্থিবান্ মুনিমুখে প্রণিধায় ॥ ১৯ ॥

বীক্ষ্য তস্য বিনয়ে পরিপাকং পাকশাসনপদং স্পৃশতোঽপি।
নারদঃ প্রমদগদ্গদয়োক্ত্যা বিস্মিতঃ স্মিতপুরঃসরমাখ্যত্ ॥ ২০ ॥

ভিক্ষিতা শতমখী সুকৃতং যত্তৎ পরিশ্রমবিদঃ স্ববিভূত্যৌ।
তৎফলে তব পরং যদি হেলা ক্লেশলব্ধমধিকাদরদং তু ॥ ২১ ॥

সম্পদস্তব গিরামপি দূরা যন্ন নাম বিনয়ং বিনয়ন্তে।
শ্রদ্দধাতি ক ইবেহ ন সাক্ষাদাহ চেদনুভবঃ পরমাপ্তঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীভরানতিথিসাৎকরবাণি স্বোপভোগপরতা ন হিতেতি।
পশ্যতো বহিরিবান্তরপীয়ং দৃষ্টিসৃষ্টিরধিকা তব কাপি ॥ ২৩ ॥

আঃ স্বভাবমধুরৈরনুভাবৈস্তাবকৈরতিতরাং তরলাঃ স্মঃ।
দ্যাং প্রশাধি গলিতাবধিকালং সাধু সাধু বিজয়স্ব বিড়োজঃ ॥ ২৪ ॥

সংখ্যাবিক্ষততনুপ্রবদস্রক্ষালিতাখিলনিজাঘলঘুনাম্।
যস্বিহানুপগমঃ শৃণু রাজ্ঞাং তজ্জগদ্ যুবমুদং তমুদস্তম্ ॥ ২৫ ॥

সা ভুবঃ কিমপি রত্নমনর্ঘং ভূষণং জয়তি তত্র কুমারী।
ভীমভূপতনয়া দময়ন্তী নাম যা মদনশস্ত্রমমোঘম্ ॥ ২৬ ॥

সম্প্রতি প্রতিমুহূর্তমপূর্বা কাপি যৌবনজবেন ভবন্তী।
আশিখং সুকৃতসারভৃতে সা কাপি যূনি ভজতে কিল ভাবম্ ॥ ২৭ ॥

কথ্যতে ন কতমঃ স ইতি ত্বং মাং বিবক্ষুরসি কিং চলদোষ্ঠঃ।
অর্ধবর্ত্মনি রুণৎসি ন পৃচ্ছাং নির্গমেণ ন পরিশ্রময়ৈনাম্ ॥ ২৮ ॥

যৎপথাবধিরণুঃ পরমঃ সা যোগিধীরপি ন পশ্যতি যস্মাৎ।
বালয়া নিজমনঃপরমাণৌ হ্রীদরীশয়হরীকৃতমেনম্ ॥ ২৯ ॥

সা শরস্য কুসুমস্য শরব্যং সূচিতা বিরহবার্চিভরঙ্গৈঃ।
তার্তচিত্তমপি ধাতুরধত্ত স্বস্বয়ংবরমহায় সহায়ম্ ॥ ৩০ ॥

মন্মথায় যদথাদিত রাজ্ঞাং হূতিদূত্যবিধয়ে বিধিরাজ্ঞাম্।
তেন তৎপরবশাঃ পৃথিবীশাঃ সংগরং গরমিবাকলয়ন্তি ॥ ৩১ ॥

যেষু যেষু সরসা দময়ন্তী ভূষণেষু যদি বাপি গুণেষু।
তত্র তত্র কলয়াপি বিশেষো যঃ স হি ক্ষিতিভৃতাং পুরুষার্থঃ ॥ ৩২ ॥

শৈশবব্যয়দিনাবধি তস্যা যৌবনোদয়িনি রাজসমাজে।
আদরাদহরহঃ কুসুমেষোরুল্ললাস মৃগয়াভিনিবেশঃ ॥ ৩৩ ॥

ইত্যমী বসুমতীকমিতারঃ সাদরাস্তদুদ তথ্যীভবিতুং ন।
ভীমভূসুরভুবোরভিলাষে দূরমন্তরমহো নৃপতীনাম্ ॥ ৩৪ ॥

তেন জাগ্রদধৃতির্দিবমাগাং সংখ্যসৌখ্যমনুসত্যমনু ত্বাম্।
যন্মুধং কিং ক্ষিতভৃতাং ন বিলোকে তন্নিমগ্নমনসাং ভুবি লোকে ॥ ৩৫ ॥

বেদ যদ্যপি ন কোঽপি ভবন্তং হন্ত হন্তকরুণং বিরুণদ্ধি।
পৃচ্ছ্যসে তদপি যেন বিবেকপ্রোঞ্ছনায় বিষয়ে রসসেকঃ ॥ ৩৬ ॥

এবমুক্তবতি দেবঋষীন্দ্রে দ্রাগভেদি মঘবাননমুদ্রা।
উত্তরোত্তরশুভো হি বিভূনাং কোঽপি মঞ্জুলতমঃ ক্রমবাদঃ ॥ ৩৭ ॥

কানুজে মম নিজে দনুজারৌ জাগ্রতি স্বশরণে রণচর্যা।
যদ্ভুজাশ্রমুপধায় জয়াঙ্কং শর্মণা স্ব পমি বীতবিশঙ্কঃ ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বরূপকলনাদুপপন্নং তস্য জৈমিনিমুনিত্বমুদীয়ে।
বিগ্রহং মখভুজামসহিষ্ণুর্ব্যর্থতাং মদশনিং স নিনায় ॥ ৩৯ ॥

ঈদৃশানি মুনয়ে বিনয়াম্বিধস্তান্ত্ববান্ স বচনানুপগত্য।
প্রাংশুনিঃশ্বসিতপুষ্ঠচরী বাঙ্ নারদস্য নিরিয়ায় নিরোজাঃ ॥ ৪০ ॥

স্বারসাতলভবাহবশঙ্কী নিবৃণোমি ন বসন্ বসুমত্যাম্।
দ্যাং গতস্য হৃদি মে দ্রুদর্কঃ ক্ষ্যাতলদ্বয়ভটাজিবিতর্কঃ ॥ ৪১ ॥

বীক্ষিতস্ত্বমসি মামথ গন্তুং তন্মনুষ্যজগতেঽনুমনুষ্ব।
কিং ভুবঃ পরিবঢ়া ন বিবোঢ়ুং তত্র তামুপগতা বিবদন্তে॥ ৪২॥

ইত্যুদীর্য স যযৌ মুনিরুর্বীং স্বর্পতিং প্রতিনিবর্ত্য জবেন।
বারিতোঽপ্যনুজগাম স যান্তম্ তং কিয়ন্ত্যপি পদান্যপরাণি॥ ৪৩॥

পর্বতেন পরিপীয় গভীরং নারদীয়মুদিতং প্রতিনেদে।
স্বস্য কশ্চিদপি পর্বতপক্ষচ্ছেদিনি স্বয়মদর্শি ন পক্ষঃ॥ ৪৪॥

পাণয়ে বলরিপোরথ ভৈমীশীতকোমলকরগ্রহমর্ম্।
ভেষজং চিরচিতাশনিবাসব্যাপদামুপদিদেশ রতীশঃ॥ ৪৫॥

নাকলোকভিষজোঃ সুষমা যা পুষ্পচাপমপি চুম্বতি সৈব।
বেদ্মি তাদৃগভিষজ্যদসৌ তদ্দ্বারসংক্রমিতবৈদ্যকবিদ্যঃ॥ ৪৬॥

মানুষীমনুসরত্যথ পত্যৌ খর্বভাবমবলম্ব্য মঘোনী।
খণ্ডিতং নিজমসূচয়দুচ্চৈর্মানিমাননসরোরুহনত্যা॥ ৪৭॥

যো মঘোনি দিবমুচ্চরমাণে রম্ভয়া মলিনিমালমলম্ভি।
বর্ণ এব স খলূজ্জ্বলদস্যাঃ শান্তমন্তরমভাষত ভঙ্গ্যা॥ ৪৮॥

জীবিতেন কৃতমপ্সরসাং তৎ প্রাণমুক্তিরিহ যুক্তিমতী নঃ।
ইত্যনক্ষরমবাচি ঘৃতাচ্যা দীর্ঘনিঃশ্বসিতনির্গমনেন॥ ৪৯॥

সাধু নঃ পতনমেবমিতঃ স্যাদিত্যভণ্যত তিলোত্তময়াপি।
চামরস্য বলনেন করাগ্রাত্তদ্বিলোলনবলদ্ভুজনালাৎ॥ ৫০॥

মেনকা মনসি তাপমুদীতং যৎ পিধিৎসুরকরোদবহিত্থাম।
তৎ স্ফুটং নিজহৃদঃ পুটপাকে পক্ষলিপ্তমসৃজদ্বহিরুত্থাম্॥ ৫১॥

উর্বশী গুণবশীকৃতবিশ্বা তৎক্ষণস্তিমিতভাবনিভেন।
শক্রসৌহৃদসমাপনসীম্নি স্তম্ভকার্যমপুষদ্বপুষৈব॥ ৫২॥

কাপি কামপি বভাণ বুভুৎসুং শৃণ্বতি ত্রিদশভর্তরি কিঞ্চিৎ।
এষ কশ্যপসুতামভিগন্তা পশ্য কশ্যপসুতঃ শতযজ্ঞঃ॥ ৫৩॥

আলিমাত্মসুভগত্বসগর্বা কাপি শৃণ্বতি মঘোনি বভাষে।
বীক্ষণেঽপি সঘৃণাসি নৃণাং কিং যাসি ন ত্বমপি সার্থগুণেন॥ ৫৪॥

অম্বয়ুর্দ্যুপতয়ঃ পিতৃনাথাস্তং মুদাথ হরিতাং কমিতারঃ।
বর্ত্ম কর্ম তু পুরঃ পরমেকস্তদ্গতানুগতিকো ন মহার্ঘঃ॥ ৫৫

প্রেষিতাঃ পৃথগথো দময়ন্ত্যৈ চিত্তচৌর্যচতুরা নিজদূত্যঃ।
তদ্গুরুং প্রতি চ তৈরুপহারাঃ সখ্যসৌখ্যকপটেন নিগূঢ়াঃ॥ ৫৬॥

চিত্রমত্র বিবুধৈরপি যত্তৈঃ স্বর্বিহায় বত ভূরনুসস্রে।
দ্যৌর্ন কাচিদথবাস্তি নিরূঢ়া সৈব সা চরতি যত্র হি চিত্তম্॥ ৫৭॥

শীঘ্রলঙ্ঘিতপথৈরথ বাহৈর্লঙ্ঘিতা ভুবমমী সুরসারাঃ।
বাক্তোন্নমিতকন্ধরবন্ধাঃ শুশ্রুবুর্ধ্বনিতমধ্বনি দূরম্॥ ৫৮॥

কিং ঘনস্য জলধেরথবৈবং নৈব সংশয়িতুমপ্যলভন্ত।
স্যন্দনং পরমদূরমপশ্যন্নিঃস্বনশ্রুতিসহোপনতং তে ॥ ৫৯ ॥

সূতবিভ্রমদকৌতুকিভাবং ভাববোধচতুরং তুরগাণাম্।
তত্র নেত্রজনুষঃ ফলমেতে নৈষধং বুবুধিরে বিবুধেন্দ্রাঃ ॥ ৬০ ॥

বীক্ষ্য তস্য বরুণস্তরুণত্বং যত্নভার নিবিড়ং জড়ভূয়ম্।
নোচিতী জড়পতেঃ কিমু সাস্য প্রাজ্যবিস্ময়রসাস্তিমিতস্য ॥ ৬১ ॥

রূপমস্য বিনিরূপ্য তথাতিম্লানিমাপ রবিবংশবতংসঃ।
কীর্ত্যতে যদধুনাপি স দেবঃ কাল এব সকলেন জনেন ॥ ৬২ ॥

যত্নভার দহনঃ খলু তাপং রূপধেয়ভরমস্য বিমৃষ্য।
তত্র ভূদনলতা জনিকর্ত্রী মা তদপ্যনলতৈব তু হেতুঃ ॥ ৬৩ ॥

কামনীয়কমধঃকৃতকামং কামমক্ষিভিরবেক্ষ্য তদীয়ম্।
কৌশিকঃ স্বমখিলং পরিপশ্যন্ মন্যতে স্ম খলু কৌশিকমেব ॥ ৬৪ ॥

রামণীয়কগুণাদ্বয়বাদং মূর্তমুত্থিতমমুং পরিভাব্য।
বিস্ময়ায় হৃদয়ানি বিতেরুস্তেন তেষু ন সুরাঃ প্রবভূবুঃ ॥ ৬৫ ॥

প্রেয়রূপকবিশেষনিবেশৈঃ সংবদদ্ভিরমরাঃ শ্রুতপূর্বৈঃ।
এষ এব স নলঃ কিমিতীদং মন্দমন্দমিতরেতরমূচুঃ ॥ ৬৬ ॥

তেষু তদ্বিধবধূবরণার্হং ভূষণং স সময়ঃ স রথাধ্বা।
তস্য কুণ্ডিনপুরং প্রতিসর্পন্ ভূপতের্ব্যবসিতানি শশংসুঃ ॥ ৬৭ ॥

ধর্মরাজসলিলেশহুতাশৈঃ প্রাণতাং শ্রিতমমুং জগতস্তৈঃ।
প্রাপ্য হৃষ্টচলবিস্তৃততাপৈশ্চেতসা নিভৃতমেতদচিন্তি ॥ ৬৮ ॥

নৈব নঃ প্রিয়তমোভয়থাসৌ যদ্যমুং ন বৃণুতে বৃণুতে বা।
একতো হি ধিগমুমগুণজ্ঞামন্যতঃ কথমদঃপ্রতিলম্ভঃ ॥ ৬৯ ॥

মামুপৈষ্যতি তদা যদি মত্তো বেদ নেয়মিয়দস্য মহত্ত্বম্।
ঈদৃশী চ কথমাকলয়িত্রী মদ্বিশেষমপরান্ নৃপপুত্রী ॥ ৭০ ॥

নৈষধে বত বৃতে দময়ন্ত্যা ব্রীড়িতা হি ন বহির্ভবিতাস্ম।
স্বাং গৃহেঽপি বনিতাং কথমাস্যং হ্রীনিমীলি খলু দর্শয়িতাহে ॥ ৭১ ॥

ইত্যবেত্য মনসাত্মবিধেয়ং কিঞ্চন ত্রিবিবুধী বুবুধে ন।
নাকনায়কমপাস্য তমেকং সা স্ম পশ্যতি পরস্পরমাস্যম্ ॥ ৭২ ॥

কিং বিধেয়মধুনেতি বিমৃশ্যং স্বানুগাননমবেক্ষ্য ঋভুক্ষাঃ।
শংসতি স্ম কপটে পটুরুচ্চৈর্বঞ্চনং সমভিলষ্য নলস্য ॥ ৭৩ ॥

সর্বতঃ কুশলভাগসি কচ্চিত্ত্বং স নৈষধ ইতি প্রতিভা নঃ।
ত্বাসনাধি সুহৃদস্তদুদগ্র রেখাং বীরসেননৃপতেরিব বিম্বঃ ॥ ৭৪ ॥

ক্ব প্রয়াস্যসি নলেত্যলমুক্ত্বা যাত্রযাত্র শুভয়াজনি যত্নঃ।
ত্বত্ত্রয়ৈব ফলসত্ত্বরয়া তত্ত্বং নাধুনাহর্ধমিদমাগামতঃ কিম্ ॥ ৭৫ ॥

এষ নৈষধ ! স দণ্ডভৃদেষ জ্বলজ্জালজটিলঃ স হুতাশঃ ।
যাদসাং স পতিরেষ চ শেষং শাসিতারমবগচ্ছ সুরাণাম্ ॥ ৭৬ ॥

অর্থিনো বয়মমী সমুপৈমস্ত্বাং কিলেতি ফলিতার্থমবেহি ।
অধ্বনঃ ক্ষণমপাস্য চ খেদং কুর্মহে ভবতি কার্যনিবেদম্ ॥ ৭৭ ॥

ঈদৃশীং গিরমুদীর্য বিড়োজা জোষমাপ ন বিশিষ্য বভাষে ।
নাত্র চিত্রমভিধাকুশলত্বে শৈশবাবধি গুরুর্গুরুরস্য ॥ ৭৮ ॥

অর্থিনামহৃষিতাখিললোমা স্বং নৃপঃ স্ফুটকদম্বকদম্বম্ ।
অর্চনার্থমিব তচ্চরণানাং স প্রণামকরণাদুপনিন্যে ॥ ৭৯ ॥

দুর্লভং দিগধিপৈঃ কিমমীভিস্তাদৃশং কথমহো মদধীনম্ ।
ঈদৃশং মনসিকৃত্য বিরোধং নৈষধেন সমশায়ি চিরায় ॥ ৮০ ॥

জীবিতাবধি বনীয়কমাত্রৈর্যাচ্যমানমখিলৈঃ সুলভং যৎ ।
অর্থিনে পরিবৃঢ়ায় সুরাণাং কিং বিতীর্য পরিতুষ্যতু চেতঃ ॥ ৮১ ॥

ভীমজা চ হৃদি মে পরমাস্তে জীবিতাদপি ধনাদপি গুর্বী ।
ন স্বমেব মম সার্হতি যস্যাঃ ষোড়শীমপি কলাং কিল নোর্বী ॥ ৮২ ॥

যীয়তাং কথমভীপ্সিতমেষাং দীয়তাং দ্রুতমযাচিতমেব ।
তং ধিগস্তু কলয়ন্নপি বাঞ্ছামর্থিবাগবসরং সহতে যঃ ॥ ৮৩ ॥

প্রাপিতেন চটুকাকুবিড়ম্বং লম্ভিতেন বহুযাচনলজ্জাম্ ।
অর্থিনা যদঘমার্জতি দাতা তন্ন লুম্পতি বিলম্ব্য দদানঃ ॥ ৮৪ ॥

যৎ প্রদেয়মুপনীয় বদান্যৈর্দীয়তে সলিলমর্থিজনায় ।
যাচনোক্তিবিফলত্ববিশঙ্কাত্রাসমূর্ছনচিকিৎসিতমেতৎ চিকিৎসা ॥ ৮৫ ॥

অর্থিনে ন তৃণবন্ধনমাত্রং কিন্তু জীবনমপি প্রতিপাদ্যম্ ।
এবমাহ কুশবজ্জলদায়ী দব্যদানাবিধিরুক্তিবিদগ্ধঃ ॥ ৮৬ ॥

পঙ্কসংকরবিগর্হিতমর্হং ন শ্রিয়ঃ কমলমাশ্রয়ণায় ।
অর্থিপাণিকমলং বিমলং তদ্বাসবেশ্ম বিদধীত সুধীস্তু ॥ ৮৭ ॥

যাচমানজনমানসবৃত্তেঃ পূরণায় বত জন্ম ন যস্য ।
তেন ভূমিরতিভারবতীয়ং ন দ্রুমৈর্ন গিরিভির্ন সমুদ্রৈঃ ॥ ৮৮ ॥

মা ধনানি কৃপণঃ খলু জীবংস্তৃষ্ণয়ার্পয়তু জাতু পরস্মৈ ।
তত্র নৈষ কুরুতে মম চিত্রং যত্তু নার্পয়তি তানি মৃতোঽপি ॥ ৮৯ ॥

মামমীভিরিহ যাচিতবদ্ভিদাতৃজ্ঞাতমবমত্য জগত্যাম্ ।
যদ্ যশো ময়ি নিবেশিতমেতন্নিষ্ক্রয়োঽস্তু কতমস্তু তদীয়ঃ ॥ ৯০ ॥

লোক এষ পরলোকমুপেতা হা বিহায় নিধনে ধনমেকঃ ।
ইত্যমুং খলু তদস্য নিনীষত্যর্থিবন্ধুরুদয়ন্দয়চিত্তঃ ॥ ৯১ ॥

দানপাত্রমধমর্ণমিহৈকগ্রাহি কোটিগুণিতং দিবি দায়ি ।
সাধুরেতি সুকৃতৈর্যদি কর্তুং পারলৌকিককুসীদমসীদৎ ॥ ৯২ ॥

এবমাদি স বিচিন্ত্য মুহূর্তং তানবোচত পতির্নিষধানাম্ ।
অর্থিদুর্লভমবাপ্য চ হর্ষাদ্ যাচ্যমানমুখমুল্লসিতশ্রি ॥ ৯৩ ॥

নাস্তি জন্যজনকব্যতিভেদঃ সত্যমন্নজনিতো জনদেহঃ ।
বীক্ষ্য বঃ খলু তনুমমৃতাদাম্ দৃঙ্নিমজ্জনমুপৈতি সুধায়াম্ ॥ ৯৪ ॥

মত্তপঃ ক নু তনু ক ফলং বা যূয়মীক্ষণপথং ব্রজথেতি ।
ঈদৃশান্যপি দধাস্তি পুনর্নঃ পূর্বপুরুষতপাংসি জয়ন্তি ॥ ৯৫ ॥

প্রত্যতিষ্ঠিপদিলাং খলু দেবীং কর্ম সর্বসহনব্রতজন্ম ।
যুষ্মপ্যহহ পূজনমস্যা যন্নিজৈঃ সৃজথ পাদপয়োজৈঃ ॥ ৯৬ ॥

জীবিতাবধি কিমপ্যধিকং বা যন্মনীষিতমিতো নরডিম্ভাৎ ।
তেন বশ্চরণমর্চতু সোঽয়ং ব্রূত বস্তু পুনরস্তু কিমীদৃক্ ॥ ৯৭ ॥

এবমুক্তবতি মুক্তবিশঙ্কে বীরসেনতনয়ে বিনয়েন ।
বক্রভাববিষমামথ শক্রঃ কার্যকৈতবগুরুর্গিরমূচে ॥ ৯৮ ॥

পাণিপীড়নমহং দময়ন্ত্যাঃ কাময়েমহি মহীমিহিকাংশো !
দূত্যমত্র কুরু নঃ স্মরভীতিং নির্জিতস্মর ! চিরস্য নিরস্য ॥ ৯৯ ॥

আসতে শতমধিক্ষিতি ভূপাস্তোয়রাশিরসি তে খলু কূপাঃ ।
কিং গ্রহা দিবি ন জাগ্রতি তে তে ভাস্বতস্তু কতমস্তুলয়াস্তে ॥ ১০০ ॥

বিশ্বদৃশ্বনয়না বয়মেব ত্বদ্গুণাম্বুধিমগাধমবেমঃ ।
ত্বামিহৈব বিনিবেশ্য রহস্যে নির্বৃতিং নহি লভেমহি সর্বে ॥ ১০১ ॥

শুশ্ববংশজনিতোঽপি গুণস্য স্থানতামনুভবন্নপি শক্রঃ ।
ক্ষিপ্রমেনমৃজুমাশু সপক্ষং সায়কং ধনুরিবার্জনি বক্রঃ ॥ ১০২ ॥

তেন তেন বচসৈব মঘোনঃ স স্ম বেদ কপটং পটুরুচ্চৈঃ ।
আচরত্তদুচিতামথ বাণীমার্জবং হি কুটিলেষু ন নীতিঃ ॥ ১০৩ ॥

সেয়মুচ্চতরতা দুরিতানামন্যজন্মনি ময়ৈব কৃতানাম্ ।
যুস্মদীয়মপি যা মহিমানং জেতুমিচ্ছতি কথাপথপারম্ ॥ ১০৪ ॥

কিন্তু চিত্তমখিলস্য ন কুর্যাং ধুর্যকার্যপরিপন্থি তু মৌনম্ ।
হ্রীগিরাস্তু বরমস্তু পুনর্মা স্বীকৃতৈব পরবাগপরাস্তা ॥ ১০৫ ॥

যস্মতো বিমলদর্পণিকায়াং সম্মুখস্থমখিলং খলু তত্ত্বম্ ।
তেঽপি কিং বিতরথেদৃশমাজ্ঞাং যা ন যস্য সদৃশী বিতরীতুম্ ॥ ১০৬ ॥

যামি যামিহ বরীতুমহো তদ্দূততাং তু করবাণি কথং বঃ ।
ঈদৃশাং ন মহতাং বত জাতা বঞ্চনে মম তৃণস্য ঘৃণাপি ॥ ১০৭ ॥

উদ্ভ্রমামি বিরহান্মুহুরস্যা মোহমেমি চ মুহূর্তমহং যঃ ।
ব্রূত বঃ প্রভবিতাস্মি রহস্যং রক্ষিতুং স কথমীদৃগবস্থঃ ॥ ১০৮ ॥

যাং মনোরথময়ীং হৃদি কৃত্বা যঃ শ্বসিম্যথ কথং স তদগ্রে ।
ভাবগুপ্তিমবলম্বিতুমীশে দুর্জয়া হি বিষয়া বিদুষাপি ॥ ১০৯ ॥

যামিকাননুপমূদা চ মাদৃক্ তাং নিরীক্ষিতুমপি ক্ষমতে কঃ।
রক্ষিলক্ষজয়চণ্ডচরিত্রে পুংসি বিশ্বসিতি কুত্র কুমারী ॥ ১১০ ॥

আদধীচি কিল দাতৃকৃতার্ঘং প্রাণমাত্রপণসীম যশো যৎ।
আবদে কথমহং প্রিয়য়া তৎ প্রাণতঃ শতগুণেন পণেন ॥ ১১১ ॥

অর্থনা ময়ি ভবদ্ভিরিবাস্যে কর্তুমর্হতি ময়াপি ভবৎসু।
ভীমজার্থপরযাচনচাটৌ যূয়মেব গুরবঃ করণীয়াঃ ॥ ১১২ ॥

অর্থিতাঃ প্রথমতো দময়ন্তীং যূয়মন্বহমুপাস্য ময়া যৎ।
হ্রীর্ন চেদ্ব্যতিযতামপি তদ্বঃ সা মমাপি সুতরাং ন তদস্তু ॥ ১১৩ ॥

কুণ্ডিনেন্দ্রসুতয়া কিল পূর্বং মাং বরীতুমুররীকৃতমাস্তে।
ব্রীড়মেষ্যতি পরং ময়ি দৃষ্টে স্বীকরিষ্যতি ন সা খলু যুষ্মান্ ॥ ১১৪ ॥

তৎ প্রসীদত বিধত্ত ন খেদং দূত্যমত্যসদৃশং হি মমেদম্।
হাস্যতৈব সুলভা ন তু সাধ্যং তদ্বিধিৎসুভিরনৌপয়িকেন ॥ ১১৫ ॥

ঈদৃশানি গদিতানি তদানীমাকলয্য স নলস্য বলারিঃ।
শংসতি স্ম কিমপি স্ময়মানঃ স্বানুগাননবিলোকনলোলঃ ॥ ১১৬ ॥

নাভ্যধায়ি নৃপতে! ভবতেদং রোহিণীরমণবংশভবেন।
লজ্জতে ন রসনা তব বাম্যাদর্থিষু স্বয়মুরীকৃতকাম্যা ॥ ১১৭ ॥

ভঙ্গুরং চ বিতথং ন কথং বা জীবলোকমবলোকয়সীমম্।
যেন ধর্মযশসী পরিহাতুং ধীরহো চলতি ধীর! তবাপি ॥ ১১৮ ॥

কঃ কুলেঽজনি জগন্মুকুটে বঃ প্রার্থকেপ্সিতমপূরি ন যেন।
ইন্দুবাদিরজনিষ্ট কলঙ্কী কষ্টমত্র স ভবানপি মা ভূৎ ॥ ১১৯ ॥

যাপদৃষ্টিরপি যা মুখমুদ্রা যাচমানমনু যা চ ন তুষ্টিঃ।
ত্বাদৃশস্য সকলঃ স কলঙ্কঃ শীতভাসি শশকঃ পরমঙ্কঃ ॥ ১২০ ॥

নাক্ষরাণি পঠতা কিমপাঠি বিস্মৃতঃ কিমথবা পঠিতোঽপি।
ইত্থমর্থিজনসংশয়দোলাখেলনং খলু চকার নকারঃ ॥ ১২১ ॥

অব্রবীত্তমনলঃ ক নু লেদং লব্ধমুজ্ঝসি যশঃ শশিকল্পম্।
কল্পবৃক্ষপতিমর্থিনমেনং নাপ কোঽপি শতমন্যুমিহান্যঃ ॥ ১২২ ॥

ন ব্যহন্যত কদাপি মুদং যঃ স্বঃসদামুপনয়ন্নভিলাষঃ।
তৎপদে ত্বদভিষেককৃতাং নঃ মত্যজত্বসমতামদমদ্য ॥ ১২৩ ॥

অব্রবীদথ যমস্তমহৃষ্টং বীরসেনকুলদীপ! তমস্ত্বাম্।
যৎকিমপ্যভিবুভূষতি তৎ কিং চন্দ্রবংশবসতেঃ সদৃশং তে ॥ ১২৪ ॥

রোহণঃ কিমপি যঃ কঠিনানাং কামধেনুরপি যা পশুরেব।
নৈনয়োরপি বৃথাঽভবদর্থী হা বিধিৎসুরসি বৎস! কিমেতৎ ॥ ১২৫ ॥

যাচিতশ্চিরয়তি ক নু ধীরঃ প্রাণনে ক্ষণমপি প্রতিভূঃ কঃ।
শংসতি দ্বিনয়নী দৃঢ়নিদ্রাং দ্রাঙ্‌নিমেষমিষঘূর্ণনপূর্ণা ॥ ১২৬ ॥

অন্নপত্রপমপি দিৎসতি শীতং সাথি'না বিমুখতা যদভাজি।
স্তোককস্য খলু চঞ্চুপুটেন ম্লানিরুল্লসতি তন্ধনসংঘে ॥ ১২৭ ॥

উচিবানুচিতমক্ষরমেনং পাশপাণিরপি পাণিমুদস্য।
কীর্তিরেব ভবতাং প্রিয়দারা দাননীরঝরমৌক্তিকহারা ॥ ১২৮ ॥

চর্ম বর্ম কিল যস্য নভেদ্যং যস্য বজ্রময়মস্থি চ তৌ চেৎ।
স্থায়িনাবিহ ন কর্ণদধীচী তন্ন ধর্মমবধীরয় ধীর ! ॥ ১২৯ ॥

অদ্য যাবদপি যেন নিবদ্ধৌ ন প্রভু বিচলিতুং বলিবিন্ধ্যৌ।
আশ্রুতাবিতথতাগুণপাশস্তাদৃশেন বিদুষা দুরপাসঃ ॥ ১৩০ ॥

প্রেয়সী জিতসুধাংশুমুখশ্রীর্যা ন মুঞ্চতি দিগন্তগতাপি।
ভঙ্গিসঙ্গমকুরঙ্গদৃগর্থে কঃ কদর্থয়তি তামপি কীর্তিম্ ॥ ১৩১ ॥

যান্ বরং প্রতি পরেঽর্থয়িতারস্তেঽপি যং বয়মহো স পুনস্ত্বম্।
নৈব নঃ খলু মনোরথমাত্রং শূর ! পূরয় দিশোঽপি যশোভিঃ ॥ ১৩২ ॥

অর্থিতাং ত্বয়ি গতেষু সুরেষু ম্লানদানর্জনিতোরুযশঃশ্রীঃ।
অদ্য পাণ্ডু গগনং সুরশাখী কেবলেন কুসুমেন বিধত্তাম্ ॥ ১৩৩ ॥

প্রবসতে ভরতার্জুনবৈন্যবৎ স্মৃতিধৃতোঽপি নল ! ত্বমভীষ্টদঃ।
ত্বগমনাফলতাং যদি শঙ্কসে তদফলং নিখিলং খলু মঙ্গলম্ ॥ ১৩৪ ॥

ইষ্টং নঃ প্রতি তে প্রতিশ্রুতিরভূদ্ যাদ্য স্বরাহ্লাদিনী
ধর্মার্থা সৃজ তাং শ্রুতিপ্রতিভটীকৃত্যান্বিতাখ্যাপদাম্।
ত্বংকীর্তিঃ পুনতী পুনস্ত্রিভুবনং শুভ্রাদ্বয়াবেশনাদ্
দ্রব্যাণাং শিতিপীতলোহিতহরিন্নামান্বয়ং লুম্পতু ॥ ১৩৫ ॥

যং প্রাসূত সহস্রপাদুদভবৎ পাদেন খঞ্জঃ কথং
স চ্ছায়াতনয়ঃ সুতঃ কিল পিতুঃ সাদৃশ্যমন্বিষ্যতি।
এতস্যোত্তরমদ্য নঃ সমজনি ত্বত্তেজসাং লঙ্ঘনে
সাহস্রৈরপি পঙ্গুরঙ্ঘ্রিভিরভিব্যক্তীভবন্ ভানুমান্ ॥ ১৩৬ ॥

ইত্যাকর্ণ্য ক্ষিতীশস্ত্রিদশপরিষদস্তা গিরশ্চাটুগর্ভা
বৈদর্ভীকামুকোঽপি প্রসভবিনিহিতং দূত্যভারং বভার।
অঙ্গীকারং গতেঽস্মিন্নমরপরিবৃঢ়ঃ সংভৃতানন্দমূচে
ভূয়াদস্মার্ধসিদ্ধেরনুবিহিতভবচ্চিত্ততা যত্র তত্র ॥ ১৩৭ ॥

শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালংকারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্।
তস্য শ্রী বজয়প্রশস্তিরচনাতাতস্য ভব্যে মহা-
কাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গোঽগমৎ পঞ্চমঃ ॥ ১৩৮ ॥

দূত্যায় দৈত্যারিপতেঃ প্রবৃত্তো দ্বিষাং নিষেদ্ধা নিষধপ্রধানঃ।
স ভীমভূমিপতিরাজধানীং লক্ষীচকারাথ রথস্যদস্য ॥ ১ ॥

ভৈম্যা সমং নাজগণদ্বিযোগং স দূতধর্মে স্থিরধীরধীশঃ
পয়োধিপানে মুনিরন্তরায়ং দুর্বারমপ্যোর্বমিবোর্বশেয়ঃ ॥ ২ ॥

নলপ্রণালীমিলদম্বুজাক্ষীসংবাদপীযূষপিপাসবস্তে।
তদধ্ববীক্ষার্থমিবানিমেষা দেশস্য তস্যাভরণীবভূবুঃ ॥ ৩ ॥

তাং কুণ্ডিনাখ্যাপদমাত্রগুপ্তামিন্দ্রস্য ভূমেরমরাবতীং সঃ।
মনোরথঃ সিদ্ধিমিব ক্ষণেন রথস্তদীয়ঃ পুরমাসসাদ ॥ ৪ ॥

ভৈমীপদস্পর্শকৃতার্থরথ্যা সেয়ং পুরীত্যুৎকলিকাকুলস্তাম্।
নৃপো নিপীয় ক্ষণমীক্ষণাভ্যাং ভৃশং নিশশ্বাস স্মরৈঃ ক্ষতাশঃ ॥ ৫ ॥

স্বিদ্যৎপ্রমোদাশ্রুলবেন বামং রোমাঞ্চভৃৎপক্ষ্মভিরস্য চক্ষুঃ।
অন্যৎ পুনঃ কম্প্রমপি স্ফুরত্তৎ তস্যাঃ পুরঃ প্রাপ নবোপভোগম্ ॥ ৬ ॥

রথাদসৌ সারথিনা সনাথাদ্ রাজাবতীর্যাশু পুরং বিবেশ।
নির্গত্য বিম্বাদিব ভানবীয়াৎ সৌধাকরং মণ্ডলমংশুসম্ভবঃ ॥ ৭ ॥

চিত্রং তদা কুণ্ডিনবেশিনঃ সা নলস্য মূর্তির্ববৃতে নদৃশ্যা।
বভূব তচ্চিত্রতরং তথাপি বিশ্বৈকদৃশ্যৈব যদস্য মূর্তিঃ ॥ ৮ ॥

জনৈর্বিদগ্ধৈর্বনৈশ্চ মুগ্ধৈঃ পদে পদে বিস্ময়কল্পবল্লীম্।
বিগাহমানা পুরমস্য দৃষ্টিরথাদদে রাজকুলাতিথিত্বম্ ॥ ৯ ॥

লীনস্তরামীতি হৃদা ললজ্জে হেলাং দধৌ রক্ষিজনেঃপ্রসজ্জে।
দ্রক্ষ্যামি ভৈমীমিতি সন্তুতোষ দূত্যং বিচিন্ত্য স্বমসৌ শুশোচ ॥ ১০ ॥

অথোপকার্যামমরেন্দ্রকার্যং কক্ষাসু রক্ষাধিকৃতৈরদৃষ্টঃ।
ভৈমীং দিদৃক্ষুর্বহু দিক্ষু চক্ষুর্দিশন্নসৌ তামবিশদ্বিশঙ্কঃ ॥ ১১ ॥

অয়ং ক ইত্যন্যনিবারকাণাং গিরা বিভুদ্বারি বিভুজ্য কণ্ঠম্।
দূশং দধৌ বিস্ময়নিস্তরঙ্গাং বিলং ঘতাযামপি রাজসিংহঃ ॥ ১২ ॥

অন্তঃপুরান্তঃ স বিলোক্য বালাং কাঞ্চিৎ সমালম্ভমসংবৃতোরুম্।
নিমীলিতাক্ষঃ পরয়া ভ্রমন্ত্যা সংঘট্টমাসাদ্য চমচ্চকার ॥ ১৩ ॥

অনাদিসর্গস্র জ বানুভূতা চিত্রেষু বা ভীমসুতা নলেন।
জাতৈব যদা জিতশম্বরস্য সা শাম্বরী শিল্পমলক্ষি দিক্ষু ॥ ১৪ ॥

অলীকভৈমীসহদর্শনাম্ন তস্যান্যকন্যাস্পরসো রসায়।
ভৈমীভ্রমস্যৈব ততঃ প্রসাদাদ্ভৈমীভ্রমস্তেন ন তাস্বলম্ভি ॥ ১৫ ॥

ভৈমীনিরাশে হৃদি মন্মথেন দত্তস্বহস্তাদ্বিরহাদ্বিহস্তঃ।
স তামলীকামবলোক্য তত্র ক্ষণাদপশ্যন্ ব্যষদাদ্বিবৃদ্ধঃ ॥ ১৬ ॥

প্রিয়াং বিকল্পোপগতাং স যাবদ্দিগীশসন্দেশমজল্পদল্পম্ ।
অদৃশ্যবাগ্ভীষিতভূরিভীরুভবো রবস্তাবদচেতয়ত্তম্ ॥ ১৭ ॥

পশ্যন্ স তস্মিন্মরুতাপি তন্ব্যাঃ স্তনৌ পরিস্প্রষ্টুমিবাঙ্গবস্ত্রৌ ।
অক্ষান্তপক্ষান্তমৃগাঙ্কভাস্যাং দধার তির্যগ্বলিতং বিলক্ষঃ ॥ ১৮ ॥

অন্তঃপুরে বিস্তৃতবাগুরোঽপি বালাবলীনাং বলিতৈর্গুণৌঘৈঃ ।
ন কালসারং হরিণং তদক্ষিদ্বন্দ্বং প্রভুর্বন্ধুমভূন্মনোভূঃ ॥ ১৯ ॥

দোর্মূলমালোক্য কচং রুরুৎসোস্ততঃ কুচৌ তাবনুলেপয়ন্ত্যাঃ ।
নাভীমথৈষ শ্লথবাসসোঽনু মিমীল দিক্ষু ক্রমকৃষ্টচক্ষুঃ ॥ ২০ ॥

মীলন্ন শেকেঽভিমুখাগতাভ্যাং ধর্তুং নিপীড্য স্তনসান্তরাভ্যাম্ ।
সাঙ্গান্যপেতো বিজগৌ স পশ্যন্ পুমঙ্গসঙ্গোৎপুলকে পুনস্তে ॥ ২১ ॥

নিমীলনস্পষ্টবলোকনাভ্যাং কদর্থিতস্তাঃ কলয়ন্ কটাক্ষৈঃ ।
স রাগদর্শীব ভৃশং ললজ্জে স্বতঃ সতাং হ্রীঃ পরতোঽপি গুর্বী ॥ ২২ ॥

রোমাঞ্চিতাঙ্গীমনু তৎকটাক্ষৈর্ভ্রান্তেন কান্তেন রতের্নিসৃষ্টঃ ।
মোঘঃ শরৌঘঃ কুসুমানি নাভূত্তদ্ধৈর্যপুঞ্জং প্রতি পর্যবস্যন্ ॥ ২৩ ॥

হিত্বেব বর্ত্মৈকমিহ ভ্রমন্ত্যাঃ স্পর্শঃ স্ত্রিয়াঃ সুত্যজ ইত্যবেত্য ।
চতুষ্পথস্যাভরণং বভূব লোকাবলোকায় সতাং স দীপঃ ॥ ২৪ ॥

উদ্বর্তয়ন্ত্যা হৃদয়ে নিপত্য নৃপস্য দৃষ্টির্ন্যবৃতদ্দ্রুতেব ।
বিয়োগবৈরাৎ কুচয়োর্নখাঙ্কৈরর্ধেন্দুলীলৈর্গলহস্তিতেব ॥ ২৫ ॥

তন্বীমুখং দ্রাগধিগত্য চন্দ্রং বিয়োগিনস্তস্য নিমীলিতাভ্যাম্ ।
দ্বয়ং দ্রঢীয়ঃ কৃতমীক্ষণাভ্যাং তদিন্দুতা চ স্বসরোজতা চ ॥ ২৬ ॥

চতুষ্পথে তং বিনিমীলিতাক্ষং চতুর্দিগেতাঃ সুখমগ্রহীষ্যন্ ।
সংঘট্ট্য তস্মিন্ ভৃশভীনিবৃত্তাস্তা এব তদ্বর্ত্ম ন চেদদাস্যন্ ॥ ২৭ ॥

সংঘট্টয়ন্ত্যাস্তরসাত্মভূষাহীরাঙ্কুরপ্রোতদুকূলহারী ।
দিশা নিতম্বং পরিধাপ্য তন্ব্যাস্তৎপাপসন্তাপমবাপ ভূপঃ ॥ ২৮ ॥

হৃতঃ কয়াচিৎ পথি কন্দুকেন সংঘট্ট্য ভিন্নঃ করজৈঃ কয়াপি ।
কয়াচনাক্তঃ কুচকুঙ্কুমেন সম্ভুক্তকল্পঃ স বভূব তাভিঃ ॥ ২৯ ॥

ছায়াময়ঃ প্রৈক্ষি কয়াপি হারে নিজে স গচ্ছন্নথ নেক্ষ্যমাণঃ ।
তচ্চিত্তয়াস্তর্নিরচায়ি চারু স্বস্যেব তন্ব্যা হৃদয়ং প্রবিষ্টঃ ॥ ৩০ ॥

তচ্ছায়সৌন্দর্যনিপীতধৈর্যাঃ প্রত্যেকমালিঙ্গদমূ রতীশঃ ।
রতিপ্রতিদ্বন্দ্বতমাসু নূনং নামুষু নির্ণীতরতিঃ কথঞ্চিৎ ॥ ৩১ ॥

তস্মাদদৃশ্যাদপি নাতিবিভ্যুস্তচ্ছায়রূপাহিতমোহলোলাঃ ।
মন্যন্ত এবাদৃতমন্মথাজ্ঞাঃ প্রাণানপি স্বান্ সুদৃশস্তৃণানি ॥ ৩২ ॥

জাগর্তি তচ্ছায়দৃশাং পুরা যঃ স্পৃষ্টে চ তস্মিন্ বিসসর্প কম্পঃ ।
দ্রুতং গতে তৎপদশব্দভীত্যা স্বহস্তিতশ্চারুদৃশাং পরং সঃ ॥ ৩৩ ॥

উল্লাস্যতাং স্পৃষ্টনলাঙ্গমঙ্গং তাসাং নলচ্ছায়পিবাহপি দৃষ্টিঃ।
অশ্বৈব রত্যান্তদনার্তি পত্যা ছেদেহপ্যবোধং যদহর্ষি লোম ॥ ৩৪ ॥

যস্মিন্নলস্পৃষ্টকমেত্য হৃষ্টা ভূয়োহপি তং দেশমগাম্মৃগাক্ষী।
নিপত্য তত্রাস্য ধরারজঃস্থে পাদে প্রসীদেতি শনৈরবাদীৎ ॥ ৩৫ ॥

ভ্রমন্নমুষ্যামুপকারিকায়ামায়াস্য ভৈমীবিরহাৎ কৃশীয়ান্।
অসৌ মুহুঃ সৌধপরম্পরাণাং ব্যধত্ত বিশ্রান্তিমুপত্যকাসু ॥ ৩৬ ॥

উল্লিখ্য হংসেন দলে নলিন্যাস্তস্মৈ যথাদর্শি তথৈব ভৈমী।
তেনাভিলিখ্যোপহৃতস্বহারা কস্যা ন দৃষ্টাজনি বিস্ময়ায় ॥ ৩৭ ॥

কৌমারগন্ধীনি নিবারয়ন্তী বস্ত্রানি রোমাবলিবেত্রচিহ্না।
সালিখ্য তেনৈক্ষ্যত যৌবনীয়দ্বাঃস্থামবস্থাং পরিচেতুকামা ॥ ৩৮ ॥

পশ্যাঃ পুরন্ধ্রীঃ প্রতি সান্দ্রসিন্দূররজঃকৃতক্রীড়কুমারচক্রে।
চিত্রাণি চক্রেঽধ্বনি চক্রবর্তিচিহ্নং তদাংশুপ্রতিমাসু চক্রম্ ॥ ৩ ॥

তারুণ্যপুণ্যামবলোকয়ন্ত্যোরন্যোন্যমেণেক্ষণয়োরভিখ্যাম্।
মধ্যে মুহূর্তং স বভূব গচ্ছন্নাকস্মিকাচ্ছাদনবিস্ময়ায় ॥ ৪০ ॥

পুরঃস্থিতস্য ক্বচিদস্য ভূষারত্নেষু নার্যঃ প্রতিবিম্বিতানি।
ব্যোমন্যদৃশ্যেষু নিজান্যপশ্যন্ বিস্মিত্য বিস্মিত্য সহস্রকৃত্বঃ ॥ ৪১ ॥

তস্মিন্ বিষজ্যার্ধপথাভিযাহং তদঙ্গরাগচ্ছুরিতং নিরীক্ষ্য।
বিস্মেরতামাপুরনুস্মরন্ত্যঃ ক্ষিপ্তং মিথঃ কন্দুকমিন্দুমুখ্যঃ ॥ ৪২ ॥

পুংসি স্বভর্তৃব্যতিরিক্তভূতে ভূত্বাপ্যবীক্ষানিয়মব্রতিন্যঃ।
ছায়াসু রূপং ভুবি তস্য বীক্ষ্য ফলং দৃশোরানশিরে মহিষ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

বিলোক্য তচ্ছায়মতর্কি তাভিঃ পতিং প্রতি স্বং বসুধাপি ধত্তে।
যথা বয়ং কিং মদনং তথৈনং ত্রিনেত্রনেত্রানলকীলনীলম্ ॥ ৪৪ ॥

রূপং প্রতিচ্ছায়িকয়োপনীতমালোকি তাভির্যদি নাম কামম্।
তথাপি নালোকি তদস্য রূপং হারিদ্রভঙ্গায় বিতীর্ণভঙ্গম্ ॥ ৪৫ ॥

ভবন্নদৃশ্যঃ প্রতিবিম্বদেহব্যূহং বিতন্বন্ মণিকুট্টিমেষু।
পুরং পরস্য প্রবিশন্ বিয়োগী যোগীব চিত্রং স ররাজ রাজা ॥ ৪৬ ॥

পুমানিবাস্পর্শি ময়া ভ্রমন্ত্যা ছায়া ময়া পুংস ইব ব্যলোকি।
ব্রুবন্নিবার্তাকি ময়াপি কশ্চিদিতি স্ম স স্ত্রৈণগিরঃ শৃণোতি ॥ ৪৭ ॥

অম্বাং প্রণম্যোপনতা নতাঙ্গী নলেন ভৈমী পথি যোগমাপ।
স ভ্রান্তভৈমীষু ন তাং বিবেদ সা তং চ নাদৃশ্যতয়া দদর্শ ॥ ৪৮ ॥

প্রসূপ্রসাদাধিগতা প্রসূনে মালা নলস্য ভ্রমবীক্ষিতস্য।
ক্ষিপ্তাপি কণ্ঠায় তয়োপকণ্ঠে স্থিতং তমালম্বত সত্যমেব ॥ ৪৯ ॥

স্বপ্বাসনাদৃষ্টজনপ্রসাদঃ সত্যোয়মিত্যদ্ভুতমাপ ভূপঃ।
ক্ষিপ্তামদৃশ্যাত্মতাং চ মালামালোক্য তাং বিস্ময়তে স্ম বালা ॥ ৫০ ॥

অন্যোন্যমন্যত্রবদীক্ষমাণৌ পরস্পরেণাধ্যুষিতেঽপি দেশে।
আলিঙ্গিতালীকপরস্পরাস্তত্থ্যং মিথস্তৌ পরিষস্বজাতে ॥ ৫১ ॥
স্পর্শং তমস্যাধিগতাপি ভৈমী মেনে পুনর্ভ্রান্তিময়দর্শনেন।
নৃপস্তু পশ্যন্নপি তাম্দীতস্তম্ভো ন ধর্তুং সহসা শশাক ॥ ৫২ ॥
স্পর্শাতিহর্ষাদ্‌ব্রতসত্যমত্যা প্রবৃত্ত্য মিথ্যাপ্রতিলব্ধবোধৌ।
পুনর্মিথস্তথ্যমপি স্পৃশন্তৌ ন শ্রদ্দধাতে পথি তৌ বিমুগ্ধৌ ॥ ৫৩ ॥
সর্বত্র সম্পাদ্যমবাধমানৌ য়ূপশ্রিয়াতিথ্যকরং পরং তৌ।
ন শেকতুঃ কেলিরসাদ্বিরন্তুমলীকমালোক্য পরস্পরং তু ॥ ৫৪ ॥
পরস্পরস্পর্শরসোর্মিসেকাত্তয়োঃ ক্ষণং চেতসি বিপ্রলম্ভঃ।
স্নেহাতিদানাদিব দীপিকার্চির্নিমেষা কিঞ্চিদ্বিগুণং দিদীপে ॥ ৫৫ ॥
বেশ্মাপ সা ধৈর্যবিয়োগযোগাদ্বোধং চ মোহং চ মুহুর্দধানা।
পুনঃপুনস্তত্র পুরঃ স পশ্যানুবভ্রামতাং সুভ্রুবমুদ্ভ্রমেণ ॥ ৫৬ ॥
পম্ভ্যাং নৃপঃ সঞ্চরমাণ এব চিরং পরিভ্রম্য কথংকথঞ্চিৎ।
বিদর্ভরাজপ্রভবানিবাসং প্রাসাদমভ্রংকষমাসসাদ ॥ ৫৭ ॥
সখীশতানাং সরসৈর্বিলাসৈঃ স্মরাবরোধভ্রমমাবহন্তীম্।
বিলোকয়ামাস সভাং স ভৈম্যাস্তস্য প্রতোলীমণিবেদিকায়াম্ ॥ ৫৮ ॥
কণ্ঠঃ কিমস্যাঃ পিকবেণুবীণাস্তিস্রো জিতাঃ সূচয়তি ত্রিরেখঃ।
ইত্যন্তরস্তুয়ত কাপি যত্র নলেন বালা কলমালপন্তী ॥ ৫৯ ॥
এতং নলং তং দময়ন্তি! পশ্য ত্যজার্তিমিত্যালিগিরা লপন্বোধান্।
শ্রুত্বা স নারীকরবর্তিশারীমুখাৎ স্বমাশঙ্কত যত্র দৃষ্টম্ ॥ ৬০ ॥
যত্রৈকয়ালীকনলীকৃতালীকণ্ঠে মৃষাভীমভবীভবন্ত্যা।
তন্দুকূপথে দোহলিকোপনীতা শালীনমাধায়ি মধূকমালা ॥ ৬১ ॥
চন্দ্রাভমাভ্রং তিলকং দধানা চন্দ্রানবস্থামিব যত্র কান্তা।
সসর্জ কা চন্দ্রসমে সখীমুখে তর্জন্নিজাস্যোন্দুকৃতানুবিম্বম্ ॥ ৬২ ॥
দলোদরে কাঞ্চনকৈতকস্য ক্ষণাম্মষী ভাবুকবর্ণরেখম্।
তস্যৈব যত্র স্বমনঙ্গলেখং লিলেখ ভৈমী নখলেখিনীভিঃ ॥ ৬৩ ॥
বিলেখিতুং ভীমভুবো লিপীষু সখ্যাঽর্তিবিখ্যাতিভৃতাপি যত্র।
অশাকি লীলাকমলং ন পাণিমপারি কর্ণোৎপলমক্ষি নৈব ॥ ৬৪ ॥
ভৈমীমুপাবীণয়দেত্য যত্র কলিপ্রিয়স্য প্রিয়শিষ্যবর্গঃ।
গন্ধর্ববধ্বঃ স্বরমধুরীণতৎকণ্ঠনালৈকধুরীণবীণঃ ॥ ৬৫ ॥
নাবা স্মরঃ কিং হরভীতিগুপ্তঃ পয়োধরে খেলতি কুম্ভ এব।
ইত্যর্ধচন্দ্রাভনখাঙ্কচুম্বিকুচা সখী যত্র সখীভিরূচে ॥ ৬৬ ॥
স্মরাশুগীভুয় বিদর্ভসুভ্রূবক্ষো যদক্ষোভি খলু প্রসূনৈঃ।
স্রজং সৃজন্ত্যা তদশোধি তেষু যত্রৈকয়া সূচিশিখাং নিখায় ॥ ৬৭ ॥

যত্রাবদত্তামতিভীয় ভৈমীং ত্যজ ত্যজেদং সখি! সাহসিকাম্।
ত্বমেব কৃত্বা মদনায় দৎসে বাণান্ প্রসূনানি গুণেন সজ্জান্ ॥ ৬৮ ॥

আলিখ্য সখ্যাঃ কুচপত্রভঙ্গীমধ্যে সুমধ্যা মকরীং করেণ।
যদ্রাবদত্তামিয়মালি! যানং মনো ত্বদেকাবলিনাকনদ্যাঃ ॥ ৬৯ ॥

তামেব সা যত্র জগাদ ভূয়ঃ পয়োধিযাদঃ কুংকুম্ভয়োস্তে।
সেয়ং স্থিতা তাবকহৃচ্ছয়াঙ্কপ্রিয়াস্তু বিস্তারযশঃপ্রশস্তিঃ ॥ ৭০ ॥

শারীং চরন্তীং সখি! মারয়ৈনামিত্যক্ষদায়ে কথিতে কয়াপি।
যত্র স্বঘাতভ্রমভীরুশারীকাকুত্থসাকুতহসঃ স জজ্ঞে ॥ ৭১ ॥

ভৈমীসমীপে স নিরীক্ষ্য যত্র তাম্বূলজাম্বূনদহংসলক্ষ্মীম্।
কৃতপ্রয়াদুত্তামহোপকারমরালমোহদ্রুমানমূহে ॥ ৭২ ॥

তস্মিন্নিয়ং সেতি সখীসমাজে নলস্য সন্দেহমথ ব্যুদস্যন্।
অপৃষ্ট এব স্ফুটমাচচক্ষে স কোঽপি রূপাতিশয়ঃ স্বয়ং তাম্ ॥ ৭৩ ॥

ভৈমীবিনোদায় মুদা সখীভিস্তদাকৃতীনাং ভুবি কল্পিতানাম্।
নাতর্কি মধ্যে স্ফুটমপ্যুদীতং তস্যানুবিম্বং মণিবেদিকায়াম্ ॥ ৭৪ ॥

হৃতাশকীনাশজলেশদূতীর্নিরাকরিষ্ণোঃ কৃতকাকুযাচ্ঞঃ।
ভৈম্যা বচোভিঃ স নিজাং তদাশাং ন্যবর্তয়দ্দূরমপি প্রয়াতাম্ ॥ ৭৫ ॥

বিজ্ঞপ্তিমন্তঃসভয়ঃ স ভৈম্যা মধ্যেসভং বাসবশম্ভলীয়াম্।
সম্ভাবয়ামাস ভৃশং কৃশাশস্তদালিবৃন্দৈরভিনন্দ্যমানাম্ ॥ ৭৬ ॥

লিপির্ন দেবী সুপঠা ভুবীতি তুভ্যং ময়ি প্রেষিতবাচিকস্য।
ইন্দ্রস্য দূত্যাং রচয় প্রসাদং বিজ্ঞাপয়স্ত্যামবধানদানম্ ॥ ৭৭ ॥

সলীলমালিঙ্গনয়োপপীড়মনাময়ং পৃচ্ছতি বাসবস্ত্বাম্।
শেষস্তদাশ্লেষকথাবিনিদ্রৈস্তদ্রোমভিঃ সন্দিদিশে ভবত্যৈ ॥ ৭৮ ॥

যঃ প্রেষ্যমাণোঽপি হৃদা মঘোনস্ত্বদর্থনায়াং হ্রিয়মাপদাগঃ।
স্বয়ংবরস্থানজুষস্তমস্য বধান কণ্ঠং বরণস্রজৈব ॥ ৭৯ ॥

নৈনং ত্যজ ক্ষীরধিমন্থনাদ্যোরস্যানুজায়োপগমিতামবৈঃ শ্রীঃ।
অস্মৈ বিমথ্যেক্ষুরসোদমন্যাং শ্রাম্যন্তু নোত্থাপয়িতুং শ্রিয়ং তে ॥ ৮০ ॥

লোকস্রজি দ্যৌর্দিবি চাদিতেয়া অপ্যাদিতেয়েষু মহান্ মহেন্দ্রঃ।
কিংকর্তুমর্থী যদি সোঽপি রাগাজ্জাগর্তি কক্ষ্যা কিমতঃ পরাপি ॥ ৮১ ॥

পদং শতেনাপ মখৈর্যদিন্দ্রস্তস্মৈ স তে যাচনচাটুকারঃ।
কুরু প্রসাদং তদলংকুরুষ্ব স্বীকারকৃদ্ভ্রূনটনক্রমেণ ॥ ৮২ ॥

মন্দাকিনীনন্দনয়োর্বিহারে দেবে ভবেদ্দেবরি মাধবে চ।
শ্রেয়ঃ শ্রিয়াং যাতরি যচ্চ সখ্যাং তচ্চেতসা ভাবিনি! ভাবয় ত্বম্ ॥ ৮৩ ॥

রজ্যস্ব রাজ্যে জগতামিতীন্দ্রাদ্ যাচ্ঞাপ্রতিষ্ঠাং লভসে ত্বমেব।
লঘূকৃতস্বং বলিযাচনেন তৎপ্রাপ্তয়ে বামনমামনন্তি ॥ ৮৪ ॥

যানেব দেবানমসি ত্রিকালং ন তৎকৃতঘ্নীকৃতিরৌচিতী তে।
প্রসীদ তানপ্যনুগান্‌ বিধাতুং পতিষ্যতস্ত্বৎপদয়োস্ত্রিসন্ধ্যম্‌ ॥ ৮৫ ॥

ইত্যুক্তবত্যা নিহিতাদরেণ ভৈমী গৃহীতা মঘবৎপ্রসাদঃ।
স্রক্‌ পারিজাতস্য ঋতে নলাশাং বাসৈরশেষামপুপূরদাশাম্‌ ॥ ৮৬ ॥

আর্যে! বিচার্যালমিহেতি কাপি যোগ্যং সখি! স্যাদিতি কাচনাপি।
ওংকার এবোত্তরমস্তু বস্তু মঙ্গল্যমত্রেতি চ কাপ্যবোচত্‌ ॥ ৮৭ ॥

অনাশ্রবা বঃ কিমহং কদাপি বক্তুং বিশেষঃ পরমস্তি শেষঃ।
ইতীরিতে ভীমজয়া ন দূতীমালিঙ্গদালীশ্চ মুদামিয়ত্তা ॥ ৮৮ ॥

ভৈমীং চ দূত্যং চ ন কিঞ্চিদাপামিতি স্বয়ং ভাবয়তো নলস্য।
আলোকমাত্রাদ্‌ যদি তন্মুখেন্দোরভূন্ন ভিন্নং হৃদয়ারবিন্দম্‌ ॥ ৮৯ ॥

ঈষৎস্মিতক্ষালিতসৃক্কিভাগা দৃক্‌সংজ্ঞয়া বারিততত্তদালিঃ।
স্রজা নমস্কৃত্য তয়ৈব শক্রং তাং ভীমভূরুত্তরয়াংচকার ॥ ৯০ ॥

স্তুতো মঘোনস্ত্যজ সাহসিক্যং বক্তুং কিয়ত্তং যদি বেদ বেদঃ।
বহ্ণ্যোত্তরং সাক্ষিণি হৃৎসদাং নঃ নামজ্ঞাতৃবিজ্ঞাপি মমাপি তস্মিন্‌ ॥ ৯১ ॥

আজ্ঞাং তদীয়ামনু কস্য নাম নকারপারুষ্যমুপৈতি জিহ্বা।
প্রহ্বা তু তাং মূর্ধ্নি নিধায় মালাং বালাপরাধ্যামি বিশেষবাগ্ভিঃ ॥ ৯২ ॥

তপঃফলত্বেন হরেঃ কৃপেয়মিমং তপস্যেব জনং নিযুঙ্‌ক্তে।
ভবত্যুপায়ং প্রতি হি প্রবৃত্তাবুপেয়মাধুর্যমধৈর্যসজ্জি ॥ ৯৩ ॥

শুশ্রূষিতাহে তদহং তমেব পতিং মুদেঽপি ব্রতসম্পদেঽপি।
বিশেষলেশোঽয়মদেবদেহমংশাগতং তু ক্ষিতিভৃত্তয়েহ ॥ ৯৪ ॥

অশ্রৌষমিন্দ্রাদরিণীর্গিরস্তে সতীব্রতাতিপ্রতিলোমতীব্রাঃ।
ত্বং প্রাগহং প্রাদিষি নামরায় কিং নাম তস্মৈ মনসা নরায় ॥ ৯৫ ॥

তস্মিন্‌ বিমুশ্যেব বৃতে হৃদৈষা নৈন্দ্রী দয়া মামনুতাপিকাস্তু।
নির্বাতুকামং ভবসম্ভবানাং ধীরং সুখানামবধীরণেব ॥ ৯৬ ॥

বর্ষেষু যদ্ভারতমার্যধুর্যাঃ স্তুবন্তি গার্হস্থ্যমিবাশ্রমেষু।
তত্রাস্মি পত্যুর্বরিবস্যয়াহং শর্মোর্মিকির্মীরিতধর্মলিপ্সুঃ ॥ ৯৭ ॥

স্বর্গে সতাং শর্ম পরং ন ধর্মা ভবন্তি ভূমাবিহ তচ্চ তে চ।
ইষ্ট্যাপি তুষ্টিঃ সুকরা সুরাণাং কথং বিহায় ত্রয়মেকমীহে ॥ ৯৮ ॥

সাধোরপি স্বঃ খলু গামিতাধোগামী স তু স্বর্গমিতঃ প্রয়াণে।
ইত্যায়তিং চিন্তয়তো হৃদি দ্বে দ্বয়োরুদর্কঃ কিমু শর্করে ন ॥ ৯৯ ॥

প্রক্ষীণ এবায়ুষি কর্মকৃষ্টে নরান্ন তিষ্ঠত্যুপতিষ্ঠতে যঃ।
বুভুক্ষতে নাকমপথ্যকল্পং ধীরস্তমাপাতসুখোন্মুখং কঃ ॥ ১০০ ॥

ইতীন্দ্রদূত্যাং প্রতিবাচমর্ধে প্রত্যুহ্য সৈষাভিদধে বয়স্যাঃ।
কিঞ্চিদ্বিবক্ষোল্লসদোষ্ঠলক্ষ্মীজিতাপনিদ্রন্দলপঙ্কজাস্যাঃ ॥ ১০১ ॥

অনাদিধাবিশ্বপরম্পরায়া হেতুপ্রজঃ স্রোতসি বেশ্বরে বা।
আয়ত্তধীরেষ জনস্তদার্যাঃ! কিমীদৃশঃ পর্যনুযুজ্য কার্যঃ ॥ ১০২ ॥

নিত্যং নিয়ত্যা পরবত্যশেষে কঃ সংবিদানোঽপ্যনুযোগযোগ্যঃ।
অচেতনা সা চ ন বাচমর্হেদ্বক্তা তু বক্তুশ্রমকর্ম ভুঙ্‌ক্তে ॥ ১০৩ ॥

ক্রমেলকং নিন্দতি কোমলেচ্ছুঃ ক্রমেলকঃ কণ্টকলম্পটস্তম্।
প্রীতৌ তয়োরিষ্টভুজোঃ সমায়াং মধ্যস্থতা নৈকতরোপহাসঃ ॥ ১০৪ ॥

গুণা হরন্তোঽপি হরেনরং মে ন রোচমানং পরিহারয়ন্তি।
ন লোকমালোকযথাপবর্গাৎ ত্রিবর্গমর্বাঞ্চমমুঞ্চমানম্ ॥ ১০৫ ॥

আকীটমাকৈটভবৈরি তুল্যঃ স্বাভীষ্টলাভাৎ কৃতকৃত্যভাবঃ।
ভিন্নস্পৃহাণাং প্রতি চার্থমর্থং দ্বিষ্টত্বমিষ্টত্বমপব্যবস্থম্ ॥ ১০৬ ॥

অগ্রাধরজাগ্রন্নিভৃতাপদন্ধুং বন্ধুর্যদি স্যাৎ প্রতিবন্ধুমর্হঃ।
জোষং জনঃ কার্যবিদস্তু বস্তু পৃচ্ছ্যা নিজেচ্ছা পদবীং মৃদস্তু ॥ ১০৭ ॥

ইত্থং প্রতীপোক্তিমতিং সখীনাং বিলুপ্য পাণ্ডিত্যবলেন বালা।
অপি শ্রুতস্বর্পতিমন্ত্রিসূক্তিং দূতীং বভাষেঽম্ভুতলোলমৌলিম্ ॥ ১০৮ ॥

পরেতভর্তুর্মহিসৈব দূতীং নভস্বতৈবানিলসখ্যভাজঃ।
ত্রিস্রোতসৈবাম্বুপতেস্তদাশু স্থিরাম্বুমায়াতবতীং নিরাস্থম্ ॥ ১০৯ ॥

ভূয়োঽর্থমেনং যদি মাং ত্বমাথ তদা পদাবালভসে মঘোনঃ।
সতীব্রতৈস্তীব্রমিমং তু মন্তুমস্তঃ পরং বজ্রিণি মার্জিতাস্মি ॥ ১১০ ॥

ইত্থং পুনর্বাগবকাশনাশাম্মহেন্দ্রদূত্যামবযাতবত্যাম্।
বিবেশ লোলং হৃদয়ং নলস্য জীবঃ পুনঃ ক্ষীবমিব প্রবোধঃ ॥ ১১১ ॥

শ্রবণপুটযুগেন স্বেন সাধূপনীতং দিগধিপকৃপয়াস্তাদীদৃশাসন্নিধানাত্।
অলভত মধু বালারাগবাগুত্থমিত্থং নিষধজলপদেন্দুঃ পাতুমানন্দসান্দ্রঃ ॥ ১১২ ॥

শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালংকারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্।
ষষ্ঠঃ খণ্ডনখণ্ডতোঽপি সহজাৎ ক্ষোদক্ষমে তন্মহা-
কাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গোঽগমম্ভাস্বরঃ ॥ ১১৩ ॥

× × × × × × × × × × × × × সপ্তমঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × ×

অথ প্রিয়াসাদনশীলনাদৌ মনোরথঃ পল্লবিতশ্চিরং যঃ।
বিলোকনেনৈব স রাজপুত্র্যাঃ পত্যা ভুবঃ পূর্ণবদভ্যমানি ॥ ১ ॥

প্রতিপ্রতীকং প্রথমং প্রিয়ায়ামথান্তরানন্দসুধাসমুদ্রে।
ততঃ প্রমোদাশ্রুপরম্পরায়াং মমজ্জতুস্তস্য দৃশৌ নৃপস্য ॥ ২ ॥

ব্রহ্মাদ্বয়স্যাম্বভবৎ প্রমোদং রোমগ্র এবাগ্রনিরীক্ষিতেঽস্যাঃ।
যথোচিতীত্থং তদশেষদৃষ্টাবথ স্মরাদ্বৈতমুদং তথাসৌ ॥ ৩ ॥

বেলামতিক্রম্য চিরং মুখেন্দোরালোকপীযূষরসেন তস্যাঃ।
নলস্য রাগাম্বুনিধৌ বিবৃদ্ধে তুঙ্গৌ কুচাবাশ্রয়তি স্ম দৃষ্টিঃ ॥ ৪ ॥

মগ্না সুধায়াং কিমু তন্মুখেন্দোর্লগ্না স্থিতা তৎকুচয়োঃ কিমন্তঃ।
চিরেণ তন্মধ্যমমুষ্ণতাস্য দৃষ্টিঃ কৃশীয়ঃ স্খলনাদ্ভিয়া নু ॥ ৫ ॥

প্রিয়াঙ্গপাস্থা কুচয়োর্নিবৃত্ত্য নিবৃত্ত্য লোলা নলদৃগ্ভ্রমন্তী।
বভৌতমাং তন্মুগনাভিলেপতমঃসমাসাদিতদিগ্ভ্রমেব ॥ ৬ ॥

বিভ্রম্য তচ্চারুনিতম্বচক্রে দৃতস্য দৃক্ তস্য খলু স্খলন্তী।
স্থিরা চিরাদাস্ত তদূরুরম্ভাস্তম্ভাবুপাশ্রিত্য করেণ গাঢ়ম্ ॥ ৭ ॥

বাসঃ পরং নেত্রমহং ন নেত্রং কিমু ক্ষমালিঙ্গ্য তন্ময়াপি।
উরোর্নিতম্বোরু কুরু প্রসাদমিতীব সা তৎপদয়োঃ পপাত ॥ ৮ ॥

দৃশোর্যথাকামমথোপহৃত্য স প্রেয়সীমালিকুলং চ তস্যাঃ।
ইদং প্রমোদাদ্ভুতসম্ভৃতেন মহীমহেন্দ্রো মনসা জগাদ ॥ ৯ ॥

পদে বিধাতুর্যদি মন্মথো বা মমাভিষিচ্যেত মনোরথো বা।
তদা ঘটেতাপি ন বা তদেতৎ প্রতিপ্রতীকাদ্ভুতরূপশিল্পম্ ॥ ১০ ॥

তরঙ্গিণী ভূমিভৃতঃ প্রভুতা জানামি শৃঙ্গাররসস্য সেয়ম্।
লাবণ্যপূরোঽজনি যৌবনেন যস্যাং তথোচ্চৈস্তনতাঘনেন ॥ ১১ ॥

অস্যাং বপুর্ব্যূহবিধানবিদ্যাং কিং দ্যোতয়ামাস নবামবাপ্তাম্।
প্রত্যঙ্গসঙ্গস্ফুটলব্ধভূমা লাবণ্যসীমা যদিমামুপাস্তে ॥ ১২ ॥

জম্বালজালাৎ কিমকর্ষি জম্বুনদ্যা ন হারিদ্রনিভপ্রভেয়ম্।
অপাঙ্গমুগ্মস্য ন সঙ্গিকুম্মুন্নীয়তে দন্তুরতা যদত্র ॥ ১৩ ॥

সত্যেব সাম্যে সদৃশাদশেষাদ্ গুণান্তরেণোচ্চকুষে যদঙ্গৈঃ।
অস্যাস্ততঃ স্যাত্তুলনাপি নাম বস্তু ক্ষমীষামুপমাবমানঃ ॥ ১৪ ॥

পুরাকৃতিস্ত্রৈণমিমাং বিধাতুমভূদ্বিধাতুঃ খলু হস্তলেখঃ।
যেয়ং ভবদ্ভাবিপুরন্ধ্রিসৃষ্টিঃ সাস্যৈ যশস্তজ্জয়জং প্রদাতুম্ ॥ ১৫ ॥

ভবন্তি হানীরগুরেতদঙ্গাদ্ যথা যথানর্তি তথা তথা তৈঃ।
অস্যাধিকস্যোপময়োপমাতা দাতা প্রতিষ্ঠাং খলু তেভ্য এব ॥ ১৬ ॥

নাস্পর্শি দৃষ্টাপি বিমোহিকেয়ং দোষৈরশেষৈঃ স্বভিয়েতি মন্যে।
অন্যেষু তৈরাকুলিতস্তদস্যাং বসত্যসাপত্ন্যসুখী গুণৌঘঃ ॥ ১৭ ॥

ঔচিত্য প্রিয়াঙ্গৈর্ঘুণয়ৈব রক্ষা ন বারিদুর্গাত্তু বরাটকস্য।
ন কণ্টকৈরাবরণাচ্চ কান্তিধূলীভৃতা কাঞ্চনকেতকস্য ॥ ১৮ ॥

প্রত্যঙ্গমস্যামভিকেন রক্ষাং কর্তুং মযোনেব নিজাস্ত্রমস্তি।
বজ্রং ভূষামণিমূর্তিধারি নিয়োজিতং তদ্দ্যুতিকার্মুকং চ ॥ ১৯ ॥

অস্যাঃ সপক্ষৈকবিধোঃ কচৌঘঃ স্থানে মুখস্যোপরি বাসমাপ।
পক্ষস্তথাবদ্ বহুচন্দ্রকোঽপি কলাপিনাং যেন জিতঃ কলাপঃ ॥ ২০ ॥

অস্যা যদাস্যেন পুরান্তরংচ তিরস্কৃতং শীতরুচান্ধকারম্ ।
স্ফুটস্ফুরদ্ভঙ্গকচচ্ছলেন তদেব পশ্চাদিদমস্তি বন্ধম্ ॥ ২১ ॥

অস্যাঃ কচানাং শিখিনশ্চ কিন্নু বিধিং কলাপৌ বিমতেরগাতাম্ ।
তেনায়মেভিঃ কিমপূজি পুষ্পৈরভর্ৎসি দত্বা স কিমর্ধচন্দ্রম্ ॥ ২২ ॥

কেশান্ধকারাদথ দৃশ্যফালস্থলার্ধচন্দ্রা স্ফুটমষ্টমীয়ম্ ।
এতাং যদাসাদ্য জগজ্জয়ায় মনোভুবা সিদ্ধিরসাধি সাধু ॥ ২৩ ॥

পুষ্পং ধনুঃ কিং মদনস্য দাহে শ্যামীভবৎ কেসরশেষমাসীৎ ।
ব্যধাদ্ বিধেশস্তদপি ক্রুধা কিং ভৈমীভ্রুবৌ যেন বিধিবর্ধিষ্ণু ॥ ২৪ ॥

ভ্রূভ্যাং প্রিয়ায়া ভবতা মনোভূচাপেন চাপে ঘনসারভাবঃ ।
নিজাং যদপ্রোষদশামপেক্ষ্য সম্প্রত্যনেনাধিকবীর্যতাজি ॥ ২৫ ॥

স্মারং ধনুর্যদ্বিধুনোষ্মতাস্যা যাস্যেন ভূতেন চ লক্ষ্যলেখা ।
এতদ্ভ্রুবৌ জন্ম তদাপা যুগ্মং লীলাচলত্বোচিতবালভাবম্ ॥ ২৬ ॥

ইক্ষুত্রয়েণৈব জগত্রয়স্য বিনির্জয়াৎ পুষ্পময়াশুগেন ।
শেষা দ্বিবাণী সফলীকৃতেয়ং প্রিয়াদৃগম্ভোজপদেঽভিষিচ্য ॥ ২৭ ॥

সেয়ং মৃদুঃ কৌসুমচাপযষ্টিঃ স্মরস্য মুষ্টিগ্রহণার্হমধ্যা ।
তনোতি নঃ শ্রীমদপাঙ্গমুক্তাং মোহায় যা দৃষ্টিশরৌঘবৃষ্টিম্ ॥ ২৮ ॥

আঘূর্ণিতং পক্ষ্মলমক্ষিপদ্মং প্রান্তদ্যুতিশ্বেত্যজিতামৃতাংশু ।
অস্যা ইবাস্যাশ্চলদিন্দ্রনীলগোলামলশ্যামলতারতারম্ ॥ ২৯ ॥

কর্ণোৎপলেনাপি মুখং সনাথং লভেত নেত্রদ্যুতিনির্জিতেন ।
যদ্যোতদীয়েন ততঃ কৃতার্থা স্বচক্ষুষী কিং কুরুতে কুরঙ্গী ॥ ৩০ ॥

স্বঃ সমুৎসার্য দলানি রীত্যা মোচাত্বচঃ পঞ্চষপাটনানাম্ ।
সারৈরগৃহীতৈর্বিধিরুৎপলোঘাদস্যামভূদীক্ষণরূপশিল্পী ॥ ৩১ ॥

চকোরনেত্রেণদৃগুৎপলানাং নিমেষযন্ত্রেণ কিমেষ কৃষ্টঃ ।
সারঃ সুধোদ্গারময়ঃ প্রযত্নৈর্বিধাতুমেতন্নয়নে বিধাতুঃ ॥ ৩২ ॥

ঋণীকৃতা কিং হরিণীভিরাসীদস্যাঃ সকাশান্নয়নদ্বয়শ্রীঃ ।
ভূয়োগুণেয়ং সকলা বলাদ্ যত্তাভ্যোঽনয়াহৃতভ্যাত বিভ্যতীভ্যঃ ॥ ৩৩ ॥

দৃশৌ কিমস্যাশ্চপলস্বভাবে ন দূরমাক্রম্য মিথো মিলেতাম্ ।
ন চেৎ কৃতঃ স্যাদনয়োঃ প্রয়াণে বিঘ্নঃ শ্রবঃকূপনিপাতভীত্যা ॥ ৩৪ ॥

কেদারভাজা শিশিরপ্রবেশাৎ পুণ্যায় মন্যে মৃতমুৎপলিন্যা ।
জাতা যতস্তৎকুসুমেক্ষণেয়ং যাতশ্চ তৎকোরকদৃক্ চকোরঃ ॥ ৩৫ ॥

নাসাদসীয়া তিলপুষ্পতূণং জগত্রয়ন্যস্তশরত্রয়স্য ।
শ্বাসানিলামোদভরানুমেয়াং দধাদ্বিবাণীং কুসুমায়ুধস্য ॥ ৩৬ ॥

বন্ধুকবন্ধুভবদেতদস্যা মুখেন্দুনানেন সহোজ্জিহানম্ ।
রাগাশ্রয়া শৈশবযৌবনীয়াং স্বমাহ সন্ধ্যামধরোষ্ঠলেখা ॥ ৩৭ ॥

অস্যা মুখেন্দোরধরঃ সুধাভূর্বিম্বস্য যুক্তঃ প্রতিবিম্ব এষঃ ।
তস্যাথ বা শ্রীদ্রুমভাজি দেশে সম্ভাব্যমানাস্য তু বিদ্রুমে সা ॥ ৩৮ ॥

জানেঽতিরাগাদিদমেব বিম্বং বিম্বস্য চ ব্যক্তমিতোঽধরত্বম্ ।
দ্বয়োর্বিশেষাবগমাক্ষমাণাং নাম্নি ভ্রমোঽভূদনয়োর্জনানাম্ ॥ ৩৯ ॥

মধ্যোপকণ্ঠাবধরোষ্ঠভাগৌ ভাতঃ কিমপ্যুচ্ছ্বসিতৌ যদস্যাঃ ।
তৎ স্বপ্নসম্ভোগবিতীর্ণদন্তদংশেন কিং বা ন ময়াপরাদ্ধম্ ॥ ৪০ ॥

বিদ্যা বিদর্ভেন্দ্রসুতাধরোষ্ঠে নৃত্যন্তি কত্যন্তরালাভভাজঃ ।
ইতীব রেখাভিরপশ্রমস্তাঃ সংখ্যাতবান্ কৌতুকবান্ বিধাতা ॥ ৪১ ॥

সম্ভুজ্যমানাদ্য ময়া নিশান্তে স্বপ্নেঽনুভূতা মধুরাধরেয়ম্ ।
অসীমলাবণ্যরদচ্ছদেয়ং কথং ময়ৈব প্রতিপদ্যতে বা ॥ ৪২ ॥

যদি প্রসাদীকুরুতে সুধাংশোরেষা সহস্রাংশমপি স্মিতস্য ।
তৎ কৌমুদীনাং কুরুতে তমেব নিমিত্য দেবঃ সফলং স জন্ম ॥ ৪৩ ॥

চন্দ্রাধিকৈতন্মুখচন্দ্রিকাণাং দরায়তং তৎকিরণান্ধনানাম্ ।
পুরঃ পরিস্রস্তপু[illegible]তীয়ং রদাবলিদ্বন্দ্বতি বিন্দুবৃন্দম্ ॥ ৪৪ ॥

সেয়ং মমৈতদ্বিরহার্তিমূর্ছাতমীবিভাতস্য বিভাতি সন্ধ্যা ।
মহেন্দ্রকাষ্ঠাগতরাগকর্ত্রী দ্বিজৈরমীভিঃ সমুপাস্যমানা ॥ ৪৫ ॥

রাজ্ঞো দ্বিজানামিহ রাজদন্তাঃ সংবিভ্রতি শ্রোত্রিয়বিভ্রমং যৎ ।
উদ্বেগরাগাদিমুজ্ঝাবদাতাশ্চত্বার এতে তদবৈমি মুক্তাঃ ॥ ৪৬ ॥

শিরীষকোশাদপি কোমলায়া বেধা বিধায়াঙ্গমশেষমস্যাঃ ।
প্রাপ্তপ্রকর্ষঃ সুকুমারসর্গে সমাপয়দ্বাচি মৃদুত্বমুদ্রাম্ ॥ ৪৭ ॥

প্রসূনবাণাদ্বয়বাদিনী সা কাপি দ্বিজেনোপনিষৎ পিকেন ।
অস্যাঃ কিমাস্যদ্বিজরাজতো বা নাধীয়তে ভৈক্ষভুজা তরুভ্যঃ ॥ ৪৮ ॥

পদ্মাঙ্কসদ্মানমবেক্ষ্য লক্ষ্মীমেকস্য বিষ্ণোঃ শ্রয়ণাৎ সপত্নীম্ ।
আস্যেন্দুমস্যা ভজতে জিতাব্জং সরস্বতী তদ্বিজিগীষয়া কিম্ ॥ ৪৯ ॥

কণ্ঠে বসন্তী চতুরা যদস্যাঃ সরস্বতী বাদয়তে বিপঞ্চীম্ ।
তদেব বাগ্ভূয় মুখে মৃগাক্ষ্যাঃ শ্রোতুঃ শ্রুতৌ যাতি সুধারসত্বম্ ॥ ৫০ ॥

বিলোকিতাস্যা মুখমুন্নময্য কিং বেধসেয়ং সুষমাসমাপ্তৌ ।
ধৃত্যুদ্ভবা যচ্চিবুকে চকাস্তি নিম্নে মনাগঙ্গুলিযন্ত্রণেব ॥ ৫১ ॥

প্রিয়ামুখীভূয় সুখী সুধাংশুর্বসত্যসৌ রাহুভয়ব্যয়েন ।
ইমাং দধারাধরবিম্বলীলাং তস্যৈব বালং করচক্রবালম্ ॥ ৫২ ॥

অস্যা মুখস্যাস্তু ন পূর্ণিমাস্যং পূর্ণস্য জিত্বা মহিমা হিমাংশুম্ ।
ভ্রূলক্ষ্মখণ্ডং দধদর্ধমিন্দুর্ভালস্তৃতীয়ঃ খলু যস্য ভাগঃ ॥ ৫৩ ॥

বাধত্ত ধাতা মুখপদ্মমস্যাঃ সম্রাজমম্ভোজকুলেঽখিলেঽপি ।
সরোজরাজ্ঞো সৃজতোঽদসীয়াং নেত্রাভিধেয়াবত এব সেবাম্ ॥ ৫৪ ॥

দিবারজন্যো রবিসোমভীতে চন্দ্রাম্বুজে নিষ্কপতঃ খলক্ষ্মীম্ ।
অস্যা যদাস্যে ন তদা তয়োঃ শ্রীরেকাশ্রয়েদং তু কদা ন কান্তম্ ॥ ৫৫ ॥

অস্যা মুখশ্রীপ্রতিবিম্বমেব জলাচ্চ তাতাম্মুকুরাচ্চ মিত্রাৎ ।
অভ্যর্থ্য ধত্তঃ খলু পদ্মচন্দ্রৌ বিভূষণং যাচিতকং কদাচিৎ ॥ ৫৬ ॥

অকান্নি পত্যে খলু তিষ্ঠমানা ভৃঙ্গোর্মিতামাক্ষিভরম্বুকেলৌ ।
ভৈমীং মুখস্য শ্রিয়মম্বুজিন্যো যাচন্তি বিস্তারিতপদ্মহস্তাঃ ॥ ৫৭ ॥

অস্যা মুখেনৈব বিজিত্য নিত্যস্পর্ধী মিলৎকুঙ্কুমরোষভাসা ।
প্রসহ্য চন্দ্রঃ খলু নহ্যমানঃ স্যাদেব তিষ্ঠৎ পরিবেষপাশঃ ॥ ৫৮ ॥

বিধোর্বিধিবিম্বশতানি লোপং লোপং কুহূরাত্রিষু মাসি মাসি ।
অভঙ্গুরশ্রীকমমুং কিমস্যা মুখেন্দুমল্পাপয়দেকশেষম্ ॥ ৫৯ ॥

কপোলপত্রান্মকরাৎ সকেতুভ্রূভ্যাং জিগীষুর্ধনুষা জগন্তি ।
ইহাবলম্ব্যাস্তি রতিং মনোভূ রজ্যদ্বয়স্যো মধুনাধরেণ ॥ ৬০ ॥

বিয়োগবাষ্পাঞ্চিতনেত্রপদ্মচ্ছদ্মাশিবতোৎসর্গপয়ঃপ্রসূনৌ ।
কর্ণৌ কিমস্যা রতিতৎপতিভ্যাং নিবেদ্যপুষ্পৌ বিধিশিল্পমীদৃক্ ॥ ৬১ ॥

ইহাবিশদ্যেন পথাতিবক্রঃ শাস্ত্রৌঘনিষ্যন্দসুধাপ্রবাহঃ ।
সোঽস্যাঃ শ্রবঃ পত্রযুগে প্রণালী রেখেব ধাবত্যভিকর্ণকূপম্ ॥ ৬২ ॥

অস্যা যদষ্টাদশ সংবিভজ্য বিদ্যাঃ শ্রুতী দধ্রতুরর্ধমর্ধম্ ।
কর্ণান্তরুৎকীর্ণগভীরলেখঃ কিং তস্য সংখ্যৈব নবা নবাঙ্কঃ ॥ ৬৩ ॥

মন্যেঽমুনা কর্ণলতাময়েন পাশদ্বয়েন চ্ছিদুরেতরেণ ।
একাকিপাশং বরুণং বিজিগ্যেঽনঙ্গীকৃতায়াসততী রতীশঃ ॥ ৬৪ ॥

আস্যেব তাতস্য চতুর্ভুজস্য জাতশ্চতুর্দোরুচিরঃ স্মরোঽপি ।
তচ্চাপয়োঃ কর্ণলতে ভ্রুবোর্জ্যে বংশত্বগংশৌ চিপিটে কিমস্যাঃ ॥ ৬৫ ॥

গ্রীবাম্ভুতৈবাবটুশোভিতাপি প্রসাধিতা মাণবকেন সেয়ম্ ।
আলিঙ্গ্যতামপ্যবলম্বমানা সরূপতাভাগখিলোধর্বকায়া ॥ ৬৬ ॥

কবিত্বগানপ্রিয়বাদসত্যান্যস্যা বিধাতা ন্যধিতাধিকণ্ঠে ।
রেখাত্রয়ন্যাসমিষাদমীষাং বাসায় সোঽয়ং বিবভাজ সীমাঃ ॥ ৬৭ ॥

বাহূ প্রিয়ায়া জয়তাং মৃণালং দ্বন্দ্বে জয়ো নাম ন বিস্ময়োঽস্মিন্ ।
উচ্চৈস্তু তচ্চিত্রমমূষ্য ভগ্নস্যালোক্যতে নির্ব্যথনং যদন্তঃ ॥ ৬৮ ॥

অজীয়তাবর্তশুভংযুনাভ্যাং দোর্ভ্যাং মৃণালং কিমু কোমলাভ্যাম্ ।
নিঃসূত্রমাস্তে ঘনপঙ্কমৃৎস্নু মৃতীমু নাকীর্তিষু তন্নিমগ্নম্ ॥ ৬৯ ॥

রজ্যন্নখস্যাঙ্গুলিপঞ্চকস্য মিষাদসৌ হৈম্পুলপদ্মতূণে ।
হেমৈকপুঙ্খাস্তি বিশুদ্ধপর্বা প্রিয়াকরে পঞ্চশরী স্মরস্য ॥ ৭০ ॥

অস্যাঃ করস্পর্শনগাধিঋদ্ধিবালত্বমাপৎ খলু পল্লবো যঃ ।
ভূয়োঽপি নামাধরসাম্যগর্বং কুর্বন্ কথং বাস্তু ন স প্রবালঃ ॥ ৭১ ॥

অস্যৈব সর্গায় ভবৎকরস্য সরোজসৃষ্টির্মম হস্তলেখঃ ।
ইত্যাহ ধাতা হরিণেক্ষণায়াং কিং হস্তলেখীকৃতয়া তয়াঽস্যাম্ ॥ ৭২ ॥

কিং নর্মদায়া মম সেয়মস্যা দৃশ্যাভিতো বাহুলতামৃণালী ।
কুচৌ কিমুত্তস্থতুরন্তরীয়ে স্মরোষ্মশুষ্যত্তরবাল্যবারঃ ॥ ৭৩ ॥

তালং গ্রভু স্যাদনুকর্তুমেতাবুত্থানসুস্থৌ পতিতং ন তাবৎ ।
পরং চ নাশ্রিত্য তরুং মহান্তং কুচৌ কৃশাঙ্গ্যাঃ স্বত এব তুঙ্গৌ ॥ ৭৪ ॥

এতৎকুচস্পর্ধিতয়া ঘটস্য খ্যাতস্য শাস্ত্রেষু নিদর্শনত্বম্ ।
তস্মাচ্চ শিল্পাশ্মর্ণিকাদিকারী প্রসিদ্ধনামাজনি কুম্ভকারঃ ॥ ৭৫ ॥

গুচ্ছালয়স্বচ্ছতমোদবিন্দুবৃন্দাভমুক্তাফলফেনিলাঙ্কে ।
মাণিক্যহারস্য বিদর্ভসুভ্রূপয়োধরে রোহতি রোহিতশ্রীঃ ॥ ৭৬ ॥

নিঃশঙ্কসংকোচিতপঙ্কজোঽয়মস্যামুদীতো মুখমিন্দুবিম্বঃ ।
চিত্রং তথাপি স্তনকোকযুগ্মং ন স্তোকমপ্যাপ্তি বিপ্রয়োগম্ ॥ ৭৭ ॥

আভ্যাং কুচাভ্যামিভকুম্ভয়োঃ শ্রীরাদীয়তেঽস্যাবনয়োঃ ক্ব তাভ্যাম্ ।
ভয়েন গোপায়িতমৌক্তিকৌ তৌ প্রব্যক্তমুক্তাভরণাবিমৌ যৎ ॥ ৭৮ ॥

করাগ্রজাগ্রচ্ছতকোটিরর্থী যয়োরিমৌ তৌ তুলয়েৎ কুচৌ চেৎ ।
সর্বং তদা শ্রীফলমুন্মদিষ্ণু জাতং বটীমপ্যধুনা ন লব্ধুম্ ॥ ৭৯ ॥

স্তনাতটে চন্দনপঙ্কিলেঽস্যা জাতস্য যাবদ্ যুবমানসানাম্ ।
হারাবলীরত্নময়ূখধারাকারাঃ স্ফুরন্তি স্খলনস্য রেখাঃ ॥ ৮০ ॥

ক্ষীণেন মধ্যেঽপি সতোদরেণ যৎ প্রাপ্যতে নাক্রমণং বলিভ্যঃ ।
সর্বাঙ্গশুদ্ধৌ তদনঙ্গরাজো বিজৃম্ভিতং ভীমভুবীহ চিত্রম্ ॥ ৮১ ॥

মধ্যং তনূকৃত্য যদীদমীয়ং বেধা ন দধ্যাৎ কমনীয়মংশম্ ।
কেন স্তনৌ সম্প্রতি যৌবনেঽস্যাঃ সৃজেদনন্যপ্রতিমাঙ্গদীপ্তেঃ ॥ ৮২ ॥

গৌরীব পত্যা সুভগা কদাচিৎ কর্ত্রীয়মপ্যর্ধতনূসমস্যাম্ ।
ইতীব মধ্যে নিদধে বিধাতা রোমাবলীমেচকসূত্রমস্যাঃ ॥ ৮৩ ॥

রোমাবলীরজ্জুমুরোজকুম্ভৌ গম্ভীরমাসাদ্য চ নাভিকূপম্ ।
মন্দাক্ষিতৃষ্ণা বিরমেদ্ যদি স্যাদেষাং বতৈষা সিচয়েন গুপ্তিঃ ॥ ৮৪ ॥

উন্মূলিতালানবিলাভনাভিশ্ছিন্নস্খলচ্ছৃঙ্খলরোমদামা ।
মত্তস্য সেয়ং মদনদ্বিপস্য প্রস্বাপবপ্রোচ্চকুচাস্তু বাস্তু ॥ ৮৫ ॥

রোমাবলিভ্রূকুসুমৈঃ স্বমৌর্বীচাপেষুভির্মধ্যললাটমূর্ধ্নি ।
বাস্তৈরপি স্বাস্নুভিরেতদীয়ৈর্জৈত্রঃ স চিত্রং রতিজানিবীরঃ ॥ ৮৬ ॥

পুষ্পাণি বাণাঃ কুচমণ্ডনানি ভ্রুবৌ ধনুর্ভালমলংকরিষ্ণু ।
রোমাবলী মধ্যবিভূষণং জ্যা তথাপি জেতা রতিজানিরেতৈঃ ॥ ৮৭ ॥

অস্যাঃ খলু গ্রন্থিনিবন্ধকেশমল্লীকদম্বপ্রতিবিম্ববেশাৎ ।
স্মরপ্রশস্তী রজতাক্ষরেয়ং পৃষ্ঠস্থলীহাটকপট্টিকায়াম্ ॥ ৮৮ ॥

চক্রেণ বিশ্বং যদি মৎস্যকেতুঃ পিতুর্জিতং বীক্ষ্য সুদর্শনেন।
জগজ্জিগীষত্যমুনা নিতম্বদ্বয়েন কিং দুর্লভদর্শনেন ॥ ৮৯ ॥

রোমবলীদণ্ডনিতম্বচক্রে গুণং চ লাবণ্যজলং চ বালা।
তারুণ্যমূর্তেঃ কুচকুম্ভকর্তুর্বিভর্তি শঙ্কে সহকারিচক্রম্ ॥ ৯০ ॥

অঙ্গেন কেনাপি বিজেতুমস্যা গবেষ্যতে কিং চলপত্রপত্রম্।
নো চেদ্বিশেষাদিতরচ্ছদেভ্যস্তস্যাস্তু কম্পস্তু কুতো ভয়েন ॥ ৯১ ॥

ভ্রূশ্চিত্ররেখা চ তিলোত্তমাস্যা নাসা চ রম্ভা চ যদূরুসৃষ্টিঃ।
দৃষ্টা ততঃ পূরয়তীয়মেকানেকাপ্সরঃপ্রেক্ষণকৌতুকানি ॥ ৯২ ॥

রম্ভাপি কিং চিহ্নয়তি প্রকাণ্ডং ন চাত্মনঃ স্বেন ন চৈতদূরূ।
স্বস্যৈব যেনোপরি সা দধানা পত্রাণি জাগর্তি নয়োর্ভ্রমেণ ॥ ৯৩ ॥

বিধায় মূর্ধানমধশ্চরং চেন্মুনেস্তপোভিঃ স্বমসারভাবম্।
জাড্যং চ নাশ্চেৎ কদলী বলীয়স্তদা যদি স্যাদিদমূরুচারুঃ ॥ ৯৪ ॥

ঊরুপ্রকাণ্ডদ্বিতয়েন তস্যাঃ করঃ পরাজীয়ত বারণীয়ঃ।
যুক্তং হ্রিয়া কুণ্ডলনচ্ছলেন গোপায়তি স্বং মুখপুষ্করং সঃ ॥ ৯৫ ॥

অস্যাং মুনীনামপি মোহমূহে ভৃগুর্মহান্ যৎকুচশৈলশীলী।
নানারদাহ্লাদি মুখং শ্রিতোরুর্ব্যাসো মহাভারতসর্গযোগ্যঃ ॥ ৯৬ ॥

ক্রমোন্নতা পীবরতাধিজঙ্ঘং বৃক্ষাধিরূঢ়িং বিদুষী কিমস্যাঃ।
অপি ভ্রমীভঙ্গিভিরাবৃতাঙ্গং বাসো লতাবেষ্টিতকপ্রবীণম্ ॥ ৯৭ ॥

অরুন্ধতীকামপুরন্ধ্রিলক্ষ্মীজম্ভদ্বিষদ্দারনবাম্বিকানাম্।
চতুর্দশীয়ং তদিহোচিতৈব গুল্ফদ্বয়াপ্তা যদদৃশ্যসিন্ধিঃ ॥ ৯৮ ॥

অস্যাঃ পদৌ চারুতয়া মহান্তাবপেক্ষ্য সৌক্ষ্ম্যাল্লবভাবভাজঃ।
জাতা প্রবালস্য মহীরুহাণাং জানীমহে পল্লবশব্দলব্ধিঃ ॥ ৯৯ ॥

জগদ্বধূমূর্ধসু রূপদর্পাদ্ যদেভয়াধায়ি পদারবিন্দম্।
তৎ সান্দ্রসিন্দূরপরাগরাগৈর্ধ্রুবং প্রবালপ্রবলারুণং তৎ ॥ ১০০ ॥

রুষারুণা সর্বগুণৈর্জয়ন্ত্যা ভৈম্যাঃ পদং শ্রীঃ স্ম বিধেবুণীতে।
ধ্রুবং স তামচ্ছলয়দ্ যতঃ সা ভৃশারুণৈতৎপদভাগ্বিভাতি ॥ ১০১ ॥

যানেন তন্ব্যা জিতদন্তিনাথৌ পদাব্জরাজৌ পরিশুদ্ধপার্ষ্ণী।
জানে ন শুশ্রূষয়িতুং স্বমিচ্ছু নতেন মূর্ধ্না কতরস্য রাজ্ঞঃ ॥ ১০২ ॥

কর্ণাক্ষিদন্তচ্ছদবাহুপাণিপদাদিনঃ স্বাখিলতুল্যজেতুঃ।
উদ্বেগভাগদ্বয়তাভিমানাদিহৈব বেধা ব্যধিত দ্বিতীয়ম্ ॥ ১০৩ ॥

তুষারনিঃশেষিতমব্জসর্গং বিধাতুকামস্য পুনর্বিধাতুঃ।
পঙ্ক্তিস্বিহাস্যাঙ্ঘ্রিকরেষ্বভিখ্যাভিক্ষাধুনা মাধুকরীসদৃক্ষা ॥ ১০৪ ॥

এষ্যন্তি যাবদ্গণনাদ্দিগন্তান্ নৃপাঃ স্মরার্তাঃ শরণে প্রবেষ্টুম্।
ইমে পদাব্জে বিধিনাপি সৃষ্টাস্তাবত্য এবাঙ্গুলয়োঽত্র রেখাঃ ॥ ১০৫

প্রিয়াসখীভূতবতঃ মৃদেদং ব্যধাস্বিধিঃ সাধুদশস্বমিন্দোঃ।
এতৎপদচ্ছদ্মসরাগপদ্মসৌভাগ্যভাগ্যং কথমন্যথা স্যাৎ ॥ ১০৬ ॥

যশঃ করাঙ্গুষ্ঠনখৌ মুখং চ বিভর্তি পূর্ণেন্দুচতুষ্টয়ং বা।
কলাঃ চতুঃষষ্টিরুপৈতু বাসং তস্যাং কথং সুভ্রুবি নাম নাস্যাম্‌ ॥ ১০৭ ॥

সৃষ্টাতিবিশ্বা বিধিনৈব তাবত্তস্যাপি নীতোপরি যৌবনেন।
বৈদগ্ধ্যমধ্যাপ্য মনোভুবেয়মবাপিতা বাক্‌পথপারমেব ॥ ১০৮ ॥

ইতি স চিকুরাদারভ্যৈতাং নখাবধি বর্ণয়ন্‌ হরিণরমণীনেত্রাং চিত্রাম্বুধৌ তদনন্তরঃ।
হৃদয়ভরণোদ্বেলাননদঃ সখীবৃতভীমজানয়নবিষয়ীভাগে ভাবং দধার ধরাধিপঃ ॥১০৯॥

শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালংকারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্‌।
গৌড়োর্বীশকুলপ্রশস্তিভণিতিভ্রাতর্যয়ং তন্মহা-
কাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গোঽগমৎসপ্তমঃ ॥ ১১০ ॥

× × × × × × × × × × × × অষ্টমঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × × ×

অথাদ্ভুতেনাস্তনিমেষমুদ্রমুন্নিদ্ররোবাণমমুং যুবানম্‌।
দৃশা পপুস্তাঃ সুদৃশঃ সমস্তাঃ সুতা চ ভীমস্য মহীমঘোনঃ ॥ ১ ॥

কিয়চ্চিরং দৈবতভাষিতানি নিষ্পোতুমেনং প্রভবন্তু নাম।
পলালজালৈঃ পিহিতঃ স্বয়ং হি প্রকাশমাসাদয়তীক্ষুডিম্ভঃ ॥ ২ ॥

অপাঙ্গমপ্যাপ দৃশোর্ন রশ্মির্নলস্য ভৈমীমভিলষ্য যাবৎ।
স্মরাশুগঃ সুভ্রুবি তাবদস্যাং প্রত্যঙ্গমাপুঙ্খশিখং মমজ্জ ॥ ৩ ॥

যদক্রমং বিক্রমশক্তিসাম্যাদুপাচরন্দ্বাবপি পঞ্চবাণঃ।
কথং ন বৈমত্যমমুষ্য কস্মাদ্বাণৈরনর্ধার্ধবিভাগভাগ্ভিঃ ॥ ৪ ॥

তস্মিন্নলোঽসাবিতি সাম্বরজ্যং ক্ষণং ক্ষণং ক্বেহ স ইত্যুদাস্ত।
পুরঃ স্ম তস্যাং বলতেঽস্য চিত্তং দত্তোদনেনাথ পুনর্নিবর্তি ॥ ৫ ॥

কয়াচিদালোক্য নলং ললজ্জে কয়াপি তদ্ভাসি হৃদা মমজ্জে।
তং কাপি মেনে স্মরমেব কন্যা ভেজে মনোভুবশভুয়মন্যা ॥ ৬ ॥

কস্ত্বং কুতো বেতি ন জাতু শেকুস্তং প্রষ্টুমপ্যপ্রতিভাতিভারাৎ।
উত্তস্থুরভ্যুত্থিতিবাঞ্ছয়েব নিজাসনান্নৈকরসাঃ কৃশাঙ্গ্যঃ ॥ ৭ ॥

স্বাচ্ছন্দ্যমানন্দপরম্পরাণাং ভৈমী তমালোক্য কিমপ্যবাপ।
মহারয়ং নির্ঝরিণীব বারামাসাদ্য ধারাধরকেলিকালম্‌ ॥ ৮ ॥

তত্রৈব মগ্না যদপশ্যদগ্রে নাস্যা দৃগস্যাঙ্গময়াস্যদন্যৎ।
নাদাস্যদস্যৈ যদি বৃদ্ধিধারাং বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য চিরান্নিমেষঃ ॥ ৯ ॥

দৃশাপি সালিঙ্গিতমঙ্গমস্য জগ্রাহ নাগ্রাবগতাঙ্গহর্ষৈঃ।
অন্যাঙ্গরেঽনঙ্গরমীক্ষিতে তু নিবৃত্য সস্মার ন পূর্বদৃষ্টম্‌ ॥ ১০ ॥

হিত্বৈকমস্যাপঘনং বিশন্তী তদ্দৃষ্টিরঙ্গান্তরভুক্তিসীমাম্ ।
চিরং চকারোভরলাভলোভাৎ স্বভাবলোলা গতমাগতং চ ॥ ১১ ॥

নিরীক্ষিতং চাঙ্গমবীক্ষিতং চ দৃশা পিবন্তী রভসেন তস্য ।
সমানমানন্দময়ং দধানা বিবেদ ভেদং ন বিদর্ভসুভ্রূঃ ॥ ১২ ॥

সংক্ষোভ ঘনে নৈষধকেশপাশে নিপত্য নিষ্যন্দতরীভবদ্ভ্যাম্ ।
তস্যানুবন্ধং ন বিমোচ্য গন্তুমপারি তল্লোচনখঞ্জনাভ্যাম্ ॥ ১৩ ॥

ভূলোকভর্তুর্মুখপাণিপাদপদ্মৈঃ পরীরম্ভমবাপ্য তস্য ।
দময়স্বসৃদৃষ্টিসরোজরাজিশ্চিরং ন তত্যাজ সবন্ধুবন্ধম্ ॥ ১৪ ॥

তৎকালমানন্দময়ী ভবন্তী ভবত্তরানির্বচনীয়মোহা ।
সা মুক্তসংসারিদশারসাভ্যাং দ্বিস্বাদমুল্লাসমভুঙ্ক্ত মৃষ্টম্ ॥ ১৫ ॥

দূতে নলশ্রীভৃতি ভাবিভাবা কলঙ্কিনীয়ং জনিতেতি নূনম্ ।
ন সংবাধান্নৈষধকায়মায়ং বিধিঃ স্বয়ংদূতেভমিমাং প্রতীন্দ্রম্ ॥ ১৬ ॥

পুণ্যো মনঃ কস্য মুনেরপি স্যাৎ প্রমাণমাস্তে যদধেঽপি ধাবৎ ।
তচ্চিন্তি চিত্তং পরমেশ্বরস্তু ভক্তস্য দুষ্যৎকরুণো রুণদ্ধি ॥ ১৭ ॥

সালীকদৃষ্টে মদনোন্মাদিক্ষুর্থাপ শালীনতয়া ন মৌনঃ ।
তথৈব তথোঽপি নলে ন লেভে মুগ্ধেষু কঃ সতামৃষাবিবেকঃ ॥ ১৮ ॥

বাথীভিদম্ভাবাপিধানযত্না স্বরেণ যাথ শ্লথগদ্গদেন ।
সখীজনে সাধ্বসসন্নবাচি স্বয়ং তমূচে নমদাননেন্দুঃ ॥ ১৯ ॥

নত্বা শিরোরুহরুচাপি পাদাং সংপাদ্যমাচারবিদাতিথিভ্যঃ ।
প্রিয়াক্ষরালীরসধারয়াপি বৈধী বিধেয়া মধুপর্কভৃপ্তিঃ ॥ ২০ ॥

স্বাত্মাপি শীলেন তৃণং বিধেয়ং দেয়া বিহায়াসনভূর্নজাপি ।
আনন্দবাষ্পৈরপি কল্পমন্তঃ পাদ্যা বিধেয়া মধুভির্বচোভিঃ ॥ ২১ ॥

পদোপহারেঽনুপনম্রতাপি সম্ভাব্যতেঽপাং স্বরয়াপরাধঃ ।
তৎকর্তুমর্হাঞ্জলিসঞ্জনেন স্বসম্ভৃতিপ্রাঞ্জলতাপি তাবৎ ॥ ২২ ॥

পুরো পরিত্যজ্য ময়াত্যসর্জি স্বমাসনং তৎ কিমিতি ক্ষণং ন ।
অনহর্মপ্যেতদলং ক্রিয়েত প্রয়াতুমীহা যদি চান্যতোঽপি ॥ ২৩ ॥

নিবেদ্যতাং হন্ত সমাপয়ন্তৌ শিরীষকোষম্রদিমাভিমানম্ ।
পাদৌ কিয়দ্দূরমিমৌ প্রয়াসে নিধিৎসতে তুচ্ছদয়ং মনস্তে ॥ ২৪ ॥

অনায়ি দেশঃ কতমস্ত্বয়াদ্য বসন্তমুক্তস্য দশাং বনস্য ।
ত্বদাপ্তসংকেততয়া কৃতার্থা শ্রব্যাপি নাননেন জনেন সংজ্ঞা ॥ ২৫ ॥

তীর্ণঃ কিমর্ণোনিধিরেব নৈষ স্বরক্ষিতেঽভ্রদিহ যৎপ্রবেশঃ ।
ফলং কিমেতস্য তু সাহসস্য ন তাবদদ্যাপি বিনিশ্চিনোমি ॥ ২৬ ॥

তব প্রবেশে সুকৃতানি হেতুং মন্যে মদক্ষোরপি তাবদত্র ।
ন লক্ষিতো রক্ষিভটৈর্যদাভ্যাং পীতোঽসি তন্বা জিতপুষ্পধন্বা ॥ ২৭ ॥

যথাকৃতিঃ কাচন তে যথা বা দৌবারিকান্ধংকরণী চ শক্তিঃ ।
রুচ্যো রুচীভির্জিতকাঞ্চনীভিস্তথাসি পীযূষভুজাং সনাভিঃ ॥ ২৮ ॥

ন মন্মথস্ত্বং স হি নাস্তমূর্তির্ন বাশ্বিনেয়ঃ স হি নাদ্বিতীয়ঃ ।
চিহ্নৈঃ কিমন্যৈরথবা তবেয়ং শ্রীরেব তাভ্যামধিকো বিশেষঃ ॥ ২৯ ॥

আলোকতৃপ্তীকৃতলোক ! যস্ত্বামসূত পীযূষময়ূখমেতম্ ।
কঃ স্পর্ধিতুং ধাবতি সাধু সার্ধমুদন্বতা নন্বয়মম্ববায়ঃ ॥ ৩০ ॥

ভূয়োঽপি বালা নলসুন্দরং তং মত্বামরং রক্ষিতুমাঙ্কবন্ধাৎ ।
আতিথ্যচাটূন্যপদিশ্য তৎস্থাং শ্রিয়ং প্রিয়স্যাস্তুত বস্তুতঃ সা ॥ ৩১ ॥

বাগ্জন্মবৈফল্যমসহ্যশল্যং গুণাধিকে বস্তুনি মৌনিতা চেৎ ।
খলত্বমল্পীয়সি জল্পিতেঽপি তদস্তু বন্দিভ্রমভূমিতৈব ॥ ৩২ ॥

কন্দর্প এবেদমবিন্দত ত্বাং পুণ্যেন মন্যে পুনরন্যজন্ম ।
চণ্ডীশচণ্ডাক্ষিহুতাশকুণ্ডে জুহাব যন্মন্দিরমিন্দ্রিয়াণাম্ ॥ ৩৩ ॥

শোভাযশোভির্জিতশৈবশৈলং করোষি লজ্জাগুরুমৌলিমেলম্ ।
দগ্ধো হঠাচ্ছ্রীহরণাদদগ্ধো কন্দর্পমপ্যুচ্ছ্রিতরূপদর্পম্ ॥ ৩৪ ॥

অবৈমি হংসাবলয়ো বলক্ষাস্ত্বৎকান্তকীর্তেশ্চপলাঃ পুলাকাঃ ।
উড্ডীয় যুক্তং পতিতাঃ স্রবন্তীবেশন্তীপূরং পরিতঃ প্লবন্তে ॥ ৩৫ ॥

ভবৎপদাঙ্গুষ্ঠমপি শ্রিতা শ্রীর্ধ্রুবং ন লব্ধা কুসুমায়ুধেন ।
তেনাঙ্কুশমেতৎ খলু চিহ্নমস্মিন্নর্ধেন্দুরাজ্ঞে নখবেষধারি ॥ ৩৬ ॥

রাজ্ঞা দ্বিজানামনুমাসভিন্নঃ পূর্ণাং তনূকৃত্য তনুং তপোভিঃ ।
কুহূষু দৃশ্যেতরতাং কিমেত্য সাযুজ্যমাপ্নোতি ভবন্মুখস্য ॥ ৩৭ ॥

কৃত্বা দৃশৌ তে বহুবর্ণচিত্রে কিং কৃষ্ণসারস্য তয়োর্মৃগস্য ।
অদূরভাগ্রাদ্বিদরপ্রণালীরেখামযচ্ছদ্বিধিরর্ধচন্দ্রম্ ॥ ৩৮ ॥

মুগ্ধঃ স মোহাৎ সুভগান্ন দেহাদ্দদদ্ভবদ্ভ্রূরচনায় চাপম্ ।
ধুভঙ্গজ্ঞেয়স্তব যন্মনোভূরনেন রূপেণ যদাতদাভূৎ ॥ ৩৯ ॥

মৃগস্য নেত্রদ্বিতয়ং ত্বদাস্যে বিধৌ বিধুত্বানুমিতস্য দৃশাম্ ।
তস্যৈব চ ত্বৎকচপাশবেশঃ পুচ্ছঃ স্ফুরচ্চামরগুচ্ছ এষঃ ॥ ৪০ ॥

আস্তামনঙ্গীকরণাদ্ভবেন দৃশ্যঃ স্মরো নেতি পুরাণবাণী ।
তবৈব দেহং শ্রিতয়া শ্রিয়েতি নবস্তু বস্তু প্রতিভাতি বাদঃ ॥ ৪১ ॥

ত্বয়া জগত্যুচ্চিতকান্তিসারে যদিন্দুনাশীলি শিলোঞ্ছবৃত্তিঃ ।
আরোপি ভস্মাণবকোঽপি মৌলৌ স যজ্বরাজোঽপি মহেশ্বরেণ ॥ ৪২ ॥

আদেহদাহং কুসুমায়ুধস্য বিধায় সৌন্দর্যকথাদরিদ্রম্ ।
ত্বদঙ্গশিল্পাৎ পুনরীশ্বরেণ চিরেণ জানে জগদন্বকম্পি ॥ ৪৩ ॥

মহী কৃতার্থা যদি মানবোঽসি জিতং দিবা যদ্যমরেষু কোঽপি ।
কুলং ত্বয়ালংকৃতমৌরগং চেন্নাধোঽপি কস্যোপরি নাগলোকঃ ॥ ৪৪ ॥

সেয়ং ন ধত্তেহনুপপত্তিমুচ্চৈর্মচ্চিত্তবৃত্তিস্ত্বয়ি চিন্ত্যমানে।
মন্যে স ভদ্রং চুলুকে সমুদ্রস্ত্বদ্রাগ্তগাম্ভীর্যমহত্বমুদ্রঃ ॥ ৪৫ ॥

সংসারসিন্ধাবনুবিম্বমত্র জাগর্তি জানে তব বৈরসেনিঃ।
বিম্বানুবিম্বৌ হি বিহায় ধাতুর্ন জাতু দৃষ্টাতিসরূপসৃষ্টিঃ ॥ ৪৬ ॥

ইয়ৎকৃতং কেন মহীজগত্যামহো মহীয়ঃ সুকৃতং জনেন।
পাদৌ যমুদ্দিশ্য তবাপি পদ্যারজঃসু পদ্মস্রজমারভেতে ॥ ৪৭ ॥

ব্রবীতি মে কিং কিমিয়ং ন জানে সংদেহদোলামবলম্ব্য সংবিৎ।
কস্যাপি ধন্যস্য গৃহাতিথিস্ত্বমলীকসম্ভাবনয়াথবালম্ ॥ ৪৮ ॥

প্রাগেব তাবত্তব রূপসৃষ্টিং নিপীয় দৃষ্টির্জনুষঃ ফলং মে।
অপি শ্রুতী নামতমাদ্রিয়েতাং তয়োঃ প্রসাদীকুরুষে গিরং চেৎ ॥ ৪৯ ॥

ইত্থং মধুত্থং রসমুদ্গিরন্তী তদোষ্ঠবন্ধুকধনুর্বিসৃষ্টা।
কর্ণাৎ প্রসূনাশুগপঞ্চবাণী বাণীমিষেণাস্য মনো বিবেশ ॥ ৫০ ॥

আমজ্জমাকণ্ঠমসৌ সুধাসু প্রিয়ং প্রিয়ায়া বদনান্নিপীয়।
দ্বিষন্মুখেঽপি স্বদতে স্তুতির্যা তস্মিস্টতা নেষ্টমুখে স্বমেয়া ॥ ৫১ ॥

পৌরস্ত্যশৈলং জনতোপনীতাং গৃহ্নন্ যথাহর্পতিরর্ঘ্যপূজাম্।
তথাতিথেয়ীমথ সংপ্রতীচ্ছন্নস্যা বয়স্যাসনমাসসাদ ॥ ৫২ ॥

অযোধি তদ্ধৈর্যমনোভবাভ্যাং তামেব ভূমীমবলম্ব্য ভৈমীম্।
আহ স্ম যত্র স্মরচাপমর্তশ্ছিন্নং ভ্রুবৌ তজ্জয়ভঙ্গবার্তাম্ ॥ ৫৩ ॥

অথ স্মরাজ্ঞামবধীর্য ধৈর্যাদুচে স তন্বাগুপবীণিতোঽপি।
বিবেকধারাশতধৌতমন্তঃ সতাং ন কামঃ কলুষীকরোতি ॥ ৫৪ ॥

হরিৎপতীনাং সদসঃ প্রতীহি ত্বদীয়মেবাতিথিমাগতং মাম্।
বহন্তমন্তর্গুরুণাদরেণ প্রাণানিব স্বঃপ্রভুবাচিকানি ॥ ৫৫ ॥

বিরম্যতাং ভূতবতী সপর্যা নিবিশ্যতামাসনমুজ্ঝিতং কিম্।
যা দূততা নঃ ফলিনা বিধেয়া সৈবাতিথেয়ী পৃথুরুদ্ভবিত্রী ॥ ৫৬ ॥

কল্যাণি! কল্যানি তবাঙ্গকানি কচ্চিত্তমাং চিত্তমনাবিলং তে।
অলং বিলম্বেন গিরং মদীয়ামাকর্ণয়াকর্ণতটায়তাক্ষি! ॥ ৫৭ ॥

কৌমারমারভ্য গণা গুণানাং হরন্তি তে দিক্ষু ধৃতাধিপত্যান্।
সুরাধিরাজং সলিলাধিপং চ হুতাশনং চার্যমনন্দনং চ ॥ ৫৮ ॥

চরাচ্চিরং শৈশবযৌবনীয়বৈরাজ্যভাজি ত্বয়ি খেদমেতি।
তেষাং রুচচ্চৌরতরেণ চিত্তং পঞ্চেষুণা লুণ্ঠিতধৈর্যবিত্তম্ ॥ ৫৯ ॥

তেষামিদানীং কিল কেবলং সা হৃদি ত্বদাশা বিলসত্যজস্রম্।
আশাস্তু নাসাদ্য তনূরুদারাঃ পূর্বাদয়ঃ পূর্বমদাত্মদারাঃ ॥ ৬০ ॥

অনেন সার্ধং তব যৌবনেন কোটিং পরামচ্ছিদুরোঽধ্যরোহৎ।
প্রেমাপি তন্বি! ত্বয়ি বাসবস্য গুণোঽপি চাপে সুমনঃশরস্য ॥ ৬১ ॥

প্রাচীং প্রয়াতে বিরহং দধত্তে তাপাচ্চ রূপাচ্চ শশাঙ্কশঙ্কী।
পরাপরাধৈর্নিদধাতি ভানৌ রুষারুণং লোচনবৃন্দমিন্দ্রঃ ॥ ৬২ ॥

ত্রিনেত্রমাত্রেণ রুষা কৃতং যত্তদেব যোঽদ্যাপি ন সংবৃণোতি।
ন বেদ রুষ্টেঽদ্য সহস্রনেত্রে গন্তা স কামঃ খলু কামবস্থাম্‌ ॥ ৬৩ ॥

পিকস্য বাঙ্মাকৃতাস্থলীকান্ন স প্রভুর্নন্দতি নন্দনেঽপি।
বালস্য চূড়াশশিনোঽপরাধান্নারাধনং শীলতি শূলিনোঽপি ॥ ৬৪ ॥

তমোময়ীকৃত্য দিশঃ পরাগৈঃ স্মরেষবঃ শক্রদৃশাং দিশন্তি।
কুহূগিরং চঞ্চুপুটং দ্বিজস্য রাকারজন্যামপি সত্যবাচম্‌ ॥ ৬৫ ॥

শরৈঃ প্রসূনৈস্তুদতঃ স্মরস্য স্মর্তুং স কিং নাশনিনা করোতি।
অভেদ্যমস্যাহহ বর্ম ন স্যাদনন্যতা চেদ্গিরিশপ্রসাদঃ ॥ ৬৬ ॥

ধৃতাধৃতেস্তস্য ভবদ্বিয়োগাম্নানাদ্রশয্যারচনায় লূনৈঃ।
অপ্যন্যদারিদ্র্যহরাঃ প্রবালৈর্জাতা দরিদ্রাস্তরবোঽমরাণাম্‌ ॥ ৬৭ ॥

রবৈর্গুণস্ফালভবৈঃ স্মরস্য স্বর্ণাথিকর্ণে বধিরাবভূতাম্‌।
গুরোঃ শৃণোতু স্মরমোহনিদ্রাপ্রবোধদক্ষাণি কিমক্ষরাণি ॥ ৬৮ ॥

অনঙ্গপ্রতাপপ্রশমায় তস্য কদর্থ্যমানা মুহুরামৃণালম্‌।
মধ্যে মধ্যে নাকনদীনলিন্যো বরং বহন্তাং শিশিরেঽনুরাগম্‌ ॥ ৬৯ ॥

দমস্বসঃ! সেয়মুপৈতি তৃষ্ণা জিষ্ণোর্জগত্যাগ্রমলেখ্যলক্ষ্মীম্‌।
দৃশাং যদস্থিস্তব নাম দৃষ্টিত্রিভাগলোভার্তিমসৌ বিভর্তি ॥ ৭০ ॥

অগ্ন্যাহিতা নিত্যমুপাসতে যাং দেদীপ্যমানাং তনুমষ্টমূর্তেঃ।
আশাপতিস্তে দময়ন্তি! সোঽপি স্মরেণ দাসীর্ভবিতুং ন্যদেশি ॥ ৭১ ॥

ত্বদ্গোচরস্তং খলু পঞ্চবাণঃ করোতি সন্তাপ্য তথা বিনীতম্‌।
স্বয়ং যথা স্বাদিতত্প্তভূয়ঃ পরং ন সংতাপয়িতা স ভূয়ঃ ॥ ৭২ ॥

অদাহি যস্তেন দশার্ধবাণঃ পুরা পুরারেনয়নালয়েন।
ন নির্দহংস্তং ভবদক্ষিবাসী ন বৈরশুদ্ধেরধুনাধমর্ণঃ ॥ ৭৩ ॥

সোমায় কুপ্যন্নিব বিপ্রযুক্তঃ স সোমমাচামতি হূয়মানম্‌।
নামাপি জাগর্তি হি যত্র শত্রোস্তেজস্বিনস্তং কতমে সহন্তে ॥ ৭৪ ॥

শরৈরজস্রং কুসুমায়ুধস্য কদর্থ্যমানস্তব কারণায়।
অভ্যর্চয়ন্ভাবনিবেদ্যমানাদপ্যেষ মন্যে কুসুমাদ্বিভেতি ॥ ৭৫ ॥

স্মরেন্ধনে বক্ষসি তেন দত্তা সংবর্তিকা শৈবলবল্লিচিত্রা।
চকাস্তি চেতোভবপাবকস্য ধূমাবিলা কীলপরম্পরেব ॥ ৭৬ ॥

পুত্রী সুহৃদ্যোন সরোরুহাণাং যৎ প্রেয়সী চন্দনবাসিতা দিক্‌।
ধৈর্যং বিভুঃ সোঽপি তবৈব হেতোঃ স্মরপ্রতাপজ্বলনে জুহাব ॥ ৭৭ ॥

তং দহ্যমানৈরপি মন্মথেধং হস্তৈরুপাস্তে মলয়ঃ প্রবালৈঃ।
কৃচ্ছ্রেঽপ্যসৌ নোজ্ঝতি তস্য সেবাং সদা যদাশা যবলম্বতে যঃ ॥ ৭৮ ॥

স্মরস্য কীর্ত্যেব সিতীকৃতানি তদ্দোঃপ্রতাপৈরিব তাপিতানি।
অঙ্গানি ধত্তে স ভবদ্বিয়োগাৎ পাণ্ডূনি চণ্ডজ্বরজর্জরাণি ॥ ৭৯ ॥

যস্তাশিব! ভর্তা ঘুসৃণেন সায়ং দিশঃ সমালম্ভনকৌতুকিন্যাঃ।
তদা স চেতঃ প্রজিঘায় তুভ্যং যদা গতো নৈতি নিবৃত্য পান্থঃ ॥ ৮০ ॥

তথা ন তাপায় পয়োনিধীনামম্বামুখোত্থঃ ক্ষুধিতঃ শিখাবান্।
নিজঃ পতিঃ সম্প্রতি বারিপোঽপি যথা হৃদিস্থঃ স্মরতাপদুঃস্থঃ ॥ ৮১ ॥

যৎ প্রত্যুত ত্বন্মৃদুবাহুবল্লীস্মৃতিস্রজং গুম্ফতি দুর্বিনীতা।
ততো বিধত্তেঽধিকমেব তাপং তেন শ্রিতা শৈত্যগুণা মৃণালী ॥ ৮২ ॥

নাস্তং ততস্তেন মৃণালদণ্ডখণ্ডং বভাসে হৃদি তাপভাজি।
তচ্চিত্তমগ্নৈর্মদনস্য বাণৈঃ কৃতং শতচ্ছিদ্রমিব ক্ষণেন ॥ ৮৩ ॥

ইতি ত্রিলোকীতিলকেষু তেষু মনোভুবো বিক্রমকামচারঃ।
অমোঘমস্ত্রং ভবতীমবাপ্য মদান্ধতানর্গলচাপলস্য ॥ ৮৪ ॥

সারোঽথ ধারেব সুধারসস্য স্বয়ংবরঃ শ্বো ভবিতা তবেতি।
সন্তর্পয়ন্তী দময়ন্তি! তেষাং শ্রুতিঃ শ্রুতী নাকজুষাময়াসীৎ ॥ ৮৫ ॥

সমং সপত্নীভবদুঃখতীক্ষ্ণৈঃ স্বদারনাসাপথিকৈর্মরুদ্ভিঃ।
অনঙ্গশোষানলতাপদুঃস্থৈরথ প্রতস্থে হরিতাং মরুদ্ভিঃ ॥ ৮৬ ॥

অপাঙ্গপাথেয়সুধোপযোগৈস্ত্বচ্চুম্বিনৈব স্বমনোরথেন।
ক্ষুধং চ নির্বাপয়তা তৃষং চ স্বাদীয়সাধ্বা গমিতঃ সুখং তৈঃ ॥ ৮৭ ॥

প্রিয়া মনোভূশরদাবদাহে দেবীস্ত্বদর্থেন নিমজ্জয়দ্ভিঃ।
সুরেষু সারৈঃ ক্রিয়তেঽধুনা তৈঃ পাদার্পণানুগ্রহভূরিয়ং ভূঃ ॥ ৮৮ ॥

অলংকৃতাসন্নমহীবিভাগৈরয়ং জনস্তৈরমরৈর্ভবত্যাম্।
অবাপিতো জঙ্গমলেখলক্ষ্মীং নিক্ষিপ্য সন্দেশময়াক্ষরাণি ॥ ৮৯ ॥

একৈকমেতে পরিরভ্য পীনস্তনোপপীড়ং ত্বয়ি সন্দিশন্তি।
ত্বং নঃ প্রসূনাশুগবল্লশল্যজুষাং বিশল্যৌষধিবল্লিরেধি ॥ ৯০ ॥

ত্বৎকান্তিমস্মাভিরয়ং পিপাসন্ মনোরথাশ্বাসনয়ৈকয়ৈব।
নিজঃ কটাক্ষঃ খলু বিপ্রলভ্যঃ কিয়ন্তি যাবদ্ভণ বাসরাণি ॥ ৯১ ॥

নিজে সুজাম্মাসু ভুজে ভজস্বাবাদিত্যবর্গে পরিবেষবেষম্।
প্রসীদ নির্বাপয় তাপমঙ্গৈরনঙ্গলীলালহরীতুষারৈঃ ॥ ৯২ ॥

দয়স্ব নো ঘাতয় নৈবমস্মাননঙ্গচাণ্ডালশরৈরদৃশ্যৈঃ।
ভিন্না বরং তীক্ষ্ণকটাক্ষবাণৈঃ প্রেমস্তব প্রেমরসাৎ পবিত্রৈঃ ॥ ৯৩ ॥

ত্বদর্থিনঃ সন্তু পরঃসহস্রাঃ প্রাণাস্তু নস্ত্বচ্চরণপ্রসাদঃ।
বিশঙ্কসে কৈতবনর্তিতং চেদস্মচ্চরঃ পঞ্চশরঃ প্রমাণম্ ॥ ৯৪ ॥

অস্মাকমধ্যাশিতমেতদন্তস্ত্বাবম্ভবত্যা হৃদয়ং চিরায়।
বহিস্ত্বয়ালংক্রিয়তামিদানীমুরো মুরং বিদ্বিষতঃ শ্রিয়েব ॥ ৯৫ ॥

দয়োদয়শ্চেতসি চেত্তবাভূদলংকুরু দ্যাং বিফলো বিলম্বঃ।
ভুবঃ স্বরাদেশমথাচরামো ভুমৌ ধৃতিং যাসি যদি স্বভূমৌ ॥ ৯৬ ॥

ধিনোতি নাস্মাঞ্জলজেন পূজা ত্বয়ান্বহং তন্বি! বিতন্যমানা।
তব প্রসাদায় নতে তু মৌলৌ পূজাস্তু নস্ত্বৎপদপঙ্কজাভ্যাম্ ॥ ৯৭ ॥

স্বর্ণৈর্বিতীর্ণৈঃ করবাম বামনেত্রে! ভবত্যা কিমুপাসনাস্ত।
অঙ্গ! ত্বদঙ্গানি নিপীতপীতদর্পাণি পাণিঃ খলু যাচতে নঃ ॥ ৯৮ ॥

বয়ং কলাদা ইব দুর্বিদগ্ধং ত্বদ্গৌরিমস্পর্ধি দহেম হেম।
প্রসূন নারাচশরাসনেন সহৈকবংশপ্রভবভ্রু! বভ্রু ॥ ৯৯ ॥

সুধাসরঃসু ত্বদনঙ্গতাপঃ শান্তো ন নঃ কিং পুনরপ্সরঃসু;
নিবাতি তু ত্বন্মমতাক্ষরেণ সুনাশুগেষোর্মধুসীকরেণ ॥ ১০০ ॥

খণ্ডঃ কিমু ত্বদ্গির এব খণ্ডঃ কিং শর্করা তৎপথশর্করৈব।
কৃশাঙ্গি! তদ্ভঙ্গিরসোত্থকচ্ছতৃণং নু দিক্ষু প্রথিতং তদিক্ষুঃ ॥ ১০১ ॥

দদাম কিং তে সুধয়াঽধরেণ ত্বদাস্য এব স্বয়মাস্যতে যতঃ।
বিধুং বিজিত্য স্বয়মেব ভাবি ত্বদাননং তন্মখভাগভোজি ॥ ১০২ ॥

প্রিয়ে! বৃণীষ্বামরভাবমস্মাদিতি ত্রপোদন্তি বচো ন কিং নঃ।
ত্বৎপাদপদ্মে শরণং প্রবিশ্য স্বয়ং বয়ং যেন জিজীবিষামঃ ॥ ১০৩ ॥

অস্মাকমস্মাস্মদনাপমৃত্যোস্ত্রাণায় পীযূষরসোঽপি নাসৌ।
প্রসীদ তস্মাদধিকং নিজং তু প্রযচ্ছ পাতুং রদনচ্ছদং নঃ ॥ ১০৪ ॥

প্লুষ্টশ্চাপেন রোপৈরপি সহ মকরেণাত্মভূঃ কেতুনাঽভূদ্
ধস্ত্রাং নস্ত্বৎপ্রসাদাদথ মনসিজতাং মানসো নন্দনঃ সন্।
ভ্রূভ্যাং তে তন্বি! ধন্বী ভবতু তব সিতৈর্জৈত্রভল্লঃ স্মিতৈঃ স্তাদ্
অস্তু ত্বন্নেত্রচণ্ডত্বরশফরযুগাধীনমীনধ্বজাঙ্কঃ ॥ ১০৫ ॥

স্বপ্নেন প্রাপিতায়াঃ প্রতিরজনি তব শ্রীষু মগ্নঃ কটাক্ষঃ
শ্রোত্রে গীতামৃতাব্ধৌ ত্বগপি ননু তনূমঞ্জরীসৌকুমার্যে।
নাসা শ্বাসাধিবাসেঽধরমধুনি রসজ্ঞা চরিত্রেষু চিত্তং
তন্নস্তন্বঙ্গি! কৈশ্চিন্ন করণহরিণৈর্বাগুরা লম্ভিতাসি ॥ ১০৬ ॥

ইতি ধৃতসুরসার্থবাচিকস্রঙ্নিজরসনাতলপত্রহারকস্য।
সফলয় মম দূততাং বৃণীষ্ব স্বয়মবধার্য দিগীশমেকমেষু ॥ ১০৭ ॥

আনন্দয়েন্দ্রমথ মন্মথমর্মগিং কেলীভিরুন্ধর তনূদরি! নূতনাভিঃ।
আসাদয়োদিতদয়ং শমনে মনো বা নো বা যদীত্থমথ তদ্বরণং বৃণীথাঃ ॥ ১০৮ ॥

শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালংকারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্।
তস্যাগাদয়মষ্টমঃ কবিকুলাদৃষ্টাধ্বপান্থে মহা-
কাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ ॥ ১০৯ ॥

ইতীরমাক্ষিভ্রুবিভ্রমেঙ্গিতৈঃ স্ফুটামনিচ্ছাং বিবরীতুমুৎসুকা ।
তদুক্তিমাত্রশ্রবণেচ্ছয়াংশুগোন্দিগীশসন্দেশগিরো ন গোবরাৎ ॥ ১ ॥

তদর্পিতামশ্রুতবদ্বিধায় তাং দিগীশসংদেশময়ীং সরস্বতীম্ ।
ইদং তমুর্বীতলশীতলদ্যুতিং জগাদ বৈদর্ভনরেন্দ্রনন্দিনী ॥ ২ ॥

ময়াংক ! পৃষ্টঃ কুলনামনী ভবানমূ বিমুচ্যৈব কিমন্যদুক্তবান্ ।
ন মহ্যমত্রোত্তরধারয়স্য কিং হ্রিয়েঽপি সেয়ং ভবতোঽধমর্ণতা ॥ ৩ ॥

অদৃশ্যমানা ক্বচিদীক্ষিতা ক্বচিন্মমানুযোগে ভবতঃ সরস্বতী ।
ক্বচিৎপ্রকাশাং ক্বচিদস্ফুটাংশসং সরস্বতীং জেতুমনাঃ সরস্বতীম্ ॥ ৪ ॥

গিরঃ শ্রুতা এব তব শ্রবঃ সুধাঃ শ্লথা ভবন্নাম্নি তু ন শ্রুতিস্পৃহা ।
পিপাসুতা শান্তিমুপৈতি বারিণা ন জাতু দুগ্ধান্মধুনোঽধিকাদপি ॥ ৫ ॥

বিভর্তি বংশঃ কতমস্তমোপহং ভবাদৃশং নায়করত্নমীদৃশম্ ।
তমন্যসামান্যধিয়াবমানিতং ত্বয়া মহান্তং বহু মন্তুমুৎসহে ॥ ৬ ॥

ইতীরয়িত্বা বিরতাং পুনঃ স তাং পুনর্গিরানুজগ্রাহতরাং নরাধিপঃ ।
বিরুত্য বিশ্রান্তবতীং তপাত্যয়ে ঘনাঘনশ্চাতকমণ্ডলীমিব ॥ ৭ ॥

অয়ে ! মমোদাসিতমেব জিহ্বয়া দ্বয়েঽপি তস্মিন্ননতিপ্রয়োজনে ।
গরৌ গিরঃ পল্লবনার্থলাঘবে মিতং চ সারং চ বচো হি বাগ্মিতা ॥ ৮ ॥

বৃথা কথেয়ং ময়ি বর্ণপদ্ধতিঃ করানুপূর্বী সমমেতি কৌতি চ ।
ক্ষমে সমক্ষব্যবহারমাবয়োঃ পদে বিধাতুং খলু যুষ্মদস্মদী ॥ ৯ ॥

যদি স্বভাবান্মম নোজ্জ্বলং কুলং ততস্তদুদ্ভাবনমৌচিতী কুতঃ ।
অথাবদাতং তদহো বিড়ম্বনা যথা তথা প্রেষ্যতয়োপসেদুষঃ ॥ ১০ ॥

ইতি প্রতীত্যৈব ময়াবধীরিতে তবাপি নির্বন্ধরসো ন শোভতে ।
হরিৎপতীনাং প্রতিবাচিকং প্রতি শ্রমো গিরাং তে ঘটতে হি সম্প্রতি ॥ ১১ ॥

তথাপি নির্বধ্নাতি ! তেঽথবা স্পৃহামিহানুরুন্ধে মিতয়া ন কিং গিরা ।
হিমাংশুবংশস্য করীরমেব মাং নিশম্য কিং নাসি ফলেগ্রহিগ্রহা ॥ ১২ ॥

মহাজনাচারপরম্পরেদৃশী স্বনাম নামাদদতে ন সাধবঃ ।
অতোঽভিধাতুং ন তদুৎসহে পুনর্জনঃ কিলাচারমুচং বিগায়তি ॥ ১৩ ॥

অদোঽয়মালপ্য শিখীব শারদো বভূব তূষ্ণীমহিতাপকারকঃ ।
অথাস্য রাগস্য দধা পদে পদে বচাংসি হংসীব বিদর্ভজাদদে ॥ ১৪ ॥

সুধাংশুবংশাভরণং ভবানিতি শ্রুতেঽপি নাপৈতি বিশেষসংশয়ঃ ।
কিয়ৎসু মৌনং বিততা কিয়ৎসু বাঙ্মহত্যহো বঞ্চনচাতুরী তব ॥ ১৫ ॥

ময়াপি দেয়ং প্রতিবাচিকং ন তে স্বনাম মৎকর্ণসুধামকুর্বতে ।
পরেণ পুংসা হি মমাপি সংকথা কুলাবলাচারসহাসনাসহা ॥ ১৬ ॥

হৃদাভিনন্দ্য প্রতিবন্দ্যনন্তরঃ প্রিয়াগিরঃ সস্মিতমাহ স স্ম তাম্ ।
বদামি বামাক্ষি ! পরেষু মা ক্ষিপ স্বমীদৃশং মাক্ষিকমাক্ষিপন্বচঃ ॥ ১৭ ॥

করোষি নেমং ফলিনং মম শ্রমং দিশোঽনুগৃহ্ণাসি ন কঞ্চন প্রভুম্ ।
ত্বমিত্থমর্হাসি সুরানুপাসিতুং রসামৃতস্নানপবিত্রয়া গিরা ॥ ১৮ ॥

সুরেষু সন্দেশয়সীদৃশীং বহূং রসস্রবেণ স্তিমিতাং ন ভারতীম্ ।
মদর্পিতা দর্পকতাপিতেষু যা প্রয়াতু দাবার্দিতদাববৃষ্টিতাম্ ॥ ১৯ ॥

যথা যথেহ ত্বদপেক্ষয়ানয়া নিমেষমপ্যেষ জনো বিলম্বতে ।
রুষা শরব্যীকরণে দিবৌকসাং তথা তথাদ্য ত্বরতে রতেঃ পতিঃ ॥ ২০ ॥

ইয়চ্চিরস্যাবদধান্তি মৎপথে কিমিন্দ্রনেত্রাণ্যশনিনর্ নিমর্মো ।
ধিগস্তু মাং সত্বরকার্যমত্বরং স্থিতঃ পরপ্রেষ্যগুণোঽপি যত্র ন ॥ ২১ ॥

ইদং নিগদ্য ক্ষিতিভর্তরি স্থিতে তয়াভ্যধায়ি স্বগতং বিদগ্ধয়া ।
অধিশ্রি তং দূতয়তাং ভুবঃস্মরং মনো দধত্যা নয়নৈপুণব্যয়ে ॥ ২২ ॥

জলাধিপস্ত্বামদিশন্মায় ধ্রুবং পরেতরাজঃ প্রজিঘায় স স্ফুটম্ ।
মরুত্বতৈব প্রহিতোঽসি নিশ্চিতং নিয়োজিতশ্চোর্ধ্বমুখেন তেজসা ॥ ২৩ ॥

অথ প্রকাশং নিভৃতস্মিতা সতী সতীকুলস্যাভরণং কিমপ্যসৌ ।
পুনস্তদাভাষণবিভ্রমোন্মুখং মুখং বিদর্ভাধিপসম্ভবাদধে ॥ ২৪ ॥

বৃথাপরীহাস ইতি প্রগল্ভতা ন নেতি চ ত্বাদৃশি বাগ্বিগর্হণা ।
ভবত্যবজ্ঞা চ ভবত্যনুত্তরাদতঃ প্রদিৎসুঃ প্রতিবাচমস্মি তে ॥ ২৫ ॥

কথং নু তেষাং কৃপয়াপি বাগসাবসাবি মানুষ্যকলাঙ্কনে জনে ।
স্বভাবভাক্তপ্রবণং প্রতীশ্বরাঃ কয়া ন বাচা মুদমুগ্গিরন্তি বা ॥ ২৬ ॥

অহো মহেন্দ্রস্য কথং ময়ৌচিতী সুরাঙ্গনাসঙ্গমশোভিতাভৃতঃ ।
হ্রদস্য হংসাবলিমাংসলশ্রিয়ো বলাকয়েব প্রবলা বিড়ম্বনা ॥ ২৭ ॥

পুরঃ সুরীণাং ভণ কেব মানবী ন যত্র তাস্তত্র তু সাপি শোভিকা ।
অকাণ্ডনেঽকিঞ্চন নায়িকাঙ্গকে কিমারকূটাভরণেন ন শ্রিয়ঃ ॥ ২৮ ॥

যথা তথা নাম গিরঃ কিরন্তু তে শ্রুতী পুনর্মে বধিরে তদক্ষরে ।
পুষৎকিশোরী কুরুতামসঙ্গতাং কথং মনোবৃত্তিমপি দ্বিপাধিপে ॥ ২৯ ॥

অদো নিগদ্যৈব নতাস্যয়া তয়া শ্রুতো লগিত্বাভিহিতালিরালপৎ ।
প্রবিশ্য যন্মে হৃদয়ং হ্রিয়াহ তদ্বিনির্যদাকর্ণয় মন্মুখাধ্বনা ॥ ৩০ ॥

বিভেতি চিন্তামপি কর্তুমীদৃশীং চিরায় চিত্তার্পিতনৈষধেশ্বরা ।
মৃণালতন্তুচ্ছিদুরা সতীস্থিতিলবাদপি ত্রুট্যতি চাপলাৎ কিল ॥ ৩১ ॥

মমাশয়ঃ স্বপ্নদশাজ্ঞয়াপি বা নলং বিলঙ্ঘ্যেতরমস্পৃদ্ যদি ।
কুতঃ পুনস্তত্র সমস্তসাক্ষিণী নিজৈব বুদ্ধির্বিবুধৈর্ন পৃচ্ছ্যতে ॥ ৩২ ॥

অপি স্বমস্বপ্নমসুষুপন্নমী পরস্য দাদাননবৈতুমেব মাম্ ।
স্বয়ং দুরধবার্ণবনাবিকাঃ কথং স্পৃশন্তু বিজ্ঞায় হৃদাপি তাদৃশীম্ ॥ ৩৩ ॥

অনুগ্রহঃ কেবল এষ মাদৃশে মনুষ্যজন্মন্যপি তন্মনো জনে।
স চেদ্বিধেয়স্তদমী তমেব মে প্রসদ্য ভিক্ষাং বিতরীতুমীশতাম্ ॥ ৩৪ ॥

অপি দ্রঢীয়ঃ শৃণু মে প্রতিশ্রুতং স পীড়য়েৎ পাণিমিমং ন চেন্নৃপঃ।
হুতাশনোদ্বন্ধনবারিবারিতাং নিজায়ুষস্তৎকরবৈ স্ববৈরিতাম্ ॥ ৩৫ ॥

নিষিদ্ধমপ্যাচরণীয়মাপদি ক্রিয়া সতী নাবতি যত্র সর্বথা।
ঘনাম্বুনা রাজপথেঽতিপিচ্ছিলে ক্বচিদ্বুধৈরপ্যপথেন গম্যতে ॥ ৩৬ ॥

স্ত্রিয়া ময়া বাগ্মিষু তেষু শক্যতে ন জাতু সম্যগ্বিবরীতুমুত্তরম্।
তদত্র মদ্ভাষিতসূত্রপদ্ধতৌ প্রবন্ধৃতাস্তু প্রতিবন্ধৃতা ন তে ॥ ৩৭ ॥

নিরস্য দূতঃ স্ম তথা বিসর্জিতঃ প্রিয়োক্তিরপ্যাহ কদুষ্ণমক্ষরম্।
কুতূহলেনেব মুহুঃ কুহূরবং বিড়ম্ব্য ডিম্ভেন পিকঃ প্রকোপিতঃ ॥ ৩৮ ॥

অহো মনস্বামনু তেঽপি তন্বতে ত্বমপ্যমীভ্যো বিমুখীতি কৌতুকম্।
ক্ব বা নিধিনির্ধনমেতি কিঞ্চ তং স বা কবাটং ঘটয়ন্নিরস্যতি ॥ ৩৯ ॥

সহাখিলস্ত্রীষু বহেঽবহেলয়া মহেন্দ্ররাগাশুগুরুমাদরং ত্বয়ি।
ত্বমীদৃশি শ্রেয়সি সম্মুখেঽপি তং পরাঙ্মুখী চন্দ্রমুখি! ন্যবীবৃতঃ ॥ ৪০ ॥

দিবৌকসং কাময়তে ন মানবী নবীনমশ্রাবি তবাননাদিদম্
কথং ন বা দুর্গ্রহদোষ এষ তে হিতেন সম্যগ্গুরুণাপি শাম্যতে ॥ ৪১ ॥

অনুগ্রহাদেব দিবৌকসাং নরো নিরস্য মানুষ্যকমেতি দিব্যতাম্।
অয়োধিকারে স্বরিতত্বমিষ্যতে কুতোঽয়সাং সিদ্ধরসস্পৃশামপি ॥ ৪২ ॥

হরিং পরিত্যজ্য নলাভিলাষুকা ন লজ্জসে বা বিদুষিব্রুবা কথম্?
উপেক্ষিতেক্ষোঃ করভাচ্ছমীরতাদুরুং বদে ত্বাং করভোরু! ভোরিতি ॥ ৪৩ ॥

বিহায় হা সর্বসুপর্বনায়কং ত্বয়াদৃতঃ কিং নরসমাধিমভ্রমঃ।
মুখং বিমুচ্য শ্বসিতস্য ধারয়া বৃথৈব নাসাপথধাবনশ্রমঃ ॥ ৪৪ ॥

তপোঽনলে জুহ্বতি সুবয়স্তনূর্দিবে ফলায়ান্যজনুর্ভবিষ্ণবে।
করে পুনঃ কর্ষতি সৈব বিহ্বলা বলাদিব ত্বাং বলসে ন বালিশে ॥ ৪৫ ॥

যদি স্বমুদ্বন্ধুমনা বিনা নলং ভবেভর্বন্তীং হরিরন্তরিক্ষগাম্।
দিবিস্থিতানাং প্রথিতঃ পতিস্ততো হরিষ্যতি ন্যায্যমুপেক্ষতে হি কঃ ॥ ৪৬ ॥

নিবেক্ষ্যসে যদ্যনলে নলোজ্ঝিতা সুরে তদাস্মিন্মহতী দয়াদৃতা।
চিরাদনেনার্থিতয়াপি দুর্লভং স্বয়ং স্বয়ৈবাঙ্গ! যদঙ্গমর্প্যতে ॥ ৪৭ ॥

জিতং জিতং তৎ খলু পাশপাণিনা বিনা নলং বারি যদি প্রবেক্ষ্যসি।
তদা ত্বদাখ্যানুবাহিরপ্যসুনসৌ পয়ঃপতির্বক্ষসি বক্ষ্যতেতরাম্ ॥ ৪৮ ॥

করিষ্যমে যদ্যত এব দূষণাদুপায়মন্যং বিদুষী স্বমৃত্যবে।
প্রিয়াতিথিঃ স্বেন গতা গৃহান্ কথং ন ধর্মরাজং চরিতার্থয়িষ্যসি? ৪৯ ॥

নিষেধবেষো বিধিরেষ তেঽথবা তবৈব যুক্তা খলু বাচি বক্রতা।
বিজৃম্ভিতং যস্য কি ধ্বনেরিদং বিদগ্ধনারীবদনং তদাকরঃ ॥ ৫০ ॥

ভ্রমামি তে ভৈমি ! সরস্বতীরসপ্রবাহচক্রেষু নিপত্য কত্যদঃ ।
ত্বপামপাকৃত্য মনাকুরু স্ফুটং কৃতার্থনীয়ঃ কতমঃ সুরোত্তমঃ ॥ ৫১ ॥

মতঃ কিমৈরাবতকুম্ভকৈতবপ্রগল্‌ভপীনস্তনদিগ্ধবস্তবঃ ।
সহস্রনেত্রাম পৃথগ্মতে মম ত্বদঙ্গলক্ষ্মীমবগাহিতুং ক্ষমঃ ॥ ৫২ ॥

প্রসীদ তস্মৈ দময়ন্তি ! সন্ততং ত্বদঙ্গসঙ্গপ্রভবৈর্জগৎপ্রভুঃ ।
পুলোমজালোচনতীক্ষ্ণকণ্ঠকৈস্তনুং ঘনামাতনুতাং স স কণ্টকৈঃ ॥ ৫৩ ॥

অবোধি তত্ত্বং দহনেঽনুরজ্যমে স্বয়ং খলু ক্ষাত্রিয়গোত্রজন্মনঃ ।
বিনা তমোজস্বিনমন্যতঃ কথং মনোরথস্তে বলতে বিলাসিনি ॥ ৫৪ ॥

ত্বয়েকপত্ন্যা তনুতাপশঙ্কয়া ততো নিবর্ত্যং ন মনঃ কথঞ্চন ।
হিমোপমা তস্য পরীক্ষণক্ষণে সতীষু বৃত্তিঃ শতশো নিরূপিতা ॥ ৫৫ ॥

স ধর্মরাজঃ খলু ধর্মশীলয়া ত্বয়াস্তি চিত্তাতিথিতামবাপিতঃ ।
মমাপি সাধু প্রতিভাত্যয়ং ক্রমশ্চকাস্তি যোগ্যেন হি যোগ্যসঙ্গমঃ ॥ ৫৬ ॥

অজাতবিচ্ছেদলবৈঃ স্মরোদ্ভবৈরগন্ত্যভাসা দিশি নির্মলত্বিষি ।
ধৃতাবধিং কালমমৃত্যুশঙ্কিতা নিমেষবক্তেন নয়স্ব কেলিভিঃ ॥ ৫৭ ॥

শিরীষমৃদ্বী বরুণং কিমীহসে পয়ঃপ্রকৃত্যা মৃদুবর্গবাসবম্ ।
বিহায় সর্বান্ বৃণুতে স্ম কিং ন সা নিশাপি শীতাংশুমনেন হেতুনা ॥ ৫৮ ॥

অসেবি যস্ত্যক্তদিবা দিবানিশং প্রিয়ঃ প্রিয়েণানণুরামণীয়কঃ ।
সহামুনা তত্র পয়ঃ পয়োনিধৌ কৃশোদরি ! ক্রীড় যথামনোরথম্ ॥ ৫৯ ॥

ইতি স্ফুটং তদ্বচসস্তয়াদরাৎ স্বরূপপ্রহারোপবিড়ম্বনাদপি ।
করাঙ্কসুপ্তৈককপোলকর্ণয়া শ্রুতং চ তন্ভাষিতমশ্রুতং চ তৎ ॥ ৬০ ॥

চিরাদনধ্যায়মবাঙ্মুখী মুখে ততঃ স্ম সা বাসয়তে দমস্বসা ।
কৃতায়তশ্বাসবিমোক্ষণাথ তং ক্ষণাদ্বভাষে করুণং বিচক্ষণা ॥ ৬১ ॥

বিভিন্দতা দুষ্কৃতিনীং মম শ্রুতিং দিগিন্দ্রদূতীচিকসূচিসঞ্চয়ৈঃ ।
প্রয়াতজীবামিব মাং প্রতি স্ফুটং কৃতং ত্বয়াপাস্তকদুত্ততোচিতম্ ॥ ৬২ ॥

ত্বদাস্যনির্যন্মদলীকদুর্যশোমসীময়ত্বাল্লিপিরূপভাগিব ।
শ্রুতিং মমাবিশ্য ভবদ্দুরক্ষরং সৃজত্যদঃ কীটবদুৎকটা রুজঃ ॥ ৬৩ ॥

তমালিরুচেঽথ বিদর্ভজেরিতা প্রগাঢ়মৌনব্রতয়ৈকয়া সখী ।
ত্বপাং সমারাধয়তীয়মন্যয়া ভবন্তমাহ স্ম রসজ্ঞয়া ময়া ॥ ৬৪ ॥

তমর্চিতুং সংবরণস্রজা নৃপং স্বয়ংবরঃ সম্ভবিতা পরেদ্যবি ।
মমাস্থভিগর্ভতুমনাঃ পুরঃসরৈস্তদন্তরায়ঃ পুনরেষ বাসরঃ ॥ ৬৫ ॥

তদদ্য বিশ্রম্য দয়ালুরেধি মে দিনং নিনীষামি ভবদ্বিলোকিনী ।
নখৈঃ কিলাখ্যায়ি বিলিখ্য পক্ষ্মিণা তবৈব রূপেণ সমঃ স মৎপ্রিয়ঃ ॥ ৬৬ ॥

দৃশোর্দ্বয়ী তে বিধিনাস্তি বঞ্চিতা মুখেন্দুলক্ষ্মীং তব যন্ন বীক্ষতে ।
অসাবপি ত্বচ্ছুদিমাং নলাননে বিলোক্য সাফল্যমুপৈতু জন্মনঃ ॥ ৬৭ ॥

মমৈব পাণৌকরণেঽগ্নিসাক্ষিকং প্রসঙ্গসম্পাদিতমঙ্গ ! সংগতম্ ।
ন হা সহাধীতিধৃতঃ স্পৃহা কথং তবার্যপুত্রীয়মজর্যমর্জিতুম্ ? ॥ ৬৮ ॥

দিগীশ্বরার্থং ন কথঞ্চন ত্বয়া কদর্থনীয়াস্মি কৃতোঽয়মঞ্জলিঃ ।
প্রসদ্যতাং নাদ্য নিগাদ্যমীদৃশং দধে দৃশৌ বাষ্পরয়াস্পদে ভৃশম্ ॥ ৬৯ ॥

বৃণে দিগীশানিতি কা কথা তথা ত্বয়ীতি নেক্ষে নলভামপীহয়া ।
সতীব্রতেঽগ্নৌ তৃণয়ামি জীবিতং স্মরস্তু কিং বস্তু তদস্তু ভস্ম যঃ ॥ ৭০ ॥

ন্যবেশি রত্নত্রিতয়ে জিনেন যঃ স ধর্মচিন্তামণিরুজ্ঝিতো যয়া ।
কপালিকোপানলভস্মনঃ কৃতে তদেব ভস্ম স্বকুলে স্তৃতং তয়া ॥ ৭১ ॥

নিপীয় পীযূষরসোরসীরসৌ গিরঃ স্বকন্দর্পহুতাশনাহুতীঃ ।
কৃতান্তদূতং ন তয়া যথোদিতং কৃতান্তমেব স্বমমন্যতাদয়ম্ ॥ ৭২ ॥

স ভিন্নমর্মাপি তদার্তিকাকুভিঃ স্বদূতধর্মান্ন বিরন্তুমৈহত ।
শনৈরশংসন্নিভৃতং বিনিশ্বসন্বিচিত্রবাক্চিত্রশিখণ্ডিনন্দনঃ ॥ ৭৩ ॥

দিবোধবস্ত্বাং যদি কল্পশাখিনং কদাপি যাচেত নিজাঙ্গনালয়ম্ ।
কথং ভবেরস্য ন জীবিতেশ্বরী ন মোঘযাচ্ঞঃ স হি ভীরু ! ভূরুহঃ ॥ ৭৪ ॥

শিখী বিধায় ত্বদবাপ্তিকামনাং স্বয়ংহুতত্বাংশহবিঃ স্বমূর্তিষু ।
ক্রতুং বিধত্তে যদি সার্বকামিকং কথং স মিথ্যাস্তু বিধিস্তু বৈদিকঃ ॥ ৭৫ ॥

সদা তদাশামধিতিষ্ঠতঃ করং বরং প্রদাতুং বলিতাম্বলাদপি ।
মুনেরগস্ত্যাদ্বৃণুতে স ধর্মরাড্ যদি ত্বদাপ্তিং ভণ কা তদা গতিঃ ॥ ৭৬ ॥

ক্রতোঃ কৃতে জাগ্রতি বেত্তি কঃ কতি প্রভোরপাং বেশ্মনি কামধেনবঃ ?
ত্বদর্থমেকামপি যাচতে স চেৎ প্রচেতসঃ পাণিগতৈব বর্তসে ॥ ৭৭ ॥

ন সন্নিধাত্রী যদি বিঘ্নসিদ্ধয়ে পতিব্রতা পত্যুরনিচ্ছয়া শচী ।
স এব রাজব্রজবৈশসাৎ কুতঃ পরস্পরস্পর্ধিবরঃ স্বয়ংবরঃ ?॥ ৭৮ ॥

নিজস্য বৃত্তান্তমজানতাং মিথো মুখস্য রোষাৎ পরুষাণি জল্পতঃ ।
মৃধং কিমচ্ছত্রকদণ্ডতাণ্ডবং ভুজাভুজি ক্ষোণিভুজাং দিদৃক্ষসে ॥ ৭৯ ॥

অপার্থয়ন্ যাজ্ঞিকফূৎকৃতিশ্রমং জ্বলেদ্রুষা চেত্বপুষা তু নানলঃ ।
অলং নলঃ কর্তুমনগ্নিসাক্ষিকো বিধিং বিবাহে তব সারসাক্ষি ! কম্ ?॥ ৮০ ॥

পতিংবরায়াঃ কুলজং বয়স্যা বা যমঃ কমপ্যাচরিতাতিথিং যদি ।
কথং ন গন্তা বিফলীভাবিষ্ণুতাং স্বয়ংবরঃ সাধিব ! সমৃদ্ধিমানপি ॥ ৮১ ॥

অপাংপতিঃ স্বামিতয়া পরঃ সুরঃ স তা নিষেধ্যেদ্ যদি নৈষধক্রুধা ।
নলায় লোভায়তপাণয়েঽপি তৎ পিতা কথং ত্বাং বদ সম্প্রদাস্যতে ॥ ৮২ ॥

ইদং মহত্তেঽভিহিতং হিতং ময়া বিহায় মোহং দময়ন্তি ! চিন্তয় ।
সুরেষু বিঘ্নৈকপরেষু কো নরঃ করস্থমপ্যর্থমবাপ্তুমীশ্বরঃ ॥ ৮৩ ॥

ইমা গিরস্তস্য বিচিন্ত্য চেতসা তথেতি সম্প্রত্যয়মাসসাদ সা ।
নিবারিতাবগ্রহনীরনির্ঝরী নভোনভস্যত্বমলম্ভয়দ্দৃশী ॥ ৮৪ ॥

স্ফুটোৎপলাভ্যামলিনম্পতীব তদ্বিলোচনাভ্যাং কুচকুড্মলাশয়া ।
নিপত্য বিন্দূ হৃদি কজ্জলাবিলৌ মণীব নীলৌ তরলৌ বিলেসতুঃ ॥ ৮৫ ।

ধৃতো পতৎপুষ্পশিলীমুখাশুগৈঃ শুচেন্তদাসীৎ সরসী রসস্য সা ।
রয়ায় বন্ধাদরয়াশ্রুধারয়া সনালনীলোৎপললীললোচনা ॥ ৮৬ ॥

অথোন্ম্রমন্তী রুদতী গতক্ষমা সসম্ভ্রমা লুপ্তরতিঃ স্খলন্মতিঃ ।
ব্যধাৎ প্রিয়প্রাপ্তিবিঘাতনিশ্চয়ানমূদূনি দূনা পরিদেবিতানি সা ॥ ৮৭ ॥

স্মরস্ব পঞ্চেষুহুতাশনাত্মনস্তনুত্ব মস্ভস্মচয়ং যশশ্চয়ম্ ।
বিধে ! পরেহাফলভক্ষণব্রতী পতাদ্য তৃপ্যন্নসুভির্মমাফলৈঃ ॥ ৮৮ ॥

ভৃশং বিয়োগানলতপ্যমান ! কিং বিলীয়সে ন ত্বময়োময়ং যদি ।
স্মরেষুভির্ভেদ্য ! ন বজ্রমপ্যসি ব্রবীষি ন স্বান্ত ! কথং ন দীর্যসে ॥ ৮৯ ॥

বিলম্বসে জীবিত ! কিং দ্রব দ্রুতং জ্বলত্যদস্তে হৃদয়ং নিকেতনম্ ।
জহাসি নাদ্যাপি মৃষা সুখাসিকামপূর্বমালস্যমহো তবেদৃশম্ ॥ ৯০ ॥

দৃশৌ মৃষাপাতকিনঃ মনোরথাঃ কথং পৃথূ বামপি বিপ্রলেভিরে ।
প্রিয়শ্রিয়ঃ প্রেক্ষণঘাতি পাতকং স্বমশ্রুভিঃ ক্ষালয়তং শতং সমাঃ ॥ ৯১ ॥

প্রিয়ং ন মৃত্যুং ন লভে ত্বদীপ্সিতং তদেব ন স্যান্মম যত্ত্বমিচ্ছসি ।
বিয়োগমেবেচ্ছ মনঃ ! প্রিয়েণ ন মে তব প্রসাদান্ন ভবত্যসাবপি ॥ ৯২ ॥

ন কাকুবাক্যৈরতিবামমঙ্গজং দ্বিষৎসু যাচে পবনং তু দক্ষিণম্ ।
দিশাপি মস্ভস্ম কিরত্বয়ং তয়া প্রিয়ো যয়া বৈরবিধির্বধাবধিঃ ॥ ৯৩ ॥

অমূনি গচ্ছন্তি যুগানি ন ক্ষণঃ কিয়ৎ সহিষ্যে ন হি মৃত্যুরস্তি মে ।
স মাং ন কান্তঃ স্ফুটমন্তরুজ্ঝিতা ন তং মনস্তচ্চ ন কায়বায়বঃ ॥ ৯৪ ॥

মদুগ্রতাপব্যয়সক্তশীকরঃ সুরাঃ ! স বঃ কেন পপে কৃপার্ণবঃ ।
উদেতি কোটিন মৃদে মদুত্তমা কিমাশু সংকল্পকণশ্রমেণ বঃ ॥ ৯৫ ॥

মমৈব বাহৃদিবমশ্রুদুর্দিনৈঃ প্রসহ্য বর্ষাসু কৃতৌ প্রসজ্জিতে ।
কথং নু শুম্বন্তু সুষুপ্য দেবতা ভবত্বরণ্যেরুদিতং ন মে গিরঃ ॥ ৯৬ ॥

ইয়ং ন তে নৈষধ ! দৃক্পথাতিথিস্ত্বদেকতানস্য জনস্য যাতনা ।
হ্রদে হ্রদে হ ন কিয়ন্গবেষিতঃ স বেধসাহংগোপি খগোহপি বক্তি যঃ ॥ ৯৭ ॥

মমাপি কিং নো দয়সে দয়াঘন ! ত্বদাত্মমগ্নং যদি বেত্থ মে মনঃ ।
নিমজ্জয়ন্ সন্তমসে পরাশয়ং বিধিস্তু বাচ্যঃ ক্ব তবাগসঃ কথা ? ॥ ৯৮ ॥

কথাবশেষং তব সা কৃতে গতেত্যুপৈষ্যতি শ্রোত্রপথং কথং ন তে ?
দয়াণুনা মাং সমনুগ্রহীষ্যসে তদাপি তাবদ্ যদি নাথ ! নাধুনা ॥ ৯৯ ॥

মমাদরীদং বিদরীতুমান্তরং তদর্থিকল্পদ্রুম ! কিঞ্চিদর্থয়ে ।
ভিদাং হৃদি দ্বারমবাপ্য মৈব মে হতাসুভিঃ প্রাণসমঃ সমং গমঃ ॥ ১০০ ॥

ইতি প্রিয়াকাকুভিরুস্মিষন্ ভৃশং দিগীশদূত্যেন হৃদি স্থিরীকৃতঃ ।
নৃপং স যোগেহপি বিয়োগমন্মথঃ ক্ষণং তমুন্মান্তমজীজনৎ পুনঃ ॥ ১০১ ॥

মহেন্দ্রদূত্যাদি সমস্তমাত্মনস্ততঃ স বিস্মৃত্য মনোরথস্থিতৈঃ।
ক্রিয়াঃ প্রিয়ায়া ললিতৈঃ করম্বিতা বিকল্পয়ন্নিত্থমলীকমালপৎ ॥ ১০২ ॥

অয়ি প্রিয়ে! কস্য কৃতে বিলপ্যতে বিলিপ্যতে হা মুখমশ্রুবিন্দুভিঃ।
পুরস্ত্বয়ালোকি নমন্নয়ং ন কিং তিরশ্চলল্লোচনলীলয়া নলঃ ॥ ১০৩ ॥

চকাস্তি বিন্দুচ্যুতকাতিচাতুরী ঘনাশ্রুবিন্দুস্রুতিকৈতবাত্তব।
মসারসারাক্ষি! সসারমাত্মনা তনোষি সংসারমসংশয়ং যতঃ ॥ ১০৪ ॥

অপাস্তপাথোরুহি শায়িতং করে করোষি লীলানলিনং কিমাননম্।
তনোষি হারং কিয়দস্রুণঃ স্রবৈরবদোষনির্বাসিতভূষণে হৃদি ॥ ১০৫ ॥

দৃশোরমঙ্গল্যমিদং মিলজ্জলং করেণ তাবৎ পরিমার্জয়ামি তে।
অথাপরাধং ভবদাঙ্ঘ্রিপঙ্কজদ্বয়ীরজোভিঃ সমমাত্মমৌলিনা ॥ ১০৬ ॥

মম ত্বদচ্ছাঙ্ঘ্রিনখামৃতদ্যুতেঃ কিরীটমাণিক্যময়ূখমঞ্জরী।
উপাসনামস্য করোতু রোহিণী ত্যজ ত্যজাকারণরোষণে! রুষম্ ॥ ১০৭ ॥

তনোষি মানং ময়ি চেন্মনাগপি ত্বয়ি শ্রয়ে তদ্বহুমানমানতঃ।
বিনম্য বক্তুং যদি বর্তসে কিয়ন্ননামি তে চণ্ডি! তদা পদাবধি ॥ ১০৮ ॥

প্রভুত্বভূম্নানুগৃহাণ বা ন বা প্রণামমাত্রাধিগমেঽপি কঃ শ্রমঃ ?
ক্ব যাচতাং কল্পলতাসি মাং প্রতি ক্ব দৃষ্টিদানে তব বদ্ধমুষ্টিতা ?॥ ১০৯ ॥

স্মরেষুবাধাং সহসে মৃদুঃ কথং হৃদি দ্রঢীয়ঃকুচসংবৃতে তব।
নিপত্য বৈসারিণকেতনস্য বা ব্রজন্তি বাণা বিমুখোৎপতিষ্ণুতাম্ ॥ ১১০ ॥

স্মিতস্য সম্ভাবয় সূক্ষ্মণা কণান্ বিধেহি লীলাচলমঞ্চলং ভ্রুবঃ।
অপাঙ্গরথ্যাপথিকীং চ হেলয়া প্রসহ্য সন্ধেহি দৃশং মমোপরি ॥ ১১১ ॥

সমাপয় প্রাবৃষমশ্রুবিপ্রুষাং স্মিতেন বিশ্রাণয় কৌমুদীমুদঃ।
দৃশাবিতঃ খেলতু খঞ্জনদ্বয়ী বিকাশি পঙ্কেরুহমস্তু তে মুখম্ ॥ ১১২ ॥

সুধারসোদ্বেলনকেলিমক্ষরস্রজা সৃজাস্মন্ম কর্ণকূপয়োঃ।
দৃশৌ মদীয়ে মদিরাক্ষি! কারয় স্মিতশ্রিয়া পায়সপারণাবিধিম্ ॥ ১১৩ ॥

মমাসনার্ধে ভব মণ্ডনং ন ন প্রিয়ে! মদুৎসঙ্গবিভূষণং ভব।
ভ্রমাদ্ভ্রমাদালপমঙ্গ! মৃষ্যতাং বিনা মমোরঃ কতমত্তবাসনম্ ॥ ১১৪ ॥

অধীতপঞ্চাশুগবাণবঞ্চনে! স্থিতা মদন্তর্বহিরেষি চেদুরঃ।
স্মরাশুগেভ্যো হৃদয়ং বিভেতু ন প্রবিশ্য তত্ত্বন্ময়সম্পুটে মম ॥ ১১৫ ॥

পরিষ্বজস্থানবকাশবাণতা স্মরস্য লগ্নে হৃদয়েদ্বয়েঽস্তু নৌ।
দৃঢ়া মম ত্বৎকুচয়োঃ কঠোরয়োরুরস্তটীয়ং পরিচারিকোচিতা ॥ ১১৬ ॥

তবাধরায় স্পৃহয়ামি যন্মধুস্রবৈঃ শ্রবঃসাক্ষিকমাক্ষিকা গিরঃ।
অধিত্যকাসু স্তনয়োস্তনোতু তে মমেন্দুরেখাভ্যুদয়াদ্ভুতং নখঃ ॥ ১১৭ ॥

ন বর্তসে মন্মথনাটিকা কথং প্রকাশরোমাবলিসূত্রধারিণী।
তবাঙ্গহারে রুচিমেতি নায়কঃ শিখামণিশ্চ দ্বিজরাড্ বিদূষকঃ ॥ ১১৮ ॥

শম্ভোাষ্টবর্গস্মরদনঙ্গজস্মনস্তবাধরেঽলিখ্যত যত্র লেখয়া।
মদীয়দন্তক্ষতরাজিরঞ্জনৈঃ স ভূর্জতামর্জতু বিম্বপাটলঃ ॥ ১১৯ ॥

গিরানুকম্পস্ব দয়স্ব চুম্বনৈঃ প্রসীদ শুশ্রূষয়িতুং ময়া কুচৌ।
নিষেব চান্দ্রস্য করোৎকরস্য যন্মম ত্বমেকাসি নলস্য জীবিতম্ ॥ ১২০ ॥

মুনির্যথাত্মানমথ প্রবোধবান্ প্রকাশয়ন্তং স্বমসাববুধ্যত।
অপি প্রপন্নাং প্রকৃতিং বিলোক্য তামবাপ্তসংস্কারতয়াসুজদ্গিরঃ ॥ ১২১ ॥

অয়ে ময়াত্মা কিমনিহ্নুতীকৃতঃ কিমত্র মন্তা স তু মাং শতক্রতুঃ।
পুরঃ স্বভক্ত্যাথ নমন্ হ্রিয়াবিলো বিলোকিতাহে ন তাদিঙ্গিতান্যপি ॥ ১২২ ॥

স্বনাম যন্নাম মুধাভ্যধামহো মহেন্দ্রকার্যং মহদেতদুজ্ঝিতম্।
হনূমদাদ্যৈর্যশসা ময়া পুনর্দ্বিষাং হসৈদূতপথঃ সিতীকৃতঃ ॥ ১২৩ ॥

ধিয়াত্মনস্তাবদচারু নাচরং পরস্তু যদ্বেদ স তদ্বদিষ্যতি।
জনাবনায়োদ্যমিনং জনার্দনং ক্ষয়ে জগজ্জীবপিবং বদন্ শিবম্ ॥ ১২৪ ॥

স্ফুটত্যদঃ কিং হৃদয়ং ত্রপাভরাদ্ যদস্য শুদ্ধির্বিবুধৈর্বিবুধ্যতাম্।
বিদন্তু তে তত্ত্বমিদং তু দন্তুরং জনাননে কঃ করমর্পয়িষ্যতি ॥ ১২৫ ॥

মম শ্রমশ্চেতনয়ানয়া ফলী বলীয়সালোপি চ সৈব বেধসা।
ন বস্তু দৈবস্বরসাদ্বিনশ্বরং সুরেশ্বরোঽপি প্রতিকর্তুমীশ্বরঃ ॥ ১২৬ ॥

ইতি স্বয়ং মোহময়োর্মিনির্মিতং প্রকাশনং শোচতি নৈষধে নিজম্।
তথা ব্যথামগ্নতদন্দিধীর্ষয়া দয়ালুরাগাল্লঘু হেমহংসরাট্ ॥ ১২৭ ॥

নলং স তৎপক্ষরবোধ্ববীক্ষণং স এষ পক্ষীতি ভণন্তমভ্যধাৎ।
নয়াদয়েনার্মতি মা নিরাশতামসূন্ বিহাতেয়মতঃ পরং পরম্ ॥ ১২৮ ॥

সুরেষু পশ্যান্নিজসাপরাধতামিয়ৎপ্রয়স্যাপি তদর্থসিদ্ধয়ে।
ন কূটসাক্ষীভবনোচিতো ভবান্ সতাং হি চেতঃশুচিতাত্মসাক্ষিকা ॥ ১২৯ ॥

ইতীরিণাপৃচ্ছ্য নলং বিদর্ভজামপি প্রয়াতেন খগেন সান্ত্বিতঃ।
মুদর্বভাষে ভগিনীং দমস্য স প্রণম্য চিত্তেন হরিৎপতীন্নৃপঃ ॥ ১৩০ ॥

দদেঽপি তুভ্যং কিয়তীঃ কদর্থনাঃ সুরেষু রাগপ্রসাবাবকেশিনীঃ।
অদন্তদুত্যেন ভজন্তু বা দয়াং দিশন্তু বা দণ্ডমমী মমাগসা ॥ ১৩১ ॥

অযোগজামন্ববভবং ন বেদনাং হিতায় মেঽভূদিয়মুন্মদিষ্ণুতা।
উদেতি দোষাদপি দোষলাঘবং কৃশত্বমজ্ঞানবশাদিবৈনসঃ ॥ ১৩২ ॥

তবেত্যযোগস্মরপাবকোঽপি মে কদর্থনাত্যর্থতয়াঽগমন্দয়াম্।
প্রকাশমুন্মাদ্য যদদ্য কারয়ন্ ময়াত্মনো মামনুকম্পতে স্ম সঃ ॥ ১৩৩ ॥

অমী সমীহৈকপরাস্তবামরাঃ স্বকিংকরং মামপি কর্তুমীশিষে।
বিচার্য কার্যং সৃজ মা বিধান্ মুধা কৃতানুতাপস্ত্বয়ি পার্ষ্ণিবিগ্রহম্ ॥ ১৩৪ ॥

উদাসিতেনৈব ময়েদমুদ্যসে ভিয়া ন তেভ্যঃ স্মরতানবাম্ন বা।
হিতং যদি স্যাম্মদসুব্যয়েন তে তদা তব প্রেমণি শুদ্ধিলব্ধয়ে ॥ ১৩৫ ॥

ইতীরিতৈর্নৈষধসূনৃতামৃতৈর্বিদর্ভজন্মা ভৃশমুল্ললাস সা।
ঋতোরধিশ্রীঃ শিশিরানুজন্মনঃ পিকস্বরৈর্দূরবিকস্বরৈর্যথা ॥ ১৩৬ ॥

নলং তদাবেত্য তমাশয়ে নিজে ঘৃণাং বিগানং চ মুমোচ ভীমজা।
জুগুপ্সমানা হি মনো ধৃতং তদা সতীধিয়া দৈবতদূতধাবি সা ॥ ১৩৭ ॥

মনোভুবস্তে ভবিনাং মনঃ পিতা নিমজ্জয়ন্নেনসি তন্ন লজ্জসে।
অমূদৃ সৎপত্রকথা স্বয়েতি সা স্থিতা সতী মন্মথনিন্দিনী ধিয়া ॥ ১৩৮ ॥

প্রসূনমিত্যেব তদঙ্গবর্ণনা ন সা বিশেষাৎ কতমত্তদিত্যভূৎ।
তদা কদম্বং নিরবর্ণি বোমভির্মুদশ্রুণা প্রাবৃষি হর্ষমাগতৈঃ ॥ ১৩৯ ॥

ময়ৈব সংবোধ্য নলং ব্যলাপি যৎ স্বমাহ মন্দুন্ধমিদং বিমৃশ্য তৎ।
অসাবিতি ভ্রান্তিমসান্দমস্বসুঃ সুভাষিতস্বোন্দ্রমবিভ্রমক্রমঃ ॥ ১৪০ ॥

বিদর্ভরাজপ্রভবা ততঃ পরং ত্রপাসখী বক্তুমলং ন সা নলম্।
পুরস্তমুচ্চৈরভিমুখং যদত্রপা মমজ্জ তেনৈব মহাহ্রদে হ্রিয়ঃ ॥ ১৪১ ॥

যদাপবার্যাপি ন দাতুমুত্তরং শশাক সখ্যাঃ শ্রবসি প্রিয়ায সা।
বিহস্য সখ্যেব তমব্রবীত্তদা হ্রিয়াঽধুনা মৌনধনা ভবৎপ্রিয়া ॥ ১৪২ ॥

পদাতিথেয়াল্লিখিতস্য তে স্বযং বিতন্বতী লোচননির্ঝরানিয়ম্।
জগাদ যাং সৈব মুখান্মম ত্বয়া প্রসূনবাণোপনিষন্নিশম্যতাম্ ॥ ১৪৩ ॥

অসংশয়ং স ত্বয়ি হংস এব মাং শশংস ন ত্বদ্বিবহাপ্তসংশয়াম্।
ক্ব চন্দ্রবংশস্য বতংস! মদ্বধানৃশংসতা সম্ভাবনী ভবাদৃশে ॥ ১৪৪ ॥

জিতস্ত্বয়াস্যেন বিধুঃ স্মরঃ শ্রিয়া কৃতপ্রতিজ্ঞৌ মম তৌ বধে কৃতঃ।
তবেতি কৃত্বা যদি তজ্জিতং ময়া ন মোঘসঙ্কল্পধরাঃ কিলামবাঃ ॥ ১৪৫ ॥

নিজাংশুনির্দগ্ধমদঙ্গভস্মভির্মুধা বিধুর্বাঞ্ছতি লাঞ্ছনোন্মৃজাম্।
ত্বদাস্যতাং যাস্যতি তাবতাপি কিং বধূবধেনৈব পুনঃ কলঙ্কিতঃ ॥ ১৪৬ ॥

প্রসীদ যচ্ছ স্বশরান্মনোভুবে স হন্তু মাং তৈর্ধুতকৌসুমাশুগঃ।
ত্বদেকচিত্তাহমসূন্ বিমুঞ্চতী ত্বমেব ভূত্বা তৃণবজ্জয়ামি তম্ ॥ ১৪৭ ॥

শ্রুতিঃ সুরাণাং গুণগায়নী যদি ত্বদিপ্সমগ্নস্য জনস্য কিং ততঃ।
স্তবে রবেরংসু কৃতাপ্লবৈঃ কৃতে ন মুদ্বতী জাতু ভবেৎ কুমুদ্বতী ॥ ১৪৮ ॥

কথাসু শিষ্যে বরমদ্য ন ধ্রিয়ে মমাবগন্তাসি ন ভাবমন্যথা।
ত্বদর্থমুক্তাসুতয়াশু নাথ মাং প্রতীহি জীবাভ্যধিক! ত্বদেকিকাম্ ॥ ১৪৯ ॥

মহেন্দ্রহেতেরপি রক্ষণং ভয়াদ্ যদর্থিসাধারণমস্ত্রভূদ্ব্রতম্।
ন সূনবাণাদপি মামরক্ষতঃ ক্ষতং তদুচ্চৈরবকীর্ণিনস্তব ॥ ১৫০ ॥

তবাস্মি মাং ধাতুকমপ্যপেক্ষসে মৃষামরং হাঽমরগৌরবাৎ স্মরম্।
অবেহি চণ্ডালমনঙ্গমঙ্গ! তং স্বকাণ্ডকারস্য মধোঃ সখা হি সঃ ॥ ১৫১ ॥

লঘৌ লঘাবেব পুরঃ পরে বুধৈর্বিধেয়মুত্তেজনমাত্মতেজসঃ।
তৃণে তৃণোঢ় জ্বলনঃ খলু জ্বলন্ ক্রমাৎ করীষদ্রুমকাণ্ডমণ্ডলম্ ॥ ১৫২ ॥

স্বরাপরাধস্তব বা কিয়ানয়ং স্বয়ংবরায়ামনুকম্প্রতা ময়ি।
গিরাপি বক্ষ্যন্তি মখেষু তর্পণাদিদং ন দেবা মুখলজ্জয়ৈব তে॥ ১৫৩॥

ব্রজস্তু তে তেঽপি বরং স্বয়ংবরং প্রসাদ্য তানেব ময়া বরিষ্যসে।
ন সর্বথা তানপি ন স্পৃশেন্দয়া ন তেঽপি তাবন্মদনস্ত্বমেব বা॥ ১৫৪॥

ইতীয়মালেখ্যগতেঽপি বীক্ষিতে ত্বয়ি স্মরব্রীড়সমসায়ানয়া।
পদে পদে নৌনময়ান্তরীপিণী প্রবর্তিতা সারঘসারসারণী॥ ১৫৫॥

চণ্ডালস্তে বিষমবিশিখঃ স্পৃশ্যতে দৃশ্যতে ন
খ্যাতোঽনঙ্গস্ত্বয়ি জয়তি যঃ কিন্নু কৃত্তাঙ্গুলীকঃ।
কৃত্বা মিত্রং মধুমধিবনস্থানমন্তশ্চরিত্বা
সখ্যাঃ প্রাণান্ হরতি হরিতস্তদ্দ্যশস্তজ্জুযন্নাম্॥ ১৫৬॥

অথ ভীমভুবৈব রহোঽভিহিতাং নতমৌলিরপত্রপয়া স নিজাম্।
অমরৈঃ সহ রাজসমাজগতিং জগতীপতিরভ্যুপগম্য যযৌ॥ ১৫৭॥

শ্বস্তস্যাঃ প্রিয়মাপ্তুমুদ্ধরধিয়ো ধারাঃ সুজন্ত্যা রয়া-
দুস্রোসম্মকপোলপালিপুলকৈর্বৈতস্বতীরশ্রুণঃ।
চত্বারঃ প্রহরাঃ স্মরার্তিভিরভূৎ সাপি ক্ষপা দুঃক্ষপা
তত্তস্যাং কৃপয়াখিলৈব বিধিনা রাত্রিস্ত্রিযামা কৃতা॥ ১৫৮॥

তদখিলমিহ ভূতং ভূতগত্যা জগত্যাঃ পতিরভিলপতি স্ম স্বাত্মদূতত্বতত্ত্বম্।
ত্রিভুবনজনযাবদ্বৃত্তবৃত্তান্তসাক্ষাৎ কৃতিকৃতিষু নিরস্থানন্দমিন্দ্রাদিষু দ্রাক্॥ ১৫৯॥

শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালংকারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্।
সংদৃব্ধার্ণববর্ণনস্য নবমস্তস্য ব্যরংসীন্মহা-
কাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ॥ ১৬০॥

× × × × × × × × × × × × × দশমঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

রথৈরথায়ুঃ কুলজাঃ কুমারাঃ শস্ত্রেষু শাস্ত্রেষু চ দৃষ্টপারাঃ।
স্বয়ংবরং শম্বরবৈরিকায়ব্যূহশ্রিয়ঃ শ্রীজিতযক্ষরাজাঃ॥ ১।

নাভূদভূমিঃ স্মরসায়কানাং নাসীদগন্তা কুলভূঃ কুমারঃ।
নাস্থাদপন্থা ধরণেঃ কণোঽপি ব্রজেষু রাজ্ঞাং যুগপদ্ ব্রজৎসু॥ ২॥

যোগ্যৈর্ব্রজদ্ভিনৃপজাং বরীতুং বীরৈরনর্হৈঃ প্রসভেন হর্তুম্।
দ্রষ্টুং পরৈস্তাননুরোদ্ধুমন্যৈঃ স্মাত্রশেষাঃ ককুভো বভূবুঃ॥ ৩॥

লোকৈরশেষৈরবনিশ্রিয়ং তামুদ্দিশ্য দিশ্যৈর্বহিতে প্রয়াণে।
স্ববর্তিতত্তজ্জনযন্ত্রণার্তিবিশ্রান্তিমাপুঃ ককুভাং বিভাগাঃ॥ ৪॥

তলং যথেয়ুর্ন তিলা বিকীর্ণাঃ সৈন্যৈস্তথা রাজপথা বভূবুঃ।
ভৈমীং স লব্ধামিব তত্র মেনে যঃ প্রাপ ভূভৃদ্ভবিতুং পুরস্তাৎ॥ ৫॥

নৃপঃ পুরস্থৈঃ প্রতিবন্ধবর্থ্যা পশ্চাত্তনৈঃ কশ্চন নুদ্যমানঃ।
যন্ত্রস্থসিদ্ধার্থপদাভিষেকং লব্ধাপ্যসিদ্ধার্থমমন্যত স্বম্ ॥ ৬ ॥

রাজ্ঞাং পথি স্ত্যানতয়ানুপূর্বীবিলঙ্ঘনাশক্তিবিলম্বভাজাম্।
আহ্বানসংজ্ঞানমিবাগ্রকম্পৈর্দধুর্বিদর্ভেন্দ্রপুরীপতাকাঃ ॥ ৭ ॥

প্রাংশুঃ স্বয়ং কর্কোটক আচকর্ষ সকম্বলং নাগবলং যদুচ্চৈঃ।
ভুবস্তলে কুণ্ডিনগামি রাজ্ঞাং তদাস্যকেশ্চাশ্বতরোঽম্বগচ্ছৎ ॥ ৮ ॥

আগচ্ছদুর্বীন্দ্রচমূসমুত্থৈর্ভূরেণুভিঃ পাণ্ডুরিতা মুখশ্রীঃ।
বিস্পষ্টমাচষ্ট দিশাং জনেষু রূপং পতিত্যাগদশানুরূপম্ ॥ ৯ ॥

আখণ্ডলো দণ্ডধরঃ কৃশানুঃ পাশীতি নাথৈঃ ককুভাং চতুর্ভিঃ।
ভৈম্যেব বন্ধ্যা স্বগুণেন কৃষ্টৈর্যে তদ্বাহরসাম্ন শেষৈঃ ॥ ১০ ॥

মন্ত্রৈঃ পুরং ভীমপুরোহিতস্য তদ্বন্ধরক্ষং বিশতি ক্ব রক্ষঃ।
তত্রোদ্যমং দিক্পতিবাতত্তান যাতুং ততো জাতু ন যাতুধানঃ ॥ ১১ ॥

কর্তুং শশাকাভিমুখং ন ভৈম্যা মৃগং দৃগম্ভোরুহনির্জিতং যৎ।
তস্যা বিবাহায় যযৌ বিদর্ভাংস্তদ্বাহনত্বেন ন গন্ধবাহঃ ॥ ১২ ॥

জাতৌ ন বিত্তে ন গুণে ন কামঃ সৌন্দর্য এব প্রবণঃ স বামঃ।
স্বচ্ছস্বশৈলেক্ষিতকুৎসবেবস্তাং প্রত্যগান্ন স্থিরতরাং কুবেবঃ ॥ ১৩ ॥

ভৈমীবিবাহং সহতে স্ম কস্মাদর্ধং তনুর্যা গিরিজা স্বভর্তুঃ।
তেন ব্রজন্ত্যা বিদধে বিদর্ভানীশানয়ানায় তযাস্তরায়ঃ ॥ ১৪ ॥

স্বয়ংবরং ভীমনরেন্দ্রজায়া দিশঃ পতির্ন প্রবিবেশ শেষঃ।
প্রয়াতু ভারং স নিবেশ্য কস্মিন্নহির্মহীগৌরব সার্সাহঃ কঃ ॥ ১৫ ॥

যযৌ বিমৃশ্যোর্ধ্বদিশঃ পতির্ন স্বয়ংবরং বীক্ষিতধর্মশাস্ত্রঃ।
ব্যলোকি লোকে শ্রুতিষু স্মৃতৌ বা সমং বিবাহঃ ক্ব পিতামহেন ॥ ১৬ ॥

ভৈমীনিবন্ধং স্বমবেত্য দূত্যা মুখাৎ কিলেন্দ্রপ্রমুখা দিগীশাঃ।
স্পন্দে মুখেন্দৌ চ বিতত্য মান্দ্যং চিত্তস্য তে রাজসমাজমীয়ুঃ ॥ ১৭ ॥

নলভ্রমেণাপি ভজেত ভৈমী কদাচিদস্মানীতি শেষিতাশা।
অভূন্মহেন্দ্রাদিচতুষ্টয়ী সা চতুর্নলী কাচিদলীকরূপা ॥ ১৮ ॥

প্রযস্যতাং তম্ভবিতুং সুরাণাং দৃষ্টেন পুষ্টেন পরস্পরেণ।
তস্ত্বৈতসিদ্ধির্ন বতানুমেনে স্বাভাবিকাৎ কৃত্রিমমন্যদেব ॥ ১৯ ॥

পূর্ণেন্দুমাস্যং বিদধুঃ পুনস্তে পুনর্মুখীচক্রুরনিদ্রমব্জম্।
স্ববক্তমাদর্শতলেঽথ দর্শং দর্শং বভঞ্জুর্ন তথাতিমঞ্জু ॥ ২০ ॥

তেষাং তথা লব্ধমনীশ্বরাণাং শ্রিয়ং নিজাস্যেন নলাননস্য।
নালং তরীতুং পুনরুক্তিদোষং বহির্মুখানামনলাননত্বম্ ॥ ২১ ॥

প্রিয়াবিয়োগক্লথিতাং কিমৈলাচ্চন্দ্রাংশুহীতৈর্গ্রহপীড়িতাস্তে।
ধ্যাতাম্ভবেন স্মরতোঽপি সারৈঃ স্বং কল্পয়ন্তি স্ম নলানুকল্পম্ ॥ ২২ ॥

নলস্য পশ্যাদ্বিয়দন্তরং তৈর্ভৈমীতি ভূপান্ বিধিরাঙ্গতাস্যে।
স্পর্ধাং দিগীশানপি কারয়িত্বা তস্যৈব তেভ্যঃ প্রথিমানমাখ্যৎ ॥ ২৩ ॥

সভা নলশ্রীয়মকৈর্যমাদ্যেনলং বিনাভূষ্ধৃতদিব্যরত্নৈঃ।
ভামাংগণপ্রাঘুণিকে চতুর্ভির্দেবদ্রুমৈর্দ্যৌরিব পারিজাতে ॥ ২৪ ॥

তত্রাগমদ্বাসুকিরীশভূষাভস্মোপলেহস্ফুটগৌরদেহঃ।
ফণীন্দ্রবৃন্দপ্রণিগদ্যমানপ্রসাদজীবাদ্যনুজীবিবাদঃ ॥ ২৫ ॥

দ্বীপান্তরেভ্যঃ পুটভেদনং তৎ ক্ষণাদবাপ স্বরভূমিপালৈঃ।
তৎকালমালম্ভি ন কেন যূনা স্মরেষুপক্ষানিলতূললীলা ॥ ২৬ ॥

রম্যেষু হর্ম্যেষু নিবেশনেন সপর্যয়া কুণ্ডিননাকনাথঃ।
প্রিয়োক্তিদানাদরনম্রতাদ্যৈরুপাচরচ্চারু স রাজচক্রম্ ॥ ২৭ ॥

চতুঃসমুদ্রীপরিখে নৃপানামন্তঃপুরে বাসিতকীর্তিদারে।
ঔদার্যদাক্ষিণ্যদম্ভাদমানাং চতুষ্টয়ীরক্ষণসৌবিদল্লা ॥ ২৮ ॥

অভ্যাগতৈঃ কুণ্ডিনবাসবস্য পরোক্ষবৃত্তেষ্বপি তেষু তেষু।
জিজ্ঞাসিতস্বোপসতলাভলিংগং স্বল্পোঽপি নাবাপি নুপৈর্বিশেষঃ ॥ ২৯ ॥

অঙ্কে বিদর্ভেন্দ্রপুরস্য শঙ্কে ন সংমমৌ নৈষ তথা সমাজঃ।
যথা পয়োরাশিরগস্ত্যহস্তে যথা জগদ্বা জঠরে মুরারেঃ ॥ ৩০ ॥

পুরে পথিদ্বারগৃহাণি তত্র চিত্রীকৃতান্যুৎসববাঞ্ছয়েব।
নভোঽপি কির্মীরমকারি তেষাং মহীভুজামাভরণপ্রভাভিঃ ॥ ৩১ ॥

বিলাসবৈদগ্ধ্যবিভূষণশ্রীস্তেষাং যথাসীৎ পরিচারকেঽপি।
অজ্ঞাসিষুঃ স্ত্রীশিশুবালিশাস্তং যথাগতং নায়কমেব কশ্চিৎ ॥ ৩২ ॥

অস্বেদগাত্রাশ্চলচামরৌঘৈরমীলনেত্রাঃ প্রতিবস্তুচিত্রৈঃ।
অম্লানমালা বিপুলাতপত্রৈর্দেবা নুদেবাশ্চ ভিদাং ন ভেজুঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্যোন্যভাষানববোধভীতেঃ সংস্কৃত্রিমাভির্ব্যবহারবৎসু।
দিগ্ভ্যঃ সমেতেষু নরেষু বাগ্ভিঃ সৌবর্গবর্গো ন নরৈরচিহ্নি ॥ ৩৪ ॥

তে তত্র ভৈম্যাশ্চরিতানি চিত্রে চিত্রাণি পৌরৈঃ পুরি লেখিতানি।
নিরীক্ষ্য নিন্যুর্দিবসং নিশাং চ তৎস্বপ্নসম্ভোগকলাবিলাসৈঃ ॥ ৩৫ ॥

সা বিভ্রমং স্বপ্নগতাপি তস্যাং নিশি স্বসাভস্য দদে যদেভ্যঃ।
তদর্থিনাং ভূমিভুজাং বদান্যা সতী সতী পুরয়তি স্ম কামম্ ॥ ৩৬ ॥

বৈদর্ভদূতানুনয়োপহূতৈঃ শৃঙ্গারভঙ্গীষ্বনুভাববৎসু।
স্বয়ংবরস্থানজনাশ্রয়ন্তৈর্দিনে পরত্রালমকারি বীরৈঃ ॥ ৩৭ ॥

ভূষাভিরুচ্চৈরপি সংস্কৃতে যং বীক্ষ্যাকৃত প্রাকৃতবুদ্ধিমেব।
প্রসূনবাণে বিবুধাধিনাথস্তেনাথ সাঽশোভি সভা নলেন ॥ ৩৮ ॥

ধৃতাংগরাগে কলিতদ্যুশোভাং তস্মিন্ সভাং চুম্বতি রাজচন্দ্রে।
গতা বতাক্ষ্ণোর্বিষয়ং বিলঙ্ঘ্য ক্ব ক্ষত্রনক্ষত্রকুলস্য লক্ষ্মীঃ ॥ ৩৯ ॥

প্রাগ্‌দৃষ্টৈঃ ক্ষোণিভুজামমুষ্মিন্নাশ্চর্যপর্যুৎসুকিতা নিপেতুঃ।
অনন্তরং দস্তুরিতভ্রুবাং তু নিতান্তমীর্ষ্যাকলুষা দৃগংশাঃ ॥ ৪০ ॥

সুধাংশুরেষ প্রথমো ভুবীতি স্মরো দ্বিতীয়ঃ কিমসাবিতীমম্।
দস্রস্তৃতীয়োঽয়মিতি ক্ষিতীশাঃ স্তুতিচ্ছলান্মৎসরিণো নিনিন্দুঃ ॥ ৪১ ॥

আদ্যং বিধোর্জন্ম স এষ ভূমৌ দ্বৈতং যুবাসৌ রতিবল্লভস্য।
নাসত্যয়োর্মূর্তিরিয়ং তৃতীয়া ইতি স্তুতস্তৈঃ কিল মৎসরৈঃ সঃ ॥ ৪২ ॥

ইহেদৃশঃ সন্তি কতীতি দৃষ্টৈর্দৃষ্টাঙ্কিতালীকনলাবলী তৈঃ।
আত্মাপকর্ষে কিল মৎসরাণাং দ্বিষঃ পরস্পর্ধনয়া সমাধিঃ ॥ ৪৩ ॥

গুণেন কেনাপি জনেঽনবদ্যে দোষান্তরোক্তিঃ খলু তৎখলত্বম্।
রূপেণ তৎসংসদদূষিতস্য সুরৈর্নরত্বং যদদূষি তস্য ॥ ৪৪ ॥

নলানসত্যানবদৎ স সত্যঃ কৃতোপবেশান্ সবিধে সুরেশান্।
নোভাবিলাভুঃ কিমু দর্পকশ্চ ভবান্তু নাসত্যযুজৌ ভবন্তঃ ॥ ৪৫ ॥

অমী তমাহুঃ স্ম যদত্র মধ্যে কস্যাপি নোৎপত্তিরভূদিলায়াম্।
অদর্পকাঃ স্ম সবিধে স্থিতাস্তে নাসত্যতাং নাপি বিভর্তি কশ্চিৎ ॥ ৪৬ ॥

তেভ্যঃ পরান্ন পরিকল্পয়স্ব শ্রিয়া বিদূরীকৃতকামদেবান্।
অস্মিন্ সমাজে বহুষু ভ্রমন্তী ভৈমী কিলাস্মাসু ঘটিষ্যতেঽসৌ ॥ ৪৭ ॥

অসাময়ন্নাম তবেহ রূপং স্বেনাধিগত্য প্রিতমুগ্ধভাবাঃ।
তন্নো ধিগাশাপতিতান্নরেন্দ্র! ধিক্ চেদমস্মদ্বিবুধত্বমস্তু ॥ ৪৮ ॥

সা বাগবাজ্ঞায়িতমাং নলেন তেষামনাশঙ্কিতবাকছলেন।
স্ত্রীরত্নলাভোচিতযত্নমস্নমেনং ন হি স্ম প্রতিভাতি কিঞ্চিৎ ॥ ৪৯ ॥

যঃ স্পর্ধয়া যেন নিজপ্রতিষ্ঠাং লিপ্সুঃ স এবাহ ভদন্নতত্বম্।
কঃ স্পর্ধিতুঃ স্বাভিহিতস্বহানেঃ স্থানেঽবহেলাং বহুলাং ন কুর্যাৎ ॥ ৫০ ॥

গীর্দেবতাগীতযশঃপ্রশস্তিঃ শ্রিয়া তাড়িতল্লিলিতাভিনেতা।
মুদা তদাঽবৈক্ষত কেশবস্তং স্বয়ংবরাডম্বরমম্বরস্থঃ ॥ ৫১ ॥

অষ্টৌ তদাষ্টাসু হরিৎসু দৃষ্টীঃ সদো দিদৃক্ষুর্নিদিদেশ দেবঃ।
লৈঙ্গীমদৃষ্টবাপি শিবঃশ্রিযং যো দৃষ্টৌ মৃষাবাদিতকেতকীকঃ ॥ ৫২ ॥

একেন পর্যক্ষিপদাত্মনাদ্রিং চক্ষুর্মুরারেরভবৎপরেণ।
তির্বাদশাত্মা দশভিস্তু শেষৈর্দিশো দশালোকত লোকপূর্ণঃ ॥ ৫৩ ॥

প্রদক্ষিণং দৈবতহর্ম্যমদ্রিং পদৈশ্চ কুর্বন্নপি শর্বরীশঃ।
দৃষ্টা মহেন্দ্রানুজদৃষ্টিমুত্যা ন প্রাপ তদ্দর্শনবিঘ্নতাপম্ ॥ ৫৪ ॥

বিলোবমানা বরলোকলক্ষ্মীং তাৎকালিকীমপ্সরসো রসোৎকাঃ।
জনাম্বুধৌ যত্র নিজাননানি বিতেনুরম্ভোরুহকাননানি ॥ ৫৫ ॥

ন যক্ষনক্ষৈঃ কিমলক্ষি নো সা সিদ্ধৈঃ কৈমধ্যাসি সভাপ্তশোভা।
সা কিন্নরৈঃ কিং ন রসাদসেবি নাদর্শি হর্ষেণ মহর্ষিভিশ্চ ॥ ৫৬ ॥

বাল্মীকিরশ্লাঘত তামনেকশাখত্রয়ীভুরুহরাজিভাজা।
ক্লেশং বিনা কণ্ঠপথেন যস্য দেবী দিবঃ প্রাগ্‌ভুবমাগমদ্বাক্ ॥ ৫৭ ॥
প্রাশংসি সংসদ্গুরুণাপি চার্বী চার্বাকতাসর্ববিদূষকেণ।
আস্থানপট্টং রসনাং যদীয়াং জানামি বাচামধিদেবতায়াঃ ॥ ৫৮ ॥
নাকেঽপি দীব্যত্তমদিব্যবাচি বচঃস্রগাচার্যকবিৎকবির্যঃ।
দৈতেয়নীতেঃ পথি সার্থবাহঃ কাব্যঃ স কাব্যেন সভামভাণীৎ ॥ ৫৯ ॥
অমেলয়দ্ভীমনৃপঃ পরং ন নাকর্ষদেতাদ্দমনস্বসৈব।
ইদং বিধাতাপি বিচিত্য যূনঃ স্বশিল্পসর্বস্বমদর্শয়ন্নঃ ॥ ৬০ ॥
একাকিভাবেন পুরা পুরারির্যঃ পঞ্চতাং পঞ্চশরং নিনায়।
তদ্ভীসমাধানমমুষ্য কায়নিকায়লীলাঃ কিমমী যুবানঃ ॥ ৬১ ॥
পূর্ণেন্দুবিম্বাননুমাসভিন্নানস্থাপৎ ক্বাপি নিধায় বেধাঃ।
তৈরেব শিল্পী নিরমাদমীষাং মুখানি লাবণ্যময়ানি মন্যে ॥ ৬২ ॥
মুধাপিতং মূর্ধসু রত্নমেতৈর্যন্নাম তানি স্বয়মেত এব।
স্বতঃপ্রকাশে পরমাত্মবোধে বোধান্তরং ন স্ফুরণার্থমর্থ্যম্ ॥ ৬৩ ॥
প্রবেক্ষ্যতঃ সুন্দরবৃন্দমুচ্চৈরিদং মুদা চেদিতরেতরং তৎ।
ন শক্ষ্যতো লক্ষয়িতুং বিমিশ্রং দস্রৌ সহস্রৈরপি বৎসরাণাম্ ॥ ৬৪ ॥
স্থিতৈরিয়দ্ভির্যুবভির্বিদর্ভেধ্দর্দ্ধেঽপি কামে জগতঃ ক্ষতিঃ কা।
একাম্বুবিন্দুব্যয়মম্বুরাশেঃ পূর্ণস্য কঃ শংসতি শোষদোষম্ ॥ ৬৫ ॥
ইতি স্তুবন্ হুংকৃতিবর্গণাভিগন্ধর্ববর্গেণ স গায়তৈব।
ওংকারভূম্না পঠতৈব বেদান্ মহর্ষিবৃন্দেন তথাঽস্বমানি ॥ ৬৬ ॥
ন্যবীবিশত্তানথ রাজসিংহান্ সিংহাসনৌঘেষু বিদর্ভরাজঃ।
শৃঙ্গেষু যত্র ত্রিদশৈরিবৈভিরশোভে কার্তস্বরভূধরস্য ॥ ৬৭ ॥
বিচিন্ত্য নানাভুবনাগতাংস্তানমর্ত্যসংকীর্ত্যচরিত্রগোত্রান্।
কথ্যাঃ কথংকারমমী সুতায়ামিতি ব্যষাদি ক্ষিতিপেন তেন ॥ ৬৮ ॥
শ্রদ্ধালুসংকল্পিতকল্পনীয়াং কল্পদ্রুমস্যাথ রথাঙ্গপাণেঃ।
তদাকুলোঽসৌ কুলদৈবতস্য স্মৃতিং ততান ক্ষণমেকতানঃ ॥ ৬৯ ॥
তচ্চিন্তনানন্তরমেব দেবঃ সরস্বতীং সস্মিতমাহ স স্ম ॥
স্বয়ংবরে রাজকগোত্রবৃত্তবক্ত্রীমিহ ত্বাং কবরাণি বাণি ॥ ৭০ ॥
কুলং চ শীলং চ বলং চ রাজ্ঞাং জানাসি নানাভুবনাগতানাম্।
এষামতস্ত্বং ভব বাবদূকা মূকায়িতুং কঃ সময়স্তবায়ম্ ॥ ৭১ ॥
জগত্রয়ীপণ্ডিতমণ্ডিতৈষা সভা ন ভূতা ন চ ভাবিনী বা।
রাজ্ঞাং গুণজ্ঞানকৈতবেন সংখ্যাবতঃ শ্রাবয় বাঙ্মুখানি ॥ ৭২ ॥
ইতীরিতা তচ্চরণাৎ পরাগং গীর্বাণচূড়ামণিমৃষ্টশেষম্।
তস্য প্রসাদেন সহাজ্ঞয়াসাবাদায় মূর্ধ্নাদরিণী বভার ॥ ৭৩ ॥

মধ্যেসভং সাবতভার বালা গন্ধর্ববিদ্যাময়কণ্ঠনালা।
ত্রয়ীময়ীভুতবলীবিভঙ্গা সাহিত্যনির্বর্তিতদৃক্তরঙ্গা ॥ ৭৪ ॥

আসীদথর্বা ত্রিবলিত্রিবেদীমূলাধ্বনির্গত্য বিতায়মানা।
নানাভিচারোচিতমেচকশ্রীঃ শ্রুতির্যদীয়োদররোমরেখা ॥ ৭৫ ॥

শিক্ষৈব সাক্ষাচ্চরিতং যদীয়ং কল্পশ্রিয়াকল্পবিধির্যদীয়ঃ।
যস্যাঃ সমস্তার্থনিরুক্তিরূপৈর্নিরুক্তিবিদ্যা খলু পর্যণংসীৎ ॥ ৭৬ ॥

জাত্যা চ বৃত্তেন চ ভিদ্যমানং ছন্দো ভুজদ্বন্দ্বমভূদ্ যদীয়ম্।
শ্লোকার্ধবিশ্রান্তিময়ীভিবিষ্ণুপর্বদ্বয়ীসন্ধিসুচিহ্নমধ্যম্ ।। ৭৭ ।।

অসংশয়ং সা গুণদীর্ঘভাবকৃতাং দধানা বিতর্তিং যদীয়া।
বিধায়িকা শব্দপরম্পরাণাং কিং চারচি ব্যাকরণেন কাঞ্চী ।। ৭৮ ।।

স্থিতৈব কণ্ঠে পরিণম্য হারলতা বভূবোদিততারবৃত্তা।
জ্যোতির্ময়ী যশ্ভজনায় বিদ্যা মধ্যেঽঙ্গমঙ্কেন ভৃতা বিশঙ্কে ।। ৭৯ ।।

অবৈমি বাদিপ্রতিবাদিগাঢ়স্বপক্ষরাগেণ বিরাজমানে।
তে পূর্বপক্ষোত্তরপক্ষশাস্ত্রে রদচ্ছদৌ ভূতবতী যদীয়ৌ ।। ৮০ ।।

ব্রহ্মার্থকর্মার্থকবেদভেদাদ্দ্বিধা বিধায় স্থিতয়াত্মদেহম্।
চক্রে পরাচ্ছাদনচারু যস্যা মীমাংসয়া মাংসলমূরুযুগ্মম্ ।। ৮১ ।।

উদ্দেশপর্বণ্যপি লক্ষণেঽপি দ্বিধোদিতৈঃ ষোড়শভিঃ পদার্থৈঃ।
আন্বীক্ষিকীং যদ্দশনদ্বিমালীং তাং মুক্তিকামাকলিতাং প্রতীমঃ ।। ৮২ ।।

তর্কা রদা যদ্বদনস্য তর্ক্যা বাদেঽস্য শক্তিঃ ক্ব তথাঽন্যথাতৈঃ।
পত্রং ক্ব দাতুং গুণশালিপূগং ক্ব বাদতঃ খাণ্ডয়িতুং প্রভুত্বম্ ॥ ৮৩ ॥

সপল্লবং ব্যাসপরাশরাভ্যাং প্রণীতভাবাদুভয়ীর্ভাবিষ্ণু।
তস্মৎস্যপদ্যাদ্যুপলক্ষ্যমাণং যৎপাণিযুগ্মং ববৃতে পুরাণম্ ॥ ৮৪ ॥

আকল্পবিচ্ছেদবিবর্জিতো যঃ স ধর্মশাস্ত্রব্রজ এব যস্যাঃ।
পশ্যামি মূর্ধা শ্রুতিমূলশালী কণ্ঠস্থিতঃ কস্য মুদে ন বৃত্তঃ ॥ ৮৫ ॥

ভ্রুবৌ দলাভ্যাং প্রণবস্য যস্যাস্তদ্বিন্দুনা ভালতমালপত্রম্।
তদর্ধচন্দ্রেণ বিধির্বিপঞ্চীনিক্বাণনাকোণধনুঃ প্রণিন্যে ॥ ৮৬ ॥

দ্বিকুণ্ডলী বৃত্তসমাপ্তিলিপ্যাঃ করাঙ্গুলী কাঞ্চনলেখনীনাম্।
কৈশ্যং মসীনাং স্মিতভা কঠিন্যাঃ কায়ে যদীয়ে নিরমায়ি সারৈঃ ॥ ৮৭ ॥

যা সোমসিদ্ধান্তময়াননেব শূন্যাত্মতাবাদময়োদরেব।
বিজ্ঞানসামস্ত্যময়ান্তরেব সাকারতাসিদ্ধময়াখিলেব ॥ ৮৮ ॥

ভীমস্তয়াগদ্যত মোদিতুং তে বেলা কিলেয়ং তদলং বিষদ্য।
ময়া নিগাদ্যং জগতীপতীনাং গোত্রং চরিত্রং চ যথাবদেষাম্ ॥ ৮৯ ॥

অবিন্দতাসৌ মকরন্দলীলাং মন্দাকিনী যচ্চরণারবিন্দে।
অত্রাবতীর্ণা গুণবর্ণনায় রাজ্ঞাং তদাজ্ঞাবশগাস্মি কাপি ॥ ৯০ ॥

তৎকালবেদ্যৈঃ শকুনস্বরাদ্যৈরাপ্তামবাপ্তাং নৃপতিঃ প্রতীত্য।
তাং লোকপালৈকধুরীণ এষ তস্যৈ সপর্যামুচিতাং দিদেশ ॥ ৯১ ॥

দিগন্তরেভ্যঃ পৃথিবীপতীনামাকর্ষকৌতুহলসিদ্ধবিদ্যাম্।
ততঃ ক্ষিতীশঃ স নিজাং তনূজাং মধ্যেমহারাজকমাজুহাব ॥ ৯২ ॥

দাসীষু নাসীরচরীষু জাতং স্ফীতং ক্রমেণালিষু বীক্ষিতাসু।
স্বাঙ্গেষু রূপোত্থমথাদ্ভুতাব্ধিমুদ্বেলয়ন্তীমবলোককানাম্ ॥ ৯৩ ॥

স্নিগ্ধত্বমায়াজললেপলোপসযত্নরত্নাংশুমৃজাংশুকাভাম্।
নেপথ্যহীরদ্যুতিবারিবর্তস্বচ্ছায়সচ্ছায়নিজালিজালাম্ ॥ ৯৪ ॥

বিলেপনামোদমুদাগতেন তৎকর্ণপূরোৎপলসর্পিণা চ।
রতীশদূতেন মধুব্রতেন কর্ণে রহঃ কিঞ্চিদিবোচ্যমানাম্ ॥ ৯৫ ॥

বিরোধিবর্ণাভরণাশ্মভাসাং মল্লাজিকৌতুহলমীক্ষমাণাম্।
স্মরস্বচাপভ্রমচালিতে নু ভ্রুবৌ বিলাসাদ্বলিতে বহন্তীম্ ॥ ৯৬ ॥

সামোদপুষ্পাশুগবাসিতাঙ্গীং কিশোরশাখাগ্রশয়ালিমালাম।
বসন্তলক্ষ্মীমিব রাজভিস্তৈঃ কল্পদ্রুমৈরপ্যভিলষ্যমাণাম্ ॥ ৯৭ ॥

পীতাবদাতারুণনীলভাসাং দেহোপদেহাৎ কিরণৈর্মণীনাম্।
গোরোচনাচন্দনকুঙ্কুমৈণনাভীবিলেপান্ পুনরুক্তয়ন্তীম্ ॥ ৯৮ ॥

স্মরং প্রসূনেন শরাসনেন জেতারমশ্রদ্দধতীং নলস্য।
তস্মৈ স্বভূষাদ্বদংশুশিল্পং বলদ্বিষঃ কার্মুকমর্পয়ন্তীম্ ॥ ৯৯ ॥

বিভূষণেভ্যোঽবরমংশুকেষু ততোঽবরং সান্দ্রমণিপ্রভাসু।
সম্যক্ পুনঃ ক্বাপি ন রাজকস্য পাতুং দৃশা ধাতৃকৃতাবকাশাম্ ॥ ১০০ ॥

প্রাক্ পুষ্পবর্ষৈর্বিষতঃ পতদ্ভির্দ্রষ্টুং ন দত্তামথ তদ্দ্বিরেফৈঃ।
তদ্ভীতিভুগ্নেন ততো মুখেন বিধেরহো বাঞ্ছিতবিঘ্নযত্নঃ ॥ ১০১ ॥

এতদ্বরং স্যামিতি রাজকেন মনোরথাতিথ্যমবাপিতায়।
সখীমুখায়োৎসৃজতীমপাঙ্গাৎ কর্পূরকস্তুরিকয়োঃ প্রবাহম্ ॥ ১০২ ॥

স্মিতেচ্ছুদন্তচ্ছদকম্পাকিঞ্চিদ্দিগম্বরীভূতরদাংশুবৃন্দৈঃ।
আনন্দতোবীন্দুমুখারবিন্দৈর্মদং নুদন্তীং হ্রাদ কৌমুদীনাম্ ॥ ১০৩ ॥

প্রত্যঙ্গভূষাচ্ছমণিচ্ছলেন যত্নগ্নতান্নিশ্চললোকনেত্রাম্।
হারাগ্রজাগ্রদ্গরুড়াশ্মরশ্মিপীনাভনাভীকুহরান্ধকারাম্ ॥ ১০৪ ॥

তদ্গৌরসারাস্মিতাবিস্মিতেন্দুপ্রভাশিরঃকম্পরুচোঽভিনেতুম্।
বিপাণ্ডুতামণ্ডিতচামরালীনানামরালীকৃতলাস্যলীলাম্ ॥ ১০৫ ॥

তদঙ্গভোগাবলিগায়নীনাং মধ্যে নিরুক্তিক্রমকুণ্ঠিতানাম্।
স্বয়ং ধৃতামপ্সরসাং প্রসাদং হ্রিয়ং হৃদো মণ্ডনমর্পয়ন্তীম্ ॥ ১০৬ ॥

তারা রদানাং বদনস্য চন্দ্রং রুচা কচানাং চ নভো জয়ন্তীম্।
আকণ্ঠমক্ষ্ণোর্দ্বিতয়ং মধূনি মহীভুজঃ কস্য নভোজয়ন্তীম্ ॥ ১০৭ ॥

অলংকৃতাঙ্গাদ্ভুতকেবলাঙ্গীং স্তবাধিকাক্ষানিবেদ্যলক্ষ্মীম্ ।
ইমাং বিমানেন সভাং বিশন্তীং পপাবপাঙ্গৈরথ রাজরাজিঃ ॥ ১০৮ ।

আসীদসৌ তত্র ন কোঽপি ভূপস্তন্মূর্তিরূপোদ্ভবদদ্ভুতস্য ।
উল্লেসুরঙ্গানি মুদা যস্য বিনিদ্ররোমাঙ্কুরদন্তুরাণি ॥ ১০৯ ॥

অঙ্গুষ্ঠমূর্ধ্না চ নিপীড়িতাগ্রা মধ্যেন ভাগেন চ মধ্যমায়াঃ ।
আস্ফোটি ভৈমীমবলোক্য তত্র ন তর্জনী কেন জনেন নাম ॥ ১১০ ।

অস্মিন্ সমাজে মনুজেশ্বরেণ তাং খঞ্জনাক্ষীমবলোক্য কেন ।
পুনঃ পুনর্লোলিতমৌলিনা ন ভ্রুবোরুদক্ষেপি পতরাং দ্বয়ী বা ॥ ১১১ ॥

স্বয়ংবরস্যাজিরমাজিহানাং বিভাব্য ভৈমীমথ ভূমিনাথৈঃ ।
ইদং মুদা বিহ্বলচিত্তভাবাদবাদি খণ্ডাক্ষরজিহ্মজিহ্বম্ ॥ ১১২ ॥

রম্ভাদিলোভাৎ কৃতকর্মভির্ভূঃ শূন্যৈব মা ভূৎ সুরভূমিপাস্থৈঃ ।
ইতোতয়ালোপি দিবোঽপি পুংসাং বৈমতামত্যপ্সরসা রসায়াম্ ॥ ১১৩ ॥

রূপং যদাকর্ণ্য জনাননেভ্যস্তত্তদ্দিগন্তাদ্বয়মাগমাম ।
সৌন্দর্যসারাদনুভূয়মানাদস্যাস্তদস্মাদ্বহু নাকনীয়ঃ ॥ ১১৪ ॥

রসস্য শৃঙ্গার ইতি শ্রুতস্য ক নাম জাগর্তি মহানুদন্বান্ ।
কস্মাদুদস্থাদিয়মন্যথা শ্রীলাবণ্যবৈদগ্ধ্যনিধিঃ পয়োধেঃ ॥ ১১৫ ॥

সাক্ষাৎ সুধাংশুর্মুখমেব ভৈম্যা দিবঃ স্ফুটং লাক্ষণিকঃ শশাঙ্কঃ ।
এতদ্‌ভ্রুবৌ মুখ্যমনঙ্গচাপং পুষ্পং পুনস্তস্য গুণমাত্রবৃত্ত্যা ॥ ১১৬ ॥

লক্ষ্যো ধৃতং কুণ্ডলিকে সুদত্যা তাটঙ্কযুগ্মং স্মরধন্বিনে কিম্ ।
সব্যাপসব্যং বিশিখা বিসৃষ্টাস্তেনানয়োর্যান্তি কিমন্তরেব ॥ ১১৭ ॥

তনোত্যকীর্তিং কুসুমাশুগস্য সৈষা বতেন্দীবরকর্ণপূরৌ ।
যতঃ শ্রবঃকুণ্ডলিকাপরাদ্ধশরং খলঃ খ্যাপয়িতা তমাভ্যাম্ ॥ ১১৮ ॥

রজঃপদং ষটপদকীটজুষ্টং হিত্বাত্মনং পুষ্পময়ং পুরাণম্ ।
অদ্যাত্মভূরাদ্রিয়তাং স ভৈম্যা ভ্রুযুগ্মমস্তধৃতমুষ্টি চাপম্ ॥ ১১৯ ॥

পদ্মান্ হিমে প্রাবৃষি খঞ্জরীটান্ ক্ষিপ্নুর্যমাদায় বিধিঃ ক্বচিত্তান্ ।
সারেণ তেন প্রতিবর্ষমুচ্চৈঃ পৃক্ষাতি দৃষ্টিদ্বয়মেতদীয়ম্ ॥ ১২০ ॥

এতদ্দৃশোরম্বুরুহৈর্বিশেষং ভৃঙ্গৌ জনঃ পৃচ্ছতু তদ্গুণজ্ঞৌ ।
ইতীব ধাত্রাকৃততারকালিস্ত্রীপুংসমাধ্যস্থ্যমিহাক্ষিযুগ্মে ॥ ১২১ ॥

ব্যধত্ত সৌধৌ রতিকামযোস্তদ্ভক্তং বয়োঽস্যা হৃদি বাসভাজোঃ ।
তদগ্রজাগ্রৎপৃথুশাতকুম্ভকুম্ভৌ ন সম্ভাবয়তি স্তনৌ কঃ ॥ ১২২ ॥

অস্যা ভুজাভ্যাং বিজিতাদ্বিসাৎ কিং পৃথক্করোঽগৃহ্যত তৎপ্রসূনম্ ।
ইহেক্ষ্যতে তন্ন গৃহাঃ শ্রিয়ঃ কৈর্ন গীয়তে বা কর এব লোকৈঃ ॥ ১২৩ ॥

ছদ্মৈব তচ্ছম্বরজং বিসিন্যাস্তৎপদ্মমস্যাস্তু ভুজাগ্রসদ্ম ।
উৎকণ্টকাদুদ্গমনেন নালাদুৎকণ্টকং শার্তশিখৈর্নখৈর্যৎ ॥ ১২৪ ॥

জাগর্তি মর্ত্যেষু তুলার্থমস্যা যোগ্যেতি যোগ্যানুপলম্ভনং নঃ।
যদ্যস্তি নাকে ভুবনেঽথবাবাধস্তদা ন কৌতস্কুতলোকবাধঃ ॥ ১২৫ ॥

নমঃ করেভ্যোঽস্তু বিধের্ন বাস্তু স্পষ্টং ধিয়াপ্যস্য ন কিং পুনস্তেঃ।
স্পর্শাদিদং স্যাল্লুলিতং হি শিল্পং মনোভুবোঽনঙ্গতয়ানুরূপম্ ॥ ১২৬ ॥

ইমাং ন মৃদ্বীমসৃজৎ করাভ্যাং বেধাঃ কুশাধ্যাসনকর্কশাভ্যাম্।
শৃঙ্গারধারাং মনসা ন শান্তিবিশ্রান্তিধম্বাধমহীরুহেণ ॥ ১২৭ ॥

উল্লাস্য ধাতুস্তুলিতা করেণ শ্রোণ্যৌ কিমেষা স্তনয়োর্গুরুর্বা।
তেনাস্তরালেঽস্ত্রিভিরঙ্গলীনামুদিতমধ্যাত্রিবলীবিলাসা ॥ ১২৮ ॥

নিজামৃততোদ্যন্নবনীতজাঙ্গীমেতাং ক্রমোম্মীলিতপীতিমানম্।
কৃতেন্দুরস্যা মুখমাত্মনাভূন্নিদ্রালুনা দুর্ঘটমম্বুজেন ॥ ১২৯ ॥

অস্যাঃ স চারুর্মধুরেব কারুঃ শ্বাসং বিতেনে মলয়ানিলেন।
অমূনি পুষ্পৈর্বিদধেঽঙ্গকানি চকার বাচং পিকপঞ্চমেন ॥ ১৩০ ॥

কৃতিঃ স্মরস্যৈব ন ধাতুরেষা নাস্যা হি শিল্পীতরকারুজেয়ঃ।
রূপস্য শিল্পে বয়সা চ বেধা নির্জয়তে স স্মরকিঙ্করেণ ॥ ১৩১ ॥

গুরোরপীমাং ভণদোষ্ঠকণ্ঠং নিরুক্তিগর্বচ্ছিদয়া বিনেতুঃ।
শ্রমঃ স্মরস্যৈব ভবং বিহায় মুক্তিং গতানামনুতাপনায় ॥ ১৩২ ॥

আখ্যাতুমক্ষিব্রজসর্বপীতাং ভৈমীং তদেকাঙ্গনিখাতদক্ষঃ।
গাথাসুধাশ্লেষকলাবিলাসৈরলংচকারাননচন্দ্রমিন্দ্রঃ ॥ ১৩৩ ॥

স্মিতেন গৌরী হরিণী দৃশেয়ং বীণাবতী সুস্বরকণ্ঠভাসা।
হেমেব কায়প্রভয়াঙ্গশেষৈস্তম্বী মতিং ক্রামতি মেনকাপি ॥ ১৩৪ ॥

ইতি স্তুবানঃ সবিধে নলেন বিলোকিতঃ শঙ্কিতমানসেন।
ব্যাকৃত্য মত্যোচিতমর্থমুক্তেরাখণ্ডলস্তস্য নুনোদ শঙ্কাম্ ॥ ১৩৫ ॥

স্বং নৈষধাদেশমধো বিধায় কার্যস্য হেতোরপি নানলঃ সন্।
কিং স্থানিবদ্ভাবমধত্ত দৃষ্টং তাদৃক্ তব্যাকরণঃ পুনঃ সঃ ॥ ১৩৬ ॥

ইয়মিয়মধিরথ্যং যাতি নেপথ্যমঞ্জুর্বিশতি বিশতি বেদীমুর্বশী সেয়মুর্ব্যাঃ।
ইতি জনিজনিতৈঃ সানন্দনাদৈর্বিজহ্নে নলহৃদি পরভৈমীবর্ণনাকর্ণনাস্থিঃ ॥ ১৩৭ ॥

শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালংকারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্।
তর্কেষ্বপ্যসমশ্রমস্য দশমস্তস্য ব্যরংসীন্মহা-
কাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ ॥ ১৩৮ ॥

× × × × × × × × × × × × একাদশঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

তাং দেবতামিব মুখেন্দুলসৎপ্রসাদামক্ষ্ণা রসাদনিমিষেণ নিভাল্যন্তীম্।
লাভায় চেতসি ধৃতস্য বরস্য ভীমভূমীন্দ্রজা তদনু রাজসভাং বভাজ ॥ ১ ॥

তন্নির্মলাবয়বভিত্তিষু তদ্বিভূষারত্নেষু চ প্রতিফলন্নিজদেহদম্ভাৎ ।
দৃষ্ট্যা পরং ন হৃদয়েন ন কেবলং তৈঃ সর্বাত্মনৈব সুতনৌ যুবভির্মমজ্জে ॥ ২ ॥

দ্যামন্তরা বসুমতীমপি গাধিজন্মা যদ্যন্যমেব নিরমাস্যত নাকলোকম্ ।
চারুঃ স যাদৃগভবিষ্যদভূম্বিমানৈস্তাদৃক্ তদভ্রমবলোকিতুমাগতানাম্ ॥ ৩ ॥

কুর্বদ্ভিরাত্মভবসৌরভসম্প্রদানং ভূপালচক্রচলচামরমারুতৌঘম্ ।
আলোকনায় দিবি সঞ্চরতাং সুরাণাং তত্রার্চনাবিধিরভূদধিবাসধূপৈঃ ॥ ৪ ॥

তত্রাবনীন্দ্রচয়চন্দনচন্দ্রলেপনেপথ্যগন্ধবহগন্ধবহপ্রবাহম্ ।
আলীভিরাপতদনঙ্গশরানুসারী সংরুধ্য সৌরভমগাহত ভৃঙ্গবর্গঃ ॥ ৫ ॥

উত্তুঙ্গমঙ্গলমৃদঙ্গনিনাদভঙ্গীসর্বানুবাদবিধিবোধিতসাধুমেধাঃ ।
সৌধস্রজঃ প্লুতপতাকতয়াভিনিন্যুর্মন্যে জনেষু নিজতাণ্ডবপাণ্ডিতত্বম্ ॥ ৬ ॥

সম্ভাষণং ভগবতী সদৃশং বিধায় বাগ্দেবতা বিনয়বন্ধুরকন্ধরায়াঃ ।
ঊচে চতুর্দশজগজ্জনতানমস্যা তত্রাশ্রিতা সদসি দক্ষিণপক্ষমস্যাঃ ॥ ৭ ॥

অভ্যাগমস্মথভুজামিহ কোটিরেষা যেষাং পৃথক্কথনমব্দশতাতিপাতি ।
অস্যাং বৃণীষ্ব মনসা পরিভাব্য কঞ্চিদ্ যং চিত্তবৃত্তিরনুধাবতি তাবকীনা ॥ ৮ ॥

এষাং ত্বদীক্ষণরসাদনিমেষতৈষা স্বাভাবিকানিমিষতামিষতামিলিতা যথাভূৎ ।
আস্যে তথৈব তব নন্বধরোপভোগৈর্মুগ্ধে ! বিধাবমৃতপানমপি দ্বিধাস্তু ॥ ৯ ॥

এষাং গিরেঃ সকলরত্নফলস্তরুঃ স প্রাগ্দুগ্ধভূমিসুরভেঃ খলু পঞ্চশাখঃ ।
মুক্তাফলং ফলনসান্বয়নাম তন্বন্নাভাতি বিন্দুভিরিব চ্ছুরিতঃ পয়োভিঃ ॥ ১০ ॥

বক্ত্রেন্দুসন্নিধিনিমীলদলারবিন্দদ্বন্দ্বভ্রমক্ষমমথাঞ্জলিমাত্মমৌলৌ ।
কৃত্বাপরাধভয়চঞ্চলমীক্ষমাণা সান্যত্র গন্তুমমরৈঃ কৃপয়ান্বমানি ॥ ১১ ॥

তত্ত্বাদ্বিরাগমুদিতং শিবিকাধরস্থাঃ সাক্ষাদ্বিদুঃ স্ম ন মনাগপি যানধুর্যাঃ ।
আসন্ননায়কবিষণ্ণমুখানুমেয়ভৈমীবিরক্তচরিতানুজজ্ঞুঃ তু জজ্ঞুঃ ॥ ১২ ॥

রক্ষঃস্বরক্ষণমবেক্ষ্য নিজং নিবৃত্তো বিদ্যাধরেষ্বধরতাং বপুষৈব ভৈম্যাঃ ।
গন্ধর্বসংসদি ন গন্ধমপি স্বরস্য তস্যা বিমৃশ্য বিমুখোঽজনি যানবর্গঃ ॥ ১৩ ॥

দীনেষু সৎস্বপি কৃতাফলবিত্তরক্ষৈর্যক্ষৈরদর্শি ন মুখং ত্রপয়ৈব ভৈম্যাম্ ।
তে জানতে স্ম সুরশাখিপতিব্রতাং কিং তাং কল্পবীরুধমধিক্ষিতি নাবতীর্ণাম্ ১৪ ॥

জন্যাস্ততঃ ফণভৃতামধিপং সুরৌঘান্ মাঞ্জিষ্ঠমর্জ্মমবিগাহিপদোষ্ঠলক্ষ্মীম্ ।
তাং মানসং নিখিলবারিঝরান্নবীনা হংসাবলীমিব ঘনা গময়াংবভূবুঃ ॥ ১৫ ॥

যস্যা বিভোরখিলকল্মষবিষ্টরোঽয়মাখ্যায়তে পরিণতির্মুনিভিঃ পুনঃ সা ।
উদ্গতত্বরামৃতকরার্ধপরার্ধমালাং বালামভাষত সম্ভাষত সভাসততপ্রগল্ভা ॥ ১৬ ॥

আশ্লেষলগ্নগিরিজাকুচকুঙ্কুমেন যঃ পট্টসূত্রপরিরম্ভণশোণশোভঃ ।
যজ্ঞোপবীতপদবীং ভজতে স শম্ভোঃ সেবাসু বাসুকিরয়ং প্রসিতঃ সিতশ্রীঃ ॥ ১৭ ॥

পাণৌ ফণী ভজতি কঙ্কণভূয়মেষে সোঽয়ং মনোহররমণীরমণীয়মূর্তিঃ ।
কোটীরবন্ধনধনুর্গুণযোগপট্টব্যাপারপারগমমুং ভজ ভূতভর্তুঃ ॥ ১৮ ॥

ধৃতৈকয়া রসনয়াম্ৃতমীশ্বরেন্দোরপ্যন্যয়া তদধরস্য রসং দ্বিজিহ্বঃ ।
আস্বাদয়ন্ যুগপদেষ পরং বিশেষং নির্ণেতুমেতদুভয়স্য যদি ক্ষমঃ স্যাৎ ॥ ১৯ ॥

আশীবিষেণ রদনচ্ছদদংশদানমেতেন তে পুনরনর্থতয়া ন গণ্যম্ ।
বাধাং বিধাতুমধরে হি ন তাবকীনে পীযূষসারঘটিতে ঘটতেঽস্য শক্তিঃ ॥ ২০ ॥

তদ্বিস্ফুরৎফণবিলোকনভূতভীতেঃ কম্পং চ বীক্ষ্য পুলকং চ ততোঽনু তস্যাঃ ।
সঞ্জাতসাত্ত্বিকবিকারধিয়ঃ স্বভৃত্যান্ ত্যান্যাষেধদুরগাধিপতীবিলক্ষঃ ॥ ২১ ॥

তদ্দর্শিভিঃ স্ববরণে ফণিভির্নিরাশৈর্নিঃশ্বস্য তৎ কিমপি সৃষ্টমনাত্মনীনম্ ।
যত্তান্ প্রয়াতুমনসোঽপি বিমানবাহা হা হা প্রতীপপবনাশকুনায় জগ্মুঃ ॥ ২২ ॥

হ্রীসংকুচৎফণগণাদুরগপ্রধানাত্তাং রাজসম্বমনয়ন্ত বিমানবাহাঃ ।
সন্ধ্যানমন্দলকুলাৎ কমলাদ্বিনীয় কহ্লারমিন্দুকিরণা ইব হাসভাসম্ ॥ ২৩ ॥

দেব্যাভ্যধায়ি ভব ভীরু ! ধৃতাবধানা ভূমীভুজস্ত্যজত ভীমভুবো নিরীক্ষাম্ ।
আলোকিতামপি পুনঃ পিবতাং দৃশৈনামিচ্ছাপগচ্ছতি ন বৎসরকোটিভির্বঃ ॥ ২৪ ॥

লোকেশকেশবশিবানপি যশ্চকার শৃঙ্গারসান্তরভৃশান্তরশান্তভাবান্ ।
পঞ্চেন্দ্রিয়াণি জগতামিষুপঞ্চকেন সংক্ষোভয়ন্ বিতনুতাং বিতনুর্মুদং বঃ ॥ ২৫ ॥

পুষ্পেষুণা ধ্রুবমমুনিষুবর্ষজগুহুংকারমন্ত্রবলভঙ্গিমতশান্তশক্তীন্ ।
শৃঙ্গারসর্গরসিকদ্ব্যণুকোদরি ! ত্বং দ্বীপাধিপান্নয়নয়োর্নয় গোচরত্বম্ ॥ ২৬ ॥

স্বাদূদকে জলনিধৌ সবনেন সার্ধং ভব্যা ভবন্তু তব বারিবিহারলীলাঃ ।
দ্বীপস্য তং পতিমমুং ভজ পুষ্করস্য নিস্তন্দ্রপুষ্করতিরস্করণক্ষমাক্ষি ! ॥ ২৭ ॥

সাবর্তভাবভবদম্ভুতনাভিকূপে ! স্বর্ভৌমমেতদুপবর্তনমাত্মনৈব ।
স্বারাজ্যমর্জয়সি ন শ্রিয়মেতদীয়ামেতদ্গৃহে পরিগৃহাণ শচীবিলাসম্ ॥ ২৮ ॥

দেবঃ স্বয়ং বসতি তত্র কিল স্বয়ম্ভুর্ন্যগ্রোধমণ্ডলতলে হিমশীতলে যঃ ।
স ত্বাং বিলোক্য নিজশিল্পমনন্যকল্পং সর্বেষু কারুষু করোতু করেণ দর্পম্ ২৯॥

ন্যগ্রোধনাদিব দিবঃ পতদাতপাদেন্যগ্রোধমাত্মভরধারমিবাবরোহৈঃ ।
তং তস্য পাকিফলনীলদলদ্যুতিভ্যাং দ্বীপস্য পশ্য শিখিপত্রজমাতপত্রম্ ॥ ৩০ ॥

ন শ্বেততাং চরতু বা ভুবনেষু রাজহংসস্য ন প্রিয়তমা কথমস্য কীর্তিঃ ।
চিত্রং তু যদ্বিশদিমাদ্বয়মাদিশন্তী ক্ষীরং চ নাম্বু চ মিথঃ পৃথগাতনোতি ॥ ৩১ ॥

শূরেঽপি সূরিপরিষৎপ্রথমার্চিতেঽপি শৃঙ্গারভঙ্গিমধরেঽপি কলাকরেঽপি ।
তস্মিন্নবদ্যমিয়মাপ তদেব নাম যৎকোমলং ন কিল তস্য নলেতি নাম ॥ ৩২ ॥

ভ্রূবল্লিকুঞ্চননিকুঞ্চিতমিঙ্গিতং স্মা লিঙ্গং চকার তদনাদরণস্য বিজ্ঞা ।
রাজ্ঞোঽপি তস্য তদলাভজতাপবাহ্নিশ্চহ্নীবভুব মলিনচ্ছবিভূমধূমঃ ॥ ৩৩ ।

রাজান্তরাভিমুখমিন্দুমুখীমথৈনাং জন্যা জনীং হৃদয়বেদিতয়ৈব নিন্যুঃ ।
অন্যানপেক্ষিতবিধৌ ন খলু প্রধানবাচাং ভবত্যবসরঃ সতি ভব্যভৃত্যে ॥ ৩৪ ॥

ঊচে পুনর্ভগবতী নৃপমন্যমস্যৈ নির্দিশ্য দৃশ্যতমতাবমতাশ্বিনেয়ম্ ।
আলোক্যতাময়ময়ে ! কুলশীলশালী শালীনতানতমুদস্য নিজাস্যবিম্বম্ ॥ ৩৫ ॥

এতৎপুরঃপঠদপভ্রমবন্দিবৃন্দবাণ্ডম্বরৈরনবকাশতরাম্বরেঽস্মিন্ ।
উৎপতন্মস্তি পদমেব ন মৎপদানামথোঽপি নার্থপুনরুন্নিষু পাতুকানাম্ ॥ ৩৬ ॥
নম্বত্র হব্য ইতি বিশ্রুতনাম্নি শাকদ্বীপপ্রশাসিনি সুধীষু সুধীভবন্ত্যা ।
এতদ্ভুজাবিরুদবন্দিজয়ানয়াপি কিং রাগি রাজনি গিরাজনি নান্তরং তে ॥ ৩৭ ॥
শাকঃ শুকচ্ছদসমচ্ছবিপত্রমালভারী হরিষ্যতি তরুস্তব তত্র চিত্তম্ ।
যৎপল্লবৌঘপরিরম্ভবিজৃম্ভিতেন খ্যাতা জগৎসু হরিতো হরিতঃ স্ফুরন্তি ॥ ৩৮ ॥
স্পর্শেন তত্র কিল তত্তরুপত্রজন্মা যস্মারুতঃ কমপি সম্মদমাদধাতি ।
কৌতূহলং তদনুভূয় বিধেহি ভূয়ঃ শ্রদ্ধাং পরাশরপুরাণকথান্তরেঽপি ॥ ৩৯ ॥
ক্ষীরার্ণবস্তব কটাক্ষরুচিচ্ছটানামধ্যেতু তত্র বিকটায়িতমায়তাক্ষি !
চেলাবনীবনর্তিতপ্রতিবিম্বচুম্বী কির্মীরিতোর্মিচয়চারিমচাপলাভ্যাম্ ॥ ৪০ ॥
কল্লোলজালচলনোপনতেন পীবা জীবাতুনানবরতেন পয়োরসেন ।
অস্মিন্নখণ্ডপরিমণ্ডলিতোরুমূর্তিরধ্যাস্যতে মধুভিদা ভুজগাধিরাজঃ ॥ ৪১ ॥
স্বদ্রূপসম্পদবলোকনজাতশঙ্কা পাদাব্জয়োরিহ করাঙ্গুলিলালনেন ।
ভূয়াচ্চিরায় কমলা কলিতাবধানা নিদ্রানুবন্ধমনুরোধয়িতুং ধবস্য ॥ ৪২ ॥
বালাতপৈঃ কৃতকগৈরিকতাং কৃতাং দ্বিস্তত্রোদয়াচলশিলাঃ পরিশীলয়ন্তু ।
তদ্দ্বিভ্রমভ্রমণজশ্রমবারিধারিপাদাঙ্গুলীগলিতয়া নখলাক্ষয়াপি ॥ ৪৩ ॥
নৃণাং করম্বিতমুদামুদয়স্মৃগাঙ্কশঙ্কাং সৃজত্বনঘজঙ্ঘি ! পরিভ্রমন্ত্যাঃ ।
তত্রোদয়াদ্রিশিখরে তব দৃশ্যমাস্যং কশ্মীরসম্ভবসমারচনাভিরামম্ ॥ ৪৪ ॥
এতেন তে বিরহপাবকমেত্য তাবৎকামং স্বনাম কলিতান্বয়মম্বভাবি ।
অঙ্গীকরোষি যদি তত্তব নন্দনাদ্যৈর্লব্ধান্বয়ং স্বমপি নম্বয়মাতনোতু ॥ ৪৫ ॥
লক্ষ্মীলতাসমবলম্ব্যভুজদ্রুমেঽপি বাগ্দেবতায়তনমঞ্জুমুখাম্বুজেঽপি ।
সামুত্র দূষণমজীগণদেকমেব নার্থী বভূব মঘবা যদমুষ্য দেবঃ ॥ ৪৬ ॥
লক্ষ্মীবিলাসবসতেঃ সুমনঃসু মুখ্যাদস্মাদ্বিকৃষ্য ভুবি লব্ধগুণপ্রসিদ্ধিম্ ।
স্থানান্তরং তদনু নিন্যুরিমাং বিমানবাহাঃ পুনঃ সুরভিতামিব গন্ধবাহাঃ ॥ ৪৭ ॥
ভূয়স্ততো নিখিলবাঙ্ময়দেবতা সা হেমোপমেয়তনুভাসমভাষতৈনাম্ ।
এনং স্ববাহুবহুবারনিবারিতারিং চিত্তে কুরুষ্ব কুরুবিন্দসকান্তদন্তি ! ॥ ৪৮ ॥
দ্বীপস্য পশ্য দয়িতং দ্যুতিমন্তমেতং ক্রৌঞ্চস্য চঞ্চলদৃগঞ্চলবিভ্রমেণ ।
যন্মণ্ডলে স কিল মণ্ডলসন্নিবেশঃ পুরশ্চকাস্তি দধিমণ্ডপয়ঃপয়োধেঃ ॥ ৪৯ ॥
তত্রাদ্রিরস্তি ভবদঙ্ঘ্রিবিহারযাচী ক্রৌঞ্চঃ স্ফুরিষ্যতি গুণানিব যস্য দীপ্রান্ ।
হংসাবলীকলকলপ্রতিনাদবাগ্ভিঃ স্কন্দেষুবৃন্দবিবরৈর্বিবরীতুকামঃ ॥ ৫০ ॥
বৈদর্ভি ! দর্ভদলপুঞ্জনয়াপি যস্য গর্ভে জনঃ পুনরুদেতি ন জাতু মাতুঃ ।
তস্যার্চনাং রচয় তত্র মৃগাঙ্কমৌলেষ্টম্মাত্রদৈবতজনাভিজনঃ স দেশঃ ॥ ৫১ ॥
চূড়াগ্রচুম্বিমহিরোদয়শৈলশীলন্তেনাঃ স্তনন্ধয়সুধাকরশেখরস্য ।
তস্মিন্ সুবর্ণরসরূষণরম্যহর্ম্যভূভৃদ্ঘটা ঘটয় হেমঘটাবতংসাঃ ॥ ৫২ ॥

তস্মিন্ মলিম্লুচ ইব স্মরকেলিজন্মঘর্মোদবিন্দুময়মৌক্তিকমণ্ডনং তে।
জালৈর্মিলন্ দধিমহোদধিপূরলোলকল্লোলচামরমরুত্তরুণি! চ্ছিনত্তু॥ ৫৩॥
এতদ্ যশো নবনবং খলু হংসবেষং বেশন্তসন্তরণদুরগমক্রমেণ।
অভ্যাসমর্জয়তি সন্তরিতুং সমুদ্রান্ গন্তুং চ নিঃশ্রমমিতঃ সকলান্ দিগন্তান্॥ ৫৪॥
তস্মিন্ গুণৈরপি ভৃতে গণনাদরিদ্রৈস্তন্বী ন সা হৃদয়বন্ধমবাপ ভূপে।
দৈবে নিরুন্ধতি নিবন্ধনতাং বহন্তি হন্ত প্রয়াসপরুষাণি ন পৌরুষাণি॥ ৫৫॥
তে নির্নিয়ে নৃপতিমন্যমিমামমুষ্মাদংসাবতংসশিবিকাংশভৃতঃ পুমাংসঃ।
রত্নাকরাদিব তুষারময়ূখলেখাং লেখানুজীবিপুরুষা গিরিশোত্তমাঙ্গম্॥ ৫৬॥
একৈকমম্ভুতগুণং ধৃতদূষণং চ হিত্বান্যমন্যমুপগত্য পরিত্যজন্তীম্।
এতাং জগাদ জগদর্চিতপাদপদ্মা পদ্মামিবাচ্যুতভুজান্তরবিচ্যুতাংসাম্॥ ৫৭॥
ঈশঃ কুশেশয়সনাভিশয়ে! কুশেন দ্বীপস্য লাঞ্ছিততনোর্যদি বাঞ্ছিতস্তে।
জ্যোতিষ্মতা সমমনেন বনীঘনাসু তত্বং বিনোদয় ঘৃতোদতটীষু চেতঃ॥ ৫৮॥
বাতোর্মিলোলনচলদ্দলমণ্ডলাগ্রভিন্নাভ্রমণ্ডলগলজ্জলজাতসেকঃ।
স্তম্বঃ কুশস্য ভবিতাম্বরচুম্বিচূড়শ্চিত্রায় তত্র তব নেত্রনিপীয়মানঃ॥ ৫৯॥
পাথোধিমন্থসময়োত্থিতসিন্ধুপুত্রীপৎপঙ্কজার্পণপবিত্রশিলাসু তত্র।
পত্যা সহাবহ বিহারময়ৈর্বিলাসৈরানন্দমিন্দুমুখি! মন্দরকন্দরাসু॥ ৬০॥
আরোহণায় তব সজ্জ ইবাস্তি তত্র সোপানশোভিবপুরশ্মবলিচ্ছটাভিঃ।
ভোগীন্দ্রবেষ্টশতঘৃষ্টিকৃতাভিরধিক্ষুদ্ধাচলঃ কনককেতকগৌরগাত্রি!॥ ৬১॥
মন্থা নগঃ স ভুজগপ্রভুবেষ্টঘৃষ্টিলেখাচলদ্ধবলনির্ঝরবারিধারঃ।
ত্বন্নেত্রয়োঃ স্বভরধর্ষিতশীর্ষশেষশেষাঙ্গবেষ্টিততনুভ্রমমাতনোতু॥ ৬২॥
এতেন তে স্তনযুগেন সুরেভকুম্ভৌ পাণিদ্বয়েন দিবিষদ্দ্রুমপল্লবানি।
আস্যেন স স্মরতু নীরধিমন্থনোত্থং স্বচ্ছন্দমিন্দুমপি সুন্দরি! মন্দরাদ্রিঃ॥ ৬৩॥
বেদৈর্বচোভিরখিলৈঃ কৃতকীর্তিরত্নে হেতুং বিনৈব ধৃতনিত্যপরার্থযত্নে।
মীমাংসয়েব ভগবত্যমৃতাংশুমৌলৌ তস্মিন্ মহীভুজি তয়ানুমতির্ন ভেজে॥ ৬৪॥
তস্মাদিমাং নরপতেরপনীয় তন্বীং রাজন্যমন্যমথ জন্যজনঃ স নিন্যে।
শ্রীভাবধাবিতপদামবিমৃশ্য যাচঞামর্থী নিবর্ত্য বিধনাদিব বিত্তবিত্তম্॥ ৬৫॥
দেবী পবিত্রিতচতুর্ভুজবামভাগা বাগালপৎ পুনরিমাং গরিমাভিরামাম্।
অস্যারিনিষ্কৃপকৃপাণসনাথপাণেঃ পাণিগ্রহাদনুগৃহাণ গণং গুণানাম্॥ ৬৬॥
দ্বীপস্য শাল্মল ইতি প্রথিতস্য নাথঃ পাথোধিনা বলয়িতস্য সুরাম্বুনায়ম্।
অস্মিন্ বপুষ্মতি ন বিস্ময়সে গুণাব্ধৌ রক্তাতিলপ্রসবনাসিকি! নাসিকিং বা॥৬৭॥
বিপ্রে ধয়ত্যুদধিমকতমং রসৎসু যস্তেষু পঞ্চসু বিভায় ন শীধুসিন্ধুঃ।
তস্মিন্নেন চ নিজালিজনেন চ ত্বং সার্ধং বিধেহি মধুরা মধুপানকেলীঃ॥ ৬৮॥
দ্রোণঃ স তত্র বিতরিষ্যতি ভাগ্যলভ্যসৌভাগ্যকার্মণময়ীমুপদাং গিরিস্তে।
তদ্দ্বীপদীপ ইব দীপ্তিভিরোষধীনাং চূড়ামিলজ্জলদকজ্জলদর্শনীয়ঃ॥ ৬৯॥

তদ্দ্বীপলক্ষ্মপৃথুশাল্মলিতূলজালৈঃ ক্ষোণীতলে মৃদুনি মারুতচারুকীর্ণৈঃ।
লীলাবিহারসময়ে চরণার্পণানি যোগ্যানি তে সরসসারসকোশমুগ্ধি ।। ৭০ ।।

এতদ্গুণশ্রবণকালবিজৃম্ভমাণতল্লোচনাঞ্চলনিকোচনসূচিতস্য।
ভাবস্য চক্ষুরুচিতং শিবিকাভৃতস্তে তামেকতঃ ক্ষিতিপতেরপরং নয়ন্তঃ ।। ৭১ ।।

তাং ভারতী পুনরভাষত নম্রমুগ্মিন্ কাশ্মীরপঙ্কনিভলগ্নজনানুরাগে।
শ্রীখণ্ডলেপময়দিগ্জয়কীর্তিরাজিরাজদ্ভুজে ভজ মহীভুজি ভৈমি! ভাবম্ ।। ৭২ ।।

দ্বীপং দ্বিপাধিপতিমন্দপদে! প্রশাস্তি প্লক্ষোপলক্ষিতময়ং ক্ষিতিপস্তদস্য।
মেধাতিথেস্ত্বমুরসি স্ফুর সুষ্টসৌখ্যা সাক্ষাদ্যথৈব কমলা যমলার্জুনারেঃ ।। ৭৩ ।।

প্লক্ষে মহীয়সি মহীবলয়াতপত্রে তত্রেক্ষিতে খলু তবাপি মতির্ভবিত্রী।
খেলাং বিধাতুমধিশাখবিলম্বিদোলালোলাখিলাঙ্গজনতার্জিতানুরাগে ।। ৭৪ ।।

পীত্বা তবাধরসুধাং বসুধাসুধাংশুনা শ্রদ্দধাতু রসমিক্ষুরসোদবারাম্।
দ্বীপস্য তস্য দধতাং পরিবেশবেষং সোঽয়ং চমৎকৃতচকোরচলাচলাক্ষি ।। ৭৫ ।।

সুরং ন সৌর ইব নেন্দুমবীক্ষ্য তস্মিন্নাশ্নাতি যস্তদিতরাত্রিদশানভিজ্ঞঃ।
তস্যৈন্দবস্য ভবদাস্যনিরীক্ষয়ৈব দর্শেঽপ্যতোঽপি ন ভবত্যবকীর্ণিভাবঃ ।। ৭৬ ।।

উৎসর্পিণী ন কিল তস্য তরঙ্গিণী যা ত্বন্নেত্রয়োরহহ তত্র বিপাশি জাতা।
নীরাজনায় নবনীরজরাজিরাজত্তামত্রাঞ্জসানুরজ রাজনি রাজমানে ।। ৭৭ ।।

এতদ্যশোভিরখিলেঽম্বুনি সন্তু হংসা দুগ্ধীকৃতে তদুভয়ব্যতিভেদমুগ্ধাঃ।
ক্ষীরে পয়স্যপি পদে দ্বয়বাচিভূয়ং নানার্থকোশবিষয়োঽদ্য মৃষোদ্যমস্তু ।। ৭৮ ।।

ব্রূমঃ কিমস্য নলমপ্যলমাজুহূষোঃ কীর্তিং স চৈষ চ সমাদিশতঃ স্ম কর্তুম্।
স্বদ্বীপসীমসরিদীশ্বরপারবেলাচলাক্রমণবিক্রমমক্রমেণ ।। ৭৯ ।।

অম্ভোজগর্ভরুচিরাথ বিদর্ভসুভ্রূস্তং গর্ভরূপমপি রূপাজিতত্রিলোকম্।
বৈরাগ্যরূক্ষমবলোকয়তি স্ম ভূপং দৃষ্টিঃ পুরত্রয়রিপোরিব পুষ্পচাপম্ ।। ৮০ ।।

তে তাং ততোঽপি চকৃষুর্জগদেকদীপাদংসস্থলস্থিতসমানবিমানদণ্ডাঃ।
চণ্ডদ্যুতেরুদয়িনীমিব চন্দ্রলেখাং সোৎকণ্ঠকৈরববনীস্থকৃতপ্ররোহাঃ ।। ৮১ ।।

ভূপেষু তেষু ন মনাগপি দত্তচিত্তা বিস্মেরয়া বচনদেবতয়া তয়াথ।
বাণীগুণোদয়তৃণীকৃতপাণবীণাক্বাণয়া পুনরভাণি মৃগেক্ষণা সা ।। ৮২ ।।

যন্মৌলিরত্নমুদিতাসি স এষ জম্বুদ্বীপস্ত্বদর্থমিহ তৈর্যুবভির্বিভাতি।
দোলায়িতেন বহুনা ভবভীতিকম্পঃ কন্দর্পলোক ইব খাং পতিতস্ত্রুটিত্বা ।। ৮৩ ।।

বিষ্বগ্‌বৃতঃ পরিজনৈরয়মস্তরাপৈস্তেষামধীশ ইব রাজতি রাজপুত্রি ।।
হেমাদ্রিণা কনকদণ্ডমহাতপত্রঃ কৈলাসরশ্মিচয়চামরচক্রচিহ্নঃ ।। ৮৪ ।।

এতত্তরুস্তরুণি! রাজতি রাজজম্বুঃ স্থূলোপলানিব ফলানি বিমৃশ্য যস্যাঃ।
সিদ্ধাঙ্গনাঃ প্রিয়মিদং নিগদন্তি দন্তিযূথানি কেন তরুমারুরুহুঃ পথেতি ।। ৮৫ ।।

জাম্বুনদং জগতি বিশ্রুতিমেতি মৃৎস্না কৃৎস্নাপি সা তব রুচা বিজিতাশ্রি যস্যাঃ।
তজ্জাম্ববদ্রবভবাস্য সুধাবিধাম্বুজম্বুসরিদ্বহতি সীমনি কম্বুকণ্ঠি ।। ৮৬ ।।

তস্মিঞ্জয়ন্তি জগতীপতয়ঃ সহস্রমস্রাম্রুসাদ্রিরিপুতত্ত্বনিতেষু তেষু।
রম্ভোরু! চারু কতিচিত্তব চিত্তবন্ধিরুপান্নিরূপ্য মুদাহমুদাহরামি। ৮৭॥

প্রত্যর্থিযৌবতবতংসতমালমালোন্মীলত্তমঃপ্রকরতস্করশৌর্যসূর্যে।
অস্মিন্নবন্তিনৃপতৌ গুণসন্ততীনাং বিশ্রান্তিধাম্নি মনো দময়ন্তি! কিং তে॥ ৮৮॥

তন্নানুতীরবনবাসিতপম্বিবিপ্রা শিপ্রা তবোর্মিভুজয়া জলকেলিকালে।
আলিঙ্গনানি দদতী ভবিতা বয়স্যা হাস্যানুবন্ধরমণীয়সরোরুহাস্যা॥ ৮৯॥

অস্যাধিশয্য পুরমুজ্জয়িনীং ভবানী জাগর্তি যা সুভগযৌবতমৌলিমালা।
পত্যাঽর্ধকায়ঘটনায় মৃগাক্ষি! তস্যাঃ শিষ্যা ভবিষ্যসি চিরং বরিবস্যয়াপি॥ ৯০॥

নিঃশঙ্কমঙ্কুরিততাং রতিবল্লভস্য দেবঃ স্বচন্দ্রকিরণামৃতসেচনেন।
তত্রাবলোক্য সুদৃশাং হৃদয়েষু রুদ্রস্তন্দেহদাহফলমাহ স কিং ন বিস্মঃ॥ ৯১॥

আগঃশতং বিদধতোঽপি সমিন্ধকামা নাধীয়তে পরুষমক্ষরমস্য বামাঃ।
চান্দ্রী ন তত্র হরমৌলিশয়ালুয়েকাঽনধ্যায়হেতুতিথিকেতুরপৈতি লেখা॥ ৯২॥

ভূপং ব্যলোকত ন দূরতরানুরক্তং সা কুণ্ডিনাবনিপুরন্দরনন্দনা তম্।
অন্যানুরাগবিরসেন বিলোকনাম্বা জানামি সম্যগবিলোকনমেব রম্যম্॥ ৯৩॥

ভৈমীঙ্গিতানি শিবিকামধরে বহন্তঃ সাক্ষান্ন যদ্যপি কথঞ্চন জানতে স্ম।
ঊহুস্তথাপি সবিধাস্থিতসম্মুখীনভূপালভূষণমণিপ্রতিবিম্বিতেন॥ ৯৪॥

ভৈবীমবাপয়ত জন্যজনস্তদন্যং গঙ্গামিব ক্ষিতিতলং রঘুবংশদীপঃ।
গাঙ্গেয়পীতকুচকুম্ভযুগাং চ হারচূড়াসমাগমবশেন বিভূষিতাং চ॥ ৯৫॥

তাং মৎস্যলাঞ্ছনদরাঞ্চিতচাপভাসা নীরাজিতভ্রুবমভাষত ভাষিতেশা।
ব্রীড়াজড়ে! কিমপি সূচয় চেতসা চেৎ ক্রীড়ারসং বহসি গৌড়বিড়ৌজসীহ॥ ৯৬॥

এতদ্যশোভিরমলানি কুলানি ভাসাং তথ্যং তুষারকিরণস্য তৃণীকৃতানি।
স্থানে ততো বসতি তত্র সুধাম্বুসিন্ধৌ রঙ্কুস্তদঙ্কুরবনীকবলাভিলাষাৎ॥ ৯৭॥

আলিঙ্গিতঃ কমলবৎকরবন্তবয়াঽয়ং শ্যামঃ সুমেরুশিখয়েব নবঃ পয়োদঃ।
কন্দর্পমূর্ধরুহমণ্ডনচম্পকস্রগ্দামতদ্দগরুচিকঞ্চুকিতশ্চকাস্তু॥ ৯৮॥

এতেন সম্মুখমিলৎকরিকুম্ভমুক্তাঃ কৌক্ষেয়কাভিহতিভির্বিবভুর্বিমুক্তাঃ।
এতদ্ভুজোষ্মভৃশনিঃসহয়া বিকীর্ণাঃ প্রস্বেদবিন্দব ইবারিনরেন্দ্রলক্ষ্ম্যা॥ ৯৯॥

আশ্চর্যমস্য ককুভামবধীনবাপদাজানুগাদ্ভুজযুগাদুদিতঃ প্রতাপঃ।
ব্যাপৎসদাশয়বিসারিতসপ্ততন্তুজন্মা চতুর্দশ জগন্তি যশঃ পটশ্চ॥ ১০০॥

ঔদাস্যসংবিদবিলম্বিতশূন্যমস্তামস্মিন্ দৃশোর্নিপতিতামবগম্য ভৈম্যাঃ।
স্বৈনৈব জন্যজনতান্যমজীগমত্তাং সুজ্ঞং প্রতীঙ্গিতবিভাবনমেব বাচঃ॥ ১০১॥

এতাং কুমারনিপুণাং পুনরপ্যভাণীদ্বাণী সরোজমুখি! নির্ভরমারভস্ব।
অস্মিন্নসংকুচিতপঙ্কজসখ্যশিক্ষানিষ্ণাতদৃষ্টিপরিরম্ভবিজৃম্ভণানি॥ ১০২॥

প্রত্যর্থিপার্থিবপয়োনিধিমাথমন্থপৃথ্বীধরঃ পৃথুরয়ং মথুরাধিনাথঃ।
অস্মশ্রুজাতমনুযাতি ন শর্বরীশঃ শ্যামাঙ্ককর্বুরবপুর্বদনাব্জমস্য॥ ১০৩॥

বালেঽধরাধরিতনৈকবিধপ্রবালে। পাণৌ জগদ্বিজয়কার্মণমস্য পশ্য।
জ্যাঘাতজেন রিপুরাজকধূমকেতুতারায়মাণমুপরজ্য মণিং কিণেন ॥ ১০৪ ॥

এতদ্ভুজারণিসমুদ্ভববিক্রমাগ্নিচিহ্নং ধনুর্গুণকিণঃ খলু ধূমলেখা।
জাতং যয়ারিপরিষন্মশকার্থয়াশ্রুবিস্রাবণায় রিপুদারদৃগম্বুজেভ্যঃ ॥ ১০৫ ॥

শ্যামীকৃতাং মৃগমদৈরিব মাথুরীণাং ধৌতৈঃ কলিন্দতনয়ামধিমধ্যদেশম্।
তত্রাপ্তকালিয়মহাহ্রদনাভিশোভাং রোমাবলীমিব বিলোকয়িতাসি ভূমেঃ ॥ ১০৬ ॥

গোবর্ধনাচলকলাপিচয়প্রচারনির্বাসিতাহিনি ঘনে সুরভিপ্রসূনে।
তস্মিন্ননেন সহ নির্বিশ নির্বিশঙ্কং বৃন্দাবনে বনবিহারকুতূহলানি ॥ ১০৭ ॥

ভাবী করঃ কররুহাঙ্কুরকোরকোঽপি তত্রাল্পপল্লবচয়ে তব সৌখ্যলক্ষ্যঃ।
অস্তত্বদাস্যহৃতসারতুষারভানুশোভানুকারিকরিদন্তজকঙ্কণাঙ্কঃ ॥ ১০৮ ॥

তজ্জঃ শ্রমাম্বু সুরতান্তমুদা নিতান্তমুৎকণ্টকে স্তনযুগে তব সঞ্চরিষ্ণুঃ।
খঞ্জন্ প্রভঞ্জনজনঃ পথিকঃ পিপাসুঃ পাতা কুরঙ্গমদপঙ্কিলমপ্যশঙ্কম্ ॥ ১০৯ ॥

পুঞ্জাবিধৌ মখভুজামুপযোগিনো যে বিদ্বৎকরাঃ কমলনির্মলকান্তিভাজঃ।
লক্ষ্মীমনেন দধতাঽনুদিনং বিতীর্ণেঽস্তে হাটকৈঃ স্ফুটবরাটকগৌরগর্ভাঃ ॥ ১১০ ॥

বৈরিশ্রিয়ং প্রতি নিযুদ্ধমনাপ্নুবন যঃ কিঞ্চিন্ন তৃপ্যতি ধরাবলয়ৈকবীরঃ।
স ত্বামবাপ্য নিপতন্মদনেষুবৃন্দস্যন্দীনি তৃপ্যতু মধূনি পিবন্নিবায়ম্ ॥ ১১১ ॥

তস্মাদিয়ং ক্ষিতিপতিক্রমগম্যমানমধ্বানমৈক্ষত নৃপাদবতারিতাক্ষী।
তদ্ভাববোধবুধতাং নিজচেষ্টয়ৈব ব্যাচক্ষতে স্ম শিবিকানয়নে নিষুক্তাঃ ॥ ১১২ ॥

ভূয়োঽপি ভূপমপরং প্রতি ভারতী তাং ত্রস্যচ্চমূরুচলচক্ষুষমাচচক্ষে।
এতস্য কাশিনৃপতেস্ত্বমবেক্ষ্য লক্ষ্মীমক্ষোর্মুদং জনয খঞ্জনমঞ্জুনেত্রে ! ॥ ১১৩ ॥

এতস্য সার্বভৌমভুজঃ কুলরাজধানী কাশী ভবোত্তরণধর্মতরিঃ স্মবারেঃ।
যামাগতা দুরিতপূরিতচেতসোঽপি পাপং নিবস্য চিরজং বিরজীভবন্তি ॥ ১১৪ ॥

আলোচ্য ভাবিবিধিকর্তৃকলোকসৃষ্টিকষ্টানি রোদিতি পুরা কৃপয়েব রুদ্রঃ।
নামেচ্ছয়েতি মিষমাত্রমধত্ত যত্তাং সংসারতারণতরীমসৃজৎ পুরীং সঃ ॥ ১১৫ ॥

বারাণসী নিবিশতে ন বসুন্ধরায়াং তত্র স্থিতির্মখভুজাং ভুবনে নিবাসঃ।
তত্তীর্থমুক্তবপুষামত এব মুক্তিঃ স্বর্গাৎ পরং পদমুদেতু মুদে তু কীদৃক্ ॥ ১১৬ ॥

সাযুজ্যমৃচ্ছতি ভবস্য ভবাব্ধিযাদস্তাং পত্যুরেত্য নগরীং নগরাজপুত্র্যাঃ।
ভৃত্যাভিধানপটুমদ্যতনীমবাপ্য ভীমোদ্ভবে ! ভবতিভাবমিবাপ্তিধাতুঃ ॥ ১১৭ ॥

*নির্বিশ্য নির্বিরতি কাশিনিবাসি ভোগান্নির্মায় নর্ম চ মিথো মিথুনং যথেচ্ছম্।
গৌরীগিরীশঘটনাধিকমেকভাবং শর্মোর্মিকঞ্চুকিতমঞ্চতি পঞ্চতায়াম্ ॥ ১১৮ ॥*

ন শ্রদ্দধাসি যদি তন্মম মৌনমস্তু কথ্যা নিজাপ্তমযৈব তবানুভূত্যা।
ন স্যাৎ কনীয়সিতরা যদি নাম কাশ্যা রাজন্বতী মুদিরমণ্ডনধন্বনা ভূঃ ॥ ১১৯ ॥

জ্ঞানাধিকাসি সুকৃতান্যধিকাশি কুর্যাঃ কার্যং কিমন্যকথনৈরপি যত্র মৃত্যোঃ।
একং জনায় সততাভয়দানমন্যদ্ধন্যে ! বহত্যমুতসত্রমবারিতার্থি ॥ ১২০ ॥

ভূভর্তুরস্য রতিরেধি মৃগাক্ষি ! মূর্তা সোঽয়ং তবাস্তু কুসুমায়ুধ এব মূর্তঃ।
জাতং চ তাবিব পুরা গিরিশং বিরাধ্যমারাধ্য মাশু পুরি তত্র কৃতাবতারো ॥ ১২১ ॥

কামানুশাসনশতে সুতরামধীতী সোঽয়ং রহো নখপদৈর্মহতু স্তনৌ তে।
রুষ্টাদ্রিজাচরণকুঙ্কুমপঙ্করাগসংকীর্ণশংকরশশাঙ্ককলাঙ্ককারৈঃ ॥ ১২২ ॥

পৃথ্বীশ এষ নুদতু ত্বদনঙ্গতাপমালিঙ্গ্য কীর্তিচয়চামরচারুচাপঃ।
সংগ্রামসঙ্গতবিরোধিশিরোধিদণ্ডখণ্ডক্ষুরপ্রসরসম্প্রসরন্ প্রতাপঃ ॥ ১২৩ ॥

বক্ষস্তদুগ্রবিরহাদপি নাস্য দীর্ণং বজ্রায়তে পতনকুণ্ঠিতশত্রুশস্ত্রম্।
তৎকন্দকন্দলতয়া ভুজয়োর্ন তেজো বহ্নির্মত্যারিবধূনয়নাম্বুনাপি ॥ ১২৪ ॥

কিং ন দ্রুমা জগতি জাগ্রতি লক্ষসংখ্যাস্তুল্যোপনীতপিককাকফলোপভোগাঃ।
স্তুত্যস্তু কল্পবিটপী ফলসম্প্রদানং কুর্বন্ স এষ বিবুধানমুতৈকবৃত্তীন্ ॥ ১২৫ ॥

অস্মৈ করং প্রবিতরস্তু নৃপা ন কস্মাদস্যৈব তত্র যদভূৎ প্রতিভূঃ কৃপাণঃ।
দৈবাদ্ যদা প্রবিতরন্তি ন তে তদৈব নেদংকৃপা নিজকৃপাণকরগ্রহায় ॥ ১২৬ ॥

এতদ্বলৈঃ ক্ষণিকতামপি ভূধরাগ্রস্পর্শায়ুষাং রয়বশাদসমাপয়দ্ভিঃ।
দূকপেয়কেবলনভঃক্রমণপ্রবাহৈর্বহিরলুপ্যত সহস্রদৃগবগর্বঃ ॥ ১২৭ ॥

তদ্বর্ণনাসময় এব সমেতলোকশোভাবলোকনপরা তমসো পরাসে।
মানী তয়া গুণবিদা যদনাদৃতোঽসৌ তদ্ভৃতাং সদসি দুর্যশসেব মগ্নো ॥ ১২৮ ॥

সানন্দানাপ্য তেজঃসখনিখিলমরুৎপার্থিবান্ দিষ্টভাজ-
শ্চিত্তেনাশাপুষস্তান্ সমমসমগুণান্ মুঞ্চতী গূঢ়ভাবা।
পারেবাগ্বর্তিরূপং পুরুষমনু চিদম্ভোধিমেকং শুভাঙ্গী
নিঃসীমানন্দমাসীদুপনিষদুপমা তৎপরীভূয় ভূয়ঃ ॥ ১২৯ ॥

শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমকুটালংকারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্।
শৃঙ্গারামৃতশীতগাবয়মগাদেকাদশস্তস্মহা-
কাব্যেঽস্মিন্নিষধেশ্বরস্য চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ ॥ ১৩০ ॥

× × × × × × × × × × × × দ্বাদশঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × ×

প্রিয়াস্থিয়ালম্ব্য বিলম্বমাবিলা বিলাসিনঃ কুণ্ডিনমণ্ডনায়িতম্।
সমাজমাজগ্মুরথো রথোত্তমাস্তমাসমুদ্রাদপরে পরে নৃপাঃ ॥ ১ ॥

ততঃ স ভৈম্যা ববৃতে বৃতে নৃপৈর্বিনিঃশ্বসদ্ভিঃ সদসি স্বয়ংবরঃ।
চিরাগতৈস্তৈর্কৃতর্তাদ্বরাগিতৈঃ স্ফুরদ্ভিরানন্দমহার্ণবৈর্নবৈঃ ॥ ২ ॥

চলৎপদস্তৎপদযন্ত্রণেঙ্গিতস্ফুটাশয়ামাসয়তি স্ম রাজকে।
শ্রমং গতা যানগতাবপীয়মিত্যুদীর্য ধূর্তঃ কপটাজ্জনীং জনঃ ॥ ৩ ॥

নৃপাননুপক্রম্য বিতর্ষিতাসনান্ সনাতনী সা সুষুবে সরস্বতী।
বিগাহমারভ্য সরস্বতীঃ সুধাসরঃস্বতীবাদ্রতনূখিতাঃ ॥ ৪ ॥

বৃণীষ্ব বর্ণেন সুবর্ণকেতকীপ্রসূনপর্ণাদ্‌ভুপর্ণমাদৃতম্‌।
নিজামযোধ্যামপি পাবনীময়ং ভবন্ময়ো ধ্যায়তি নাবনীপতিঃ ॥ ৫ ॥

ন পীয়তাং নাম চকোরজিহ্বয়া কথঞ্চিদেতন্মুখচন্দ্রচন্দ্রিকা।
ইমাং কিমাচামরসে ন চক্ষুষী চিরং চকোরস্য ভবন্মুখস্পৃশী ॥ ৬ ॥

অপাং বিহারে তব হারবিভ্রমং করোতু নীরে পৃষদুৎকরস্তরন্‌।
কঠোরপীনোচ্চকুচদ্বয়ীতটে ত্রুটস্তরঃ সারবসারবোর্মিজঃ ॥ ৭ ॥

অথানি সিন্ধুঃ সমপূরি গঙ্গয়া কুলে কিলাস্য প্রসভং স ভনুৎস্যাতে।
বিলঙ্ঘ্যতে চাস্য যশঃশতৈরহো সতাং মহৎ সম্মুখধাবি পৌরুষম্‌ ॥ ৮ ॥

এতদ্‌যশঃক্ষীরধিপূরগাহিপতত্যগাধে বচনং কবীনাম্‌।
এতদ্গুণানাং গণনাঙ্কপাতঃ প্রত্যর্থিকীর্তীঃ খটিকাঃ ক্ষিণোতি ॥ ৯ ॥

ভাস্বদ্বংশকরীরতাং দধদয়ং বীরঃ কথং কথ্যতা-
মধ্যুষ্টাপি হি কোটিরস্য সমরে রোমাণি সত্ত্বাঙ্কুরাঃ।
নীতঃ সংযতি বন্দিভিঃ শ্রুতিপথং যন্নামবর্ণাবলী-
মন্ত্রঃ স্তম্ভয়তি প্রতিক্ষিতিভৃতাং দোস্তম্ভকুম্ভীনসান্‌ ॥ ১০ ॥

তাদৃগ্দীর্ঘবিরিঞ্চিবাসরবিধৌ জানাসি যৎকর্তৃতাং
শঙ্কে যৎপ্রতিবিম্বমম্বুধিপয়ঃপূরোদরে বাড়বঃ।
ব্যোমব্যাপিবিপক্ষরাজকযশস্তারাঃ পরাভাবুকঃ
কাসামস্য ন স প্রতাপতপনঃ পারং গিরাং গাহতে ॥ ১১ ॥

দ্বেষ্যাকীর্তিকলিন্দশৈলসুতয়া নদ্যাস্য যদ্দোর্দ্বয়ী-
কীর্তিশ্রেণিময়ী সমাগমমগান্গঙ্গা রণপ্রাঙ্গণে।
তত্রাস্মিন্‌ বিনিমজ্জ্য বাহুজভটৈরারম্ভি রম্ভাপরী-
রম্ভানন্দনিকেতনন্দনবনক্রীড়াদরাডম্বরঃ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রুতিস্বাদিতভদ্গুণস্তুতিঃ সরস্বতীবাঙ্ময়বিস্ময়োত্থয়া।
শিরস্তিরঃকম্পনয়ৈব ভৈমজা ন তং মনোরম্বয়মম্বমন্যত ॥ ১৩ ॥

ষুবাস্তরং সা বচসামধীশ্বরা স্বরামৃতন্যক্কৃতমত্তকোকিলা।
শশংস সংসক্তকরৈব তদ্দিশা নিশাকরজ্যোতিমুখীমিমাং প্রতি ॥ ১৪ ॥

ন পাণ্ড্যভূমণ্ডনমেণলোচনে! বিলোচনেনাপি নৃপং পিপাসসি।
শশিপ্রকাশাননমেনমীক্ষিতুং তরঙ্গয়াপাঙ্গদিশা দৃশস্তিষঃ ॥ ১৫ ॥

ভুবি ভ্রমিত্বাহনবলম্বমম্বরে বিহর্তুমভ্যাসপরম্পরাপরা।
অহো মহাবংশমমুং সমাশ্রিতা সকৌতুকং নৃত্যতি কীর্তিনর্তকী ॥ ১৬ ॥

ইতো ভিয়া ভূপতিভির্বনং বনাদটদ্ভিরুচ্চৈরটবীত্বমীয়ুষী।
নিজাপি সাবাপি চিরাৎ পুনঃ পুরী পুনঃ স্বমধ্যাসি বিলাসমন্দিরম্‌ ॥ ১৭ ॥

আসীদাসীমভূমীবলয়মলয়জালেপনেপথ্যকীর্তিঃ
সপ্তাকুপারপারীসদনজনঘনোদ্গীতচাপপ্রতাপঃ।

বীরাদস্মাৎপরঃ কঃ পদযুগযুগপৎপাতিভূপাতিভয়-
শ্চূড়ারত্নোড়ুপঙ্‌ক্তীকরপরিচরণামন্দনন্দন্নখেন্দুঃ ॥ ১৮ ॥

ভঙ্গাকীর্তিমষীমলীমসতয়াপ্রত্যর্থিসেনাভট-
শ্রেণীতিন্দুককাননেষু বিলসত্যস্য প্রতাপানলঃ।
অস্মাদুৎপতিতাঃ স্ফুরন্তু জগদুৎসঙ্গে স্ফুলিঙ্গাঃ স্ফুটং
ভালোদ্ভূতভবাক্ষিভানুহুতভুক্সম্ভারিদম্ভোলয়ঃ ॥ ১৯ ॥

এতদ্দন্তিবরৈর্বিলোক্য নিখিলামালিঙ্গিতাঙ্গীং ভুবং
সংগ্রামাঙ্গণসীম্নি জঙ্গমগিরিস্তোমভ্রমাধায়িভিঃ।
পৃথ্বীন্দ্রঃ পৃথুরেতদুগ্রসমরপ্রেক্ষোপনম্রামর-
শ্রেণীমধ্যচরঃ পুনঃ ক্ষিতিধরক্ষেপায় ধত্তে ধিয়ম্ ॥ ২০ ॥

শশংস দাসীঙ্গিতবিদ্বিদর্ভজামিতো ননু স্বামিনি! পশ্য কৌতুকম্।
যদেষ সৌধাগ্রনটে পটাঞ্চলে চলেঽপি কাকস্য পদার্পণগ্রহঃ ॥ ২১ ॥

ততস্তদপ্রস্তুতভাষিতোত্থিতৈঃ সদস্তদস্যৈবতি হাসিতৈঃ সদঃসদাম্।
স্ফুটাজনি ম্লানিরতোঽস্য ভূপতেঃ সিতে হি জায়েত শিতেঃ সুলক্ষতা ॥ ২২ ॥

ততোঽনু দেব্যা জগদে মহেন্দ্রভূপুরন্দরে সা জগদেকবন্দ্যয়া।
তদাজবার্বজিততজনীকয়া জনী কয়াচিৎ পরিচিৎস্বরূপয়া ॥ ২৩ ॥

স্বয়ংবরোদ্বাহমহে বৃণীষ্ব হে! মহেন্দ্রশৈলস্য মহেন্দ্রমাগতম্।
কলিঙ্গজানাং স্বকুচদ্বয়শ্রিয়া কলিং গজানাং শৃণু তত্র কুম্ভয়োঃ ॥ ২৪ ॥

অয়ং কিলায়াত ইতীরিপৌরবাগ্ভয়াদয়াদস্য রিপুর্বৃথা বনম্।
শ্রুতাস্তদুৎস্বাপগিরস্তদক্ষরাঃ পঠদ্ভিরত্রাসি শুকৈর্বনেঽপি সঃ ॥ ২৫ ॥

ইতস্ত্রসদ্বিদ্রুতভূভৃদুজ্ঝিতা প্রিয়াথ দৃষ্টা বনমানবীজনৈঃ।
শশংস পৃষ্টাদ্ভুতমাত্মদেশজং শশিত্বিষঃ শীতলশীলতাং কিল ॥ ২৬ ॥

ইতোঽপি কিং বীরয়সে ন কুর্বতো নৃপান্ ধনুর্বাণগুণৈর্বশংবদান্।
গুণেন শুদ্ধেন বিধায় নির্ভরং তমেনমুর্বীবলয়োর্বশী বশম্ ॥ ২৭ ॥

এতদ্ভীতারিনারী গিরিবিলবিগলদ্বাসরা নিঃসরন্তী
স্বক্রীড়াহংসমোহগ্রহিলশিশুভৃশপ্রার্থিতোন্নিদ্রচন্দ্রা।
আক্রন্দদ্ভূরি যত্তন্নয়নজলমিলচ্চন্দ্রহংসানুবিম্ব-
প্রত্যাসত্তিপ্রহৃষ্যত্তনয়বিহসিতৈরাশ্বসীন্ন্যশ্বসীচ্চ ॥ ২৮ ॥

অস্মিন্ দিগ্বিজয়োদ্যতে পতিরয়ং মে স্তাদিতি ধ্যায়িনী
কম্পং সাত্ত্বিকভাবমঞ্চতি রিপুক্ষোণীন্দ্রদারা ধরা।
অস্যৈবাভিমুখং নিপত্য সমরে যাস্যদ্ভিরূর্ধ্বং নিজঃ
পন্থা ভাস্বতি দৃশ্যতে বিলময়ঃ প্রত্যর্থিভিঃ পার্থিবৈঃ ॥ ২৯ ॥

বিদ্রাণে রণচত্বরাদরিগণে ত্রস্তে সমস্তে পুনঃ
কোপাৎ কোঽপি নিবর্ততে যদি ভটঃ কীর্ত্যা জগত্যুদ্ভটঃ।

আগচ্ছন্নপি সম্মুখং বিমুখতামেবাধিগচ্ছত্যসৌ
প্রাগেতচ্ছুরিকারয়েণ ঠণিতি চ্ছিন্নাপসর্পচ্ছিরাঃ ॥ ৩০ ॥

ততস্তদুর্বীন্দ্রগুণাদ্ভুতাদিব স্ববক্ত্রপদ্মেঽংগুলিনালদায়িনী।
বিধীয়তামাননমুদ্রণেতি সা জগাদ বৈদর্ভ্যময়েঙ্গিতৈব তাম্ ॥ ৩১ ॥

অনন্তরং তামবদন্নৃপান্তরং তদর্থদৃক্তারতরঙ্গরিঙ্গণা।
তৃণীভবৎপুষ্পশরং সরস্বতী স্বতীব্রতেজঃ পরিভূতভূতলম্ ॥ ৩২ ॥

তদেব কিং নু। ক্রিয়তে ন কা ক্ষতির্দেষ তন্দুতমুখেন কাঙ্ক্ষতি।
প্রসীদ কাঞ্চীময়মাচ্ছিনত্তু তে প্রসহ্য কাঞ্চীপুরভূপুরন্দরঃ ॥ ৩৩ ॥

ময়ি স্থিতির্নূনতয়ৈব লভ্যতে দিগেব তু স্তব্ধয়া বিলঙ্ঘ্যতে।
ইতীব চাপং দধদাশুগং ক্ষিপন্নয়ং নয়ং সম্যগুপাদিশদ্দ্বিষাম্ ॥ ৩৪ ॥

অদঃসমিৎসম্মুখবীরযৌবতত্রুটদ্ভুজাকম্বুমৃণালহারিণী।
দ্বিষদ্গণস্ত্রৈণদৃগম্বুনির্ঝরে যশোমরালাবলিরস্য খেলতি ॥ ৩৫ ॥

সিন্দূরদ্যুতিমুগ্ধমূর্ধনি ধৃতস্কন্ধাবধিশ্যামিকে
ব্যোমান্তঃস্পৃশি সিন্ধুরেঽস্য সমরারম্ভোদ্ধুরে ধাবতি।
জানীমো নু যদি প্রদোষতিমিরব্যামিশ্রসন্ধ্যাধিয়ে
বাস্তং যান্তি সমস্তবাহুজভুজাতেজঃ সহস্রাংশবঃ ॥ ৩৬ ॥

হিত্বা দৈত্যরিপোরুরঃ স্বভবনং শূন্যত্বদোষস্ফুটা-
সীদম্মকর্টকীটকৃত্রিমসিতচ্ছত্রীভবৎকৌস্তুভম্।
উৎক্ষিপ্ত্বা নিজসদ্ম পদ্মমপি তদ্বাক্তাবনধীকৃতং
লূতাতন্তুভিরন্তরদ্য ভুজয়োঃ শ্রীরস্য বিশ্রাম্যতি ॥ ৩৭ ॥

সিন্ধোর্জৈত্রময়ং পবিত্রমসৃজত্তৎকীর্তিপূর্তাদ্ভুতং
যত্র স্নান্তি জগন্তি সন্তি কবয়ঃ কে বা ন বাচংযমাঃ।
যদ্বিন্দুশ্রিয়মিন্দুরঞ্চতি জলং চাবিশ্য দৃশ্যেতরো
যস্যাসৌ জলদেবতাস্ফটিকভূর্জাগর্তি যাগেশ্বরঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্তঃসন্তোষবাষ্পৈঃ স্থগয়তি ন দৃশঙ্কাভিরাকর্ণয়িষ্য-
ন্নঙ্গেনানঙ্গলোমারচয়তি পুলকশ্রেণিমানন্দকন্দাম্।
ন ক্ষোণীভঙ্গভীরুঃ কলয়তি চ শিরঃকম্পনং তন্ন বিদ্মঃ
শৃণ্বন্নেতস্য কীর্তীঃ কথমুরগপতিঃ প্রীতিমাবিষ্করোতি ॥ ৩৯ ॥

আচূড়াগ্রমমজ্জয়জ্জয়পটুর্যচ্ছল্যকাণ্ডানয়ং
সংরম্ভে রিপুরাজকুঞ্জরঘটাকুম্ভস্থলেষু স্থিরান্।
সা সেবাস্য পৃথুঃ প্রসীদসি তয়া নাস্মৈ কুতস্ত্বৎকুচ-
স্পর্ধাগর্ধিষু তেষু তান্ ধৃতবতে দণ্ডান্ প্রচণ্ডানপি ॥ ৪০ ॥

স্মিতশ্রিয়া সৃক্বণি লীয়মানয়া বিতীর্ণয়া তদ্গুণশর্মণেব সা।
উপাহসৎ কীর্ত্যমহত্ত্বমেব তং গিরাং হি পারে নিষধেন্দ্রবৈভবম্ ॥ ৪১ ॥

নিজাক্ষিলক্ষ্মীহসিতৈণশাবকামসাবভাণীদপরং পরন্তপম্ ।
পুরৈব তস্মিন্ বলনশ্রিয়ঃ ভুবা ভ্রুবা বিনির্দিশ্য সভাসভাজিতম্ ॥ ৪২ ॥

কৃপা নৃপাণামুপরি ক্বচিন্ন তে নতেন হা হা শিরসা রসাদৃশাম্ ।
ভবন্তু তাবত্তব লোচনাঞ্চলা নিপেয়নেপালনৃপালপালয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

ঋজুত্বমৌনশ্রুতিপারগামিতা যদীয়মেতৎপরমেব হিংসিতুম্ ।
অতীব বিশ্বাসবিধায়ি চেষ্টিতং বহুর্মহানস্য স দাম্ভিকঃ শরঃ ॥ ৪৪ ॥

রিপুনবাপ্যাপি গতোহবকীর্ণিতাময়ং ন যাবজ্জনরঞ্জনব্রতী ।
ভৃশং বিরক্তানপি রক্তবত্তরান্নিকৃত্য যস্তানসৃজাসৃজদ্ যুধি ॥ ৪৫ ॥

পতত্যেতত্তেজোহুতভুজি কদাচিদ্ যদি তদা
পতঙ্গঃ স্যাদঙ্গীকৃততমপতঙ্গাপদুদয়ঃ ।
যশোঽমুষ্যেবোপার্জয়িতুমসমর্থেন বিধিনা
কথঞ্চিৎ ক্ষীরাম্ভোনিধিরপি কৃতস্তৎপ্রতিনিধিঃ ॥ ৪৬ ॥

যাবৎপৌলস্ত্যবাস্তুভবদুভয়হরিল্লোমরেখোত্তরীয়ে
সেতুপ্রালেয়শৈলৌ চরতি নরপতেস্তাবদেতস্য কীর্তিঃ ।
যাবৎ প্রাক্প্রত্যগাশাপরিবৃঢ়নগরারম্ভণস্তম্ভমুদ্রা-
বদ্রী সন্ধ্যাপতাকারুচিরচিতশিখাশোণশোভাবুভৌ চ ॥ ৪৭ ॥

যুদ্ধা চাভিমুখং রণস্য চরণস্যৈবাদসীয়স্য বা
বুদ্ধ্বাহস্তঃ স্বপরান্তরং নিপততামুন্মুচ্য বাণাবলীঃ ।
ছিন্নং বাবনতীভবন্নিজভিয়ঃ খিন্নং ভরেণাথ বা
রাজ্ঞানেন হঠাদ্বিলোঠিতমভূস্তম্ভমাবরীণাং শিরঃ ॥ ৪৮ ॥

ন তূণাদুদ্ধারে ন গুণঘটনে নাশ্রুতিশিখং
সমাকৃষ্টৌ দৃষ্টির্ন বিয়তি ন লক্ষ্যে ন চ ভুবি ।
নৃণাং পশ্যত্যস্য ক্বচন বিশিখান্ কিং তু পতিত-
দ্বিষদ্বক্ষঃশ্বভ্রৈরনুমিতিরমূন্ গোচরয়তি ॥ ৪৯ ॥

দমস্বসুশ্চিত্তমবেত্য হাসিকা জগাদ দেবীং কিয়দস্য বক্ষ্যসি ।
ভণ প্রভূতে জগতি স্থিতে গুণৈরিহাপ্যতে সংকটবাসযাতনা ॥ ৫০ ॥

ব্রবীতি দাসীহ কিমপ্যসঙ্গতং ততোঽপি নীচৈর্মতিপ্রগল্ভতে ।
অহো সভা সাধুরিতীরিণঃ ক্রুধা ন্যষেধদেতৎক্ষিতিপানুগান্ জনঃ ॥ ৫১ ॥

অথান্যমুদ্দিশ্য নৃপং কৃপাময়ী মুখেন তদ্দিঙ্মুখসম্মুখেন সা ।
দমস্বসারং বদতি স্ম দেবতা গিরামিলাভূবদতিস্মরশ্রিয়ম ॥ ৫২ ॥

বিলোচনেন্দীবরবাসবাসিতৈঃ সিতৈরপাঙ্গাধ্বগচন্দ্রিকাঞ্চলৈঃ ।
ত্রপামপাকৃত্য নিভান্নিভালয় ক্ষিতিক্ষিতং মালয়মালয়ং রুচঃ ॥ ৫৩ ॥

ইমং পরিত্যজ্য পরং রণাদরিঃ স্বমেব ভগ্নঃ শরণং মুধাবিশৎ ।
ন বেত্তি যৎত্রাতুমিতঃ কৃতস্ময়ো ন দুর্গয়া শৈলভুবাপি শক্যতে ॥ ৫৪ ॥

অনেন রাজ্ঞার্থিষু দুর্ভগীকৃতো ভবন্ ঘনধ্বানজরত্নমেদুরঃ ।
তথা বিদূরাদ্রিরদূরতাং গমী যথা স গামী তব কেলিশৈলতাম্ ॥ ৫৫ ॥

নম্রপ্রত্যর্থিপৃথ্বীপতিমুখকমলম্লানতাভৃঙ্গজাত-
ছায়ান্তঃপাতচন্দ্রায়িতচরণনখশ্রেণিরেণেয়নেত্রে !
দুগ্ধারিপ্রাণবাতামৃতরসলহরীভূরিপানেন পীনং
ভূলোকস্যৈষ ভর্তা ভুজভুজগযুগং সাংযুগীনং বিভর্তি ॥ ৫৬ ॥

অধ্যাহারঃ স্মরহরশিরশ্চন্দ্রশেষস্য শেষ-
স্যাহেভূর্য়ঃফণসমুচিতঃ কায়যষ্টীনিকায়ঃ ।
দুগ্ধাম্ভোধের্মুনিচুলুকনত্রাসনাশাভ্যুপায়ঃ
কায়ব্যূহঃ ক্ক জগতি ন জাগর্ত্যদঃ কীর্তিপূরঃ ॥ ৫৭ ॥

রাজ্ঞামস্য শতেন কিং কলয়তো হেতিং শতঘ্নীং কৃতং
লক্ষৈর্লক্ষভিদো দৃশৈব জয়তঃ পদ্মানি পদ্মৈরলম্ ।
কর্তুং সর্বপরিচ্ছিদঃ কিমপি নো শক্যং পরার্ধেন বা
তৎসংখ্যাপগমং বিনাহস্তি ন গতিঃ কাচিদ্বতৈতদ্দ্বিষাম্ ॥ ৫৮ ॥

বয়স্যয়াকূতবিদা দমস্বসুঃ স্মিতং বিতত্যাভিদধেহথ ভারতী ।
ইতঃ পরেষামপি পশ্য যাচতাং ভবন্মুখেন স্বনিবেদনত্বরাম্ ॥ ৫৯ ॥

কৃতাত্র দেবী বচনাধিকারিণী ত্বমুত্তরং দাসি ! দদাসি কা সতী ।
ইতীরিণস্তন্‌পপারিপার্শ্বিকান্ স্বভর্তুরেব ভ্রূকুটির্ন্যবর্তয়ৎ ॥ ৬০ ॥

ধরাধিরাজং নিজগাদ ভারতী তৎসম্মুখেষ্বলিতাঙ্গসূচিতম্ ।
দমস্বসারং প্রতি সারবত্তরং কুলেন শীলেন চ রাজসূচিতম্ ॥ ৬১ ॥

কুতঃ কুতৈবং নবলোকমাগতং প্রতি প্রতিজ্ঞাহনবলোকনায় বা ।
অপীয়মেনং মিথিলাপুরন্দরং নিপীয় দৃষ্টিঃ শিথিলাহস্তু তে বরম্ ॥ ৬২ ॥

ন পাহি পাহীতি যদব্রবীরমুং মমোষ্ঠ ! তেনৈবমভূর্দিতি ক্রুধা ।
রদক্ষতাবস্য বিরোধিমূর্ধভির্বিদশ্য দন্তৈর্নিজমোষ্ঠমাস্যতে ॥ ৬৩ ॥

ভুজেহপসর্প্যাপি দক্ষিণে গুণং সহেষুণাদায় পুরঃপ্রসর্পণে ।
ধনুঃ পরীরম্ভমিবাস্য সংমদান্ মহাহবে দিৎসতি বামবাহবে ॥ ৬৪ ॥

অস্যোর্বীরমণস্য পার্বণবিধুদ্বৈরাজ্যসজ্জং যশঃ
সর্বাঙ্গোজ্জ্বলশর্বপর্বতসিতশ্রীগর্বনির্বাসি যৎ ।
তৎকম্বুপ্রতিবিম্বিতং কিমু শরৎপর্জন্যরাজিশ্রিয়ঃ
পর্যায়ঃ কিমু দুগ্ধসিন্ধুপয়সাং সর্বানুবাদঃ কিমু ॥ ৬৫ ॥

নিস্ত্রিংশত্রুটিতারিবারণঘটাকুম্ভাস্থিকূটাবট-
স্থানস্থায়ুকমৌক্তিকোৎকরকরঃ কৈরস্য নায়ং করঃ ।
উন্নীতশ্চতুরঙ্গসৈন্যসমরতুরঙ্গত্তরঙ্গক্ষুর-
ক্ষুণ্ণাসু ক্ষিতিষু ক্ষিপন্নিব যশঃ ক্ষোণীজবীজব্রজম্ ॥ ৬৬ ॥

অর্থিব্রংশবহুভবৎফলভরব্যাজেন কুব্জায়িতঃ
সত্যস্মিন্নতিদানভাজি কথমপ্যাস্তাং স কল্পদ্রুমঃ ।

আস্তে নির্ব্যয়রত্নসম্পদ্দয়োদগ্রঃ কথং যাচক-
শ্রেণীবর্জনদুর্যশোনির্বিড়িতব্রীড়স্তু রত্নাচলঃ ॥ ৬৭ ॥

সৃজামি বিঘ্নমিদংনুপস্তুতাবিতীঙ্গিতৈঃ পৃচ্ছতি তাং সখীজনে।
স্মিতায় বক্তুং যদবক্রয়দ্বধূস্তদেব বৈমুখ্যমলক্ষি তন্নুপে ॥ ৬৮ ॥

দৃশাথ নির্দিশ্য নরেশ্বরান্তরং মধুস্বরা বক্তুমধীশ্বরা গিরাম্।
অনুপয়ামাস বিদর্ভজাশ্রুতী নিজাস্যচন্দ্রস্য সুধাভিরুক্তিভিঃ ॥ ৬৯ ॥

স কামরূপাধিপ এষ হা ত্বয়া ন কামরূপাধিক ঈক্ষ্যতেঽপি যঃ।
তন্নমস্য সা যোগ্যতমাসি বল্লভা সুদুর্লভা যৎপ্রতিমল্লভা পরা ॥ ৭০ ॥

অকর্ণধারাশুগসম্ভৃতাঙ্গতাং গতৈররিব্রেণ বিনাসা বৈরিভিঃ।
বিধায় যাবত্তরণেভিদামিহো নিমজ্য তীর্ণঃ সমরে ভবার্ণব ঃ ৭১ ॥

যদস্য ভূলোকভুজো ভুজোষ্মভিস্তপতুরেব ক্রিয়তেঽরিবেশ্মনি।
প্রপাং ন তত্রারিবধূস্তপস্বিনী দদাতু নেত্রোৎপলবাসিভির্জলৈঃ ॥ ৭২ ॥

এতদ্দন্তাসিঘাতস্রবদসৃগসুহৃদ্বংশসার্দ্রেন্ধনৈত-
দ্দোরুদ্দামপ্রতাপজ্বলদনলমিলদ্ধূমভূমভ্রমায়।
এতদ্দিগ্জৈত্রযাত্রাসমসমরভরং পশ্যতঃ কস্য নাসী-
দেতন্নাসীরবাজিব্রজখুরজরজোরাজিরাজিস্থলীষু ॥ ৭৩ ॥

ক্ষীরোদম্বদপাঃ প্রমথ্য মথিতাদেশেঽমরৈর্নির্মিতে
স্বাক্রম্যং সৃজতস্তদস্য যশসঃ ক্ষীরোদসিংহাসনম্।
কেষাং নার্জ্জিন বা জনেন জগতামেতৎকবিতদ্যামৃত-
স্রোতঃপ্রোতপিপাসুকর্ণকলশীভাজাভিষেকোৎসবঃ ॥ ৭৪ ॥

সমিতি পতিনিপাতাকর্ণনদ্রাগদীর্ণপ্রতিনৃপতিমৃগাক্ষীলক্ষবক্ষঃশিলাসু।
লিখিতলিপিরিবোস্তাড়নব্যস্তহস্তপ্রখরনখরটঙ্কৈরস্য কীর্তিপ্রশস্তিঃ ॥ ৭৫ ॥

বিধায় তাম্বূলপুটীং করাঙ্কগাং বভাণ তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী।
দময়সুর্ভাবমবেত্য ভারতীং নয়ানয়া বক্তৃপরিশ্রমং শমম্ ॥ ৭৬ ॥

সমুম্মুখীকৃত্য বভার ভারতী রতীশকল্পেঽন্যনৃপে নিজং ভুজম্।
ততস্তসদ্বালপৃষদ্বলোচনাং শশংস সংসজ্জনরঞ্জনীং জনীম্ ॥ ৭৭ ॥

অয়ং গুণৌঘৈরনুরজ্যদুৎকলো ভবন্মুখালোকরসোৎকলোচনঃ।
স্পৃশন্তু রূপামৃতবাপি ! নম্রমুং তবাপি দৃক্তারতরঙ্গভঙ্গয়ঃ ॥ ৭৮ ॥

অনেন সর্বার্থিকৃতার্থতাকৃতাপ্যত্তাথনৌ কামগবীসুরদ্রুমৌ।
মিথঃপয়ঃসেচনপল্লবাশনে প্রদায় দানব্যসনং সমাপ্লুতঃ ॥ ৭৯ ॥

নৃপঃ করাভ্যামুদতোলয়ান্নজে নৃপানয়ং যান্ পততঃ পদদ্বয়ে।
তদীয়চূড়াকুরুবিন্দরশ্মিভিঃ স্ফুটেয়মেতৎকরপাদরঞ্জনা ॥ ৮০ ॥

যৎকস্যামপি ভানুমান্ন ককুভি স্থেমানমালম্বতে
জাতং যন্ধনকাননৈকশরণপ্রাপ্তেন দাবাগ্নিনা।

এষৈতদ্ভুজতেজসা বিহিতয়োস্তাবত্তয়োরৌচিতী
ধিক্ তং বাড়বমম্ভসি দ্বিষি ভিয়া যেন প্রবিষ্টং পুনঃ ॥ ৮১ ॥

অমুষ্যোর্বীভর্তুঃ প্রসুমরচমূসিন্ধুরভবৈ-
রবৈমি প্রারব্ধে বমথুভিরবশ্যায়সময়ে।
ন কম্পন্তামন্তঃ প্রতিনৃপভটা ম্লায়তু ন তদ্-
বধূবক্ত্রাম্ভোজং ভবতু ন স তেষাং কুদিবসঃ ॥ ৮২ ॥

আত্মন্যস্য সমুচ্চিতীকৃতগুণস্যাহোতরামৌচিতী
যদ্ গাত্রান্তরবর্জনাদজনয়দ্ ভ্রূজানিরেষ দ্বিষাম্।
ভূয়োঽহং ক্রিয়তে স্ম যেন চ হৃদা স্কন্ধো ন যশ্চানম-
স্তস্মর্মাণি দলং দলং সমিদলংকর্মীণবাণব্রজঃ ॥ ৮৩ ॥

দূরং গৌরগুণৈরহংকৃতিভৃতাং জৈত্রাঙ্ককারে চর-
ত্যেতদ্দোষশসি প্রয়াতি কুমুদং বিভ্যন্ন নিদ্রাং নিশি।
ধম্মিল্লে তব মল্লিকাসুমনসাং মাল্যং ভিষা লীয়তে
পীযূষস্রবকৈতবান্ধৃতদরঃ শীতদ্যুতিঃ স্বিদ্যতি ॥ ৮৪ ॥

এতদ্গন্ধগজস্তৃষাম্ভসি ভৃশং কণ্ঠাগ্নমজ্জত্তনুঃ
ফেনৈঃ পাণ্ডুরিতঃ স্বদিক্করিজয়ক্রীড়াযশঃস্পর্ধিভিঃ।
দন্তদ্বন্দ্বজলানুবিম্বনচতুর্দন্তঃ করাম্ভোর্মি-
ব্যাজাদভ্রমুবল্লভেন বিরহং নির্বাপয়ত্যম্বুধেঃ। ৮৫ ॥

অথৈতদুর্বীপতিবর্ণনাদ্ভুতং ন্যমীলদাস্বাদয়িতুং হৃদীব সা।
মধুস্রজা নৈষধনামজাপিনী স্ফুটীভবদ্ধ্যানপুরঃস্ফুরন্নলা ॥ ৮৬ ॥

প্রশংসিতুং সংসদুপাস্তরঞ্জনং শ্রিয়া জয়ন্তং জগতীশ্বরং জিনম্।
গিরঃ প্রতস্তার পুরোবদেব তা দিনান্তসন্ধ্যাসময়স্য দেবতা ॥ ৮৭ ॥

তথাধিকুর্যা রুচিরে! চিরেপ্সিতা যথোৎসুকং সম্প্রতি সম্প্রতীচ্ছতি।
অপাঙ্গরঙ্গস্থললাস্যলম্পটাঃ কটাক্ষধারাস্তব কীকটাধিপঃ ॥ ৮৮ ॥

ইদংযশাংসি দ্বিষতঃ সুধারুচঃ কিমঙ্কমেতদ্দ্বিষতঃ কিমাননম্।
যশোভিরস্যাখিললোকধাবিভির্বিভীষিতা ধাবতি তামসী মসী ॥ ৮৯ ॥

ইদংনৃপপ্রার্থিভিরুজ্ঝিতোঽর্থিভির্মণিপ্ররোহেণ বিবৃধ্য রোহণঃ।
কিয়দ্দিনৈরম্বরমাবরিষ্যতে মুধা মুনির্বিন্ধ্যমরুন্ধ ভূধরম্ ॥ ৯০ ॥

ভূশক্রস্য যশাংসি বিক্রমভরেণোপার্জিতানি ক্রমা-
দেতস্য স্তুমহে মহেভদশনস্পর্ধীনি কৈরক্ষরৈঃ।
লিম্পদ্ভিঃ কৃতকং কৃতোঽপি রজতং রাজ্ঞাং যশঃ পারদৈ-
রস্য স্বর্ণগিরিঃ প্রতাপদহনৈঃ স্বর্ণং পুনর্নির্মিতঃ ॥ ৯১ ॥

যদ্ভর্তুঃ কুরুতেঽভিষেণময়ং শক্রো ভুবঃ সা ধ্রুবং
দিগ্দাহৈরিব ভস্মভির্মঘবতা সৈন্যৈর্ধুতোদ্ধূলনা।

শম্ভোর্মা বত সান্ধিবেলনটনং ভাজি ব্রতং দ্রাগিতি
ক্ষোণী নৃত্যতি মূর্তিরষ্টবপুষোঽসৃগ্‌বৃষ্টিসন্ধ্যাধিয়া ॥ ৯২ ॥
প্রাগেতদ্বপুরামুখেন্দু সৃজতঃ স্রষ্টুঃ সমগ্রশ্রিয়াং
কোশঃ শোষমগাদগাধজগতীশিল্পেঽপ্যনল্পায়িতঃ ।
নিঃশেষদ্যুতিমণ্ডলব্যয়বশাদীষল্লভৈরেষ বা
শেষঃ কেশময়ঃ কিমন্ধতমসস্তোমৈস্ততো নির্মিতঃ ॥ ৯৩ ॥

তত্তদ্দিগ্‌জৈত্রযাত্রোদ্ধুরতুরগখুরাগ্রোদ্ধতৈরন্ধকারং
নির্বাণারিপ্রতাপানলজমিব সৃজত্যেষ রাজা রজোভিঃ ।
ভূগোলচ্ছায়মায়াময়গণিতবিদূন্নেয়কায়ো ভিয়াভূ-
দেতৎকীর্তিপ্রতানৈর্বিধুভিরিব যুধে রাহুরাহূয়মানঃ ॥ ৯৪ ॥

আস্তে দামোদরীয়ামিয়মুদরদরীং যাঽধিশয্য ত্রিলোকী
সংমাতুং শক্তিমস্তি প্রথিমভরবশাদত্র নৈতদ্যশাংসি ।
তামেতাং পূরয়িত্বা নিরগুরিব মধুধ্বংসিনঃ পাণ্ডুপদ্ম-
চ্ছদ্মাপন্নানি তানি দ্বিপদশনসনাভীনি নাভীপথেন ॥ ৯৫ ॥

অস্যাসিভুজগঃ স্বকোশবিবরাকৃষ্টঃ স্ফুরৎকৃষ্ণিমা
কম্পোদ্মীলদরাললীলবলনস্তেষাং ভিয়ে ভূভুজাম্‌ ।
সংগ্রামেষু নিজাঙ্গুলীময়মহাসিদ্ধৌষধীবীরুধঃ
পর্বাস্যে বিনিবেশ্য জাঙ্গুলিকতা যেনাস্য নালম্বত ॥ ৯৬ ॥

যঃ পৃষ্ঠং যুধি দর্শয়ত্যরিভটশ্রেণীষু যো বক্রতা-
মস্মিন্নেব বিভর্তি যশ্চ কিরতি ক্রূরধ্বনিং নিষ্ঠুরঃ ।
দোষং তস্য তথাবিধস্য ভজতশ্চাপস্য গৃহ্নন্‌ গুণং
বিখ্যাতঃ স্ফুটমেক এষ নৃপতিঃ সীমা গুণগ্রাহিণাম্‌ ॥ ৯৭ ॥

অস্যারিপ্রকরঃ শরশ্চ নৃপতেঃ সংখ্যে পতন্তাবুভৌ
সীৎকারং চ ন সম্মুখৌ রচয়তঃ কম্পং চ ন প্রাপ্নুতঃ ।
তদ্‌ যুক্তং ন পুনর্নিবৃত্তিরুভয়োর্জাগর্তি যন্মুক্তয়ো-
রেকস্তত্র ভিনত্তি মিত্রমপরশ্চামিত্রমিত্যদ্ভুতম্‌ ॥ ৯৮ ॥

ধূলীভির্দিবমন্ধয়ন্‌ বধিরয়ন্নাশাঃ খুরাণাং রবৈ-
র্বাতং সংযতি খঞ্জয়ঞ্জবজয়ৈঃ স্তোতৄন্‌ গুণৈর্মূকয়ন্‌ ।
ধর্মারাধনসংনিযুক্তজগতা রাজ্ঞামুনাধিষ্ঠিতঃ
সান্দ্রোৎফালমিষাদ্বিগায়তি পদা স্প্রষ্টুং তুরঙ্গোঽপি গাম্‌ ॥ ৯৯ ॥

এতেনোৎকৃত্তকণ্ঠপ্রতিসুভটনটারব্ধনাট্যাদ্ভুতানাং
কষ্টং দ্রষ্টৈব নাভূদ্ভুবি সমরসমালোকিলোকাস্পদেঽপি ।
অশ্বৈরশ্বৈরবেগৈঃ কৃতখুরখুরলীমক্ষুসক্ষুভ্যমান-
ক্ষ্মাপৃষ্ঠোত্তিষ্ঠদন্ধংকরণরণধুরারেণুধারান্ধকারাৎ ॥ ১০০ ॥

উন্মীলল্লীলনীলোৎপলদলদলনামোদমেদস্বিপূর-
ক্রোড়ক্রীড়দ্বিজালীগরুদুদিতমরুৎস্ফালবাচালবীচিঃ ।

এতেনাখানি শাখানিবহনবহরিৎপর্ণপূর্ণদ্রুমালী-
ব্যালীঢ়োপান্তশান্তব্যথপথিকদৃশাং দত্তরাগস্তড়াগঃ ॥ ১০১ ॥

বন্ধো বাধিরসৌ তরঙ্গবলিভং বিভ্রদ্বপুঃ পাণ্ডুরং
হংসালীপলিতেন ষষ্টিকলিতস্তাবদ্বয়োবংহিমা।
বিভ্রচ্চন্দ্রকয়া চ কং বিকচয়া যোগ্যস্ফুরৎসঙ্গতং
স্থানে স্নানবিধায়িধার্মিকশিরোনত্যাপি নিত্যাদৃতঃ ॥ ১০২ ॥

তস্মিন্নেতেন যূনা সহ বিহর পয়ঃকেলিবেলাসু বালে !
নালেনাস্তু ত্বদক্ষিপ্রতিফলনভিদা তত্র নীলোৎপলানাম্।
তৎপাথো দেবতানাং বিশতু তব তনুচ্ছায়মেবাধিকারে
তৎফুল্লাম্ভোজরাজ্যে ভবতু চ ভবদীয়াননস্যাভিষেকঃ ॥ ১০৩ ॥

এতৎকীর্তিবিবর্তধৌতনিখিলত্রৈলোক্যনির্বাসিতৈ-
র্বিশ্রান্তিঃ কলিতা কথাসু জরতাং শ্যামৈঃ সমগ্রৈরপি।
জজ্ঞে কীর্তিময়াদহো ভয়ভরৈরস্মাদকীর্তেঃ পুনঃ
সা যন্নাস্য কথাপথেঽপি মলিনচ্ছায়া ববন্ধ স্থিতিম্ ॥ ১০৪ ॥

অথাবদদ্ভীমসুতেঙ্গিতাৎ সখী জনৈরকীর্তির্যদি বাস্য নেষ্যতে।
ময়াপি সা তৎ খলু নেষ্যতে পরং সভাশ্রবঃপূরতমালবল্লিতাম্ ॥ ১০৫ ॥

অস্য ক্ষোণিপতেঃ পরার্ধপরয়া লক্ষীকৃতাঃ সংখ্যয়া
প্রজ্ঞাচক্ষুরবেক্ষ্যমাণতিমিরপ্রখ্যাঃ কিলাকীর্তয়ঃ।
গীয়ন্তে স্বরমষ্টমং কলয়তা জাতেন বন্ধ্যোদরান্-
মূকানাং প্রকরেণ কূর্মরমণীদুগ্ধোদধে রোধসি ॥ ১০৬ ॥

তদক্ষরৈঃ সস্মিতবিস্মিতাননাং নিপীয় তামীক্ষণভঙ্গিভিঃ সভাম্।
ইহাস্য হাস্যং কিমভূন্ন বেতি তং বিদর্ভজা ভূপমপি ন্যভালয়ৎ ॥ ১০৭ ॥

নলান্যবীক্ষাং বিদধে দমস্বসুঃ কনীনিকাগঃ খলু নীলিমালয়ঃ।
চকার সেবাং শুচিরক্ততোচিতাং মিলন্নপাঙ্গঃ সবিধে তু নৈষধে ॥ ১০৮ ॥

দৃশা নলস্য ভ্রুবিভ্রুম্বনেষুণা করেঽপি চক্রচ্ছলনম্রকার্মুকঃ।
স্মরঃ পরাঙ্গৈরনুকল্প্য ধন্বিতাং জনীমনঙ্গঃ স্বয়মার্দয়ত্ততঃ ॥ ১০৯ ॥

উৎকণ্টকা বিলসদুজ্জ্বলপত্ররাজিরামোদভাগনপরাগতরাঽতিগৌরী।
রুদ্রক্রুধস্তদরিকামধিয়া নলে সা বাসার্থিতামধৃত কাঞ্চনকেতকীব ॥ ১১০ ॥

তত্রালীকনলে চলেতরমনাঃ সাম্যাম্মনাগপ্যভূ-
দপ্যগ্রে চতুরঃ স্থিতান্ন চতুরা পাতুং দৃশা নৈষধান্।
আনন্দাম্বুনিধৌ নিমজ্য নিতরাং দূরং গতা তত্তলা-
লংকারীভবনাজ্জনায় দদতী পাতালকন্যাভ্রমম্ ॥ ১১১ ॥

সর্বস্বং চেতসস্তাং নৃপতিরপি দৃশে প্রীতিদায়ং প্রদায়
প্রাপত্তদ্দৃষ্টিমিষ্টাতিথিমমরদুরাপামপাঙ্গোত্তরঙ্গাম্।

আনন্দাদ্ধ্যেন বন্ধ্যানকৃত তদপরাকূতপাতান্ স রত্যাঃ
পত্যা পীযূষধারাবলনবিরচিতেনাশ্ৰুগেনাগুলীঢ়ঃ ॥ ১১২ ॥
শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালংকারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরং সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্ ।
তস্য দ্বাদশ এষ মাতৃচরণাম্ভোজালিমৌলের্মহা-
কাব্যেঽয়ং ব্যগলন্নলস্য চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ ॥ ১১৩ ॥

× × × × × × × × × × × × ত্রয়োদশঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

কল্পদ্রুমান্ পরিমলা ইব ভৃঙ্গমালামাত্মাশ্রয়াং নিখিলনন্দনশাখিবৃন্দাৎ ।
তাং রাজকাদপগময্য বিমানধুর্যা নিন্যুর্নলাকৃতিধরানথ পঞ্চ বীরান্ ॥ ১ ॥
সাক্ষাৎকৃতাখিলজগজ্জনতাচরিত্রা তত্রাথ নাথমধিকৃত্য দিবস্তথা সা ।
উচে যথা স চ শচীপতিরভ্যধায়ি প্রাকাশি তস্য ন চ নৈষধকায়মায়া ॥ ২ ॥
ব্রূমঃ কিমস্য বরবর্ণিনি ! বীরসেনোদ্ভূতিং দ্বিষদ্দলবিজিত্বরপৌরুষস্য ।
সেনাচরীভবদিভাননদানবারিবাসেন যস্য জনিতাসুরভীরণশ্রীঃ ॥ ৩ ॥
শুভ্রাংশুহারগণহারিপয়োধরাঙ্কচুম্বীন্দ্রচাপখচিতদ্যুমণিপ্রভাভিঃ ।
আসেব্যতে সমিতি চামরবাহিনীভির্যাত্রাসু চৈষ বহুলাভরণার্চিতাভিঃ ॥ ৪ ॥
ক্ষোণীভৃতামতুলকর্কশবিগ্রহাণামুদ্দামদর্পহরিকুঞ্জরকোটিভাজাম্ ।
পক্ষচ্ছিদাময়মুদগ্রবলো বিধায় ত্রাসাদ্বিধমগ্রমখিলং জগদুজ্জহার ॥ ৫ ॥
ভস্মীভূতঃ সমিতি জিষ্ণুমপব্যপায়ং জানীহি ন ত্বমঘবন্তমমুং কথঞ্চিৎ ।
গুপ্তং ঘটপ্রতিভটস্তনি ! বাহুনেত্রং নালোকসেঽতিশয়মদ্ভুতমেতদীয়ম্ ॥ ৬ ॥
লেখা নিতম্বিনি ! বলাদিসমৃদ্ধরাজ্যপ্রাজ্যোপভোগপিশুনা দধতে সরাগম্ ।
এতস্য পাণিচরণং তদনেন পত্যা সার্ধং শচীব হরিণা মুদমুদ্বহস্ব ॥ ৭ ॥
আকর্ণ্য তুল্যমখিলাং সুদতী লগন্তীমাখণ্ডলেঽপি চ নলেঽপি চ বাচমেতাম্ ।
রূপং সমানমুভয়ত্র বিগাহমানা শ্রোত্রান্ন নির্ণয়মবাপদসৌ ন নেত্রাৎ ॥ ৮ ॥
শক্রঃ কিমেষ নিষধাধিপতিঃ স বেতি দোলায়মানমনসং সমবেক্ষ্য ভৈমীম্ ।
নির্দিশ্য তত্র পবনস্য সখায়মস্যাং ভূয়োঽসৃজদ্ভগবতী বচসাং স্রজং সা ॥ ৯ ॥
এষ প্রতাপনিধিরুদ্গতিমান্ সদাঽয়ং কিং নাম নার্জিতমনেন ধনঞ্জয়েন ।
হেম প্রভূতমধিগচ্ছ শুচেরমুষ্মান্নাস্যেব কস্যচন ভাস্বররূপসম্পৎ ॥ ১০ ॥
অত্যর্থহেতিপটুতাকবলীভবত্তত্তৎপার্থিবাধিকরণপ্রভবাঽস্য ভূতিঃ ।
অপাঙ্গরাগজননায় মহেশ্বরস্য সঞ্জায়তে রুচিরকর্ণি ! তপস্বিনোঽপি ॥ ১১ ॥
এতন্মুখা বিবুধসংসদসাবশেষা মাধ্যস্থ্যমস্য যমতোঽপি মহেন্দ্রতাঽপি ।
এনং মহস্বিনমুপৈহি সদারুণোচ্চৈর্যেনামুনা পিতৃমুখি ! ধ্রিয়তে করশ্রীঃ ॥ ১২ ॥
নৈবাল্পমেধসি পটো রুচিমত্বমস্য মধ্যেসমিন্নিবসতো রিপবস্তৃণানি ।
উত্থানবানিহ পরাভবিতুং তরস্বী শক্যঃ পুনর্ভবতি কেন বিরোধিনায়ম্ ॥ ১৩ ॥

সাধারণীং গিরমুষবুধৈনৈষধাভ্যামেতাং নিপীয় ন বিশেষমবাপ্তবত্যাঃ।
ঊচে নলোঽয়মিতি তং প্রতি চিত্তমেকং ব্রূতে স্ম চান্যদনলোঽয়মিতীদমীয়ম্ ॥ ১৪ ॥

এতাদৃশীমথ বিলোক্য সরস্বতী তাং সন্দেহচিত্রভয়চিত্রিতবৃত্তিম্।
দেবস্য সূনুমরবিন্দবিকাশিরশ্মের্দিশ্য দিক্পতিমুদীরয়িতুং প্রচক্রে ॥ ১৫ ॥

দণ্ডং বিভর্ত্ত্যয়মহো জগতস্ততঃ স্যাৎকম্পাকুলস্য সকলস্য ন পক্ষপাতঃ।
স্বর্বৈদ্যয়োরপি মদব্যয়দায়িনীভিরেতস্য রুগ্ভিরমরঃ কিমু কশ্চিদস্তি ॥ ১৬ ॥

মিত্রপ্রিয়োপজননং প্রতি হেতুরস্য সংজ্ঞাং শ্রুতাসুহৃদয়ং ন জনস্য কস্য।
ছায়েদৃগস্য তু ন কুত্রচিদধ্যগায়ি তপ্তং যমেন নিয়মেন তপোঽমুনৈব ॥ ১৭ ॥

কিং চ প্রভাবনমিতাখিলরাজতেজা দেবঃ পিতাম্বরমণী রমণীয়মূর্তিঃ।
উৎক্রান্তিদা কমনু ন প্রতিভাতি শক্তিঃ কৃষ্ণত্বমস্য চ পরেষু গদান্নিয়োক্তুঃ ॥ ১৮ ॥

একঃ প্রভাবময়মেতি পরেতরাজো তজ্জীবিতেশধিয়মত্র বিধেহি মুগ্ধে !
ভুতেষু যস্য খলু ভূরিয়মস্য বশ্যভাবং সমাশ্রয়তি দস্রসহোদরস্য ॥ ১৯ ॥

গুম্ভো গিরাং শমননৈষধয়োঃ সমানঃ শঙ্কামনেকনলদর্শনজাতশঙ্কে।
চিত্তে বিদর্ভবসুধাধিপতেঃ সুতায়া যন্নির্মমে খলু তদেষ পিপেষ পিষ্টম্ ॥ ২০ ॥

তত্রাপি তত্রভবতী ভৃশসংশয়ালোরালোক্য সা বিধিনিষেধনিবৃত্তিমস্যাঃ।
পাথঃপতিং প্রতি ধৃতাভিমুখাঙ্গুলীকপাণিঃ ক্রমোচিতমুপাক্রমতাভিধাতুম্ ॥ ২১ ॥

যা সর্বতোমুখতয়া ব্যবতিষ্ঠমানা যাদোরণৈর্জয়তি নৈকবিদারকায়া।
এতস্য ভূরিতরবারিনিধিশ্চমূঃ সা যস্যাঃ প্রতীতিবিষয়ঃ পরতো ন রোধঃ ॥ ২২ ॥

নাসীরসীম্নি ঘনধ্বনিরস্য ভূয়ান্ কুম্ভীরবান্ সমকরঃ সহদানবারিঃ।
উৎপদ্মকাননসখঃ সুখমাতনোতি রত্নৈরলংকরণভাবমিতৈর্নদীনঃ ॥ ২৩ ॥

সস্যন্দনেঃ প্রবহণৈঃ প্রতিকূলপাতং কা বাহিনী ন তনুতে পুনরস্য নাম।
তস্যা বিলাসবতি ! কর্কশতাশ্রিতা যা ব্রূমঃ কথং বহুতয়াসিকতা বয়ং তাঃ ॥ ২৪ ॥

শোণং পদপ্রণয়িনং গুণমস্য পশ্য কিঞ্চাস্য সেবনপরেব সরস্বতী সা।
এনং ভজস্ব সুভগে ! ভুবনাধিনাথং কে বা ভজন্তি তমিমং কমলাশয়া ন ॥ ২৫ ॥

শঙ্কালতাততিমনৈকনলাবলম্বাং বাণী নবর্ধয়তু তাবদভেদিকেয়ম্।
ভীমোদ্ভবাং প্রতি নলে ন জলেশ্বরে চ তুল্যং তথাপি যদবর্ধয়দত্র চিত্রম্ ॥ ২৬ ॥

বালাং বিলোক্য বিবুধৈরপি মায়িভিস্তৈরচ্ছিম্মিতামিয়মলীকনলীকৃতস্বৈঃ।
আহ স্ম তাং ভগবতী নিষধাধিরাজং নির্দিশ্য রাজপরিষৎ পরিবেষভাজম্ ॥ ২৭ ॥

অত্যাজিলব্ধবিজয়প্রসবস্ত্বয়া কিং বিজ্ঞায়তে রুচিপদং ন মহীমহেন্দ্রঃ।
প্রত্যর্থিদানবশতাহতচেষ্টয়াসৌ জীমূতবাহনধিয়ং ন করোতি কস্য ॥ ২৮ ॥

যেনামুনা বাহুবিগাঢ়সুরেশ্বরাধ্বরাজ্যাভিষেকবিকসন্ মহসা বভূবে।
আবর্জনং তমনু তে ননু ! সাধু নামগ্রাহং ময়া নলমুদীরিতমেবমত্র ॥ ২৯ ॥

যচ্চাণ্ডমারণবিধিব্যসনং চ তত্ত্বং বন্ধবাশয়াশ্রিতমমুষ্য চ দক্ষিণত্বম্।
সৈষা নলে সহজরাগভরাদমুষ্মিন্নাত্মানমর্পয়িতুমর্হসি ধর্মরাজে ॥ ৩০ ॥

কিং তে তথা মতিরমুষ্য যথাশয়ঃ স্যাৎ ত্বৎপাণিপীড়নবিনির্মিতয়েহনপাশঃ।
কান্ মানবানবতি নো ভুবনং চরিষ্ণুন্নাসাবমুত্র নরতা ভবতীতি যুক্তম্ ॥ ৩১ ॥

শ্লোকাদিহ প্রথমতো হরিণা দ্বিতীয়াদধুমধ্বজেন শমনেন সমং তৃতীয়াৎ ॥
তুর্যান্নলস্য তস্য বরুণেন সমানভাবং সা জানতী পুনরবাদি তয়া বিমুগ্ধা ॥ ৩২ ॥

ত্বং যাহর্থিনী কিল নলে ন শুভায় তস্যাঃ ক্ব স্যান্নিজার্পণমমুত্র চতুষ্টয়ে তে।
ইন্দ্রানলার্যমতনুজপয়ঃপতীনাং প্রাপ্যৈকরূপমিহ সংসদি দীপ্যমানে ॥ ৩৩ ॥

দেবঃ পতির্বিদুষি! নৈষ ধরাজগত্যা নির্ণীয়তে ন কিমু ন ব্রিয়তে ভবত্যা।
নায়ং নলঃ খলু তবাতিমহানলাভো যদ্যেনমুজ্ঝসি বরঃ কতরঃ পরস্তে ॥ ৩৪ ॥

ইন্দ্রাগ্নিদক্ষিণদিগীশ্বরপাশিভিস্তাং বাচং নলে তরলিতাথ রমাং প্রমায়।
সা সিন্ধুবেণিরিব বাড়ববীতিহোত্রং লাবণ্যভূঃ কমপি ভীমসুতাপ তাপম্ ॥ ৩৫ ॥

প্রাপ্তুং প্রযচ্ছতি ন পক্ষচতুষ্টয়ে তাং তল্লাভশংসিনি ন পঞ্চমকোটিমাত্রে।
শ্রদ্ধাং দধে নিষধরাড়্বিমতৌ মতানামদ্বৈততত্ত্ব ইব সত্যতরেঽপি লোকঃ ॥ ৩৬ ॥

করিষ্যতে পরিভবঃ কলিনা নলস্য তাং দ্বাপরস্তু সুতনুমদুনোৎপুরস্তাৎ।
ভৈমীনলোপযমনং পিশুনৌ সহেতে ন দ্বাপরঃ কিল কলিশ্চ যুগে জগত্যাম্ ॥৩৭॥

উৎকণ্ঠয়ন্ পুনরগমাৎ যুগপন্নলেষু প্রত্যেকমেষু পরিমোহয়মাণবাণঃ।
জানীমহে নিজশিলীমুখশীলিসংখ্যাসাফল্যমাপ স তদা যদি পঞ্চবাণঃ ॥ ৩৮ ॥

দেবানিয়ং নিষধরাজরুচস্ত্যজন্তী রূপাদরজ্যত নলে ন বিদর্ভসুভ্রূঃ।
জন্মান্তরাধিগতকর্মবিপাকজন্মৈবোন্মীলতি ক্বচন কস্যচনানুরাগঃ ॥ ৩৯ ॥

ক্ব প্রাপ্যতে স পতগঃ পরিপৃচ্ছ্যতে যঃ প্রত্যেমি তস্য হি পুরেব নলং গিরেতি।
সস্মার সস্মরমতিঃ প্রতি নৈষধীয়ং তত্রামরালয়মরালকেশী ॥ ৪০ ॥

একৈকমৈক্ষত মুহুর্মুহুতাদরেণ ভেদং স্ম বেদ ন চ পঞ্চসু কশ্চিদেষা।
শঙ্কাশতং বিতরতা হরতা পুনস্তদুন্মাদিনেব মনসেয়মিদং বভাষে ॥ ৪১ ॥

অস্তি দ্বিচন্দ্রমতিরস্তি জনস্য তত্র ভ্রান্তৌ দৃগস্তচিপিটীকরণাদিরাদিঃ।
স্বচ্ছোপসর্পণমপি প্রতিমাভিমানে ভেদভ্রমে পুনরমীষু ন মে নিমিত্তম্ ॥ ৪২ ॥

কিং নো তনোতি ময়ি নৈষধ এব কায়ব্যূহং বিধায় পরিহাসমসৌ বিলাসী।
বিজ্ঞানবৈভবভৃতঃ কিমু তস্য বিদ্যা সা বিদ্যতে ন তুরগাশয়বেদিতেব ॥ ৪৩ ॥

একো নলঃ কিময়মন্যতমঃ কিমৈলঃ কামঃ পরঃ কিমু কিমু দ্বয়মাশ্বিনেয়ৌ।
কিং রূপধেয়ভরসীমতয়া সমেষু তেষ্বেব নেহ নলমোহমহং বহে বা ॥ ৪৪ ॥

পূর্বং ময়া বিরহনিঃসহয়াপি দৃষ্টঃ সোঽয়ং প্রিয়স্তত ইতো নিষধাধিরাজঃ।
ভূয়ঃ কিমাগতবতী মম সা দশেয়ং পশ্যামি যদ্বিলসিতেন নলানলীকান্ ॥ ৪৫ ॥

মুগ্ধা দধামি কথমিত্থমথাপশঙ্কাং সংক্রন্দনাদিকপটঃ স্ফুটমীদৃশোঽয়ম্।
দেব্যানয়ৈব রচিতা হি তথা তথৈষাং গাথা যথা দিগধিপানপি তাঃ স্পৃশন্তি ॥ ৪৬ ॥

এতন্মদীয়মতিবঞ্চকপঞ্চকস্থে নাথে কথং নু মনুজস্য চকাস্তু চিহ্নম্।
লক্ষ্যানি তানি কিমমী ন বহন্তি হন্ত বহির্মুখা ধৃতরজস্তনুতামুখানি ॥ ৪৭ ॥

যাচে নলং কিমমরানথবা তদর্থং নিত্যার্চনাদপি বতাফলিতৈরলং তৈঃ।
কন্দর্পশোষণশিলীমুখপাতপীত-কারুণ্যনীরনিধিগহ্বরঘোরচিত্তৈঃ ॥ ৪৮ ॥

ঈশা ! দিশাং নলভুবং প্রতিপদ্য লেখা বর্ণশ্রিয়ং গুণবতামপি বঃ কথং বা।
মুখান্ধকূপপতনাদিব পুস্তকানামস্তঙ্গতং বত পরোপকৃতিব্রতিত্বম্ ॥ ৪৯ ॥

যস্যেশ্বরেণ যদলেখি ললাটপট্টে তৎস্যাদযোগ্যমপি যোগ্যমপাস্য তস্য।
কা বাসনাস্তু বিভুয়ামিহ যাং হৃদাহং নার্কাতিপেজ্জলজমেতি হিমৈস্তু দাহম্ ॥ ৫০ ॥

ইত্থং যথেহ মদভাগ্যমনেন মন্যে কল্পদ্রুমোঽপি স ময়া খলু যাচ্যমানঃ।
সংকোচসংজ্বরদলাঙ্গুলিপল্লবাগ্রপাণীভবন্ ভবতি মাং প্রতি বন্ধমুষ্টিঃ ॥ ৫১ ॥

দেব্যাঃ করে বরণমাল্যমথার্পয়ে বা যো বৈরসেনিরিহ তত্র নিবেশয়েতি।
সৈষা ময়া মখভুজাং দ্বিষতী কৃতা স্যাৎ স্বস্মৈ তৃণায় তু নিহন্মি ন বন্ধুরত্নম্ ॥৫২॥

যঃ স্যাদমীষু পরমার্থনলঃ স মালামঙ্গীকরোতু বরণায় মমেতি চৈতাম্।
তং প্রাপয়ামি যদি হস্ত বিসৃজ্য লজ্জাং কুর্বে কথং জগতি শশ্বতি হা বিড়ম্বঃ ॥৫৩॥

ইতরনলতুলাভাগেষ শেষঃ সুধাভিঃ স্নপয়তি মম চেতো নৈষধঃ কস্য হেতোঃ।
প্রথমচরময়োর্বা শব্দয়োর্বর্ণসখ্যে বিলসতি চরমেঽনুপ্রাসভাসাং বিলাসঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি মনসি বিকল্পানুদ্যতঃ সন্ত্যজন্তী ক্বচিদপি দময়ন্তী নির্ণয়ং নাসসাদ।
মুখমথ পরিতাপাস্কন্দিতানন্দমস্যা মিহিরবিরচিতাবস্কন্দমিন্দুং নিনিন্দ ॥৫৫॥

শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালংকারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্।
স্বাদুৎপাদভৃতি ত্রয়োদশতয়াদেশ্যাস্তদীয়ে মহা-
কাব্যেঽয়ং ব্যরমন্নলস্য চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ ॥ ৫৬ ॥

××××××××××××× চতুর্দশঃ সর্গঃ ××××××××××××××

অথাধিগন্তুং নিষধেশ্বরং সা প্রসাদনামাদ্রিয়তামরাণাম্।
যতঃ সুরাণাং সুরভিনুর্ণাং তু সা বেধসাসৃজ্যত কামধেনুঃ ॥ ১ ॥

প্রদক্ষিণপ্রক্রমণালবালবিলেপধূপাবরণাম্বুসেকৈঃ।
ইষ্টং চ মৃষ্টং চ ফলং সুবানা দেবা হি কল্পদ্রুমকাননং নঃ ॥ ২ ॥

শ্রদ্ধাময়ীভূয় সুপর্বণস্তান্ননাম নামগ্রহণাগ্রকং সা।
সুরেষু হি শ্রদ্দধতাং নমস্যা সর্বার্থনিধ্যঙ্গমিথঃ সমস্যা ॥ ৩ ॥

যত্রাগ্নিজে সা হৃদি ভাবনায়া বলেন সাক্ষাদকৃতাখিলস্থান্।
অভূদভীষ্টপ্রতিভূঃ স তস্যা বরং হি দৃষ্টা দদতে পরং তে ॥ ৪ ॥

সভাজনং তত্র সসর্জ তেষাং সভাজনে পশ্যতি বিস্মিতে সা।
আমুদ্যতে যৎসুমনোভিরেবং ফলস্য সিদ্ধ্যৈ সুমনোভিরেব ॥ ৫ ॥

বৈশদ্যহৃদ্যোর্ম্মিমাভিরামৈরামোদিভিস্তানথ জাতিজাতৈঃ।
আনর্চ গীত্যঞ্চিতষট্‌পদৈঃ সা স্তবপ্রসূনস্তবকৈর্নবীনৈঃ ॥ ৬ ॥

হৃৎপদ্মসদ্মন্যধিবাস্য বুদ্ধ্যা দধ্যাবথৈতানিয়মেকতানা।
সুপর্বণাং হি স্ফুটভাবনা যা সা পূর্বরূপং ফলভাবনায়াঃ ॥ ৭ ॥

ভক্ত্যা তয়ৈব প্রসসাদ তস্যাস্তুষ্টং স্বয়ং দেবচতুষ্টয়ং তৎ।
স্বেনানলস্য স্ফুটতাং বিযাসোঃ ফূৎকৃত্যপেক্ষা কিয়তী খলু স্যাৎ ॥ ৮ ॥

প্রসাদমাসাদ্য সুরৈঃ কৃতং সা সস্মার সারস্বতসূক্তিসূক্তৈঃ।
দেবা হি নান্যদ্বিতরন্তি কিং তু প্রসদ্য তে সাধুধিয়ং দদন্তে ॥ ৯ ॥

শেষং নলং প্রত্যমরেণ গাথা যা যা সমর্থা খলু যেন যেন।
তাং তাং তদন্যেন সহালগন্তীং তদা বিশেষং প্রতি সন্দধে সা ॥ ১০ ॥

একৈকবৃত্তেঃ প্রতিলোকপালং পতিব্রতাস্বং জগৃহুর্দিশাং যাঃ।
বেদ স্ম গাথা মিলিতাস্তদাসাবাশা ইবৈকস্য নলস্য দাসাঃ ॥ ১১ ॥

যা পাশিনেবাশনিপাণিনেব গাথা যমেনৈব সমাগ্নিনৈব।
তামেব মেনে মিলিতাং নলস্য সৈষা বিশেষায় তদা নলস্য ॥ ১২ ॥

নিশ্চিত্য শেষং তমসৌ নরেশং প্রমোদমেদস্বিতরান্তরাভূৎ।
দেব্যা গিরাং ভাবিতভঙ্গিরাখ্যচ্চিত্তেন চিত্রার্ণবযাদসেয়ম্ ॥ ১৩ ॥

সা ভঙ্গিরস্যাঃ খলু বাচি কাপি যদ্ভারতী মূর্তিমতীয়মেব।
শ্লিষ্টং নিগদ্যাদৃত বাসবাদীন্ বিশিষ্য মে নৈষধমপ্যবাদীৎ ॥ ১৪ ॥

জগ্রন্থ সেয়ং মদনুগ্রহেণ বচঃস্রজঃ স্পষ্টয়িতুং চতস্রঃ।
দ্বে তে নলং লক্ষয়িতুং ক্ষমেতে মমৈব মোহোঽয়মহো মহীয়ান্ ॥ ১৫ ॥

শ্লিষ্যন্তি বাচো যদমূরমুষ্যাঃ কবিত্বশক্তেঃ খলু তে বিলাসাঃ।
ভূপাললীলাঃ কিল লোকপালাঃ সমাবিশন্তি ব্যতিভেদিনোঽপি ॥ ১৬ ॥

ত্যাগং মহেন্দ্রাদিচতুষ্টয়স্য কিমভ্যনন্দৎ ক্রমসূচিতস্য।
কিং প্রেরয়ামাস নলে চ তস্মাৎ সা সূক্তিরস্যা মম কঃ প্রমোহঃ ॥ ১৭ ॥

পরস্য দারানিব মন্যমানৈরস্পৃশ্যমানামমরৈর্ধরিত্রীম্।
ভক্ত্যেব ভর্তুশ্চরণৌ দধানাং নলস্য তৎকালমপশ্যদেষা ॥ ১৮ ॥

সুরেষু নাপশ্যদবেক্ষতাক্ষ্ণো নির্মেষমুর্বীভূতি সম্মুখী সা।
ইহ ত্বমাগত্য নলে মিলেতি সংজ্ঞানদানাদিব ভাষমাণম্ ॥ ১৯ ॥

নাবুদ্ধ বালা বিবুধেষু তেষু ক্ষোদং ক্ষিতেরৈক্ষত নৈষধে তু।
পত্যৌ সৃজন্ত্যাঃ পরিরম্ভমুর্ব্যাঃ সম্ভূতসম্ভেদমসংশয়ং সা ॥ ২০ ॥

স্বেদঃ স্বদেহস্য বিয়োগতাপং নির্বাপয়িষ্যন্নিব সংসিসৃক্ষোঃ।
হীরাঙ্কুরশ্চারুণি হেমনীব নলে তয়ালোকি ন দৈবতেষু ॥ ২১ ॥

সুরেষু মালামমলামপশ্যন্নলে তু বালা মলিনীভবন্তীম্।
ইমাং কিমাসাদ্য নলোঽদ্য মূর্দ্ধ্বীং শ্রদ্ধাস্যতে মামিতি চিন্তয়েব ॥ ২২ ॥

প্রিয়ং ভজন্তীং কিয়দস্য দেবাশ্ছায়া নলস্যাস্তি তথাপি নৈষাম্ ।
ইতীরয়ন্তীব তয়া নিরৈক্ষি সা নৈষধে ন ত্রিদশেষু তেষু ॥ ২৩ ॥

চিহ্নৈরমীভির্নলসংবিদস্যাঃ সংবাদমাপ প্রথমোপজাতা ।
সা লক্ষণব্যক্তিভিরেব দেবপ্রসাদমাসাদিতমপ্যবোধি ॥ ২৪ ॥

নলে নিধাতুং বরণস্রজং তাং স্মরঃ স্ম রামাং ত্বরয়ত্যথৈনাম্ ।
অপত্রপা তাং নিষিষেধ তেন দ্বয়ানুরোধং তুলিতং দধৌ সা ॥ ২৫ ॥

স্রজা সমালিঙ্গয়িতুং প্রিয়ং সা রসাদধত্তেব বাহুপ্রযত্নম্ ।
স্তম্ভত্রপাভ্যামভবত্তদীয়ে স্পন্দস্তু মন্দোঽপি ন পাণিপদ্মে ॥ ২৬ ॥

তস্যা হৃদি ব্রীড়মনোভবাভ্যাং দোলাবিলাসং সমবাপ্যমানে ।
শ্রিতম্ ধৃতৈণাঙ্ককুলাতপত্রে শৃঙ্গারমালিঙ্গদধীশ্বরশ্রীঃ ॥ ২৭ ॥

করঃ স্রজা সজ্জতরস্তদীয়ঃ প্রিয়োন্মুখঃ সন্ বিররাম ভূয়ঃ ।
তদাননস্যার্ধপথং যযৌ চ প্রত্যাযযৌ চাতিচলঃ কটাক্ষঃ ॥ ২৮ ॥

তস্যাঃ প্রিয়ং চিত্তমুদেতমেব প্রভূবভূবাক্ষি ন তু প্রয়াতুম্ ।
সত্যঃ কৃতঃ স্পষ্টমভূত্তদানীং তয়াক্ষু লজ্জেতি জনপ্রবাদঃ ॥ ২৯ ॥

কথং কথঞ্চিন্নিষধেশ্বরস্য কৃত্বাস্যপদ্মং দরবীক্ষিতশ্রি ।
বাগ্দেবতায়া বদনেন্দুবিম্বং ত্রপাবতী সাকৃত সামিদৃষ্টম ॥ ৩০ ॥

ন জানতীবেদমবোচদেনামাকূতমস্যাস্তদবেত্য দেবী ।
ভাবস্ত্রপোর্মিপ্রতিসীরয়া তে বিতীর্যতে লক্ষয়িতুং ন মেঽপি ॥ ৩১ ॥

দেব্যাঃ শ্রুতৌ নেতি নলার্ধনাম্নি গৃহীত এব ত্রপয়া নিপীতা ।
অথাঙ্গুলীরঙ্গুলিভিমৃশন্তী দূরং শিবঃ সা নময়াংচকার ॥ ৩২ ॥

করে বিধৃত্যেশ্বরয়া গিরাং সা পান্থা পথীন্দ্রস্য কৃতা বিহস্য ।
বামেতি নামৈব বভাজ সার্ধং পুরন্ধ্রিসাধারণসংবিভাগম্ ॥ ৩৩ ॥

বিহস্য হস্তেঽথ বিকৃষ্য দেবী নেতুং প্রযাতাঽভি মহেন্দ্রমেতাম্ ।
ভ্রমাদিয়ং দত্তমিবাহিদেহে ততশ্চমৎকৃত্য করং চকর্ষ ॥ ৩৪ ॥

ভৈমীং নিরীক্ষ্যাভিমুখীং মঘোনঃ স্বারাজ্যলক্ষ্মীরভূতাভ্যসূয়াম্ ।
দৃষ্ট্বা ততস্তৎপরিহারিণীং তাং ব্রীড়ং বিড়োজঃপ্রবণাভ্যপাদি ॥ ৩৫ ॥

স্বতঃ শ্রুতং নেতি নলে ময়াতঃ পরং বদস্বেত্যুদিতাথ দেব্যা ।
হ্রীমন্মথদ্বৈরথরঙ্গভূমী ভৈমী দৃশা ভাষিতনৈষধাভূত্ ॥ ৩৬ ॥

হসৎসু ভৈমীং দিবিষৎসু পাণৌ পাণিং প্রণীয়াপ্সরসাং রসাৎ সা ।
আলিঙ্গ্য নীত্বাকৃত পান্থদৃগীং ভূপালদিক্পালকুলাধ্বমধ্যাম্ ॥ ৩৭ ॥

আদেশিতামপ্যবলোক্য মন্দং মন্দং নলস্যৈব দিশা চলন্তীম্ ।
ভূয়ঃ স্বরানর্ধপথাদথাসৌ তানেব তাং নেতুমনা নুনোদ ॥ ৩৮ ॥

মুখাম্বুজমাবর্তনলোলনালং কৃত্বালিহুংহুংরবলক্ষলক্ষ্যাম্ ।
ভীমোদ্ভবা তাং মুমুচেঽঙ্কপালীং দেব্যা নবোঢ়েব দৃঢ়াং বিবোঢ়ুঃ ॥ ৩৯ ॥

দেবী কথঞ্চিৎ খলু তামদেবদ্রীচীং ভবন্তীং স্মিতসিক্তসৃক্কা।
আহ স্ম মাং প্রত্যপি তে পুনঃ কা শঙ্কা শশাঙ্কাদধিকাস্যবিম্বে! ৪০ ॥

এষামকৃত্বা চরণপ্রণামমেষামনুজ্ঞামনিশম্য সম্যক্।
সুপর্ববৈরে তব বৈরসেনিং বরীতুমীহা কথমৌচিতীয়ম্ ॥ ৪১ ॥

ইতীরিতে বিশ্বসিতাং পুনস্তামাদায় পাণৌ দিবিষৎসু দেবী।
কৃত্বা প্রণম্রাং বদতি স্ম সা তান্ ভক্তেয়মর্হত্যধুনানুকম্পাম্ ॥ ৪২ ॥

যুষ্মান্ বৃণীতে ন বহূন্ সতীয়ং শেষাবমানাচ্চ ভবৎসু নৈকম্।
তদ্বঃ সমেতং নৃপমংশমেনং বরীতুমন্বিষ্যতি লোকপালাঃ! ৪৩ ॥

ভৈম্যা প্রসঙ্গঃসঞ্জনয়া পথি প্রাক্স্বয়ংবরং সঞ্জনয়াম্বভুব।
সম্ভোগমালিঙ্গনয়াস্য বেধাঃ শেষং তু কং হন্তুমিয়দ্ যতধ্বে ॥ ৪৪ ॥

বর্ণাশ্রমাচারপথাৎপ্রজাভিঃ স্বাভিঃ সহৈবোম্খলতে নলায়।
প্রসেদুষো বেদশবৃত্তভঙ্গ্যা দিৎসৈব কীর্তির্ভুবমানয়দ্বঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রুতেঽস্যা বচনে চ হাস্যাৎ কৃত্বা সলাস্যাধরমাস্যবিম্বম্।
ভ্রূবিভ্রমাকূতকৃতাভ্যনুজ্ঞেষ্বেতেষু তাং সাথ নলায় নিন্যে ॥ ৪৬ ॥

মন্দাক্ষনিঃস্পন্দতনোর্মনোভূদুষ্প্রেরমপ্যানয়তি স্ম তস্যাঃ।
মধূকমালামধুরং করং সা কণ্ঠোপকণ্ঠং বসুধাসুধাংশোঃ ॥ ৪৭ ॥

অথাভিলিখ্যেব সমর্প্যমাণাং রাজিং নিজস্বীকরণাক্ষরাণাম্।
দূর্বাঙ্কুরাঢ্যাং নলকণ্ঠনালে বধূর্মধূকস্রজমুৎসসর্জ ॥ ৪৮ ॥

তাং দূর্বয়া শ্যামলয়াতিবেলং শৃঙ্গারভাসন্নিভয়া সুশোভাম্।
মালাং প্রসূনায়ুধপাশভাসং কণ্ঠেন ভূভৃদ্বিভরাম্ভুব ॥ ৪৯ ॥

দূর্বাগ্রজাগ্রৎপুলকাঙ্কিতাং তাং নলাঙ্গসঙ্গাদ্ভৃশমুল্লসন্তীম্।
মানেন মন্যে নমিতাননা সা সাসূয়মালোকত পুষ্পমালাম্ ॥ ৫০ ॥

কাপি প্রমোদস্ফুটনির্জিহানবর্ণেব যা মঙ্গলগীতিরাসাম্।
সৈবাননেভ্যঃ পুরসুন্দরীণামুচ্চৈরুলূলুধ্বনিরুচ্চচার ॥ ৫১ ॥

সা নির্মলে তস্য মধূকমালা হৃদি স্থিতা চ প্রতিবিম্বিতা চ।
কিয়ত্যমগ্না কিয়তী চ মগ্না পুষ্পেষুবাণালিরিব ব্যলোকি ॥ ৫২ ॥

রোমাণি সর্বাণ্যপি বালভাবাদ্বরশ্রিয়ং বীক্ষিতুমুৎসুকানি।
তস্যাস্তদা কণ্টকিতাঙ্গযষ্টেরুদ্গ্রীবিকাদানমিবাম্বভুবন্ ॥ ৫৩ ॥

রোমাঙ্কুরৈর্দন্তুরিতাখিলাঙ্গী রম্যাধরা সা সুতরাং বিরেজে।
শরব্যদণ্ডৈঃ শ্রিতমণ্ডনশ্রীঃ স্মারী শরোপাসনবেদিকেব ॥ ৫৪ ॥

চেষ্টা বিনেশুর্নিখিলাস্তদাস্যাঃ স্মরেষুবাতৈরিব তা বিধূতাঃ।
অভ্যর্থ্য নীতাঃ কলিনা মুহূর্তং লাভায় তস্যা বহু চেষ্টিতুং বা ॥ ৫৫ ॥

তদ্রাগমালীস্পৃশি তস্য কণ্ঠে স্বেদং করে পঞ্চশরশ্চকার।
ভবিষ্যদুদ্বাহমহোৎসবস্য হস্তোদকং তজ্জনয়াম্বভুব ॥ ৫৬ ॥

তুলেন তস্যাস্তুলনা মৃদোস্তৎকম্প্রাহস্তু সা মন্মথবাণবাতৈঃ।
চিত্রীয়িতং তত্তু নলো যদুচ্চৈরভূৎ স ভূভৃৎপৃথুবেপথুস্তৈঃ ॥ ৫৭ ॥

দৃশোরপি ন্যস্তমিবাস্ত রাজ্ঞা রাগান্দৃগম্বুপ্রতিতিবিম্বি মাল্যম্।
নৃপস্য তৎপীতবতোরিবাক্ষ্ণোঃ প্রালম্বমালম্বতযুক্তমন্তঃ ॥ ৫৮ ॥

স্তম্ভস্তথালম্ভিতমাং নলেন ভৈমীকরস্পর্শমুদঃ প্রভাবঃ।
কন্দর্পলক্ষ্যীকরণার্পিতস্য স্তম্ভস্য দম্ভং স চিরং যথাপৎ ॥ ৫৯ ॥

উৎসৃজ্য সাম্রাজ্যমিবাথ ভিক্ষাং তারুণ্যমুল্লংঘ্য জরামিবারাৎ।
তং চারুমাকারমুপেক্ষ্য ধাতুং নিজাং তনুমাদাদিরে দিগীশাঃ ॥ ৬০ ॥

মায়ানলত্বং ত্যজতো নিলীনৈঃ পুবৈরহংপূর্বিকয়া মঘোনঃ।
ভীমোদ্ভবাসাত্ত্বিকভাবশোভাদিদৃক্ষয়েবাবিরভাবি নেত্রৈঃ ॥ ৬১ ॥

গোত্রানুকূলত্বভবে বিবাহে তৎপ্রাতিকূল্যাদিব গোত্রশত্রুঃ।
পুরশ্চকার প্রবরং বরং যমায়নুসখায়ং দদৃশে তয়া সঃ ॥ ৬২ ॥

স্বকামসম্মোহান্ধকারনির্বাপমিচ্ছন্নিব দীপিকাভিঃ।
উদগত্বরীভিশ্চুরিতং বিতেনে নিজং বপুর্বায়ুসখঃ শিখাভিঃ ॥ ৬৩ ॥

পত্যৌ বৃতে ভীমজয়া ন বহ্বাবহ্বা স্বমহ্নায় নিজহ্নুবে যঃ।
জনাদপত্রপ্য স হা সহায়স্তস্য প্রকাশোঽভবদপ্রকাশঃ ॥ ৬৪ ॥

সদণ্ডমালক্তকনেত্রচণ্ডং তমঃকিরং কায়মধত্ত কালঃ।
তৎকালমন্তঃকরণং নৃপাণামধ্যাসিতুং কোপ ইবোপনম্রঃ ॥ ৬৫ ॥

দৃগ্গোচরোঽভূদথ চিত্রগুপ্তঃ কায়স্থ উচ্চৈর্গুণ এতদীয়ঃ।
ঊর্ধ্বং তু পত্রস্য মষীদ একো মষের্দদচ্চোপরি পত্রমন্যঃ ॥ ৬৬ ॥

তস্যাং মনোবন্ধবিমোচনস্য কৃতস্য তৎকালমিব প্রচেতাঃ।
পাশং দধানঃ করবন্ধবাসং বিভুর্বভাবাপ্যমবাপ্য দেহম্ ॥ ৬৭ ॥

সহদ্বিতীয়ঃ স্বিয়মভ্যুপেয়াদেবং স দুর্বোধ্য নয়োপদেশম্।
অন্যাং সভার্যঃ কথমুচ্ছতীতি জলাধিপোঽভূদসহায় এব ॥ ৬৮ ॥

দেব্যাপি দিব্যাঽনু তনুঃ প্রকাশীকৃতা মৃদশ্চক্রভৃতঃ সৃজন্তী।
অনিহ্নুতৈস্তামবধার্য চিহ্নৈস্তদ্বাচি বালা শিথিলাদ্ভুতাভূত্ ॥ ৬৯ ॥

বিলোককে নায়কমেলকেঽস্মিন্ রূপান্যতাকৌতুকদর্শিভিস্তৈঃ।
বাধা বতেন্দ্রাদিভিরিন্দ্রজালবিদ্যাবিদাং বৃত্তিবধাদ্ব্যধায়ি ॥ ৭০ ॥

বিলোক্য তাবাপ্তদুরাপকামৌ পরস্পরপ্রেমরসাভিরামৌ।
অথ প্রভুঃ প্রীতমনা বভাষে জাম্বূনদোবীধরসার্বভৌমঃ ॥ ৭১ ॥

বৈদর্ভি! দত্তস্তব তাবদেষ বরো দুরাপঃ পৃথিবীশ এব।
দত্ত্যং তু যত্ত্বং কৃতবানমায়ং নল! প্রসাদস্ত্বয়ি তন্মমায়ম্ ॥ ৭২ ॥

প্রত্যক্ষলক্ষ্যামবলম্ব্য মূর্তিং হুতানি যজ্ঞেষু তবোপভোক্ষ্যে।
সংশেরতেঽস্মাভিরবীক্ষ্য ভুক্তং মখং হি মন্ত্রাধিকদেবভাবে ॥ ৭৩ ॥

ভবানপি ত্বদ্দয়িতাপি শেষে সাযুজ্যমাসাদয়তং শিবাভ্যাম্।
প্রেত্যাস্মি কীদৃগ্‌ভবিতেতি চিন্তা সন্তাপমন্তস্তনুতে হি জন্তোঃ ॥ ৭৪ ॥

তবোপবারাণসি নামচিহ্নং বাসায় পারেসি পুরং পুরাঙ্ক ।
নির্বাতুমিচ্ছোরপি তত্র ভৈমীসম্ভোগসংকোচভিয়াধিকাশি ॥ ৭৫ ॥

ধূমাবলিশ্মশ্রু ততঃ স্ুপর্বা মুখং মখাস্বাদবিদাং তমূচে।
কামং মদীক্ষাময়কামধেনোঃ পয়ায়তামভ্যুদয়স্তদদীয়ঃ ॥ ৭৬ ॥

যা দাহপাকোপয়িকী তনুর্মে ভূয়াত্ত্বদিচ্ছাবশবর্তিনী সা।
তয়া পরাভূততনোরনঙ্গাত্তস্যাঃ প্রভুঃ সন্নধিকস্ত্বমেধি ॥ ৭৭ ॥

অস্তু ত্বয়া সাধিতমন্নমীনরসাদি পীযূষরসাতিশায়ি।
ক্ষ্মাভূপ ! বিশ্বমস্তব সূপকারক্রিয়াসু কৌতূহলশালি শীলম্ ॥ ৭৮ ॥

বৈবস্বতোঽপি স্বত এব দেবস্তুষ্টস্তমাচষ্ট নরাধিরাজম্।
বরপ্রদানায় তবাবদানৈশ্চিরং মদীয়া রসনোঽধুরেয়ম্ ॥ ৭৯ ॥

সর্বাণি শস্ত্রাণি তবাঙ্গচক্রৈরাবির্ভবন্তু ত্বয়ি শত্রুজেত্রে।
অবাপ্যমস্মাদধিকং ন কিঞ্চিজ্জাগর্তি বীরব্রতদীক্ষিতানাম্ ॥ ৮০ ॥

কৃচ্ছ্রং গতস্যাপি দশাবিপাকং ধর্মান্ন চেতঃ স্খলতু ত্বদীয়ম্।
অমুত্রতঃ পুণ্যমনন্যভক্তেঃ স্বহস্তবাস্তব্য ইব ত্রিবর্গঃ ॥ ৮১ ॥

স্মিতাঞ্চিতাং বাচমবোচদেনং প্রসন্নচেতা নৃপতিং প্রচেতাঃ।
প্রদায় ভৈমীমধুনা বরৌ তু দদামি তদ্ যৌতককৌতুকেন ॥ ৮২ ॥

যত্রাভিলাষস্তব তত্র দেশে নন্বস্তু ধন্বন্যপি তূর্ণমর্ণঃ।
আপো বহন্তীহ হি লোকযাত্রাং যথা ন ভূতানি তথাঽপরাণি ॥ ৮৩ ॥

প্রসারিতাপঃ শুচিভানুনাস্তু মরুঃ সমুদ্রত্বমপি প্রপদ্য।
ভবন্মনস্কারলবোদ্গমেন ক্রমেলকানাং নিলয়ঃ পুরেব ॥ ৮৪ ॥

অম্লানিরামোদভরশ্চ দিব্যঃ পুষ্পেষু ভূয়াদ্ভবদঙ্গসঙ্গাৎ।
দৃষ্টং প্রসূনোপময়া ময়ান্যন্ন ধর্মশর্মোভয়কর্মঠং যৎ ॥ ৮৫ ॥

বাগ্দেবতাপি স্মিতপূর্বমুর্বীসুপর্বরাজং রভসাদ্বভাসে।
ত্বৎপ্রেয়সীসম্মদমাচরন্ত্যা মৎকিং ন কিঞ্চিদ্গ্রহণোচিতং তে ॥ ৮৬ ॥

অথো বিনৈবার্থনয়োপসীদন্নালেপোঽপি ধীরৈরবধীরণীয়ঃ।
মান্যেন মন্যো বিধিনা বিতীর্ণঃ স প্রীতিদায়ো বহু মন্তুমর্হঃ ॥ ৮৭ ॥

অবামাবামার্ধে সকলমুভয়াকারঘটনা-
দ্বিধাভূতং রূপং ভগবদভিধেয়ং ভবতি যৎ।
তদন্তর্মন্ত্রং মে স্মরহরময়ং সেন্দুমমলং
নিরাকারং শশ্বজ্জপ নরপতে ! সিধ্যতু সতে ॥ ৮৮ ॥

সর্বাঙ্গীণরসামৃতস্তিমিতয়া বাচা স বাচস্পতিঃ
স স্বর্গীয়মৃগীদৃশামপি বশীকারায় মারায়তে।

যস্মৈ যঃ স্পৃহয়ত্যনেন স তদেবাপ্নোতি কিং ভূয়সা
যেনায়ং হৃদয়ে স্থিতঃ সুকৃতিনা মন্মন্ত্রচিন্তামণিঃ ॥ ৮৯ ॥
পুষ্পৈরভ্যর্চ্য গন্ধাদিভিরপি সুভগৈশ্চারুহংসেন মাং চে-
ন্নিষ্বান্তীং মন্ত্রমূর্তিং জপতি ময়ি মতিং ন্যস্য মত্যেব ভক্তঃ।
তৎপ্রাপ্তে বৎসরান্তে শিরসি করমসৌ যস্য কস্যাপি ধত্তে
সোঽপি শ্লোকানকাণ্ডে রচয়তি রুচিরান্ কৌতুকং দৃশ্যমস্যাঃ ॥ ৯০ ॥
গুণানামাস্থানীং নৃপতিলকনারীতিবিদিতাং
রসস্ফীতামন্তস্তব চ তব বৃত্তে চ কবিতুঃ।
ভবিত্রী বৈদর্ভীমধিকমধিকণ্ঠং রচয়িতুং
পরীরম্ভক্রীড়াচরণশরণামন্বহমহম্ ॥ ৯১ ॥
ভবদ্বৃত্তস্তোতুর্মদুপহিতকণ্ঠস্য কবিতু-
র্মুখাৎ পুণ্যৈঃ শ্লোকৈস্ত্বয়ি ঘনমুদেয়ং জনমুদে।
ততঃ পুণ্যশ্লোকঃ ক্ষিতিভুবনলোকস্য ভবিতা
ভবানাখ্যাতঃ সন্ কলিকলুষহারী হরিরিব ॥ ৯২ ॥

দেবী চ তে চ জগদুর্জগদুত্তমাঙ্গরত্নায় তে কথয় কং বিতরাম কামম্।
কিঞ্চিত্ত্বয়া ন হি পতিব্রতয়া দুরাপং ভস্মাস্তু যত্তব বত ব্রতলোপমিচ্ছুঃ ॥ ৯৩ ॥

কুটকায়মপহায় নো বপুর্বিভ্রতস্ত্বমসি বীক্ষ্য বিস্মিতা।
আস্তুমাকৃতিমতো মনীষিতাং বিদ্যয়া হৃদি তবাপ্যুদীয়তাম্ ॥ ৯৪ ॥

ইত্থং বিতীর্য বরমম্বরমাশ্রয়ৎসু তেষু ক্ষণাদুদলসদ্দ্বিপুলঃ প্রণাদঃ।
উত্তিষ্ঠতাং পরিজনালপনৈর্নৃপাণাং স্বর্বাসিবৃন্দহতদুন্দুভিনাদসান্দ্রঃ ॥ ৯৫ ॥

ন দোষং বিদ্বেষাদপি নিরবকাশং গুণময়ে
বরেণ প্রাপ্তাস্তে ন সমরসমারম্ভসদৃশম্।
জগুঃ পুণ্যশ্লোকং প্রতিনৃপতয়ঃ কিন্তু বিদধুঃ
স্বনিশ্বাসৈর্ভৈমীহৃদয়মুদয়ন্নির্ভরদয়ম্ ॥ ৯৬ ॥

ভূভৃদ্ভির্ভলম্ভিতাহসৌ করুণরসনদীমূর্তিমদ্দেবতাত্বং
তাতেনাভ্যর্থ্য যোগ্যাঃ সপদি নিজসখীর্দাপয়ামাস তেভ্যঃ।
বৈদভ্যাস্তেঽপ্যলাভাৎকৃতগমনমনঃপ্রাণবাঞ্ছাং বিজঘ্নুঃ
সখ্যাঃ সংশিষ্য বিদ্যাঃ সততধৃতবয়স্যানুকারাভিরাভিঃ ॥ ৯৭ ॥

অহহ সহ মঘোনা শ্রীপ্রতিষ্ঠাসমানে নিলয়মভি নলেঽথ স্বং প্রতিষ্ঠাসমানে।
অপতদমরভর্তুর্মূর্তিবন্ধেব কীর্তির্গলদলিমধুবাষ্পা পুষ্পবৃষ্টির্নভস্তঃ ॥ ৯৮ ॥

স্বস্যামরৈর্নৃপতিমংশমমুং ত্যজদ্ভিরংশচ্ছিদাকদনমেব তদাধ্যগামি।
উৎকা স্ম পশ্যতি নিবৃত্য নিবৃত্য যান্তী বাগ্দেবতাপি নিজবিভ্রমধাম ভৈমীম্ ॥৯৯॥

সানন্দং তনুজাবিবাহনমহে ভীমঃ স ভূমীপতি-
র্বৈদর্ভীনিষধেশ্বরৌ নৃপজনানিষ্টোক্তিনিমুক্তয়ে।

স্বানি স্বানি ধরাধিপাশ্চ শিবিরান্যুদ্দিশ্য যাস্তঃ ক্রমা-
দেকো দ্বৌ বহবশ্চকার সুজতঃ স্মাতেনিরে মঙ্গলম্ ॥ ১০০ ॥

শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালংকারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্।
যাতস্তস্য চতুর্দশঃ শরদিজজ্যোৎস্নাচ্ছসূক্তের্মহা-
কাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ ॥ ১০১

× × × × × × × × × × × × পঞ্চদশঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

অথোপকার্যাং নিষধাবনীপতির্নিজামযাসীদ্বরণস্রজাঞ্চিতঃ।
বসূনি বর্ষন্ সুবহূনি বন্দিনাং বিশিষ্য ভৈমীগুণকীর্তনাকৃতাম্ ॥ ১ ॥

তথা পথি ত্যাগময়ং বিতীর্ণবান্ যথাতিভারাধিগমেন মাগধৈঃ।
তৃণীকৃতং রত্ননিকায়মুচ্চকৈশ্চিকায় লোকশ্চিরমুঞ্ছমুৎসুকঃ ॥ ২ ॥

ব্রপাস্য ন স্যাৎ দর্শি প্রিয়াম্বয়াৎ কুতোঽতিরূপঃ সুখভাজনং জনঃ।
অমূদৃশী তৎকবিবন্দিবর্ণনৈরপাকৃতা রাজকরঞ্জিলোকবাক্ ॥ ৩ ॥

অদোষতামেব সতাং বিবৃণ্বতে দ্বিষাং মৃষাদোষকণাধিরোপণাঃ।
ন জাতু সত্যে সতি দূষণে ভবেদলীকমাধাতুমবদ্যমুদ্যমঃ ॥ ৪ ॥

বিদর্ভরাজোঽপি সমং তনূজয়া প্রবিশ্য হৃষ্যন্নবরোধমাত্মনঃ।
শশংস দেবীমনুজাতসংশয়াং প্রতীচ্ছ জামাতরমুৎসুকে! নলম্ ॥ ৫ ॥

তনুশ্রিয়া যস্য তৃণং স মন্মথঃ কুলশ্রিয়া যঃ পবিতাস্মদন্বয়ম্।
জগত্রয়ীনায়কমেলকে বরং সুতা পরং বেদ বিবেক্তুমীদৃশম্ ॥ ৬ ॥

সুজন্তু পাণিগ্রহমঙ্গলোচিতা মৃগীদৃশঃ! স্ত্রীসময়স্পৃশঃ ক্রিয়াঃ।
শ্রুতিস্মৃতীনাং তু বয়ং বিদধ্মহে বিধীনিতি স্মাহ চ নির্যযৌ চ সঃ ॥ ৭ ॥

নিরীয় ভূপেন নিরীক্ষিতাননা শশংস মৌহূর্তিকসংসদংশকম্।
গুণৈরবীনৈরুদয়াস্তনিস্তুষং তদা স দাতুং তনয়াং প্রচক্রমে ॥ ৮ ॥

অথাবদন্দূতমুখঃ স নৈষধং কুলং চ বালা চ মমানুকম্প্যতাম্।
স পল্লবত্বদ্য মনোরথাঙ্কুরশ্চিরেণ নস্ত্বচ্চরণোদকৈরিতি ॥ ৯ ॥

ততোত্থিতং ভীমবচঃপ্রতিধ্বনিং নিপীয় দূতস্য স বক্তৃগহ্বরাৎ।
ব্রজামি বন্দে চরণৌ গুরোরিতি ব্রুবন্ প্রদায় প্রজিঘায় তং বহু ॥ ১০ ॥

নিপীতদূতালপিতস্ততো নলং বিদর্ভভর্তাগময়াংবভূব সঃ।
নিশাবসানে শ্রুততাম্রচূড়বাগ্ যথা রথাঙ্গস্তপনং ধৃতাদরঃ ॥ ১১ ॥

ক্বচিত্তদালেপনদানপণ্ডিতা কমপ্যহংকারমগাৎ পুরন্ধ্রিকা।
অলম্ভি তুঙ্গাসনসন্নিবেশনাদপুণ্পনির্মাণবিদগ্ধয়াদরঃ ॥ ১২ ॥

মুখানি মুক্তামণিতোরণোদ্গতৈর্মরীচিভিঃ পাণ্ডুবিলাসমাশ্রিতৈঃ।
পুরস্য তস্যাখিলবেশ্মনামপি প্রমোদহাসচ্ছুরিতানি রেজিরে॥ ১৩॥

পথামনীয়ন্ত তথাধিবাসনাম্মধুব্রতানামপি দত্তবিভ্রমাঃ।
বিতানতামাতপনির্ভয়াস্তদা পটাচ্ছিদাকালিকপুষ্পজাঃ স্রজঃ॥ ১৪॥

বিভূষণৈঃ কঞ্চুকিতা বভুঃ প্রজা বিচিত্রচিত্রৈঃ স্নপিতত্বিষো গৃহাঃ।
বভূব তস্মিন্মণিকুট্টিমৈঃ পুরে বপুঃ স্বমুর্ব্যাং পরিবর্তিতোপমম্॥ ১৫॥

তদা নিসষ্বানতমাং ঘনং ঘনং ননাদ তস্মিন্নিতরাং ততং ততম্।
অবাপুরুচ্চৈঃ সুষিরাণি রাণিতামমানমানন্ধময়ন্তয়াধ্বনীং॥ ১৬॥

বিপঞ্চিরাচ্ছাদি ন বেণুভির্ন তে প্রণীতগীতৈর্ন চ তেঽপি ঝর্ঝরৈঃ।
ন তে হুডুক্কেন ন সোঽপি ঢক্কয়া ন মর্দলৈঃ সাপি ন তেঽপি ঢক্কয়া॥ ১৭॥

বিচিত্রবাদিত্রনিনাদমূর্ছিতঃ সুদূরচারী জনতামুখারবঃ।
মমৌ ন কর্ণেষু দিগন্তদন্তিনাং পয়োধিপূরপ্রতিনাদমেদুরঃ॥ ১৮॥

উদস্য কুম্ভীরথ শাতকুম্ভজা শ্চতুষ্কচারুত্বিষি বেদিকোদরে।
যথাকুলাচারমথাবনীন্দ্রজাং পুরন্ধ্রিবর্গঃ স্নপয়াংবভুব তাম্॥ ১৯॥

বিজিত্য দাস্যাদিব বারিহারিতামবাপিতাস্তৎকুচয়োর্ঘয়েন তাঃ।
শিখামবাঙ্ক্ষুঃ সহকারশাখিনস্ত্রপাভরম্লানিমিবানতৈর্মুখৈঃ॥ ২০॥

অসৌ মুহুর্জাতজলাভিষেচনা ক্রমাদ্দুকূলেন সিতাংশুনোজ্জ্বলা।
দ্বয়স্য বর্ষাশরদাং তদাতনীং সনাভিতাং সাধু ববন্ধ সন্ধ্যয়া॥ ২১॥

অসৌ প্রভিন্নাম্বুদদুর্দিনীকৃতাং নিনিন্দ চন্দ্রদ্যুতিসুন্দরীং দিবম্।
শিরোরুহোঘেণ ঘনেন বর্ষতা কচিদ্দুকূলেন সিতাংশুনোজ্জ্বলা॥ ২২॥

বিরেজিরে তচ্চিকুরোৎকরাঃ কিরাঃ ক্ষণং গলন্নির্মলবারিবিপ্রুষাম্।
তমঃসুহৃচ্চামরনির্জয়ার্জিতাঃ সিতা বসন্তঃ খলু কীর্তিমুক্তিকাঃ॥ ২৩॥

মৃদীয়সা স্নানজলস্য বাসসা প্রমার্জনেনাধিকমুজ্জ্বলীকৃতাঃ।
অদভ্রমভ্রাজত সাশ্মশাণনাৎ প্রকাশরোচিঃ প্রতিমেব হেমজা॥ ২৪॥

তদা তদঙ্গস্য বিভর্তি বিভ্রমং বিলেপনামোদমুচঃ স্ফুরদ্রুচঃ।
দরস্ফুরৎকাঞ্চনকেতকীদলাৎ সুবর্ণমভ্যস্যতি সৌরভং যদি॥ ২৫॥

অবাপিতায়াঃ শুচিবেদিকান্তরং কলাসু তস্যাঃ সকলাসু পণ্ডিতাঃ।
ক্ষণেন সখ্যশ্চিরশিক্ষণৈঃ স্ফুটং প্রতিপ্রতীকং প্রতিকর্ম নির্মমুঃ॥ ২৬॥

বিনাপি ভূষামবধিঃ শ্রিয়ামিয়ং ব্যভূষি বিজ্ঞাভিরদর্শি চাধিকা।
ন ভূষয়ৈবাধিকচকান্তি কিন্তু সানয়েতি কস্যাস্তু বিচারচাতুরী॥ ২৭॥

বিধায় বন্ধূকপয়োজপুঞ্জনে কৃতাং বিধোর্গন্ধফলীবলিশ্রিয়ম্।
নিনিন্দ লব্ধাধরলোচনার্চনং মনঃশিলাচিত্রকমেত্য তন্মুখম্॥ ২৮॥

মহীমঘোনাং মদান্ধতাতমীতমঃপটারম্ভণতন্তু সন্ততিঃ।
অবন্ধি তন্মূর্ধজপাশমঞ্জরী কয়াপি ধূপগ্রহধূমকোমলা॥ ২৯॥

পুনঃ পুনঃ কাচন কুর্বতী কচচ্ছটাধিয়া ধূপজধূমসংযমম্ ।
সখী স্মিতৈস্তৰ্কিততন্নিজভ্রমা ববন্ধ তস্মাদ্ধজচামরং চিরাৎ ॥ ৩০ ॥

বলস্য কৃষ্ণেব হলেন ভাতি যা কলিন্দকন্যা ঘনভঙ্গভঙ্গুরা ।
তদাপিতৈস্তাং করুণস্য কুড্মলৈর্জহাস তস্যাঃ কুটিলা কচচ্ছটা ॥ ৩১ ॥

ধৃতৈতয়া হাটকপট্টিকালিকে বভূব কেশাম্বুদাবিদ্যুদেব সা ।
মুখেন্দুসম্বন্ধবশাৎ সুধাজুষঃ স্থিরত্বমূহে নিয়তং তদায়ুষঃ ॥ ৩২ ॥

ললাটিকাসীমনি চূর্ণকুন্তলা বভুঃ স্ফুটং ভীমনরেন্দ্রজন্মনঃ ।
মনঃশিলাচিত্রকদীপসম্ভবা ভ্রমীভৃতঃ কজ্জলধূমবল্লয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

অপাঙ্গমালিঙ্গ্য তদীয়মুচ্চকৈরদীপি রেখা জনিতাঞ্জনেন যা ।
অপাতি সূত্রং তদিব দ্বিতীয়য়া বয়ঃশ্রিয়া বর্ধয়িতুং বিলোচনে ॥ ৩৪ ॥

অনঙ্গলীলাভিরপাঙ্গধাবিনঃ কনীনিকানীলমণেঃ পুনঃ পুনঃ ।
তমিস্রবংশপ্রভবেন রশ্মিনা স্বপন্ধিতঃ সা কিমরঞ্জি নাঞ্জনৈঃ ॥ ৩৫ ॥

অসেবিষাতাং সুষমাং বিদর্ভজাদৃশাববাপ্যাঞ্জনরেখয়াঽন্বয়ম্ ।
ভুজদ্বয়জ্যাকিণপন্ধিতস্পৃশোঃ স্মরেণ বাণীকৃতয়োঃ পয়োজয়োঃ ॥ ৩৬ ॥

তদক্ষিতৎকালতলাগসা নখং নিখায় কৃষ্ণস্য মৃগস্য চক্ষুষী ।
বিধির্যদুদ্ধর্তুমিয়েষ তত্তয়োরদূরবর্তিক্ষততা স্ম শংসতি ॥ ৩৭ ॥

বিলোচনাভ্যামতিমাত্রপীড়িতে বতংসনীলাম্বুরুহদ্বয়ীং খলু ।
তয়োঃ প্রতিদ্বন্দ্বিধিয়াধিরোপয়াংবভূবতুর্ভীমসুতাশ্রুতী ততঃ ॥ ৩৮ ॥

ধৃতং বতংসোৎপলযুগ্মমেতয়া ব্যরাজদস্যাং পতিতে দৃশাবিব ।
মনোভুবাধ্যং গমিতস্য পশ্যতঃ স্থিতে লগিত্বা রসিকস্য কস্যচিৎ ॥ ৩৯ ॥

বিদর্ভপুত্রীশ্রবণাবতংসিকামণীমহশ্চাপপলাশকিংশুকে ।
উদীতনেত্রোৎপলবাণসম্ভৃতির্নলং পরং লক্ষ্যমবৈক্ষত স্মরঃ ॥ ৪০ ॥

অনাচরতথামুষাবিচারণাং তদাননং কর্ণলতাযুগেন কিম্ ।
ববন্ধ জিত্বা মণিকুণ্ডলে বিধুদ্বিচন্দ্রবুদ্ধ্যা কথিতাবসূয়কৌ ॥ ৪১ ॥

অবাদি ভৈমী পরিধাপ্য কুণ্ডলে বয়স্যয়াভ্যামভিতঃ সমন্বয়ঃ ।
ত্বদাননেন্দোঃ প্রিয়কামজন্মনি শ্রয়ত্যয়ং দৌরুধরীং ধুরং ধ্রুবম্ ॥ ৪২ ॥

নিবেশিতং যাবকরাগদীপ্তয়ে লগত্তদীয়াধরসীম্নি সিক্থকম্ ।
ররাজ তত্রৈব নিবস্তুমুৎসুকং মধূনি নিধূয় সুধাসধর্মণি ॥ ৪৩ ॥

স্বরেণ বীণেত্যবিশেষণং পুরা স্ফুরত্তদীয়া খলু কণ্ঠকন্দলী ।
অবাপ্য তন্ত্রীরথ সপ্ত মৌক্তিকাসরানরাজৎ পরিবাদিনী স্ফুটম্ ॥ ৪৪ ॥

উপাস্যমানাবিব শিক্ষিতুং ততো মদুত্বমপ্রৌঢ়মৃণালনালয়া ।
ররাজতুর্মাঙ্গলিকেন সঙ্গতৌ ভুজৌ সুদত্যা বলয়েন কম্বুনঃ ॥ ৪৫ ॥

পদদ্বয়েঽস্যা নবযাবরঞ্জনা জনৈস্তদানীমুদনীয়তার্পিতা ।
চিরায় পদ্মৌ পরিরভ্য জাগ্রতী নিশীব বিশ্লিষ্য নবা রবিদ্যুতিঃ ॥ ৪৬ ॥

কৃতাপরাধঃ স্মৃতনোরনন্তরং বিচিন্ত্য কান্তেন সমং সমাগমম্।
স্ফুটং সিষেবে কুসুমেষুপাবকঃ স রাগচিহ্নশ্চরণৌ ন যাবকঃ ॥ ৪৭ ॥

স্বয়ং তদঙ্গেষু গতেষু চারুতাং পরম্পরেণৈব বিভূষিতেষু চ।
কিমুচিরেঽলংকরণানি তানি তদ্ বৃথৈব তেষাং করণং বভূব যৎ ॥ ৪৮ ॥

ক্রমাধিকামুত্তরমুত্তরং শ্রিয়ং পুপোষ যাং ভূষণচুম্বনৈরিয়ম্।
পুরঃ পুরস্তস্থুষি রামণীয়কে তয়া ববাধেঽবধিবুদ্ধিধোরণিঃ ॥ ৪৯ ॥

মণীসনাভৌ মুকুরস্য মণ্ডলে বভৌ নিজাস্যপ্রতিবিম্বদর্শিনী।
বিধোরদূরং স্বমুখং বিধায় সা নিরূপয়ন্তীব বিশেষমেতয়োঃ ॥ ৫০ ॥

জিতস্তদাস্যেন কলানিধির্দধে দ্বিচন্দ্রধীসাক্ষিকমায়কায়তাম্।
তথাপি জিগ্যে যুগপৎসখীযুগপ্রদর্শিতাদর্শবহূভবিষ্ণুনা ॥ ৫১ ॥

কিমালিযুগ্মার্পিতদর্পণদ্বয়ে তদাস্যমেকং বহু চান্যদম্বুজম্।
হিমেষু নির্বাপ্য নিশাসমাধিভিস্তদীয়সালোক্যমিতং ব্যলোক্যত ॥ ৫২ ॥

পলাশদামেতিমিলচ্ছিলীমুখৈবৃতা বিভূষামণিরশ্মিকামুকৈঃ।
অলক্ষি লক্ষৈর্ধনুষামসৌ তদা রতীশসর্বস্বতয়ার্থভিরক্ষিতা ॥ ৫৩ ॥

বিশেষতীর্থৈরিব জহ্নুনন্দনা গুণৈরিবাজানিকরাগভূমিতা।
জগাম ভাগ্যৈরিব নীতিরুজ্জ্বলৈর্বিভূষণৈস্তৎসুষমা মহার্ঘতাম্ ॥ ৫৪ ॥

নলাৎস্ববৈশ্বস্ত্যমনাপ্তুমানতা নৃপাস্ত্রিয়ো ভীমমহোৎসবাগতাঃ।
তদাশ্রলাক্ষামদধন্ত মঙ্গলং শিরঃসু সিন্দূরমিব প্রিয়ায়ুষে ॥ ৫৫ ॥

অমোঘভাবেন সনাভিতাং গতাঃ প্রসন্নগীর্বাণবরাক্ষরস্রজাম্।
ততঃ প্রণম্রাধিজগাম সা হ্রিয়া গুরুগুরুব্রহ্মপতিব্রতাশিষঃ ॥ ৫৬ ॥

তথৈব তৎকালমথানুজীবিভিঃ প্রসাধনাসঞ্জনশিল্পপারগৈঃ।
নিজস্য পাণিগ্রহণক্ষণোচিতা কৃতা নলস্যাপি বিভোর্বিভূষণা ॥ ৫৭ ॥

নৃপস্য তত্রাধিকৃতাঃ পুনঃ পুনর্বিচার্য তান্ বন্ধমবাপিপন্ কচান্।
কলাপলীলোপনিধির্গুরুত্তাজঃ স যৈরপালাপি কলাপিসম্পদঃ ॥ ৫৮ ॥

পতত্রিণাং দ্রাঘিমশালিনা ধনুর্গুণেন সংযোগজুষাং মনোভুবঃ।
কচেন তস্যার্জিতমার্জনশ্রিয়া সমেত্য সৌভাগ্যমলম্ভি কুড্মলৈঃ ॥ ৫৯ ॥

অনর্ঘরত্নৌঘময়েন মণ্ডিতো ররাজ রাজা মুকুটেন মূর্ধনি।
বনীপকানাং স হি কল্পভূরুহস্ততো বিমুঞ্চন্নিব মঞ্জুমঞ্জরীঃ ॥ ৬০ ॥

নলস্য ভালে মণিবীরপট্টিকানিভেন লগ্নঃ পরিধির্বিধোর্বভৌ।
তদা শশাঙ্কাধিকরূপতাং গতে তদাননে মাতুমশক্নুবন্নিব ॥ ৬১ ॥

বভূব ভৈম্যাঃ খলু মানসৌকসং জিঘাংসতো ধৈর্যভরং মনোভুবঃ।
উপভ্রু তদ্বর্তুলচিত্ররূপতা ধনুঃসমীপে গুলিকেব সম্ভৃতা ॥ ৬২ ॥

অচুম্বি যা চন্দনবিন্দুমণ্ডলী নলীয়বক্ত্রেণ সরোজতর্জিনা।
শ্রিয়ং শ্রিতা কাচন তারকাসখী কৃতা শশাঙ্কস্য তয়াঙ্কবর্তিনী ॥ ৬৩ ॥

ন যাবদগ্নিভ্রমমেত্যুদঢ়তাং নলস্য ভৈমীতি হরেদ্রাশয়া।
স বিন্দুরিন্দুঃ প্রহিতঃ কিমস্য সা ন বেত্তি ভালে পঠিতুং লিপীমিব ॥ ৬৪ ॥

কপোলপালীজনিজানুবিম্বয়োঃ সমাগমাৎ কুণ্ডলমণ্ডলদ্বয়ী।
নলস্য তৎকালমবাপ চিত্তভূরথস্ফুরচ্চক্রচতুষ্কচারুতাম্ ॥ ৬৫ ॥

শ্রিতাস্য কণ্ঠং গুরুবিপ্রবন্দনাদ্বিনম্রমৌলেশ্চিবুকাগ্রচুম্বিনী।
অবাপ মুক্তাবলিরাস্যচন্দ্রমঃস্রবৎসুধাতুন্দিলবিন্দুবৃন্দতাম্ ॥ ৬৬ ॥

যতোঽর্জনি শ্রীর্বলবান্ বলং দ্বিষন্ বভূব যস্যাজিষু বারণেন সঃ।
অপূপুরস্তান্ কমলার্থিনো ঘনান্ সমুদ্রভাবং স বভার তদ্ভুজঃ ॥ ৬৭ ॥

কৃতার্থয়ন্নর্থিজনাননারতং বভূব তস্যামরভূরুহঃ করঃ।
তদীয়মূলে নিহিতং দ্বিতীয়বদ্ ধ্রুবং দধে কঙ্কণমালবালতাম্ ॥ ৬৮ ॥

ররাজ দোর্মণ্ডনমণ্ডলীজুষোঃ স বজ্রমাণিক্যসিতারুণাত্বিষোঃ।
মিষেণ বর্ষন্ দশদিঙ্মুখোন্মুখৌ যশঃপ্রতাপাববনীজয়ার্জিতৌ ॥ ৬৯ ॥

ঘনে সমস্তাপঘনাবলম্বিনাং বিভূষণানাং মণিমণ্ডলে নলঃ।
স্বরূপরেখামবলোক্য নিষ্ফলীচকার সেবাচণদর্পণার্পণাম্ ॥ ৭০ ॥

ব্যলোকি লোকেন ন কেবলং চলন্মুদা তদীয়াভরণার্পণাদ্যুতিঃ।
অদর্শি বিস্ফারিতরত্নলোচনৈঃ পরস্পরেণেব বিভূষণৈরপি ॥ ৭১ ॥

ততোঽনু বার্ষ্ণেয়নিয়ন্তৃকং রথং যুধি ক্ষিতারিক্ষিতিভৃজ্জয়দ্রথঃ।
নৃপঃ পৃথাসূনুরিবাধিরূঢ়বান্ স জন্যযাত্রামুদিতঃ কিরীটবান্ ॥ ৭২ ॥

বিদর্ভনাম্নিস্ত্রিদিবস্য বীক্ষিতুং রসোদয়াদম্বরসম্ভ্রমুজ্জ্বলম্।
গৃহাদ্গৃহাদেত্য ধৃতপ্রসাধনা ব্যরাজয়ন্ রাজপথানথাধিকম্ ॥ ৭৩ ॥

অজানতী কাপি বিলোকনোৎসুকা সমীরধূতাধর্মপি স্তনাংশুকম্।
কুচেন তস্মৈ চলতেঽকরোৎপুরঃ পুরাঙ্গনা মঙ্গলকুম্ভসম্ভৃতিম্ ॥ ৭৪ ॥

সখীর্নলং দর্শয়মানয়াঙ্কতো জবাদুদস্তস্য করস্য কঙ্কণে।
বিবজ্য হারৈস্ত্রুটিতৈরতর্কিতৈঃ কৃতং কয়াপি ক্ষণলাজমোক্ষণম্ ॥ ৭৫ ॥

লসন্নখাদর্শমুখাম্বুজস্মিতপ্রসূনবাণীমধুপাণিপল্লবম্।
যিষাসতস্তস্য নৃপস্য জজ্ঞিরে প্রশস্তবস্তূনি তদেব যৌবতম্ ॥ ৭৬ ॥

করস্থতাম্বূলজিঘৎসুরেকিকা বিলোকনৈকাগ্রবিলোচনোৎপলা।
মুখে নিচিক্ষেপ মুখদ্বিরাজতারুষেব লীলাকমলং বিলাসিনী ॥ ৭৭ ॥

কয়াপি বীক্ষাবিমনস্কলোচনে সম্রাজ এবোপপতেঃ সমীয়ুষঃ।
ঘনং সবিঘ্নং পরিরম্ভসাহসৈস্তদা তদালোকনমন্বভূয়ত ॥ ৭৮ ॥

দিদৃক্ষুরন্যা বিনিমেষবীক্ষণাং নৃণামযোগ্যাং দধতী তনুশ্রিয়ম্।
পদাগ্রমাত্রেণ যদস্পৃশন্মহীং ন তাবতা কেবলমপ্সরোঽভবৎ ॥ ৭৯ ॥

বিভূষণস্রংসনশংসনার্পিতৈঃ করপ্রহারৈরপি ধূননৈরপি।
অমাস্তমস্তঃ প্রসভং পুরাঽপরা সখীষু সংমাপয়তীব সংমদম্ ॥ ৮০ ॥

বতংসনীলাম্বুরুহেণ কিং দৃশা বিলোকমানে বিমনীবভূবতুঃ।
অপি শ্রুতী দর্শনসক্তচেতসাং ন তেন তে শুশ্রুবতুর্মৃগীদৃশাম্ ॥ ৮১ ॥

কাশ্চিন্নির্মায় চক্ষুঃপ্রসৃতিচুলুকিতং তাম্বশক্তস্ত কান্তা
মৌগ্ধ্যাদাচূড়মোঘৈর্নিচুলিতমিব তং ভূষণানাং মণীনাম্।
সাহস্রীভির্নিমেষাকৃতমতিভিরয়ং দৃগ্ভিরালিঙ্গিতঃ কিং
জ্যোতিষ্টোমাদিযজ্ঞশ্রুতিফলজগতীসার্বভৌমভ্রমেণ ॥ ৮২ ॥

ভবন্ স্বদ্যুম্নঃ স্ত্রী নরপতিরভূদ্ যস্য জননী
তমুর্বশ্যাঃ প্রাণানাপি বিজয়মানস্তনুরুচা।
হরারম্ভক্রোধেন্ধনমদনসিংহাসনমসা-
বলংকর্মীণশ্রীরুদভবদলংকর্তুমধুনা ॥ ৮৩ ॥

অর্থী সর্বসুপর্বণাং পতিরসাবেতস্য যূনঃ কৃতে
পর্যত্যাজি বিদর্ভরাজসুতয়া যুক্তং বিশেষজ্ঞয়া।
অস্মিন্নাম তয়া বৃতে সুমনসঃ সন্তোঽপি যন্নির্জরা
জাতা দুর্মনসো ন সোঢ়ুমুচিতা স্তেষাং তু সাঽনৌচিতী ॥ ৮৪ ॥

অস্যোৎকণ্ঠিতকণ্ঠলোঠিবরণস্রক্সাক্ষিভির্দিগ্ভটৈঃ
স্বং বক্ষঃ স্বয়মস্ফুটন্ন কিমদঃ শস্ত্রাদপি স্ফোটিতম্।
ব্যাবৃত্ত্যোপগতেন হা শতমখেনাদ্য প্রসাদ্যা কথং
ভৈম্যাং ব্যর্থমনোরথেন চ শচী সাচীকৃতাস্যাম্বুজা ॥ ৮৫ ॥

মা জানীত বিদর্ভজামবিদুষীং কীর্তিং মুদঃ শ্রেয়সীং
সেযং ভদ্রমচীকরন্মঘবতা ন স্বং দ্বিতীয়াং শচীম্।
কঃ শস্যা রচয়াংচকার চরিতে কাব্যং স নঃ কথ্যতা-
মেতস্যাস্তু করিষ্যতে রসধুনীপাত্রে চরিত্রে ন কেঃ ॥ ৮৬ ॥

বৈদর্ভী বহুজন্মনির্মিততপঃশিল্পেন দেহশ্রিয়া
নেত্রাভ্যাং স্বদতে যুবায়মবনীবাসঃ প্রসূনায়ুধঃ।
গীর্বাণাগ্র্যসার্বভৌমসুকৃতপ্রাগ্ভারদুষ্প্রাপয়া
যোগং ভীমজয়ানুভূয় ভজতামদ্বৈতমদ্য শ্রিয়াম্ ॥ ৮৭ ॥

স্ত্রীপুংসব্যতিষঞ্জনং জনয়তঃ পত্যুঃ প্রজানামভূ-
দভ্যাসঃ পরিপাকিমঃ কিমনয়োর্দাম্পত্যসম্পত্তয়ে।
আসংসারপুরন্ধ্রিপুরুষমিথঃপ্রেমার্পণক্রীড়য়া-
প্যেতজ্জম্পতিগাঢ়রাগরচনাৎ প্রাকর্ষি চেতোভুবঃ ॥ ৮৮ ॥

তাভিদৃশ্যত এষ যান্ পথি মহাজ্যোতীমহে মন্মহে
যদ্দৃগ্ভিঃ পুরুষোত্তমঃ পরিচিতঃ প্রাঙ্মণ্ডনংকৃতঃ।
সা স্ত্রীরাট্ পতয়ালুভিঃ শিতিসিতৈঃ স্যাদস্য দৃক্‌চামরৈঃ
সঙ্গেন মাবমঘাতিঘাতিযমুনাগঙ্গৌঘযোগে যয়া ॥ ৮৯ ॥

বৈদর্ভীবিপুলানুরাগকলনাৎ সৌভাগ্যমত্রাখিল-
ক্ষোণীচক্রশতক্রতৌ নিজগদে তদ্বস্তুবস্তুক্রমৈঃ।

কিঞ্চাগমাকনরেন্দ্রভূসুভগতাসম্ভূতয়ে লগ্নকং
দেবেন্দ্রাবরণপ্রসাদিতশচীবিশ্রাণিতাশীঃস্রুতিঃ ॥ ৯০ ॥

আসন্নামমপাসনাম্মখভুজাং ভৈম্যেব রাজব্রজে
তাদর্থ্যাগমনানুরোধপরয়া যন্ত্রাজি লজ্জামৃজা।
আত্মানং ত্রিদশপ্রসাদফলতাং পত্যে বিধায়ানয়া
হ্রীরোষাপযশঃকথানবসরঃ সৃষ্টঃ সুরাণামপি ॥ ৯১ ॥

ইত্যালেপনুরনুপ্রতীকনিলয়ালংকারসারশ্রিয়া-
হংকুর্বন্তনুরামণীয়কমমুরালোক্য পৌরস্ত্রিয়ঃ।
সানন্দাঃ কুরুবিন্দসুন্দরকরস্যানন্দনং স্যন্দনং
তস্যাধ্যাস্য যতঃ শতক্রতুহরিৎক্রীড়াদ্রিনিন্দোরিব ॥ ৯২ ॥

শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালংকারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্।
যাতঃ পঞ্চদশঃ কৃশেতররসম্বাদাবিহায়ং মহা-
কাব্যে তস্য হি বৈরসেনিচরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ ॥ ৯৩ ॥

× × × × × × × × × × × × ষোড়শঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

বৃতঃ প্রতস্থে স রথৈরথো রথী গৃহান্ বিদর্ভাধিপতের্ধরাধিপঃ।
পুরোধসং গৌতমমাত্মবিত্তমং দ্বিধা পুরস্কৃত্য গৃহীতমঙ্গলঃ ॥ ১ ॥

স্বভূষণাংশুপ্রতিবিম্বিতৈঃ স্ফুটং ভৃশাবদাতৈঃ স্বনিবাসিভির্গুণৈঃ।
মৃগেক্ষণানাং সমুপাসি চামরৈর্বিধূয়মানৈঃ স বিধুপ্রভৈঃ প্রভুঃ ॥ ২ ॥

পরার্ধ্যবেষাভরণৈঃ পুরঃসরৈঃ সমং জিহানে নিষধাবনীভুজি।
দধে সুনাসীরপদাভিধেয়তাং স রুঢ়িমাত্রাদ্ যদি বৃত্রশাত্রবঃ ॥ ৩ ॥

নলস্য নাসীরসুজাং মহীভুজাং কিরীটরত্নৈঃ পুনরুক্তদীপয়া।
অদীপি রাত্রৌ বরযাত্রয়া তয়া চমূরজোমিশ্রতমিস্রসম্পদা ॥ ৪ ॥

বিদর্ভরাজঃ ক্ষিতিপাননুক্ষণং শুভক্ষণাসন্নতরত্বসত্বরঃ।
দিদেশ দূতান্ পথি যান্ যথোত্তরং চমূমমুষ্যোপচিকায় তচ্চরঃ ॥ ৫ ॥

হরিদ্বিপদ্বীপিভিরাংশুকৈর্নভো নভস্বদাধ্মাপনপীনিতৈরভূৎ।
তরস্বদশ্বধ্বজিনীধ্বজৈর্বনং বিচিত্রচীনাম্বরবল্লিবেল্লিতম্ ॥ ৬ ॥

ধ্রুবাহ্বয়ন্তীং নিজতোরণস্রজা গজালিকর্ণানিলখেলয়া ততঃ।
দদর্শ দূতীমিব ভীমজন্মনঃ স তৎপ্রতীহারমহীং মহীপতিঃ ॥ ৭ ॥

শ্লথৈর্দলৈঃ স্তম্ভযুগস্য রম্ভয়োশ্চকাস্তি চণ্ডাতকমণ্ডিতা স্ম সা।
প্রিয়াসখীবাস্য মনঃস্থিতিস্ফুরৎসুস্বাগতপ্রশ্নিতভূষণিঃস্বনা ॥ ৮ ॥

বিনেতৃভর্তৃদ্বয়ভীতিদাস্তয়োঃ পরস্পরস্মাদনবাপ্তবৈশসঃ।
অজায়ত দ্বারি নরেন্দ্রসেনয়োঃ সমাগমঃ স্ফারমুখারবোদ্গমঃ ॥ ৯ ॥

নির্দেশ্য বন্ধুনিত ইত্যুদীরিতং দমেন গত্বাধ্বপথে কৃতাহ্নম্ ।
বিনীতমা দ্বারত এব পশ্যতাং গতং তমৈক্ষিষ্ট মুদা বিদর্ভরাট্ ॥ ১০ ॥

অথায়মুত্থায় বিসার্য দোর্যুগং মুদা প্রতীয়েষ তমাত্মজন্মনঃ ।
সুরস্রবন্ত্যা ইব পাত্রমাগতং ভৃতাভিতো বীচিততিঃ সরিৎপতিঃ ॥ ১১ ॥

যথাবদস্মৈ পুরুষোত্তমায় তাং স সাধুলক্ষ্মীং বহুবাহিনীশ্বরঃ ।
শিবামথ স্বস্য শিবায় নন্দনাং দদে পতিঃ সর্ববিদে মহীভৃতাম্ ॥ ১২ ॥

অসিস্বদদ্ যন্মধুপর্কমর্পিতং স তদ্ব্যধাত্তর্কমুদর্কদর্শনে ।
যদেষ পাস্যন্মধু ভীমজাধরং মিষেণ পুণ্যাহবিধিং তদাকৃত ॥ ১৩ ॥

বরস্য পাণিঃ পরঘাতকৌতুকী বধূকরঃ পঙ্কজকান্তিতস্করঃ ।
সুরাজ্ঞি তৌ তত্র বিদর্ভমণ্ডলে ততো নিবদ্ধৌ কিমু কর্কশৈঃ কুশৈঃ ॥ ১৪ ॥

বিদর্ভজায়াঃ করবারিজেন যন্নলস্য পাণেরুপরি স্থিতং কিল ।
বিশঙ্ক্য সূত্রং পুরুষায়িতস্য তদ্ভবিষ্যতোঽস্মায়ি তদা তদালিভিঃ ॥ ১৫ ॥

সখা যদস্মৈ কিল ভীমসংজ্ঞয়া স যক্ষসখ্যাধিগতং দদৌ ভবঃ ।
দদৌ তদেষ শ্বশুরঃ সুরোচিতং নলায় চিন্তামণিদাম কামদম্ ॥ ১৬ ॥

বহোর্দুরাপস্য বরায় বস্তুনশ্চিতস্য দাতুং প্রতিবিম্বকৈতবাৎ ।
বভৌতরামন্তরবস্থিতং দধদ্ যদর্থমভ্যর্থিতদেয়মর্থিনে ॥ ১৭ ॥

অসিং ভবান্যাঃ ক্ষতকাসরাসুরং বরায় ভীমঃ স্ম দদাতি ভাস্বরম্ ।
দদে হি তস্মৈ ধবনামধারিণে স শম্ভুসম্ভোগনিমগ্নয়ানয়া ॥ ১৮ ॥

অধারি যঃ প্রাঙ্মহিষাসুরদ্বিষা কৃপাণমস্মৈ তমদত্ত কুকুদঃ ।
অহারি তস্যা হি ধবার্ধমজ্জিনা স দক্ষিণার্ধেন পরাঙ্গদারণঃ ॥ ১৯ ॥

উবাহ যঃ সান্দ্রতরাঙ্গকাননঃ স্বশৌর্যসূর্যোদয়পর্বতব্রতম্ !
সনির্ঝরঃ শাণনধৌতধারয়া সমুচ্চসন্ধ্যঃ ক্ষতশত্রুজাসৃজা ॥ ২০ ॥

যমেন জিহ্বা প্রহিতেব যা নিজা তমাত্মজাং যাচিতুমর্থিনা ভৃশম্ ।
স তাং দদেঽস্মৈ পরিবারশোভিনীং করগ্রহার্হামসিপুত্রিকামপি ॥ ২১ ॥

যদঙ্গভূমী বভতুঃ স্বযোষিতামুরোজপত্রাবলিনেত্রকজ্জলে ।
রণস্থলস্থণ্ডিলশায়িতারতৈর্গৃহীতদীক্ষৈরিব দক্ষিণীকৃতে ॥ ২২ ॥

পুরৈব তস্মিন্ সমদেশি তৎসুতাভিকেন যঃ সৌহৃদনাটিনাগ্নিনা ।
নলায় বিশ্রাণয়তি স্ম তং রথং নৃপঃ স্থলৎব্যাদিসমুদ্রকাপথম্ ॥ ২৩ ॥

প্রসূতবক্তা নলকুবরান্বয়প্রকাশিতাস্যাপি মহারথস্য যত্ ।
কুবেরদৃষ্টান্তবলেন পুষ্পকপ্রকৃষ্টতৈতস্য ততোঽনুমীয়তে ॥ ২৪ ॥

মহেন্দ্রমুচ্চৈঃশ্রবসা প্রতার্য যন্নিজেন পত্যাঽকৃত সিন্ধুরশ্বতম্ ।
স তদ্দদেঽস্মৈ হয়রত্নমর্পিতং পুরাঽনুবন্ধুং বরুণেন বন্ধুতাম্ ॥ ২৫ ॥

জবাদবারীকৃতদূরদিক্পথস্তথাক্ষিযুগ্মায় দদে মুদং ন যঃ ।
দর্দাম্দক্ষাদরদাসতাং কথা তত্রৈব তৎপাংসুলকণ্ঠনালতাম্ ॥ ২৬ ॥

দিবস্পতেরাদরদর্শনাদরাদঢৌকি যস্তং প্রতি বিশ্বকর্মণা।
তমেকমাণিক্যময়ং মহোন্নতং পতদ্গ্রহং গ্রাহিতবান্নলেন সঃ॥ ২৭॥

নলেন তাম্বূলবিলাসিনোজ্ঝিতৈর্মুখস্য যঃ পূগকণৈর্ভৃতো ন বা।
ইতি ব্যবেচি স্বময়ূখমণ্ডলাদ্দশদ্দচ্ছারুণচারুণশ্চিরাৎ॥ ২৮॥

ময়েন ভীমং ভগবন্তমর্চতা নৃপেঽপি পূজা প্রভুনাগ্নি যা কৃতা।
অদত্ত ভীমোঽপি স নৈষধায় তাং হরিন্মণেভাজনং মহৎ॥ ২৯॥

ছদে সদৈব চ্ছবিমস্য বিভ্রতাং ন কেকিনাং সর্পবিষং বিসর্পতি।
ন নীলকণ্ঠস্বমধাস্যদত্র চেৎ স কালকূটং ভগবানভোক্ষ্যত॥ ৩০॥

বিরাধ্য দুর্বাসসমস্থলাদ্দিবঃ স্রজং ত্যজন্নস্য কিমিন্দ্রসিন্ধুরঃ।
অদত্ত তস্মৈ স মদস্থলাৎ সদা যমভ্রমাতঙ্গতয়ৈব বর্ষুকম্॥ ৩১॥

মদাস্মদগ্রে ভবতাথবা ভিয়া পরং দিগন্তাদপি যাত জীবত।
ইতি স্ম যো দিক্করিণঃ স্বকর্ণয়োর্বিনৈব বর্ণস্রজমাগতৈর্গতৈঃ॥ ৩২॥

বভার বীজং নিজকীর্তয়ে রদৌ দ্বিষামকীর্ত্যৈ খলু দানবিপ্লুষঃ।
শ্রবঃশ্রমৈঃ কুম্ভকুচাং শিরঃশ্রিয়ং মুদে মদস্বেদবতীমুপাস্ত যঃ॥ ৩৩॥

ন তেন বাহেষু বিবাহদক্ষিণীকৃতেষু সংখ্যানুভবেঽভবৎ ক্ষমঃ।
ন শাতকুম্ভেষু ন মত্তকুম্ভিষু প্রযত্নবান্ কোঽপি ন রত্নরাশিষু॥ ৩৪॥

করগ্রহে বাম্যমধত্ত যস্তয়োঃ প্রসাদ্য বৈম্যানু চ দক্ষিণীকৃতঃ।
কৃতঃ পুরস্কৃত্য ততো নলেন স প্রদক্ষিণস্তৎক্ষণমাশুশুক্ষণিঃ॥ ৩৫॥

স্থিরা ত্বমশ্মেব ভবেতি মন্ত্রবাগনেশদাশাস্য কিমাশু তাং হ্রিয়া।
শিলা চলেৎ প্রেরণয়া নৃণামপি স্থিতেস্তু নাচালি বিড়োজসাপি সা॥ ৩৬॥

প্রিয়াংশুকগ্রন্থিনিবন্ধবাসসং তদা পুরোধা বিদধে বিদর্ভজাম্।
জগাদ বিচ্ছিদ্য পটং প্রযাস্যতো নলাদবিশ্বাসমিবৈষ বিশ্ববিত্॥ ৩৭॥

ধ্রুবাবলোকায় তদুন্মুখভ্রুবা নিদিশ্য পত্যাভিদধে বিদর্ভজা।
কিমস্য ন স্যাদণিমাক্ষিসাক্ষিকস্তথাপি তথ্যো মহিমাগমোদিতঃ॥ ৩৮॥

ধবেন সাদর্শি বধূররুন্ধতীং সতীমিমাং পশ্য গতামিবাণুতাম্।
কৃতস্য পূর্বং হৃদি ভূপতেঃ কৃতে তৃণীকৃতস্বর্গপতেঙ্গনাদিতি॥ ৩৯॥

প্রসূনতা তৎকরপল্লবস্থিতৈরুড়ুচ্ছবিব্যোমবিহারিভিঃ পথি।
মুখেঽমরাণামনলে রদাবলেরভাজি লাজৈরনয়োজ্ঝিতৈর্দ্যুতিঃ॥ ৪০॥

তয়া প্রতীষ্টাহুতিধূমপদ্ধতির্গতা কপোলে মৃগনাভিশোভিতাম্।
যযৌ দৃশোরঞ্জনতাং শ্রুতৌ শ্রিতা তমাললীলামলিকেঽলকায়িতা॥ ৪১॥

অপহ্নুতঃ স্বেদভরঃ করে তয়োস্ত্রপাজুষোর্দানজলৈর্মিলন্মুহুঃ।
দৃশোরপি প্রস্রুতমস্রু সাত্ত্বিকং ঘনৈঃ সমাধীয়ত ধূমলম্বনৈঃ॥ ৪২॥

বহূনি ভীমস্য বসূনি দক্ষিণাং প্রযচ্ছতঃ সত্বমবেক্ষ্য তৎক্ষণম্।
জনেষু রোমাঞ্চিতেষু মিশ্রতাং যযুস্তয়োঃ কণ্টককুড্মলশ্রিয়ঃ॥ ৪৩॥

বভূব ন স্তম্ভবিজিত্বরী তয়োঃ শ্রুতিক্রিয়ারম্ভপরম্পরান্তরা ।
ন কম্পসম্পত্তিমলম্পদগ্রতঃ স্থিতোঽপি বহ্নিঃ সমিধা সমেধিতঃ ॥ ৪৪ ॥

দমস্বসুঃ পাণিমমুষ্য গৃহ্নতঃ পুরোধসা সংবিদধেতরাং বিধেঃ ।
মহর্ষিণেবাঙ্গিরসেন সাঙ্গতা পুলোমজামুদ্বহতঃ শতক্রতোঃ ॥ ৪৫ ॥

স কৌতুকাগারমগাৎ পুরন্ধ্রিভিঃ সহস্ররন্ধ্রীকৃতমীক্ষিতুং ততঃ ।
অধাৎ সহস্রাক্ষতনুত্রমিত্রতামধিষ্ঠিতং যৎ খলু জিষ্ণুনাম্না ॥ ৪৬ ॥

তথাশনায়া নিরশোষি নো হ্রিয়া ন সম্যগালোকি পরস্পরক্রিয়া ।
বিমুক্তসম্ভোগমশায়ি সস্পৃহং বরেণ বধ্বা চ যথাবিধি ত্র্যহম্ ॥ ৪৭ ॥

কটাক্ষণাজ্জন্যজনৈর্নিজপ্রজাঃ ক্বচিৎ পরীহাসমচীকরত্তরাম্ ।
ধরাপ্সরোভির্বরযাত্রয়াগতানভোজয়দ্ভোজকুলাঙ্কুরঃ ক্বচিৎ ॥ ৪৮ ॥

স কাঞ্চিদূচে রচয়ন্তু তেমনোপহারমত্রাঙ্গ ! রুচের্যথোচিতম্ ।
পিপাসতঃ কাঞ্চন সর্বতোমুখং তবার্পয়ন্ত্যামপি কামমোদনম্ ॥ ৪৯ ॥

মুখেন তেঽত্রোপবিশত্বসাবিতি প্রযাচ্য সংস্থানুমীতং খলাহসৎ ।
বরাঙ্গভাগঃ স্বমুখং মতোঽধুনা স হি স্ফুটং যেন কিলোপবিশ্যতে ॥ ৫০ ॥

যুবামিমে মে প্রিয়তমে ইতীরিণো গলে তথোক্তা নিজগুচ্ছমৌক্তিকা ।
ন ভাস্যদস্তুচ্ছগলো বদন্নিতি ন্যধত্ত জন্যস্য ততঃ পরাকৃষৎ ॥ ৫১ ॥

নলায় বালব্যজনং বিধুন্বতী দমস্য দাস্যা নিভৃতং পদেঽর্পিতাৎ ।
অহাসি লোকৈঃ সরটাৎ পটোজ্ঝিনী ভয়েন জঙ্ঘায়তিলঙ্ঘিরংহসঃ ॥ ৫২ ॥

পুরঃস্থলাঙ্গুলমদৃৎ খলা বৃসীমুপাবিশত্তত্র ঋজুর্বরদ্বিজঃ ।
পুনস্তদুত্থাপ্য নিজাসতের্দাঽহসচ্চ পশ্চাৎকৃতপুচ্ছতৎপ্রদা ॥ ৫৩ ॥

স্বরং কথাভির্বরপক্ষসুভ্রুবঃ স্থিরীকৃতায়াঃ পদযুগ্মমন্তরা ।
পরেণ পশ্যান্নিভৃতং ন্যধাপয়দ্দদর্শ চাদর্শতলং হসন্ খলু ॥ ৫৪ ॥

অথোপচারোদ্ধুরচারুলোচনা বিলাসনির্বাসিতধৈর্যসম্পদঃ ।
স্মরস্য শিল্পং বরবর্গবিক্রিয়া বিলোককং লোকমহাসয়ন্মুহুঃ ॥ ৫৫ ॥

তিরোবলদ্বক্ত্রসরোজনালয়া স্মিতে স্মিতং যৎ খলু যূনি বালয়া ।
তয়া তদীয়ে হৃদয়ে নিখায় তদ্ব্যধীয়তাসম্মুখলক্ষ্যবেধিতা ॥ ৫৬ ॥

কৃতং যদন্যংকরণোচিতত্যজা দিদৃক্ষু চক্ষুর্যদবারি বালয়া ।
হৃদস্তদীয়স্য তদেব কামুকে জগাদ বার্তামখিলাং খলং খলু ॥ ৫৭ ॥

জলং দদত্যাঃ কলিতানতের্মুখং ব্যবস্যতা সাহসিকেন চুম্বিতম্ ।
পদে পতদ্বারিণি মন্দপাণিনা প্রতীক্ষিতোঽন্যেক্ষণবঞ্চনক্ষণঃ ॥ ৫৮ ॥

যুবানমালোক্য বিদগ্ধশীলয়া স্বপাণিপাথোরুহনালনির্মিতঃ ।
শ্লথোঽপি সখ্যাং পরিধিঃ কলানিধৌ দধাবহো তং প্রতি গাঢ়বন্ধতাম্ ॥ ৫৯ ॥

নতভ্রুবঃ স্বচ্ছনখানুবিম্বনচ্ছলেন কোঽপি স্ফুটকম্পকণ্টকঃ ।
পয়ো দদত্যাশ্চরণে ভৃশং ক্ষতঃ স্মরস্য বাণৈর শরণে ন্যবিক্ষত ॥ ৬০ ॥

মুখং যদস্মায়ি বিভুজ্য সুভ্রুবা হ্রিয়ং যদালম্ব্য নতাস্যমাসিতম্ ।
অবাদি বা যন্মৃদু গদ্গদং যুবা তদেব জগ্রাহ তদাপ্তিলগ্নকম্ ॥ ৬১ ॥

বিলোক্য যূনা ব্যজনং বিধূন্বতীমবাপ্তসত্ত্বেন ভৃশং প্রসিস্বিদে ।
উদস্তকণ্ঠেন মুখোষ্মনাটিনা বিজিত্য লজ্জাং দদৃশে তদাননম্ ॥ ৬২ ॥

স তৎকুচস্পৃষ্টকচেষ্টদোর্লতাচলন্দলাভব্যজনানিলাকুলঃ ।
অবাপ নলনালজালশৃঙ্খলানিবন্ধনীড়োদ্ভবাবিভ্রমং যুবা ॥ ৬৩ ॥

অবচ্ছটা কাপি কটাক্ষণস্য সা তথৈব ভঙ্গী বচনস্য কাচন ।
যয়া যুবভ্যামনুনাথনে মিথঃ কৃশোঽপি দূতস্য ন শোষিতঃ শ্রমঃ ॥ ৬৪ ॥

পপৌ ন কোঽপি ক্ষণমাসমেলিতং জলস্য গণ্ডূষমুদীতসংমদঃ ।
চুচুম্ব তত্র প্রতিবিম্বিতং মুখং পুরঃস্ফুরত্যাঃ স্মরকার্মুকভ্রুবঃ ॥ ৬৫ ॥

হরিন্মণেভোঞ্জনভাজনেঽর্পিতে গতাঃ প্রকোপং কিল বারযাত্রিকাঃ ।
ভৃতং ন শাকৈঃ প্রবিতীর্ণমস্তি বস্ত্বিষেদমেবং হরিতেতি বোধিতাঃ ॥ ৬৬ ॥

ধ্রুবং বিনীতঃ স্মিতপূর্ববাগ্ যুবা কিমপ্যপৃচ্ছন্ন বিলোকয়ন্ মুখম্ ।
স্থিতাং পুরঃ স্ফাটিককুট্টিমে বধূং তদঙ্ঘ্রিযুগ্মাবনিমধ্যবন্ধদৃক্ ॥ ৬৭ ॥

অমী লসদ্বাষ্পমখণ্ডিতাখিলং বিযুক্তমন্যোন্যমমুক্তমার্দবম্ ।
রসোত্তরং গৌরমপীবরং রসাদভুঞ্জতামোদনমোদনং জনাঃ ॥ ৬৮ ॥

বয়োবশাস্তোকবিকস্বরস্তনীং তিরস্তিরশ্চুম্বতি সুন্দরে দৃশা ।
স্বয়ং কিল স্রস্তমুরঃস্থমম্বরং গুরুস্তনী হ্রীণতরাঽপরাদধে ॥ ৬৯ ॥

যদাদিহেতুঃ সুরভিঃ সমুদ্ভবে ভবেদ্ যদাজ্যং সুরভির্ধ্রুবং ততঃ ।
বধূভিরেভ্যঃ প্রবিতীর্য পায়সং তদোঘকুল্যাতটসৈকতং কৃতম্ ॥ ৭০ ॥

যদপ্যপীতা বসুধালয়ৈঃ সুধা তদপ্যদঃ স্বাদু ততোঽনুমীয়তে ।
অপি ক্রতুষূর্ধ্বদগ্ধগন্ধিনে স্পৃহাং যদস্মৈ দধতে সুধান্ধসঃ ॥ ৭১ ॥

অবোধি নো হ্রীনিভৃতং মদিঙ্গিতং প্রতীত্য বা নাদৃতবত্যসাবিতি ।
লুনাতি যূনঃ স্ম ধিয়ং কিয়দ্গতা নিবৃত্য বালাদরদর্শনেষুণা ॥ ৭২ ॥

ন রাজিকারান্ধমভোজি তত্র কৈর্মুখেন সীৎকারকৃতা দধদ্দধি ।
ধুতোত্তমাঙ্গৈঃ কটুভাবপাটবাদকাণ্ডকণ্ডূয়িতমূর্ধতালুভিঃ ॥ ৭৩ ॥

বিয়োগিদাহায় কটূভবত্ত্বিষস্তুষারভানোরিব খণ্ডমাহৃতম্ ।
সিতং মৃদু প্রাগথ দাহদায়ি তৎখলঃ সুহৃৎপূর্বমিবাহিতস্ততঃ ॥ ৭৪ ॥

নবৌ যুবানৌ নিজভাবগোপিনাবভূমিষু প্রাপ্বিহিতভ্রমিক্রমম্ ।
দৃশোর্বিধত্তঃ স্ম যদৃচ্ছয়া কিল ত্রিভাগমন্যোন্যমুখে পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৫ ॥

ব্যধুস্তমাং তে মৃগমাংসসাধিতং রসাদশিত্বা মৃদু তেমনং মনঃ ।
নিশাধবোৎসঙ্গকুরঙ্গজৈরদঃ পলৈঃ সপীযূষজলৈঃ কিমশ্রপি ॥ ৭৬ ॥

পরম্পরাকূতজদূতকৃত্যয়োরনঙ্গমারাদ্ধুমপি ক্ষণং প্রতি ।
নিমেষণেনৈব কিয়চ্চিরায়ুষা জনেষু যূনোরুদপাদি নির্ণয়ঃ ॥ ৭৭ ॥

অহর্নিশা বেত্তি রতায় পৃচ্ছতি ক্রমোষ্ণশীতান্নকরার্পণার্থিতে।
হ্রিয়া বিদগ্ধা কিল তন্নিষেধিনী ন্যধত্ত সন্ধ্যামধুরেঽধরেঽঙ্গুলিম্ ॥ ৭৮ ॥

ক্রমেণ কুরং স্পৃশতোষ্ণশঃ পদং সিতাং চ শীতাং চতুরেণ বীক্ষিতা।
দধৌ বিদগ্ধারুণিতেঽধরেঽঙ্গুলীমনৌচিতীচিন্তনবিস্মিতা কিল ॥ ৭৯ ॥

কিয়ত্ত্যজন্নোদনমানয়ন্ কিয়ৎ করস্য পপ্রচ্ছ গতাগতেন যাম্।
অহং কিমেষ্যামি কিমেষ্যসীতি সা ব্যধত্ত নম্রং কিল লজ্জয়াননম্ ॥ ৮০ ॥

যথামিষে জম্বুরনামিষভ্রমং নিরামিষে চামিষমোহমূহিরে।
তথা বিদগ্ধৈঃ পরিকর্মনির্মিতং বিচিত্রমেতে পরিহস্য ভোজিতাঃ ॥ ৮১ ॥

নখেন কৃত্বাধরসন্নিভাং নিভাদ্ যুবা মৃদুব্যঞ্জনমাংসফালিকাম্।
দদংশ দন্তৈঃ প্রশশংস তদ্রসং বিহস্য পশ্যন্ পরিবেষিকাধরম্ ॥ ৮২ ॥

অনেকসংযোজনয়া তথাকৃতৈর্নিকৃত্য নিষ্পিষ্য চ তাদৃগর্জনাৎ।
অমী কৃতাকালিকবস্তুবিস্ময়ং জনা বহু ব্যঞ্জনমভ্যবাহরন্ ॥ ৮৩ ॥

পিপাসুরস্মীতি বিবোধিতা মুখং নিরীক্ষ্য বালা সুহিতেন বারিণঃ।
পুনঃ করে কর্তুমনা গলন্তিকাং হসাৎ সখীনাং সহসা ন্যবর্তত ॥ ৮৪ ॥

যুবা সমাদিৎসুরমত্রগং ঘৃতং বিলোক্য তত্রৈণদৃশোঽহনুবিম্বনম্।
চকার তন্নীবিনিবেশিনং করং বভূব তচ্চ স্ফুটকণ্টকোৎকরম্ ॥ ৮৫ ॥

প্রলেহজগ্ধেঽধৃতানুবিম্বনাং চুচুম্ব কোঽপি শ্রিতভোজনচ্ছলঃ।
মুহুঃ পরিস্পৃশ্য করাঙ্গুলীমুখৈস্ততো নু রিক্তৈঃ স্বমবাপিতৈর্মুখম্ ॥ ৮৬ ॥

অরাধি যস্মীনমৃগাজপত্রিজৈঃ পলৈর্মৃদু স্বাদু সুগন্ধি তেমনম্।
অশাকি লোকৈঃ কৃত এব জেমিতুং ন তত্তু সংখ্যাতুমপি স্ম শক্যতে ॥ ৮৭ ॥

কৃতার্ধনশ্চাটুভিরিঙ্গিতৈঃ পুরা পরাসি যঃ কিঞ্চন কুঞ্চিতভ্রুবা।
ক্ষিপন্ মুখে ভোজনলীলয়াঙ্গুলীঃ পুনঃ প্রসন্নাননয়াম্বকম্পি সঃ ॥ ৮৮ ॥

অকারি নীহারনিভং প্রভঞ্জনাদধূপি যচ্চাগুরুসারদারুভিঃ।
নিপীয় ভৃঙ্গারকসঙ্গি তত্র তৈরবর্ণি বারি প্রতিবারমীদৃশম্ ॥ ৮৯ ॥

ত্বয়া বিধাতর্যদকারি চামৃতং কৃতং চ যজ্জীবনমম্বু সাধু তৎ।
বৃথেদমারম্ভি তু সর্বতোমুখস্তথোচিতঃ কর্তুমিদংপিবস্তব ॥ ৯০ ॥

সরোজকোশাভিনয়েন পাণিনা স্থিতেঽপি কুরে মুহুরেব যাচতে।
সখি! ত্বমস্মৈ বিতর ত্বমিত্যভে মিথো ন বাদাদ্দদতুঃ কিলোদনম্ ॥ ৯১ ॥

ইয়ং কিয়চ্চারুকুচেতি পশ্যতে পয়ঃপ্রদায়া হৃদয়ং সমাবৃতম্।
ধ্রুবং মনোজ্ঞা ব্যতরদ্ যদুত্তরং মিষেণ ভৃঙ্গারধৃতেঃ করদ্বয়ী ॥ ৯২ ॥

অমীভিরাকণ্ঠমভোজি তদ্গৃহে তুষারধারামৃদিতেব শর্করা।
বাহদ্বিষদ্বঙ্কয়ণীপয়ঃ শৃতং সুধাহ্রদাৎ পঙ্কমিবোদ্ধৃতং দধি ॥ ৯৩ ॥

তদস্তরস্তঃ সুষিরস্য বিন্দুভিঃ করাশ্রিতং কম্পয়তা জগৎকৃতা।
ইতস্ততঃ স্পষ্টমচোরি মায়িনা নিরীক্ষ্য তৃষ্ণাচলজিহ্বতাভৃতা ॥ ৯৪ ॥

দদাসি মে তন্ন রুচেঽর্দ্ধপদং ন যত্র রাগঃ সিতয়া কৃতং তয়া ।
ইতীরিণে বিম্বফলং পলচ্ছলাদদায়ি বিম্বাধরয়ারুচচ্চ তৎ ॥ ৯৫ ॥

সমং যয়োরিঙ্গিতবান্ বয়স্যয়োস্তয়োর্বিহায়োপগুতপ্রতীঙ্গিতাম্ ।
অকারি নাকূতমবারি সা যয়া বিদগ্ধয়াঽরঞ্জি তয়ৈব ভাববিৎ ॥ ৯৬ ॥

সখীং প্রতি স্মাহ যুবেঙ্গিতেক্ষিণী ক্রমেণ তেঽয়ং ক্ষমতে ন দিৎসুতাম্ ।
বিলোম তদ্ব্যঞ্জনমর্প্যতে ত্বয়া বরং কিমস্মৈ ন নিতান্তমর্থিনে ॥ ৯৭ ॥

সমাপ্তিলিপ্যেব ভূজিক্রিয়াবিধের্দলোদরং বর্তুলয়ালয়ীকৃতম্ ।
অলংকৃতং ক্ষীরবটৈস্তদশ্নতাং ররাজ পাকার্পিতগৈরিকশ্রিয়া ॥ ৯৮ ॥

চুচুম্ব নোর্বীবলয়োর্বশীং পরং পুরোঽধিপায়ি প্রতিবিম্বিতাং বিটঃ ।
পুনঃ পুনঃ পানকপানকৈতবাচ্চকার তচ্চুম্বনচুংকৃতান্যপি ॥ ৯৯ ॥

ঘনৈরমীষাং পরিবেষকৈর্জনৈরবর্ষি বর্ষোপলগোলকাবলী ।
চলদ্ভুজাভূষণরত্নরোচিষা ধৃতেন্দ্রচাপৈঃ শ্রিতচান্দ্রসৌরভা ॥ ১০০ ॥

কিয়দ্বহু ব্যঞ্জনমেতদর্প্যতে মমেতি তৃপ্তৈর্বদতাং পুনঃ পুনঃ ।
অমুনি সংখ্যাতুমসাবঢৌকি তৈশ্ছলেন তেষাং কঠিনীব ভূয়সী ॥ ১০১ ॥

বিদগ্ধবালেঙ্গিতগুপ্তিচাতুরীপ্রবহ্লিকোৎপাটনপাটবে হৃদঃ ।
নিজস্য টীকাং প্রববন্ধ কামুকঃ স্পৃশাস্তরাকৃতশতৈস্তদোচিতীম্ ॥ ১০২ ॥

ঘৃতপ্লুতে ভোজনভাজনে পুরঃ স্ফুরৎপুরন্ধ্রিপ্রতিবিম্বিতাকৃতেঃ ।
যুবা নিধায়োরসি লড্ডুকদ্বয়ং নখৈর্লিলেখাথ মমর্দ নির্দয়ম্ ॥ ১০৩ ॥

বিলোকিতে রাগিতরেণ সস্মিতং হ্রিয়াথ বৈমুখ্যমিতে সখীজনে ।
তদালিরানীয় কুতোঽপি শার্করীং করে দদৌ তস্য বিহস্য পুত্রিকাম্ ॥ ১০৪ ॥

নিরীক্ষ্য রম্যাঃ পরিবেষিকা ধ্রুবং ন ভুক্তমেবৈভিরবাপ্ততৃপ্তিভিঃ ।
অশক্নুবদ্ভির্বহুভুক্তবত্তয়া যদুজ্ঝিতা ব্যঞ্জনপুঞ্জরাশয়ঃ ॥ ১০৫ ॥

পৃথক্প্রকারেঙ্গিতশংসিতাশয়ো যুবা যয়োদাসি তয়াপি তাপিতঃ ।
ততো নিরাশঃ পরিভাবয়ন্ পরাময়ে তয়াতোষি সরোষয়ৈব সঃ ॥ ১০৬ ॥

পয়ঃস্মিতা মণ্ডকমণ্ডনাম্বরা বটাননেন্দুঃ পৃথুলড্ডুকস্তনী ।
পদং রুচেভোজ্যভুজাং ভূজিক্রিয়া প্রিয়া বভুবোজ্জ্বলকূরহারিণী ॥ ১০৭ ॥

চিরং যুবাকূতশতৈঃ কৃতার্থনশ্চিরং সরোষেঙ্গিতয়া চ নির্ধুতঃ ।
সৃজন্ করক্ষালনলীলয়াঞ্জলীনসেচি কিঞ্চিদ্বিধুতাম্বুধারয়া ॥ ১০৮ ॥

ন ষড়্বিধঃ ষিড়্গজনস্য ভোজনে তথা যথা যৌবতবিভ্রমোদ্ভবঃ ।
অপারশৃঙ্গারময়ঃ সমুন্মিষন্ ভৃশং রসস্তোষমধত্ত সপ্তমঃ ॥ ১০৯ ॥

মুখে নিধায় ক্রমুকং নলানুগৈরথোজ্ঝি পর্ণালিরবেক্ষ্য বৃশ্চিকম্ ।
দমার্পিতাস্তমুখবাসনির্মিতং ভয়াবিলৈঃ স্বভ্রমহাসিতাখিলৈঃ ॥ ১১০ ॥

অমীষু তথ্যানুতরত্নজাতয়োর্বিদর্ভরাট্ চারুনিতান্তচারুণোঃ ।
স্বয়ং গৃহাণৈকমিহেত্যুদীর্য তদ্দ্বয়ং দদৌ শেষজিঘৃক্ষবে হসন্ ॥ ১১১ ॥

ইতি দ্বিকুঝঃ শুচিমুষ্টভোজিনাং দিনানি তেষাং কতিচিম্মুদা যযুঃ।
দ্বিরষ্টসংবৎসরবারসুন্দরীপরীষ্টিভিস্তুষ্টিমুপেয়ুষাং নিশি ॥ ১১২ ॥

উবাস বৈদর্ভগৃহেষু পঞ্চষা নিশাঃ কৃশাঙ্গীং পরিণীয় তাং নলঃ।
অথ প্রতস্থে নিষধান্ সহানযা রথেন বার্ষ্ণেয়গৃহীতরশ্মিনা ॥ ১১৩ ॥

পরস্য ন স্প্রষ্টুমিমামধিক্রিয়া প্রিয়া শিশুঃ প্রাংশুরসাবিতি ব্রুবন্।
রথে স ভৈমীং স্বয়মধ্যরূরুহৎ তৎ কিলাশ্লিক্ষদিমাং জনেক্ষিতঃ ॥ ১১৪ ॥

ইতি স্মরঃ শীঘ্রমতিশ্চকার তং বধূং চ রোমাঞ্চভরেণ কর্কশৌ।
স্খলিষ্যতি স্নিগ্ধতনুঃ প্রিয়াদিয়ং ম্রদীয়সী পীড়নভীরুদোর্যুগাৎ ॥ ১১৫ ॥

তথা কিমাজন্মনিজাঙ্কবর্ধিতাং প্রহিত্য পুত্রীং পিতরৌ বিষেদতুঃ।
বিসৃজ্য তৌ তং দুহিতুঃ পতিং যথা বিনীততালক্ষগুণীভবদ্গুণম্ ॥ ১১৬ ॥

নিজাদনুব্রজ্য স মণ্ডলাবধেনলং নিবৃত্তো চটুলাপতাং গতঃ।
তড়াগকল্লোল ইবানিলং তটাম্বুতানতিব্যাবিবৃতে বিরাটরাট্ ॥ ১১৭ ॥

পিতাত্মনঃ পুণ্যমনাপদঃ ক্ষমা ধনং মনস্তুষ্টিরথাখিলং নলঃ।
অতঃ পরং পুত্রি ! ন কোঽপি তেঽহমিত্যুদস্রুবেষ ব্যসৃজন্নিজৌরসীম্ ॥ ১১৮ ॥

প্রিয়ঃ প্রিয়ৈকাচরণাচ্চিরেণ তাং পিতুঃ স্মরন্তীমচিকিৎসদাধিষু।
তথাস্ত তস্মাত্ত্ববিযোগবাড়বঃ স তু প্রিয়প্রেমমহাম্বুধাবপি ॥ ১১৯ ॥

অসৌ মহীভৃদ্বহুধাতুমণ্ডিতস্তয়া নিজোপত্যকয়েব কামপি।
ভুবা কুরঙ্গেক্ষণদাস্বচারযোর্বভার শোভাং কৃতপাদসেবয়া ॥ ১২০ ॥

তদেকতানস্য নৃপস্য রক্ষিতুং চিরোঢযা ভাবমিবাত্মনি শ্রিয়া।
বিহায় সাপত্ন্যমরঞ্জি ভীমজা সমগ্রতন্বাঞ্চিতপৌরবৃত্তিভিঃ ॥ ১২১ ॥

মসারমালাবলিতোরণাং পুরং নিজাদ্বিয়োগাদিব লম্বিতালকাম্।
দদর্শ পশ্যামিব নৈষধঃ প্রিয়ামথাশ্রিতোদগ্রীবিকমুন্নতৈর্গৃহৈঃ ॥ ১২২ ॥

পুরীনিরীক্ষান্যমনা মনাগিতি প্রিযায় ভৈম্যা নিভৃতং বিসর্জিতঃ।
যযৌ কটাক্ষঃ সহসা নিবর্তিনা তদীক্ষণেনার্ধপথে সমাগমম্ ॥ ১২৩ ॥

অথ নগরধৃতৈরমাত্যবর্গৈঃ পথি সমিয়ায় স জায়য়াভিরামঃ।
মধুরিব কুসুমশ্রিয়া সনাথঃ ক্রমমিলিতৈরলিভিঃ কুতূহলোৎকৈঃ ॥ ১২৪ ॥

কিয়দপি কথযন্ স্ববৃত্তজাতং শ্রবণকুতূহলচঞ্চলেষু তেষু।
কিয়দপি নিজদেশবৃত্তমেভ্যঃ শ্রবণপথং স নয়ন্ পুরীং বিবেশ ॥ ১২৫ ॥

অথ পথি পথি লাজৈরাত্মনো বাহুবল্লীমুকুলকুলমকুল্যোঃ পুজয়ন্ত্যো জয়েতি ॥
ক্ষিতিপতিমুপনেমুস্তং দধানা জনানামমৃতজলমৃণালীসৌকুমার্যং কুমার্যঃ ॥ ১২৬ ॥

অভিনবদময়ন্তীকান্তিজালাবলোকপ্রবণপুরপুরন্ধ্রীবক্ত্রচন্দ্রাম্বয়েন।
নিখিলনগরসৌধাট্টাবলীচন্দ্রশালাঃ ক্ষণমিব নিজসংজ্ঞাং সাম্বয়ামম্বভুবন্ ॥ ১২৭ ॥

নিষধনৃপমুখেন্দুশ্রীসুধাং সৌধবাতায়নবিবরগরশ্মিশ্রেণিনালোপনীতাম্।
পপুরসমপিপাসাপাংসুলস্বোৎপরাগাণ্যখিলপুরপুরন্ধ্রীনেত্রনীলোৎপলানি ॥ ১২৮ ॥

অবনিপতিরথোধদ্ধৈর্ত্রণপাণিপ্রবালস্খলিতসুরভিলাজভ্রাজভাজঃ প্রতীচ্ছন্ ।
উপরি কুসুমবৃষ্টীরেষ বৈমানিকানামভিনবকৃতভৈমীসৌধভূমিং বিবেশ ॥ ১২৯ ॥

ইতি পরিণয়মিত্থং যানমেকত্র যানে দরচকিতকটাক্ষপ্রেক্ষণং চানয়োস্তং ।
দিবি দিবিষদধীশাঃ কৌতুকেনাবলোক্য প্রণিদধুরিব গন্তুং নাকমানন্দসান্দ্রাঃ ॥১৩০॥

শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালংকারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্ ।
কাশ্মীরৈর্মহিতে চতুর্দশতয়ীং বিদ্যাং বিদদ্ভির্মহা-
কাব্যে তদ্ভুবি নৈষধীয়চরিতে সর্গোঽগমৎ ষোড়শঃ ॥ ১৩১ ॥

× × × × × × × × × × × × × সপ্তদশঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × ×

অথারভ্য বৃথাপ্রায়ং ধরিত্রীধাবনশ্রমম্ ।
সুরাঃ সরস্বদুল্লোললীলা জগ্মুর্যথাগতম্ ॥ ১ ॥

ভৈমীং পত্যে ভুবস্তস্মৈ চিরং চিত্তে ধৃতামপি ।
বিদ্যামিব বিনীতায় ন বিষেদুঃ প্রদায় তে ॥ ২ ॥

কাম্বিমন্তি বিমানানি ভেজিরে ভাস্বরাঃ সুরাঃ ।
স্ফাটিকাদ্রেস্তটানীব প্রতিবিম্বা বিবস্বতঃ ॥ ৩ ॥

জবাজ্জাতেন বাতেন বলাকৃষ্টবলাহকৈঃ ।
শ্বসনাৎ স্বস্য শীঘ্রত্বং রথৈরেষামিবাকথি ॥ ৪ ॥

ক্রমাদ্দবীয়সাং তেষাং তদানীং সমদৃশ্যত ।
স্পষ্টমষ্টগুণৈশ্বর্যাৎ পর্যবস্যন্নিবাণিমা ॥ ৫ ॥

ততান বিদ্যুতা তেষাং রথে পীতপতাকতাম্ ।
লব্ধকেতুশিখোল্লেখা লেখা জলমুচঃ ক্বচিৎ ॥ ৬ ॥

পুনঃ পুনর্মিলন্তীষু পথে পাথোদপঙ্‌ক্তিষু ।
নাকনাথরথালম্বি বভ্রুবাভরণং ধনুঃ ॥ ৭ ॥

জলে জলদজালানাং বাজিব্রজানুবিম্বনৈঃ ।
জানে তৎকালজৈস্তেষাং জাতাশানসনাথতা ॥ ৮ ॥

স্ফুটং সাবর্ণবংশ্যানাং কুলচ্ছত্রং মহীভুজাম্ ।
চক্রে দণ্ডভৃতশ্চুম্বন্ দণ্ডশ্চণ্ডরুচিং ক্বচিৎ ॥ ৯ ॥

নলভীমভুবোঃ প্রেম্ণি বিস্মিতত্রয়া দধৌ দিবঃ ।
পাশপাশঃ শিরঃকম্পস্রস্তভূষশ্রবঃশ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

পবনস্কন্ধমারুহ্য নৃত্যত্তরকরঃ শিখী ।
অনেন প্রাপি ভৈমীতি ভ্রমং চক্রে নভঃসদাম্ ॥ ১১ ॥

তৎকর্ণে ভারতী দূনৌ বিরহাদ্ভীমজাগিরাম্ ।
অধ্বনি ধ্বনিভির্বৈণৈরনুকল্পৈর্ব্যনোদয়ৎ ॥ ১২ ॥

অথারাস্তমবৈক্ষন্ত তে জনৌঘমসিস্থিষম্ ।
তেষাং প্রত্যঙ্গমপ্রীত্যা মিলদ্ব্যোমেব মূর্তিমৎ ॥ ১৩ ॥

অদ্রাক্ষুরাজিহানং তে স্মরমগ্রেসরং সুরাঃ ।
অক্ষাবিনয়শিক্ষার্থং কলিনেব পুরস্কৃতম্ ॥ ১৪ ॥

অগম্যার্থং তৃণপ্রাণাঃ পৃষ্ঠস্থীকৃতভীহ্রিয়ঃ ।
শণ্ডলীভুক্তসর্বস্বা জনা যৎপারিপার্শ্বিকাঃ ॥ ১৫ ॥

বিভর্তি লোকজিম্ভাবং বুন্ধস্য স্পর্ধয়েব যঃ ।
যসোশতুলয়েবাত্র কর্তৃত্বমশরীরিণঃ ॥ ১৬ ॥

ঈশ্বরস্য জগৎ কৃৎস্নং সৃষ্টিমাকুলয়ন্নিমাম্ ।
অস্তি যোঽস্ত্রীকৃতস্ত্রীকস্তস্য বৈরং স্মরন্নিব ॥ ১৭ ॥

চক্রে শক্রাদিনেত্রাণাং স্মরঃ পীতনলশ্রিয়াম্ ।
অপি দৈবতবৈদ্যাভ্যামচিকিৎস্যমরোচকম্ ॥ ১৮ ॥

যত্তৎক্ষপন্তমুৎকম্পমুথায়ুকমথারুণম্ ।
বুবুধুর্বিবুধাঃ ক্রোধমাক্রোশাক্রোশঘোষণম্ ॥ ১৯ ॥

যমুপাসন্ত দন্তোষ্ঠক্ষতাসৃক্শিষ্যচক্ষুষঃ ।
ভ্রুকুটীফণিনীনাদানিভনিঃশ্বাসফূৎকৃতঃ ॥ ২০ ॥

দুর্গং কামাশুগেনাপি দুর্লঙ্ঘ্যমবলম্ব্য যঃ ।
দুর্বাসোহৃদয়ং লোকান্ সেন্দ্রানপি দিধক্ষতি ॥ ২১ ॥

বৈরাগ্যং যঃ করোত্যুচ্চৈ রঞ্জনং জনয়ন্নপি ।
সূতে সর্বেন্দ্রিয়াচ্ছাদি প্রজ্বলন্নপি যস্তমঃ ॥ ২২ ॥

পঞ্চেষুবিজয়াশঙ্কো ভবস্য ক্রুধ্যতো জয়াৎ ।
যেনান্যবিগৃহীতারিজয়কালনয়ঃ শ্রিতঃ ॥ ২৩ ॥

হস্তৌ বিস্তারয়ন্নিভ্যে বিভ্যদর্ধপথস্থবাক্ ।
সূচয়ন্ কাকুমাকূতৈর্লোভিস্তত্র ব্যলোকি তৈঃ ॥ ২৪ ॥

দৈন্যস্তৈন্যাময়া নিত্যমত্যাহারাময়াবিনঃ ।
ভুঞ্জানজনসাকূতপশ্যা যস্যানুজীবিনঃ ॥ ২৫ ॥

ধনিদানাম্বুবৃষ্টৈর্যঃ পাত্রপাণাববগ্রহঃ ।
স্বান্ দাসানিব হা নিঃস্বাদ্বিক্রীণীতেঽর্থবৎসু যঃ ॥ ২৬ ॥

একদ্বিকরণে হেতু মহাপাতকপঞ্চকে ।
ন তৃণে মন্যতে কোপকামৌ যঃ পঞ্চ কারয়ন্ ॥ ২৭ ॥

যঃ সর্বেন্দ্রিয়সম্মাপি জিহ্বাং বহ্ববলম্বতে ।
তস্যামাচার্যকং যাচঞাবটবে পাটবেঽর্জিতুম্ ॥ ২৮ ॥

পথ্যাং তথ্যামগৃহ্নন্তমন্ধং বন্ধুপ্রবোধনাম্ ।
শূন্যামাশ্লিষ্য নোন্মত্তং মোহমৈক্ষন্ত হন্ত তে ॥ ২৯ ॥

শ্বঃ শ্বঃ প্রাণপ্রয়াণেঽপি ন স্মরন্তি স্মরান্বিষঃ ।
মগ্নাঃ কুটুম্বজম্বালে বালিশা যদুপাসিনঃ ॥ ৩০ ॥

পুংসামলব্ধনির্বাণজ্ঞানদীপময়াত্মনাম্‌ ।
অন্তর্মাপয়তি ব্যক্তং যঃ কজ্জলবদুজ্জ্বলম্‌ ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মচারিবনস্থায়িযতয়ো গৃহিণং যথা ।
ত্রয়ো যমুপজীবন্তি ক্রোধলোভমনোভবাঃ ॥ ৩২ ॥

জাগ্রতামপি নিদ্রা যঃ পশ্যতামপি যোঽন্ধতা ।
শৃণ্বতে সত্যপি জাড্যং যঃ প্রকাশেঽপি চ যন্তমঃ ॥ ৩৩ ॥

কুরুসৈন্যং হরেণেব প্রাগলজ্জত নার্জুনঃ ।
হতং যেন জয়ন্‌ কামস্তমোগুণজুষা জগৎ ॥ ৩৪ ॥

চিহ্নিতাঃ কর্তিচন্দ্রৈবৈঃ প্রাচঃ পরিচয়াদমী ।
অন্যো ন কেচনাচূড়মেনঃকঞ্চুকমেচকাঃ ॥ ৩৫ ॥

তৱোন্দগুর্ণ ইবার্ণোধো সৈন্যেঽভ্যর্ণমুপেয়ুষি ।
কস্যাপ্যাকর্ণয়ামাসুস্তে বর্ণান্‌ কর্ণকর্কশান্‌ ॥ ৩৬ ॥

গ্রাবোম্মজ্জনবদ্‌ যজ্ঞফলেঽপি শ্রুতিসত্যতা ।
কা শ্রদ্ধা তত্র ধীবৃদ্ধাঃ কামাধ্বা যৎখিলীকৃতঃ ॥ ৩৭ ॥

কেনাপি বোধিসত্ত্বেন জাতং সত্ত্বেন হেতুনা ।
যদ্বেদমর্মভেদায় জগদে জগদস্থিরম্‌ ॥ ৩৮ ॥

অগ্নিহোত্রং ত্রয়ীতন্ত্রং ত্রিদণ্ডং ভস্মপুণ্ড্রকম্‌ ।
প্রজ্ঞাপৌরুষনিঃস্বানাং জীবো জল্পতি জীবিকা ॥ ৩৯ ॥

শুদ্ধির্বংশদ্বয়ীশুদ্ধৌ পিত্রোঃ পিত্রোর্যদেকশঃ ।
তদানন্তকুলাদোষাদদোষা জাতিরস্তি কা ॥ ৪০ ॥

কামিনীবর্গসংসর্গৈর্ন কঃ সংক্রান্তপাতকঃ ।
নাশ্নাতি স্নাতি হা মোহাৎ কামক্ষামমিদং জগৎ ॥ ৪১ ॥

ঈর্ষ্যয়া রক্ষতো নারীর্ধিক্‌কুলস্থিতিদাম্ভিকান্‌ ।
স্মরান্ধত্বাবিশেষেঽপি তথা নরমরক্ষতঃ ॥ ৪২ ॥

পরদারনিবৃত্তির্যা সোঽয়ং স্বয়মনাদৃতঃ ।
অহল্যাকেলিলোলেন দম্ভো দম্ভোলিপাণিনা ॥ ৪৩ ॥

গুরুতল্পগতৌ পাপকল্পনাং ত্যজত দ্বিজাঃ !
যেষাং বঃ পত্যুরত্যুচ্চৈর্গুরুদারগ্রহে গ্রহঃ ॥ ৪৪ ॥

পাপাত্তাপা মুদঃ পুণ্যাৎ পরাসোঃ স্যুরিতি শ্রুতিঃ ।
বৈপরীত্যং দ্রুতং সাক্ষাত্তদাখ্যাত বলাবলে ॥ ৪৫ ॥

সন্দেহেঽপ্যন্যদেহাপ্তের্বিবর্জ্যং বৃজিনং যদি ।
ত্যজত শ্রোত্রিয়াঃ ! সত্রং হিংসাদূষণসংশয়াৎ ॥ ৪৬ ॥

যশ্চিত্রবেদীবিদাং বন্দ্যঃ স ব্যাসোঽপি জজল্প বঃ।
রামায়া জাতকামায়াঃ প্রশস্তা হস্তধারণা ॥ ৪৭ ॥

সংকৃতে বঃ কথং শ্রদ্ধা সুরতে চ কথং ন সা।
তৎকর্ম পুরুষঃ কুর্যাদ্ যেনান্তে সুখমেধতে ॥ ৪৮ ॥

বলাৎ কুরুত পাপানি সন্তু তান্যকৃতানি বঃ।
সর্বান্ বলকৃতান্ দোষানকৃতান্ মনুরব্রবীৎ ॥ ৪৯ ॥

স্বাগমার্থেঽপি মা স্থাস্মিংস্তীর্থিকা ! বিচিকিৎসবঃ।
তৎ তমাচরতানন্দং স্বচ্ছন্দং যৎ যমিচ্ছথ ॥ ৫০ ॥

শ্রুতিস্মৃত্যর্থবোধেষু কৈকমত্যং মহাধিয়াম্।
ব্যাখ্যা বুদ্ধিবলাপেক্ষা সা নোপেক্ষ্যা সুখোন্মুখী ॥ ৫১ ॥

যস্মিন্নস্মীতি ধীর্দেহে তস্মিন্দাহে বঃ কিমেনসা।
ক্বাপি তৎ কিং ফলং ন স্যাদাত্মেতি পরসাক্ষিকে ॥ ৫২ ॥

মৃতঃ স্মরতি জন্মানি মৃতে কর্মফলোর্ময়ঃ।
অন্যভুক্তৈর্মৃতে তৃপ্তিরিত্যলং ধূর্তবার্তয়া ॥ ৫৩ ॥

জনেন জানতাস্মীতি কায়ং নায়ং স্বমিত্যসৌ।
ত্যাজ্যতে গ্রাহ্যতে চান্যদহো শ্রুত্যাতিধূর্তয়া ॥ ৫৪ ॥

একং সন্দিগ্ধয়োস্তাবদ্ভাবি তত্রেষ্টজন্মনি।
হেতুমাহুঃ স্বমন্ত্রাদীনসঙ্গানন্যথা বিটাঃ ॥ ৫৫ ॥

একস্য বিশ্বপাপেন তাপেঽনন্তে নিমজ্জতঃ।
কঃ শ্রোতস্যাত্মনো ভীরো ! ভারঃ স্যাদ্দুরিতেন তে ॥ ৫৬ ॥

কিং তে বৃক্ষব্রতাৎ পুষ্পাত্তন্মাত্রে হি ফলত্যদঃ।
ন্যাস্য তস্মুধন্যনন্যাস্য ন্যাস্যমেবাশ্মনো যদি ॥ ৫৭ ॥

তৃণানীব ঘৃণাবাদান্ বিধুনেয় বধুরেনু।
তবাপি তাদৃশস্যৈব কা চিরং জনবঞ্চনা ॥ ৫৮ ॥

কুরুধ্বং কামদেবাজ্ঞাং ব্রহ্মাদ্যৈরপ্যলঙ্ঘিতাম্।
বেদোঽপি দেবকীয়াজ্ঞা তত্রাজ্ঞাঃ ! কাধিকার্হণা ॥ ৫ ॥

প্রলাপমপি বেদস্য ভাগং মন্যধ্ব এব চেৎ।
কেনাভাগ্যেন দুঃখান্ন বিধীনপি তথেচ্ছথ ॥ ৬০ ॥

শ্রুতিং শ্রদ্ধত্থ বিক্ষিপ্তাঃ প্রক্ষিপ্তাং ব্রুথ চ স্বয়ম্।
মীমাংসামাংসলপ্রজ্ঞাস্তাং যূর্যাদ্বিপদাপিনীম্ ॥ ৬১ ॥

কো হি বেদাস্ত্যমুষ্মিন্ বা লোকে ইত্যাহ যা শ্রুতিঃ।
তৎপ্রামাণ্যাদমুং লোকং লোকঃ প্রত্যেতু বা কথম্ ॥ ৬২ ॥

ধর্মাধর্মৌ মনুজ্জল্পন্নশক্যার্জনবর্জনৌ।
ব্যাজান্ মণ্ডলদণ্ডার্থী শ্রদ্দধে বা মুধা বুধৈঃ ॥ ৬৩ ॥

ব্যাসস্যৈব গিরা তস্মিন্ শ্রদ্দধত্যন্ধা স্থ তাপ্রিকাঃ।
মৎস্যস্যাপ্যুপদেশ্যান্ বঃ কো মৎস্যানপি ভাষতাম্ ॥ ৬৪ ॥

পণ্ডিতঃ পাণ্ডবানাং স ব্যাসশ্চাটুপটুঃ কবিঃ।
নিনিন্দ তেষু নিন্দৎসু স্তুবৎসু স্তুতবান্ন কিম্ ॥ ৬৫ ॥

ন ভ্রাতুঃ কিল দেব্যাং স ব্যাসঃ কামাৎ সমাসজৎ।
দাসীরতস্তদাসীদ্ যস্মাত্তা তত্রাপ্যদেশি কিম্ ॥ ৬৫ ॥

দেবৈর্দ্বিজৈঃ কৃতা গ্রন্থাঃ পন্থা যেষাং তদাদৃতৌ।
গাং নতৈঃ কিং ন তৈর্দত্তং ততোঽপ্যাত্মাধরীকৃতঃ ॥ ৬৭ ॥

সাধুকামুকতামুক্তা শাস্ত্রস্বাস্থৈর্মখোন্মুখৈঃ।
সারঙ্গলোচনাসারাং দিবং প্রেত্যাপি লিপ্সুভিঃ ॥ ৬৮ ॥

কঃ শমঃ ক্রিয়তাং প্রাজ্ঞাঃ! প্রিয়াপ্রীতৌ পরিশ্রমঃ।
ভস্মভূতস্য ভূতস্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥ ৬৯ ॥

উভয়ী প্রকৃতিঃ কামে সজ্জেদিতি মুনের্মনঃ।
অপবর্গে তৃতীয়েতি ভণতঃ পাণিনেরপি ॥ ৭০ ॥

বিভ্রত্যুপরিযানায় জনা জনিতমজ্জনাঃ।
বিগ্রহায়াগ্রতঃ পশ্চাদ্গন্তরোরভ্রবিভ্রমম্ ॥ ৭১ ॥

এনসানেন তির্যক্ স্যাদিত্যাদিঃ কা বিভীষিকা।
রাজিলোঽপি হি রাজেব স্বৈঃ সুখী সুখহেতুভিঃ ॥ ৭২ ॥

হতাশ্চেদ্দীব দীব্যন্তি দৈত্যা দৈত্যারিণা রণে।
তত্রাপি তেন যুধ্যন্তাং হতা অপি তথৈব তে ॥ ৭৩ ॥

স্বং চ ব্রহ্ম চ সংসারে মুক্তৌ তু ব্রহ্ম কেবলম্।
ইতি স্বোচ্ছিত্তিমুক্ত্যুক্তিবৈদগ্ধী বেদবাদিনাম্ ॥ ৭৪ ॥

মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে সচেতসাম্।
গোতমং তমবেক্ষ্যৈব যথা বিত্থ তথৈব সঃ ॥ ৭৫ ॥

দারা হরিহরাদীনাং তন্মগ্নমনসো ভৃশম্।
কিং ন মুক্তাঃ কুতঃ সন্তি কারাগারে মনোভুবঃ ॥ ৭৬ ॥

দেবশ্চেদস্তি সর্বজ্ঞঃ করুণাভাগবন্ধ্যবাক্।
তৎ কিং বাগ্ব্যয়মাত্রান্নঃ কৃতার্থয়তি নার্থিনঃ ॥ ৭৭ ॥

ভবিনাং ভাবয়ন্ দুঃখং স্বকর্মজমপীশ্বরঃ।
স্যাদকারণবৈরী নঃ কারণাদপরে পরে ॥ ৭৮ ॥

তর্কাপ্রতিষ্ঠয়া সাম্যাদন্যোন্যস্য ব্যতিঘ্নতাম্।
নাপ্রামাণ্যং মতানাং স্যাৎ কেষাং সৎপ্রতিপক্ষবৎ ॥ ৭৯ ॥

অক্রোধং শিক্ষয়ন্ত্যন্যোঃ ক্রোধনা যে তপোধনাঃ।
নির্ধনাস্তে ধনায়ৈব ধাতুবাদোপদেশিনঃ ॥ ৮০ ॥

কিং বিত্তং দত্ত তুষ্টৈরমদাতারি হরিপ্রিয়া ।
দত্ত্বা সর্বং ধনং মুগ্ধো বন্ধনং লব্ধবান্ বলিঃ ॥ ৮১ ॥

দোগ্ধা দ্রোগ্ধা চ সর্বোঽয়ং ধনিনশ্চেতসা জনঃ ।
বিমুজ্য লোভসংক্ষোভমেকত্বা যদুদাসতে ॥ ৮২ ॥

দৈন্যস্যায়ুষ্যমন্তৈন্যমভক্ষ্যং কুক্ষিবঞ্চনা ।
স্বাচ্ছন্দ্যমুচ্ছ্রতানন্দকন্দলীকন্দমেককম্ ॥ ৮৩ ॥

ইত্থমাকর্ণ্য দুর্বর্ণং শক্রঃ সক্রোধতাং দধে ।
অবোচদুচ্চৈঃ কস্কোঽয়ং ধর্মমর্মাণি কৃন্ততি ॥ ৮৪ ॥

লোকত্রয়ীং ত্রয়ীনেত্রাং বজ্রবীর্যস্ফুরৎকরে ।
ক ইত্থং ভাষতে পাকশাসনে ময়ি শাসতি ॥ ৮৫ ॥

বর্ণসংকীর্ণতায়াং বা জাত্যলোপেঽন্যথাপি বা ।
ব্রহ্মহাদেঃ পরীক্ষাসু ভঙ্গমঙ্গ ! প্রমাণয় ॥ ৮৬ ॥

ব্রাহ্মণ্যাদিপ্রসিদ্ধ্যায়া গত্বা যন্নেক্ষতে জয়ম্ ।
তদ্বিশুদ্ধিমশেষস্য বর্ণবংশস্য শংসতি ॥ ৮৭ ॥

জলানলপরীক্ষাদৌ সংবাদো বেদবেদিতে ।
গলহস্তিতনাস্তিক্যাং ধিগ্‌ধিয়ং কুরুতে নতে ॥ ৮৮ ॥

সত্যেব পতিযোগাদৌ গর্ভাদেরপ্রবোদয়াৎ ।
আক্ষিপ্তং নাস্তিকাঃ কর্ম ন কিং মর্ম ভিনত্তি বঃ ॥ ৮৯ ॥

যাচতঃ স্বগয়াশ্রাদ্ধং প্রেতস্যাবিশ্য কঞ্চন ।
নানাদেশজনোপজ্ঞাঃ প্রত্যেযি ন কথাঃ কথম্ ॥ ৯০ ॥

নীতানাং যমদূতেন নামভ্রান্তেরুপাগতৌ ।
শ্রদ্ধৎসে সংবদন্তীং ন পরলোককথাং কথম্ ॥ ৯১ ॥

জজ্বাল জ্বলনঃ ক্রোধাদাচখ্যৌ চাক্ষিপন্নমুম্ ।
কিমাত্থ রে ! কিমাত্থেদমস্মদগ্রে নিরর্গলম্ ॥ ৯২ ॥

মহাপরাক্রিণঃ শ্রৌতধর্মৈকবলজীবিনঃ ।
ক্ষণাভক্ষণমুচ্ছাল ! স্মরন্ বিস্ময়সে ন কিম্ ॥ ৯৩ ॥

পুত্রেষ্টিশ্যেনকারীরীমুখা দৃষ্টফলা মখাঃ ।
ন বঃ কিং ধর্মসন্দেহমন্দেহজয়ভানবঃ ॥ ৯৪ ॥

দণ্ডতাণ্ডবনৈঃ কুর্বন্ স্ফুলিঙ্গালিঙ্গিতং নভঃ ।
নির্মমেঽথ গিরামূর্মীর্ভিন্নমর্মেব ধর্মরাট্ ॥ ৯৫

তিষ্ঠ ভোস্তিষ্ঠ কণ্ঠোষ্ঠং কুণ্ঠয়ামি হঠাদয়ম্ ।
অপণ্ঠু পঠতঃ পাঠ্যমধিগোষ্ঠি শঠস্য তে ॥ ৯৬ ॥

বেদৈস্তন্দ্বৈর্বিভক্তদ্বৎ স্থিরং মতশতৈঃ কৃতম্ ।
পরং কম্প্রে পরং বাচা লোকং লোকায়ত ! ত্যজেৎ ॥ ৯৭ ।

সমজ্ঞানাল্পভূয়িষ্ঠপাখৈমত্যমেত্য যম্ ।
লোকে প্রযাসি পন্থানং পরলোকে ন তং কুতঃ ॥ ৯৮ ॥

স্বকন্যামন্যসাৎকর্তুং বিশ্বানুমতিদর্শনঃ ।
লোকে পরত্র লোকস্য কস্য ন স্যাদ্দৃঢ়ং মনঃ ॥ ৯৯ ॥

কস্মিন্নপি মতে সত্যে হতাঃ সর্বমতত্যজঃ ।
তদদৃষ্ট্যা ব্যর্থতামাত্রমনর্থস্তু ন ধর্মজঃ ॥ ১০০ ॥

ক্বাপি সর্বৈরবৈমত্যাৎ পাতিত্যাদন্যথা ক্বচিৎ ।
স্থাতব্যং শ্রৌত এব স্যাদ্ধর্মে শেষেঽপি তৎকৃতেঃ ॥ ১০১ ॥

বভাণ বরুণঃ ক্রোধাদরুণঃ করুণোজ্ঝিতম্ ।
কিং ন প্রচণ্ডাৎ পাখণ্ডপাশ ! পাশাদ্বিভেষি নঃ ॥ ১০২ ॥

মানবাশক্যনির্মাণা কুর্মাদ্যঙ্কবিলা শিলা ।
ন শ্রদ্ধাপয়তে মুগ্ধাস্তীর্থিকাধ্বনি বঃ কথম্ ॥ ১০৩ ॥

শতক্রতুরুজাদ্যাখ্যাবিখ্যাতির্নাস্তিকাঃ কথম্ ।
শ্রুতিবৃত্তান্তসংবাদৈর্ন বশ্চমদচীকরৎ ॥ ১০৪ ॥

তত্তজ্জনকৃতাবেশান্ গয়াশ্রাদ্ধাদিযাচিনঃ ।
ভূতাননুভবন্তোঽপি কথং শ্রদ্ধত্থ ন শ্রুতীঃ ॥ ১০৫ ॥

নামভ্রমাদ্ যমং নীতানথ স্বতনুমাগতান্ ।
সংবাদবাদিনো জীবান্ বীক্ষ্য মা ত্যজত শ্রুতীঃ ॥ ১০৬ ॥

সংরম্ভৈর্জম্ভজেত্রাদেস্তভ্যমানাদ্বলাদ্বলন্ ।
মুধবন্ধাঞ্জলির্দেবানথৈবং কশ্চিদুচিবান্ ॥ ১০৭ ॥

নাপরাধী পরাধীনো জনোঽয়ং নাকনায়কাঃ ॥
কালস্যাহং কলের্বন্দী তচ্চাটুচটুলাননঃ ॥ ১০৮ ॥

ইতি তস্মিন্ বদত্যেব দেবাঃ স্যন্দনমন্দিরম্ ।
কলিমাকলয়াংচক্রুর্দ্বাপরং চাপরং পুরঃ ॥ ১০৯ ॥

সন্দদর্শোন্নমদ্গ্রীবঃ শ্রীবহুদ্বকৃতাদ্ভুতান্ ।
তত্তৎপাপপরীতস্তান্নাকীয়ান্নারকীব সঃ ॥ ১১০ ॥

গুরুরীঢ়াবলীঢ়ঃ প্রাগভূন্নমিতমস্তকঃ ।
স ত্রিশঙ্কুরিবাক্রান্তস্তেজসেব বিড়ৌজসঃ ॥ ১১১ ॥

বিমুখান্ দ্রষ্টুমপ্যেনং জনংগম ইব দ্বিজান্ ।
এষ মত্তঃ সহেলং তানুপেত্য সমভাষত ॥ ১১২ ॥

স্বস্তি বাস্তোষ্পতে ! তুভ্যং শিখিন্নাস্তি ন খিন্নতা ।
সখে কাল ! সুখেনাসি পাশহস্ত ! মুদস্তব ॥ ১১৩ ॥

স্বয়ংবরমহে ভৈমীবরণায় ত্বরামহে ।
তদস্মাননুমন্মথন্মথনে তত্র ধাবিনে ॥ ১১৪ ॥

তেঽহবজ্ঞায় তমস্যোচ্চৈরহংকারমকারণম্ ।
উচিরেঽর্থতিচিরেণৈনং স্মিত্বা দৃষ্টমুখা মিথঃ ॥ ১১৫ ॥

পুনর্বক্ষ্যসি মা মৈবং কথমুদ্বক্ষ্যসে তু সঃ ।
সৃষ্টবান্ পরমেষ্ঠী যং নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণম্ ॥ ১১৬ ॥

দ্রৌহিণং দ্রুহিণো বেত্তু স্বামাকণ্যাবিকীর্ণনম্ ।
স্বজ্জনৈরপি বা ধাতুঃ সেতুর্লঙ্ঘ্যস্বয়া ন কিম্ ॥ ১১৭ ॥

অতিবৃত্তঃ স বৃত্তান্তস্ত্রিজগদ্ যবগর্বনুৎ ।
আগচ্ছতামপাদানং স স্বয়ংবর এব নঃ ॥ ১১৮ ॥

নাগেষু সানুরাগেষু পশ্যৎসু দিবিষৎসু চ ।
ভূমিপালং নরং ভৈমী বরং সাঽববরদ্বরন্ ॥ ১১৯ ॥

ভুজগেশানসদ্বেশান্ বানরানিতরান্নরান্ ।
অমরান্ পামরান্ ভৈমী নলং বেদ গুণোজ্জ্বলম্ ॥ ১২০ ॥

ইতি শ্রুত্বা স রোষান্ধঃ পরমশ্চরমং যুগম্ ।
জগন্নাশনিশারুদ্রমুদ্রস্তানুক্তদানদঃ ॥ ১২১ ॥

কয়াপি ক্রীড়তু ব্রহ্মা দিব্যাঃ স্ত্রীর্দীব্যত স্বয়ম্ ।
কলিস্তু চরতু ব্রহ্ম প্রৈতু বার্তিপ্রিয়ায় বঃ ॥ ১২২ ॥

চর্যৈব কতমেয়ং বঃ পরস্মৈ ধর্মদেশিনাম্ ।
স্বয়ং তৎকুর্বতাং সর্বং শ্রোতুং যদ্ভিভিতঃ শ্রুতী । ১২৩ ॥

তত্র স্বয়ংবরেঽলম্ভি ভুবঃ শ্রীর্নৈষধেন সা ।
জগতো হ্রীস্তু যুষ্মাভির্লভিস্তুল্যাভ এব বঃ ॥ ১২৪ ॥

দুরাগ্নঃ প্রেক্ষ্য যোঽস্নাকী যুক্তেয়ং বক্তুবক্রণা ।
লজ্জয়ৈবাসমর্থানাং মুখমাস্মাকমীক্ষিতুম্ ॥ ১২৫ ॥

স্থিতং ভবদ্ভিঃ পশ্যদ্ভিঃ কথং ভোস্তদসাম্প্রতম্ ।
নির্দগ্ধা দুর্বিদগ্ধা কিং সা দৃশা ন জ্বলৎক্রুধা ॥ ১২৬ ॥

মহাবংশাননাদৃত্য মহাস্তমভিলাষুকা ।
স্বীচকার কথংকারমহো সা তরলং নলম্ ॥ ১২৭ ॥

ভবাদৃশৈর্দিশামীশৈর্মৃগ্যমাণাং মৃগেক্ষণাম্ ।
স্বীকুর্বাণঃ কথং সোঢ়ঃ কৃতরীঢ়স্তৃণং নলঃ ॥ ১২৮ ॥

দারুণঃ কূটমাশ্রিত্য শিখি সাক্ষীভবন্নপি ।
নাবহৎ কিং তদুদ্বাহে কূটসাক্ষিক্রিয়াময়ম্ ॥ ১২৯ ॥

অহো মহঃসহায়ানাং সম্ভৃতা ভবতামপি ।
ক্ষমৈবাস্মৈ কলঙ্কায় দেবস্যেবামৃতদ্যুতেঃ ॥ ১৩০ ॥

সা বরে যং তমুৎসৃজ্য মহ্যমীর্ষ্যাজুষঃ স্থ কিম্ ।
বৃতাগঃস্মনস্তস্মাচ্ছস্মনাদ্যাচ্ছিনদ্মি তাম্ ॥ ১৩১ ॥

যতধবং সহকর্তুং মাং পাঞ্চালী পাণ্ডবৈরিব ।
সাপি পঞ্চভিরস্মাভিঃ সংবিভজ্যৈব ভুজ্যতাম্‌ ॥ ১৩২ ॥

অথাপরিবঢ়া সোঢ়ুং মুখর্তাং মুখরস্য তাম্‌ ।
চক্রে গিরা শরাঘাতং ভারতী সারতীরয়া ॥ ১৩৩ ॥

কীর্তিং ভৈমীং বরং চাস্মৈ দাতুমেবাগমন্নমী ।
ন লীঢ়ে ধীরবৈদগ্ধীং ধীরগম্ভীরগাহিনী ॥ ১৩৪ ॥

বাগ্মিনীং জড়জিহ্বস্তাং প্রতিবক্তুমশক্তিমান্‌ ।
লীলাবহেলিতাং কৃত্বা দেবানেবাবদৎ কলিঃ ॥ ১৩৫ ॥

প্রোঞ্ছি বাঞ্ছিতমস্মাভিরপি তাং প্রতি সম্প্রতি ।
তস্মিন্নলে ন লেশোঽপি কারুণ্যস্যাস্তি নঃ পুনঃ ॥ ১৩৬ ॥

বৃত্তে কর্মণি কুর্মঃ কিং তদা নাভূম তত্র যৎ ।
কালোচিতমিদানীং নঃ শৃণুতালোচিতং পুনঃ ॥ ১৩৭ ॥

প্রতিজ্ঞেয়ং নলে বিজ্ঞাঃ ! কলের্বিজ্ঞায়তাং মম ।
তেন ভৈমীং চ ভূমিং চ ত্যাজয়ামি জয়ামি তম্‌ ॥ ১৩৮ ॥

নৈষধেন বিরোধং মে চণ্ডতাখণ্ডিতৌজসঃ ।
জগন্তি হন্ত গায়ন্তু রবেঃ কৈরববৈরবৎ ॥ ১৩৯ ॥

দ্বাপরঃ সাধুকারেণ তদ্বিকারমদীদিপত্‌ ।
প্রণীয় শ্রবণে পাণিমবোচন্নমুচে রিপুঃ ॥ ১৪০ ॥

বিস্ময়মতিরস্মাসু সাধু বৈলক্ষ্যমীক্ষসে ।
যন্দন্তেঽল্পমনল্পায় তন্দন্তে হ্রিয়মাত্মনঃ ॥ ১৪১ ॥

ফলসীমাং চতুর্বর্গং যচ্ছতাংশোঽপি যচ্ছতি ।
নলস্যাস্মদুপঘ্না সা ভক্তিভূর্তাবকেশিনী ॥ ১৪২ ॥

ভব্যো ন ব্যবসায়স্তে নলে সাধুমতঃ কলে !
লোকপালবিশালোঽয়ং নিষধানাং সুধাকরঃ ॥ ১৪৩ ॥

ন পশ্যামঃ কলেস্তস্মিন্নবকাশং ক্ষমাভৃতি ।
নিচিতাখিলধর্মে চ দ্বাপরস্যোদয়ং বয়ম্‌ ॥ ১৪৪ ॥

সা বিনীততমা ভৈমী ব্যর্থানর্থগ্রহৈরহো ।
কথং ভবদ্বিধৈর্বাধ্যা প্রমিতির্বিভ্রমৈরিব ॥ ১৪৫ ॥

তং নাসত্যযুগং তাং বা ত্রেতা স্পর্ধিতুমর্হতি ।
একপ্রকাশধর্মাণং কলিদ্বাপরৌ যুবাম্‌ ॥ ১৪৬ ॥

করিষ্যেঽবশ্যমিত্যুক্তিঃ করিষ্যন্নপি দুষ্যসি ।
দুষ্টাদুষ্টা হি নায়ত্তাঃ কার্যীয়া হেতবস্তব ॥ ১৪৭ ॥

দ্রোহং মোহেন যস্তস্মিন্নাচরেদাচরেণ সঃ ।
তৎপাপসম্ভবং তাপমাপ্নুয়াদনয়াস্ততঃ ॥ ১৪৮ ॥

যুগশেষ তব দ্বেষস্তস্মিন্নেব ন সাম্প্রতম্ ।
ভবিতা ন হিতায়ৈতদ্বৈরং তে বৈরসেনিনা ॥ ১৪৯ ॥

তত্র যামীত্যসজ্জ্ঞানং রাজসং সদিহাস্যতাম্ ।
ইতি তত্র গতো মা গা রাজসংসদি হাস্যতাম্ ॥ ১৫০ ॥

গত্বাস্তরা নলং ভৈমীং নাকস্মাত্বং প্রবেক্ষ্যসি ।
যন্নাং চক্রমসংযুক্তং পঠ্যমানং ডকারবৎ ।। ১৫১ ॥

অপরেঽপি দিশামীশা বাচমেতাং শচীপতেঃ ।
অন্বমন্যন্ত কিন্ত্বেনাং নাদত্ত যুগয়োর্যুগম্ ॥ ১৫২ ॥

কলিং প্রতি কলিং দেবা দেবান্ প্রত্যেকশঃ কলিঃ ।
সোপহাসং সমৈর্বর্ণৈরিত্থং ব্যররচাস্মথঃ ॥ ১৫৩ ॥

তবাহংগমনমেবাহ'ং বৈরসেনৌ তয়া বৃতে .
উদ্বেগেন বিমানেন কিমনেনাপি ধাবতা ॥ ১৫৪ ॥

পুরা যাসি বরীতুং যামগ্র এব তয়া বৃতে ।
অন্যস্মিন্ ভবতো হাস্যং বৃত্তমেতত্রপাকরম্ ॥ ১৫৫ ॥

পত্যৌ তয়া বৃতেঽন্যস্মিন্ যদর্থং গতবানসি ।
ভবতঃ কোপরোধঃ স্তাদক্ষমস্য বৃথারুষঃ ॥ ১৫৬ ॥

যাসি স্মরং জয়ন্ কান্ত্যা যোজনৌঘং মহাবর্তা ।
সমুচস্তং বৃতেঽন্যস্মিন্ কিং ন হ্রীস্তেঽত্র পামর ! ১৫৭ ।

নলং প্রত্যনপেত্যার্তিং তাতীর্য়ীকতুরীয়য়োঃ ।
যুগয়োর্যুগলং বন্ধনা দিবি দেবা ধিয়ং দধুঃ ॥ ১৫৮ ॥

দ্বাপরৈকপরীবারঃ কলিমৎসরমূর্ছিতঃ ।
নলানিগ্রাহিণীং যাত্রাং জগ্রাহ গ্রহিলঃ কিল ॥ ১৫৯ ॥

নলেষ্টাপূর্তসম্পূর্তৈর্দূরং দুর্গানমুং প্রতি ।
নিষেধন্নিষধান্ গন্তুং বিঘ্নঃ সংজঘটে ঘনঃ ॥ ১৬০ ॥

মণ্ডলং নিষধেন্দ্রস্য চন্দ্রস্যেবামলং কলিঃ ।
প্রাপ মাপয়িতুং পাপঃ স্বর্ভানুরিব সংগ্রহাৎ ॥ ১৬১ ॥

কিয়ত্যাপি চ কালেন কালঃ কলিরুপেয়িবান্ ।
ভৈমীভর্তুরহংমানী রাজধানীং মহীভুজঃ ॥ ১৬২ ॥

বেদানুস্বরতাং তত্র মুখাদাকর্ণয়ন্ পদম্ ।
ন প্রসারয়িতুং কালঃ কলিঃ পদমপারয়ৎ ॥ ১৬৩ ॥

শ্রুতিপাঠকবক্ত্রেভ্যস্তত্রাকর্ণয়তঃ ক্রমম্ ।
ক্রমঃ সংকুচিতস্তস্য পুরে দূরমবর্তত ॥ ১৬৪ ॥

তাবন্গতির্ধৃতাটোপা পাদয়োস্তেন সংহিতা ।
ন বেদপাঠকণ্ঠেভ্যো যাবদশ্রাবি সংহিতা ॥ ১৬৫ ॥

তস্য হোমাজ্যগন্ধেন নাসা নাশমিবাগমৎ।
তথাহতত দুশৌ নাসৌ ক্রতুধূমকদর্থিতঃ ॥ ১৬৬ ॥

অতিথীনাং পদাম্ভোভিরিমং প্রত্যতিপিচ্ছিলে।
অঙ্গণে গৃহিণাং তত্র খলেনানেন চস্খলে ॥ ১৬৭ ॥

পুটপাকমসৌ প্রাপ ক্রতুশুষ্মমহোষ্মভিঃ।
তৎপ্রত্যঙ্গমিবাকর্তি পুতোর্মিব্যজনানিলৈঃ ॥ ১৬৮ ॥

পিতৃণাং তর্পণৈঃ বর্ণৈঃ কীর্ণাদ্বেশ্মনি বেশ্মনি।
কালাদিব তিলাৎ কালাদ্দুরমত্রসদত্র সঃ ॥ ১৬৯ ॥

স্নাতৃণাং তিলকৈমর্নে স্বমন্তুদীর্ণমেব সঃ।
কৃপাণীভুয় হৃদয়ং প্রবিষ্টৈরিব তত্র তৈঃ ॥ ১৭০ ॥

পুমাংসং মুমুদে তত্র বিদাশ্মথ্যাবদাবদম্।
স্ত্রিয়ং প্রতি তথা বীক্ষ্য তমথ ম্লানবানয়ম্ ॥ ১৭১ ॥

যজ্ঞযূপঘনাং জজ্ঞৌ স পুরং শঙ্কুসংকুলাম্।
জনৈর্ধর্মধনৈঃ কীর্ণাং ব্যালক্রীড়ীকৃতাং চ তাম্ ॥ ১৭২

স পার্শ্বমশকস্পর্শংতুং ন বরাকঃ পরাকিণাম্।
মাসোপবাসিনং ছাম্নালঙ্ঘনে ঘনমস্খলত্ ॥ ১৭৩ ॥

আবাহিতাং দ্বিজৈস্তত্র গায়ত্রীমর্কমণ্ডলাৎ।
স সন্নিদধতীং পশ্যন্ দৃষ্টনষ্টোঽভবদ্ভিয়া ॥ ১৭৪ ॥

স গৃহে গৃহিভিঃ পূর্ণে বনে বৈখানসৈর্ঘনে।
যত্যাধারেঽমরাগারে ক্বাপি ন স্থানমানশে ॥ ১৭৫ ॥

ক্বাপি নাপশ্যদাশ্বষ্যন্ হিংসামাত্মপ্রিয়ামসৌ।
স্বমিত্রং তত্র ন প্রাপ্নোদপি মূর্খমুখে কলিম্ ॥ ১৭৬ ॥

হিংসাগবীং মখে বীক্ষ্য রিরংসুর্ধাবিত স্ম সঃ।
সা তু সৌম্যবৃষাসক্তা খরং দূরান্নিরাস তম্ ॥ ১৭৭ ॥

মৌনেন ব্রতনিষ্ঠানাং স্বাক্রোশং মন্যতে স্ম সঃ।
বন্দ্যবন্দারুভির্জজ্ঞৌ স্বশিরশ্চ পদাহতম্ ॥ ১৭৮ ॥

ঋষীণাং স বৃসীঃ পাণৌ পশ্যন্নাচামতামপঃ।
মেনে ঘনৈরমী হন্তুং শস্তুং মামাভিরুদ্যতাঃ ॥ ১৭৯ ॥

মৌঞ্জীধৃতো ধৃতাষাঢ়ানাশশঙ্কে সম্বর্ণিনঃ।
রজ্জ্বামী বন্ধুমায়ান্তি হন্তুং দণ্ডেন মাং ততঃ ॥ ১৮০ ॥

দৃষ্টবা পুরঃ পুরোডাশমাসীদুত্রাসদুর্মনাঃ।
মন্বানঃ ফণিনীস্তত্র সপ্তমুমোচাস্রু চ স্রুচঃ ॥ ১৮১ ॥

মুমুদে মদিরাদানং বিদন্নেষ দ্বিজন্মনঃ।
দৃষ্টবা সৌত্রামণীমিষ্টিং তং কুর্বন্তমদূয়ত ॥ ১৮২ ॥

অপশ্যদ্ যাবতো বেদবিদাং ব্রহ্মাঞ্জলীনসৌ।
উদডীয়ন্ত তাবন্তস্তস্যাস্রাঞ্জলয়ো হৃদঃ ॥ ১৮৩ ॥

স্নাতকং ঘাতকং জজ্ঞে জজ্ঞৌ দান্তং কৃতান্তবৎ।
বাচংযমস্য দৃষ্ট্যৈব যমস্যেব বিভায় সঃ ॥ ১৮৪ ॥

স পাখণ্ডজনান্বেষী প্রাপ্নুবন্ বেদপণ্ডিতান্।
জলার্থীবানলং প্রাপ্য পাপস্তাপাদপাসরৎ ॥ ১৮৫ ॥

তত্র ব্রহ্মহণং পশ্যন্নতিসন্তোষমানশে।
নির্বর্ণ্য সর্বমেধস্য যজমানং জহর্ষ যঃ ॥ ১৮৬ ॥

যতিহস্তস্থিতৈস্তস্য রাষ্ট্রৈরারম্ভি তর্জনা।
দুর্জনস্যাজনি ক্লিষ্টিগর্হিণাং বেদযষ্টিভিঃ ॥ ১৮৭ ॥

মণ্ডলত্যাগমৈচ্ছদ্বীক্ষ্য স্থণ্ডিলশায়িনঃ।
পবিত্রালোকনাদেষ পবিত্রাসমবিন্দত ॥ ১৮৮ ॥

অপশ্যন্ জিনমশ্বিষ্যন্নজিনং ব্রহ্মচারিণা।
ক্ষপণার্থী সদীক্ষস্য স চাক্ষপণমৈক্ষত ॥ ১৮৯ ॥

জপতামক্ষমালাসু বীজকর্ষণদর্শনাৎ।
স জীবাকৃষ্টিকণ্টানি বিপরীতদৃগন্বভূৎ ॥ ১৯০ ॥

ত্রিসন্ধ্যং তত্র বিপ্রাণাং স পশ্যন্নঘমর্ষণম্।
বরমৈচ্ছদ্দৃশোরেব নিজয়োরপকর্ষণম্ ॥ ১৯১ ॥

অদ্রাক্ষীত্তত্র কিঞ্চিন্ন কলিঃ পরিচিতং ক্বচিৎ।
ভৈমীনলব্যলীকাণুপ্রশ্নকামঃ পরিভ্রমন্ ॥ ১৯২ ॥

তপঃস্বাধ্যায়যজ্ঞানামকাণ্ডাদ্বিষ্টতাপসঃ।
স্বাবিদ্বিষাং শ্রিয়ং তস্মিন্ পশ্যন্নুপততাপ সঃ ॥ ১৯৩ ॥

কন্নং তত্রোপনম্রায়া বিশ্বস্যা বীক্ষ্য তুষ্টবান্।
স মন্ত্রৌ তং বিভাব্যাথ বামদেব্যাভ্যুপাসকম্ ॥ ১৯৪ ॥

বৈরিণী শুচিতা তস্মৈ ন প্রবেশং দদৌ ভুবি।
ন বেদধ্বনিরালম্বমম্বরে বিততার বা ॥ ১৯৫ ॥

দর্শস্য দর্শনাৎ কষ্টমগ্নিষ্টোমস্য চানশে।
জুঘূর্ণে পৌর্ণমাসেক্ষী সোমং সোঽমন্যতান্তকম্ ॥ ১৯৬ ॥

তেনাদৃশ্যন্ত বীরঘ্না ন তু বীরহণো জনাঃ।
নাপশ্যৎ সোঽভিনির্মুক্তান্ জীবন্মুক্তানবৈক্ষত ॥ ১৯৭ ॥

স তুতোষাশ্রুতো বিপ্রান্ দৃষ্টবা স্পৃষ্টপরম্পরান্।
হোমশেষভবৎসোমভুজস্তান্ বীক্ষ্য দূনবান্ ॥ ১৯৮ ॥

শ্রুত্বা জনং রজোজুষ্টং তুষ্টিং প্রাপ্নোজ্ঝটিতাসৌ।
তং পশ্যন্ পাবনস্নানাবস্থং দুঃস্থস্ততোঽভবৎ ॥ ১৯৯ ॥

অধাবৎ ক্বাপি গাং বীক্ষ্য হন্যমানাময়ং মুদা।
অতিথিভ্যস্তথা বধ্যমানো মন্দো মন্দং ন্যবর্তত ॥ ২০০ ॥

হৃষ্টবান্ স দ্বিজং দৃষ্ট্বা নিত্যনৈমিত্তিকত্যজম্।
যজমানং নিরগ্ন্যেনং দূরং দীনমুখোঽদ্রবৎ ॥ ২০১ ॥

আননন্দ নিরীক্ষ্যায়ং পুরে তত্রাত্মঘাতিনম্।
সর্বস্বারস্য যজমানমেনং দৃষ্ট্বাথ বিব্যথে ॥ ২০২ ॥

ক্রতৌ মহাব্রতে পশ্যন্ ব্রহ্মচারীত্বরীরতম্।
জজ্ঞে যজ্ঞক্রিয়ামজ্ঞঃ স ভণ্ডাকাণ্ডতাণ্ডবম্ ॥ ২০৩ ॥

যজ্ঞভার্যাশ্বমেধাশ্বলিঙ্গালিঙ্গিবরাঙ্গতাম্।
দৃষ্ট্বাচষ্ট স কর্তারং শ্রুতের্ভণ্ডমপণ্ডিতঃ ॥ ২০৪ ॥

অথ ভীমজয়া জুষ্টং ব্যলোকত কলির্নলম্।
দুষ্টদৃশ্ভির্দুরালোকং প্রভয়েব প্রভাপ্রভুম্ ॥ ২০৫ ॥

তয়োঃ সৌহার্দসান্দ্রত্বং পশ্যন্ শল্যমিবানশে।
মর্মচ্ছেদমিবানর্ছ স তন্নর্মোর্মিভির্মিথঃ ॥ ২০৬ ॥

অমর্যাদাত্মনো দোষাত্তয়োস্তেজস্বিতাগুণাৎ।
স্প্রষ্টুং দূশাপ্যনীশস্তৌ তস্মাদপ্যচলৎ কলিঃ ॥ ২০৭ ॥

অগচ্ছদাশ্রয়ান্বেষী নলদ্বেষী স নিঃশ্বসন্।
অভিরামং গৃহারামং তস্য রামসমশ্রিয়ঃ ॥ ২০৮ ॥

রক্ষিলক্ষবৃতত্বেন বাধনং ন তপোধনৈঃ।
মেনে মানী মনাক্ তত্র স্বানুকূলং কলিঃ কিল ॥ ২০৯ ॥

দলপুষ্পফলৈর্দেবদ্বিজপূজাভিসন্ধিনা।
স নলেনার্জিতান্ প্রাপ তত্র নাক্রমিতুং দ্রুমান্ ॥ ২১০ ॥

অথ সর্বোদ্ভিদাসক্তিপূরণায় স রোপিতম্।
বিভীতকং দদর্শৈকং কুটং ধর্মেঽপ্যকর্মঠম্ ॥ ২১১ ॥

স তং নৈষধসৌধস্য নিকটং নিষ্কুটধ্বজম্।
বহু মেনে নিজং তস্মিন্ কলিরালম্বনং বনে ॥ ২১২ ॥

নিষ্পদস্য কলেস্তত্র স্থানদানাদ্বিভীতকম্।
কলিদ্রুমঃ পরং নাসীদাসীৎ কল্পদ্রুমোঽপি সঃ ॥ ২১৩ ॥

দদৌ পদেন ধর্মস্য স্থাতুমেকেন যৎ কলিঃ।
একঃ সোঽপি তদা তস্য পদং মন্যেঽমিলত্ততঃ ॥ ২১৪ ॥

উদ্ভিদ্বিরচিতাবাসঃ কপোতাদিব তত্র সঃ।
রাজ্ঞঃ সাগ্নের্দ্বিজাদস্মাৎ সন্তাপং প্রাপ দীক্ষিতাৎ ॥ ২১৫ ॥

বিভীতকমধিষ্ঠায় তথাভূতেন তিষ্ঠতা।
তেন ভীমভুবোঽভীকঃ স রাজর্ষির্ধর্ষি ন ॥ ২১৬ ॥

তমালম্বনমাসাদ্য বৈদর্ভীনিষধেশয়োঃ ।
কলুষং কলিরম্বিষ্যন্নবাৎসীদ্বৎসরান্ বহূন্ ॥ ২১৭ ॥

যথাসীৎ কাননে তত্র বিনিদ্রকলিকা লতা ।
তথা নলচ্ছলাসক্তিবিনিদ্রকলিকালতা ॥ ২১৮ ॥

দোষং নলস্য জিজ্ঞাসুর্বভ্রাম দ্বাপরঃ ক্ষিতৌ ।
ন দোষঃ কোঽপি লোকস্য মুখেঽস্তীতি দুরাশয়া ॥ ২১৯ ॥

অমুষ্মিন্নারামে সততনিপতদ্দোহদতয়া
প্রসূনৈরুন্নিদ্রৈরনিশমমৃতাংশুপ্রতিভটে ।
অসৌ বন্ধালম্বঃ কলিরজনি কাদম্ববিহগ
চ্ছদচ্ছায়াভ্যঙ্গোচিতরুচিতয়া লাঞ্ছনমৃগঃ ॥ ২২০

স্ফারে তাদৃশি বৈরসেনিনগরে পুণ্যৈঃ প্রজানাং ঘনং
বিঘ্নং লব্ধবতশ্চিরাদুপনতিস্তস্মিন্ কিলাভূৎ কলেঃ ।
এতস্মিন্ পুনরন্তরেঽন্তরমিতানন্দঃ স ভৈমীনলা-
বারাদ্ধুং ব্যথিত স্মরঃ শ্রুতিশিখাবন্দারুচূড়ং ধনুঃ ॥ ২২১ ॥

শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালংকারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্ ।
যাতঃ সপ্তদশঃ স্বসুঃ সুসদৃশি ছন্দপ্রশস্তের্মহা-
কাব্যে তদ্ভুবি নৈষধীয়চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ ॥ ২২২ ॥

× × × × × × × × × × × × × অষ্টাদশঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

সোঽয়মিত্থমথ ভীমনন্দনাম্ দারসারমধিগম্য নৈষধঃ ।
তাং তৃতীয়পুরুষার্থবারিধেঃ পারলম্ভনতরীমরীরমৎ ॥ ১ ॥

আত্মবিৎ সহ তয়া দিবানিশং ভোগভাগপি ন পাপমাপ সঃ ।
আহৃতা হি বিষয়ৈকতানতা জ্ঞানধৌতমনসং ন লিম্পতি ॥ ২ ॥

ন্যস্য মন্ত্রিষু স রাজ্যমাদরাদাররাধ মদনং প্রিয়াসখঃ ।
নৈকবর্ণমণিকোটিকুট্টিমে হেমভূমিভৃতি সৌধভূধরে ॥ ৩ ॥

বীরসেনসুতকণ্ঠভূষণীভূতদিব্যমণিপঙ্ক্তিশক্তিভিঃ ।
কামনোপনমদর্থতাগুণাদ্ যস্তৃণীকৃতসুপর্বপর্বতঃ ॥ ৪ ॥

ধূপিতং যদুদরাম্বরং চিরং মেচকৈরগরুসারদারুভিঃ ।
জালজালধৃতচন্দ্রচন্দনক্ষোদমেদুরসমীরশীতলম্ ॥ ৫ ॥

ক্বাপি কামশরবৃত্তবর্তয়ো যং মহাসুরভিতৈলদীপিকাঃ ।
তেনিরে বিতিমিরং স্মরস্ফুরদ্দোঃপ্রতাপনিকরাঙ্কুরশ্রিয়ঃ ॥ ৬ ॥

কুঙ্কুমৈণমদপঙ্কলেপিতাঃ ক্ষালিতাশ্চ হিমবালুকাম্বুভিঃ ।
রেজুরধ্বততশৈলজস্রজো যস্য মুগ্ধমণিকুট্টিমা ভুবঃ ॥ ৭ ॥

নৈষধাঙ্গপরিমর্দমেদুরামোদমাদবমনোজ্ঞবর্ণয়া ।
যদ্ভুবঃ ক্বচন সুনেশয্যয়াভাজি ভালতিলকপ্রগল্ভতা ॥ ৮ ॥

ক্বাপি যন্নিকটনিষ্কুটস্ফুটৎ কোরকপ্রকরসৌরভোর্মিভিঃ ।
সান্দ্রমাদ্রিয়ত ভীমনন্দনানাসিকাপুটকুটীকুটুম্বিতা ॥ ৯ ॥

ঋদ্ধসর্বঋতুবৃক্ষবাটিকাকীরকৃত্তসহকারশীকরৈঃ ।
যজ্জুষঃ স্ম কুলমুখ্যমাশুগঃ প্রাণবাতমুপদাভিরঞ্চতি ॥ ১০ ॥

কুত্রচিৎ কনকনির্মিতাখিলঃ ক্বাপি যো বিমলরত্নজঃ কিল ।
কুত্রচিদ্রচিতচিত্রশালিকঃ ক্বাপি চাদ্ভুতবিধেন্দ্রজালিকঃ ॥ ১১ ॥

চিত্রতত্তদনুকার্যবিভ্রমাধায্যনেকবিধরূপরূপকম্ ।
বীক্ষ্য যং বহু ধুবন্ শিরো জরাবাতকী বিধিরকম্পি শিল্পিরাট্ ॥ ১২ ॥

ভিত্তিগর্ভগৃহগোপিতৈর্জনৈর্যঃ কৃতাদ্ভুতকথাদিকৌতুকঃ ।
সূত্রযন্ত্রজবিশিষ্টচেষ্টয়াশ্চর্যসঞ্চিবহুশালভঞ্জিকঃ ॥ ১৩ ॥

তামসীষ্বপি তমীষু ভিত্তিগৈ রত্নরশ্মিভিরমন্দচন্দ্রিকঃ ।
যস্তপেঽপি জলযন্ত্রপাতুকাসারদূরধুততাপতন্দ্রিকঃ ॥ ১৪ ॥

যত্র পুষ্পশরশাস্ত্রকারিকাসারিকাধ্যুষিতনাগদন্তিকা ।
ভীমজানিষধসার্বভৌময়োঃ প্রত্যবৈক্ষত রতে কৃতাকৃতে ॥ ১৫ ॥

যত্র মত্তকলবিঙ্কশীলিতাশ্লীলকেলিপুনরুক্তবক্তয়োঃ ।
ক্বাপি দৃষ্টিভিরবাপি বাপিকোত্তংসহংসমিথুনস্মরোৎসবঃ ॥ ১৬ ॥

যত্র বৈণরববৈণবস্বরৈহুংকৃতৈরুপবনীপিকালিনাম্ ।
কঙ্কণালিকলহৈশ্চ নৃত্যতাং কূজিতং সুরতকূজিতং তয়োঃ ॥ ১৭ ॥

সীৎকৃতান্যশৃণুতাং বিশঙ্কয়োর্যৎ প্রতিষ্ঠিতরতিস্মরার্চয়োঃ ।
জালকৈরপবরান্তরেঽপি তৌ ত্যাজিতৈঃ কপটকুড্যতাং নিশি ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণসারমৃগশৃঙ্গভঙ্গুরা স্বাদুরুজ্জ্বলরসৈকসারিণী ।
নানিশং ত্রুটতি যম্মুখে পুরা কিন্নরীবিকটগীতিঝংকৃতিঃ ॥ ১৯ ॥

ভিত্তিচিত্রলিখিতাখিলক্রমা যত্র তস্থুরিতিহাসসংকথাঃ ।
পদ্মনন্দনসুতারিরংসুতামন্দসাহসহসনং মনোভুবঃ ॥ ২০ ॥

পুষ্পকাণ্ডজয়ডিণ্ডিমায়িতং যত্র গৌতমকলত্রকামিনঃ ।
পারদারিকবিলাসসাহসং দেবভর্তুরুদটঙ্কি ভিত্তিষু ॥ ২১ ॥

উচ্চলৎকলরবালিকৈতবাদ্বৈজয়ন্তবিজয়ার্জিতা জগৎ ।
যস্য কীর্তিরবদায়তি স্ম সা কার্তবীর্যার্থিনশীথিনীস্বসা ॥ ২২ ॥

গৌরভানুগুরুগেহনীস্মরোদ্বৃত্তভাবমিতিদ্বুত্তমাশ্রিতাঃ ।
রেজিরে যদজিরেঽভিনীতিভিনাটিকা ভরতভারতীসুধা ॥ ২৩ ॥

শম্ভুদারুবনসংভুজিক্রিয়া মাধবব্রজবধূবিলাসয়োঃ ।
গুম্ফিতৈরুশনসা সুভাষিতৈর্যস্য হাটকবিটঙ্কমঙ্কিতম্ ॥ ২৪ ॥

অহ্নি ভানুভুবি দাশদারিকাং যচ্চরঃ পরিচরন্নমুজ্জগৌ।
কালদেশবিষয়াসহাং স্মরাদুৎসুকং শুকপিতামহং শুকঃ ॥ ২৫ ॥

নীতমেব করলভ্যপারতামপ্রতীর্য মুনয়স্তপোর্ণবম্।
অপ্সরঃকুচঘটাবলম্বনাৎ স্বায়িনঃ ক্বচন যত্র চিত্রগাঃ ॥ ২৬ ॥

স্বামিনা চ বহতা চ তং ময়া স স্মরঃ সুরতবর্জনাজ্জিতঃ।
যোঽয়মীদৃগিতি নৃত্যতে স্ম যৎ কেকিনা মুরজনিস্বনৈর্ঘনৈঃ ॥ ২৭ ॥

যত্র বীক্ষ্য নলভীমসম্ভবে মুহ্যতো রতিরতীশয়োরপি।
স্পর্ধয়েব জয়তোর্জয়ায় তে কামকামরমণীবভূবতুঃ ॥ ২৮ ॥

তত্র সৌধসুরভূধরে যয়োরাবিরাসুরথ কামকেলয়ঃ।
যে মহাকবিভিরপ্যবীক্ষিতাঃ পাংসুলাভিরপি যে ন শিক্ষিতাঃ ॥ ২৯ ॥

পৌরুষং দধতি যোষিতা নলে স্বামিনি শ্রিততদীয়ভাবয়া।
যূনি শৈশবমতীর্ণয়া কিয়ৎ প্রাপি ভীমসুতয়া ন সাধ্বসম্ ॥ ৩০ ॥

দূত্যসংগতিগতং যদাত্মনঃ প্রাগশিশ্রবদিয়ং প্রিয়ং গিরঃ।
তং বিচিন্ত্য বিনয়ব্যয়ং হ্রিয়া ন স্ম বেদ কবরাণি কীদৃশম্ ॥ ৩১ ॥

যত্তয়া সদসি নৈষধঃ স্বয়ং প্রাংশুতঃ সপদি বীতলজ্জয়া।
তন্নিজং মনসিকৃত্য চাপলং সা শশাক ন বিলোকিতুং নলম্ ॥ ৩২ ॥

আসনে মণিমরীচিমাংসলে যাং দিশং স পরিরভ্য তস্থিবান্।
তামসূয়িতবতীব মানিনী ন ব্যলোকয়দিয়ং মনাগপি ॥ ৩৩ ॥

হ্রীসরিন্নিজনিমজ্জনোচিতং মৌলিদূরনমনং দধানয়া।
দ্বারি চিত্রযুবতিশ্রিয়া তয়া ভর্তৃহূতিশতমপ্রতীকৃতম্ ॥ ৩৪ ॥

বেশ্ম পত্যুরবিশন্ন সাধ্বসাদ্বেশিতাপি শয়নং ন সাঽভজৎ।
ভাজিতাপি সবিধং ন সাস্বপৎ স্বাপিতাপি ন চ সম্মুখাভবৎ ॥ ৩৫ ॥

কেবলং ন খলু ভীমনন্দিনী দূরমত্রপত নৈষধং প্রতি।
ভীমজাহৃদি জিতঃ স্ত্রিয়া হ্রিয়া মন্মথোঽপি নিয়তং স লজ্জিতঃ ॥ ৩৬ ॥

আত্মনাপি হরদারসুন্দরী যৎকিমপ্যভিললাষ চেষ্টিতুম্।
স্বামিনা যদি তদর্থমর্থিতা মূদ্রিতস্তদনয়া তদুদ্যমঃ ॥ ৩৭ ॥

হ্রীভরাদ্বিমুখয়া তয়া ভিয়ং সঞ্চিতামননুরাগশঙ্কিনি।
স স্বচেতসি লুলোপ সংস্মরন্ দূত্যকালকলিতং তদাশয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

পার্শ্বমাগমি নিজং সহালিভিস্তেন পূর্বমথ সা তয়ৈকয়া।
ক্বাপি তামপি নিযুজ্য মায়িনা স্বাত্মমাত্রসচিবাবশেষিতা ॥ ৩৯ ॥

সন্নিধাবপি নিজে নিবেশিতামালিভিঃ কুসুমশস্ত্রশাস্ত্রবিৎ।
আনয়দ্ব্যবধিমানিব প্রিয়ামঙ্কপালিবলয়েন সন্নিধিম্ ॥ ৪০ ॥

প্রাগচুম্বদলিকে হ্রিয়ানতাং তাং ক্রমাদ্দরনতাং কপোলয়োঃ।
তেন বিশ্বসিতমানসাং ঝটিত্যাননে স পরিচুম্ব্য সিষ্মিয়ে ॥ ৪১ ॥

লজ্জয়া প্রথমমেত্য হুংকৃতঃ সাধ্বসেন বলিনাথ তর্জিতঃ।
কিঞ্চিদুচ্ছ্বসিত এব তদ্ধৃদি ন্যম্বভূব পুনরর্ভকঃ স্মরঃ ॥ ৪২ ॥

বল্লভস্য ভুজয়োঃ স্মরোৎসবে দিৎসতোঃ প্রসভমঙ্কপালিকাম্।
এককশ্চিরমরোধি বালয়া তল্পযন্ত্রণনিরন্তরালয়া ॥ ৪৩ ॥

হারচারিমবিলোকনে মৃষাকৌতুকং কিমপি নাটয়ন্নয়ম্।
কণ্ঠমূলমদসীয়মস্পৃশৎ পাণিনোপকুচধাবিনা ধবঃ ॥ ৪৪ ॥

যত্ত্বয়াস্মি সদসি স্রজাঞ্চিতস্তন্ময়াপি ভবদর্হণার্হতি।
ইত্যুদীর্য নিজহারমর্পয়ন্নস্পৃশৎ স তদুরোজকোরকৌ ॥ ৪৫ ॥

নীবিসীম্নি নিহিতং স নিদ্রয়া সুভ্রুবো নিশি নিষিদ্ধসংবিদঃ।
কম্পিতং শয়মপাস যন্নয়ং দোলনৈর্জনিতবোধয়াহনয়া ॥ ৪৬ ॥

স প্রিয়োরুযুগকঞ্চুকাংশুকে ন্যস্য দৃষ্টিমথ সিস্মিয়ে নৃপঃ।
আববার তদথাম্বরাঞ্চলৈঃ সা নিরাবৃতিরিব ত্রপাবৃতা ॥ ৪৭ ॥

বৃদ্ধিমান্ ব্যধিত তাং ক্রমাদয়ং কিঞ্চিদিত্থমপনীতসাধ্বসাম্।
কিন্তু তন্মনসি চিত্তজন্মনা হ্রীরনামি ধনুষা সমং মনাক্ ॥ ৪৮

সিস্মিয়ে হসতি ন স্ম তেন সা প্রীণিতাপি পরিহাসভাষণৈঃ।
স্বে হি দর্শয়তি তে পরেণ কানর্ঘ্যদন্তকুরবিন্দমালিকে ॥ ৪৯ ॥

বীক্ষ্য ভীমতনয়াস্তনদ্বয়ং মগ্নহারমণিমুদ্রয়াঙ্কিতম্।
সোঢ়কান্তপরিরম্ভগাঢ়তা সাম্বমায়ি সুমুখী সখীজনৈঃ ॥ ৫০ ॥

যাচতে স্ম পরিধাপিকাঃ সখীঃ সা স্বনীবিনিবিড়ক্রিয়াং যদা।
অম্বমিম্বত তদা বিহস্য তা বৃত্তমত্র পতিপাণিচাপলম্ ॥ ৫১ ॥

কুর্বতী নিচুলিতং হ্রিয়া কিয়ৎসৌহৃদাদ্বিবৃতসৌরভং কিয়ৎ।
কুড্যলোম্মিষিতসূনসেবিনীং পদ্মিনীং জয়তি সা স্ম পদ্মিনী ॥ ৫২ ॥

নাবিলোক্য নলমাসিতুং স্মরো হ্রীর্ন বীক্ষিতুমদাম্মৃগীদৃশঃ।
তদ্দৃশঃ পতিদিশাচলন্নথ ব্রীড়িতাঃ সমকুচম্মুহুঃ পথঃ ॥ ৫৩ ॥

নানয়া পতিরনায়ি নেত্রয়োর্লক্ষ্যতামপি পরোক্ষতামপি।
বীক্ষ্যতে স খলু যদ্বিলোকনে তত্র তত্র নয়নে দদানয়া ॥ ৫৪ ॥

বাসরে বিরহনিঃসহা নিশাং কান্তসঙ্গসময়ং সমৈহত।
সা হ্রিয়া নিশি পুনর্দিনোদয়ং বাঞ্ছতি স্ম পতিকেলিলজ্জিতা ॥ ৫৫ ॥

তৎ করোমি পরমভ্যুপৈষি যুম্মা হ্রিয়ং ব্রজ ভিয়ং পরিত্যজ।
আলিবর্গ ইব তেঽর্থমিত্যমুং শশ্বদাশ্বসনমুচিবান্নলঃ ॥ ৫৬ ॥

যেন তস্মদনবহ্নিনা স্থিতং হ্রীমহৌষধিনিরুদ্ধশাক্তনা।
সিদ্ধিমভ্যুদতেজি তৈঃ পুনঃ স প্রিয়প্রিয়বচোভিমন্ত্রণৈঃ ॥ ৫৭ ॥

যদ্বিধয় দয়িতাপিতং করং দোর্দ্বয়েন পিদধে কুচৌ দৃঢ়ম্।
পার্শ্বগং প্রিয়মপাস্য সা হ্রিয়া তং হৃদিস্থিতমিবালিলিঙ্গ তৎ ॥ ৫৮ ॥

অন্যদস্মি ভবতীং ন যাচিতা বারমেকমধরং ধয়ামি তে।
ইত্যাসিস্বদদুপাংশকাকুবাক্ সোপমর্দহঠবৃত্তিরেব তম্ ॥ ৫৯ ॥

পীততাবকমুখাসবোঽধুনা ভৃত্য এষ নিজকৃত্যমর্হতি।
তৎ করোমি ভবদূরুমিত্যসৌ তত্র সংন্যধিত পাণিপল্লবম্ ॥ ৬০ ॥

চুম্বনাদিষু বভুব নাম কিং তদ্বৃথা ভিয়মিহাপি মা কৃথাঃ।
ইত্যুদীর্য রসনাবলিব্যয়ং নির্মমে মৃগদৃশোঽয়মাদিমম্ ॥ ৬১ ॥

অস্তিবাম্যভরমস্তিকৌতুকং সাস্তিঘর্মজমস্তিবেপথু।
অস্তিভীতি রতমস্তিবাঞ্ছিতং প্রাপদস্তিসুখমস্তিপীড়নম্ ॥ ৬২ ॥

হ্রীস্তবেয়মুচিতৈব যন্নবস্তাবকে মনসি সৎসমাগমঃ।
তত্তু নিস্ত্রপমজস্রসংগমাদ্ব্রীড়মাবহতি মামকং মনঃ ॥ ৬৩ ॥

ইত্যুপালভত সম্ভুজিক্রিয়ারম্ভবিঘ্নঘনলজ্জিতৈর্জিতাম্।
তাং তথা স চতুরোঽথ সা যথা স্বপ্নমেব তমনু স্বপামযাৎ ॥ ৬৪ ॥

বাহুবক্ত্রজঘনস্তনাঙ্ঘ্রিতদ্বন্ধগন্ধরতসংগতানতীঃ।
ইচ্ছুরুৎসুকজনে দিনেঽস্মি তে বীক্ষিতৈতি সমকেতি তেন সা ॥ ৬৫ ॥

প্রাতরাত্মশয়নাদ্বিনির্যতীং সংনিরুধ্য যদসাধ্যমন্যদা।
তম্মুখার্পণমুখং সুখং ভুবো জম্ভজিৎ ক্ষিতিশচীমচীকরৎ ॥ ৬৬ ॥

নায়কস্য শয়নাদহর্মুখে নির্গতা মুদমুদীক্ষ্য সুভ্রুবাম্।
আত্মনা নিজনবস্মরোৎসবস্মারিণীয়মহ্নণীয়ত স্বয়ম্ ॥ ৬৭ ॥

তাং মিথোঽভিদধতীং সখীং প্রিয়স্যাত্মনশ্চ স নিশাবিচেষ্টিতম্।
পার্শ্বগঃ স্থরবরাৎ পিধাং দধদ্দৃশ্যতাং শ্রুতকথো হসন্ গতঃ ॥ ৬৮ ॥

চক্রদারবিরহেক্ষণক্ষণে বিভ্যতীং স পরিরভ্য নামুচৎ।
ক্বাপি বস্তুনি বদত্যনাগতং চিত্তমুদ্যদনিমিত্তবৈকৃতম্ ॥ ৬৯ ॥

চুম্বিতং ন মুখমাচকর্ষ যৎপত্যুরন্তরমুতং ববর্ষ তৎ।
সা ননোদ ন ভুজং তদর্পিতং তেন তস্য কিমভুন্ন তর্পিতম্ ॥ ৭০ ॥

নীতয়োঃ স্তনপিধানতাং তয়া দাতুমাপ ভুজয়োঃ করং পরম্।
বীতবাহুনি ততো হৃদংশুকে কেবলেঽপ্যথ স তৎকুচদ্বয়ে ॥ ৭১ ॥

যাচনান্ন দদতীং নখক্ষতং তাং বিধায় কথয়াঽন্যচেতসম্।
বক্ষসি ন্যাসিতুমাত্তৎকরঃ স্বং বিভিদ্য মুমুদে স তন্নখৈঃ ॥ ৭২ ॥

স প্রসহ্য হৃদয়াপবারকং হর্তুমক্ষমত সুভ্রুবো বহিঃ।
হ্রীময়ং তু ন তদীয়মান্তরং তদ্বিনেতুমভবৎ প্রভুঃ প্রভুঃ ॥ ৭৩ ॥

সা স্মরেণ বলিনাঽপ্যহাপিতা হ্রীক্রমে ভৃশমশোভতাবলা।
ভাতি চাপি বসনং বিনা নতু ব্রীড়ধৈর্যপরিবর্জনৈর্জনঃ ॥ ৭৪ ॥

আথ নেতি রতযাচিনং ন যন্মামতোঽনুমতবত্যসি স্ফুটম্।
ইত্যমুং তদভিলাপনোৎসুকং ধূনিতেন শিরসা নিরাস সা ॥ ৭৫ ॥

যা শিরোবিধুতিরাহ নেতি তে সা ময়া ন কিমিয়ং সমাকলি।
তন্নিষেধসমসংখ্যতা বিধিং ব্যক্তমেব তব বক্তি বাঞ্ছিতম্‌ ॥ ৭৬ ॥

নাথ নাথ শৃণবানি তে ন কিং তেন বাচমিতি তাং নিগদ্য সঃ।
সা স্ম দূত্যগতমাহ তং যথা তজ্জগাদ মৃদুভিস্তদুক্তিভিঃ ॥ ৭৭ ॥

নীবিসীম্নি নিবিড়ং পুরাহরুণৎ পাণিনাহথ শিথিলেন তৎকরম্‌।
সা ক্রমেণ ন-ন-নেতিবাদিনী বিঘ্নমাচরদমুষ্য কেবলম্‌ ॥ ৭৮ ॥

রূপবেষবসনাঙ্গবাসনাভূষণাদিষু পৃথগ্বিদগ্ধতাম্‌।
সান্যদিব্যযুবতিভ্রমক্ষমাং নিত্যমেত্য তমগান্নবা নবা ॥ ৭৯ ॥

ইঙ্গিতেন নিজরাগনীরধিং সংবিভাব্য চটুভির্গুণজ্ঞতাম্‌।
ভক্ততাং চ পরিচর্যয়ানিশং সাধিকাধিকবশং ব্যধত্ত তম্‌ ॥ ৮০ ॥

স্বাঙ্গমর্পয়িতুমেত্য বামতাং রোষিতং প্রিয়মথানুনীয় সা।
আতদীয়হঠসংবুভুক্ষুতাং নাস্বমন্যত পুনস্তমর্থিনম্‌ ॥ ৮১ ॥

আদ্যসংগমসমাদরাণ্যধাদ্বল্লভায় দদতী কথঞ্চন।
অঙ্গকানি ঘনমানবামতাব্রীড়লম্ভিতদুরাপতানি সা ॥ ৮২ ॥

পত্যুরাগিরিশমাতরু ক্রমাৎ স্বস্য চাগিরিজমালতং বপুঃ।
তস্য চার্হমখিলং পতিব্রতা ক্রীড়তি স্ম তপসা বিধায় সা ॥ ৮৩ ॥

ন স্থলী ন জলধির্ন কাননং নাদ্রিভূর্ন বিষয়ো ন বিষ্টপম্‌।
ক্রীড়িতা ন সহ যত্র তেন সা সা বিধৈব ন যয়া যয়া ন বা ॥ ৮৪ ॥

নম্রয়াংশুকবিকর্ষিণি প্রিয়ে বক্ত্রবাতহতদীপ্তদীপয়া।
ভর্তৃমৌলিমণিদীপিতাপ্তয়া বিস্ময়েন ককুভো নিভালিতাঃ ॥ ৮৫ ॥

কান্তমূর্ধ্নি দধতী পিধিৎসয়া তন্মণেঃ শ্রবণপূরমুৎপলম্‌।
রন্তুমর্চনমিবাচরৎ পুরঃ সা স্ববল্লভতনোর্মনোভুবঃ ॥ ৮৬ ॥

তং পিধায় মুদিতাথ পার্শ্বয়োবীক্ষ্য দীপমুভয়ত্র সা স্বয়োঃ।
চিত্তমাপ কুতুকাদ্ভুতত্রপাতঙ্কসংকটনিবেশিতস্মরম্‌ ॥ ৮৭ ॥

এককস্য শমনে পরং পুনর্জাগ্রতং শমিতমপ্যবেক্ষ্য তম্‌।
জাতবাহুবরসংস্মৃতিঃ শিরঃ সা বিধুয়ে নিমিমীল কেবলম্‌ ॥ ৮৮ ॥

পশ্য ভীরু! ন ময়াপি দৃশ্যসে যন্নিমীলিতবতী দৃশাবসি।
ইত্যনেন পরিহস্য সা তমঃ সংবিধায় সমভোজি লজ্জিতা ॥ ৮৯ ॥

চুম্ব্যসেঽয়ময়মঙ্ক্যসে নখৈঃ শ্লিষ্যসেঽয়ময়মর্প্যসে হৃদি।
নো পুনর্ন করবাণি তে গিরঃ হুং ত্যজ ত্যজ ইবাস্মি কিংকরা ॥ ৯০ ॥

ইত্যলীকরতকাতরা প্রিয়ং বিপ্রলভ্য সুরতে হ্রিয়ং চ সা।
চুম্বনাদি বিততার মায়িনী কিং বিদগ্ধমনসামগোচরঃ ॥ ৯১ ॥

স্বোচ্ছসতোদ্গমিতমারুতপ্তয়া দীপিকাচপলয়া তমোঘনে।
নির্বিশঙ্করতজন্মতন্মুখাকূতদর্শনসুখান্যভুঙ্ক্ত সঃ ॥ ৯২ ॥

যদ্ভ্রুবৌ কুটিলিতে তয়া রতে মন্মথেন তদনামি কার্মুকম্।
যত্তু হুংহুমিতি সা তদা ব্যধাত্তৎ স্মরস্য শরমুক্তিহুংকৃতম্ ॥ ৯৩ ॥

ঈক্ষিতোপদিশতীব নর্তিতুং তৎক্ষণোদিতমুদং মনোভুবম্।
কান্তদন্তপরিপীড়িতাধরা পাণিধূননমিয়ং বিতন্বতী ॥ ৯৪ ॥

সা শশাক পরিরম্ভদায়িনী গাহিতুং বৃহদুরঃ প্রিয়স্য ন।
চক্ষমে চ স ন ভঙ্গুরভ্রুবস্তুঙ্গপীনকুচদূরতাং গতম্ ॥ ৯৫ ॥

বাহুবল্লিপরিরম্ভমণ্ডলী যা পরস্পরমপীড়য়ত্তয়োঃ।
আস্ত হেমনলিনীমৃণালজঃ পাশ এব হৃদয়েশয়স্য সঃ ॥ ৯৬ ॥

বল্লভেন পরিরম্ভপীড়িতৌ প্রেয়সীহৃদি কুচাববাপতুঃ।
কেলতীমদনয়োরুপাশ্রয়ে তত্র বৃত্তমিলিতোপধানতাম্ ॥ ৯৭ ॥

ভীমজোরুযুগলং নলার্পিতৈঃ পাণিজস্য মৃদুভিঃ পদৈর্বভৌ।
তৎপ্রশস্তি রতিকাময়োর্জয়স্তম্ভযুগ্মমিব শাতকুম্ভজম্ ॥ ৯৮ ॥

বদ্ধমানি বিধিনাপি তাবকং নাভিমূরুযুগমন্তরাঙ্গকম্।
স ব্যধাদধিকবর্ণকৈরিদং কাঞ্চনৈর্যদিতি তাং পুরাহ সঃ ॥ ৯৯ ॥

পীড়নায় মৃদুনী বিগাহ্য তৌ কান্তপাণিনলিনে স্পৃহাবতী।
তৎকুচৌ কলশপীননিষ্ঠুরৌ হারহাসবিহতে বিতেনতুঃ ॥ ১০০ ॥

যৌ কুরঙ্গমদকুঙ্কুমাঞ্চিতৌ নীললোহিতরুচৌ বধূকুচৌ।
স প্রিয়োরসি তয়োঃ স্বয়ংভুবোরাচচার নখকিংশুকার্চনম্ ॥ ১০১ ॥

অম্বুধেঃ কিয়দনুপ্লুতং বিধুং স্বানুবিম্বমিলিতং ব্যড়ম্বয়ৎ।
চুম্বদম্বুজমুখীমুখং তদা নৈষধস্য বদনেন্দুমণ্ডলম্ ॥ ১০২ ॥

পূগভাগবহুতাকষায়িতৈর্বাসিতৈরুদয়ভাস্করেণ তৌ।
চক্রতুর্নিধুবনেঽধরামৃতৈস্তত্র সাধু মধুপানবিভ্রমম্ ॥ ১০৩ ॥

আহ নাথবদনস্য চুম্বতঃ সা স্ম শীতকরতামনক্ষরম্।
সীৎকৃতানি সুদতী বিতন্বতী সত্বদন্তপৃথুবেপথুস্তদা ॥ ১০৪ ॥

চুম্বনায় কলিতপ্রিয়াকুচং বীরসেনসুতবক্ত্রমণ্ডলম্।
প্রাপ ভর্তুমমৃতৈঃ সুধাংশুনা সক্তহাটকঘটেন মিত্রতাম্ ॥ ১০৫ ॥

বীক্ষ্য বীক্ষ্য পুনরৈক্ষি সা মুদা পর্যরম্ভি পরিরভ্য চাসকৃৎ।
চুম্বিতা পুনরচুম্বি চাদরাত্তৃপ্তিবাপি ন কথঞ্চনাপি চ ॥ ১০৬ ॥

ছিন্নমপ্যতনু হারমণ্ডলং মুগ্ধয়া সুরতলাস্যকেলিভিঃ।
ন ব্যতর্কি সুদৃশা চিরাদপি স্বেদবিন্দুকিতবক্ষসা হৃদি ॥ ১০৭ ॥

যত্তদীয়হৃদি হারমৌক্তিকৈরাসি তত্র গুণ এব কারণম্।
অন্যথা কথমমূত্র বর্তিতুং তৈরশাকি ন তদা গুণচ্যুতৈঃ ॥ ১০৮ ॥

একবৃত্তিরপি মৌক্তিকাবলিশ্ছিন্নহারবিততৌ তদা তয়োঃ।
ছায়য়াঽন্যহৃদয়ে বিভূষণং শ্রান্তিবারিভরভাবিতেঽভবৎ ॥ ১০৯ ॥

বামপাদতলসংস্থমম্বথশ্রীমদেন মুখবীক্ষণানিশম্‌ ।
ভুজ্যমাননবযৌবনামুনা পারসীম্নি চচার সা মুদাম্‌ ॥ ১১০ ॥

আন্তরাণ্যপি তদঙ্গসংগমৈস্তর্পিতানবয়বানমন্যত ।
নেত্রয়োরমৃতসারপারণাং তদ্বিলোকনমচিন্তয়ন্নলঃ ॥ ১১১ ॥

ভূষণৈরভূষদাশ্রিতৈঃ প্রিয়াং প্রাগথ ব্যষদদেষ ভাবয়ন্‌ ।
তৈরভাবি কিয়দঙ্গদর্শনে যৎপিধানময়বিঘ্নকারিভিঃ ॥ ১১২ ।

যোজনানি পরিরম্ভণেঽন্তরং রোমহর্ষজমপি স্ম বোধতঃ ।
তৌ নিমেষমপি বীক্ষণে মিথো বৎসরব্যবধিমধ্যগচ্ছতাম্‌ ॥ ১১৩ ॥

বীক্ষ্য ভাবমধিগন্তুমুৎসুকাং পূর্বমচ্ছমণিকুট্টিমে মৃদুম্‌ ।
কোঽয়মিত্যুদিতসংভ্রমীকৃতাং স্বানুবিম্বমদদর্শয়েষ তাম্‌ ॥ ১১৪ ॥

তৎক্ষণাবহিতভাবভাবিতস্বাদশাত্মসিতদীধিতিস্মিতৈঃ ।
স্বাং প্রিয়ামভিমতক্ষণোদয়াং ভাবলাভলঘুতাং নুনোদ সঃ ॥ ১১৫ ॥

স্বেন ভাবজননে স তু প্রিয়াং বাহুমূলকুচনাভিচুম্বনৈঃ ।
নির্মমে রতরহঃসমাপনাশর্মসারসমসংবিভাগিনীম্‌ ॥ ১১৬ ॥

বিশ্লথৈরবয়বৈর্নিমীলয়া লোমভিদ্ভুতমিতৈর্বিনিদ্রতাম্‌ ।
সূচিতং শ্বসিতসীৎকৃতৈশ্চ তৌ ভাবমক্রমকমধ্যগচ্ছতাম্‌ ॥ ১১৭ ॥

আস্ত ভাবমধিগচ্ছতোস্তয়োঃ সংমদেষু করজক্ষতার্পণা ।
ফাণিতেষু মরিচাবচূর্ণনা সা স্ফুটং কটুরপি স্পৃহাবহা ॥ ১১৮ ॥

অর্ধমীলিতবিলোলতারকে সা দৃশৌ নিধুবনক্লমালসা ।
যন্মুহূর্তমবহন্ন তৎপুনস্তৃপ্তিরাস্ত দয়িতস্য পশ্যতঃ ॥ ১১৯ ॥

তৎক্রমস্তমদিদীক্ষত ক্ষণং তালবৃন্তচলনায় নায়কম্‌ ।
তদ্বিধা হি ভবদৈবতং প্রিয়া বেধসোঽপি বিদধাতি চাপলম্‌ ॥ ১২০ ॥

স্বেদবিন্দুকিতনাসিকাশিখং তন্মুখং সুখয়তি স্ম নৈষধম্‌ ।
প্রোষিতাধরশয়ালুযাবকং সামিলুপ্তপুলকং কপোলয়োঃ ॥ ১২১ ॥

স্তীর্ণমেব পৃথু সস্মরং কিয়ৎক্লান্তমেব বহু নিবৃতং মনাক্‌ ।
কান্তচেতসি তদীয়মাননং তদ্বদালভত লক্ষমাদরাৎ ॥ ১২২ ॥

স্বেদবারিপরিপূরিতং প্রিয়ারোমকূপনিবহং যথা যথা ।
নৈষধস্য দৃগপাত্তথা তথা চিত্রমাপদপতৃষ্ণতাং ন সা ॥ ১২৩ ॥

বীতমাল্যকচহস্তসংযমব্যাপৃতস্থমৃগয়া স্ফুটীকৃতম্‌ ।
বাহুমূলমনয়া তদুজ্জ্বলং বীক্ষ্য সৌখ্যজলধৌ মমজ্জ সঃ ॥ ১২৪ ॥

বীক্ষ্য পত্যুরধরং কৃশোদরী বন্ধুজীবমিব ভৃঙ্গসংগতম্‌ ।
মণ্ডলং নয়নকজ্জলৈর্নিজৈঃ সংবরীতুমশকৎ স্মিতং ন সা ॥ ১২৫ ॥

তাং বিলোক্য বিমুখিশ্রিতস্মিতাং পৃচ্ছতো হসিতহেতুমীশিতুঃ ।
হ্রীমতী ব্যতরদুত্তরং বধূঃ পাণিপঙ্করুহি দর্পণার্পণাম্‌ ॥ ১২৬ ॥

লাক্ষয়াত্মচরণস্য চুম্বনাচ্চারুভালমবলোক্য তন্মুখম্ ।
সা হ্রিয়া নতনতাননাঽস্মরচ্ছেষরাগমুদিতং পতিং নিশঃ ॥ ১২৭ ॥

স্বেদভাজি হৃদয়েঽনুবিম্বিতং বীক্ষ্য মূর্তমিব হৃদ্গতং প্রিয়ম্ ।
নির্মমে ধৃতরতশ্রমং নিজৈস্তূর্ণনতাতিমৃদুনাসিকানিলৈঃ ॥ ১২৮ ॥

সূননায়কনিদেশবিভ্রমৈরপ্রতীতচরবেদনোদয়ম্ ।
দন্তদংশমধরেঽধিগামুকা সাস্পৃশস্মুদু চমৎকৃতঃ কিয়ৎ ॥ ১২৯ ॥

বীক্ষ্য বীক্ষ্য করজস্য বিভ্রমং প্রেয়সার্জিতমুরোজয়োরিয়ম্ ।
কান্তমৈক্ষত হসস্পৃশং কিয়ৎকোপসংকোচিতলোচনাঞ্চলাম্ ॥ ১৩০ ॥

রোষভূষিতমুখীমিব প্রিয়াং বীক্ষ্য ভীতিদরকম্পিতাঙ্করাম্ ।
তাং জগাদ স ন বেদ্মি তন্বি ! তং কশ্চকার তব কোপরোপণাম্ ॥ ১৩১ ॥

রোষকুঙ্কুমবিলেপনাস্মনাগুন্নম্ববাচি কৃশতম্ববাচি তে ।
ভূদযুক্তসমস্নৈব রঞ্জনা মাননে বিধুবিধেয়মাননে ॥ ১৩২ ॥

ক্ষিপ্রমস্য তু রুজা নখাদিজাস্তাবকীরমুতসীকরং কিরৎ ।
এতদর্থমিদমর্থিতং ময়া কণ্ঠচুম্বি মণিদাম কামদম্ ॥ ১৩৩ ॥

স্বাপরাধমলুপৎ পয়োধরে মৎকরঃ স্মরধনুষ্করস্তব ।
সেবয়া ব্যজনচালনাভুবা ভূয় এব চরণৌ করোতু বা ॥ ১৩৪ ॥

আননস্য মম চেদনৌচিতী নির্দয়ং দশনদংশদায়িনঃ ।
শোধ্যতে সুদতি ! বৈরমস্য তৎ কিং ত্বয়া বদ বিদশ্য নাধরম্ ॥ ১৩৫ ॥

দীপলোপমফলং ব্যধত্ত যস্ত্বৎপটাহৃতিষু মচ্ছিখামণিঃ ।
নো তদাগসি পরং সমর্থনা সোঽয়মস্তু পদপাতুকস্তব ॥ ১৩৬ ॥

ইত্থমুক্তিমুপহৃত্য কোমলাং তল্পচুম্বিচিকুরশ্চকার সঃ ।
আত্মমৌলিমণিকান্তিভঙ্গিনীং তৎপদারুণসরোজসঙ্গিনীম্ ॥ ১৩৭ ॥

তৎপদাখিলনখানুবিম্বনৈঃ স্বৈঃ সমেত্য সমতামিয়ায় সঃ ।
রুদ্রভূমবিজিগীষয়া রতিস্বামিনোপদশমূর্তিতাভৃতা ॥ ১৩৮ ॥

আখ্যতৈষ কুরু কোপলোপনং পশ্য নশ্যতি কৃশা মধোনিশা ।
এতমেব তু নিশান্তরে বরং রোষশেষমনুরোৎস্যসি ক্ষণম্ ॥ ১৩৯ ॥

সাথ নাথমনয়ৎ কৃতার্থতাং পাণিগোপিতনিজাঙ্ঘ্রিপঙ্কজা ।
তৎপ্রণামধুতমানমাননং স্মেরমেব সুদতী বিতন্বতী ॥ ১৪০ ॥

তৌ মিথো রতিরসায়নাৎ পুনঃ সংবভূক্ষুমনসৌ বভূবতুঃ ।
চক্রমে ন তু তয়োর্মনোরথং দুর্জনী রজনিরল্পজীবনা ॥ ১৪১ ॥

স্বপ্নুমাপ্তশয়নীয়য়োস্তয়োঃ স্বৈরমাখ্যত বচঃ প্রিয়াং প্রিয়ঃ ।
উৎসবৈরধরদানপানজৈঃ সান্তরায়পদমন্তরান্তরা ॥ ১৪২ ॥

দেবদূত্যমুপগম্য নির্দয়ং ধর্মভীতিকৃততাদৃশাগসঃ ।
অস্তু সেয়মপরাধমার্জনা জীবিতাবধি নলস্য বশ্যতা ॥ ১৪৩ ॥

স ক্ষণঃ সুমুখি ! যত্বদীক্ষণং তচ্চ রাজ্যমুরু যেন রজ্যসি ।
তন্নলস্য সুধয়াভিষেচনং যত্বদঙ্গপরিরম্ভবিভ্রমঃ ॥ ১৪৪ ॥

শর্ম কিং হৃদি হরেঃ প্রিয়ার্পণং কিং শিবার্ধঘটনং শিবস্য বা ।
কাময়ে তব মহেষু তন্বি ! তৎ নন্বয়ং সরিদুদন্বদন্বয়ম্ ॥ ১৪৫ ॥

ধীয়তাং ময়ি দৃঢ়া মমেতি ধীর্বস্তুমেবমবকাশ এব কঃ ।
যদ্বিধুয় তৃণবিন্দবর্পিতং ক্রীতবত্যসি দয়াপণেন মাম্ ॥ ১৪৬ ॥

শৃণ্বতা নিভৃতমালিভির্বধ্বাস্বিলাসমসকৃন্ময়া কিল ।
মোঘরাঘববিবর্জ্যজানকীশ্রাবিণী ভয়চলাসি বীক্ষিতা ॥ ১৪৭ ॥

ছদ্মসুপ্তবিনিমীলিতাং ক্ষপাং কচ্ছপস্য ধৃতচাপলাৎ পলাৎ ।
ত্বৎসখীষু সরটাচ্ছিরোধুতঃ স্বং ভিয়োঽভিদধতীষু বৈভবম্ ॥ ১৪৮ ॥

স্বং মদীয়বিরহান্ময়া নিজাং ভীতিমীরিতবতী রহঃশ্রুতা ।
নোজ্ঝিতাস্মি ভবতীং তদিত্যয়ং ব্যাহরন্বরমসত্যকাতরঃ ॥ ১৪৯ ॥

সংগময্য বিরহেঽস্মি জীবিকা যৈব বামথ রতায় তৎক্ষণম্ ।
হন্ত দগ্ধ ইতি মৃষ্টয়াবয়োর্নিদ্রয়াঽদ্য কিমু নোপসদ্যতে ॥ ১৫০ ॥

ঈদৃশং নিগদতি প্রিয়ে দৃশং সংমদাৎ কিয়দিয়ং ন্যমীলয়ৎ ।
প্রাতরালপতি কোকিলে কলং জাগরাদিব নিশঃ কুমুদ্বতী ॥ ১৫১ ॥

মিশ্রিতোরু মিলিতাধরং মিথঃ স্বপ্নবীক্ষিতপরস্পরক্রিয়ম্ ।
তৌ ততোঽনু পরিরম্ভসম্পুটে পীড়নাং বিদধতৌ নিদদ্রতুঃ ॥ ১৫২ ॥

তদ্ যাতায়াতরংহঃস্খলকলিতরতশ্রান্তিনিঃশ্বাসধারা-
জস্রব্যামিশ্রভাবস্ফুটকথিতমিথঃপ্রাণভেদব্যুদাসম্ ।
বালাবক্ষোজপত্রাংকুরকরিমকরীমুদ্রিতোর্বীন্দ্রবক্ষ-
শ্চিহ্নাখ্যাতৈকভাবোভয়হৃদয়ময়াশ্বস্বমানন্দনিদ্রাম্ ॥ ১৫৩ ॥

শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালংকারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্ ।
যাতোঽস্মিঞ্ শিবশক্তিসিদ্ধিভগিনীসৌভ্রাত্রভব্যে মহা-
কাব্যে তস্য কৃতৌ নলীয়চরিতে সর্গোঽয়মষ্টাদশঃ ॥ ১৫৪ ॥

× × × × × × × × × × × এ কোনবিংশঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × ×

নিশি দশমিতামালিঙ্গস্থ্যাং বিবোধবিধিৎসুভি-
র্নৈষধবসুধামীনাংকস্য প্রিয়াংকমুপেয়ুষঃ ।
শ্রুতিমধুপদস্রৈস্বৈদগ্ধীবিভাবিতভাবিক-
স্ফুটরসভৃশাভ্যক্তা বৈতালিকৈর্জগিরে গিরঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় মহারাজ ! প্রাভাতিকীং সুষমামিমাং
সকলয়তমাং দানাদক্ষ্ণোর্দরালসপক্ষ্মণোঃ ।

প্রথমশকুনং শয্যোত্থায়ং তবাস্তু বিদর্ভজা
প্রিয়জনমুখাম্ভোজাত্তুঙ্গং যদঙ্গ ! ন মঙ্গলম্ ॥ ২ ॥

বরুণগৃহিণীমাশামাসাদয়ন্তমমুং রুচী-
নিচয়সিচয়াংশাংশভ্রংশক্রমেণ নিরংশুকম্ ।
তুহিনমহসং পশ্যন্তীব প্রসাদমিষাদসৌ
নিজমুখমিতং স্মেরং ধত্তে হরের্মহিষী হরিৎ ॥ ৩ ॥

অমহতিতরাস্তাদকৃতোরা ন লোচনগোচরা-
স্তরণিকিরণা দ্যামণ্ডান্ত ক্রমাদপরম্পরাঃ ।
কথয়তি পরিশ্রান্তিং রাত্রীতমঃ সহযুধ্বনা-
ময়মপি দরিদ্রাণপ্রাণস্তমীদয়িতস্ত্বিষাম্ ॥ ৪ ॥

স্ফুরতি তিমিরস্তোমঃ পঙ্কপ্রপঞ্চ ইবোচ্চকৈঃ
পুরুসিতগরুচ্চণ্ডচঞ্চুপুটস্ফুটচুম্বিতঃ ।
অপি মধুকরী কালিংমন্যা বিরাজতি ধূমল-
চ্ছবিরিব রবেলাক্ষালক্ষ্মীং করৈরতিপাতুকৈঃ ॥ ৫ ॥

রজনিবমথুপ্রালেয়াম্ভঃ কণক্রমসম্ভৃতৈঃ
কুশকিসলয়স্যাচ্ছৈরগ্রেশয়ৈরুদবিন্দুভিঃ ।
সুষিরকুশলেনায়ঃসূচীশিখাঙ্কুরসংকরং
কিমপি গমিতান্যন্তমুক্তাফলান্যনুমেনিরে ॥ ৬ ॥

রবিরুচিশ্চামোংকারেষু স্ফুটামলবিন্দুতাং
গমায়িতুমমুরুচ্চীয়ন্তে বিহায়সি তারকাঃ ।
স্বরবিরচনায়াসাম্নচ্চৈরুদাত্তয়া হৃতাঃ
শিশিরমহসো বিম্বাদস্মাদসংশয়মংশবঃ ॥ ৭ ॥

ব্রজতি কুমুদে দৃষ্টবা মোহং দৃশোরপিধায়কে
ভবতি চ নলে দূরং তারাপতৌ চ হতৌজসি ।
লঘু রঘুপতেজায়াং মায়াময়ীমিব রাবণি-
স্তিমিরচিকুরগ্রাহং রাত্রিং হিনস্তি গভস্তিরাট্ ॥ ৮ ॥

ত্রিদশমিথুনক্রীড়াতল্পে বিহায়সি গাহতে
নিধুবনধুতস্রগ্ভাগশ্রীভরং গ্রহসংগ্রহঃ ।
মৃদুতরকরাকারৈস্তুলোৎকরৈরুদরম্ভরিঃ
পরিহরতি নাখণ্ডো গণ্ডোপধানবিধাং বিধুঃ ॥ ৯ ॥

দশশতচতুর্বেদীশাখাবিবর্তনমূর্তয়ঃ
সবিধমধুনাহলংকুর্বন্তি ধ্রুবং রবিরশ্ময়ঃ ।
বদনকুহরেষধ্যেতৄণাময়ং তদুদঞ্চতি
শ্রুতিপদময়স্তেষামেব প্রতিধ্বনিরধ্বনি ॥ ১০ ॥

নয়তি ভগবানম্ভোজস্যানিবন্ধনবান্ধবঃ
কিমপি মঘবপ্রাসাদস্য প্রঘাণমুপঘ্নতাম্ ।

অপসরদরিধ্বান্তপ্রত্যাগ্বিয়ৎপথমণ্ডলী
লগনফলদশ্রান্তস্বর্ণাচলভ্রমবিভ্রমঃ ॥ ১১ ॥

নভসি মহসাং ধ্বান্তধ্বাঙ্ক্ষপ্রমাপণপত্রিণা-
মিহ বিহরণৈঃ শ্যেনংপাতাং রবেরবধারয়ন্ ।
শশবিশসনত্রাসাদাশাময়াচ্চরমাং শশী
তদধিগমনাত্তারাপারাবতৈরুদভীয়ত ॥ ১২ ॥

ভৃশমবিভরুস্তারা হারাচ্চ্যুতা ইব মৌক্তিকাঃ
সুরসুরতজক্রীড়ালূনাদ্দ্যুসদ্বিয়দঙ্গণম্ ।
বহুকরকৃতাৎ প্রাতঃ সম্মার্জনাদধুনা পুন-
নিরুপধিনিজাবস্থালক্ষ্মীবিলক্ষণমীক্ষ্যতে ॥ ১৩ ॥

প্রথমমুপহৃত্যার্ঘং তারৈরখণ্ডিততণ্ডুলৈ-
স্তিমিরপরিষদ্দূর্বাপর্বাবলীশবলীকৃতৈঃ
অথ রবিরুচাং গ্রাসাতিথ্যং নভঃ স্ববিহারিভিঃ
সৃজতি শিশিরক্ষোদশ্রেণীময়ৈরুদসক্তুভিঃ ॥ ১৪ ॥

অসুরহিতমপ্যাদিত্যোত্থাং বিপত্তিমুপাগতং
দিতিসুতগুরুঃ প্রাণৈর্যোক্তুং ন কিং কচবক্তমঃ ।
পঠতি লুঠতীং কণ্ঠে বিদ্যাময়ং মৃতজীবনীং
যদি ন বহতে সন্ধ্যামৌনব্রতব্যয়ভীরুতাম্ ॥ ১৫ ॥

উদয়শিখরিপ্রস্থান্যহ্না রণেঽত্র নিশঃ ক্ষণে
দধতি বিহরৎপুষাণ্যুচ্মদ্রুতাশ্মজতুস্রবান্ ।
উদয়দরুণপ্রহ্বীভাবাদরাদরুণানুজে
মিলতি কিমু তৎসঙ্গাচ্ছুক্ত্যা নবেষ্টকবেষ্টনা ॥ ১৬ ॥

রবিরথহয়ানশ্বস্যাস্ত ধ্রুবং বড়বা বল-
প্রতিবলবলাবস্থায়িন্যাঃ সমীক্ষ্য সমীপগান্ ।
নিজপরিবৃঢ়ং গাঢ়প্রেমা রথাঙ্গবিহঙ্গমী
স্মরশরপরাধীনস্বান্তা বুষস্যতি সম্প্রতি ॥ ১৭ ॥

নিশি নিরশনাঃ ক্ষীরস্যন্তঃ ক্ষুধাঽশ্বকিশোরকা
মধুরমধুরং হ্রেষন্তে তে বিলোলিতবালধি ।
তুরগসমজঃ স্থানোত্থায়ং কণম্মণিমস্থভূ-
ধরভবশিলালেহায়েহাচণো লবণস্যতি ॥ ১৮ ॥

উডুপরিষদঃ কিং নার্হত্বং নিশঃ কিমু নৌচিতী
পতিরিহ ন যদ্দৃষ্টস্তাভ্যাং গণেয়রুচীগণঃ ।
স্ফুটমুডুপতেরাশ্মং বক্ষঃ স্ফুরন্মলিনাশ্মন-
শ্ছবি যদনয়োর্বিচ্ছেদেঽপি দ্রুতং বত ন দ্রুতম্ ॥ ১৯ ॥

অরুণকিরণে বহ্নৌ লাজানুডূনি জুহোতি যা
পরিণয়তি তাং সন্ধ্যামেতামবৈমি মণির্দিবঃ ।

ইয়মিব স এবাগিভ্রান্তিং করোতি পুরো যতঃ
করমপি ন কস্তস্যোবোৎকঃ সকৌতুকমীক্ষিতুম্ ॥ ২০ ॥

রতিরতিপতিদ্বৈতশ্রীকৌ ধ্রুবং বিভ্রমন্তরাং
প্রিয়বচসি যমগ্নাচার্যা বদামতমাং ততঃ।
অপি বিরচিতো বিঘ্নঃ পুণ্যদ্রুহঃ খলু নর্মণঃ
পরুষমরুষে নৈকস্যৈ বামুদেতি মুদেঽপি তৎ ॥ ২১ ॥

ভব লঘুযুতাকান্তঃ সন্ধ্যামুপাস্য তপোমল !
স্তবয়তি কথং সংধ্যেয়ং ত্বাং ন নাম নিশানুজা।
দ্যুতিপতিরথাবশ্যংকারী দিনোদয়মাসিতা
হরিপতিহরিৎপূর্ণভূর্ণায়িতা কিয়তঃ ক্ষণান্ ॥ ২২ ॥

মুষিতমনসশ্চিত্রং ভৌমি ! ত্বযাদ্য কলাগুহৈ-
র্নিষধবসুধানাথস্যাপি শ্লথশ্লথতা বিধৌ।
অজগণদয়ং সন্ধ্যাং বন্ধ্যাং বিধায় ন দূষণং
নমাসতুমনা যন্নাম স্যান্ন সংপ্রতি পূষণম্ ॥ ২৩ ॥

ন বিদূষিতরা কাপি ত্বত্তস্ততো নিয়তক্রিয়া-
পতনদুরিতে হেতুর্ভর্তুর্মনস্বিনি ! মা স্ম ভূঃ।
অনিশভবদত্যাগাদেনং জনঃ খলু কামুকী
সুভগমভিধাস্যত্যুন্দামা পরাক্ববদাংদঃ। ২৪ ॥

রহ সহচরীমেতাং রাজন্নপি প্রিয়তমাং ক্ষণং
তরণিকিরণৈঃ স্তোকাস্মুক্তৈঃ সমালভতে নভঃ।
উদধিনিরয়ন্ভাস্বৎস্বর্ণোদকুম্ভদিদৃক্ষুতাং
দধাতি নলিনং প্রস্থায়িন্যঃ শ্রিয়ঃ কুমুদাম্মুদা ॥ ২৫ ॥

প্রথমককুভঃ পান্থত্বেন স্ফুটেক্ষিতবুদ্রহা-
ণ্যনুপদমিহ দ্রক্ষ্যাম্যত্বাং মহাংসি মহস্পতেঃ।
পটিমবহনাদহোপোহক্ষমাণি বিতন্বতা-
মহহ যুবয়োস্তাবল্লক্ষ্মীবিবেচনচাতুরীম্ ॥ ২৬ ॥

অনতিশিথিলে পুংভাবেন প্রগল্ভবলাঃ খলু
প্রসভমলয়ঃ পাথোজাস্যে নিবিশ্য নিবিষ্বরাঃ।
কিমপি মুখতঃকৃষ্টানীতং বিতীর্য সরোজিনী-
মধুরসমুযোযোগে জায়াং নবান্নমচীকরন্ ॥ ২৭ ॥

মিহিরকিরণাভ্যোগং ভোক্তুং প্রবৃত্ততয়া পুরঃ
কলিতচুলুকাপোশানস্য গ্রহার্থমিয়ং কিমু।
ইতি বিকসিতেনৈকেন প্রাগ্দলেন সরোজিনী
জনয়তি মতিং সাক্ষাৎকর্তুর্জনস্য দিনোদয়ে ॥ ২৮ ॥

তটতরুখগশ্রেণীসাংরাবিণৈরিব সাম্প্রতং
সরসি বিগলন্নিদ্রামুদ্রাজনিষ্ট সরোজিনী।

অধরসুধয়া মধ্যে মধ্যে বধূমুখলব্ধয়া
ধয়তি মধুপঃ স্বাদুংকারং মধূনি সরোরুহাম্ ॥ ২৯ ॥
গতচরদিনস্যায়ুর্ভ্রংশে দয়োদয়সংকুচৎ-
কমলমুকুলক্রোড়ান্নীড়প্রবেশমুপেয়ুষাম্ ।
ইহ মধুলিহাং ভিন্নৈস্তম্ভোরুহৈষু সমায়তাং
সহ সহচরৈরালোক্যন্তেহধুনা মধুপারণাঃ ॥ ৩০ ॥

তিমিরবিরহাৎ পাণ্ডুয়ন্তে দিশঃ কৃশতারকাঃ
কমলহসিতৈঃ শ্যোনীবোন্নীয়তে সরসী ন কা ।
শরণমিলিতধ্বান্তধ্বংসপ্রভাদরধারণাদ্-
গগনশিখরং নীলত্যেকং নিজৈরয়শোভরৈঃ ॥ ৩১ ॥

সরসিজবনান্যুদ্যৎপক্ষার্ষমাণি হসন্তু ন
ক্ষতরুচিস্তদ্রুচ্চন্দ্রং তন্দ্রামুপৈতু ন কৈরবম্ ।
হিমগিরিদৃষদ্দায়াদশ্রি প্রতীতমদঃ স্মিতং
কুমুদবিপিনস্যাথো পাথোরুহৈর্নিজনিদ্রয়া ॥ ৩২ ॥

ধয়তু নলিনে মাধ্বীকং বা ন বাভিনবাগতঃ
কুমুদমকরন্দৌঘৈঃ কুক্ষিংভরির্ভ্রমরোৎকরঃ ।
ইহ তু লিহতে রাত্রীতর্ষং রথাঙ্গবিহংগমা
মধু নিজবধূবক্ত্রাম্ভোজেহধুনাধরনামকম্ ॥ ৩৩ ॥

জগতি মিথুনে চক্রাবেব স্মরাগমপারগৌ
নবমিব মিথঃ সংভুঞ্জাতে বিযুজ্য যৌ ।
সততমমৃতাদেরাহারাদ্ যদাপদরোচকং
তদমৃতভুজাং ভর্তা শম্ভুর্বিষং বুভুজে বিভুঃ ॥ ৩৪ ॥

বিশতি যুবতিত্যাগে রাত্রীমুচং মিহিকারুচং
দিনমণিমণিং তাপে চিত্তাগ্নিজাচ্চ যিযাসতি ।
বিরহতরলজ্জিহ্বা বস্বাহ্বয়ন্ত্যতিবিহ্বলা-
মিহ সহচরীং নামগ্রাহং রথাঙ্গবিহঙ্গমাঃ ॥ ৩৫ ॥

স্বমুকুলময়ৈনেত্রৈরন্ধংভবিষ্ণুতয়া জনঃ
কিমু কুমুদিনীং দূষ্যাচষ্টে রবেরনবেক্ষিকাম্ ।
লিখিতপঠিতা রাজ্ঞো দারাঃ কবিপ্রতিভাসু যে
শৃণুত শৃণুতাসূর্যম্পশ্যা ন সা কিল ভাবিনী ॥ ৩৬ ॥

চুলুকিততমঃসিন্ধোভৃঙ্গৈঃ করাদিব শুভ্যতে
নভসি বিসিনীবন্ধো রন্ধচ্যুতৈরুদবিন্দুভিঃ ।
শতদলমধুস্রোতঃ কচ্ছদ্বয়ীপুরবস্তণা-
দনুপদমদঃপঙ্কাশঙ্কামমী মম তন্বতে ॥ ৩৭ ॥

ঘুসৃণসুমনঃশ্রেণীশ্রীণামনাদরিভিঃ সরঃ-
পরিসরচরৈর্ভাসাং ভর্তুঃ কুমারতরৈঃ করৈঃ ।
অজনি জলজামোদানন্দোৎপতিষ্ণুমধুব্রতা-
বলিশবলনাগুঞ্জাপুঞ্জশ্রিয়ং গৃহয়ালুভিঃ ॥ ৩৮ ॥

রচয়তি রুচিঃ শোণীমেতাং কুমারিতরা রবে-
র্যদলিপটলী নীলীকর্তুং ব্যবস্যতি পাতুকা ।
অজনি সরসী কল্মাষী তন্ধ্রুবং ধবলস্ফুটৎ-
কমলকলিকাষণ্ডৈঃ পাণ্ডুকৃতোদরমণ্ডলা ॥ ৩৯ ॥

কমলকুশলাধানে ভানোরহো পুরুষব্রতং
যদুপকুরুতে নেত্রাণি শ্রীগৃহস্থবিবক্ষুভিঃ ।
কবিভিরুপমানাদপ্যম্ভোজতাং গমিতান্যসা-
বপি যদতথাভাবাম্মুঞ্চত্যলুকবিলোচনে ॥ ৪০ ॥

যদতিমহতী ভক্তির্ভানৌ তদেনমুদিত্বরং
ত্বরিতমুপতিষ্ঠস্বাধন্যা ! ত্বমধ্বরপদ্ধতেঃ ।
ইহ হি সময়ে মন্দেহেষু ব্রজন্ত্যুদবজ্রতা-
মভি রবিমুপস্থানোৎক্ষিপ্তা জলাঞ্জলয়ঃ কিল ॥ ৪১ ॥

উদয়শিখরিপ্রস্থাবস্থায়িনী খনিরক্ষয়া
শিশুতরমহোমাণিক্যানামহর্মণিমণ্ডলী ।
রজনিদৃষদং ধ্বান্তশ্যামাং বিধূয় পিধায়িকাং
ন খলু কতমেনেয়ং জানে জনেন বিমুদ্রিতা ॥ ৪২ ॥

সুরপরিবৃঢ়ঃ কর্ণাৎ প্রত্যগ্রহীৎ কিল কুণ্ডল-
স্বয়মথ খলু প্রাচ্যৈ প্রাদামুদা স হি তৎপতিঃ ।
বিধুরুদয়ভাগেকং তত্র ব্যলোকি বিলোক্যতে
নবতরকরস্বর্ণস্রাবি দ্বিতীয়মহর্মণিঃ ॥ ৪৩ ॥

দহনমবিশদ্দীপ্তির্যাস্তং গতে গতবাসর-
প্রশমসময়প্রাপ্তে পত্যৌ বিবস্বতি রাগিণী ।
অধরভুবনাৎ সোদ্ধুত্যৈষা হঠাত্তরণেঃ কৃতা-
মরপতিপুরপ্রাপ্তির্ধত্তে সতীব্রতমূর্তিতাম্ ॥ ৪৪ ॥

বুধজনকথা তথ্যৈবেয়ং তনৌ তনুজন্মনঃ
পিতৃশ্রিতিহরিদ্বর্ণাদ্যাহারজঃ কিল কালিমা ।
শমনযমুনাক্রোড়ৈঃ কালৈরিতস্তমসাং পিবা-
দপি যদমলচ্ছায়াৎ কায়াদভূয়ত ভাস্বতঃ ॥ ৪৫ ॥

অভজত চিরাভ্যাসং দেবঃ প্রতিক্ষণদাত্যয়ে
দিনময়ময়ং কালং ভূয়ঃ প্রসূয় তথা রবিঃ ।
ন খলু শকিতা শিলং কালপ্রসূতিরসৌ পুরা
যমযমুনয়োর্জন্মাধানেঽপ্যনেন যথোজ্ঝিতুম্ ॥ ৪৬ ॥

রুচিরচরণঃ সুতোরুশ্রীসনাথরথঃ শনিং
শমনমপি স ত্রাতুং লোকানসূত সুতাবিতি।
রথপদকৃপাসিন্ধুর্বন্ধুর্দৃশামপি দুর্জনৈ-
র্যদুপহসিতো ভাস্বান্নাস্মান্ হসিষ্যতি কঃ খলঃ ॥ ৪৭ ॥

শিশিরজরুজাং ঘর্মং শর্মোদয়ায় তনুভৃতা-
মথ খরকরশ্যানাস্যানাং প্রযচ্ছতি যঃ পয়ঃ।
জলভয়জুষাং তাপং তাপস্পৃশাং হিমমিত্যয়ং
পরহিতমিলৎকৃত্যাবৃত্তিঃ স ভানুরুদঞ্চতি ॥ ৪৮ ॥

ইহ ন কতমশ্চিত্রং ধত্তে তমিস্রততীর্দিশা-
মপি চতসৃণামুৎসঙ্গেষু শ্রিতা ধয়তাং ক্ষণাৎ।
তরুশরণতামেত্য চ্ছায়াময়ং নিবসত্তমঃ
শময়িতুমভূদানৈশ্বর্যং যদর্যমরোচিষাম্ ॥ ৪৯ ॥

জগতি তিমিরং মূর্চ্ছামিশ্রান্ধ্যেঽপি চিকিৎসতঃ
পিতুরিব নিজাম্বস্রাবম্মাদধীত্য ভিষজ্যতঃ।
অপি চ শমনস্যাসৌ তাতস্ততঃ কিমনৌচিতী
যদয়মদয়ঃ কহ্লারাণামুদেত্যপমৃত্যবে ॥ ৫০ ॥

উডুপরিবৃঢ়ঃ পত্যা মুক্তাময়ং যদপীড়য়দ্-
যদপি বিসিনীং ভানোর্জায়াং জহাস কুমুদ্বতী।
তদুভয়মতঃ শঙ্কে সঙ্কোচিতং নিজশঙ্কয়া
প্রসরতি নবার্কে কর্কন্ধুফলারুণরোচিষি ॥ ৫১ ॥

শ্রুতিময়তনোর্ভানোর্জানেহয়নেবধবাধবনা
বিহরণকৃতঃ শাখাঃ সাক্ষাচ্ছতানি দশ ত্বিষাম্।
নিশি নিশি সহস্রাভ্যাং দৃগ্ভিঃ শৃণোতি সহস্বরাঃ
পৃথগহিপতিঃ পশ্যত্যস্যাক্রমেণ চ ভাস্বরাঃ ॥ ৫২ ॥

বহুনখরতা যেষামগ্রে খলু প্রতিভাসতে
কমলসুহৃদস্তেঽমী ভানোঃ প্রবালরুচঃ করাঃ।
উচিতমুচিতং জালেষ্বক্ষঃপ্রবেশিভিরায়তৈঃ
কিয়দবয়বৈরেষামালিঙ্গিতাঙ্গুলিবল্গুতা ॥ ৫৩ ॥

নয় নয়নয়োদ্রাক্ পেয়তাং প্রবিষ্টবতীরমূ-
র্ভুবনবলভীজালান্নালা ইবার্ককরাঙ্গুলীঃ।
ভ্রমাদণুগণক্রান্তা ভাস্তি ভ্রমন্ত্য ইবাশু যাঃ
পুনরপি ধৃতা কুন্দে কিম্বা ন বর্ধকিনা দিবঃ ॥ ৫৪ ॥

দিনমিব দিবাকীর্তিস্তীক্ষ্ণাৎ ক্ষুরাৎ সবিতুঃ করাৎ
তিমিরকবরীলূনীং কৃত্বা নিশাং নিরদীধরৎ।
স্ফুরতি পরিতঃ কেশস্তোমৈস্ততঃ পতয়ালুভি-
র্ধ্রুবমধবলং তত্তচ্ছায়চ্ছলাদবনীতলম্ ॥ ৫৫ ॥

ব্রূমঃ শঙ্খং তব নল ! যশঃ শ্রেয়সে সৃষ্টশব্দং
যৎ সোদর্যং স দিবি লিখিতঃ স্পষ্টমস্তি দ্বিজেন্দ্রঃ ।
অন্ধা শ্রদ্ধাকরমিহ করচ্ছেদমপ্যস্য পশ্য
ম্লানিস্থানং তদপি নিতরাং হারিণো যঃ কলঙ্কঃ ॥ ৫৬ ॥

তারাশঙ্খবিলোপকস্য জলজং তীক্ষ্ণাতিবঁষো ভিন্দতঃ
সারস্তং চলতা করেণ নিবিড়াং নিষ্পীড়নাং লম্ভিতঃ ।
ছেদার্থোপনতাম্বুকম্বুজরজোজম্বালপাণ্ডূভব-
চ্ছঙ্খচ্ছিৎকরপত্রতামিহ বহন্নন্তংগতার্ধো বিধুঃ ॥ ৫৭ ॥

যৎপাথোজবিমুদ্রণপ্রকরণে নির্নিদ্রয়ত্যংশুমান্
দৃষ্টীঃ পূর্ণয়তি স্ম যজ্জলরুহামক্ষ্ণা সহস্রং হরিঃ ।
সাজাত্যং সরসীরুহামপি দৃশামপ্যস্তি তদ্বাস্তবং
যন্মূলাদিয়তেতরাং কবিনৃভিঃ পদ্মোপমা চক্ষুষঃ ॥ ৫৮ ॥

অবৈমি কমলাকরে নিখিলযামিনীযামিক-
শ্রিয়ং শ্রয়তি যৎ পুরা বিততপত্রনেত্রোদরম্ ।
তদেব কুমুদং পুনর্দিনমবাপ্য গর্ভভ্রমদ্-
দ্বিরেফরবঘোরণাঘনমুপৈতি নিদ্রামুদম্ ॥ ৫৯ ॥

ইহ কিমুষসি পৃচ্ছাশংসিকিংশব্দরূপ-
প্রতিনিয়মিতবাচা বায়সেনৈষ পৃষ্টঃ ।
ভণ ফণিভবশাস্ত্রে তাতঙঃ স্থানিনৌ কা-
বিতি বিহিততুহীবাগুত্তরঃ কোকিলোঽভূৎ ॥ ৬০ ॥

দাক্ষীপুত্রস্য তন্ত্রে ধ্রুবময়মভবৎ কোঽপ্যধীতী কপোতঃ
কণ্ঠে শব্দৌঘসিদ্ধিক্ষতবহুকঠিনীশেষভূষানুষাতঃ ।
সর্বং বিস্মৃত্য দৈবাৎ স্মৃতিমুষসি গতাং ঘোষয়ন্ যো ঘুসংজ্ঞাং
প্রাক্সংস্কারেণ সম্প্রত্যপি ধুবতি শিরঃ পট্টিকাপাঠজেন ॥ ৬১ ॥

পৌরস্ত্যায়াং ঘুসৃণমসৃণশ্রীজুষো বৈজয়ন্ত্যাঃ
স্তোমৈশ্চিত্তং হরিতি হরতি ক্ষীরকণ্ঠৈর্ময়ূখৈঃ ।
ভানুর্জাম্বূনদতনুরসৌ শক্রসৌধস্য কুম্ভঃ
স্থানে পানং তিমিরজলধের্ভাবিভিরেতদ্ভবাভিঃ ॥ ৬২ ॥

দ্বিত্রৈরেব তমস্তমালগহনগ্রাসে দবীভাবুকৈ-
রুস্রৈরস্য সহস্রপত্রসদসি ব্যগ্রাণি ঘস্রোৎসবঃ ।
ঘর্মাণাং রয়চুম্বিতং বিতনুতে তৎপিণ্ডিকৃত-
ক্ষ্যাদগ্ব্যোমতমোঘমোঘমধুনা মোঘং নিদাঘদ্যুতিঃ ॥ ৬৩ ॥

দূরারূঢ়স্তিমিরজলধের্বাড়বশ্চিত্রভানু-
র্ভানুস্তাম্যদ্ঘনরুহবনীকেলিবৈহাসিকোঽয়ম্ ।
ন স্বাত্মীয়ং কিমিতি দধতে ভাস্বরশ্বৈতিমানং
দ্যামদ্যাপি দ্যুমণিকিরণশ্রেণয়ঃ শোণয়ন্তি ॥ ৬৪ ॥

প্রাতর্বর্ণনয়ানয়া নিজবপুর্ভূষাপ্রসাদানদা-
ন্দেবী বঃ পরিতোষিতেতি নিহিতামান্তঃপুরীভিঃ পুরঃ।
সুতা মণ্ডনমণ্ডলীং পরিদধুর্মাণিক্যরোচির্ময়-
ক্রোধাবেগসরাগলোচনরুচা দারিদ্র্যবিদ্রাবিণীম্ ॥ ৬৫ ॥

আগচ্ছন্ ভণতামমুষঃ ক্ষণমথাতিথ্যং দৃশোরানশে
স্বর্গঙ্গাম্বুনি ষন্দিনাং কৃতদিনারম্ভাপ্লুতির্ভূপতিঃ।
আনন্দাদতিপুষ্পকং রথমধিষ্ঠায় প্রিয়াযৌতকে
প্রাপ্তং তৈরবরাগতৈরবিদিতপ্রাসাদতো নির্গমঃ ॥ ৬৬ ॥

শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালংকারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্।
একামত্যজতো নবার্থঘটনামেকান্নবিংশো মহা-
কাব্যে তস্য কৃতৌ নলীয়চরিতে সর্গোঽয়মস্মিন্নগাৎ ॥ ৬৭ ॥

× × × × × × × × × × × × বিংশঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

সৌধাদ্রিকুট্টিমানেকধাতুকাধিত্যকাতটম্।
স প্রাপ রথপাথোভৃদ্বাতজাতজবো দিবঃ ॥ ১ ॥

ততঃ প্রত্যুদগাদ্ভৈমী কান্তমায়ান্তমন্তিকম্।
প্রতীচীসিন্ধুবীচীব দিনোংকারে সুধাকরম্ ॥ ২ ॥

স দূরমাদরং তস্যা বদনে মদনৈকদৃক্।
দৃষ্টমন্দাকিনীহেমারবিন্দশ্রীরবিন্দত ॥ ৩ ॥

তেন স্বদেশসন্দেশমর্পিতং সা করোদরে।
বভ্রাজে বিভ্রতী পদ্মং পদ্মেবোন্নিদ্রপদ্মদৃক্ ॥ ৪ ॥

প্রিয়েণাল্পমপি প্রত্তং বহু মেনেতরামসৌ।
একলক্ষতয়া দধ্যৌ যত্তমেকবরাটকম্ ॥ ৫ ॥

প্রেয়সাঙ্গবাদি সা তম্বি! ত্বদালিঙ্গনবিঘ্নকৃৎ।
সমাপ্যতাং বিধিঃ শেষঃ ক্লেশশ্চেতসি চেন্ন তে ॥ ৬ ॥

কৈতাবান্ শর্মমর্মাবিদ্বিদ্যতে বিধিরদ্য তে।
ইতি তং মনসা রোষাদবোচদ্বচসা ন সা ॥ ৭ ॥

ক্ষণবিচ্ছেদকাদেব বিধের্মুগ্ধে! বিরজ্যসি।
বিচ্ছেত্তা ন চিরং ত্বেতি হৃদাহ স্ম তদা কলিঃ ॥ ৮ ॥

সাবজ্ঞেবাথ সা রাজ্ঞঃ সখীং পদ্মমুখীমগাৎ।
লক্ষ্মীঃ কুমুদকেদারাদারাদম্ভোজিনীমিব ॥ ৯ ॥

মমাসাবপি মা সম্ভূৎ কলিদ্বাপরবৎ পরঃ।
ইতীব নিত্যসত্রে ত্বাং স ত্রেতাং পর্যতূতুষৎ ॥ ১০ ॥

ক্রিয়াং প্রাহ্লেতনীং কৃত্বা নিষেধন্ পাণিনা সখীম্ ।
করাভ্যাং পৃষ্ঠগস্তস্যা ন্যমিমীলদসৌ দৃশৌ ॥ ১১ ॥

দয়মন্ত্যা বয়স্যাভিঃ সহাস্যাভিঃ সমীক্ষিতঃ ।
প্রসৃতিভ্যামিবায়ামং মাপয়ন্ প্রেয়সীদৃশোঃ ॥ ১২ ॥

তর্কিতালি ! ত্বমিত্যর্ধবাণীকা পাণিমোচনাৎ ।
জ্ঞাতস্পর্শান্তরা মৌনমানশে মানসেবিনী ॥ ১৩ ॥

সাবাচি সুতনুস্তেন কোপস্তে নায়মোচিতী ।
ত্বাং প্রাপং যৎপ্রসাদেন প্রিয়ে ! তন্নাদ্রিয়ে তপঃ ॥ ১৪ ॥

নিশি দাস্যং গতোঽপি ত্বাং স্নাত্বা যন্নাভ্যবীবদম্ ।
তং প্রবৃত্তাসি মন্তুং চেন্মন্তুং তদ্বদ বন্দ্যসে ॥ ১৫ ॥

ইত্যেতস্যাঃ পদাসক্তো পত্যেব প্রেরিতৌ করৌ ।
রুন্ধনা সকোপং সাতঙ্কং তং কটাক্ষৈরমুমুহৎ ॥ ১৬ ॥

অবোচত ততস্তন্বীং নিষধানামধীশ্বরঃ ।
তদপাঙ্গচলত্তারঝলৎকারবশীকৃতঃ ॥ ১৭ ॥

কটাক্ষকপটারব্ধদূরলঙ্ঘনরংহসা ।
দৃশা ভীত্যা নিবৃত্তং তে কর্ণকূপং নিরূপ্য কিম্ ॥ ১৮ ॥

সরোষাপি সরোজাক্ষি ! ত্বমুদেষি মুদে মম ।
তপ্তাপি শতপত্রস্য সৌরভায়ৈব সৌরভা ॥ ১৯ ॥

ছেত্তুমিন্দৌ ভবদ্বক্ত্রবিম্ববিভ্রমবিভ্রমম্ ।
শঙ্কে শশাঙ্কমানঙ্কে ভিন্নভিন্নবিধির্বিধিঃ ॥ ২০ ॥

তাম্রপর্ণীতটোৎপন্নৈর্মৌক্তিকৈরিন্দুকুক্ষিজৈঃ ।
বদ্ধস্পর্ধতরা বর্ণাঃ প্রসন্নাঃ স্বাদবস্তব ॥ ২১ ॥

ত্বদ্গিরঃ ক্ষীরপাথোধেঃ সুধয়ৈব সহোত্থিতাঃ ।
অদ্যাষাবদহো ধাবদ্দুগ্ধলেপলবস্মিতাঃ ॥ ২২ ॥

পূর্বপর্বতমাশ্লিষ্টচন্দ্রিকশ্চন্দ্রমা ইব ।
অলংচক্রে স পর্যঙ্কমঙ্কসংক্রমিতাপ্রিয়ঃ ॥ ২৩ ॥

প্রাবৃডারম্ভণাম্ভোদঃ স্নিগ্ধাং দ্যামিব স প্রিয়াম্ ।
পরিরভ্য চিরায়াস বিশ্লেষায়াসমুক্তয়ে ॥ ২৪ ॥

চুচুম্বাস্যমসৌ তস্যা রসমগ্নঃ শ্রিতস্মিতম্ ।
নভোমণিরিবাম্ভোজং মধুমধ্যানুবিম্বিতঃ ॥ ২৫ ॥

অথাহূয় কলাং নাম পাণিনা স প্রিয়াসখীম্ ।
পুরস্তাদ্বেশিতামূচে কর্তুং নর্মণি সাক্ষিণীম্ ॥ ১৬ ॥

কস্মাদস্মাকমস্যাস্যা বয়স্যা দয়তে ন তে ।
আসক্তা ভবতীষ্বন্যাং মন্যে ন বহু মন্যতে ॥ ২৭ ॥

অস্বগ্রাহি ময়া প্রেয়ান্নিশি স্বোপনয়াদিতি ।
ন বিপ্রলভতে তাবদালীরিয়মলীকবাক্ ॥ ২৮ ॥

আহ স্মৈষা নলাদন্যং ন জুষে মনসেতি যৎ ।
যৌবনানুমিতেনাস্যাস্তস্মুষাভূস্মনোভুবা ॥ ২৯ ॥

আস্যসৌন্দর্যমেতস্যাঃ শৃণুমো যদি ভাষসে ।
তন্ধি লজ্জানমন্মৌলেঃ পরোক্ষমধুনাপি নঃ ॥ ৩০ ॥

পূর্ণয়ৈব দ্বিলোচন্যা সৈষালীরবলোকতে ।
দ্রাগপাঙ্গমাণুনা মাং তু মন্তুমন্তামিবেক্ষতে ॥ ৩১ ॥

নালোকতে যথেদানীং মামিয়ং তেন কল্পয়ে ।
যোঽহং দূতোঽনয়া দৃষ্টঃ সোঽপি ব্যস্মারিষীদৃশা ॥ ৩২ ॥

রাগং দর্শয়তে সৈষা বয়স্যাঃ সূনৃতামৃতৈঃ ।
মম ত্বমিতি বক্তুং মাং মৌনিনী মানিনী পুনঃ ॥ ৩৩ ॥

কাং নামশ্রয়তে নাম নামগ্রাহমিয়ং সখীম্ ।
কলে ! নলেতি নাস্মাকীং স্পৃশত্যাহ্বাং ন জিহ্বয়া ॥ ৩৪ ॥

অস্যাঃ পীনস্তনব্যাপ্তে হৃদয়েঽস্মাসু নির্দয়ে ।
অবকাশলবোঽপ্যাস্তি নাত্র কুত্র বিভর্তু নঃ ॥ ৩৫ ॥

অধিগত্যোদৃগেতস্যা হৃদয়ং মৃদুতামুচোঃ ।
প্রতীম এব বৈমুখ্যং কুচয়োর্যুক্তবৃত্তয়োঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি মুদ্রিতকণ্ঠেঽস্মিন্ সোল্লুণ্ঠমভিধায় তাম্ ।
দময়ন্তীমুখাধীতস্মিতয়াঽসৌ তয়া জগে ॥ ৩৭ ॥

ভাবিতেয়ং ত্বয়া সাধু নবরাগা খলু ত্বয়ি ।
চিরন্তনানুরাগার্হং বর্ততে নঃ সখীঃ প্রতি ॥ ৩৮ ॥

স্মরশাস্ত্রবিদা সেয়ং নবোঢ়া নস্ত্বয়া সখী ।
কথং সংভুজ্যতে বালা কথমস্মাসু ভাষতাম্ ॥ ৩৯ ॥

নাসত্যবদনং দেব ! ত্বাং গায়ন্তি জগন্তি যম্ ।
প্রিয়া তস্য সরূপা স্যাদন্যথালপনা ন তে ॥ ৪০ ॥

মনোভূরস্তি চিত্তেঽস্যাঃ কিন্তু দেব ! ত্বমেব সঃ ।
ত্বদবস্থিতিভূর্যস্মান্মনঃ সখ্যা দিবানিশম্ ॥ ৪১ ॥

সতত্ত্বেঽথ সখীচিত্তে প্রতিচ্ছায়ঃ স মন্মথঃ ।
ত্বয়াস্য সমরূপত্বমতনোরন্যথা কথম্ ॥ ৪২ ॥

কঃ স্মরঃ কস্ত্বমত্রেতি সন্দেহে শোভয়োভয়োঃ ।
ত্বয্যেবার্থিতয়া সেয়ং ধত্তে চিত্তেঽথবা যুবাম্ ॥ ৪৩ ॥

ত্বয়ি ন্যস্তস্য চিত্তস্য দূরাকর্ষত্বদর্শনাৎ ।
শঙ্কয়া পঙ্কজাক্ষী ত্বাং দৃগংশেন স্পৃশত্যসৌ ॥ ৪৪ ॥

বিলোকনাৎ প্রভৃত্যস্যা লগ্ন এবাসি চক্ষুষোঃ ।
স্বেনালোকয় শঙ্কা চেৎ প্রত্যয়ঃ পরবাচি কঃ ॥ ৪৫ ॥

পরীরম্ভেহনয়ারভ্য কুচকুঙ্কুমসংক্রমম্ ।
ত্বয়ি মে হৃদয়স্যৈবং রাগ ইত্যাদিদৈব বাক্ ॥ ৪৬ ॥

মনসায়ং ভবন্নামকামসূত্রজপব্রতী ।
অক্ষসূত্রং সখীকণ্ঠশ্চুম্বত্যেকাবলিচ্ছলাৎ ॥ ৪৭ ॥

অধ্যাসিতে বয়স্যায়া ভবতা মহতা হৃদি ।
স্তনাবন্তরসংমান্তৌ নিষ্ক্রান্তৌ ব্রূমহে বহিঃ ॥ ৪৮ ॥

কুচৌ দোষোজ্ঝিতাবস্যাঃ পীড়িতৌ ব্রণিতৌ ত্বয়া ।
কথং দর্শয়তামাস্যং বহুস্তাবাবৃতৌ হ্রিয়া ॥ ৪৯ ॥

ইত্যসৌ কলয়া সূক্তৈঃ সিক্তঃ পীযূষবর্ষিভিঃ ।
ঈদৃগেবেতি পপ্রচ্ছ প্রিয়ামুন্নমিতাননাম্ ॥ ৫০ ॥

বভৌ চ প্রেয়সীবক্ত্রং পত্যুরুন্নময়ন্ করঃ ।
চিরেণ লব্ধসন্ধানমরবিন্দমিবেন্দুনা ॥ ৫১ ॥

হ্রীণা চ স্ময়মানা চ নময়ন্তী পুনর্মুখম্ ।
দময়ন্তী মুদে পত্যুরুচ্চৈরপ্যভবত্তদা ॥ ৫২ ॥

ভূয়োঽপি ভূপতিস্তস্যাঃ সখীমাহ স্ম সস্মিতম্ ।
পরিহাসবিলাসায় স্পৃহয়ালুঃ সহপ্রিয়ঃ ॥ ৫৩ ॥

ক্ষন্তুং মন্তুং দিনস্যাস্য বয়স্যোয়ং ব্যবস্যতাৎ ।
নিশীব নিশি-ধাত্বর্থং যদাচরতি নাত্র নঃ ॥ ৫৪ ॥

দিনেনাস্যা মুখস্যেন্দুঃ সখা যদি তিরস্কৃতঃ ॥
তৎকৃতা শতপত্রাণাং তন্মিত্রাণামপি শ্রিয়ঃ ॥ ৫৫ ॥

লজ্জিতানি জিতান্যেব ময়ি ক্রীড়িতয়াঽনয়া ।
প্রত্যাবৃত্তানি তত্তানি পৃচ্ছ সম্প্রতি কং প্রতি ॥ ৫৬ ॥

নিশি দষ্টাধরায়াপি সৈষা মহ্যং ন রুষ্যতি ।
ক ফলং দশতে বিম্বীলতা কীরায় কুপ্যতু ॥ ৫৭ ॥

সৃণীপদসূচিহ্না শ্রীশ্চোরিতা কুম্ভকুম্ভয়োঃ ।
পশ্যোতস্যাঃ কুচাভ্যাং তন্নৃপস্তৌ পীড়য়ানি ন ॥ ৫৮ ॥

অধরামৃতপানেন মমাস্ত্যেমপরাধ্যতু ।
মধ্বী কিমপরাদ্ধং যঃ পাদৌ নাপ্নোতি চুম্বিতুম্ ॥ ৫৯ ॥

অপরাদ্ধং ভবদ্বাণীশ্রাবিণা পৃচ্ছ কিং ময়া ।
বীণাহ পরুষং যস্মাৎ কলকণ্ঠী ন নিষ্ঠুরম্ ॥ ৬০ ॥

সেয়মালিজনে স্বস্য ত্বয়ি বিশ্বস্য ভাষতাম্ ।
মমতাঽনুমতাঽস্মাসু পুনঃ প্রশ্নমর্হতে কুতঃ ॥ ৬১ ॥

অথোপবদনে ভৈম্যাঃ স্বকর্ণোপনয়চ্ছলাৎ।
সন্নিধাপ্য শ্রুতৌ তস্যা নিজাস্যং সা জগাদ তাম্‌ ॥ ৬২ ॥

অহো ময়ি রহোবৃত্তং ধূর্তে ! কিমপি নাভ্যধাঃ।
আস্ব সভ্যামিমং তত্তে ভূপমেবাভিধাপয়ে॥ ৬৩ ॥

স্মরশাস্ত্রমধীয়ানা শিক্ষিতাসি ময়ৈব যম্‌।
অগোপি সোঽপি কৃত্বা কিং দাম্পত্যব্যত্যয়স্ত্বয়া॥ ৬৪ ॥

মৌনিন্যামেব সা তস্যাং তদুক্তীরিব শৃণ্বতী।
বাদং বাদং মুহুশ্চক্রে হুং হুমিত্যন্তরান্তরা॥ ৬৫ ॥

অথাসাবভিসৃত্যাস্যা রতিপ্রাগল্ভ্যশংসিনী।
সখ্যা লীলাম্বুজাঘাতমনুভূয়ালপন্নৃপম্‌ ॥ ৬৬ ॥

দৃষ্টং দৃষ্টং মহারাজ ! ত্বদর্থাভ্যর্থনক্রুধা।
যত্তাড়য়তি মামেবং যদ্বা তর্জয়তি ভ্রুবা॥ ৬৭ ॥

বদত্যাচিহ্ন চিহ্নেন ত্বয়া কেনৈষ নৈষধঃ।
শঙ্কে শক্রঃ স্বয়ং কৃত্বা মায়ামায়াতবানিয়ম্‌ ৬৮ ॥

স্বর্ণদীস্বর্ণপদ্মিন্যাঃ পদ্মদানং নিদানতাম্‌।
নয়তীয়ং ত্বদিন্দ্রত্বে দিবশ্চাগমনং চ তে॥ ৬৯ ॥

ভাষতে নৈষধচ্ছায়ামায়ামায়ি ময়া হরেঃ।
আহ চাহমহল্যায়াং তস্যাকর্ণিতদুর্নয়া॥ ৭০ ॥

সম্ভাবয়তি বৈদর্ভী দর্ভাগ্রাভমতিস্তব।
জম্ভারিত্বং করাম্ভোজাদম্ভোলিপরিরম্ভণঃ॥ ৭১ ॥

অনন্যসাক্ষিকাঃ সাক্ষাত্তদাখ্যায় রহঃক্রিয়াঃ।
শঙ্কাতঙ্কং তুদৈতস্যা যদি ত্বং তত্ত্বনৈষধঃ॥ ৭২ ॥

ইতি তৎসুপ্রযুক্তত্বনিহ্নুতীকৃতকৈতবাম্‌।
বাচমাকর্ণ্য তদ্ভাবে সংশয়ালুঃ শশংস সঃ॥ ৭৩ ॥

স্মরসি ছদ্মনিদ্রালুর্ময়া নাভৌ শয়ার্পণাৎ।
যদানন্দোল্লসল্লোমা পদ্মনাভীভবিষ্যসি॥ ৭৪ ॥

জানাসি হ্রীভয়ব্যগ্রা যন্নবে মন্মথোৎসবে।
সামিভুক্তৈব মুক্তাসি মুগ্ধে ! খেদভয়ান্ময়া॥ ৭৫ ॥

স্মর জিত্বাজিমেতস্যাং করে মৎপদধাবিনি।
অঙ্গুলীযুগযোগেন যদাশ্লিক্ষং জনে ঘনে॥ ৭৬ ॥

বেত্থ মানেঽপি মত্ত্যাগদূনা ত্বং মাং চ যস্মিথঃ।
মদ্দৃষ্টালিখ্য পশ্যন্তী ব্যবাধা রেখয়াঽন্তরা॥ ৭৭ ॥

প্রস্মৃতং ন ত্বয়া তাবদ্‌ যস্মোহনবিমোহিতঃ।
অতৃপ্তোঽধরপানেষু রসনামপিবং তব॥ ৭৮ ॥

তৎকুচাদ্রিনখাংকস্য মুদ্রামালিঙ্গনোত্থিতাম্ ।
স্মরেঃ স্বহৃদি যৎ স্মেরসখীঃ শিল্পং তবারবম্ ॥ ৭৯ ॥

তৎয়ান্যাঃ ক্রীড়ন্মধ্যেমধুগোষ্ঠি রুষেক্ষিতঃ ।
বেৎসি তাসাং পুরো মূর্ধ্নী তৎপাদে যৎ কিলাস্খলম্ ॥ ৮০ ॥

বেত্থ মষ্যাগতে প্রোষ্য ষত্বাং পশ্যাতি হার্দিনি ।
অচুম্বীরালিমালিঙ্গ্য তস্যাং কেলিমুদা কিল ॥ ৮১ ॥

াগর্তি তত্র সংস্কারঃ স্বমুখাম্ভবদাননে ।
নিক্ষিপ্যাযাচিষং যত্তা ন্যায়াত্তাম্বুলফালিকাঃ ॥ ৮২ ॥

চিত্তে তদস্তি কচ্চিত্তে নখজং যৎক্রুধা ক্ষতম্ ।
প্রা॰ভাবাধিগমাগংস্হে ত্বয়া শম্বাকৃতং ক্ষতম্ ॥ ৮৩ ॥

স্বর্দীর্ঘনিময়েনৈব নিশি পার্শ্ববিবর্তিনোঃ ।
স্বপ্নেষ্বপ্যস্তবৈমুখ্যে সখ্যে সৌখ্যং স্মরাবয়োঃ ॥ ৮৪ ॥

ক্ষণং প্রাপ্য সদস্যেব নৃণাং বিমনিতেক্ষণম্ ।
দর্শিতাধরমন্দংশা ধ্যায় যস্মামতর্জয়ঃ ॥ ৮৫ ॥

তথাবলোক্য লীলাম্বুজনালভ্রমণবিভ্রমাৎ ।
করৌ যোজয়তাধ্যে ধী) হি যম্ময়াসি প্রসাদিতা ॥ ৮৬ ॥

তাম্বুলদানমন্যস্তকরজং করপঙ্কজে ।
মম ন স্মরসি প্রায়স্তব নৈব স্মরামি তৎ ॥ ৮৭ ॥

তবধ্যে (ধী) হি মুষোদ্যং মাং হিত্বা যত্বং গতা সখীঃ ।
তত্রাপি মে গতস্যাগ্রে লীলয়েবাচ্ছিনস্তৃণম্ ॥ ৮৮ ॥

স্মরসি প্রেয়সি ! প্রায়ো যস্বিতীয়রতাসহা ।
শুচিরাত্রীত্যুপালম্ভা ত্বং ময়া পিকনাদিনী ॥ ৮৯ ॥

ভুঞ্জানস্য নবং নিম্বং পরিবেবিষতী মধৌ ।
সপত্নীষ্বপি মে রাগং সম্ভাব্য স্বরুষঃ স্মরেঃ ॥ ৯০ ॥

স্মর শার্করমাস্বাদ্য ত্বয়া রাম্ধমিতি স্তুবন্ ।
স্বনিন্দারোষরক্তাস্তু যদভৈষং তবাধরাৎ ॥ ৯১ ॥

মুখাদারভ্য নাভ্যন্তং চুম্বং চুম্বমতৃপ্তবান্ ।
ন প্রাপং চুম্বিতুং যত্তে ধন্যা তচ্চুম্বতু স্মৃতিঃ ॥ ৯২ ॥

কর্মাপি স্মরকেলিং তং স্মর যত্র ভবন্নিতি ।
ময়া বিহিতসম্বুদ্ধিব্রীড়িতা স্মিতবত্যসি ॥ ৯৩ ॥

নীলদাচিবুকং যত্র মদাঙ্কেন শ্রমাম্বুনা ।
স্মর হারমণৌ দৃষ্টং স্বমাস্যং তৎক্ষণোচিতম্ ॥ ৯৪ ॥

স্মর তন্নথমন্ত্রোরো কস্তেঽধাদিতি তে মুষা ।
হ্রীদৈবতমলম্পং যদ্বৃত্তং রতপরোক্ষণম্ ॥ ৯৫ ॥

বনকেলৌ স্মরাশ্বত্থদলং ভূপতিতং প্রতি।
দেহি মহ্যমদস্যেতি মাগিরা ব্রীড়িতাসি যৎ ॥ ৯৬ ॥

ইতি তস্যা রহস্যানি প্রিয়ে শংসতি সান্তরা।
পাণিভ্যাং পিদধে সখ্যাঃ শ্রবসী হ্রীবশীকৃতা ॥ ৯৭ ॥

কর্ণৌ পীড়য়তী সখ্যা বীক্ষ্য নেত্রাসিতোৎপলে।
অপ্যপীড়য়তাং ভৈমীকরকোকনদে তু (নঃ) তৌ ॥ ৯৮ ॥

তৎ প্রবিষ্টং সখীকর্ণৌ পত্যুরালপিতং হ্রিয়া।
পিদধাবিব বৈদর্ভী স্বরহস্যাভিসন্ধিনা ॥ ৯৯ ॥

তমালোক্য প্রিয়াকেলিং নলে সোৎপ্রাসহাসিনি।
আরাত্তত্ত্বমবুধ্বাপি সখ্যঃ সিস্মিয়িরেঽপরাঃ ॥ ১০০ ॥

দম্পত্যোরুপরি প্রীত্যা তা ধরাপ্সরসস্তয়োঃ।
ববৃষুঃ স্মিতপুষ্পাণি সুরভীণি মুখানিলৈঃ ॥ ১০১ ॥

তদাস্যহসিতাজ্জাতং স্মিতমাসামভাসত।
আলোকাদিব শীতাংশোঃ কুমুদশ্রেণিজৃম্ভণম্ ॥ ১০২ ॥

প্রত্যভিজ্ঞায় বিজ্ঞাঽথ স্বরং হাসবিকস্বরম্।
সখ্যাস্তাসু স্বপক্ষায়াঃ কলা জাতবলাঽর্জনি ॥ ১০৩ ॥

সাঽনুয়োচ্চৈরথোচে তামেহি স্বর্গেণ বঞ্চিতে!
পিব বাণীঃ সুধাবেণীনৈপচন্দ্রস্য সুন্দরি! ॥ ১০৪ ॥

সাঽশৃণোত্তস্য বাগ্ভাগমনত্যাসক্তমত্যপি।
কল্পগ্রামাল্পনির্ঘোষং বদরীব কৃশোদরী ॥ ১০৫ ॥

অথ স্বপৃষ্ঠনিষ্ঠায়াঃ শশ্বত্যা নৈষধাভিধাঃ।
নলমৌলিমণৌ তস্যা ভাবমাকলয়ৎ কলা ॥ ১০৬ ॥

প্রতিবিম্বেক্ষিতৈঃ সখ্যা মুখাকূতৈঃ কৃতানুমা।
তদ্ব্রীড়াদ্যনুকুর্বাণা শশ্বতীবান্বমায়ি সা ॥ ১০৭ ॥

কারং কারং তথাকারমূচে সাঽশৃণবংত্মাম্।
মিথ্যা বেত্থ গিরশ্চৈতদ্ব্যর্থাঃ স্যুর্মম দেবতাঃ ॥ ১০৮ ॥

মৎকর্ণভূষণানাং তু রাজন্নিবিড়পীড়নাৎ।
ব্যথিষ্যমাণপাণিস্তে নিষেদ্ধমুচিতা প্রিয়া ॥ ১০৯ ॥

ইতি সা মোচয়াংচক্রে কর্ণৌ সখ্যাঃ করগ্রহাৎ।
পত্যুরাশ্রবতাং যান্ত্যা মুধায়াসনিষেধিনঃ ॥ ১১০ ॥

শ্রুতিসংরোধজধ্বানসন্ততিচ্ছেদতালতাম্।
জগাম ঝটিতি ত্যাগস্বনস্তৎকর্ণয়োস্ততঃ ॥ ১১১ ॥

সাপসৃত্য কিয়দ্দূরং মুমুদে সিস্মিয়ে ততঃ।
ইদং চ তাং সখীমেত্য যযাচে কাকুভিঃ কলা ॥ ১১২ ॥

অভিধাস্যে রহস্যং তে যদশ্রাবি ময়ানয়োঃ।
বর্ণয়াকর্ণিতং মহ্যমেহ্যালি! বিনিময়িতাম্ ॥ ১১৩ ॥

বয়স্যাভ্যর্থনেনাস্যাঃ প্রাক্‌ ছক্‌ৎশ্রুতিনাটনে।
বিস্মিতো কুরুতঃ স্মেতো দম্পতী কম্পিতং শিরঃ ॥ ১১৪ ॥

তথালিমালপন্তীং তামভ্যধান্নিষধাধিপঃ।
আস্ব তন্বাঙ্গিতো স্বচ্ছেন্দমথ্যাশপথসাহসাৎ ॥ ১১৫ ॥

প্রত্যালাপীং কলাপীমং কলঙ্কঃ শঙ্কিতঃ কুতঃ।
প্রিয়াপরিজনোক্তস্য ত্বয়েবাদ্য মুষোদ্যতা ॥ ১১৬ ॥

সত্যং খলু তদাশ্রৌষং পরং গুম্‌গুমারবম্।
শৃণোমীত্যেব চাবোচং ন তু ত্বদ্বাচমিত্যপি ॥ ১১৭ ॥

আমন্ত্র্য তেন দেব! ত্বাং তদৈবয়র্থ্যং সমর্থয়ে।
শপথঃ কর্কশোদর্কঃ সত্যং সত্যেঽপি দৈবতঃ ॥ ১১৮ ॥

অসম্ভোগকথারম্ভৈর্বঞ্চয়েথে কথং নু মাম্।
হন্ত সেয়মনর্হন্তী যত্তু বিপ্রলম্ভে যুবাম্ ॥ ১১৯ ॥

কর্ণে কর্ণে ততঃ সখ্যৌ শ্রুতমাচখ্যতুর্মিথঃ।
মুহুর্বিস্ময়মানে চ স্ময়মানে চ তে বহু ॥ ১২০ ॥

অথাখ্যায়ি কলাসখ্যা কুপ্য মে দময়ন্তি! মা।
কর্ণাভ্যন্তরতোঽপ্যস্যাঃ সংগোপ্যেব যদরবম্ ॥ ১২১ ॥

প্রিয়ঃ প্রিয়মথাচষ্ট দৃষ্টং কপটপাটবম্।
বয়স্যয়োরিদং তেঽস্মাস্মা সখীষ্বেব বিশ্বসীঃ ॥ ১২২ ॥

আলাপি কলয়াপীয়ং পতির্নালপতি ক্বচিৎ।
বয়স্যোঽসৌ রহস্যং তৎ সভ্যে বিপ্রভ্যমীদৃশি ॥ ১২৩ ॥

ইতি ব্যাকুণ্ঠমানায়াং তস্যামূচে নলঃ প্রিয়াম্।
ভণ ভৈমি! বহিঃ কুর্বে দুর্বিনীতে গৃহাদমূ ॥ ১২৪ ॥

শিরঃকম্পানুমত্যাথ সুদত্যা প্রীণিতঃ প্রিয়ঃ।
চুলুকং তুচ্ছমুৎসর্প্য সখ্যোঃ সলিলমক্ষিপৎ ॥ ১২৫ ॥

তচ্ছিন্নদত্তাচিত্তাভ্যামুচ্চৈঃ সিচয়সেচনম্।
তাভ্যামলম্ভি দূরেঽপি নলেচ্ছাপূরিভির্জলৈঃ ॥ ১২৬ ॥

বরেণ বরুণস্যায়ং সুলম্ভৈরম্ভসাং ভরৈঃ।
এতয়োঃ স্তিমিতীচক্রে হৃদয়ং বিস্ময়ৈরপি ॥ ১২৭ ॥

তেনাপি নাপসর্পন্ত্যৌ দময়ন্তীময়ং ততঃ।
হর্ষেণাদর্শয়ৎ পশ্য নাম্বমে তন্বি! মে পুরঃ ॥ ১২৮ ॥

ক্লিন্নীকৃত্যাম্ভসা বস্ত্রং জৈনপ্রব্রজিতীকৃতে।
সখ্যৌ সক্ষোমভাবেঽপি নির্বিঘ্নস্তনদর্শনে ॥ ১২৯ ॥

অম্বুনঃ শম্বরত্বেন মায়ৈবাবিরভূদিয়ম্‌ ।
যৎ পটাবৃতমপ্যঙ্গমনয়োঃ কথয়ত্যদঃ ॥ ১৩০ ॥

বাসসো বাম্বরত্বেন দৃশ্যতেয়মুপাগমৎ ।
চারুহারমণিশ্রেণিতারবীক্ষণলক্ষণা ॥ ১৩১ ॥

তে নিরীক্ষ্য নিজাবস্থাং হ্রীণে নির্যযতুস্ততঃ ।
তয়োর্বীক্ষারসাৎ সখ্যঃ সর্বা নিশ্চক্রমুঃ ক্রমাৎ ॥ ১৩২ ॥

তাং বহির্ভূয় বৈদর্ভীমূচুর্নীতাবধীর্তিন ।
উপেক্ষ্যে তে পুনঃ সখ্যো মর্মজ্ঞে নাধুনাপ্যমু ॥ ১৩৩ ॥

উচ্চৈরুচেহথ তা রাজ্ঞা সখীয়মিদমাহ বঃ ।
শ্রুতং মর্ম মমৈতাভ্যাং দৃষ্টং তত্ত্বু ময়ানয়োঃ ॥ ১৩৪ ॥

মন্থিরোধিতয়োর্বাচি ন শ্রদ্ধাতব্যমেতয়োঃ ।
অভ্যাষণাদমে মায়ামিথ্যাসিংহাসনে বিধিঃ ॥ ১৩৫ ॥

ধৌতেহপি কীর্তিধারাভিশ্চরিতে চারুণি দ্বিষঃ ।
মৃষামষীলবৈর্লক্ষ্ম লেখিতুং কে ন শিল্পিনঃ ॥ ১৩৬ ॥

তে সখ্যাবাচচক্ষাতে ন কিঞ্চিদ্‌ ব্রুবহে বহু ।
বক্ষ্যাবস্তৎপরং যস্মৈ সর্বা নির্বাসিতা বয়ম্‌ ॥ ১৩৭ ॥

স্থাপতোর্ন স্ম বিস্তস্তে বর্ষীয়স্যস্তলৎকরৈঃ ।
কৃতামপি তথাবাচি করকম্পেন বারণাম্‌ ॥ ১৩৮ ॥

অপযাতমিতো ধৃষ্টে ! কিংবামশ্লীলশীলতাম্‌ ।
ইত্যুক্তে চোক্তবন্তশ্চ ব্যতিদ্রাতে স্ম তে ভিয়া ॥ ১৩৯ ॥

আহ স্ম তম্গিরা হ্রীণাং প্রিয়াং নতমুখীং নলঃ ।
ঈদৃগ্ভণ্ডসখী কাপি নিস্ত্রপা ন মনাগপি ॥ ১৪০ ॥

অহো ! নাপত্রপাকং তে জাতরূপমিদং মুখম্‌ ।
নাতিতাপার্জনেহপি স্যাদিতো দুর্বর্ণনির্গমঃ ॥ ১৪১ ॥

তামথৈষ হৃদি ন্যস্য দদৌ তল্পতলে তনুম্‌ ।
নিমিষ্য চ তদীয়াঙ্গসৌকুমার্যমসিস্বদৎ ॥ ১৪২ ॥

ন্যস্য তস্যাঃ কুচদ্বন্দ্বে মধ্যেনীবি নিবেশ্য চ ।
স পাণেঃ সফলং চক্রে তৎকরগ্রহণশ্রমম্‌ ॥ ১৪৩ ॥

স্থাপিতামুপরি স্বস্য তাং স্ত্রদা স মুদা বহন্‌ ।
তদুদ্বহনকর্তৃত্ব মাচষ্ট স্পষ্টমাত্মনঃ ॥ ১৪৪ ॥

স্বিদ্যৎকরাঙ্গুলীলুপ্তকস্তুরীলেপমুদ্রয়া ।
পুংকার্যপীড়নৌ চক্রে স সখীষু প্রিয়াস্তনৌ ॥ ১৪৫ ॥

তৎকুচে নখমারোপ্য চমৎকুর্বংস্তয়েক্ষিতঃ ।
সোহবাদীত্তাং হৃদিস্থং তে কিং মামভিনদেষ ন ॥ ১৪৬ ॥

অহো ! অনৌচিতীয়ং তে হৃদি শূন্যেহপ্যশূন্যবৎ ।
অংকঃ খলৈরিবাকম্পি নখেক্ষণীক্ষনূমৈর্মম ॥ ১৪৭ ॥

যচ্চুম্বতি নিতম্বোরু যদালিঙ্গতি চ স্তনৌ ।
ভুঙ্‌ক্তে গুণময়ং তত্তে বাসঃ শুভদশোচিতম্ ॥ ১৪৮ ॥

লীনচীনাংশুকং স্বেদি দরালোক্যং বিলোকয়ন্ ।
তাম্রিতম্বং স নিঃশ্বস্য নিনিন্দ দিনদীর্ঘতাম্ ॥ ১৪৯ ॥

দেশমেব দদংশাসৌ প্রিয়াদন্তচ্ছদাশ্রিতকম্ ।
চকারাধরপানস্য তত্রৈবালীকচাপলম্ ॥ ১৫০ ॥

ন ক্ষমে চপলাপাঙ্গি ! সোঢ়ুং স্মরশরব্যথাম্ ।
তৎ প্রসীদ প্রসীদেতি স তাং প্রীতামকোপয়ৎ ॥ ১৫১ ॥

নেত্রে নিষধনাথস্য প্রিয়ায়া বদনাম্বুজম্ ।
ততঃ স্তনতটৌ তাভ্যাং জঘনং ঘনমীয়তুঃ ॥ ১৫২ ॥

ইত্যধীরতয়া তস্য হঠবৃত্তিবিশঙ্কিনী ।
ঝটিত্যুত্থায় সোৎকণ্ঠমসাবন্বসরৎসখীঃ ॥ ১৫৩ ॥

ন্যবারীব যথাশক্তি স্পন্দং মন্দং বিতন্বতা ।
ভৈমীকুচনিতম্বেন নলসম্ভোগলোভিনা ॥ ১৫৪ ॥

অপি শ্রোণিভরস্বৈরাং ধর্তুং তামশকন্ন সঃ ।
তদঙ্গসঙ্গজস্তম্ভো গতস্তম্ভোরুদোরপি ॥ ১৫৫ ॥

আলিঙ্গ্যালিঙ্গ্য তম্বঙ্গি ! মামিত্যর্থগিরং প্রিয়ম্ ।
স্মিত্বা নিবৃত্য পশ্যন্তী দ্বারপারমগাদসৌ ॥ ১৫৬ ॥

প্রিয়স্যাপ্রিয়মারভ্য তমন্বন্দ্যয়াঙ্গনয়া ।
শেকে শালীনয়ালভ্যো ন গন্তুং ন নিবর্তিতুম্ ॥ ১৫৭ ॥

অচকথদথ বন্দিসুন্দরী দ্বাঃসবিধমুপেত্য নলায় মধ্যমহ্নঃ ।
জয় নৃপ ! দিনযৌবনোম্মতপ্লাপ্রবনজলাদি পিপাসিত ক্ষিতিস্তে ॥ ১৫৮ ॥

উপহৃতমধিগঙ্গমম্বু কম্বুচ্ছবি তব বাঞ্ছতি কেশভঙ্গিসংগাৎ ।
অনুভবিতুমনন্তরং তরংগাসমশমনস্বসুমিশ্রভাবশোভাম্ ॥ ১৫৯ ॥

তপতি জগত এব মূর্ধ্নি ভূত্বা রবিরধুনা ত্বমিবাদ্ভুতপ্রতাপঃ ।
পুরমথনমুপাস্য পশ্য পুণ্যৈরধরিতমেনমনন্তরং ত্বদীয়ৈঃ ॥ ১৬০ ॥

আনন্দং হঠমাহরন্নিব হরধ্যানার্চনাদিক্ষণ-
স্যাসত্তাবপি ভূপতিঃ প্রিয়তমাবিচ্ছেদখেদালসঃ ।
পক্ষদ্বারদিশং প্রতি প্রতিমুহুদ্রাঙ্নির্গতপ্রেয়সী-
প্রত্যাসত্তিধিয়া দিশন্ দৃশমসৌ নির্গন্তুমুত্তস্থিবান্ ॥ ১৬১ ॥

শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালংকারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্‌ ।
অন্যাক্ষুন্নরসপ্রমেয়ভণিতৌ বিংশস্তদীয়ে মহা-
কাব্যেঽয়ং ব্যগলন্নলস্য চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ ॥ ১৬২ ॥

× × × × × × × × × × × × একবিংশঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

তং বিদর্ভরমণীমণিসৌধাদুজ্জিহানমনুদর্শিতসেবৈঃ ।
অর্পণান্নিজকরস্য নরেন্দ্রৈরাত্মনঃ করদতা পুনরূচে ॥ ১ ॥

তস্য চীনসিচয়ৈরপি বন্ধা পদ্ধতিঃ পদযুগাৎ কঠিনেতি ।
তাং প্যধত্ত শিরসাং খলু মাল্যৈ রাজরাজিরভিতঃ প্রণমন্তী ॥ ২ ॥

দ্রাগুপাহ্রিয়ত তস্য নৃপৈস্তদৃষ্টিদানবহুমানকৃতার্থৈঃ ।
স্বস্য দিশ্যমথঃ রত্নমপূর্বং যত্নকল্পিতগুণাধিকচিত্রম্‌ ॥ ৩ ॥

অঙ্গুলীচলনলোচনভঙ্গিভ্রূতরঙ্গবিনিবেদিতদানম্‌ ।
রত্নমন্যনৃপঢৌকিতমন্যো তৎপ্রসাদমলভন্ত নৃপাস্তৎ ॥ ৪ ॥

তানসৌ কুশলসূনৃতসেকৈস্তর্পিতানথ পিতেব বিসৃজ্য ।
অস্ত্রশস্ত্রধুরলীষু বিনিন্যে শৈষ্যকোপনমিতানমিতৌজাঃ ॥ ৫ ॥

মর্ত্যদুষ্প্রচরমস্ত্রবিচারং চারুশিষ্যজনতামনুশিষ্য ।
স্বৈর্নবন্দিকতগোধিরধীরং স শ্বসন্নভবদাপ্লবনেচ্ছুঃ ॥ ৬ ॥

যক্ষকর্দমমুদস্মৃদিতাঙ্গং প্রাক্‌ চুরঙ্গমদমীলিতমৌলিম্‌ ।
গন্ধবারিভিরনুবন্ধিতভৃঙ্গৈরঙ্গনাঃ সিষিচুরুচ্চকুচাস্তম্‌ ॥ ৭ ॥

ভূভৃতং পৃথুতপোঘনমাপ্তস্তং শুচিঃ স্নপয়তি স্ম পুরোধাঃ ।
সংদধজ্জলধরঃ স্খলদোঘস্তীর্থবারিলহরীরুপরিষ্টাৎ ॥ ৮ ॥

প্রেয়সীকুচবিয়োগহবিভুক্‌ক্‌জ্বস্মধূমবিততীরিব বিভ্রৎ ।
স্নায়িনঃ করসরোরুহযুগ্মং তস্য গর্ভধৃতদর্ভমরাজৎ ॥ ৯ ॥

কম্প্যমানমমুনাচমনার্থং গাঙ্গমম্বু চুলুকোদরচুম্বি ।
নির্মলত্বমিলিতপ্রতিবিম্বদ্যামযচ্ছদুপনীয় করে নু ॥ ১০ ॥

মুক্তমাপ্য দমনস্য ভগিন্যা ভূমিরাত্মদয়িতং ধৃতরাগা ।
অঙ্গমঙ্গমনুকং পরিরেভে তং মুদো জলমুদগুহয়ালুম্‌ ॥ ১১ ॥

মূলমধ্যশিখরস্থিতবেধঃশৌরিশম্ভুকরকাঙ্ঘ্রিশিরঃস্থৈঃ ।
তস্য মূর্ধ্নি চকরে শুচি দর্ভৈর্বারি বাস্তমিব গাঙ্গতরঙ্গৈঃ ॥ ১২ ॥

প্রাণমায়তবতো জলমধ্যে মজ্জমানমভজন্মুখমস্য ।
আপগাপরিবৃঢোদরপূরে পূর্বকালমুষিতস্য সিতাংশোঃ ॥ ১৩ ॥

মর্ত্যলোকমদনঃ সদশত্বং বিভ্রদভ্রবিশদদ্যুতিতারম্‌ ।
অম্বরং পরিদধে বিধুমৌলেঃ স্পর্ধয়েব দশদিগ্বসনস্য ॥ ১৪ ॥

ভীমজামনু চলৎপ্রতিবেলং সংঘিষংস্থুরিব রাজঋষীন্দ্রঃ ।
আববার হৃদয়ং ন সমন্তাদুত্তরীয়পরিবেষমিষেণ ॥ ১৫ ॥

স্নানবারিঘটরাজদুরোজা গৌরমুত্তিলকবিন্দুমুখেন্দুঃ ।
কেশশেষজলমৌক্তিকদন্তা তং বভাজ সুভগাপ্লবনশ্রীঃ ॥ ১৬ ॥

শৈবত্যশৈত্যজলদৈবতমন্ত্রস্বাদুতাপ্রমুদিতাং চতুরক্ষীম্ ।
বীক্ষ্য মোঘধূতসৌরভলোভং ঘ্রাণমস্য সলিলস্থমিবাসীৎ ॥ ১৭ ॥

রাজ্ঞি ভানুমদুপস্থিতয়েঽস্মিন্নাস্তমম্বু কিরতি স্বকরেণ ।
ভাস্বয়ঃ স্ফুরতি তেজসি চক্রুস্তৎক্ষণং কুৰ্চলদৰ্কবিতৰ্কম্ ॥ ১৮ ॥

সম্যগস্য জপতঃ শ্রুতিমন্ত্রাঃ সংনিধানমভজন্ত করাব্জে ।
শুদ্ধবীজ বিনদস্ফুঠবর্ণাঃ স্ফাটিকাক্ষবলয়চ্ছলভাজঃ ॥ ১৯ ॥

পাণিপৰ্বণি ষবঃ পুনরাখ্যাদ্দৈবতৰ্পণযবাৰ্পণমস্য ।
ন্যুপ্যমানজলযোগিতিলৌঘৈঃ স দ্বিরুক্তকরকালতিলোঽভূৎ ॥ ২০ ॥

পূতপাণিচরণঃ শুচিনোচ্চৈরধ্বনানিতরপাদহতেন ।
ব্রহ্মচারিপরিচারি সুরার্চাবেশ্ম রাজঋষিরেষ বিবেশ ॥ ২১ ॥

ক্বাপি যন্নভসি ধূপজধূমৈর্মেচকাগুরুভবৈর্ভ্রমরাণাম্ ।
ভূয়তে স্ম সুমনঃসুমনঃস্রগ্দামধামপটলে পটলেন ॥ ২২ ॥

সাংকুরেব রুচিপীততমা যৈর্যৈঃ পুরাস্তি রজনী রজনীব ।
তে ধৃতা বিতরিতুং ত্রিদশেভ্যো যত্র হেমতিলকা ইব দীপাঃ ॥ ২৩ ॥

যত্র মৌক্তিকমণৈর্বিরহেণ প্রীতিকামধৃতবাহ্যপদেন ।
কুংকুমেন পরিপূরিতমস্তঃ শঙ্কয়ঃ শুশুভিরেঽনুভবস্থ্যাঃ ॥ ২৪ ॥

অভ্রচুম্বিঘনচন্দনপঙ্কং যত্র গারুড়শিলাজমমত্রম্ ।
প্রাপ কেলিকবলীভবদিন্দোঃ সিংহিকাসুতমুখস্য সুখানি ॥ ২৫ ॥

গর্ভমৈণমদকৰ্দমসান্দ্রং ভাজনানি রজতস্য ভজন্তি ।
যত্র সাম্যমগমন্নমৃতাংশোরঙ্করঙ্কুকলুষীকৃতকুক্ষেঃ ॥ ২৫ ॥

উজ্জিহানসুকৃতাংকুরশঙ্কা যত্র ধৰ্মগহনে খলু তেনে ।
ভূরিশর্করকরম্ভবলীনামালিভিঃ সুগতসৌধসখানাম্ ॥ ২৭ ॥

সৰ্বমাখ্যদমরৌঘনিবাসং পর্বতং ক্বচন চম্পকসম্পৎ ।
মল্লিকাকুসুমরাশিরকার্ষীদ্ যত্র চ স্ফাটিকসানুমনুচ্চম্ ॥ ২৮ ॥

স্বাত্মনঃ প্রিয়মপি প্রতি গুপ্তিং কুর্বতী কুলবধূমৎজজ্ঞৌ ।
হৃদ্যদৈবতনিবেদ্যনিবেশাদ্ যত্র ভূমিরবকাশদরিদ্রা ॥ ২৯ ॥

যত্র কান্তকরপীড়িতনীলগ্রাবরশ্মিচিকুরাসু বিরেজুঃ ।
গাতুমূৰ্ধ্ববিধুতৈরনুবিম্বাৎ কুট্টিমক্ষিতিষু কুট্টিমতানি ॥ ৩০ ॥

নৈকবৰ্ণমণিভূষণপূৰ্ণে স ক্ষিতীন্দুরনবদ্যনিবেদ্যে ।
অধ্যতিষ্ঠদমলং মণিপীঠং তত্র চিত্রসিচয়োচ্চয়চারৌ ॥ ৩১ ॥

সম্যগর্চতি নলেঽর্কমতুর্ণং ভক্তিগর্শিধরমুনাকলি কর্ণঃ।
শ্রদ্দধানহৃদয়প্রতি চাতঃ সান্দ্রমম্বরমণির্নিরচৈষীৎ ॥ ৩২ ॥

তত্তদর্ঘমরহস্যজপেষু প্রশ্রয়ঃ শয়মমুষ্য বভাজ।
রক্তিমানমিব শিক্ষিতুমুচ্চৈ রক্তচন্দনজবীজসমাজঃ ॥ ৩৩ ॥

হেমনামকতরুপ্রসবেন ত্র্যম্বকস্তদুপকল্পিতপূজঃ
আত্তয়া যুধি বিজিত্য রতীশং রাজিতঃ কুসুমকহেলয়েব ॥ ৩৪ ॥

অর্চয়ন্ হরকরং স্মিতভাজা নাগকেসরতরোঃ প্রসবেন।
সোঽয়মাপয়দতির্যগবাগ্দিক্পালপাণ্ডুরকপালবিভূষাম্ ॥ ৩৫ ॥

নীলনীররুহমাল্যময়ীং স ন্যস্য তস্য গলনালবিভূষাম্।
স্ফাটিকীমপি তনুং নিরমাসীন্নীলকণ্ঠপদসাম্বয়তায়ৈ ॥ ৩৬ ॥

প্রীতিমেষ্যতি কৃতেন মমেদৃক্কর্মণা পুরিরিপুর্মদনারিঃ।
তৎপুরঃ পুরমতোঽয়মধাক্ষীদ্ধূপরূপমথ কামশরং চ ॥ ৩৭ ॥

তম্মুহূর্তমপি ভীমতনুজাবিপ্রয়োগমসহিষ্ণুরিবায়ম্।
শূলিমৌলিশশিভীতভয়াঽভূদ্ধ্যানমূর্ছননিমীলিতনেত্রঃ ॥ ৩৮ ॥

দণ্ডবদ্ভুবি লুঠন্ স ননাম ত্র্যম্বকং শরণভাগিব কামঃ।
আত্মশস্ত্রবিশিখাসনবাণান্ন্যস্য তৎপদযুগে কুসুমানি ॥ ৩৯ ॥

ত্র্যম্বকস্য পদয়োঃ কুসুমানি ন্যস্য সৈষ নিজশস্ত্রনিভানি।
দণ্ডভূবি লুঠন্ কিমু কামস্তং শরণ্যমুপগম্য ননাম ॥ (প্রক্ষেপোঽয়ম্)

ব্যাপৃতস্য শতরুদ্রিয়জপ্তৌ পাণিমস্য নবপল্লবলীলম্।
ভৃঙ্গভঙ্গিরিব রুদ্রপরাক্ষশ্রেণিরশ্রয়ত রুদ্রপরস্য ॥ ৪০ ॥

উত্তমং স মহতি স্ম মহীভৃৎপূরুষং পুরুষসূক্তবিধানৈঃ।
দ্বাদশাপি চ স কেশবমূর্তীর্দ্বাদশাক্ষরমুদীর্য ববন্দে ॥ ৪১ ॥

মল্লিকাকুসুমদণ্ডভকেন স ভ্রমীবলয়িতেন কৃতে তম্।
আসনে নিহিতমৈক্ষত সাক্ষাৎ কুণ্ডলীন্দ্রতনুকুণ্ডলভাজম্ ॥ ৪২ ॥

মেচকোৎপলময়ী বলিবন্ধুস্তম্বলিস্রগুরসি স্ফুরতি স্ম।
কৌস্তুভাখ্যমণিকুট্টিমবাস্তুশ্রীকটাক্ষবিকটায়িতকোটিঃ ॥ ৪৩ ॥

স্বর্ণকেতকশতানি স হেম্নঃ পুণ্ডরীকঘটনাং রজতস্য।
মালয়ারুণমণেঃ করবীরং তস্য মূর্ধ্নি পুনরুক্তমকার্ষীৎ ॥ ৪৪ ॥

নাল্পভক্তবলিরন্ননিবেদ্যৈস্তস্য হারিণমদেন স কৃষ্ণঃ।
শঙ্খচক্রজলজাতবদর্চৈঃ শঙ্খচক্রজলপূজনয়াভূৎ ॥ ৪৫ ॥

রাজ্ঞি কৃষ্ণলঘুধূপনধূমাঃ পূজয়ত্যহিরিপুধ্বজমস্মিন্।
নির্যযুর্ভবধূতা ভুজগা ভীদুর্ষশোমলিনিতা ইব জালৈঃ ॥ ৪৬ ॥

অর্ঘনিঃস্বমণিমাল্যবিমিশ্রৈঃ স্মেরজাতিময়দামসহস্রৈঃ।
তং পিধায় বিদধে বহুরত্নক্ষীরনীরনিধিমগ্নমিবৈষঃ ॥ ৪৭ ॥

অক্ষসূত্রগতপুষ্করবীজশ্রেণিরস্য করসংকরমেত্য।
শৌরিসক্তজপিতুঃ পুনরাপৎ পদ্মসদ্মচিরবাসবিলাসম্ ॥ ৪৮ ॥

কৈটভারিপদয়োর্নতমূর্ধ্না সঞ্চিতা বিচকিলস্রগনেন।
জহ্নুজেব ভুবনপ্রভুণাঽভাৎ সেবিতানুনয়তায়তমানা ॥ ৪৯ ॥

স্থানুরাগমনঘঃ কমলায়াং সূচয়ন্নপি হৃদি ন্যসনেন।
গৌরবং ব্যধিত বাগধিদেব্যাঃ শ্রীগৃহোর্ধ্বনিজকণ্ঠনিবেশাৎ ॥ ৫০ ॥

ইত্যবেত্য বসুনা বহুনাপি প্রাপ্নুবন্ন মুদমর্চনয়া সঃ।
সূক্তিমৌক্তিকময়ৈরথ হারৈর্ভক্তিমৈহত হরেরুপহারৈঃ ॥ ৫১ ॥

দূরতঃ স্তুতিববাপ্বিষষস্তে রূপমস্মদভিধা তব নিন্দা।
তং ক্ষমস্ব যদহং প্রলপামীত্যুক্তিপূর্বময়মেতদবোচৎ ॥ ৫২ ॥

স্বপ্রকাশ! জড় এষ জনস্তে বর্ণনং যদভিলষ্যতি কর্তুম্।
নন্বহর্পতিমহঃ প্রতি স স্যান্ন প্রকাশনরসস্তমসঃ কিম্ ॥ ৫৩ ॥

নৈব বাঙ্মনসয়োর্বিষযো ভূস্ত্বাং পুনর্ন কথমুদ্দিশতাং তে।
উৎকচাতকযুগস্য ঘনঃ স্যাত্তৃপ্তয়ে ঘনমনাপ্নুবতোঽপি ॥ ৫৪ ॥

ছদ্মমৎস্যবপুষস্তব পুচ্ছাস্ফালনাজ্জলমিবোদ্ধতমব্ধেঃ।
শৈবত্যমেত্য গগনাঙ্গণসঙ্গাদাবিরস্তি বিবুধালয়গঙ্গা ॥ ৫৫ ॥

ভূরিসৃষ্টিধৃতভূবলযানাং পৃষ্ঠসীম্নি কিণৈরিব চক্রৈঃ।
চুম্বিতাবতু জগৎক্ষিতিরক্ষাকর্মঠস্য কমঠস্তব মূর্তিঃ ॥ ৫৬ ॥

দিক্ষু যৎখুরচতুষ্টয়মুদ্রামভ্যবৈমি চতুরোঽপি সমুদ্রান্।
তস্য পোত্রিবপুষস্তব দংষ্ট্রা তুষ্টয়েঽস্তু মম বাস্তু জগত্যাঃ ॥ ৫৭ ॥

উদ্ধৃতিস্খলদিলাপরিরম্ভাল্লোমভির্হরিতৈর্বরুহৃষ্টৈঃ।
ব্রাহ্মমণ্ডমভবদ্বলিনীপং কেলিকোল! তব তত্র ন মাতুঃ ॥ ৫৮ ॥

দানবাদ্যগহনপ্রভবস্ত্বং সিংহ! মামব রবৈর্ঘনঘোরৈঃ।
বৈরিবাবিদিবিষৎসুকৃতাস্ত্রগ্রামসম্ভবভবম্মনুজার্ধঃ ॥ ৫৯ ॥

দৈত্যভর্তুরুদরান্ধুনিবিষ্টাং শক্রসম্পদমিবোদ্ধরতস্তে।
পাতু পাণিশুণিপণ্ডকমস্মাঙ্গ্নরজ্জুনিভলগ্নতদন্ত্রম্ ॥ ৬০ ॥

স্বেন পূর্তি ইযং সকলাশা ভো বলে! ন মম কিং ভবতেতি।
ত্বং বটুঃ কপটবাচি পটীয়ান্ দেহি বামন! মনঃপ্রমদং নঃ ॥ ৬১ ॥

দানবারিরসিকায়বিভূতেবশ্মি তেঽস্মি সুতবাং প্রতিপত্তিম্।
ইত্যুদগ্রপুলকং বলিনোক্তং ত্বাং নমামি কৃতবামনমায়ম্ ॥ ৬২ ॥

ভোগিভিঃ ক্ষিতিতলে দিবি বাসং বন্ধমেষ্যামি চিরং ধ্রিয়মাণঃ।
পাণিরেষ ভধনং বিতরেতি ছদ্মবাগ্ভরব বামন! বিশ্বম্ ॥ ৬৩ ॥

আশয়স্য বিবৃতিঃ ক্রিয়তে কিং দিৎসুরস্মি হি ভবচ্চরণেভ্যঃ।
বিশ্বমিত্যভিহিতো বলিনাস্মান্ বামন! প্রণতপাবন! পায়াঃ ॥ ৬৪ ॥

ক্ষত্রজাতিরুদিয়ায় ভুজাভ্যাং যা তবৈব ভুবনং সৃজতঃ প্রাক্‌ ।
জামদগ্ন্যবপুষস্তব তস্যাস্তৌ লয়ার্থমুচিতৌ বিজয়েতাম্‌ ॥ ৬৫ ॥

পাংসুলা বহুপতির্নিয়তং যা বেধসারচি রুষা নবখণ্ডা ।
তাং ভুবং কৃতবতো দ্বিজভুক্তাং যুক্তকারিতরতা তব জীয়াৎ ॥ ৬৬ ॥

কার্তবীর্যভিদুরেণ দশাস্যো রৈণুকেয় ! ভবতা সুখনাশ্যো ।
কালভেদবিরহাদসমাধিং নৌমি রামপুনরুক্তিমহং তে ॥ ৬৭ ॥

হস্তলেখমসৃজং খলু জন্মস্থানরেণুকমসৌ ভবদর্থম্‌ ।
রাম ! রামমধরীকৃততত্তল্লেখকঃ প্রথমমেব বিধাতা ॥ ৬৮ ॥

উদ্ভবাজতনুজাদজ । কামং বিশ্বভূষণ ! ন দূষণমত্র ।
দূষণপ্রশমনায় সমর্থং যেন দেব ! তব বৈভবমেব ॥ ৬৯ ॥

নো দদাসি যদি তত্ত্বধিয়ং মে যচ্ছ মোহমপি তং রঘুবীর !
যেন রাবণচমূর্যুধি মূঢ়া ত্বন্ময়ং জগদপশ্যদশেষম্‌ ॥ ৭০ ॥

আজ্ঞয়া চ পিতুরজ্ঞভিয়া চ শ্রীরহীয়ত মহীপ্রভয়া দিবঃ ।
লঙ্ঘিতশ্চ ভবতা কিমু ন দ্বির্বারিরাশিরুদকাঙ্কগলঙ্কঃ ॥ ৭১ ॥

কামদেববিশিখৈঃ খলু নেশং মার্পয়জ্জনকজামিতি রক্ষঃ ।
দৈবতাদমরণে বরবাক্যং তথ্যয়ৎ স্বমপুনাদ্ভবদস্ত্রৈঃ ॥ ৭২ ॥

তদ্‌ যশো হসতি কম্বুকদম্বং শম্বুকস্য ন কিমম্বুধিচুম্বি ।
নামশেষিতসসৈন্যদশাস্যাদস্তমাপ যদসৌ তব হস্তাৎ ॥ ৭৩ ॥

মৃত্যুভীতিকরপুণ্যজনেন্দ্রত্রাসদানজমুপার্জ্য যশস্তৎ ।
হ্রীণবানসি কথং ন বিহায় ক্ষুদ্রদুর্জনভিয়া নিজদারান্‌ ॥ ৭৪ ॥

ইষ্টদারবিরহোর্বপয়োধিস্ত্বং শরণ্য ! শরণং স মমৈধি ।
লক্ষ্মণক্ষণবিয়োগকৃশানৌ যঃ স্বজীবিততৃণাহুতিষজন্ন ॥ ৭৫ ॥

ক্রৌঞ্চদুঃখমপি বীক্ষ্য শুচা যঃ শ্লোকমেকমসৃজৎ কবিরাদ্যঃ ।
স ত্বদুত্থকরুণঃ খলু কাব্যং শ্লোকসিন্ধুমুচিতং প্রববন্ধ ॥ ৭৬ ॥

বিশ্রবঃপিতৃকয়াপ্তমনর্হং সশ্রবস্ত্বমনয়েত্যুচিতজ্ঞঃ ।
কিং চকর্তিথ ন শূর্পণখায়া লক্ষ্মণেন বপুষা শ্রবসী বা ॥ ৭৭ ॥

তে হরন্তু দুরিতব্রততিং মে যৈঃ স কল্পবিটপী তব দোর্ভিঃ ।
ছদ্মযাদবতনোরুদপাটি স্পর্ধমান ইব দানমদেন ॥ ৭৮ ॥

বালকেলিষু তদা যদলাবীঃ কর্পরীভিরভিহত্য তরঙ্গান্‌ ।
ভাবিবাণভুজভেদনলীলাসূত্রপাত্র ইব পাতু তদস্মান্‌ ॥ ৭৯ ॥

কর্ণশক্তিমফলাং খলু কর্তুং সজ্জিতার্জুনরথায় নমস্তে ।
কেতনেন কপিনোরসিশক্তিং লক্ষ্মণং কৃতবতা হৃতশল্যম্‌ ॥ ৮০ ॥

নাপগেয়মনয়ঃ সশরীরং দ্যাং বরেণ নিতরামপি ভক্তম্‌ ।
মা স্ম ভূৎ স্মরবধূসুরতজ্ঞো দিব্যপি ব্রতবিলোপভিয়েতি ॥ ৮১ ॥

ঘাতিতার্কসুতকর্ণদয়ালুর্জৈত্রিতেন্দুকুলপার্থকৃতার্থঃ।
অর্ধদুঃখসুখমভ্যনয়স্ত্বং সাস্রুভানুবিহসান্বিধুনেত্রঃ ॥ ৮২ ॥

প্রাণবৎপ্রণয়িরাধ ! ন রাধাপুত্রশত্রুসখিতা সদৃশী তে।
শ্রীপ্রিয়স্য সদৃগেব তব শ্রীবৎসমাত্মহৃদি ধর্তুমজস্রম্ ॥ ৮৩ ॥

তাবকাপরতনোঃ সিতকেশস্ত্বং হলী কিল স এব চ শেষঃ।
সাধুসাববতরস্তব ধত্তে তজ্জরচ্চিকুরনালবিলাসঃ ॥ ৮৪ ॥

হৃদ্যগন্ধবহ !—ভোগবতীশঃ শেষবপুর্মপি বিভ্রদশেষঃ।
ভোগভূতিমদিরারুচিরশ্রীরুল্লসৎকুমুদবন্ধুরুচিস্ত্বম্ ॥ ৮৫ ॥

রেবতীশ ! সুষমা কিল নীলস্যাম্বরস্য রুচিরা তনুভাসা।
কামপাল ! ভবতঃ কুমুদাবির্ভাবভাবিতরুচেরুচিতৈব ॥ ৮৬ ॥

একচিত্ততিরন্বয়বাদিন্নত্রষীপরিচিতোঽথ বুধস্ত্বম্।
পাহি মাং বিধুতকোটিচতুষ্কঃ পঞ্চবাণবিজয়ী ষড়ভিজ্ঞঃ ॥ ৮৭ ॥

তত্র মারজয়িনি ত্বয়ি সাক্ষাৎকুর্বতি ক্ষণিকতাত্মনিষেধৌ।
পুষ্পবৃষ্টিরপতৎ সুবহস্তাৎপুষ্পশস্ত্রশরসন্ততিরেব ॥ ৮৮ ॥

তাবকে হৃদি নিপাত্য কৃতেযং মন্মথেন দৃঢধৈর্যতনুত্রে।
কুণ্ঠনাদতিতমাং কুসুমানাং ছত্রমিত্রমুখতৈব শরাণাম্ ॥ ৮৯ ॥

যত্তব স্তববিধৌ বিধিরাস্যে চাতুরীং চরতি তচ্চতুরাস্যঃ।
ত্বয্যশেষবিদি জাগ্রতি শর্বঃ সর্ববিদ্ভ্রুবতয়া শিতিকণ্ঠঃ ॥ ৯০ ॥

ধূমবৎকলয়তা যুধি কালং ম্লেচ্ছকল্পশিখিনা করবালম্।
কল্কিনা দশতয়ং মম কল্কং ত্বং বুদস্য দশমাবতরেণ ॥ ৯১ ॥

দেহিনেব যশসা ভ্রমতোর্ব্যাং পাণ্ডুরেণ রণরেণুভিরুচ্চৈঃ।
বিষ্ণুনা জনয়িতুর্ভবতাভূন্নাম বিষ্ণুযশসশ্চ সদর্থম্ ॥ ৯২ ॥

সপ্তমস্বযময়েঽধ্বনি দত্তাত্রেয়মর্জুনযশোর্জনবীজম্।
নৌমি যোগজয়িতানঘসংজ্ঞং ত্বামলর্কভবমোহতমোর্কম্ ॥ ৯৩ ॥

জানুসূনুমনুগৃহ্য জয় ত্বং রামমূর্তিহতবৃত্রহপুত্রঃ।
ইন্দ্রনন্দনসপক্ষমপি ত্বাং নৌমি কৃষ্ণ ! নিহতার্কতনূজম্ ॥ ৯৪ ॥

বামনাদণুতমাদনু জীয়াস্ত্বং ত্রিবিক্রমতনুভৃতদিক্কঃ।
বীতহিংসনকথাদথ বুদ্ধাৎ কল্কিনা হতসমস্ত ! নমস্তে ॥ ৯৫ ॥

মাং ত্রিবিক্রম ! পুনীহি পদে তে কিং লগন্নজনি রাহুরুপানৎ।
কিং প্রদক্ষিণনকৃদ্ভ্রমিপাশং জাম্ববানদিত তে বলিবন্ধে ॥ ৯৬ ॥

অর্ধচক্রবপুষার্জুনবাহূন্ যোঽলুনাৎ পরশুনাথ সহস্রম্।
তেন কিং সকলচক্রাবলূনে বাণবাহুনিচয়েঽণ্ডাতি চিত্রম্ ॥ ৯৭ ॥

পাঞ্চজন্যমধিগত্য করেণাপাঞ্চজন্যমসুরানিতি বক্ষি।
চেতনাঃ স্থ কিল পশ্যতি কিং নাচেতনোঽপি ময়ি মন্ত্রবিরোধঃ ॥ ৯৮ ॥

তাবকোরসি লসদ্বনমালে শ্রীফলদ্বিফলশাখিকয়ের।
স্থীয়তে কমলয়া ত্বদজস্রস্পর্শকণ্টকিতয়োৎকুচয়া চ ॥ ৯৯ ॥

ত্যজ্যতে ন জলজেন করস্তে শিক্ষিতুং সুভগভুয়মিবোচ্চৈঃ।
আননং চ নয়নায়িতবিম্বঃ সেবতে কুমুদহাসকরাংশুঃ ॥ ১০০ ॥

যে হিরণ্যকশিপুং রিপুমুচ্চৈ রাবণং চ কুরুবীরচয়ং চ।
হন্ত হন্তুমভবংস্তব যোগাস্তে নরস্য চ হরেশ্চ জয়ন্তি ॥ ১০১ ॥

কৈয়মধভবতা ভবতোহে মায়িনা ননু ভবঃ সকলস্ত্বম্।
শেষতামপি ভজন্তমশেষং বেদ বেদনয়নো হি জনস্ত্বাম্ ॥ ১০২ ॥

প্রাগ্ভবৈরুদগুদগ্ভবগুম্ফাম্মুক্তিযুক্তিবিহতাবিহ তাবৎ।
নাপরঃ স্ফুরতি কস্যচনাপি ত্বৎসমাধিমবধুয় সমাধিঃ ॥ ১০৩ ॥

উর্ধ্বদিক্কলনাং দ্বিরকার্ষীঃ কিং তনুং হরিহরীভবনায়।
কিং চ তির্যগভবনো নৃহরিত্বে কঃ স্বতন্ত্রমনু নম্বনুযোগঃ ॥ ১০৪ ॥

আপ্তকাম! সৃজসি ত্রিজগৎ কিং কিং ভিনৎসি যদি নির্মিতমেব।
পাসি চেদমবতীর্য মুহুঃ কিং স্বাত্মনাপি যদবশ্যবিনাশ্যম্ ॥ ১০৫ ॥

জাহ্নবীজলজকৌস্তুভচন্দ্রান্ পাদপাণিহৃদয়েক্ষণবৃত্তীন্।
উত্থিতাম্বুধিসলিলাত্ত্বয়ি লোলা কিং স্থিতা পরিচিতান্ পরিচিন্ত্য ॥ ১০৬ ॥

বস্তু বাস্তু ঘটতে ন ভিদানা যৌক্তিকৈর্বিবিধবাধবিরোধৈঃ।
তত্ত্বদীহিতবিজৃম্ভিততত্তদ্ভেদমেতদিতি তত্ত্বনিবৃক্তিঃ ॥ ১০৭ ॥

বস্তু বিশ্বমুদরে তব দৃষ্টবা বাহ্যবৎ কিল মৃকণ্ডুতনূজঃ।
ত্বং বিমিশ্রমুভয়ং ন বিবিক্তংনির্ঘোষ স কতমস্ত্বমবৈষি ॥ ১০৮ ॥

ব্রহ্মণোহস্তু তব শক্তিলতায়াং মূর্ধ্নি বিশ্বমথ পত্যুবহীনাম্।
বালতাং কলয়তো জঠরে বা সর্বথাসি জগতামবলম্বঃ ॥ ১০৯ ॥

ধর্মবীজসলিলা সরিদম্ভাবথ্যমূলমুরসি স্ফুরতি শ্রীঃ।
কামদেবতমপি প্রসবন্তে ব্রহ্ম মূর্ত্তিদমসি স্বযমেব ॥ ১১০ ॥

লীলয়াপি তব নাম জনা যে গৃহ্নতে নরকনাশকরস্য।
তেভ্য এব নরকৈরুচিতা ভীস্তে তু বিভ্যতু কথং নরকেভ্যঃ ॥ ১১১ ॥

মৃত্যুহেতুষু ন বজ্রনিপাতাদ্ভীতিমর্হতি জনস্ত্বয়ি ভক্তঃ।
যস্তদোচ্চরতি বৈষ্ণবকণ্ঠান্নিঃপ্রযত্নমপি নাম তব দ্রাক্ ॥ ১১২ ॥

সর্বথাপি শুচিনি ক্রিয়মাণে মন্দিরোদর ইবাবকরা যে।
উদ্ভবন্তি ভাবিনাং হৃদি তেষাং শোধনী ভবদনুস্মৃতিধারা ॥ ১১৩ ॥

অস্মদাদ্যবিষয়েহপি বিশেষে রামনাম তব ধাম গুণানাম্।
অন্বর্বন্ধি ভবতৈব তু কস্মাদন্যথা ননু জনুস্ত্রিতয়েহপি ॥ ১১৪ ॥

ভক্তিভাজমনুগৃহ্য দৃশা মাং ভাস্করেণ কুরু বীততমস্কম্।
অর্পিতেন মম নাথ! ন তাপং লোচনেন বিধুনা বিধুনাসি ॥ ১১৫ ॥

লংঘয়ন্নহরহর্ভবদাজ্ঞামস্মি হা বিধিনিষেধময়ীং যঃ।
দর্লভং স তপসাপি গিরৈব ত্বৎপ্রসাদমহমিচ্ছুরলজ্জঃ ॥ ১১৬ ॥

বিশ্বরূপ! কৃতবিশ্ব! কিয়ত্তে বৈভবাদ্ভুতমণো হৃদি কুর্বে।
হেম নহ্যতি কিয়ন্নিজচীরে কাঞ্চনাদ্রিমধিগত্য দরিদ্রঃ ॥ ১১৭ ॥

ইত্যুদীর্য স হরিং প্রতি সম্প্রজ্ঞাতবাসিততমঃ সমপাদি।
ভাবনাবলবিলোকিতবিষ্ণো প্রীতিভক্তিসদৃশানি চরিষ্ণুঃ ॥ ১১৮ ॥

বিপ্রপাণিষু ভৃশং বসুবর্ষী পাত্রসাৎকৃতপিতৃক্রতুকব্যঃ।
শ্রেয়সা হরিহরং পরিপূজ্য প্রহ্ব এষ শরণং প্রবিবেশ ॥ ১১৯ ॥

মাধ্যন্দিনাদনু বিধের্বসুধাসুধাংশুরাস্বাদিতামৃতময়োদনমোদমানঃ।
প্রাগুং স চিত্রমবিদূরিতবৈজয়ন্তং বেশ্মাচলং নিজরুচীভিরলংচকার ॥ ১২০ ॥

ভীমাত্মজাপি কৃতদৈবতভক্তিপূজা পত্যৌ চ ভুক্তবতি ভুক্তবতী ততোঽনু।
তস্যাঙ্কমঙ্কুরিততৎপরিরিম্সমধ্যমধ্যাস্ত ভূষণভরাতিভরালসাঙ্গী ॥ ১২১ ॥

তামন্বগাদশিতবিম্ববিপাকচঞ্চোঃ স্পষ্টং শলাটুপরিণত্যুচিতচ্ছদস্য।
কীরস্য কাপি করবারিবহে বহন্তী সৌন্দর্যপুঞ্জমিব পঞ্জরমেকমালী ॥ ০২২ ॥

কুজায়ুজা বহুলপক্ষশিতির্ম্ন সীম্না স্পষ্টং কুহূপদপদার্থমিথোঽন্বয়েন।
তির্যগ্ধৃতস্ফটিকদণ্ডকবর্তিনৈকা তামন্ববর্তত পিকেন মদাধিকেন ॥ ১২৩ ॥

শিষ্যাঃ কলাবিধিষু ভীমভুবো বয়স্যা বীণামুদক্বণনকর্মাণি যাঃ প্রবীণাঃ।
আসীনমেনমুপবীণয়িতুং যযুস্তা গন্ধর্বরাজতনুজা মনুজাধিরাজম্ ॥ ১২৪ ॥

তাসামভাসত কুরঙ্গদৃশাং বিপঞ্চী কিঞ্চিৎপুরঃ কলিতনিঃকলকাকলীকা।
ভৈমীতথামধুরকণ্ঠলতোপকণ্ঠে শব্দায়িতুং প্রথমমপ্রতিভাবতীব ॥ ১২৫ ॥

সা যদ্ধৃতাখিলকলাগুণভূমভূমীভৈমীতুলাধিগতয়ে স্বরসংগতাসীৎ।
তৎ প্রাগসাববিনয়ং পরিবাদমেত্য লোকেঽধুনাপি বিদিতা পরিবাদিনীতি ॥ ১২৬ ॥

নাদং নিষাদমধুরং ততমুজ্জগাব সাভ্যাসভাগবনিভৃৎকুলকুঞ্জরস্য।
স্তম্বেরমীব কৃতসশ্রুতিমূর্ধকম্পা বীণা বিচিত্রকরচাপলমাভজন্তী ॥ ১২৭ ॥

আকৃষ্য সারমখিলং কিমু বল্লকীনাং তস্যা মৃদুস্বরমসর্জি ন কণ্ঠনালম্।
তেনান্তরং তরলভাবমবাপ্য বীণা হীণা ন কোণমমুচৎ কিমু বালয়েষু ॥ ১২৮ ॥

তদ্দম্পতিশ্রুতিমধূন্যথ চাটুগাথা বীণাস্তথা জগুরতিস্ফুটবর্ণবন্ধম্।
ইত্থং যথা বসুমতীরতিগৃহ্যকন্তাঃ কীরঃ কিরন্মুদমুদীরয়তি স্ম বিম্বাঃ ॥ ১২৯ ॥

অস্মাকমুক্তিভিরবৈষ্যথ এব বুদ্ধেগাধং যুবামতিমতী স্তুমহে তথাপি।
জ্ঞানং হি বাগবসরীবচনাদ্ভবদ্ভ্যামেতাবদপ্যনবধারিতমেব ন স্যাৎ ॥ ১৩০ ॥

ভূভৃদ্ভবাঙ্কভুবিরাজশিখামণেঃ সা ত্বং চাস্য ভোগসুভগস্য সমঃ ক্রমোঽয়ম্।
যন্নাকপালকলনাকলিতস্য ভর্তুরত্রাপি জন্মনি সতী ভবতী স ভেদঃ ॥ ১৩১ ॥

এষা রতিঃ স্ফুরতি চেতসি কস্য যস্যাঃ সূতে রতিং দ্যুতিরথ তদিহ যা তনোতি।
ত্রৈযক্ষবীক্ষণখিলীকৃতনির্জরতদাসিন্ধায়ুরধমকরধ্বজসংশয়ং কঃ ॥ ১৩২ ॥

এতাং ধরামিব সরিচ্ছবিহারিহারাম্ প্রাসিতস্তমিদমাননচন্দ্রভাসা।
বিভ্রাম্বিভাসি পয়সামিব রাশিরস্তর্বেদিশ্রিয়ং জনমনঃপ্রিয়মধ্যদেশাম্ ॥ ১৩৩ ॥

দত্তে জয়ং জনিতপত্রনিবেশনেয়ং সাক্ষীকৃতেন্দুবদনা মদনায় তন্বী।
মধ্যস্থদুর্বলতমতৎফলং কিমেতদ্ভূস্তিষর্দত্র তব ভংসিতমৎস্যকেতোঃ ॥ ১৩৪ ॥

চেতোভবস্য ভবতী কুচপত্ররাজ-
ধানীয়কেতুমকরা ননু রাজধানী।
অস্যাং মহোদয়মহস্পৃশি মীনকেতোঃ
কে তোরণং তরুণি ! ন ব্রুবতে ভ্রুবৌ তে ॥ ১৩৫ ॥

অস্যা ভবন্তমনিশং ভবতস্তথৈনাং কামঃ শ্রমং ন কথমৃচ্ছতি নাম গচ্ছন্।
ছায়েব বামথ গতাগতমাচরিষ্ণোস্তস্যাধ্বজশ্রমহরা মকরধ্বজস্য ॥ ১৩৬ ॥

স্বেদাপ্লবপ্রণয়িনী নবরোমরাজী রত্যৈ যথাচরতি জাগরিতব্রতানি।
আভাসিতেন নরনাথ ! মধুখসান্দ্রমগ্নাসমেষুশরকেশরদন্তুরাঙ্গঃ ॥ ১৩৭ ॥

প্রাপ্তা তবাপি নৃপ ! জীবিতদেবতেয়ং ঘর্মাম্বুশীকরকরম্বনমম্বুজাক্ষী।
তে তে যথা রতিপতেঃ কুসুমানি বাণাঃ স্বেদস্তথৈব কিমু তস্য শরক্ষতাস্রম্ ॥ ১৩৮ ॥

রাগং প্রতীত্য যুবয়োস্তমিমং প্রতীচী ভানুশ্চ কিং দ্বয়মজায়ত রক্তমেতৎ।
তদ্বীক্ষ্য বাং কিমিহ কেলিসরিৎসরোজৈঃ কামেষুতোচিমুখত্বমধীয়মানম্ ॥ ১৩৯ ॥

অন্যোন্যরাগবশয়োর্যুবয়োর্বিলাসস্বচ্ছন্দতাচ্ছিদপযাতু তদালিবর্গঃ।
অত্যাজয়ন্ সিচয়মাজিমকারয়ন্ বা দন্তৈর্নখৈশ্চ মদনো মদনঃ কথং স্যাৎ ॥ ১৪০ ॥

ইতি পঠতি শুকে মুষা যযুস্তা বহু নৃপকৃত্যমবেত্য সান্ধিবেলম্।
কুপিতনিজসখীদৃশার্ধদৃষ্টাঃ কমলভয়েব তদা নিকোচবত্যা ॥ ১৪১ ॥

অকৃত পরভৃতঃ শ্তুহি শ্তুহীতি শ্রুতবচনস্রগনুক্তিচুঞ্চুচঞ্চুঃ।
পঠিতনলনুতিং প্রতীব কীরং তমিব নৃপং প্রতি জাতনেত্ররাগঃ ॥ ১৪২ ॥

তুঙ্গপ্রাসাদবাসাদথ ভৃশকৃতামায়তীং কেলিকুল্যা-
মদ্রাক্ষীদর্কবিম্বপ্রতিকৃতিমণিনা ভীমজা রাজমানাম্।
বক্রং বক্রং ব্রজন্তীং ফণিযুবতিমিতি ভ্রমনুভির্যুক্তমুক্তা-
ন্যোন্যাং বিদ্রুত্য তীরে রথপদমিথুনৈঃ সূচিতামার্তিরুত্যা ॥ ১৪৩ ॥

অথ রথচরণৌ বিলোক্য রক্তাবতিবিরহাসহতাহতাবিবাস্রৈঃ।
অপি তমকৃত পদ্মসুপ্তিকালং শ্বসনবিকীর্ণসরোজসৌরভং সা ॥ ১৪৪ ॥

অভিলপতি পতিং প্রতি স্ম ভৈমী সদয় ! বিলোকয় কোকয়োরবস্থাম্।
মম হৃদয়মিমৌ চ ভিন্দতীং হা ক ইব বিলোক্য নরো ন রোদিতীমাম্ ॥ ১৪৫ ॥

কুমুদমুদমুদেষ্যতীমসোঢ়া রবিবরাবলম্বিতুকামতামতানীৎ।
প্রতিতরু বিরুবন্তি কিং শকুন্তাঃ স্বহৃদি নিবেশিতকোককাকুকুন্তাঃ ॥ ১৪৬ ॥

অপি বিরহমনিষ্টমাচরন্তাবধিগমপূর্বকপূর্বসর্বচেষ্টৌ।
ইদমহহ নিদর্শনং বিহঙ্গৌ বিধিবশচেতনচেষ্টনানুমানে ॥ ১৪৭ ॥

অশ্বিস্থারুণিমেষ্টকাবিসরণৈঃ শোণে কৃপাণঃ স্ফুটং
কালোঽয়ং বিধিনা রথাঙ্গমিথুনং বিচ্ছেত্তুমিচ্ছতা।
রশ্মিগ্রাহিগরুত্মদগ্রজসমারব্ধাবিরামভ্রমৌ
দণ্ডভ্রাজিনি ভানুশাণবলয়ে সংসজ্য কিং নিজ্যতে ॥ ১৪৮ ॥

ইতি স বিধুমুখীমুখেন মুগ্ধালপিতসুধাসবমর্পিতং নিপীয়।
স্মিতশবলবলন্মুখোঽবদত্তাং স্ফুটমিদমীদৃশমীদৃশং যথাত্থ ॥ ১৪৯ ॥

স্ত্রীপুংসৌ প্রবিভজ্য জেতুমখিলাবালোচিতৌচিত্যয়ো-
র্নম্রাং বেদ্মি রতিপ্রসূনশরয়োশ্চাপদ্বয়ীং তদ্ভ্রুবৌ।
ত্বন্নাসাচ্ছলনিহ্নুতাং দ্বিনলিকীং নালীকমুক্ত্যৈষিণো-
স্ত্বন্নিঃশ্বাসলতে মধুশ্বসনজং বায়ব্যমস্ত্রং তয়োঃ ॥ ১৫০ ॥

পীতো বর্ণগুণৈঃ স চাতিমধুরঃ কান্তেঽপি তেঽয়ং যথা
যং বিভ্রং কনকং সুবর্ণমিতি কৈরাদৃত্য নোৎকীর্ত্যতে।
কা বর্ণান্তরবর্ণনা ধবলিমা রাজৈব রূপেষু য-
স্তদ্যোগাদপি যাবদেতি রজতং দুর্বর্ণতাদুর্যশঃ ॥ ১৫১ ॥

খণ্ডক্ষোদমুদি স্থলে মধুপয়ঃকাদম্বিনীতর্পণাৎ
কুণ্টে রোহতি দোহদেন পয়সাং পিণ্ডেন চেৎ পুণ্ড্রকঃ।
স দ্রাক্ষাদ্রবসেচনৈর্যদি ফলং ধত্তে তদা তদ্গিরা-
মুদ্দেশায় ততোঽপ্যুদেতি মধুরাধারস্তমপ্রত্যয়ঃ ॥ ১৫২ ॥

উন্মীলদ্গুড়পাকতন্তুলতয়া রজ্জ্বা ভ্রমীরর্জয়ন্
দানান্তঃশ্রুতশর্করাচলমথঃ স্বেনামৃতান্ধাঃ স্মরঃ।
নব্যামিক্ষুরসোদধের্যদি সুধামুত্থাপয়েৎ সা ভব-
জ্জিহ্বায়াঃ কৃতিমাহ্বয়েত পরমাং মৎকর্ণয়োঃ পারণাম্ ॥ ১৫৩ ॥

আস্যে যা তব ভারতী বসতি তল্লীলারবিন্দোল্লস-
দ্বাসে তৎকলবৈণনিক্বণমিলদ্বাণী বলাসামৃতে।
তৎকেলিভ্রমণাহর্গৈরিকসুধানির্মাণহর্ম্যাধরে
তস্মুক্তামণিহার এব কিময়ং দন্তস্রজো রাজতঃ ॥ ১৫৪ ॥

বাণী মন্মথতীর্থমুজ্জ্বলরসস্রোতস্বতী কাপি তে
খণ্ডঃ খণ্ড ইতীদমীয়পুলিনস্যালপতে বালুকা।
এতত্তীরমুদৈব কিং বিরচিতাঃ পূতাঃ সিতাশ্চক্রিকাঃ
কিং পীযূষমিদংপয়াংসি কিমিদংতীরে তবৈবাধরৌ ॥ ১৫৫ ॥

পরভৃতযুবতীনাং সম্যগায়াতি গাতুং
ন তব তরুণি! বাণীয়ং সুধাসিন্ধুবেণী।
কতি ন রসিককণ্ঠে কর্তুমভ্যস্যতেঽসৌ
ভবদুপবিপিনাম্রে তাভিরাম্রেড়িতেন ॥ ১৫৬॥

উর্ধ্বক্ষে রদনচ্ছদঃ স্মরধনুর্বন্ধুকমালাময়ং
মৌর্বী তত্র তবাধরাধরতটাধঃসীমলেখালতা।

এষা বাগপি তাবকী ননু ধনুর্বেদঃ প্রিয়ে ! মান্মথঃ
সোঽয়ং কোণধনুষ্মতীভিরুচিতং বীণাভিরভ্যস্যতে ॥ ১৫৭ ॥
স গ্রাম্যঃ স বিদগ্ধসংসদি সদা গচ্ছত্যপাঙ্‌ক্তেয়তাং
তং চ স্প্রষ্টুমপি স্মরস্য বিশিখা মুঞ্চেধ ! বিগানোন্মুখাঃ।
যঃ কিং মধিধাতি নাধরং তব কথং হেমেতি ন ব্রপঃ
কীদৃঙ্‌নাম সুধেতি পৃচ্ছতি ন তে দন্তে গিরং চোত্তরম্ ॥ ১৫৮ ॥
মধ্যে বন্ধাণিমা যৎসগরিমমহিমশ্রোণিবক্ষোজযুগ্মা
জাগ্রচ্চেতোবশিতা-স্মিতধুতলঘিমা মাং প্রতীশিত্বমেষি।
সুপ্তৌ প্রাকাম্যরম্যা দিশি বিদিশি যশোলব্ধকামাবসায়া
ভূতীরষ্টাবপীশস্তদদিত মুদিতঃ স্বস্য শিল্পায় তুভ্যম্ ॥ ১৫৯ ॥
স্বাচঃ স্তুতয়ে বয়ং ন পটবঃ পীযূষমেব স্তুম-
স্তস্যার্থে গরুড়ামরেন্দ্রসমরঃ স্থানে স জানেঽর্জনি।
দ্রাক্ষাপানকমানমর্দনসুজা ক্ষীরে দৃঢ়াবজ্ঞয়া
যস্মিন্নাম ধৃতোঽনয়া নিজপদপ্রক্ষালনানুগ্রহঃ ॥ ১৬০ ॥
শোকস্ত্বং কোকয়োস্তবাং সুদতি ! তুদতি তদ্ব্যাহরাজ্ঞাকরস্তে
গত্বা কুল্যামনন্তং ব্রজিতুমনুনয়ে ভানুমেতজ্জলস্থম্।
বন্ধে যদ্যঞ্জলাবপ্যনুনয়বিমুখঃ স্যাস্মমৈকগ্রহোঽয়ং
দত্বৈবাভ্যাং তদম্ভোঞ্জলিমিহ ভবতীং পশ্য মামেষ্যমাণম্ ॥ ১৬১ ॥
তদানন্দায় ত্বৎপরিহাসিতকন্দায় ভবতী
নিজালীনাং লীনাং স্থিতিমিহ মুহূর্তং মৃগয়তাম্
ইতি ব্যাজাৎ কৃত্বালিষু চলিতচিত্তাং সহচরীং
স্বয়ং সোঽয়ং সায়ন্তনবিধিবিধিৎসুর্বহিরভূৎ ॥ ১৬২ ॥
শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালংকারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্।
তস্যাগাদয়মেকবিংশগণনঃ কাব্যেঽতিনব্যো কৃতৌ
ভৈমীভর্তৃচরিত্রবর্ণনময়ে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ ॥ ১৬৩ ॥

× × × × × × × × × × × × × দ্বাবিংশঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

উপাস্য সান্ধ্যং বিধিমন্তিমাশারাগেণ কান্তাধরচুম্বিচেতাঃ।
অবাপ্তবান্ সপ্তমভূমিভাগে ভৈমীধরং সৌধমসৌ ধরেন্দ্রঃ ॥ ১ ॥
প্রত্যুদ্‌ব্রজন্ত্যা প্রিয়য়া বিমুক্তং পর্যঙ্কমঙ্কস্থিতসজ্জশয্যম্।
অধ্যাস্য তামপ্যধিবাস্য সোঽয়ং সন্ধ্যামুপশ্লোকয়তি স্ম সায়ম্ ॥ ২ ॥
বিলোকনেনানুগৃহাণ তাবদ্দিশং জলানামধিপস্য দারান্।
অকালি লাক্ষাপয়সেব যেয়মপূরি পঙ্কৈরিব কুঙ্কুমস্য ॥ ৩ ॥

উচ্চৈস্তরাদম্বরশৈলমৌলেশ্চ্যুতো রবিগৈরিকগণ্ডশৈলঃ।
তস্যৈব পাতেন বিচূর্ণিতস্য সন্ধ্যারজোরাজিরিহোজ্জিহীতে ॥ ৪ ॥

অস্তাদ্রিচূড়ালয়পক্কণালিচ্ছেকস্য কিং কুক্কুটপেটকস্য।
যামান্তকুজোল্লসিতৈঃ শিখৌঘৈর্দিশ্বারুণী প্রাগরুণীকৃতেয়ম্ ॥ ৫ ॥

পশ্য দ্রুতাস্তংগতসূর্যনির্যৎকরাবলীহিঙ্গুলবেত্রয়াত্র।
নিষিধ্যমানাহনি সন্ধ্যয়াপি রাত্রিপ্রতীহারপদেঽধিকারম্ ॥ ৬ ॥

মহানটঃ কিন্নু সভানুরাগে সন্ধ্যায় সন্ধ্যাং কুনটীমপীশাম্।
তনোতি তন্বা বিয়তাপি তারশ্রেণিস্রজা সাম্প্রতমঙ্গহারম্ ॥ ৭ ॥

ভর্যস্থিদামস্ফুটিতস্য নাট্যাৎ পশ্যোড়ুকোটীকপটং বহন্তিঃ।
দিঙ্মণ্ডলং মণ্ডয়তীহ খণ্ডৈঃ সায়ংনটস্তারকরাট্ কিরীটঃ ॥ ৮ ॥

কালঃ কিরাতঃ স্ফুটপদ্মকস্য বধং ব্যধাদ্ যস্য দিনদ্বিপস্য।
তস্যৈব সন্ধ্যা রুচিরাস্রধারা তারাশ্চ কুম্ভস্থলমৌক্তিকানি ॥ ৯ ॥

সন্ধ্যাসবাগঃ ককুভো বিভাগঃ শিবাবিবাহে বিভুনায়মেব।
দিগ্বাসসা পূর্বমবৈমি পুষ্পাসিন্দূরিকাপর্বণি পর্যধায়ি ॥ ১০ ॥

সতীমুমামুদ্বহতা চ পুষ্পাসিন্দূরিকার্থং বসনে স্বনেত্রে।
দিশো দ্বিসন্ধীমভি রাগশোভে দিগ্বাসসোভে কিমলম্ভিষাতাম্ ॥ ১১ ॥

আদায় দণ্ডং সকলাসু দিক্ষু যোঽয়ং পরিভ্রাম্যতি ভানুভিক্ষুঃ।
অব্ধৌ নিমজ্জন্নিব তাপসোঽয়ং সন্ধ্যাভ্রকাষায়মধত্ত সায়ম্ ॥ ১২ ॥

অস্তাচলেঽস্মিন্নিকষোপলাভে সন্ধ্যাকষোল্লেখপরীক্ষিতো যঃ।
বিক্রীয় তং হেলিহিরণ্যপিণ্ডং তারাবরাটানিয়মাদিত দ্যোঃ ॥ ১৩ ॥

পচেলিমং দাড়িমমর্কবিম্বমুত্তার্য সন্ধ্যা স্থগিবোম্মিতাস্য।
তারাময়ং বীজভুজাদশীয়ং কালেন নিষ্ঠ্যূতমিবাস্থিযূথম্ ॥ ১৪ ॥

তাবাততিবীজমিবাদমাদমিয়ং নিরষ্ঠেব যদস্থিযূথম্।
তন্নিষ্কুলাকৃত্য রবিং স্বগেষা সন্ধ্যাস্মিতা পাকিমদাড়িমং বা ॥ (প্রক্ষেপোঽয়ম্)

সন্ধ্যাবশেষে ধৃততাণ্ডবস্য চণ্ডীপতেঃ পৎপতনাভিঘাতাৎ।
কৈলাসশৈলস্ফটিকাশ্মখণ্ডৈরমণ্ডি পশ্যোৎপতয়ালুভিদে্যীঃ ॥ ১৫ ॥

ইত্থং হ্রিয়া বর্ণনজন্মনেব সন্ধ্যামপক্রান্তবতীং প্রতীত্য।
তারাতমোদন্তুরমন্তরিক্ষং নিরীক্ষমাণঃ স পুনর্বভাষে ॥ ১৬ ॥

রামেষুমর্মব্রণনার্তিবেগাদ্রত্নাকরঃ প্রাগয়মুৎপপাত।
গ্রাহৌঘকির্মীরতমীনকম্বু নভো ন ভোঃ কামশরাসনভ্রূ ॥ ১৭ ॥

মোহায় দেবাপ্সরসাং বিমুক্তাস্তারাঃ শরাঃ পুষ্পশরেণ শঙ্কে।
পঞ্চাস্যবৎ পঞ্চশরস্য নাম্নি প্রপঞ্চবাচী খলু পঞ্চশব্দঃ ॥ ১৮ ॥

নভোনদীকূলকুলায়চক্রীকুলস্য নক্তং বিরহাকুলস্য।
দৃশোরপাং সন্তি পৃষন্তি তারাঃ পতন্তি তৎসংক্রমণানি ধারাঃ ॥ ১৯ ॥

অমূনি মন্যেঽম্বরনির্ঝরিণ্যা যাদাংসি গোধা মকরঃ কুলীরঃ ।
তৎপূরখেলৎসুরভীতিদূরমগ্নান্যধঃ স্পষ্টমিতঃ প্রতীমঃ ॥ ২০ ॥

স্মরস্য কম্বুঃ কিময়ং চকাস্তি দিবি ত্রিলোকীজয়বাদনীয়ঃ ।
কস্যাপরস্যোড়ুময়ৈঃ প্রসূনৈর্বাদিত্রশক্তির্ঘটতে ভটস্য ॥ ২১ ॥

কিং যোগিনীয়ং রজনী রতীশং যাঽজীজিবৎ পশ্যমমুং মুহুশ্চ ।
যোগর্দ্ধিমস্যা মহতীমলগ্নমিদং বদত্যম্বরচুম্বি কম্বু ॥ ২২ ॥

প্রবোধকালেঽহনি বাধিতানি তারাঃ খপুষ্পাণি নিদর্শয়ন্তী ।
নিশাহ শূন্যাধ্বনি যোগিনীয়ং মৃষা জগদ্দৃষ্টমপি স্ফুটাভম্ ॥ ২৩ ॥

এণঃ স্মরেণাঙ্কময়ঃ সপত্নাকৃতো ভবদ্ভ্রূযুগধন্বনা যঃ ।
মুখে তবেন্দৌ লসতা স তারাপুষ্পালিবাণানুগতো গতোঽয়ম্ ॥ ২৪ ॥

লোকাশ্রয়ো মণ্ডপমাদিসৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ডমাভাত্যনুকাণ্ঠমস্য ।
স্বকান্তিরেণূৎকরবান্তিমন্তি ঘুণব্রণদ্বাররনিভানি ভানি ॥ ২৫ ॥

শচীসপত্ন্যাং দিশি পশ্য ভৈমি শক্রেভদানদ্রবনির্ঝরস্য ।
পোপ্লূয়তে বাসরসেতুনাশাদুচ্ছৃঙ্খলঃ পূর ইবান্ধকারঃ ॥ ২৬ ॥

রামালিরোমাবলিদাম্বগাহি ধ্বান্তায়তে বাহনমস্তকস্য ।
যদ্বীক্ষ্য দূরাদিব বিভ্যতঃ স্বানম্বান্ গৃহীত্বাপসৃতো বিবস্বান্ ॥ ২৭ ॥

পঙ্কং মহাকালফলং কিলাসীৎ প্রত্যগ্গিরেঃ সানুনি ভানুবিম্বম্ ।
ভিন্নস্য তস্যেব দৃষন্নিপাতাদ্বীজানি জানামিতমাং তমাংসি ॥ ২৮ ॥

পত্যুর্গিরীণামযশঃ সুমেরুপ্রদক্ষিণাম্ভাস্বদনাদৃতস্য ।
দিশস্তমশ্চৈত্ররথান্যনামপত্রচ্ছটায়া মৃগনাভিশোভ ॥ ২৯ ॥

ঊর্দ্ধ্বং ধৃতং ব্যোম সহস্ররশ্মের্দিবা সহস্রেণ করৈরিবাসীৎ ।
পতত্তদেবাংশুমতা বিনেদং নেদিষ্ঠতামেতি কুতস্তমিস্রম্ ॥ ৩০ ॥

ঊর্দ্ধার্পিতন্যুব্জকটাহকল্পে যদ্ব্যোম্নি দীপেন দিনাধিপেন ।
ন্যধায়ি তদ্ভূমমিলদ্গুরুত্বং ভুবো তমঃ কজ্জলমুৎস্খলৎ কিম্ ॥ ৩১ ॥

ধ্বান্তৈণনাভ্যা শিতিনাম্বরেণ দিশঃ শরৈঃ সূনশরস্য তারৈঃ ।
মন্দাঙ্কলক্ষ্যা নিশি মামনিন্দো সেষ্যা ভবায়াস্ত্যভিসারিকাভাঃ ॥ ৩২ ॥

ভাস্বন্ময়ীং মীলয়তো দৃশং দ্রাঙ্মথোমিলদ্ব্যঞ্জলমাদিপুংসঃ ।
আচক্ষ্মহে তান্বি ! তমাংসি পক্ষ্ম শ্যামত্বলক্ষ্মীর্বিজিতেন্দুলক্ষ্ম ॥ ৩৩ ॥

বিবস্বতানায়িষতেব মিশ্রাঃ স্বগোসহস্রেণ সমং জনানাম্ ।
গাবোঽপি নেত্রাপরনামধেয়াস্তেনেদমান্ধ্যং খলু নান্ধকারৈঃ ॥ ৩৪ ॥

ধ্বান্তস্য বামোরু ! বিচারণায়াং বৈশেষিকং চারু মতং মতং মে ।
ঔলূকমাহুঃ খলু দর্শনং তৎক্ষমং তমস্তত্ত্বনিরূপণায় ॥ ৩৫ ॥

ম্লানিস্পৃশঃ স্পর্শনিষেধভুমেঃ সেয়ং ত্রিশঙ্কোরিব সম্পদস্য ।
ন কিঞ্চিদন্যং প্রতি কৌশিকীয়ে দৃশৌ বিহায় প্রিয়মাতনোতি ॥ ৩৬ ॥

মূর্ধাভিষিক্তঃ খলু নো গ্রহাণাং তংভাসমানঃকাশিদতঋক্ষশোভম্ ।
দিবান্ধকারং স্ফুটলব্ধরূপমালোকতালোকমুলূকলোকঃ ॥ ৩৭ ॥

দিনে মম দ্বেষিণি কীদৃগেষাং প্রচার ইত্যাকলনায় চারীঃ ।
ছায়া বিধায় প্রতিবস্তুলগ্নাঃ প্রাবেশয়ৎ প্রষ্টুমিবান্ধকারঃ ॥ ৩৮ ॥

ধ্বান্তস্য তেন ক্রিয়মাণয়েত্থং দ্বিষঃ শশী বর্ণনয়াঽথ রুষ্টঃ ।
উদ্যন্নুপাশ্লোকি জপারুণশ্রীর্নবাধিপেনানুনয়েচ্ছয়েব ॥ ৩৯ ॥

পশ্যাবৃতোঽপ্যেষ নিমেষমদ্রেরধিত্যকাভূমিতিরস্কারিণ্যা ।
প্রবর্ষতি প্রেয়সি ! চন্দ্রিকাভিশ্চকোরচঞ্চুচুলুকপ্রমিন্দুঃ ॥ ৪০ ॥

ধ্বান্তে দ্রুমান্তানভিসারিকাস্ত্বং শঙ্কস্ব সংকেতনিকেতমাপ্তাঃ ।
ছায়াচ্ছলাদুজ্ঝিতনীলচেলা জ্যোৎস্নানুকুলৈশ্চরিতা দুকূলৈঃ ॥ ৪১ ॥

স্বরাস্যলক্ষ্মীমুকুরং চকোরৈঃ স্বকৌমুদীমাদয়মানমিন্দুম্ ।
দৃশা নিশেন্দীবরচারুভাসা পিবোরু রম্ভাতরুপীবরোরু ॥ ৪২ ॥

অসংশয়ং সাগরভাগুদস্থাৎ পৃথ্বীধরাদেব মথঃ পুরায়ম্ ।
অমুষ্য যস্মাদধুনাপি সিন্ধৌ স্থিতস্য শৈলাদুদয়ং প্রতীমঃ ॥ ৪৩ ॥

নিজানুজেনাতিথিতামুপেতঃ প্রাচীপতের্বাহনবারণেন ।
সিন্দূরসান্দ্রে কিমকারি মূর্ধ্নি তেনারুণশ্রীরয়মুজ্জিহীতে ॥ ৪৪ ॥

যৎপ্রীতিমদ্ভির্বদনৈঃ স্বসাম্যাদচুম্বি নাকাধিপনায়িকানাম্ ।
ততস্তদীয়াধরযাবযোগাদুদেতি বিম্বারুণবিম্ব এষঃ ॥ ৪৫ ॥

বিলোমিতাঙ্কোৎকিরণান্দুরুহদৃগাদিনা দৃশ্যবিলোচনাদি ।
বিধির্বিধত্তে বিধুনা বধূনাং কিমাননং কাঞ্চনসঞ্চকেন ॥ ৪৬ ॥

অনেন বেধা বিপরীতরূপবিনির্মিতাঙ্কোৎকিরণাঙ্গকেন ।
স্বদাননং দৃশ্যদৃগাদ্যলক্ষ্যদৃগাদিনৈবাকৃত সঞ্চকেন ॥ (প্রক্ষেপোঽয়ম্)

অস্যাঃ সুরাধীশদিশঃ পুরাসীদ্ যদম্বরং পীতমিদং রজন্যা ।
চন্দ্রাংশুচূর্ণব্যতিচুম্বিতেন তেনাধুনা নূনমলোহিতায়ি ॥ ৪৭ ॥

তানীব গত্বা পিতৃলোকমেনমরঞ্জয়ন্ যানি স জামদগ্ন্যঃ ।
ছিত্ত্বা শিরোঽস্রাণি সহস্রবাহোর্বিস্রাণি বিশ্রাণিতবান্ পিতৃভ্যঃ ॥ ৪৮ ॥

অকর্ণনাসস্থপতে মুখং তে পশ্যন্ন সীতাস্যমিবাভিরামম্ ।
রক্তোস্রবর্ষী বত লক্ষ্মণাভিভূতঃ শশী শূর্পণখামুখাভঃ ॥ ৪৯ ॥

আদত্ত দীপ্রং মণিমম্বরস্য দত্ত্বা যদস্মৈ খলু সায়ধূর্তঃ ।
রজ্যত্তুষারদ্যুতিকূটহেম তৎপাণ্ডু জাতং রজতং ক্ষণেন ॥ ৫০ ॥

বালেন নক্তংসময়েন মুক্তং রৌপ্যং লসদ্বিম্বমিবেন্দুবিম্বম্ ।
ভ্রমিক্রমাদুজ্ঝিতপট্টসূত্রনেত্রাবৃতিং মুঞ্চতি শোণিমানম্ ॥ ৫১ ॥

তারাক্ষরৈর্যামসিতে কঠিন্যা নিশালিখদ্ব্যোম্নি তমঃপ্রশস্তিম্ ।
বিলুপ্য তামস্পষ্টতোঽরুণেঽপি জাতঃ করে পাণ্ডুরিমা হিমাংশোঃ ॥ ৫২ ॥

সিতো যদাত্রৈষ তদান্যদেশে চকাস্তি রজ্যচ্ছবিরুজ্জিহানঃ।
তদিত্থমেতস্য নিধেঃ কলানাং কো বেদ বা রাগবিরাগতত্ত্বম্ ॥ ৫৩ ॥

কশ্মীরজৈ রশ্মিভিরৌপসন্ধ্যৈর্মৃষ্টং ধৃতধ্বান্তকুরঙ্গনাভি।
চন্দ্রাংশুনা চন্দনচারুণাঙ্গং ক্রমাৎ সমালম্ভি দিগঙ্গনাভিঃ ॥ ৫৪ ॥

বিধিস্তুষারর্তুদিনানি কর্তুং কর্তুং বিনির্মাতি তদস্তভিত্তেঃ।
জ্যোৎস্নীর্নচেত্তৎপ্রতিমা ইমা বা কথং কথং তানি চ বামনানি ॥ ৫৫ ॥

ইত্যুক্তিশেষে স বধূং বভাষে সুব্রিপ্রুতাসক্তিনিবন্ধমৌনাম্।
মুখাভ্যসূয়ানুশয়াদিবেন্দৌ কেয়ং তব প্রেয়সি! মূকমুদ্রা ॥ ৫৬ ॥

শৃঙ্গারভৃঙ্গারসুধাকরেণ বর্ণস্রজানূপয় কর্ণকূপৌ।
স্বচ্চারুবাণীরসবেণিতীরতৃণানুকারঃ খলু কোষকারঃ ॥ ৫৭ ॥

অত্রৈব বাণীমধুনা তবাপি শ্রোতুং সমীহে মধুনঃ সনাভিম্।
ইতি প্রিয়প্রেরিতয়া তয়াথ প্রস্তোতুমারম্ভি শশিপ্রশস্তিঃ ॥ ৫৮ ॥

পুরং বিধুর্বর্ধয়িতুং পয়োধেঃ শঙ্কেঽয়মেণাঙ্কমণিং কিয়ন্তি।
পয়াংসি দোগ্ধি প্রিয়বিপ্রয়োগসশোককোকীনয়নে কিয়ন্তি ॥ ৫৯ ॥

জ্যোৎস্নাময়ং রাত্রিকলিন্দকন্যাপূরানুকারেঽপসৃতেঽন্ধকারে।
পরিস্ফুরন্নির্মলদীপ্তিদীপং ব্যক্তায়তে সৈকতমন্তরীপম্ ॥ ৬০ ॥

হাসস্থিবৈবাখিলকৈরবাণাং বিশ্বং বিশঙ্কেঽর্জনি দুগ্ধমুগ্ধম্।
যতো দিবা বন্ধমুখেষু তেষু স্থিতেঽপি চন্দ্রে ন তথা চকাস্তি ॥ ৬১ ॥

মৃত্যুঞ্জয়স্যৈষ বসঞ্জটায়াং ন ক্ষীয়তে তদ্ভয়দূরমৃত্যুঃ।
ন বর্ধতে চ স্বসুধাপ্তজীবস্রগ্মুণ্ডরাহুস্তবভীরতীব ॥ ৬২ ॥

ত্বিষং চকোরায় সুধাং সুরায় কলামপি স্বাবয়বং হরায়।
দদজ্জয়ত্যেষ সমস্তমস্য কল্পদ্রুমভ্রাতুরথাল্পমেতৎ ॥ ৬৩ ॥

অঙ্কেণনাভের্বিষকৃষ্ণকণ্ঠঃ সুধাপ্তশুদ্ধেঃ কটভস্মপাণ্ডুঃ।
অর্হন্নপীন্দোর্নিজমৌলিধানাম্মৃড়ঃ কলামর্হতি ষোড়শীং ন ॥ ৬৪ ॥

পুষ্পায়ুধস্যাস্থিভিরর্ধদগ্ধৈঃ সিতাসিতশ্রীরঘটি দ্বিজেন্দ্রঃ।
স্মরারিণা মূর্ধনি যদ্ধৃতোঽপি তনোতি তত্তৌষ্টিকপৌষ্টিকানি ॥ ৬৫ ॥

মৃগস্য লোভাৎ খলু সিংহিকায়াঃ সূনুর্মৃগাঙ্কং কবলীকরোতি।
স্বস্যাপি দানাদমুমঙ্কসুপ্তং নোজ্ঝন্মুদা তেন চ মুচ্যতেঽয়ম্ ॥ ৬৬ ॥

সুধাভুজো যৎ পরিপীয় তুচ্ছমেতং বিতন্বস্তি তদর্হমেব।
পুরা নিপীয়াস্য পিতাপি সিন্ধুরকারি তুচ্ছঃ কলশোদ্ভবেন ॥ ৬৭ ॥

চতুর্দিগন্তীং পরিপূরয়ন্তী জ্যোৎস্নৈব কৃৎস্না সুরসিন্ধুবন্ধুঃ।
ক্ষীরোদপূরোদরবাসহার্দবৈরস্যমেতস্য নিরস্যতীয়ম্ ॥ ৬৮ ॥

পুত্রী বিধোস্তাণ্ডবিকাস্তু সিন্ধোরশ্যা চকোরস্য দৃশোর্বয়স্যা।
তথাপি সেয়ং কুমুদস্য কাপি ব্রবীতি নাম্নৈব হি কৌমুদীতি ॥ ৬৯ ॥

জ্যোৎস্নাপয়ঃ ক্ষ্যাতটবাস্তুবস্তুচ্ছায়াছলাচ্ছিদ্রধরা ধরায়াম্।
শুভ্রাংশুশুভ্রাংশকরাঃ কলঙ্কনীলপ্রভামিশ্রবিভা বিভান্তি ॥ ৭০ ॥

কিয়ান্ যথানেন বিয়দ্বিভাগ স্তমোনিরাসাদ্বিশদীকৃতোঽয়ম্।
অম্ভস্তথা লাবণসৈন্ধবীভিরুল্লাসিতাভিঃ শিতিরপ্যকারি ॥ ৭১ ॥

গুণৌ পয়োধের্নিজকারণস্য ন হানিবৃদ্ধী কথমেতু চন্দ্রঃ।
চিরেণ সোঽয়ং ভজতে তু যত্তে ন নিত্যমম্ভোধিরিবাত্র চিত্রম্ ॥ ৭২ ॥

আদর্শদৃশ্যাত্মপি শ্রিতোঽয়মাদর্শদৃশ্যাং ন বিভর্তি মূর্তিম্।
ত্রিনেত্রভূরপায়মত্রিনেত্রাদুৎপাদমাসাদয়তি স্ম চিত্রম্ ॥ ৭৩ ॥

ইজ্যেব দেবব্রজভোজ্যঋদ্ধিঃ শুদ্ধা সুধাদীধিতিমণ্ডলীয়ম্।
হিংসাং যথা সৈব তথাঙ্গমেষা কলঙ্কমেকং মলিনং বিভর্তি ॥ ৭৪ ॥

একঃ পিপাসুঃ প্রবহানিলস্য চ্যুতো রথাদ্বাহনরঙ্কুরেষঃ।
অস্তঃস্বরেঽনন্বূনি লেলিহাস্যঃ পিবন্নমুষ্যামৃতবিন্দুবৃন্দম্ ॥ ৭৫ ॥

অস্মিন্ শিশৌ ন স্থিত এব রঙ্কুর্যূনি প্রিয়াভির্বিহিতোপদায়ম্।
আরণ্যসন্দেশ ইবৌষধীভিরঙ্কে স শঙ্কে বিধুনা ন্যধায়ি ॥ ৭৬ ॥

অস্যৈব সেবার্থমুপাগতানামাস্বাদয়ন্ পল্লবমোষধীনাম্।
ধয়ন্নমুষ্যৈব সুধাজলানি সুখং বসত্যেষ কলঙ্করঙ্কুঃ ॥ ৭৭ ॥

রুদ্রেষুবিদ্রাবিতমার্তমারাত্তারামৃগং ব্যোমনি বীক্ষ্য বিভ্যৎ।
মনোঽয়মনন্যঃ শরণং বিবেশ মত্বেশচূড়ামণিমিন্দুমেণঃ ॥ ৭৮ ॥

পৃষ্ঠেঽপি কিং তিষ্ঠতি নাথ নাথ! রঙ্কুর্বিধোরঙ্ক ইবেতি শঙ্কা।
ভবায় তিষ্ঠস্ব মুখে স্ব এবং যদম্বরথে পৃষ্ঠমপশ্যদস্য ॥ ৭৯ ॥

উত্তানমেবাস্য বলক্ষকুক্ষিং দেবস্য যুক্তিঃ শশমঙ্কমাহ।
তেনাধিকং দেবগবেষ্বপি স্যাং শ্রদ্ধালুরুত্তানগতৌ শ্রুতায়াম্ ॥ ৮০ ॥

দূরস্থিতৈর্বস্তুনি রক্তনীলে বিলোক্যতে কেবলনীলিমা যৎ।
শশস্য তিষ্ঠন্নপি পৃষ্ঠলোম্নাং তন্নঃ পরোক্ষঃ খলু রাগভাগঃ ॥ ৮১ ॥

ভঙ্ক্তুং প্রভুর্ব্যাকরণস্য দর্পং পদপ্রয়োগাধ্বনি লোক এষঃ।
শশো যদস্যাস্তি শশী ততোঽয়মেবং মৃগোঽস্যাস্তি মৃগীতি নোক্তঃ ॥ ৮২ ॥

যাবন্তমিন্দুং প্রতিপৎ প্রসূতে প্রাসাবি তাবানয়মব্ধিনাপি ।
তৎকালমীশেন ধৃতস্য মূর্ধ্নি বিধোরণীয়স্ত্বমহাস্তি লিঙ্গম্ ॥ ৮৩ ॥

আরোপ্যতে চেদিহ কেতকত্বমিন্দো দলাকারকলাকলাপে ।
তৎ সংবদত্যংকমৃগস্য নাভিকস্তূরিকা সৌরভবাসনাভিঃ ॥ ৮৪ ॥

আসীদ্ যথাজ্যোতিষমেষ গোলঃ শশী সমঙ্কং চিপিটস্ততোঽভূৎ ।
স্বর্ভানুদংষ্ট্রাযুগযন্ত্রকৃষ্টপীযূষপিণ্যাকদশাবশেষঃ ॥ ৮৫ ॥

অসাবসাম্যাদ্বিতনোঃ সখা নো কর্পূরমিন্দুঃ খলু তস্য মিত্রম্ ।
দগ্ধৌ হি তৌ দ্বাবপি পূর্বরূপাদ্বীর্যবত্তামধিকাং দধাতে ॥ ৮৬ ॥

স্থানে বিধোর্বা মদনস্য সখ্যং স শম্ভুনেত্রে জ্বলিতি প্রলীনঃ ।
অয়ং লয়ং গচ্ছতি দর্শভাজি ভাস্বন্ময়ে চক্ষুষি চাদিপুংসঃ ॥ ৮৭ ॥

নেত্রারবিন্দত্বমগান্মৃগাংকঃ পুরা পুরাণস্য যদেষ পুংসঃ ।
অস্যাংক এবায়মগাত্তদানীং কনীনিকেন্দিন্দিরসুন্দরত্বম্ ॥ ৮৮ ॥

দেবেন তেনৈষ চ কাশ্যপিশ্চ সাম্যং সমীক্ষ্যাভয়পক্ষভাজৌ ।
দ্বিজাধিরাজৌ হরিণাশ্রিতৌ চ যুক্তং নিযুক্তৌ নয়নক্রিয়ায়াম্ ॥ ৮৯ ॥

যৈরম্বমায়ি জ্বলনস্তুষারে সরোজিনীদাহবিকারহেতোঃ ।
তদীয়ধূমৌঘতয়া হিমাংশো শংকে কলংকোঽপি সমর্থিতস্তৈঃ ॥ ৯০ ॥

স্বেদস্য ধারাভিরনাপগাভির্ব্যাপ্তা জগদ্ভারপরিশ্রমার্তা ।
ছায়াপদেশাদ্বসুধা নিমজ্য সুধাম্বুধাবুজ্ঝতি খেদমত্র ॥ ৯১ ॥

মমানুমৈবং বহুকালনীলীনিপাতনীলঃ খলু হেমশৈলঃ ।
ইন্দোর্জগচ্ছায়ময়ে প্রতীকে পীতোঽপি ভাগঃ প্রতিবিম্বিতঃ স্যাৎ ॥ ৯২ ॥

মাবাপদুন্নিদ্রসরোজপুঞ্জাশ্রিয়ং শশী পদ্মনিমীলিতেজাঃ ।
অক্ষিদ্বয়েনৈব নিজাংকরংকোরলংকৃতস্তাময়মেতি মন্যে ॥ ৯৩ ॥

য এষ জাগর্তি শশঃ শশাংকে বুধো বিধত্তে ক ইবাত্র চিত্রম্ ।
অন্তঃ কিলৈতৎপিতুরম্বুরাশেরাসীত্তুরঙ্গোঽপি মতঙ্গজোঽপি ॥ ৯৪ ॥

গৌরে প্রিয়ে ভাতিতমাং তমিস্রা জ্যোৎস্নী চ নীলে দয়িতা যদাস্মিন্ ।
শোভাপ্তিলোভাদুভয়োস্তয়োর্বা সিতাসিতাং মূর্তিময়ং বিভর্তি ॥ ৯৫ ॥

বর্ষাতপানাবরণং চিরায় কাষ্ঠৌঘমালম্ব্য সমুত্থিতেষু ।
বালেষু তারাকবকোংবহৈকং বিকস্বরীভূতমবৈমি চন্দ্রম্ ॥ ৯৬ ॥

দিনাবসানে তরণেরকস্মান্নিমজ্জনাদ্বিশ্ববিলোচনানি ।
অস্য প্রসাদাদুড়ুপস্য নক্তং তমোবিপদ্দীপবতীং তরন্তি ॥ ৯৭ ॥

কিং নাক্ষি নোঽপি ক্ষণিকোঽণ্ডকোঽহয়ং ভানন্তি তেজোময়বিন্দুবিন্দুঃ।
অত্রেন্তু নেত্রে ঘটতে যদাসীস্মাসেন নাশী মহতো মহীয়ান্ ॥ ৯৮ ॥

ত্রাতুং পতিং নৌষধয়ঃ স্বশক্ত্যা মন্ত্রেণ বিপ্রাঃ ক্ষয়িণং ন শেকুঃ।
এনং পয়োধিমর্ণিভির্ন পুত্রং সুধা প্রভাবৈর্ন নিজাশ্রয়ং বা ॥ ৯৯ ॥

মৃষা নিশানাথমহঃ সুধা বা হরেদসৌ বা ন জরাবিনাশৌ।
পীত্বা কথং নাপরথা চকোরা বিধোর্মরীচীনজরামরাঃ স্যুঃ ॥ ১০০ ॥

বাণীভিরাভিঃ পরিপন্থিত্রাভির্নরেন্দ্রমানন্দজড়ং চকার।
মুহূর্তমাশ্চর্যরসেন ভৈমী হৈমীব বৃষ্টিঃ স্তিমিতং চ তং সা ॥ ১০১ ॥

ইতো মুখাদ্বাগিযমাবিরাসীৎ পীযূষধারামধুরেতি জল্পন্।
অচুম্বদস্যাঃ স মুখেন্দুবিম্বং সংবাবদূকশ্রিয়মম্বুজানাম্ ॥ ১০২ ॥

প্রিয়েণ সাথ প্রিয়মেবমুক্তা বিদর্ভভূমীপতিবংশমুক্তা।
স্মিতাংশুজালং বিততার তারা দিবঃ স্ফুরন্তীব কৃতাবতারা ॥ ১০৩ ॥

স্ববর্ণনা ন স্বয়মর্হতীতি নিযুজ্য মাং তন্মুখমিন্দুরূপম্।
স্থানেঽত্যুদাস্তে শশিনঃ প্রশস্তৌ ধরাতুরাসাহমিতি স্ম সাহ ॥ ১০৪ ॥

তয়েরিতঃ প্রাণসমঃ সুমুখ্যা গিরং পরীহাসরসোৎকিরাং সঃ।
ভুলোকসারঃ স্মিতবাক্ তুষারভানুং ভণিষ্যন্ সুভগাং বভাণ ॥ ১০৫ ॥

তবাননে জাতচরীং নিপীয় গীতিং তদাকর্ণনলোলুপোঽয়ম্।
হাতুং ন জাতু স্পৃহয়ত্যবৈমি বিধুং মৃগস্তদ্বদনভ্রমেণ ॥ ১০৬ ॥

ইন্দোর্ভ্রমেণোপগমায় যোগ্যে জিহ্বা তবাস্যে বিধুবাস্তুমস্তম্।
গীত্যা মৃগং কর্ষতু ভক্ষ্যতা কিং পাশীবভুবে শ্রবণদ্বয়েন ॥ ১০৭ ॥

আপ্যায়নাদ্বা রুচিভিঃ সুধাংশোঃ শৈত্যাত্তমঃকাননজন্মনো বা।
যাবন্নিশায়ামথ ঘর্মদুঃস্থস্তাবদ্বজত্যাহ্নি ন শষ্পপান্থঃ ॥ ১০৮ ॥

দূরেঽপি তত্তাবকগানপানাল্লব্ধাবধিঃ স্বাদুরসোপভোগে।
অবজ্ঞয়ৈব ক্ষিপতি ক্ষপায়াঃ পতিঃ খলু স্বান্যমৃতানি ভাসঃ ॥ ১০৯ ॥

অস্মিন্ন বিস্মাপয়তেঽয়মস্মাংশ্চক্ষুবভূবৈষ যদাদিপুংসঃ।
তদাত্রিনেত্রাদুদিতস্য তম্বি! কুলানুরূপং কিল রূপকস্য ॥ ১১০ ॥

আভিমুখেন্দোদরি! কৌমুদীভিঃ ক্ষীরস্য ধারাভিরিব ক্ষণেন।
অক্ষালি নীলী রুচিরম্বরস্থা তমোময়ীয়ং রজনীরজক্যা ॥ ১১১ ॥

পয়োমুচাং মেচকিমানমুচ্চৈরুচ্চাটয়ামাস ঋতুঃ শরদ্যা।
অপারি বামোরু! তয়াপি কিঞ্চিন্ন প্রোঞ্ছিতুং লাঞ্ছনকালিমাস্য ॥ ১১২ ॥

একাদশৈকাদশরুদ্রমৌলীনঙ্কং যতো যান্তি কলাঃ কিলাস্য ।
প্রবিশ্য শেষাস্তু ভবন্তি পঞ্চপঞ্চেষুতূণীমিষবোঽর্ধচন্দ্রাঃ ॥ ১১৩ ॥

নিরস্তবত্যেন নিধায় তস্মিব ! তারাসহস্রাণি যদি ক্রিয়েত ।
সুধাংশুরন্যঃ স কলঙ্কমুক্তস্তদা তদাস্যশ্রিয়মাশ্রয়েত ॥ ১১৪ ॥

যৎপদ্মমাদিৎসু তবাননীয়াং কুরঙ্গলক্ষ্যা চ মৃগাক্ষি ! লক্ষ্মীম্ ।
একার্থলিপ্সাকৃত এষ শঙ্কে শশাঙ্কপঙ্কেরুহয়োর্বিরোধঃ ॥ ১১৫ ॥

লব্ধং ন লেখপ্রভুণাপি পাতুং পীত্বা মুখেন্দোরধরামৃতং তে ।
নিপীয় দেবৈর্বিঘসীকৃতায়াং ঘৃণাং বিধোরস্য দধে সুধায়াম্ ॥ ১১৬ ॥

এনং স বিভ্রান্বিধুমুত্তমাঙ্গে গিরীন্দ্রপুত্রীপতিরোষধীশম্ ।
অশ্নাতি ঘোরং বিষমাব্ধিজন্ম ধত্তে ভুজঙ্গং চ বিমুক্তশঙ্কঃ ॥ ১১৭ ॥

নাস্য দ্বিজেন্দ্রস্য বভূব পশ্য দারান্ গুরোর্যাতবতোঽপি পাতঃ ।
প্রবৃত্তয়োঽপ্যাত্মময়প্রকাশান্নহ্যন্তি ন হ্যন্তিমদেহমাপ্তান্ ॥ ১১৮ ॥

স্বধাকৃতং যত্তনয়ৈঃ পিতৃভ্যঃ শ্রদ্ধাপবিত্রং তিলচিত্রমম্ভঃ ।
চন্দ্রং পিতৃস্থানতয়োপতস্থে তদঙ্করোচিঃখচিতা সুধৈব ॥ ১১৯ ॥

পশ্যোচ্চসৌধস্থিতিসৌখ্যলক্ষ্যো তবৎকেলিকুল্যাম্বুনি বিম্বমিন্দোঃ ।
চিরং নিমজ্যেহ সতঃ প্রিয়স্য ভ্রমেণ যস্পৃশতি রাজহংসী ॥ ১২০ ॥

সৌবর্গবর্গৈরমৃতং নিপীয় কৃতার্হন্তু তুচ্ছঃ শশলাঞ্ছনোঽয়ম্ ।
পূর্ণেঽমৃতানাং নিশিতেঽত্র নদ্যাং মগ্নঃ পুনঃ স্যাৎপ্রতিমাচ্ছলেন ॥ ১২১ ॥

সমং সমেতে শশিনঃ করেন প্রসূনপাণাবিহ কৈরবিণ্যাঃ ।
বিবাহলীলামনয়োরিবাহ মধুচ্ছলত্যাগজলাভিষেকঃ ॥ ১২২ ॥

বিকাসিনীলায়তপুষ্পনেত্রা মৃগীয়মিন্দীবরিণী বনস্থা ।
বিলোকতে কান্তমিহোপরিষ্টান্মৃগং তবৈষাননচন্দ্রভাজম্ ॥ ১২৩ ॥

তপস্যতামম্বুনি কৈরবাণাং সমাধিভঙ্গে বিবুধাঙ্গনায়াঃ ।
অবৈমি রাত্রেরমৃতাধরোষ্ঠং মুখং ময়ূখস্মিতচারু চন্দ্রম্ ॥ ১২৪ ॥

অল্পাঙ্কপঙ্কা বিধুমণ্ডলীয়ং পীযূষনীরা সরসী স্মরস্য ।
পানাৎ সুধানামজলেঽপ্যমুষ্যাং চিহ্নং বিভর্ত্যত্রভবং স মীনম্ ॥ ১২৫ ॥

তারাস্থিভূষা শশিজহ্নুজাভৃচ্চন্দ্রাংশুপাংশুচ্ছুরিতদ্যুতির্দ্যৌঃ ।
ছায়াপথচ্ছদ্মফণীন্দ্রহারা স্বং মূর্তিমাহ স্ফুটমষ্টমূর্তেঃ ॥ ১২৬ ॥

একৈব তারা মুনিলোচনস্য জাতা কিলৈতজ্জনকস্য তস্য ।
তাতাধিকা সম্পদভূদিয়ং তু সপ্তাশ্বিতা বিংশতিরস্য যত্তাঃ ॥ ১২৭ ॥

মৃগাক্ষি ! যন্মণ্ডলমেতদিন্দোঃ স্মরস্য তৎ পাণ্ডুরমাতপত্রম্ ।
যঃ পূর্ণিমানন্তরমস্য ভঙ্গঃ স চ্ছত্রভঙ্গঃ খলু মন্মথস্য ॥ ১২৮ ॥

দশাননেনাপি জগন্তি জিত্বা যোঽয়ং পুরাঽপারি ন জাতু জেতুম্ ।
ম্লানির্বিধোর্মানিনি ! সংগতেয়ং তস্য ত্বদেকাননিনির্জিতস্য ॥ ১২৯ ॥

দৃষ্টো নিজাং তাবদিয়ন্ত্যহানি জয়ন্নয়ং পূর্বদশাং শশাঙ্কঃ ।
পূর্ণস্ত্বদাস্যেন তুলাং গতশ্চেদনন্তরং দ্রক্ষ্যসি ভঙ্গমস্য ॥ ১৩০ ॥

ক্ষত্রাণি রামঃ পরিভূয় রামাৎ ক্ষত্রাদ্ যথাভজাত স দ্বিজেন্দ্রঃ ।
তথৈব পদ্মানভিভূয় সর্বাংস্ত্বদ্বক্ত্রপদ্মাৎ পরিভূতিমেতি ॥ ১৩১ ॥

অন্তঃ সলক্ষ্মীক্রিয়তে সুধাংশো রূপেণ পশ্যে ! হরিণেন পশ্য ।
ইত্যেষ ভৈমীমদদর্শদস্য কদাচিদন্তং স কদাচিদন্তঃ ॥ ১৩২ ॥

সাগরাম্বুনিবিলোচনোদরাদ্ যদ্দ্বয়াদজনি তেন কিং দ্বিজঃ ।
এবমেব চ ভবন্নয়ং দ্বিজঃ পর্যবস্যতি বিধুঃ কিমত্রিজঃ ॥ ১৩৩ ॥

তারাবিহারভুবি চন্দ্রময়ীং চকার যন্মণ্ডলীং হিমভুবং মৃগনাভিবাসম্ ।
তেনৈব তন্বি ! সুকৃতেন মতে জিনস্য স্বর্লোকলোকতিলকত্বমবাপ ধাতা ॥ ১৩৪ ॥

ইন্দুং মুখাদ্বহতৃণং তব যদ্গৃণন্তি নৈনং মৃগস্ত্যজতি তন্মৃগতৃষ্ণয়েব ।
অত্যেতি মোহমহিমা ন হিমাংশুবিম্বলক্ষ্মীবিড়ম্বিমুখি ! বিত্তিষু পাশবীষু ॥ ১৩৫ ॥

স্বর্ভানুনা প্রসভপানবিভীষিকাভিদুঃখাকৃতৈনমবধূয় সুধা সুধাংশুম্ ।
স্বং নিহ্নুতে শিতিমচিহ্নমনুষ্য রাগেস্তাম্বুলতাম্রমবলম্ব্য তবাধরোষ্ঠম্ ॥ ১৩৬ ॥

হর্যক্ষীভবতঃ কুরঙ্গমুদরে প্রক্ষিপ্য যদ্বা শশং
জাতস্ফীততনোরমুষ্য হরিতা সূতস্য পন্থা হরেঃ ।
ভঙ্গস্ত্বদ্বদনাম্বুজাদজনি যৎ পদ্মাত্তদেকাকিনঃ
স্যাদেকঃ পুনরস্য স প্রতিভটো যঃ সিংহিকায়াঃ সুতঃ ॥ ১৩৭ ॥

যৎপূজাং নয়নদ্বয়োৎপলময়ীং বেধা ব্যধাৎ পদ্মভূ-
র্বাক্‌পারীণরুচিঃ স চেন্মুখময়ং পদ্মঃ প্রিয়ে ! তাবকম্ ।
কঃ শীতাংশুরসৌ তদা মথমৃগব্যাধোত্তমাঙ্গস্থল-
স্থাম্নুস্বস্তটিনীতটাবানবনীবানীরবাসী বকঃ ॥ ১৩৮ ॥

জাতং শাতক্রতব্যাং হরিতি বিহরতঃ কাকতালীয়মস্যা-
মশ্যামত্বৈকমত্যাশ্রিতসকলকলানির্মিতৈর্নির্মলস্য ।
ইন্দোরিন্দীবরাভং বলবিজয়িগজগ্রামণীগণ্ডপিণ্ড-
দ্বন্দ্বাপাদানদানদ্রবলবলগনাদঙ্কমঙ্কে বিশঙ্কে ॥ ১৩৯ ॥

অংশং ষোড়শমামনন্তি রজনীভর্তুঃ কলাং বৃত্তয়-
স্তেনং পঞ্চদশৈব তাঃ প্রতিপদাদ্যারাকবর্ধিষ্ণবঃ ।

যা শেষা পুনরদ্ধৃতা তিথিমৃতে সা কিং হরালংকৃতি-
স্তস্যাঃ স্থানবিলং কলঙ্কমিহ কিং পশ্যামি সশ্যামিকম্‌ ॥ ১৪০ ॥

জ্যোৎস্নামাদয়তে চকোরশিশুনা দ্রাঘীয়সী লোচনে
লিপ্সুর্মুর্মিবোপজীবিতুমিতঃ সন্তর্পণাস্বীকৃতাৎ।
অঙ্কে রঙ্কুময়ং করোতি চ পরিস্প্রষ্টুং তদেবাদৃত-
স্তদ্বক্তুং নয়নশ্রিয়াপ্যনধিকং মুগ্ধে! বিধিৎসুর্বিধুঃ ॥ ১৪১ ॥

লাবণ্যেন তবাস্যমেব বহুনা তৎপাত্রমাত্রস্পৃশা
চন্দ্রঃ প্রোঞ্ছনলব্ধতার্ধমলিনেনারম্ভি শেষেণ তু।
নির্মায় দ্বয়মেতদস্য বিধিনা পাণী খলু ক্ষালিতৌ
তল্লেশৈরধুনাপি নীবনিলয়ৈরম্ভোজমারভ্যতে ॥ ১৪২ ॥

লাবণ্যেন তবাখিলেন বদনং তৎপাত্রমাত্রস্পৃশা
চন্দ্রঃ প্রোঞ্ছনলব্ধতার্ধমলিনেনারম্ভি শেষেণ যঃ।
তল্লেখাপি শিখামণিঃ সুসময়াহংকৃত্য শম্ভোরভূ-
দম্ভজং তস্য পদং যদস্পৃশদতঃ পদ্মং চ সদ্ম শ্রিয়ঃ ॥ ১৪৩ ॥

সপীতেঃ সম্প্রীতেরজনি রজনীশঃ পরিষদা
পরীতস্তারাণাং দিনমণিমণিগ্রাবমণিকঃ।
প্রিয়ে! পশ্যোৎপ্রেক্ষাকবিভিরভিধানায় সুশকঃ
সুধামভ্যুদ্ধর্তুং ধৃতশশকনীলাশ্মচষকঃ ॥ ১৪৪ ॥

আস্যং শীতময়ূখমণ্ডলগুণানাকৃষ্য তে নির্মিতং
শঙ্কে সুন্দরি! শর্বরীপরিবৃঢ়স্তেনৈষ দোষাকরঃ।
আধায়েন্দুমৃগাদপীহ নিহিতে পশ্যামি সারং দৃশৌ
তদ্বক্তে সতি বা বিধৌ ধৃতিময়ং দধ্যালনধঃ কুহূঃ ॥ ১৪৫ ॥

শুচিরুচিমুডুগণমগণনমমুমিতি
কলয়সি কৃশতনু! ন গগনতটমনু।
প্রতিনিশশশিতলবিগলদমৃতভৃত-
রবিরথহয়চয়খুরাবলকুলমিব। ১৪৬ ॥

উপনতমুডুপুষ্পজাতমাস্তে ভবতু জনঃ পরিচারকস্তবায়ম্‌।
তিলতিলকিতপর্পটাভমিন্দুং দিতর নিবেদ্যমুপাস্ব পঞ্চবাণম্‌ ॥ ১৪৭ ॥

স্বর্ভানুপ্রতিবারপারণমিলন্দন্তৌঘযন্ত্রোদ্ভব-
শ্বভ্রালীপতয়ালুদীধিতিসুধাসারস্তুষারদ্যুতিঃ।
পুষ্পেষ্বাসনতৎপ্রিয়াপরিণয়ানন্দাভিষেকোৎসবে
দেবঃ প্রাপ্তসহস্রধারকলশশ্রীরস্তু নস্তুষ্টয়ে ॥ ১৪৮ ॥

শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালংকারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্‌।

দ্বাবিংশো নবসাহসাঙ্কচরিতে চম্পূকৃতোহয়ং মহা-
কাব্যে তস্য কৃতৌ নলীয়চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ ॥ ১৪৯ ॥

যথা যূনস্তদ্বৎ পরমরমণীয়াপি রমণী
কুমারাণামন্তঃকরণহরণং নৈব কুরুতে ।
মদুক্তিশ্চেদন্তর্মদয়তি সুধীভূয় সুধিয়ঃ
কিমস্যা নাম স্যাদরসপুরুষানাদরভরৈঃ ॥ ১৫০ ॥

দিশি দিশি গিরিগ্রাবাণঃ স্বাং বমন্তু সরস্বতীং
তুলয়তু মিথস্তামাপাতস্ফুরদ্ধ্বনিডম্বরাম্ ।
স পরমপরঃ ক্ষীরোদন্বান্ যদীয়মুদীয়তে
মথিতুরমৃতং খেদচ্ছেদি প্রমোদনমোদনম্ ॥ ১৫১ ॥

গ্রন্থগ্রন্থিরিহ ক্বচিৎক্বচিদপি ন্যাসি প্রযত্নান্ময়া
প্রাজ্ঞম্মন্যমনা হঠেন পঠিতী মাস্মিন্ খলঃ খেলতু ।
শ্রদ্ধারাদ্ধগুরুশ্লথীকৃতদৃঢ়গ্রন্থিঃ সমাসাদয়-
ত্বেতৎকাব্যরসোর্মিমজ্জনসুখব্যাসজ্জনং সজ্জনঃ । ১৫২ ॥

তাম্বূলদ্বয়মাসনং চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাদ্
যঃ সাক্ষাৎকুরুতে সমাধিষু পরং ব্রহ্ম প্রমোদার্ণবম্ ।
যৎকাব্যং মধুবর্ষি ধর্ষিতপরাস্তর্কেষু যস্যোক্তয়ঃ
শ্রীশ্রীহর্ষকবেঃ কৃতিঃ কৃতিমুদে তস্যাভ্যুদীয়াদিয়ম্ ॥ ১৫৩ ॥